অর্থনৈতিক তত্ত্ব

[General Economics for B.A. & B.Com.]

[তৃতীয় সংস্করণ]

অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ) ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ ; ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ (বাগেরহাট), বিদ্যাসাগর কলেজ (নবদ্বীপ), হরগঙ্গা কলেজ (মুন্সিগঞ্জ), ভিক্টোরিয়া কলেজ (কুচবিহার), ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন্ (কলিকাতা)।

সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ) এর প্রিন্সিপাল
শ্রীঅরুণ কুমার সেন, এম্, এ, এম্, এস্, সি, ইকন্ (লণ্ডন) বার-এট-ল
কর্ত্তৃক লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত

রিপাবলিক্ বুক সিণ্ডিকেট
২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ; কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
এ, ব্যানার্জ্জী
রিপাবলিক বুক সিণ্ডিকেটের পক্ষে
২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য—সাত টাকা আট আনা

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৬১
পুনর্মুদ্রণ—১৩৬২
তৃতীয় সংস্করণ—১৩৬৩

মুদ্রাকর : শ্রীনির্ম্মল কৃষ্ণ বসু
নির্ম্মল প্রেস
২১, রাজা লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ পত্র

আশীষ

ও

অঞ্জনকে

মুখবন্ধ

আধুনিক অর্থনীতি বিজ্ঞানের আলোচনা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। অথচ যে কোন আধুনিক বিজ্ঞানের ন্যায় অর্থনীতি ক্রমবর্দ্ধনশীল এবং পরিবর্ত্তনশীল। আধুনিক অর্থনীতিবিজ্ঞানের জন্মস্থান ইউরোপে ইহার আলোচনা নিয়তই অগ্রসর হইতেছে, বর্ত্তমানে মার্কিণ অর্থনীতিবিদ্‌গণ অর্থনৈতিক আলোচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছেন। এই সকলের ঘাত প্রতিঘাত আমাদের দেশে বিলম্বেই পৌছায়—অথচ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক তত্ত্ব আলোচনার প্রয়াস আমাদের দেশে বিরল।

আধুনিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ দ্বারা সমগ্র অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান উদ্দেশ্যে ইংরাজী ভাষায় কতিপয় গ্রন্থ আমাদের দেশে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে যাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের অভাব পূরণের জন্য অর্থনীতি সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য পুস্তকের অভাব অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। ভাষাগত অসুবিধার জন্য ভাবের রাজত্বে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকা নিগ্রহেরই নামান্তর। পাঠক সাধারণ এবং ছাত্রছাত্রী সমজাকে এই নিগ্রহের হাত হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য লেখক বহুকাল হইতেই প্রয়াস করিয়া আসিতেছেন। "রাষ্ট্রবিজ্ঞান", "ভারতীয় অর্থনীতি" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নের দ্বারা এ বিষয়ে তাঁহার সৎ প্রচেষ্টার পরিচয় তিনি পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছেন। "অর্থনৈতিক তত্ত্ব" তাঁহার এই প্রচেষ্টার সাফল্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রদান করিবে বলিয়াই মনে হয়।

অর্থনীতির আলোচনায় পূর্ব্বেকার একাধিক তত্ত্ব ও ধারণায় আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, একাধিক ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণা ও স্বীকৃতির পরিবর্ত্তন ও পরিহার প্রয়োজন; অথচ নূতন পাঠার্থীর নিকট অর্থনীতির মূল তত্ত্বের সহজ বিশ্লেষণ এবং সমগ্র বিজ্ঞানটির মধ্যে একটি সুসমঞ্জস এবং পরিপূর্ণ রূপ উপস্থাপিত করিতে হইবে।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যার যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হইয়া থাকে এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌দিগের বাকবিতণ্ডার দ্বারা উহার উপর যে নূতন আলোক সম্পাত করা হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা অতি যত্ন সহকারে সমগ্র আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে দিয়াছেন—অথচ কোন গুরুতর মতদ্বৈধ ও বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে লইয়া যাওয়া হইতেছে ইহা পাঠকবর্গকে প্রায় বুঝিতেই দেওয়া হয় নাই। লেখকের এই অনবদ্য টেক্‌নিক আগ্রহ সহকারে এবং সন্তুষ্টির সহিত লক্ষ্য করিলাম এবং এইরূপ অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সাধারণ পাঠক ও ছাত্রছাত্রী সমাজে যে বিশেষ সমাদর হইবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

১৩, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅরুণ কুমার সেন
প্রিন্সিপাল, সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় উহার বিভিন্ন অংশে নূতন বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিলাম। অবশ্য অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম ও তত্ত্ব সম্পর্কে দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন ঘটে না, তবে ঐগুলিকে নূতন দৃষ্টি-কোন হইতে দেখিবার প্রয়াস নিয়তই হইতেছে এবং উহাদের ব্যাখ্যাভঙ্গি এবং প্রকাশভঙ্গিতে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই সংস্করণে সেই কারণে অনেকগুলি পুরাতন বিষয় নূতন ভাবে আলোচনা করিবার প্রয়াস করিয়াছি এবং কিছু কিছু নূতন বিষয়ও প্রদান করিয়াছি। বর্ত্তমানে সকল দেশের অর্থনীতিবিদ্‌গণ জাতীয় আয় সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হইয়াছেন এবং জাতীয় আয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার এবং উহা পরিমাপ করিবার পদ্ধতির বাস্তব গুরুত্ব উপলব্ধি করা হইয়াছে। জাতীয় আয় সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিয়া সেই কারণে একটি নূতন অধ্যায় যোগ করিলাম। পুরাতন বিষয় বস্তুর প্রয়োজন বোধে কিছুটা পুনর্বিন্যাস করিতেও বাধ্য হইলাম। এই সকল যোগসাধনে এবং পুনর্বিন্যাসে ছাত্র ছাত্রীদিগের নিকট গ্রন্থখানির উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিল।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৬৩

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গ্রন্থখানি যখন প্রথম রচনা করি তখন অনেকটা ভীরু মনেই অগ্রসর হইয়াছিলাম, ইহা স্বীকার করিতে কোনও কুণ্ঠা নাই। কেননা, আত্মবিশ্বাস বড় কথা বটে কিন্তু নিজের ক্ষমতার সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি করা আরও বড় কথা। যে শাস্ত্র মূলতঃ পাশ্চাত্য ভাবে ও ভাষায় গড়িয়া উঠিয়াছে প্রতীচ্যের কোন ভাষায় উহার স্বচ্ছ সাবলীল ব্যাখ্যা ও বর্ণনা অত্যন্ত সুকঠিন কাজ—অনেক সময়ে সম্ভাব্যতার পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া যায়। তবে বাংলাভাষা অনেকটা প্রসারক্ষম, বহু পরিমাণে সাবলীল এবং বহু ভাবব্যঞ্জক শব্দ-সম্ভারে পরিপূর্ণ, ইহাই ছিল একমাত্র ভরসা।

সেই কারণেই বোধ হয় এই দুরূহ কার্য্যে সাফল্য কিছুটা অর্জ্জিত হইয়াছে। শিক্ষক সমাজে এই পুস্তকখানি যে গৃহীত হইয়াছে এবং বহু সহকর্ম্মী এবং সুহৃৎ ইহার সম্পর্কে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন—ইহা স্মরণ করিলে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইতে হয়। ছাত্রছাত্রী সমাজে এই পুস্তকখানির সমাদর লাভ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করে। সাফল্য যদি কিছুটা হইয়া থাকে তবে তাহা আমার নহে—তাহা আমার শুভানুধ্যায়ীদিগের, যাঁহাদের উৎসাহই আমার উদ্যমের ভিত্তি,—এবং আমাদের পরম গৌরব মাতৃভাষার।

বর্ত্তমানে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণের অনেকগুলি ত্রুটি ইহাতে পরিহার করা হইল, কতকগুলি নূতন বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাসের কিছুটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এই সকল পরিবর্ত্তন ও পুনর্বিন্যাসে গ্রন্থখানির উপযোগিতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা রাখি।

১৩৬১

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন—

এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ কয়েক মাসের মধ্যেই নিঃশেষিত হইবার দরুণ আমরা উহার পুনর্মুদ্রণ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সুপণ্ডিত অধ্যাপকবৃন্দ যে সহৃদয় সহায়তা প্রদান করিয়াছেন উহার জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়—**অর্থনীতির বিষয়বস্তু** (Subject Matter of Economics)

অর্থনীতির বিষয়—কেয়ার্ণক্রস প্রদত্ত সংজ্ঞা—অর্থনৈতিক সমস্যার তাৎপর্য্য—অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান (অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান)—অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি—অর্থনৈতিক নিয়ম—অর্থনীতি অধ্যয়নের উপকারিতা—অর্থনীতি কি বিজ্ঞান?—অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে মতদ্বৈধ—অর্থনৈতিক তত্ত্বের ক্রিয়া—ব্যক্তির দ্বিবিধ সম্পর্ক (ব্যক্তিদিগের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থের যোগ, ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভিন্ন স্বার্থের সংঘাত) প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি (অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সুফল, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কুফল)—বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পারস্পরিক নির্ভরতা। পৃঃ ১—২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়—**কতিপয় মূল ধারণা** (Some Fundamenta l Concepts)

সামগ্রী—সম্পদ—ব্যক্তিগত সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ ও জাতীয় সম্পদ—ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পদ (ব্যক্তিগত ব্যবসা সমাজের সম্পদের ক্ষতিকর, ব্যক্তিগত ব্যবসা সামাজিক সম্পদের বর্দ্ধনকারী)—উপার্জ্জন,—সম্পদের সহিত ইহার পার্থক্য—সম্পদ ও কল্যাণ—ভারসাম্য। পৃঃ ২৯—৩৯

তৃতীয় অধ্যায়—**অভাব ও ভোগ** (Wants and Consumption)

অভাব,—ইহাদের বৈশিষ্ট্য—অভাবের শ্রেণীবিভাগ (আবশ্যকীয় সামগ্রী, আরাম সামগ্রী, বিলাস সামগ্রী) বিলাস সামগ্রী ভোগের ন্যায্যতা—ভোগকার্য্য। পঃ ৪০—৪৬

চতুর্থ অধ্যায়—**প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা** (Utility and Demand)

প্রয়োজনীয়তা—ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়ম—হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তা নিয়মের আপাত ব্যতিক্রম—প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা ও মোট প্রয়োজনীয়তা—ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের রেখা—প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য—চাহিদা—চাহিদা দাম—চাহিদার

নিয়ম—চাহিদা তালিকা—চাহিদার পরিবর্ত্তন কোন্ বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল—চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা—কোন্ সামগ্রীর চাহিদা কিরূপ সঙ্কোচ প্রসারক্ষম—দাম-গত এবং আয়-গত সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা—সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার বাস্তব গুরুত্ব—প্রান্ত সম্পর্কীয় ধারণার তত্ত্বমূলক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব—পরিবর্ত্তকতা—পছন্দক্রম—নিরপেক্ষ তালিকা—ভোগকারীর উদ্বৃত্ত—ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ও ক্রয় সমাপ্তি—ভোগকারীর উদ্বৃত্তের সহিত ব্যক্তিগত চাহিদা দাম ও বাজার দামের সম্পর্ক। পৃঃ ৪৭—৮৩

পঞ্চম অধ্যায়—**উৎপাদন** (Production)

উৎপাদনের তাৎপর্য্য (উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রম)—উৎপাদনের পরিমাণের পরিমাপ—উৎপাদনে প্রভাব বিস্তারী বিষয়—উৎপাদনের উপাদান। পৃঃ ৮৪—৮৯

ষষ্ঠ অধ্যায়—**ভূমি** (Land)

অর্থনীতিতে ভূমির তাৎপর্য্য—ভূমির বৈশিষ্ট্য—ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—ক্রমিক খরচা বৃদ্ধি—বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ যোগ্যতা (গৃহনির্ম্মাণ ভূমি, মৎস্যস্থলী, খনি)। পৃঃ ৯০—৯৭

সপ্তম অধ্যায়—**শ্রম** (Labour)

'শ্রম' কাহাকে বলে—শ্রম দক্ষতা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কার্য্যের অবস্থা, শিল্পের ব্যবস্থা, মজুরীর পরিমাণ ও প্রদান রীতি, নৈতিক গুণাবলী)—লোকসংখ্যা সম্পর্কীয় মতবাদ (ম্যালথাসের মতবাদের সমলোচনা)—শ্রেষ্ঠ সংখ্যার তত্ত্ব। পৃঃ ৯৮—১০৪

অষ্টম অধ্যায়—**পুঁজি** (Capital)

পুঁজি কাহাকে বলে—বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত—মুদ্রা কি পুঁজি ?—পুঁজির কার্য্যকারিতা—পুঁজি—সঞ্চিত শ্রম ভিন্ন অন্য কিছু কি ?—পুঁজির বৃদ্ধি—পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা। পৃঃ ১০৫—১১৬

নবম অধ্যায়—**ব্যবস্থাপনা : আঁত্রেপ্রণা** (Organisation : Entrepreneur) আঁত্রেপ্রণা—আধুনিক অর্থনৈতিক সংগঠনে আঁত্রেপ্রণার গুরুত্ব—আঁত্রেপ্রণার কার্য্যকলাপ (শিল্পের স্থাপনা বা সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, বিক্রয় বন্দোবস্ত, বণ্টন, ঝুঁকি বহন)—ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি গ্রহণ, ইহারা কি উৎপাদক উপাদান? পৃঃ ১০৫—১২১

দশম অধ্যায়—**উৎপাদন : বিভিন্ন প্রকার কারবার সংগঠন** (Production : Different Types of Business Organisation)

এক মালিকানা বা এক আঁত্রেপ্রণা কারবার (গুণ, অপগুণ)—সহমালিকানা কারবার (গুণ, অপগুণ)—যৌথ পুঁজি কারবার (গুণ, অপগুণ)—যৌথপুঁজি কারবারের ঝুঁকি হ্রাসের কারণ—যৌথ পুঁজি কারবারে পুঁজি সংগ্রহের পদ্ধতি—সমবায় (সুবিধা, অসুবিধা)—উৎপাদনকারীদের সঙ্ঘবদ্ধতা (অভিপ্রায়)—এই অভিপ্রায়গুলি কি সমাজ বিরোধী—সঙ্ঘবদ্ধতার প্রকারভেদ—দাম চুক্তি বাজার বখরা, শিল্প সংগ্রাহক, কার্টেল, ট্রাষ্ট (কার্টেল ও ট্রাষ্টের গুণাপগুণ, কার্টেলের গুণ, কার্টেলের অপগুণ, ট্রাষ্টের গুণ, ট্রাষ্টের অপগুণ)—উর্দ্ধাধো ও সমান্তরাল সংহতি—উর্দ্ধাধো সংহতি (সুবিধা, অসুবিধা)—সমান্তরাল সংহতি (সুবিধা, অসুবিধা)—সঙ্ঘবদ্ধতা বজায় রাখিবার প্রতিবন্ধ (আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধ, বাহ্যিক প্রতিবন্ধ)—একচেটিয়া মূলক সঙ্ঘবদ্ধতার প্রবণতা—একচেটিয়া কারবারের গুণাপগুণ (অপগুণ, গুণ)—জনসাধারণের স্বার্থে সরকারী হস্তক্ষেপ। পৃঃ ১২২—১৪৯

একাদশ অধ্যায়—**সংগঠনের বা ব্যবস্থাপনার সমস্যা** (Problems of Organisation)

শ্রম বিভাগ ও সহযোগিতা—শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা (সুবিধা, অসুবিধা)—শ্রমবিভাগ ও বাজারের বিস্তৃতি—যন্ত্রের ব্যবহার—যন্ত্র ও সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি—যন্ত্র ও শ্রমিক—শিল্পের স্থানিকতা—শিল্প স্থানিকতার সুবিধা—শিল্প স্থানিকতার অসুবিধা—শিল্প স্থানিকতা সম্পর্কে কেয়ার্ণক্রসের বিশ্লেষণ (প্রাকৃতিক সুবিধা, প্রাপ্ত সুবিধা, উর্দ্ধাধো বিভাজন, পার্শ্বিক বিভাজন, আপেক্ষিক সুবিধা, একত্রীভূত সুবিধা)—বৃহদায়তনের উৎপাদন (বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা) কারবার প্রসারের সীমা—ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন—ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তনের নির্দ্ধারক বিষয়—ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম—বৃহদায়তন উৎপাদন ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস নিয়মের উৎপাদক অবস্থা—যন্ত্রশিল্প ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—সমানুপাত আয়ের নিয়ম। পৃঃ ১৫০—১৮০

দ্বাদশ অধ্যায়—**যোগান ও উৎপাদন খরচা** (Supply and Cost of Production)

যোগানের অর্থ—যোগানের নিয়ম—যোগান দাম—যোগান তালিকা (যোগান রেখা)—যোগানের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা—উৎপাদন খরচা—উৎপাদন খরচার প্রকার ভেদ (স্থিতি খরচা ও চল্‌তি খরচা, মোট খরচ, গড় খরচ ও প্রান্তিক্ খরচ, মুদ্রা খরচ, প্রকৃত খরচ ও সুযোগ খরচ)। পৃঃ ১৮১—১৯০

ত্রয়োদশ অধ্যায়—**মূল্য তত্ত্বঃ বাজার ও প্রতিযোগিতা** (Theory of Value : Market and Competition)

বাজারের অর্থ—বিস্তৃত বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা—নিখুঁত বাজার—অনিখুঁত বাজার—মূল্য ও দাম—সাধারণ মূল্যতত্ত্ব (ভারসাম্য)—ভারসাম্য দামের বক্ররেখা—যোগান চাহিদার নিয়ম—দামের সহিত প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা ও খরচের সম্পর্ক—বাজার দাম—নিয়মিত দাম—অল্পকালীন নিয়মিত দাম—দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম—চাহিদা, যোগান ও দামের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা—মূল্যতত্ত্বে সময়ের গুরুত্ব। পৃঃ ১৯১—২১২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—**মূল্য এবং উৎপাদনের নিয়ম** (Price and the Laws of Returns)

দাম ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস—দাম ও ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধি। পৃঃ ২১৩—২১৫

পঞ্চদশ অধ্যায়—**প্রতিযোগী সামগ্রীঃ সংযুক্ত চাহিদা ও যোগান** (Competing Goods : Joint Demand and Supply)

দাম ও প্রতিযোগী সামগ্রী—দাম ও সংযুক্ত চাহিদা (সহায়ক সামগ্রী)—দাম ও সংযুক্ত যোগান (যুক্ত খরচা সামগ্রী)—সংযুক্ত-যোগান সামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ—রেলপথ কি সংযুক্ত যোগানের দৃষ্টান্ত ? পৃঃ ২১৬—২২৩

ষোড়শ অধ্যায়—**স্পেক্যুলেশন** (Speculation)

স্পেক্যুলেশন (বৈধ এবং অবৈধ স্পেক্যুলেশন, স্পেক্যুলেশন ও জুয়াখেলা, স্পেক্যুলেশনের দ্বারা সাধিত অর্থনৈতিক উপকার) —ষ্টক এক্সচেঞ্জ, ইহার প্রয়োজনীয়তা। পৃঃ ২২৪—২২৮

সপ্তদশ অধ্যায়—**একচেটিয়া কারবার** (Monopoly)

একচেটিয়া কারবার (প্রতিযোগিতা দাম ও একচেটিয়া দাম) পুনরুৎপাদনযোগ্য সামগ্রী—একচেটিয়াও নহে প্রতিযোগিতাও নহে—একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতা। পৃঃ ২২৯—২৩৮

অষ্টাদশ অধ্যায়—**বণ্টন ও জাতীয় ভাণ্ডার : উৎপাদক উপাদান সমূহের দাম** : (Distribution and National Dividend Prices of Factors of Production)

বণ্টন কাহাকে বলে—জাতীয় ধনভাণ্ডার—বণ্টনের পদ্ধতি—প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব (সমালোচনা)—উৎপাদক উপাদানের যোগান ও চাহিদা—একটি উৎপাদক উপাদানের অধিক দাম আদায়—উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম। পৃঃ ২৩৯—২৪৬

ঊনবিংশ অধ্যায়—**জাতীয় আয়** (National income)

জাতীয় আয়,—ইহার গুরুত্ব—জাতীয় আয়ের সহিত জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় ব্যয়ের সমতা—জাতীয় আয় ও জাতীয় উৎপাদনের সমতার পুনর্বিবেচনা—জাতীয় আয়ের পরিমাপ—জাতীয় আয় হিসাবের পদ্ধতি—জাতীয় আয়,—কি পরিমাণে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঠিক পরিমাপক? পৃঃ ২৪৭—২৫৭

বিংশ অধ্যায়—**খাজনা** (Rent)

খাজনা কাহাকে বলে—রিকার্ডো প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞা—রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব—রিকার্ডোর তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য্য—খাজনা ও দাম—পরিবর্ত্তন প্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খাজনা ও দামের সম্পর্ক—খাজনা ও উর্ব্বরতার সমতা—খাজনা ও অর্দ্ধখাজনা—অন্যান্য উৎপাদক উপাদানে খাজনার অংশ। পৃঃ ২৫৮—২৭৩

একবিংশ অধ্যায়—**মজুরী** (Wages)

মজুরীর অর্থ—মুদ্রা মজুরী (আপাত মজুরী) এবং প্রকৃত মজুরী—প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—"বাট্টা সমন্বিত প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার" তত্ত্ব—জীবনযাত্রার মান ও মজুরী—উচ্চ মজুরীর ব্যয় সঙ্কোচ—জীবন ধারণ তত্ত্ব, অবশিষ্টাংশ দাবী তত্ত্ব এবং মজুরী তহবিল তত্ত্ব(জীবন ধারণ তত্ত্ব, সমালোচনা, অবশিষ্টাংশ দাবীদার তত্ত্ব, সমালোচনা, মজুরী তহবিল তত্ত্ব, সমালোচনা)—মজুরী,

শ্রমের চাহিদা ও যোগান (শ্রমের চাহিদা, শ্রমের যোগান)—মজুরীর হারে পার্থক্যের কারণ—মজুরীর 'সমান্তরাল' এবং 'উর্দ্ধাধো' পার্থক্য—জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও মজুরী। পৃষ্ঠা ২৭৪—২৯৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়—**সুদ** (Interest)

সুদ কাহাকে বলে—সাকুল্য সুদ ও নীট সুদ—উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব (সমালোচনা)—ভোগ সংযম তত্ত্ব (সমালোচনা)—অষ্ট্রীয় তত্ত্ব (বর্ত্তমান পছন্দ) (সমালোচনা)—ঋণের চাহিদা ও যোগান নিওক্লাশিকাল তত্ত্ব) (পুঁজির যোগান, পুঁজির চাহিদা)—কীনসের সুদ তত্ত্ব (নগদ .আসক্তি)—কীন্‌স প্রদত্ত "নগদ পছন্দ তত্ত্বের" সমালোচনা—সুদের হারের পার্থক্য। পৃষ্ঠা ২৯৫—৩১১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—**মুনাফা** (Profit)

মুনাফা—সাকুল্য ও নীট মুনাফা—মুনাফার উৎপত্তি, খরচার সহিত সম্পর্ক—নিয়মিত মুনাফা এবং নিয়মিত উৎপাদন খরচা—মুনাফার বৈশিষ্ট্য—সমতা ও ন্যূনতম পরিমাণের দিকে প্রবণতা (ন্যূনতম পরিমাণ, সমালোচনা)—মুনাফার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—মুনাফার হিসাব। পৃষ্ঠা ৩১২—৩২৫

চতুর্বিংশ অধ্যায়—**মুদ্রা** (Money)

মুদ্রা ও ইহার কার্য্যকারিতা (মুদ্রার কার্য্যকারিতা)—মুদ্রার প্রকারভেদ (মানমুদ্রা, প্রতিনিধিমূলক মুদ্রা, কর্জ্জ মুদ্রা, সরকারী নোট, ব্যাঙ্ক নোট, হুকুম মুদ্রা, নিদর্শক মুদ্রা)—আইনচালু মুদ্রা—সসীম ও অসীম—কাগজী মুদ্রা—পরিশোধনীয় ও অপরিশোধনীয়—কাগজী মুদ্রার গুণাপগুণ—গ্রেশামের নিয়ম (উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা, উৎকৃষ্ট মুদ্রা অন্তর্হিত হইবার পদ্ধতি, ইহার ক্রিয়াশীলতার প্রতিকূল অবস্থা)—মুদ্রা মূল্যের অর্থ—দামস্তর ও মুদ্রামূল্য—মুদ্রামূল্য পরিবর্ত্তন (মুদ্রার পরিমাণ বাদ) (মুদ্রার পরিমাণ, প্রচলন ক্ষিপ্রতা, বিনিময় যোগ্য সামগ্রীর সমষ্টি)—কেম্ব্রীজ সমীকরণ—মুদ্রার চাহিদা পরিমাপ (পরিমাণ বাদ পদ্ধতিতে, নগদ পছন্দ পদ্ধতিতে)—মুদ্রার পরিমাণ বাদের সমালোচনা—মুদ্রামূল্য (বা দামস্তরের) পরিবর্ত্তনের যথার্থ কারণ—দামস্তর পরিবর্ত্তনের পরিমাপ (সূচক সংখ্যা)—সূচক সংখ্যা প্রণয়নের অসুবিধা—মুদ্রাস্ফীতি (মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল,

দামস্তর, উৎপাদন, বণ্টন)—মুদ্রাসঙ্কোচ—দামস্তর হ্রাসের (মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধির) ফলাফল—দ্বিধাতুমান (দ্বিধাতুমানের সুবিধা, দ্বিধাতুমানের অসুবিধা, দ্বিধাতুমানের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা) —স্বর্ণমান—বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান (স্বর্ণ প্রচলন মান, স্বর্ণধাতু পিণ্ডমাণ, স্বর্ণ বিনিময় মান - স্বর্ণমানের গুণাপগুণ (গুণ, অপগুণ)।
পৃষ্ঠা ৩২৬—৩৬৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—**ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও কৰ্জ্জ** (Banking and Credit)

ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে—ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ—বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের ব্যালান্সশীট (দায়, সম্পত্তি)—কৰ্জ্জের অর্থ—কৰ্জ্জপত্র (প্রমিসরি নোট, হুণ্ডি, চেক, ব্যাঙ্কনোট, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট)—কৰ্জ্জের উপকারিতা (উৎপাদনে, বিক্রয়ে, মুদ্রা প্রেরণে, স্বর্ণ ব্যবহারের ব্যয় সঙ্কোচ) —ব্যাঙ্ক ঋণ ও বাণিজ্য ঋণ—ব্যাঙ্ক মুদ্রা—চেক কি মুদ্রারূপে গণ্য ? —ব্যাঙ্ক মুদ্রার সৃষ্টি ("ঋণ আমানত সৃষ্টি করে") - ঋণ সৃষ্টি ক্ষলতার সীমা - কৰ্জ্জ ও দাম - ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনার কলা-কৌশল—ক্লীয়ারিং পদ্ধতি—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ (বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ, সরকারের ব্যাঙ্ক-রূপে ক্রিয়া, শেষ উপায়ের কৰ্জ্জদাতারূপে ক্রিয়া, স্বর্ণমান পরিচালনা, নোট প্রচার)—নোট প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতি (স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি, উৰ্দ্ধতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি, আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি, বিনিময় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)—ব্যাঙ্করেট, ইহার প্রয়োগ—ওপেন মার্কেট কারবার—রিজার্ভ রেশিওর পরিবর্ত্তন। পৃষ্ঠা ৩৬৬—৪০৮

ষড়বিংশ অধ্যায়—**আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিময়** (International Trade and Foreign Exchange)

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য—আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি (সমপার্থক্য বিশিষ্ট খরচা, চূড়ান্ত পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা, আপেক্ষিক পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা)—আন্তর্জ্জাতিক বিশেষত্বশীলতার বাধা—আন্তর্জ্জাতিক মূল্য তত্ত্ব—অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ—অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি—সংরক্ষণের যুক্তি—বৈদেশিক বিনিময়—বৈদেশিক বিনিময় বাজার —উচ্চ ও নিম্ন বিনিময়হার—বাণিজ্য ব্যালান্স—বাণিজ্য ব্যালান্স ও বৈদেশিক বিনিময়হার (বাণিজ্য ব্যালান্স কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে,

বিনিময় হার কি ভাবে বাণিজ্য ব্যালান্স নিয়ন্ত্রণ করে, দীর্ঘকালীন ফলাফল)—স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্দ্ধারণ—অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে বিনিময়হার নির্দ্ধারণ—রপ্তানী ও আমদানী, শুধু সামগ্রীরই নহে—রপ্তানী ও আমদানীর সমতা।

পৃষ্ঠা ৪০৯—৪৪১

সপ্তবিংশ অধ্যায়—**রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়** (Public Finance)

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়, ব্যক্তিগত-আয়-ব্যয়ের সহিত পার্থক্য—কর কাহাকে বলে?—কর ধার্য্যের মূলসূত্র (সমতার সূত্র, নিশ্চয়তার সূত্র, সুবিধার সূত্র, ব্যয়-সঙ্কোচের সূত্র)—করধার্য্যের প্রধান নীতি সমূহ (কার্য্যপ্রদানের খরচার নীতি, কার্য্যপ্রদানের উপকারের নীতি, করপ্রদান ক্ষমতার নীতি) আনুপাতিক এবং ক্রমবর্দ্ধমান কর ধার্য্য—ক্রমবর্দ্ধমান কর ধার্য্যের যৌক্তিকতা—ক্রমবর্দ্ধমান করের অসুবিধা—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর—কর-বোঝা হস্তান্তরকরণ ও শেষস্থিতি—প্রত্যক্ষ করের গুণাপগুণ (গুণ, অপগুণ)—পরোক্ষ করের গুণাপগুণ (গুণ, অপগুণ)—করবহন সামর্থ্য (জীবনযাত্রার মান, দেশের শিল্পের অবস্থা, প্রচলিত কর ব্যবস্থার ধাঁচ, জাতীয় আয়ের বণ্টন পদ্ধতি, লোকসংখ্যা, সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি, জনগণের মনোভাব)—সরকারী ব্যয় (প্লেন, ডাল্টনের)—উৎপাদন ও বণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল (উৎপাদন, বণ্টন)—ঘাঁট্তি ব্যয়—সরকারী ঋণ—(আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঋণ, উৎপাদনক্ষম ও মৃতভার ঋণ, স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ)—ঋণের বোঝা লাঘবের উপায় (অস্বীকৃতি, পরিশোধ তহবিল, ·পরিবর্ত্তন, সম্পত্তিকর)—সরকারী ঋণ-গ্রহণের সঙ্গতকারণ।

পৃষ্ঠা ৪৪২—৪৬৯

অষ্টবিংশ অধ্যায়—**বাণিজ্য চক্র ও বেকার সমস্যা** (Trade Cycle and Unemployment Problem)

চক্রগতি উঠতি পড়তি—বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন অবস্থা—সঙ্কট ও পড়তি—চক্রগতির কারণ (সঞ্চয়াধিক্য বা ভোগ স্বল্পতার তত্ত্ব, অতি বিনিয়োগ তত্ত্ব, মুদ্রাগত অতি বিনিয়োগ তত্ত্ব, অমুদ্রাগত অতি

বিনিয়োগ তত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, কীন্‌সীয় তত্ত্ব)—বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি—বিভিন্ন পর্য্যায়ের বেকার অবস্থা—বেকার সমস্যার প্রতিবিধান

পৃষ্ঠা ৪৭০—৪৭৮

উনত্রিংশ অধ্যায়—**শ্রমিক সমস্যা** (Labour Problem)
শ্রমিকের দুর্ব্বলতা—শ্রমিক সঙ্ঘ—শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য—শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য্য প্রণালী (সংস্কার মূলক, বিপ্লবাত্মক কার্য্যপ্রণালী)—মজুরীর পরিবর্ত্তনমুখী হার—মুনাফা বখরা পরিকল্পনা।

পৃষ্ঠা ৪৭৯—৪৮৪

ত্রিংশ অধ্যায়—**ধনতন্ত্র—সমাজতন্ত্রবাদ**—ধনবন্টন ও অর্থনৈতিক কল্যাণ—উৎপাদক বস্তুর রাষ্ট্রায়ত্ত করণ—সাম্যবাদ—রাশিয়ায় সাম্যবাদের পরীক্ষা—মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদের সহিত রুশ সাম্যবাদের পার্থক্য।

পৃষ্ঠা ৪৮৫—৪৯২

প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতির বিষয়বস্তু

Subject Matter of Economics

অর্থনীতির বিষয়—Meaning of Economics

অভাব বিহীন প্রাণী নাই, আর প্রাণী-শ্রেষ্ঠ মানুষ তাহার অভাবের তাড়নায় বিচলিত। এ অভাব শুধু প্রাচুর্য্যের অভাব নহে,—সামান্য, নগণ্য অভাবের অনুভূতির নিকটেও মানুষকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। সাধারণভাবে মানুষের জীবনে যে অভাব তাহাতে বৈচিত্র্য আছে,—কোন অভাবের তৃপ্তি না ঘটিলে নিছক জীব হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নহে, কোন অভাবের সন্তুষ্টি হইতে মানুষ কর্ম্মক্ষমতা আহরণ করে, কোনটি হইতে হয়তো সে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ উপলব্ধি করে আবার বিলাস ব্যসন চরিতার্থ করিবার কামনাও তাহার বিভিন্ন পর্য্যায়ের অভাবের অন্যতম। প্রাণধারণের জন্য অত্যাবশ্যক অভাবই হউক, অথবা স্বাচ্ছন্দ্য বা বিলাসের বাসনাই হউক, কোন না কোন বেশে মানুষের জীবনে অভাবের চিরন্তন অস্তিত্ব।

সেই অভাবের তাড়নাই মানুষের প্রেরণা—সে প্রেরণা মানুষ আনন্দের সহিত গ্রহণ করুক বা নাই করুক; উহা তাহার কর্ম্ম প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা। এই অভাবের অনুভূতি অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়োজনীয়তাবোধ জাগরূক করে; তখন মানুষ সেই অভাব পরিতৃপ্তির জন্য প্রচেষ্টা প্রয়োগে প্রণোদিত বা বাধ্য হয়।

মানুষের জীবনে অভাবের বৈচিত্র্য আছে এবং সে বৈচিত্র্যের শেষ নাই। মানুষের অভাবের মৌলিক অস্তিত্ব শুধু তাহার প্রবৃত্তির মধ্যে নহে, শুধু জীব হিসাবে জীবন ধারণের প্রয়োজনের মধ্যেই নহে, উহার বহু পরিমাণ অস্তিত্ব আছে মানুষের চিন্তাশক্তি বা তাহার কল্পনাশক্তির মধ্যে। তাই মানুষের অভাব এক নহে, উহা বহু। শুধু বহুই নহে, উহা অপরিসীম, প্রায় অন্তহীন; কিন্তু এই অপরিসীম অভাব তৃপ্তির জন্য মানুষ যে প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে সেই প্রচেষ্টা করিবার ক্ষমতা যেরূপ তাহার সীমাবদ্ধ, সেইরূপ সে প্রচেষ্টা প্রয়োগের পরিসর বা সুযোগও সীমায়িত।

অর্থাৎ, মানুষ তাহার দৈহিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা অভাব তৃপ্ত করিবার প্রয়াস করে; কিন্তু তাহার দৈহিক শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ এবং তাহার মানসিক শক্তির বিকাশ চমকপ্রদ হইলেও, এই সীমাহীন বিচিত্র মহীয়ান বিশ্বে উহা কতটুকু? প্রকৃতিদত্ত বস্তুর উপরে মানুষ তাহার এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ

করে এবং মানুষের জীবনে অভিশাপের ছদ্মবেশে প্রকৃতির এই আশীর্ব্বাদ রহিয়াছে যে প্রকৃতির সীমাবদ্ধ দানের উপরে মানুষকে ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া যাইতে হইবে। সেই কারণে সীমাবদ্ধ প্রকৃতিদত্ত বস্তুর উপরে মানুষের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের প্রয়োগ হইতে যে ফল উদ্ভূত হয় অর্থাৎ,—যে সম্পদ উৎপাদিত হয়, উহারও উদ্ভব বা উৎপাদন ঘটে সীমাবদ্ধ পরিমাণে। ফলে মানুষের অভাব সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে যখন সীমাহীন বা অপরিমিত তখন সেই অভাব তৃপ্তির জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন সে সম্পদের পরিমাণ যে কোন সময়ে সীমাবদ্ধ। এই পরিমিত সংখ্যক সামগ্রী বা সম্পদের সাহায্যে অপরিমিত অভাব তৃপ্তির নিমিত্ত মানুষের যে অবিরত প্রচেষ্টা, অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা (Economic effort) হইল ইহারই নামকরণ।

এই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজবদ্ধ মানুষের সাধারণ জীবন প্রঘূর্ণিত। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের নানাদিক আছে,—তাহার রাষ্ট্রগঠন, তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন, তাহার সংস্কৃতির বিকাশ, তাহার জীবনের পরিপূর্ণতা উপলব্ধির অবকাশ সন্ধান। কিন্তু সব কিছুর অন্তরালেই, সেই আদিম গুহা মানবের জীবন হইতে সুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের জীবন পর্য্যন্ত, ইহাই পরিদৃষ্ট হয় যে মানুষের সাধারণ দৈনন্দিন কার্য্য হইল অভাবের অনুভূতি এবং সেই অভাব তৃপ্তির প্রয়াস। এই প্রয়াসের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু উহার মৌলিক রূপ সেই এক। তীর ধনুকের স্থান অধিকার করিয়াছে মাঠের লাঙ্গল, কারখানার যন্ত্রপাতি, অফিসের মসী। এই সকলের মধ্য দিয়াই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সাধারণ কার্য্য সাধিত হইয়া চলে; সেই কার্য্য হইল উপার্জ্জন করা এবং সেই উপার্জ্জন ব্যয় করিয়া অভাবের তৃপ্তিবিধান করা। সেই উপার্জ্জন ও ব্যয় হইল অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার কার্য্যকরী রূপ এবং ইহাই হইল মানুষের জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন কার্য্য। অতএব অর্থনীতির বিষয়বস্তু যদি "অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার" পর্য্যালোচনা হয় তাহা হইলে ইহাও বলা চলে যে মানুষের জীবনের সাধারণ ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনাই হইল অর্থনীতি। এই দিক হইতে, অর্থনীতির বিষয়বস্তুর পরিচয় প্রদান করিয়া অধ্যাপক মার্শাল বলেন, "মানুষের জীবনের সাধারণ কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করাই হইল অর্থনীতি। কি ভাবে সে উপার্জ্জন করে এবং উহা কি ভাবে ব্যয় করে, অর্থনীতি ইহার অনুসন্ধান করিয়া থাকে।" ["Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It enquires how he gets his income and how he spends it."]

আধুনিক জগতে মানুষের এই আয় ও ব্যয়ের কার্য্য পরিচালিত হয় ব্যবসা

বাণিজ্যের মধ্য দিয়া। উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে এক্ষণে বহু ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে; যে সামগ্রী একজন ব্যক্তি ভোগ করিয়া তাহার অভাব তৃপ্ত করিল ঠিক সেই সামগ্রীটি তাহার নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা উৎপাদিত নহে, আধুনিক জীবনে ইহাই স্বাভাবিক। অপর কোন সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা একজন ব্যক্তি তাহার দ্বারা ব্যবহৃত সামগ্রীসমূহ ব্যবহার করিবার অধিকার লাভ করিয়া থাকে। ইহা সম্ভব হয় কি করিয়া? ইহা সম্ভব হয় বিনিময়ের দ্বারা। 'ক' তাহার সামগ্রী 'খ'-কে দিয়া 'খ'-য়ের সামগ্রী ব্যবহার করিবার অধিকার লাভ করিয়া থাকে। এই বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার হইতেই ব্যবসার উদ্ভব এবং ইহার মধ্য দিয়াই বাস্তবজগতে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা পরিচালিত হইতেছে। সেই কারণে অর্থনীতি "ব্যবসার পর্য্যালোচনা"।

কিন্তু অর্থনীতি কেবলমাত্র সামাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রচেষ্টার সহিত সম্পর্কিত। সমাজিক জীবনের বাহিরে অবস্থিত কোন মানুষের সম্পদ সংগ্রহ ও ভোগের প্রয়াস অর্থনীতির পর্য্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ এইরূপ বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনকারী কোন ব্যক্তির জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপকে 'সাধারণ' পর্য্যায়ভূক্ত করা চলে না। উপরন্তু সামাজিক জীবনে বসবাসকারী মানুষের আচরণ ও প্রবণতা সম্পর্কে দৈনন্দিন অবলোকন ও অভিজ্ঞতা হইতে যে সূত্র আবিষ্কার করি, তাহা সমাজ বহির্ভূত কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োগ করিলে ইহা যথার্থ হইবে না। অর্থনীতি যাহা পর্য্যালোচনা করিবে তাহা সামাজিক জীবনের মধ্যে পরিচালিত মানুষের ক্রিয়াকলাপের একটি দিক। উপরন্তু সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও বিনিময় সংক্রান্ত একাধিক ক্রিয়াকলাপ আছে যাহা পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহার উৎস হইল পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে ক্রিয়াশীল স্নেহ বা কর্ত্তব্যবোধ। এইরূপ স্নেহবশতঃ বা কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা করণীয় কার্য্যে একাধিক অভাব তৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এইগুলি সমাজের কোন সাধারণ গ্রাহ্য বিনিময়ের উপকরণের দ্বারা পরিমাপযোগ্য নহে বলিয়া, উহাদের দ্বারা কি ধরণের অভাব কি পরিমাণে তৃপ্ত হইল তাহার কোন সঠিক পরিমাপ পাওয়া সম্ভব হয় না। শুধু সামাজিক জীবনে, অর্থাৎ কোন জনসমষ্টির সমষ্টিগত জীবনে, প্রতিফলিত অভাব, সম্পদের উৎপাদন বিনিময় ও ভোগ সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য কোন তত্ত্ব বা নীতি দ্বারা পর্য্যালোচিত ও বিবেচিত হইতে পারে।*

কেয়ার্ণক্রশ প্রদত্ত সংজ্ঞা—Definition given by Cairncross

'কেয়ার্ণক্রস' অর্থনীতির এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন: "লোকে কি ভাবে তাহাদের অভাবের সহিত দুষ্প্রাপ্যতার সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস করে এবং

* "Economics is the study of business in its social aspect".

এই সকল প্রয়াস বিনিময়ের মাধ্যমে কিরূপভাবে ক্রিয়াশীল হয়, অর্থনীতি হইল এই বিষয়ের অধ্যয়নমূলক একটি সামাজিক বিজ্ঞান।" ["Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange"—"—Cairncross]

কেয়ার্ণক্রস বলেন, যে মানুষের জীবনে মুদ্রা (money) যে অংশ গ্রহণ করে অর্থনীতি হইল উহার পর্য্যালোচনা। ["Economics studies the part played by money in humam affairs"—Cairncross] মুদ্রা এবং মুদ্রার মাধ্যমে যে সকল সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয় উহার সহিত ইহা সম্পর্কিত। মুদ্রা প্রাপ্তি এবং মুদ্রা ব্যয়ের সহিত ইহা সম্পর্কিত : কি ভাবে মানুষ জীবিকা অর্জ্জন করে এবং যে জীবিকা অর্জ্জন সে করে তাহা কিরূপ। কিন্তু মুদ্রা বলিতে বুঝায় বিনিময়, ইহা বাস্তবিক পক্ষে বিনিময়েরই মাধ্যম (medium of exchange)। বর্ত্তমান জগতে সরাসরি সামগ্রী বিনিময়ের দ্বারা (barter) বিনিময় সাধিত হয় না ; মুদ্রার দ্বারাই সকল প্রকার কাজ কারবার পরিচালিত হয়। কিন্তু মুদ্রার দ্বারা কাজ কারবার পরিচালিত হউক বা প্রত্যক্ষ সামগ্রী বিনিময়ের দ্বারা কাজ কারবার পরিচালিত হউক, উহাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমস্যা অভিন্ন। সুতরাং অর্থনীতি কেবলমাত্র মুদ্রাব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত সমস্যারই পর্য্যালোচনা করে না ; ইহা সকল প্রকারেরই বিনিময় সমস্যার পর্য্যালোচনা করে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই বিনিময় সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান অন্বেষণ করেন।

আবার মুদ্রা ব্যবহারের দ্বারা দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity) বুঝায়। দুষ্প্রাপ্যতা মুদ্রার স্বয়ং ; এবং মুদ্রার বিনিময়ে যে সকল সামগ্রী লভ্য সেইগুলিরও। মুদ্রার দামই উহার দুষ্প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে ; মুদ্রার সংখ্যা যদি অপরিমিত হইয়া যায়, তাহা হইলে এক সময় আসিবে যখন উহার দ্বারা আর কোন সামগ্রীই কিনিতে পারা যাইবে না। তবে উহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা। "আমরা নিছক একটি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের দ্বারা অপর একটি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের বিনিময় করি।" এই দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ আমাদের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন হয়। আমাদের পরিমিত উপার্জ্জনের দ্বারা আমরা সেই সামগ্রী ও কার্য্যের সমষ্টি ক্রয় করিতে চেষ্টা করি যাহা নাকি আমাদিগকে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সন্তুষ্টি প্রদান করিতে সক্ষম। অনুরূপভাবে মুদ্রা উপার্জ্জন করিবার ক্ষেত্রেও আমাদের উদ্যম ও সময়ের আমরা এরূপ ব্যবহার করি যাহাতে সর্ব্বোচ্চ ফললাভ সম্ভব হয়।

মুদ্রার ব্যবহারের মধ্যে শুধু বিনিময় ও দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যাই নহে, বাছাই কার্য্যও (choice) নিহিত রহিয়াছে। আমাদের সঙ্গতির উপর যে অসংখ্য দাবী থাকে সেইগুলির মধ্যে (অর্থাৎ ক্রয়যোগ্য বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে), এবং মুদ্রা উপার্জ্জনের জন্য যে সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সময় ও উদ্যম আমরা ব্যবহার করিতে পারি সেগুলির মধ্যে, আমাদিগকে বাছাই করিয়া লইতে হয়। সব সময়ে যে আমরা সঠিক বুদ্ধি-সম্মত (rational) বাছাই করিতে পারি তাহা নহে। অনেক সময়ে আমরা অবিবেচকের ন্যায়ই ব্যয় করি। কিন্তু কিভাবে প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে ও উপার্জ্জনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে আমরা বাছাই করি, তাহা অর্থনীতিবিদের নিকট সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কেয়ার্ণক্রস বলেন, "বিনিময়" অপেক্ষা "দুষ্প্রাপ্যতা" বিষয়টীই অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই দিক হইতে ইহার অভিমত অধ্যাপক রবীন্সের সংজ্ঞার * সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিনিময় করিয়া আমরা আমাদের উদ্যমকে অভাব তৃপ্তির দিকে আরও অগ্রসর করিয়া দেই। উহার দ্বারা আমরা দুষ্প্রাপ্যতার চাপ লাঘব করি এবং ব্যয়-সঙ্কোচ সাধন করি। "সুতরাং দুষ্প্রাপ্যতার লাঘবের জন্যই বিনিময়ের উদ্ভব ঘটে, এবং বিনিময়ের মধ্যে দুষ্প্রাপ্যতা অবশ্যই নিহিত থাকে।" দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যে যে ব্যয় সঙ্কোচের প্রবণতা উহা সামাজিক পরিবেশ বা সাধারণ সমষ্টিগত জীবনের আবেষ্টনীর মধ্যে উপস্থিত থাকিতে হইবে। রবিনসন ক্রুশোর জীবনে যদি দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা থাকে, তাহার দ্বারা অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটিতে পারে না।

অর্থনৈতিক সমস্যার তাৎপর্য্য—Significance of Economic Science

আমরা প্রত্যেকেই সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতা লইয়া যথা সম্ভব অধিক তৃপ্তি আহরণের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি এবং সীমাবদ্ধ সময় ও উদ্যম লইয়া যথাসম্ভব অধিক অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়াস করি। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার দ্বারা যথাসম্ভব অধিক প্রাপ্তি ঘটাইবার বিরামহীন প্রয়াস মানুষের জীবনে অহোরহ প্রত্যক্ষ হইতেছে।

ইহা শুধু আমাদের পৃথক্ বা ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষেই প্রযোজ্য নহে, ইহা সামাজিক বা সমষ্টিগত জীবনের পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য। "সমগ্র সামাজিক উপার্জ্জনকে যথাসম্ভব কার্য্যকারী করিবার অর্থনৈতিক সমস্যা বিদ্যমান।" ["There is an economic problem of making the social income go as far as possible" —Cairncross] যে কোন দেশেই প্রতিবৎসর যে পরিমাণ সামগ্রী ও কার্য্য উৎপাদিত

* "Economics is the study of human behaviour as relationship between ends and scarce means which have alternative uses"—L. Robbins

হইয়া থাকে সমষ্টিগত প্রয়োজনের তুলনায় উহাকে অপ্রচুর বলিয়াই দেখিতে পাওয়া যাইবে। সমগ্র দেশের উৎপাদিত সামগ্রী যদি দেশের সকল অধিবাসীদিগের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বণ্টনের সাম্যবিধানের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের উপকার সাধিত হইবে এবং তাহাদের সুখ বর্দ্ধিত হইবে বটে কিন্তু এই উপকার সাধন ও সুখ বর্দ্ধনের পরিমাণ অসীম হইবে না। কারণ যে সম্পদ ও কার্য্য ভোগের দ্বারা মানুষ অভাব তৃপ্ত করে সেগুলির মোট পরিমাণ মোট চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। আমরা কোন একটি সামগ্রী যদি অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে ব্যাপৃত হই, তাহা হইলে উৎপাদনের উপাদানগুলির সীমাবদ্ধ পরিমাণের দরুণ অপর কোন না কোন সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পাইতে বাধ্য হইবে। অবশ্য যে দেশে প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ (natural and human resources) পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় নাই সে দেশে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া বিলম্ব থাকে, কিন্তু এক সময় আসিবে যখন ঐ অবস্থায় উপনীত হওয়া অপরিহার্য্য। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশে এই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। সেই কারণে কোন সামগ্রীর চাহিদা অনুযায়ী উহার মূল্য এবং উহার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচা সকল সময়ে তুলনা করাও অপরিহার্য্য। যদি কোন সামগ্রীর অধিক চাহিদার দরুণ মূল্য অধিক হয় অথচ উহার উৎপাদন খরচা হয় অপেক্ষাকৃত অল্প তাহা হইলে ঐ সামগ্রী উৎপাদনেই উৎপাদনের উপাদান সমূহ অধিক ব্যয়িত হইবে। সেই দিক হইতে তুলনা করিয়া প্রত্যেক সমাজেই এই সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন হয়, কোন একটি সামগ্রী কি পরিমাণে উৎপাদন করা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত নির্ভর করে, উৎপাদনের খরচা এবং উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য হিসাবের উপর। ধনতান্ত্রিক সমাজেই হউক বা সাম্যবাদী সমাজেই হউক, প্রত্যেক সমাজেই এই সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন আছে— কোথাও এ সিদ্ধান্ত করা হয় পরিকল্পিতভাবে, কোথাও বা করা হয় অপরিকল্পিত ভাবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যে ভাবেই করা হউক এবং সমাজের আর্থিক কাঠামো যাহাই হউক, দুষ্প্রাপ্যতা ও অভাবের মধ্যে যে সংঘর্ষ তাহা চিরকালই অনুভূত হইতে থাকিবে। এই সংঘর্ষ হইতে যে সমস্যার উদ্ভব ঘটে, তাহাই অর্থনীতিবিদের দ্বারা বিবেচ্য সমস্যা। উৎপাদনের যে সীমাবদ্ধ সঙ্গতি আমাদের আছে উহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ কি ভাবে করা চলে, এ সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণের জন্য অর্থনীতিবিদ্গণ চেষ্টিত থাকেন। *

* "Scarcity raises problems for the economist. He tries to formulate the principles on which our limited productive resources can be used to the fullest advantage."

অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান—Economics and other Social Sciences

(১) অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Economics and Political Science)—অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থনীতি হইল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অধ্যয়ন—অর্থাৎ সম্পদ উপার্জ্জন এবং সেই সম্পদ ব্যয় সম্পর্কিত কার্য্যের আলোচনা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল মূলতঃ সমাজের সার্ব্বভৌম সংগঠনের সম্পর্কে সমাজবদ্ধ মানুষের ক্রিয়াকলাপের অধ্যয়ন। একটির মধ্যে বহু বিষয় আছে যাহা অপরটির দ্বারা পর্য্যালোচিত হয় না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মধ্যে যে একটি সংযোগ বিদ্যমান তাহা উপেক্ষণীয় নহে। বস্তুতপক্ষে এই সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এতই অধিক অনুভূত হইয়াছিল যে, "অর্থনীতি" বিষয়টি এক সময়ে "রাজনৈতিক অর্থনীতি" রূপেই অভিহিত হইত। রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব ব্যয়ের পদ্ধতি নির্দ্ধারক বিজ্ঞানরূপে অর্থনীতিকে বিবেচনা করা হইত এবং সেহেতু ইহাকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবেই গ্রহণ করা হইত।

বর্ত্তমানে এই দুটী বিজ্ঞানের সম্পর্ক ঠিক এই ভাবে ব্যাখ্যাত হয় না বটে, তবে একাধিক ক্ষেত্রে এই দুইটি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য ও পরস্পরনির্ভরশীলতা বিদ্যমান। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হয় রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে রাষ্ট্রের অধীন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা এবং রাষ্ট্রের প্রণীত আইন কানুনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা কি নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাহার দ্বারা রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে প্রভাবিত এমন কি নির্দ্ধারিত হইতেও বাধ্য। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের গণ্ডী ও নীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় অর্থনৈতিক আলোচনা প্রাধান্য লাভ করে। আবার রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থা বা পরিস্থিতির দ্বারা রাষ্ট্রের কাঠামো বহুলাংশে নির্দ্ধারিত হয়—কারণ বহু ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ক্ষমতার যাহারা অধিকারী তাহারাই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীরূপেও সমাজে বিরাজ করে। সুতরাং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ঔচিত্য ও পর্য্যাপ্তি (sufficiency) বিচার করিবারও প্রয়োজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে ঘটে। অধিকন্তু রাষ্ট্রের বহুবিধ ক্রিয়া-কলাপ আছে যেগুলি হয় প্রত্যক্ষভাবে না-হয় পরোক্ষভাবে জনসমষ্টির অর্থনৈতিক অথবা অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের নিয়ামক। ইহাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির একাধিক বিষয়বস্তু পরস্পরের অনুপূরকভাবে অধীত হয়।

(২) **অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র** (Economics and Ethics)—মানুষের কার্য্য ও চিন্তাধারা কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত—ইহা নীতি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। মানুষের মঙ্গলার্থে ন্যায় ও অন্যায়ের বিচার বিশ্লেষণ ইহার অন্তর্ভূক্ত।

অর্থনীতি মূলতঃ মানুষের উপার্জ্জন ও ব্যয় সম্পর্কিত বাস্তব ক্রিয়াকলাপের সহিত সম্পর্কিত। বহু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সঠিক ন্যায় অন্যায়ের বিচারে সমর্থনযোগ্য না হইলেও, উহাদের আলোচনা অর্থনীতির মধ্যে স্থান লাভ করে; কারণ মানুষের সমাজের এবং মানুষের স্বভাবের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি বহুলাংশে বাস্তব অবস্থার অংশীভূত। এই বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই অর্থনীতি মানুষের ক্রিয়াকলাপের একটি পর্য্যায় পর্য্যালোচনা করে। যে সামগ্রীরই মানুষের কোন না কোন অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা আছে, সেই সামগ্রীরই "প্রয়োজনীয়তা" (utility) আছে বলিয়া অর্থনীতিবিদ্‌গণ অভিমত প্রদান করেন; ঐ অভাবের অস্তিত্ব হিতকর কি অহিতকর, ঐ অভাব তৃপ্ত করিবার জন্য মানুষের সচেষ্ট হওয়া উচিত কি উহা দমন করাই তাহার পক্ষে বিধেয়, এই ঔচিত্যের বিচার করিয়া অর্থনীতি প্রয়োজনীয়তার বিচার করে না। সে বিচার করে নীতিশাস্ত্র। অর্থনীতি ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবের সহিত সম্পর্কিত, নীতিশাস্ত্র ত্রুটি বিহীন অবস্থা সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট।

কিন্তু অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সংযোগশূন্যতা কল্পনা করিলে, তাহা অলীক কল্পনারই সমতুল হইবে। অর্থনীতি বিজ্ঞানের প্রথম উদ্ভবের যুগে উহার বাস্তবধর্ম্মী রূপটিই সকলের অপেক্ষা বড় হইয়া দেখা গিয়াছিল, হয়তো উহার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে নীতিজ্ঞানের দ্বারা অর্থনীতির প্রভাবান্বিত হইবার প্রবণতা সুপরিস্ফুট। সমষ্টিগত স্বার্থের চেতনা,—অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ধারা সুনির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিয়া সমষ্টির কল্যাণ সাধন করা সম্ভব এবং প্রয়োজন—এই চেতনা মানুষকে ক্রমশঃই উদ্বুদ্ধ করিতেছে। দেশের সম্পদ কোন্ সামগ্রী নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, কোন্ সামগ্রীর কিরূপ দাম হওয়া বিধেয়, যে সম্পদ উৎপাদিত হইল উহার বণ্টন কিরূপ হওয়া উচিত ইত্যাদি শত ঔচিত্যের প্রশ্নে অর্থনৈতিক মতবাদ আজ একান্তভাবেই বিচার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই কারণে "বাস্তব জগতের সমস্যাগুলির মধ্যে নৈতিক ও অর্থনৈতিক বিচার্য্য বিষয়গুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা উহার সুতাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিতে পারি এবং বলিতে পারি এইগুলি নৈতিক এবং এইগুলি অর্থনৈতিক। কিন্তু কোন সমস্যার সমাধানে সেগুলি পরস্পরের

মধ্যে গ্রথিতই থাকিবে।"* অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নৈতিক মাপকাঠিও প্রযুক্ত হইবে। অর্থনীতি মনুষ্য সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিয়া লইয়াই সমস্যার আলোচনা করিবে, কিন্তু কোন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকালে ঐগুলিকে চূড়ান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া স্বীকার করিবে না।

(৩) **অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান** (Economics and Sociology) —মানব সমাজের সংগঠন, ক্রমোন্নতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানকেই বলা হয় সমাজ-বিজ্ঞান। ইহা মোটামুটিভাবে সমাজ জীবনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করে এবং বর্ত্তমান সমষ্টিগত জীবনের সাধারণ সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ ও উহার সমাধানের প্রয়াস করে। অতএব সমাজ জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্র মোটামুটি-ভাবে ইহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। সমাজ জীবনের ক্রিয়াকলাপের যে পৃথক পৃথক পরিসর আছে এইগুলির প্রত্যেকটির পৃথক সমস্যার সহিত সমাজবিজ্ঞান জড়িত থাকে না; প্রত্যেকটির বিশদ আলোচনা, অর্থাৎ শুধু এই বিষয়টির আলোচনার নিমিত্তই আলোচনা,—সমাজবিজ্ঞান করে না। সামাজিক জীবনে পৃথক পৃথক সমস্যার সহিত সমাজ-বিজ্ঞান শুধু সেই পরিমাণেই জড়িত যে পরিমাণে উহার দ্বারা সমাজ-বিজ্ঞান সামগ্রিক ভাবে সমষ্টিগত জীবনের সমস্যা সমাধানে সহায়তা পাইবে।

অর্থনীতি সমাজ জীবনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র বাছিয়া লয় এবং ইহার বিস্তারিত আলোচনা করে। সেই বিষয়টি হইল সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপ। অতএব সমাজ-বিজ্ঞান অপেক্ষা অর্থনীতির আলোচনা ক্ষেত্র অল্পপরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ। তবে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরের বিষয়ের উপর অর্থনীতি বিস্তারিত আলোচনা করে।

এই আলোচনা হইতে অর্থনীতি যে সমস্যা তুলিয়া ধরে সমাজ-বিজ্ঞান সেই সমস্যার সহিত অন্যান্য বিষয়ের সমস্যা সংযোগ বা সমন্বয়ের দ্বারা সামগিক সমাজ জীবনের বাস্তব রূপের পরিচয় প্রদান করে এবং উহার প্রকৃষ্ট রূপ সন্ধানের প্রচেষ্টা করে।

অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি—Methods of Economic Analysis

অর্থ নৈতিক তত্ত্ব আহরণের জন্য অর্থনীতিবিদ্‌গণ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করিয়াছেন। এ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো এবং ম্যালথাস প্রমুখ প্রাচীনপন্থীগণ

* "In the problems of the real world, moral and economic issues are hopelessly tangled up. We can unravel the threads, calling this moral and that economic. But in the answer to the problem, they must be woven together.' Cairncross.

যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাকে অবরোহ (deductive) প্রণালী বলা হইয়া থাকে। মানুষের কতিপয় অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য এবং আচরণ হইতে অর্থনৈতিক নিয়ম এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তাঁহারা কতিপয় সাধারণ সূত্র বাহির করিয়াছিলেন। বাস্তব দৃষ্ট আচরণ এবং প্রবণতাকে উপনয় (premise) রূপে গণ্য করিয়া উহা হইতে সিদ্ধান্ত (conclusion) বাহির করা হইত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বাহির করা বিভিন্ন সাধারণ সূত্র যথেষ্ট তথ্যের (data) উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকায় বিভিন্ন অবস্থায় ইহাদের প্রযোজ্যতা অপেক্ষা ব্যতিক্রমই হইত অধিক। সেই কারণে এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে অর্থনীতিবিদ মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; বিশেষ করিয়া জার্মান ইতিহাসপন্থীগণ অবরোহ পরিত্যাগ করিয়া আরোহ পদ্ধতি গ্রহণ এবং প্রয়োগ করিতে সুরু করেন। ইহারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একই অবস্থায় একই ঘটনার একই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া উহা হইতে সর্ব্ব অবস্থায় প্রয়োগযোগ্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সমসাময়িক অর্থনৈতিক ঘটনা এবং পরিস্থিতি দেখিয়া উহা হইতে সাধারণ নিয়ম বাহির করা হইল। এই সকল নিয়ম বা সিদ্ধান্ত পুনরায় অর্থনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান জগতে পরিসংখ্যা সংগ্রহের উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় আরোহ পদ্ধতি ব্যবহার সহজ এবং প্রয়োজনও হইয়াছে কারণ এই সকল পরিসংখ্যা ব্যাপক বাস্তব তথ্য সরবরাহ করে এবং যে সকল নিয়ম বা সাধারণ সিদ্ধান্ত বাহির করা হয় তাহাদের প্রয়োগ পরীক্ষা (experiment) এবং অবলোকন (observation) সহজ করিয়া তুলে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ অবরোহ এবং আরোহ এই দুই প্রকার পদ্ধতিই গ্রহণ এবং প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কতিপয় সাধারণ অনুমান দাঁড় করাইয়া উহা হইতে নিয়ম বাহির করা প্রয়োজন হয় অথচ এই সকল অনুমান যেগুলি উপনয় (premise) হিসাবে দাঁড় করানো হইয়া থাকে সেগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত হইলে চলে না; বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত উহাদের সম্পর্ক থাকিতে হইবে। অন্যথায় সিদ্ধান্তগুলির সহিত বাস্তবের সম্পর্ক থাকিবে না; অর্থনীতি কিন্তু বাস্তবধর্ম্মী। অবরোহ পদ্ধতি না লইয়া যেরূপ উপায় থাকে না সেরূপ আরোহ পদ্ধতিও একান্ত প্রয়োজন। আরোহ পদ্ধতি গৃহীত না হইলে নূতন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন এবং সমাধান অন্বেষণ করা সম্ভব হইয়া উঠিবে না। এই কারণেই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্শাল অর্থনীতি-বিজ্ঞানের আলোচনায় অবরোহ এবং আরোহ এই দুই প্রকার পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আর এক প্রকার পদ্ধতিরও প্রচলন হইয়াছে ; ইহা গাণিতিক (Mathematical) পদ্ধতিরূপে গণ্য। জেভন্স্ এই পদ্ধতির বিশেষ সমর্থক ছিলেন। বস্তুতঃ পক্ষে জেভন্সের অভিমতই ছিল যে অর্থনীতি মূলতঃ গণিতেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং নির্ণয় প্রয়োজন হয়; সেই কারণে অর্থনৈতিক ঘটনা বা ক্রিয়াকলাপকে গণিতের ছাঁচে ফেলিলে অনেক সময়ে স্থবিধা হইয়া থাকে। সব থেকে বড় স্থবিধা হইল যে গাণিতিক পদ্ধতিতে আল্‌গা ধরণের যুক্তিতর্কগুলি ঘোলাইয়া যায় না—গণিতের সংখ্যা এবং চিহ্নের মধ্য দিয়া তাহারা অবিসম্বাদিত সঠিক (precise) তথ্যের রূপ ধারণ করে। বর্ত্তমানে এই গাণিতিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার লাভ হইয়াছে; গাণিতিক অর্থনীতি বা Mathematical Economy নামে অর্থনীতি বিজ্ঞানের নূতন রূপের উদ্ভব প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

অর্থ নৈতিক নিয়ম—Economic Laws

প্রত্যেক বিজ্ঞানের মধ্যেই কার্য্যকারণের সংযোগ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্য ও কারণের এই সম্পর্ক নির্ণয় হইতে একাধিক নিয়ম ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। অর্থনীতির মধ্যেও এইরূপ বহুবিধ নিয়মের সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন অর্থনৈতিক কারণ হইতে যে ফলাফল উদ্ভূত হইতে পারে সেই সম্বন্ধে একটি সাধারণ নীতির ব্যাখ্যাকে "অর্থনৈতিক নিয়ম" বলা যাইতে পারে। যথা সামগ্রীর দামের সহিত উহার চাহিদার সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় এবং উহা হইতে "চাহিদার নিয়ম" সৃষ্ট হয়। সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায়; এ ক্ষেত্রে সামগ্রীর "দাম হ্রাস" হইল "কারণ" এবং ঐ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি হইল ঐ কারণের ফলাফল। অর্থনীতির মধ্যে এই ধরণের একাধিক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই সকল নিয়মের প্রয়োগ হইতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রবণতা সন্ধান ও বিচার করা হয়।

বিজ্ঞান মাত্রই এইরূপ নিয়মের সন্ধানী। অবলোকন (observation) বা প্রয়োগ পরীক্ষার (experiment) দ্বারা কারণ ও কার্য্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া প্রত্যেক বিজ্ঞান একাধিক নিয়ম সৃষ্টি করে আবার এই নিয়মগুলির প্রয়োগের দ্বারা বিভিন্ন কার্য্য বা ঘটনার প্রবণতা নির্ণয় করে। সকল প্রকার বিজ্ঞানের মধ্যেই এইরূপ নিয়মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপরাপর বিজ্ঞানের নিয়মের সহিত অর্থনীতির নিয়মের একটি পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং কতকাংশে মূলগত। যে সকল বিষয়কে আমরা বিজ্ঞান বলি উহাদের মধ্যে একাধিক বিজ্ঞান

নৈতিক নিয়ম এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তাহারা কতিপয় সাধারণ সূত্র বাহির করিয়াছিলেন। বাস্তব দৃষ্ট আচরণ এবং প্রবণতাকে উপনয় (premise) রূপে গণ্য করিয়া উহা হইতে সিদ্ধান্ত (conclusion) বাহির করা হইত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বাহির করা বিভিন্ন সাধারণ সূত্র যথেষ্ট তথ্যের (data) উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকায় বিভিন্ন অবস্থায় ইহাদের প্রযোজ্যতা অপেক্ষা ব্যতিক্রমই হইত অধিক। সেই কারণে এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে অর্থনীতিবিদ মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; বিশেষ করিয়া জার্মান ইতিহাসপন্থীগণ অবরোহ পরিত্যাগ করিয়া আরোহ পদ্ধতি গ্রহণ এবং প্রয়োগ করিতে সুরু করেন। ইহারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একই অবস্থায় একই ঘটনার একই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া উহা হইতে সর্ব্ব অবস্থায় প্রয়োগযোগ্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সমসাময়িক অর্থনৈতিক ঘটনা এবং পরিস্থিতি দেখিয়া উহা হইতে সাধারণ নিয়ম বাহির করা হইল। এই সকল নিয়ম বা সিদ্ধান্ত পুনরায় অর্থনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান জগতে পরিসংখ্যা সংগ্রহের উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় আরোহ পদ্ধতি ব্যবহার সহজ এবং প্রয়োজনও হইয়াছে কারণ এই সকল পরিসংখ্যা ব্যাপক বাস্তব তথ্য সরবরাহ করে এবং যে সকল নিয়ম বা সাধারণ সিদ্ধান্ত বাহির করা হয় তাহাদের প্রয়োগ পরীক্ষা (experiment) এবং অবলোকন (observation) সহজ করিয়া তুলে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ অবরোহ এবং আরোহ এই দুই প্রকার পদ্ধতিই গ্রহণ এবং প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কতিপয় সাধারণ অনুমান দাঁড় করাইয়া উহা হইতে নিয়ম বাহির করা প্রয়োজন হয় অথচ এই সকল অনুমান যেগুলি উপনয় (premise) হিসাবে দাঁড় করানো হইয়া থাকে সেগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত হইলে চলে না; বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত উহাদের সম্পর্ক থাকিতে হইবে। অন্যথায় সিদ্ধান্তগুলির সহিত বাস্তবের সম্পর্ক থাকিবে না; অর্থনীতি কিন্তু বাস্তবধর্ম্মী। অবরোহ পদ্ধতি না লইয়া যেরূপ উপায় থাকে না সেরূপ আরোহ পদ্ধতিও একান্ত প্রয়োজন। আরোহ পদ্ধতি গৃহীত না হইলে নূতন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন এবং সমাধান অন্বেষণ করা সম্ভব হইয়া উঠিবে না। এই কারণেই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্শাল অর্থনীতি-বিজ্ঞানের আলোচনায় অবরোহ এবং আরোহ এই দুই প্রকার পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং নির্ণয় প্রয়োজন হয়; সেই কারণে অর্থনৈতিক ঘটনা বা ক্রিয়াকলাপকে গণিতের ছাঁচে ফেলিলে অনেক সময়ে সুবিধা হইয়া থাকে। সব থেকে বড় সুবিধা হইল যে গাণিতিক পদ্ধতিতে আল্‌গা ধরণের যুক্তিতর্কগুলি ঘোলাইয়া যায় না—গণিতের সংখ্যা এবং চিহ্নের মধ্য দিয়া তাহারা অবিসম্বাদিত সঠিক (precise) তথ্যের রূপ ধারণ করে। বর্ত্তমানে এই গাণিতিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার লাভ হইয়াছে; গাণিতিক অর্থনীতি বা Mathematical Economy নামে অর্থনীতি বিজ্ঞানের নূতন রূপের উদ্ভব প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

অর্থ নৈতিক নিয়ম—Economic Laws

প্রত্যেক বিজ্ঞানের মধ্যেই কার্য্যকারণের সংযোগ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্য ও কারণের এই সম্পর্ক নির্ণয় হইতে একাধিক নিয়ম ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। অর্থনীতির মধ্যেও এইরূপ বহুবিধ নিয়মের সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন অর্থনৈতিক কারণ হইতে যে ফলাফল উদ্ভূত হইতে পারে সেই সম্বন্ধে একটি সাধারণ নীতির ব্যাখ্যাকে "অর্থনৈতিক নিয়ম" বলা যাইতে পারে। যথা সামগ্রীর দামের সহিত উহার চাহিদার সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় এবং উহা হইতে "চাহিদার নিয়ম" সৃষ্ট হয়। সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায়; এ ক্ষেত্রে সামগ্রীর "দাম হ্রাস" হইল "কারণ" এবং ঐ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি হইল ঐ কারণের ফলাফল। অর্থনীতির মধ্যে এই ধরণের একাধিক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই সকল নিয়মের প্রয়োগ হইতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রবণতা সন্ধান ও বিচার করা হয়।

বিজ্ঞান মাত্রই এইরূপ নিয়মের সন্ধানী। অবলোকন (observation) বা প্রয়োগ পরীক্ষার (experiment) দ্বারা কারণ ও কার্য্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া প্রত্যেক বিজ্ঞান একাধিক নিয়ম সৃষ্টি করে আবার এই নিয়মগুলির প্রয়োগের দ্বারা বিভিন্ন কার্য্য বা ঘটনার প্রবণতা নির্ণয় করে। সকল প্রকার বিজ্ঞানের মধ্যেই এইরূপ নিয়মের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপরাপর বিজ্ঞানের নিয়মের সহিত অর্থনীতির নিয়মের একটি পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং কতকাংশে মূলগত। যে সকল বিষয়কে আমরা বিজ্ঞান বলি উহাদের মধ্যে একাধিক বিজ্ঞান

আছে যেগুলির নিয়ম সর্ব্ব অবস্থাতে সমভাবে প্রযোজ্য এবং সঠিক। মৌলিক অবস্থার ব্যতিক্রম না ঘটিলে অথবা প্রয়োগক্ষেত্রের কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে এই সকল বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলির ব্যতিক্রম ঘটে না, যথা পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics), রাসায়নশাস্ত্র (Chemistry) বা গণিত বিজ্ঞান (Mathematics)।

অর্থনৈতিক নিয়মগুলি কিন্তু সর্ব্ব অবস্থাতেই সমভাবে প্রয়োগযোগ্যতা উপভোগ করে না, উহাদের ব্যতিক্রম ঘটা অস্বাভাবিক নহে। অর্থনৈতিক নিয়মের মধ্যে যাহা ঘটিবে বলিয়া ধার্য্য করা থাকে, তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে; উহা ঘটিবেই এইরূপ স্থির-নিশ্চয়তা নাই। সামগ্রীর দাম "হ্রাস" পাইলে, উহার চাহিদার "বৃদ্ধি" ঘটে, কিন্তু ইহা ঘটিবে সাধারণতঃ, যে কোন অবস্থাতেই উহা ঘটিবে এরূপ স্থির-নিশ্চয়তা নাই। একাধিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে এবং একাধিক অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কোন একটি সামগ্রীর দামের হ্রাসের সহিত উহার চাহিদা বৃদ্ধি ঘটিল না। এইরূপভাবে প্রায় সকল অর্থনৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌গণ সচেতন থাকেন।

বৈজ্ঞানিক নিয়মের সহিত অর্থনৈতিক নিয়মের এই মূলগত পার্থক্যের কারণ কি? এই কারণ উহাদের আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হইল মানুষের ক্রিয়াকলাপ এবং বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের মনস্তত্বে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। এমতাবস্থায় মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতি ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সেই কারণে অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা একটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার আভাষ প্রদান করা যায়, কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে এই আভাষ প্রদান করা হইবে সেই অবস্থার স্থায়িত্ব অনুমান করিতে হইবে, অথচ উহার পরিবর্ত্তনশীলতা সম্পর্কে সর্ব্বদাই সচেতন থাকিতে হইবে। সেলিগম্যান সেইজন্য বলিলেন "অর্থনৈতিক নিয়ম সমূহ মূলতঃ অনুমান প্রসূত"; * এবং মার্শাল অর্থনৈতিক নিয়মগুলিকে স্রোতের নিয়মের (laws of tide) সমতুল বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। কখন্ জোয়ার ভাঁটা হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করা যায় বটে কিন্তু একাধিক অদৃষ্টপূর্ব্ব কারণে এই অনুমান সত্য না হইবার সম্ভাবনা থাকে। গণিত শাস্ত্রে দুয়ে দুয়ে যোগ করিলে চার হইবে, ইহা অভ্রান্ত; কিন্তু অর্থনৈতিক নিয়মের মধ্যে দুয়ে দুয়ে চার হইবার চিরন্তন, সঠিক, অভ্রান্ত নিয়মের অস্তিত্ব নাই।

* "Economic laws are essentially hypothetical"—Seligman.

অর্থনীতি অধ্যয়নের উপকারিতা—Utility of Studying Economics

ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত বহু বাধার মধ্য দিয়া অর্থনীতি বিজ্ঞানের প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণা শুধু যে সাধারণ ব্যক্তিরই ছিল তাহা নহে, একাধিক চিন্তাশীল ব্যক্তিও ইহার সঠিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইহার নিন্দা করিয়া গিয়াছিলেন। সাধারণ ব্যক্তি মনে করিয়াছে, ইহা নিছক বস্তুতান্ত্রিকতায় বিভোর স্বার্থন্বেষী মানুষের স্বার্থচিন্তার ইন্ধনযোগানকারী। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের কেহ বলিয়াছেন ইহা 'বীভৎস বিজ্ঞান' (dismal science) ও 'ধনদেবতার বাণী' (Gospel of Mammon); সেই কারণে অর্থনীতি অধ্যয়নের উপকারিতা প্রদর্শনের আজও প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে।

সমাজ জীবনের সমস্যা সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিবার মানসিক বৃত্তির সমধিক প্রয়োজনীয়তা। অর্থনীতির অধ্যয়ন ইহা প্রদান করিতে পারে। কতিপয় প্রচলিত চিন্তাধারার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া থাকিলে, কতিপয় বিশ্বাসকে স্থির নিশ্চিত বা সর্ব্বগ্রাহ্য অভ্রান্ত নিয়মরূপে আঁকড়াইয়া থাকিলে, সদাপরিবর্তনশীল সামাজিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা পাওয়া সম্ভব হয় না। সামাজিক জীবনের সমস্যা সম্পর্কে আমরা কোন্ বিষয়টীকে সঠিক বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি এবং বাস্তবক্ষেত্রে ঐ ধরিয়া লওয়া বিষয়টীর সত্য তাৎপর্য্য কি, এ সম্বন্ধে অর্থনীতি আমাদিগকে সচেতন করিয়া দেয়। অনির্দ্দিষ্টভাব বর্জ্জন করিয়া বাস্তব পরিস্থিতির শিক্ষা হইতে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি আহরণ করিতে অর্থনীতি আমাদিগকে প্রণোদিত করে। যাহা চোখের সম্মুখে আপনা হইতে স্পষ্টভাবে উপস্থিত হয় শুধু সেইগুলির উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া সকল প্রাসঙ্গিক (relevant) বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে; ভাবাবেগশূন্যভাবে সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব-মুক্ত হইয়া সামাজিক জীবনের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অধিকন্তু অর্থনীতি সমাজকল্যাণের কল্পনাকে বাস্তবতার স্পর্শ প্রদান করে, ঐ কল্পনাকে কাল্পনিক পদ্ধতির খাতে প্রবাহিত হইবার প্রবণতাকে বাধা দিয়া উহাকে নিছক বাস্তবধর্ম্মী পথে প্রবাহিত করে।

অর্থনৈতিক কাঠামো কিভাবে কার্য্যকরী থাকে এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকিলে শুধু আপনার অভিমত ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নীতি নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অথচ কৌতুকের বিষয় হইল যে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিছু না কিছু অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান করিতে ব্যাপৃত থাকি—হয়তো আমরা সকল সময়ে সচেতন থাকি না যে অর্থনৈতিক তথ্য সম্পর্কে চিন্তা করিতেছি, অভিমত জানিতে চাহিতেছি বা অভিমত প্রদান করিতেছি।

কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়ের সহিত সাধারণ ব্যক্তির এই প্রতিনিয়ত সম্পর্ক যদি অর্থনৈতিক তত্ত্বের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ ব্যক্তি অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করিবে অথচ বিভ্রান্ত হইবে।

মানুষের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কি স্থান গ্রহণ করে, যে সকল কার্য্য আপাত দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক বলিয়া বোধ হয় না সেগুলির উৎস কি পরিমাণে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত আছে তাহা সঠিক অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই অনুধাবনের ক্ষমতা অর্থনীতির অধ্যয়ন প্রদান করে।

এই সকল কারণে শুধু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেই নহে, ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেও অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং অর্থনীতির দ্বারা অনুসৃত বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকা একান্তই প্রয়োজন। ইহা ব্যবসায়ীদিগের নিজের স্বার্থের দিক হইতে যেরূপ, সমগ্র সমাজের স্বার্থের দিক হইতে সেইরূপ সত্য। উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে অর্থনীতি সর্ব্বদাই বিচার বিশ্লেষণ করিতেছে—দুষ্প্রাপ্য উৎপাদনের উপাদানগুলি কি ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্তভাবে কার্য্যকরী করা উচিত ইহা অর্থনীতি প্রদর্শন করে এবং উহার পক্ষে কোথায় কি বাধা সে সম্পর্কেও অর্থনীতি অবহিত করিয়া দেয়। উৎপাদিত সামগ্রী কি ভাবে বিক্রয় করিতে হইবে, যাহারা ক্রয় করিবে তাহারা কোন অবস্থায় কিরূপ আচরণ করিবে তাহাও অর্থনীতি আলোচনা করে; উপরন্তু বর্ত্তমান কালে বহু বিষয় আছে যেগুলির উপর ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণ নাই, অথচ যেগুলি প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ব্যবসায় বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত অন্ততঃ প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে, যথা মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাঙ্কের আচরণ, শুল্কনীতি, কর-নীতি ইত্যাদি। সফলতাকামী ব্যবসায়ীর পক্ষে এইগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা ক্রমশঃই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে অর্থনীতি ব্যবসায়ীকে শুধু আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুযায়ী চলিতে নিরুৎসাহ করে। ব্যবসায়ীর নিকট ইহা সমগ্র সমাজের সমষ্টিগত জীবনের আলেখ্য তুলিয়া ধরে এবং এই সমষ্টিগত জীবন যে অতি নিবিড় ভাবে গ্রথিত, ইহার এক অংশে আঘাত করিলে তাহার প্রতিক্রিয়া একাধিক বিভিন্ন অংশে সংঘটিত হইতে পারে, তাহাও অর্থনীতি প্রদর্শন করে। মুদ্রার হিসাবে উপার্জ্জন এবং মুদ্রার হিসাবে খরচা ইহার সহিত অর্থনীতিবিদ্‌গণ সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা উপার্জ্জন বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাসের জন্যও সচেষ্ট। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন না যে উপার্জ্জনের বৃদ্ধি মাত্রই এবং সামগ্রীর ও কার্য্যের দাম হ্রাস মাত্রই মানুষের কল্যাণ আনয়ন করিবে। কারণ তাঁহারা বেশ ভালভাবেই জানেন যে মুদ্রা

যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিবে সেগুলিই যে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহে চাহিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই এবং মুদ্রার হিসাবে খরচা হ্রাসের মধ্যে নিহিত থাকিতে পারে মানুষের রক্তমাংসের অপব্যয়, সামাজিক অকল্যাণ, মানুষের আশা ভরসার করুণ পরিণতি, অসংখ্য জনমানবের জীবন আস্বাদনের সুযোগ হইতে বঞ্চনা। সস্তা মানুষ (সস্তায় শ্রমিক পাওয়া) এবং দামী সামগ্রী (চড়া দামে সামগ্রী বিক্রয়)—ইহা ব্যবসায়ীর আপাতঃ স্বার্থের অনুকূল কিন্তু অর্থনীতি বুঝাইয়া দেয়, ইহাতেই অপরিহার্য্যভাবে সমাজের কল্যাণ নিহিত নাই এবং যাহাতে সমাজের কল্যাণ নিহিত নাই তাহা অনুসরণ করিলে সমাজের ভাঙ্গনের সহিত ব্যবসায়ীগণ নিজেদের ধ্বংসও আমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন।

অর্থনীতি কি বিজ্ঞান—Is Economics a Science ?

অর্থনীতি বিজ্ঞানের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট মতদ্বৈধ রহিয়াছে। একাধিক ব্যক্তির মতে, অর্থনীতি এরূপ একটি বিষয় লইয়া আলোচনা করে যাহার মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে এরূপ সত্য আবিষ্কার করা সকল সময়ে সম্ভব নহে। মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের চরম স্থিরতা নাই, উহার মধ্য হইতে শাশ্বত ও চিরন্তন ধারা বাহির করা সম্ভব নহে, সুতরাং বিজ্ঞানের মর্য্যাদা প্রদান করিলে, ইহাকে স্বকীয় মর্য্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অর্থনীতিকে বিজ্ঞান আখ্যা প্রদান করা সম্ভব কিনা, ইহার বিচারে বিজ্ঞানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন ; বিজ্ঞান বলিতে বুঝায় এরূপ একটি বিষয় যাহা কোন বিশেষ পর্য্যায়ের কার্য্য বা ঘটনা সম্পর্কে সুসমঞ্জস জ্ঞান বা তথ্য প্রদান করে এবং ঐ বিষয়ের নিয়ামক সর্ব্বথা প্রয়োগযোগ্য কতিপয় নিয়ম ব্যাখ্যা করিতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োগ পরীক্ষা (experiment) বা অবলোকন (observation) করিয়া উহার প্রকৃতি বা ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমকার্য্যকরী (uniform) নিয়মের আবিষ্কার এবং ঐ নিয়মের প্রয়োগে বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান করিয়া থাকে। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাগুলি এই কারণেই বিজ্ঞানের মর্য্যাদা লাভ করে।

এই দিক হইতে বিচার করিলে অর্থনীতিকে বিজ্ঞানের মর্য্যাদা না দিয়া বাস্তবক্ষেত্রে গত্যন্তর থাকে না। প্রথমতঃ, অর্থনীতিও সামাজিক মানুষের এক পর্য্যায়ের ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা হইতে ঐ ক্রিয়াকলাপের ধারা ও প্রবণতা সম্পর্কে বিভিন্ন 'নিয়ম' সৃষ্টি করিয়া থাকে ; সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ সম্পর্কে,—অথবা

আধুনিক জগতের সঠিক ভাষায়, মুদ্রা উপার্জন ও ব্যয় সম্পর্কে—সামাজিক মানুষের ক্রিয়াকলাপ এই বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করে এবং ঐ সম্পর্কে একাধিক নিয়মও উহা আবিষ্কার করে।

দ্বিতীয়তঃ, এই নিয়মগুলি সর্ব্বক্ষেত্রেই সমভাবে প্রয়োগযোগ্য থাকিবে এরূপ কোন হেতু নাই, কারণ অধ্যাপক মার্শালের ভাষায়, "মানুষের ক্রিয়াকলাপ এত বিচিত্র ও অনিশ্চিত যে মনুষ্য আচরণ-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রবণতা সমূহের যতই সুষ্ঠু বিবরণ প্রদান করি না কেন, উহা অঠিক (inexact) ও ত্রুটিপূর্ণ হইতে বাধ্য।" কিন্তু 'মার্শাল' অভিমত দিলেন ও একাধিক মনীষী স্বীকার করিলেন যে এই সকলের মধ্য হইতেও সাধারণ প্রবণতা নির্দ্ধারণ করা চলে ; এই প্রবণতার নিয়মগুলি সঠিক বিজ্ঞানের নিয়মের ন্যায় অপরিবর্ত্তনশীল হইবে না সত্য কিন্তু তবুও বিভিন্ন সমাজ বিদ্যার মধ্যে অর্থনীতি বিজ্ঞানে বহু পরিমাণ সঠিকতা উপলব্ধি করা যায়।

তৃতীয়তঃ, চিন্তাশীল জীব হিসাবে চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের সহিত মানুষের কার্য্যের ধারা পরিবর্ত্তন হইতে পারে বটে, কিন্তু তবু মানুষকে কতিপয় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে, এমন কি নির্দ্ধারিত মানসিক গণ্ডীর মধ্যে, তাহার ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিতে হয়। এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং মানসিক গণ্ডীর সীমানায় আহত হইয়া মানুষের একাধিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রমে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ভূমি (land) অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া অন্যান্য উৎপাদনের উপাদান (factors of production) বর্দ্ধিত করিলে উৎপাদনের বৃদ্ধি প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে প্রতিহত হইবে এবং উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিবে, যে হারে উৎপাদনের উপাদান বর্দ্ধিত করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কম হারে। "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের" (law of diminishing returns) নিয়ম ক্রিয়া করিয়া উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি করিবে এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়ার গতি উহার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইবে। আবার দেখা যাইবে যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বৈচিত্র্যে সীমাহীন কিন্তু যে কোন একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা—কোন একটি বিশেষ সামগ্রীর জন্য আকাঙ্ক্ষা—ক্রমশঃই কমিয়া আসিবে যদি ঐ সামগ্রী সে অধিক পরিমাণে পাইতে থাকে। এক্ষেত্রে তাহার আকাঙ্ক্ষার গতি ঘুরিয়া যাইবে, উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং যে পরিমাণে প্রাকৃতিক বেষ্টনীর প্রকৃতি এবং মানুষের মানসিক গণ্ডীর সীমানা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করা চলে, সেই পরিমাণে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি ও প্রবণতা পূর্ব্ব-নির্দ্ধারণযোগ্য ; উহা হইতে সাধারণভাবে প্রযোজ্য নিয়মও আহরণ করা চলে। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ধারার

মধ্যে অনিশ্চয়তা যতটা রহিয়াছে তাহার সবটুকুই পরিপূর্ণ অনিশ্চয়তা নহে ; উহার মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তার মরু আর নিশ্চয়তার ফল্গু। এই কারণে, অর্থনীতিকে প্রত্যক্ষমাণ বিজ্ঞান (positive science) আখ্যা প্রদান করা চলে,—যে বিজ্ঞান কোন নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ের ঘটনার প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গমের প্রচেষ্টা করে।

চতুর্থতঃ, আমরা কোন অর্থনৈতিক ঘটনাকে শুধু বাস্তবতার দিক হইতে বিবেচনা না করিয়া ঔচিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও বিচার করিতে পারি—শুধু মাত্র কি আছে উহা বিবেচনা না করিয়া কি হইতে পারে উহা বিবেচনা করিতে পারি। সুতরাং অর্থনীতিকে আমরা "আদর্শমুখী বিজ্ঞান" (normative science) রূপে অভিহিত করিতে পারি।

অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে মতদ্বৈধ –

অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে একাধিক বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিবার দরুণ অর্থনীতিকে বিজ্ঞান জ্ঞান করিতে অনেকেই ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু অর্থনীতিকদিগের মধ্যে মতদ্বৈধের জন্য বিজ্ঞানের মর্য্যাদা হইতে অর্থনীতি বঞ্চিত হইতে পারে না। বিজ্ঞান বলিয়া মনে করি, এইরূপ অন্যান্য বহু বিষয়ের আলোচনাকারীদের মধ্যেও কি মতদ্বৈধ নাই ? একই ঘটনার বিবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে বৈকি, বা একই ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে বিবিধ ক্রিয়াপদ্ধতিও অবলম্বিত হইতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞান এমন কি পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যেও কি মতদ্বৈধ নাই ? এই সকল বিজ্ঞানেও কি একই বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদের উদ্ভব ঘটে নাই ? বিশেষ করিয়া অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে মতদ্বৈধের অধিক অবকাশ আছে, কারণ অর্থনীতিবিজ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন এবং বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাইতে হয়। যখনই অর্থনীতিবিজ্ঞানের মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতার উদ্ভব ঘটে, যখনই অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে রাজনৈতিক অভিমতে, সামাজিক সুবিচার সম্পর্কে অভিমতে, বাস্তবতা অবাস্তবতা সম্পর্কে ধারণায় পার্থক্য ঘটে, তখনই মতদ্বৈধ ঘটা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। আবার ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন বা রাজনীতির প্রশ্ন জড়িত নাই এইরূপ বিশেষ পর্য্যায়ের বিষয়েও যথেষ্ট মতদ্বৈধ থাকিয়া যায় কারণ "অনুর ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী বৈজ্ঞানিক নিয়ম অপেক্ষা মানুষের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম আবিষ্কার করা বহুগুণ অধিক দুরূহ।" ("It is far more difficult to discover laws governing human behaviour than scientific laws governing the behaviour of atoms"—Cairncross) অর্থাৎ জড়ের স্বভাব অপেক্ষা জৈব স্বভাব নির্দ্ধারণ করা অধিকতর কষ্টসাধ্য।

অর্থনৈতিক তত্ত্বের ক্রিয়া—Function of Economic Theory

অর্থনৈতিক ঘটনার মধ্য হইতে যে সাধারণ ক্রিয়া বা প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায় উহা ব্যক্ত করাই হইল অর্থনৈতিক নিয়মের উদ্দেশ্য; কিন্তু শুধু নিয়মই নহে, অর্থনীতির মধ্যে একাধিক তত্ত্বও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই তত্ত্ব সমূহের কার্য্য হইল অর্থনৈতিক ঘটনা বা বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করা। কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থনৈতিক ঘটনার সঠিক প্রকৃতি কি এবং ঐ ঘটনা কেন ঘটিল ইহা ব্যাখ্যা করাই হইল তত্ত্বের কার্য্য। শুধু তাহাই নহে, কোন ঘটনা ব্যাখ্যা করিতে হইলে, ঐ ঘটনার ফলাফল এবং উহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার বিবিধ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক তত্ত্বের কার্য্য হইল এই সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ। মানুষের সম্পদ উৎপাদনের ক্রিয়া অর্থনৈতিক ঘটনা; অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিচার করিবে, এই সম্পদ উৎপাদনের ক্রিয়া কি ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, কোন্ কোন্ বিষয়ের দ্বারা এই ক্রিয়া উৎসাহিত হয় এবং কোন্ বিষয়ের দ্বারা ইহা ব্যাহত হয়। কোন্ দিকে উহার কি প্রতিক্রিয়া তাহাও ইহার দ্বারা বিচার্য্য থাকে কারণ ইহা তাহার স্বরূপ উপলব্ধিতে সাহায্য করে। ভোগকার্য্য অর্থনৈতিক ঘটনা। জনসাধারণের ভোগকার্য্যের মধ্যে যে সাধারণ প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়,—যে প্রবণতা সকলের মধ্যেই উপস্থিত, সেই প্রবণতা ব্যক্ত করিয়া "অর্থনৈতিক নিয়ম" সৃষ্ট হয়; কিন্তু অর্থনৈতিক তত্ত্বের ক্রিয়া পরিসর ব্যাপকতর। অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবে, ভোগ কার্য্যের পিছনে উৎসাহিত বা ব্যাহত করিয়া যাহা ক্রিয়া করিতেছে,—মানুষের অভাবের উগ্রতা বা উহার ক্রমিক তৃপ্তি, তাহার বিশ্লেষণ। অভাবের প্রকৃতি ও উহার বৈশিষ্ট্য, উহার দ্বারা কি ভাবে ভোগ কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাও অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রদর্শন করিবে। অথবা ধরা যাউক, বিনিময়। অর্থনৈতিক নিয়ম প্রদান করিবে সাধারণভাবে বিনিময়সমূহের মধ্যে যে অভিন্ন প্রবণতা দেখা যাইবে তাহা, যথা সর্ব্বোচ্চ তৃপ্তির নিয়ম (maximum satisfaction) অথবা "আপেক্ষিক খরচার নিয়ম" (Comparative cost); অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিচার করিবে বিনিময় মানুষ কেন করে, ইহার দ্বারা সে কি উপকারিতা পায়—আবার মূল্যতত্ত্ব ব্যাখ্যার দ্বারা বিনিময়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্যও ইহা প্রদর্শন করিবে। আবার ধরা যাউক মুদ্রা ব্যবস্থা। মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) একটি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। অর্থনৈতিক নিয়ম বলিবে প্রয়োজনের তুলনায়, অর্থাৎ বিনিময় যোগ্য সামগ্রী ও কার্য্যের তুলনায়, মুদ্রার পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে। বিভিন্ন মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতির বিশ্লেষণের দ্বারা অর্থনৈতিক নিয়ম এই সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করে। কিন্তু অর্থনৈতিক তত্ত্ব শুধু

এই সাধারণ প্রবণতাটুকু লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না। কি কারণে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল, কি কারণে বিনিময় যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল না, উহার দরুণ অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হইল—অর্থনৈতিক তত্ত্ব এই সকলেরই বিচার বিশ্লেষণ করিয়া উহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিবে। মোট কথা "অর্থনৈতিক নিয়মের" কার্য্য হইল প্রবণতার অভিব্যক্তি আর "অর্থনৈতিক তত্ত্বের" কার্য্য হইল প্রকৃতির বিশ্লেষণ।

ব্যক্তির দ্বিবিধ সম্পর্ক—Two Relations of an Individual

বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারাই মানুষের সামাজিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয় অথচ সামাজিক জীবনের মধ্যে মানুষের প্রতিযোগিতার অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি করিবার প্রবৃত্তিও বর্ত্তমান। অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপও মানুষের সামাজিক জীবনের ক্রিয়াকলাপের একটি পর্য্যায়। এই ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি অপরাপর ব্যক্তির সহিত অভিন্ন স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ আবার প্রত্যেক ব্যক্তি অপরাপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিযোগীরূপেও দণ্ডায়মান।

ব্যক্তিদিগের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থের যোগ—সভ্যতার অগ্রগতির সহিত মানুষের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার সবিশেষ প্রসারলাভ ঘটিয়াছে। শুধু সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্মগত জীবনেই নহে—অর্থনৈতিক জীবনেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। একজন ব্যক্তি বিভিন্ন সামগ্রীর অভাব অনুভব করে, এই বিভিন্ন সামগ্রী কিন্তু সে স্বয়ং, অর্থাৎ নিজের একক প্রচেষ্টায়, উৎপাদন করে না। ভোগকারী উৎপাদন করে মাত্র এক পর্য্যায়ের সামগ্রী বা প্রদান করে মাত্র এক পর্য্যায়ের কার্য্য; উহা হইতে যে উপার্জ্জন সে লাভ করে সেই উপার্জ্জনের দ্বারা সে অপরাপর ব্যক্তির উৎপাদিত সামগ্রী বা কার্য্য লাভের অধিকার অর্জ্জন করে; ইহা সম্ভব হয় বিনিময়ের দ্বারা। বিনিময়ই হইল বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সহযোগিতার সর্ব্বপ্রথম এবং চরম প্রতীক। মানুষের সমষ্টিগত জীবনের অতি পুরাকালেই ইহার উদ্ভব ঘটিয়াছে। সেই আদিমযুগের কোন বর্ব্বর মানুষ তাহার সংগৃহীত পশুমাংসের উদ্বৃত্ত অংশের বিনিময়ে অপর কোন পরিচিতের নিকট হইতে দ্বিতীয় বর্শাফলকটি যেদিন গ্রহণ করিল, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার গোড়াপত্তন হইল সেইদিন। সেই সহযোগিতার গণ্ডী বর্ত্তমান অর্থনৈতিক জীবনে বহুদূর প্রসারিত হইয়াছে। এক্ষণে শুধু বিনিময়ের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সহযোগিতা মূর্ত্ত হয় নাই, উৎপাদনের মধ্যেও, শুধু উৎপাদনের মধ্যে কেন, উৎপাদনের শত সহস্র প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির মধ্যেই ইহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই উৎপাদন

হইয়াছে প্রচুর, বিনিময় হইয়াছে প্রচুর এবং মানুষ ভোগ করিয়াছেও প্রচুর। আবার এই উৎপাদন ব্যবস্থা ও বিনিময়ের সমগ্র কার্য্য, চূড়ান্ত ভাবে, যে ভোগকার্য্যের প্রয়োজনেই সাধিত হয় সেই ভোগকার্য্যেও মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা বিদ্যমান। আমি যে সামগ্রীটি ভোগ করিতে চাহি সে সামগ্রীটি অপরাপর পাঁচজনেও ভোগ করিতে চাহিবে তবেই অপর কেহ ঐ সামগ্রী উৎপাদনে অগ্রণী হইবে। নচেৎ আধুনিক অর্থনৈতিক জগতে, কোন একজন মাত্র ব্যক্তির অভাব তৃপ্তির জন্য কোন সামগ্রীর একটি মাত্র উৎপাদন করা দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। উপরন্তু বর্ত্তমানে বহু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আছে যাহার প্রতিক্রিয়া বহু ব্যক্তির উপর সংঘটিত হয়। মুদ্রা ব্যবস্থার সুসমঞ্জস পরিচালনা বহু ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনে একই সাথে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করিবে—উহার বিপর্য্যয় বহু ব্যক্তির জীবন একই সাথে সঙ্কটপূর্ণ করিয়া তুলিবে। সরকারের করনীতিও কি ভাবে পরিচালিত হয়, উহার দ্বারাও বহু ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে সমস্বার্থ বোধ করিবে।

ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভিন্ন স্বার্থের সংঘাত—সমস্বার্থবোধের প্রেরণা থাকিলেও, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতও অবিরত চলিয়াছে। মানুষ যে অভাব বোধ করে—যে অভাব বোধের মধ্যে সমগ্র অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের উৎস নিহিত রহিয়াছে,—সেই অভাব বোধের মধ্যেই পারস্পরিক স্বার্থের সংঘর্ষ বিদ্যমান। প্রত্যেকেই মনে করে তাহার অভাবই অপরাপর ব্যক্তির অভাব অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিজ অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য অপরের অভাবের অসহনীয়তা প্রত্যেকেই উপেক্ষা করিয়া চলে। অপেক্ষাকৃত ধনীব্যক্তি যখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের দর যাচাইয়ের মাঝখানেই অধিক দামে সামগ্রীটি ছিনাইয়া লয় আর যখন একাধিক বর্ব্বর মানুষ একটি মৃত পশু লইয়া পরস্পরের মধ্যে টানাটানি করে—এই দুই ছবির মধ্যে পার্থক্য শুধু সভ্যতার আচ্ছাদন, পার্থক্য শুধু পরিবেশে, কিন্তু অভিন্নতা রহিয়াছে মৌলিক স্বার্থের সংঘাতের প্রবণতায়। ইহা ভোগকার্য্যের ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত; কিন্তু এই স্বার্থের সংঘাত শুধু ভোগকার্য্যের মধ্যে নহে,—উৎপাদনে, বিনিময়ে সর্ব্বক্ষেত্রেই এই স্বার্থ সংঘাতের প্রেরণা। প্রত্যেক উৎপাদনকারী চাহে, যেন অপর উৎপাদনকারীর সামগ্রী ক্রয় না করিয়া শুধু তাহার সামগ্রীই ভোগকারীগণ ক্রয় করিয়া লহে। যখনই দুই জন ব্যক্তি বিনিময়ের কার্য্যে অগ্রসর হয়, সে বিনিময় সরাসরি হউক বা মুদ্রার মাধ্যমেই হউক, তখনই প্রত্যেক ব্যক্তি যথাসাধ্য প্রয়াস করে, যতখানি দিতেছে তাহা অপেক্ষা অধিক যাহাতে সে অপরের নিকট হইতে লাভ করিতে পারে। আবার যাহাদিগের সাহায্যে উৎপাদনকারী

উৎপাদন করে, তাহাদিগকে উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য হইতে যতটা সম্ভব কম দিবার জন্য সে সচেষ্ট হইবে কারণ অপরকে যতটা কম দেওয়া যাইবে নিজের থাকিবে ততই অধিক লাভ। তাই ভোগের ক্ষেত্রে, বিনিময়ের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ব্যক্তিই চাহে অপরের উপর প্রতিক্রিয়া যাহাই হউক না কেন, আপনার স্বার্থ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি—Environment of Competition

মধ্যযুগের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দলবদ্ধতার প্রবৃত্তি ছিল বিশেষভাবেই প্রকটিত। এই সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা দেখা যাইত। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গিল্ডগুলি একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিত, উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা গিল্ড (Guild) নিয়ন্ত্রণ করিত। শ্রমিকগণ আপনার অভিরুচি অনুযায়ী কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিত না। প্রত্যেকের স্বীয় উৎপাদিত সামগ্রী স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী বিক্রয় করিবার স্বাধীনতার পথে বহু বাস্তব অন্তরায় ছিল। ক্রেতাগণ অন্যথায় যতটা সুবিধায় সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিত, উৎপাদনকারী বা বিক্রেতাদের সঙ্ঘবদ্ধ যোগ সাজসে তত সুবিধায় তাহা করিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী যুগে একচেটিয়া অধিকার বা যোগ সাজসের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ প্রতিযোগিতার পরিস্থিতির উদ্ভব হইল।

এই প্রতিযোগিতার পরিস্থিতির মূল কথা হইল, কোন সামগ্রী বা কার্য্যের প্রত্যেক ক্রেতা অপর সকল ক্রেতার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কোন সামগ্রীর উৎপাদনকারী বা কার্য্যের প্রদাতা অপর সকল উৎপাদনকারী বা প্রদাতার প্রতিদ্বন্দ্বী। কোনরূপ জোট বাঁধিবার প্রয়াস ক্রেতা-সাধারণের মধ্যেও নাই, বিক্রেতাদিগের মধ্যেও নাই; ইহা শুধু ভোগ-সামগ্রীর ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে, যাহা কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় সব কিছুর ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। সুতরাং সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যাহারা শ্রম দেয়, ভূমি দেয়, পুঁজি দেয়, কাঁচামাল দেয় ইহাদের মধ্যেও প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী; কোন উৎপাদনকারীকে উহা প্রদান করিবে কিনা বা যাহাকে প্রদান করিতেছে তাহাকে প্রদান না করিয়া অপর কাহাকেও উহা প্রদান করিবে কিনা, এ সম্পর্কে প্রত্যেকেরই বিবেচনা ক্ষমতা রহিয়াছে।* আবার ঐ গুলি যাহারা গ্রহণ করিবে তাহাদিগেরও অনুরূপ বিবেচনা ক্ষমতা রহিয়াছে। প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা প্রদান করিয়া অধ্যাপক চ্যাপমান বলেন, "অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকে তখন যখন (ক) ক্রয়েচ্ছুগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে রেষারেষি করে

* অধ্যাপক মার্শাল।

এবং (খ) বিক্রয়েচ্ছুগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে রেষারেষি করে। এই রেষারেষির কার্য্যকে ব্যাপকভাবে ধরিতে হইবে এবং অপরাপর সকল দ্রব্যগুলিকে যেরূপ উৎপাদনের সকল উপাদানগুলিকেও সেইরূপ, এই সংজ্ঞার নিমিত্ত ক্রয়বিক্রয়যোগ্য বস্তুরূপে বিবেচনা করিতে হইবে।" আবার প্রতিযোগিতা একতরফা হইতে পারে (যথা কেবলমাত্র ক্রেতাদিগের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা) অথবা দুই তরফা হইতে পারে (যথা একদিকে বিক্রেতা ও অপরদিকে ক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা)। শেষোক্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা কোন ক্রেতা কোন বিক্রেতার নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে, না করিতেও পারে, আবার কোন বিক্রেতা কোন ক্রেতাকে সামগ্রী বিক্রয় করিতেও পারে, না করিতেও পারে।

অর্থ নৈতিক প্রতিযোগিতার সুফল

(১) উৎপাদনকারীগণ যদি নিজদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত থাকে তাহা হইলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু এবং সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী প্রচেষ্টার প্রয়োগ হইবে। প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রয়াস করিবে যাহাতে অপর উৎপাদনকারীগণ তাহাদের সামগ্রী বিক্রয়ে অসমর্থ হয় এবং খরিদ্দারগণ যথাসম্ভব অধিক সংখ্যায় তাহারই সামগ্রী ক্রয় করিতে প্রণোদিত হয়। কিন্তু খরিদ্দারগণ শুধু তাহারই সামগ্রী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্রয় করুক এই আকাঙ্খা যদি কোন উৎপাদনকারী পোষণ করে তাহা হইলে তাহাকে খরিদ্দার আকর্ষণের বাস্তব প্রলোভন প্রদান করিতে হইবে। এই প্রলোভন আর কিছুই নহে, ইহা হইল যথাসম্ভব সস্তায় উৎকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদন করিবার প্রচেষ্টা; সেই কারণে উৎপাদনকারীগণ কি ভাবে ব্যয়বাহুল্য পরিহার করা যায়, কি ভাবে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া উৎপাদন করা যায়, সর্ব্বদাই তাহার উপায় অনুসন্ধান করে। এই উপায় অনুসন্ধানের ফলেই বৃহৎপরিধির উৎপাদন ব্যবস্থা (Large scale production) অবলম্বনের জন্য উৎপাদনকারীগণ আগ্রহান্বিত হয় এবং শ্রম বিভাগের দ্বারা শ্রমিকের সহিত তাহার কার্য্যের যথাযথ সংযোজন সাধন করা হয়। দক্ষ শ্রমিক উৎকৃষ্ট কাঁচামাল, উৎকৃষ্ট পুঁজি সামগ্রী (capital goods) ইত্যাদি ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ যথাসম্ভব বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের খরচা যথাসম্ভব হ্রাস করা হয়। যে উৎপাদনকারী যত অধিক দক্ষতা সহকারে তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত করিবে, যে ব্যবসায়ী যত দক্ষতায় তাহার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবে সেই অপরাপর উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে। সুতরাং অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে যে সকল ব্যবসায়ী অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ তাহারা ক্রমশঃই অধিক দক্ষ ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা দক্ষতার সংগ্রামে পরাজিত হইতে থাকিবে

এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের জগৎ হইতে ক্রমশঃই তাহাদিগকে বিদায় লইতে হইবে। শুধু দক্ষতার দিক হইতেই নহে, সততার দিক হইতেও অনুরূপ ফল উদ্ভূত হইবে। যেখানে অবাধ প্রতিযোগিতা নাই, যেক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধার আড়ালে ব্যবসা পরিচালনা করা হয়, যে ক্ষেত্রে কোন সূত্র হইতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা নাই, সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী অসাধুতা অবলম্বনের দ্বারা সমাজকে প্রবঞ্চিত করিয়া যাইবার সুযোগ ভোগ করিবে। কিন্তু প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকিলে যাহারা উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের উপাদান (factors of production) সরবরাহ করে তাহারা ক্রমশঃই প্রবঞ্চনা পরিহারের জন্য অসাধু ব্যবসায়ীকে উহা প্রদান না করিয়া সৎব্যবসায়ীকে প্রদান করিতে থাকিবে। আবার যাহারা উহার উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে তাহারাও অসাধু ব্যবসায়ীকে পরিহার করিয়া সাধু ব্যবসায়ীর নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করিতে থাকিবে। প্রতিযোগিতার মধ্যে কোন ব্যবসায়ীর অসাধুতা জনসাধারণ বুঝিতে পারিলেই তাহারা উহাকে পরিহার পূর্ব্বক সাধু ব্যবসায়ীর সহিত লেন-দেন কার্য্য সম্পন্নে অগ্রসর হইবে। কারণ অসাধুতা হইতে উদ্ভূত প্রবঞ্চনা হইতে মুক্তি পাইবার প্রচেষ্টা একান্তই স্বাভাবিক। সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রতিযোগিতার আবর্ত্তে অসাধু ব্যবসায়ীর বিলুপ্তি ঘটিবে। অতএব দক্ষতার দিক হইতে এবং সাধুতার দিক হইতে যাহারা যোগ্যতম, ব্যবসায় জগতে প্রতিযোগিতার আওতায় কেবলমাত্র তাহাদিগেরই স্থায়ী স্থান-সঙ্কুলান ঘটিবে। ইহা হইবে ব্যবসায় জগতে "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (survival of the fittest)।

(২) শুধু ব্যবসায়ীর দিক হইতেই নহে, সমগ্র সমাজের দিক হইতে অর্থ-নৈতিক প্রতিযোগিতা বিশেষ সুফলপ্রসূ। উৎপাদনকারীগণ যখন আপনাপন স্বার্থে অপরকে পরাস্ত করিবার জন্য যথাসম্ভব সস্তায় যথাসম্ভব অধিক উৎপাদনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করিবে তখন দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হইবে। জনসাধারণ এই সম্পদ সৃষ্টির আধিক্য ভোগ করিতে পারিবে। শুধু পরিমাণের দিক হইতেই নহে, বৈচিত্র্যের দিক হইতেও ইহা ফলপ্রসূ হইবে।

(৩) "প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কার ঘটে" ("necessity is the mother of invention") এবং প্রতিযোগিতার প্রয়োজনও বিশেষ সক্রিয় প্রয়োজন। উৎপাদন-কারীগণ আপনাপন স্বার্থে নব নব উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হয়।

(৪) প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দেশের সম্পদ এবং শক্তি সেই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়

যে কার্য্যে উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবহার হয়,—কারণ ঐগুলির ব্যবহার কোন পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিবার জন্য কোন কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কুফল

(১) অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" ঘটে বলিয়া যে দাবী করা হয় সে দাবী বর্ত্তমান জগতে বহু পরিমাণেই অচল। কারণ যোগ্যতম কে? যে অপরকে পরাজিত করিতে পারে সেই যোগ্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু অপরকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা শক্তির পরিচায়ক। শক্তি এবং যোগ্যতা এক কথা নহে, কারণ শক্তি শুধু শক্তিরই পরিচায়ক কিন্তু যোগ্যতা হইবে কল্যাণ প্রদান ক্ষমতার পরিচায়ক। বৃহৎ শিল্পপতি যখন ক্ষুদ্র শিল্পপতিকে ধ্বংস করে, যন্ত্রশিল্প যখন কুটীর শিল্পকে ধ্বংস করে, বৈদেশিক মাল যখন দেশীয় শিল্পের প্রসার ব্যাহত করে, তখন উহা শক্তির প্রকাশ পাইবে, কিন্তু কল্যাণের উপলব্ধি হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

(২) উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার দ্বারা অনেক সময়ে অতি উৎপাদন ঘটিয়া যায়। প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হইলে সামগ্রীর দাম হ্রাস পায়, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রতিহত হইয়া বেকার সমস্যা উগ্র আকার ধারণ করে এবং সমগ্র ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়।

(৩) প্রতিযোগিতার মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগী যদি সমান ক্ষমতা সম্পন্ন বা সুবিধাভোগী হয়, তবেই সে প্রতিযোগিতা ন্যায়সঙ্গত হইবে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন প্রতিযোগী দল বা ব্যক্তি সমান ক্ষমতা সম্পন্ন নহে। সুতরাং দুর্ব্বল শ্রমিক ও অর্থশালী শিল্পপতির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা অথবা অসহায় ক্রেতার সহিত মাল মজুতকারী বিক্রেতার যে প্রতিযোগিতা উহা প্রতিযোগিতার ছদ্মবেশে সবলের নিকট দুর্ব্বলের আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের অন্তরালে যে সামাজিক অসন্তোষের বীজ উপ্ত হয় তাহাই একদিন বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া সামাজিক জীবনের পরিবেশকে কলুষিত করিবে, তখন কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া উহার সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হইবে।

(৪) প্রতিযোগিতার আওতায় দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তি যে সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। উহারা সেই সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হয়, যাহা হইতে সর্ব্বপেক্ষা অধিক "মুনাফা" অর্জ্জন সম্ভব—জনকল্যাণ সাধনের বিবেচনার দ্বারা চালিত হইয়া দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তি ব্যবহৃত হয় না।

তাই উহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজেও সময়ে সময়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পারস্পরিক নির্ভরতা—Interdependence of Different Economic Activities

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষ যে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে সেগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র বা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ বিভিন্ন প্রকার অভাব বোধ করে বলিয়াই ভোগকার্য্যের জন্য আগ্রহান্বিত হয়। ভোগকার্য্যের এই প্রেরণা আছে বলিয়াই সম্পদ উৎপাদনের প্রেরণা জাগে। মানুষ যে বস্তু অধিক করিয়া ভোগের প্রয়োজন বোধ করে সেই বস্তু অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে। অপর পক্ষে যে সকল বস্তু ভোগ করিবার আগ্রহ এবং প্রয়োজন কম সেই সকল বস্তুর উৎপাদনে কম প্রচেষ্টাই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ভোগ কার্য্যের প্রয়োজন অনুযায়ী যে উৎপাদনের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। প্রথমে ভোগের প্রয়োজন ছিল কেবলমাত্র খাদ্য বস্ত্র এবং আশ্রয়—এবং এই প্রয়োজনগুলি মিটাইবার কার্য্যেই মানুষ তাহার উৎপাদন শক্তি প্রয়োগ করিত। ক্রমশঃ মানুষ তাহার কল্পনা এবং বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্যে অন্য বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী ভোগের জন্য উৎসুক হইতে থাকে এবং এই ঔৎসুক্যের জন্য বিভিন্ন নূতন দিকে উৎপাদন প্রচেষ্টা শুরু করিতে থাকে। উৎপাদনের কার্য্য এইভাবে ভোগকার্য্যের প্রয়োজনের নির্দ্দেশেই বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে।

কিন্তু নিছক ভোগকার্য্যের দ্বারাই যে উৎপাদনের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এইরূপ ধারণা করা ঠিক হইবে না। বস্তুতঃ পক্ষে মানুষের কল্পনাশক্তি উদ্ভাবনী শক্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং এই উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এরূপ বহুবিধ সামগ্রী উৎপাদিত হইয়াছে উৎপাদনের পূর্ব্বে যেগুলির প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারে এই প্রত্যাশায় মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে বহুবিধ সামগ্রী উৎপাদিত হইয়াছে। এই সামগ্রীসমূহ উৎপাদিত হইয়াছে দেখিয়া উহাদের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। উৎপাদনই এক্ষেত্রে ভোগের আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে। এইভাবেই ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রকার নূতন নূতন সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা নূতন নূতন ভোগের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদনরূপ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সহিত ভোগকার্য্যরূপ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নূতন সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা হয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে শুধুমাত্র উৎপাদন ও ভোগকার্য্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই একমাত্র বিবেচ্য নহে। আধুনিক অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে বিনিময় কার্য্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ব্যক্তি যখন আপনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী আপনিই উৎপাদন করিয়া লইত তখন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বিনিময়ের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু উৎপাদনের মধ্যে ক্রমশঃই বিশেষত্বশীলতার সৃষ্টি হইতে লাগিল। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। যে যে-সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শী সে সেই সামগ্রী উৎপাদনে নিজের শ্রম ও সঙ্গতি নিয়োগ করিতে লাগিল। তখন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রয়োজন হইল নিজের উৎপাদিত সামগ্রী অপরকে প্রদান করিয়া অপরের উৎপাদিত সামগ্রী গ্রহণ করা। ইহারই নাম বিনিময়। সুতরাং এই বিনিময়ের সহিত একদিকে উৎপাদনের ও অপরদিকে ভোগকার্য্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, বিনিময়ের প্রয়োজন হয় ততই অধিক এবং বিনিময় করা যত সম্ভব এবং সুবিধাজনক হয় ভোগকার্য্যের পরিধি হয় ততই বিস্তৃত।

শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যক্তি যে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করে তাহাই নহে; উৎপাদনের বিশেষত্বশীলতা আরও অনেক দূর বিস্তৃত হইয়াছে। এক একটি সামগ্রী উৎপাদনের প্রক্রিয়াই বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। একটি সামগ্রীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন উৎপাদনকারীর দ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে অথচ এই বিভিন্ন অংশের সংমিশ্রণের দ্বারাই একটি সম্পূর্ণ সামগ্রী নির্ম্মিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে এই বিভিন্ন অংশ নির্ম্মাণকারীদিগের ক্রিয়াকলাপ পরস্পরের মধ্যে নির্ভরশীল। একটি অংশ কি পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে তাহার উপর নির্ভর করে অন্যান্য অংশ কি পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং উৎপাদনের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ আছে সেগুলিও পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। আবার এরূপও হইতে পারে যে একটি অখণ্ড ভোগকার্য্য বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড স্তরে বিভক্ত; ইহাদের মধ্যে একটি পর্য্যায়ের সামগ্রী কি পরিমাণে লভ্য হইতেছে তাহার উপরে নির্ভর করিবে অপর পর্য্যায়েরও সামগ্রী ব্যবহারের পরিধি। ইরাণের তৈলের সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করিতে পারে কোভেন্ট্রির মোটর উৎপাদন এবং দুইটি সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করিবে মোটরগাড়ী চড়িবার ভোগাগ্রহতৃপ্তির সম্ভাবনা। সুতরাং ভোগকার্য্যের বিভিন্ন পর্য্যায়গুলিও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কিত।

Questions & Hints

1. What is the subject matter of Economics? How is Economics related to Politics, Ethics and Sociology? (B. A. 1939; All' 48). Explain the scope of Economics and discuss its relation to Ethics (Allahabad 1952) [পৃঃ ১—৩ এবং পৃঃ ৭—৯]

2. "Economics studies the part played by money in human affairs." Critically examine (B. Com. 1954) [পৃঃ ৪—৫]

"Economics is wha t Economist do." "What do the economists really discuss? (B. Com. 1952) [পৃঃ ১—৫]

3. Elaborate the following definition of Economics :— "Political Economy or Economics is a study of man's action in the ordinary business of life." (B. A. 1940) [পৃঃ ১—৩]

4. Economics is study of business in its social aspect."— Explain and illustrate the statement. (B. Com. 1941) [পৃঃ ১—৩]

5. Explain the use of the deductive and inductive methods in the study of Economics and show how they vary in their usefulness in the study of the different branches of Economics (Agra 1953) [পৃঃ ৯—১১]

6. "The conclusions of Economics are not, like the conclusions of Mathematics, true for all time and under all conditions." Discuss the statement. [B. Com. 1947.]

"The laws of Economics are to be compared with the laws of tides, rather than with the simple and exact law of gravitation." (Marshall) Explain fully the above statement. (Agra 1950) [পৃঃ ১১—১২]

7. "From the point of view of society's interest it is desirable that businessmen should study Economics."—Elucidate (B. Com. 1943) [পৃঃ ১৩—১৫]

8. Discuss the claim of Economics to be regarded as a science. "Economics cannot be a science because Economists disagree." Comment on the statement. (B. Com. 1946.) [পৃঃ ১৫—১৬]

Discuss the subject matter Economics. Is Economics a positive or normative science? (Allahabad 1950) [পৃঃ ১—৩ ; ১৬—১৭]

কিন্তু এক্ষেত্রে শুধুমাত্র উৎপাদন ও ভোগকার্য্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই একমাত্র বিবেচ্য নহে। আধুনিক অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে বিনিময় কার্য্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ব্যক্তি যখন আপনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী আপনিই উৎপাদন করিয়া লইত তখন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বিনিময়ের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু উৎপাদনের মধ্যে ক্রমশঃই বিশেষত্বশীলতার সৃষ্টি হইতে লাগিল। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। যে যে-সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শী সে সেই সামগ্রী উৎপাদনে নিজের শ্রম ও সঙ্গতি নিয়োগ করিতে লাগিল। তখন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রয়োজন হইল নিজের উৎপাদিত সামগ্রী অপরকে প্রদান করিয়া অপরের উৎপাদিত সামগ্রী গ্রহণ করা। ইহারই নাম বিনিময়। সুতরাং এই বিনিময়ের সহিত একদিকে উৎপাদনের ও অপরদিকে ভোগকার্য্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, বিনিময়ের প্রয়োজন হয় ততই অধিক এবং বিনিময় করা যত সম্ভব এবং সুবিধাজনক হয় ভোগকার্য্যের পরিধি হয় ততই বিস্তৃত।

শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যক্তি যে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করে তাহাই নহে; উৎপাদনের বিশেষত্বশীলতা আরও অনেক দূর বিস্তৃত হইয়াছে। এক একটি সামগ্রী উৎপাদনের প্রক্রিয়াই বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। একটি সামগ্রীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন উৎপাদনকারীর দ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে অথচ এই বিভিন্ন অংশের সংমিশ্রণের দ্বারাই একটি সম্পূর্ণ সামগ্রী নির্ম্মিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে এই বিভিন্ন অংশ নির্ম্মাণকারীদিগের ক্রিয়াকলাপ পরস্পরের মধ্যে নির্ভরশীল। একটি অংশ কি পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে তাহার উপর নির্ভর করে অন্যান্য অংশ কি পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং উৎপাদনের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ আছে সেগুলিও পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। আবার এরূপও হইতে পারে যে একটি অখণ্ড ভোগকার্য্য বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড স্তরে বিভক্ত; ইহাদের মধ্যে একটি পর্য্যায়ের সামগ্রী কি পরিমাণে লভ্য হইতেছে তাহার উপরে নির্ভর করিবে অপর পর্য্যায়েরও সামগ্রী ব্যবহারের পরিধি। ইরাণের তৈলের সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করিতে পারে কোভেন্ট্রির মোটর উৎপাদন এবং দুইটি সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করিবে মোটরগাড়ী চড়িবার ভোগাগ্রহতৃপ্তির সম্ভাবনা। সুতরাং ভোগকার্য্যের বিভিন্ন পর্য্যায়গুলিও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কিত।

Questions & Hints

1. What is the subject matter of Economics? How is Economics related to Politics, Ethics and Sociology? (B. A. 1939 ; All' 48). Explain the scope of Economics and discuss its relation to Ethics (Allahabad 1952) [পৃঃ ১—৩ এবং পৃঃ ৭—৯]

2. "Economics studies the part played by money in human affairs." Critically examine (B. Com. 1954) [পৃঃ ৪—৫]

"Economics is wha t Economist do." "What do the economists really discuss? (B. Com. 1952) [পৃঃ ১—৫]

3. Elaborate the following definition of Economics :— "Political Economy or Economics is a study of man's action in the ordinary business of life." (B. A. 1940) [পৃঃ ১—৩]

4. Economics is study of business in its social aspect."— Explain and illustrate the statement. (B. Com. 1941) [পৃঃ ১—৩]

5. Explain the use of the deductive and inductive methods in the study of Economics and show how they vary in their usefulness in the study of the different branches of Economics (Agra 1953) [পৃঃ ৯—১১]

6. "The conclusions of Economics are not, like the conclusions of Mathematics, true for all time and under all conditions." Discuss the statement. [B. Com. 1947.]

"The laws of Economics are to be compared with the laws of tides, rather than with the simple and exact law of gravitation." (Marshall) Explain fully the above statement. (Agra 1950) [পৃঃ ১১—১২]

7. "From the point of view of society's interest it is desirable that businessmen should study Economics."—Elucidate (B. Com. 1943) [পৃঃ ১৩—১৫]

8. Discuss the claim of Economics to be regarded as a science. "Economics cannot be a science because Economists disagree." Comment on the statement. (B. Com. 1946.) [পৃঃ ১৫—১৬]

Discuss the subject matter Economics. Is Economics a positive or normative science? (Allahabad 1950) [পৃঃ ১—৩ ; ১৬—১৭]

9. Explain and illustrate that an *economic law* states a uniform tendency that is discovered in economic events and that an *economic theory* seeks to explain an economic phenomenon. (B. A. 1950) [পৃঃ ১১—১২ ; ১৮—১৯]

10. Show that everybody in our present economic society stands in two relations with the other members of society : (a) in a relation of conflicting and (b) in a relation of common interest. (B. Com 1941.) [পৃঃ ১৯—২১]

11. Discuss the merits of competition in the economic sphere and indicate some of the incidental defects (B. Com. 1938) [পৃঃ ২২-২৫]

12. "Competition secures for society the elimination from industry of incompetent or dishonest enterpreneurs and the survival of the fittest." Examine the statement (B. Com. 1944) [পৃঃ ২২—২৩]

13. Describe how in the present economic organisation different economic activities are related to one another. (B.A. 1954) [পৃঃ ২৫-২৬]

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতিপয় মূল ধারণা

Some Fundamental Concepts

সামগ্রী—Goods

যাহা কিছু মানুষের কোন না কোন প্রয়োজন মিটাইতে পারে তাহাকেই বলা হয় সামগ্রী—সে প্রয়োজন সামান্যই হউক বা বৃহৎই হউক। সামগ্রী বস্তুবাচক হইতে পারে এবং বস্তু নিরপেক্ষ হইতে পারে (material or non material); প্রথম ক্ষেত্রে উহা বস্তু সামগ্রী; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহা অ-বস্তু সামগ্রী *। কেহ যদি এরূপ কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেয় যাহার দ্বারা আমাদের কোন অভাব বা প্রয়োজন তৃপ্ত হয় (যথা ভৃত্যের কার্য্য) তাহা হইলে ঐ কার্য্যও সামগ্রীরূপে বিবেচ্য কিন্তু উহা বস্তু নিরপেক্ষ সামগ্রী। যে সকল বস্তু আমাদের অভাব তৃপ্ত করে (যথা অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদি) এইগুলিও সামগ্রী, ইহারা বস্তুসামগ্রী পর্য্যায়ভুক্ত (material goods)। সামগ্রীর প্রাপ্তব্যতার পরিমাণের দিক হইতে উহার বিভাজনও করা হইয়া থাকে। একাধিক সামগ্রী আছে যে গুলি এতই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যে উহা উৎপাদন করিবার জন্য বা উহার ভোগ উপলব্ধির জন্য মানুষকে কোনই প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতে হয় না। ইহাদের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা আছে অথচ অনায়াস-প্রাপ্তব্যতা (easy availability) আছে। যে ব্যক্তিই উহার প্রয়োজন বোধ করিবে সেই উহা যথেষ্ট পরিমাণে পাইতে পারে, যথা সূর্য্যের আলো, বাতাস, নদীর জল ইত্যাদি। এইগুলি "অবাধলভ্য সামগ্রী" বা Free Goods ; সকল সামগ্রীই কিন্তু এইরূপে অবাধ লভ্য নহে—যদি হইত তাহা হইলে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার কোন অবকাশ থাকিত না। অধিকাংশ সামগ্রীই হইল এরূপ যে উহাদের অবাধ প্রাপ্তব্যতা নাই—অর্থাৎ যে পরিমাণে থাকিলে সকল লোকের চাহিদা বা প্রয়োজন মিটিবে সেই পরিমাণে উহা নাই। উহাদের উৎপাদন বা ভোগের জন্য মানুষের প্রচেষ্টা প্রয়োগ অপরিহার্য্য—হয় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ-

* "যাহা কিছু মানুষের অভাব তৃপ্ত করে তাহাই হইল সামগ্রী......সামগ্রী দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে : অবাধ সামগ্রী ও পরিমিত সামগ্রী। যে সামগ্রীগুলি প্রকৃতির দ্বারা এরূপ প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হয় যে উহা লাভের জন্য মানুষের কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না সেগুলি হইল অবাধ সামগ্রী। পরিমিত সামগ্রী হইল সেইগুলি যেগুলি মানুষের অভাবের তুলনায় এরূপ অপ্রচুর যে ঐগুলিকে পাইবার জন্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন হয়।" —A.L. Meyers—"Elements of Modern Economics"

ভাবে। এইগুলি হইল পরিমিত সামগ্রী বা economic goods ; এই পরিমিত সামগ্রীকে কেন্দ্র করিয়াই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা।

সম্পদ—Wealth

মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা যাহা লভ্য, যাহা বহিঃস্থ এবং হস্তান্তরযোগ্য এবং চাহিদার তুলনায় যাহার দুষ্প্রাপ্যতা বিদ্যমান তাহাই সম্পদরূপে অভিহিত। সাধারণ ভাষায় আমরা সম্পদ শব্দটী যেরূপ অর্থে ব্যবহার করি, অর্থনীতিতে উহার তাৎপর্য্য তাহা অপেক্ষাও সীমাবদ্ধ। সম্পদ বলিতে সাধারণতঃ প্রচুর পরিমাণ সামগ্রী বুঝায় এবং সেই সামগ্রীগুলি সবিশেষ মূল্যবান বা দামী হইতে হইবে। মূল্যবান সামগ্রী যাহার বহুপরিমাণে আছে, তাহার সম্পদ আছে বলা হইয়া থাকে। অল্প কতিপয় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর ভর করিয়া যে ব্যক্তি কায়ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করে, সাধারণ জ্ঞানে, তাহার সম্পদ আছে বলা কল্পনাতীত। আবার বিপরীত ভাবে দেখা যায়, সাধারণ ভাষার মধ্যে অনেক অবাধ লভ্য প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে আমরা সম্পদ বলিয়া থাকি অথবা কোন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ কোন ক্ষমতাকে (যথা কোন ব্যক্তির কবিত্ব শক্তি) সম্পদরূপে অভিহিত করি। শুধু প্রয়োজনীয় বা আনন্দদায়ক হিসাবেই উহাদিগকে সম্পদ বলা হয়। অর্থনীতিতে "সম্পদ" শব্দটীর সুনির্দ্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার ঘটে। অধ্যাপক **চ্যাপম্যান** বলেন, "সঙ্কীর্ণ অর্থ ব্যবহৃত হইলে একাধিক ভাবের সংমিশ্রণে সম্পদ শব্দটীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। মানুষের অভাব তৃপ্ত করিতে সক্ষম কিন্তু পরিমাণে সীমাবদ্ধ—এইরূপ বস্তুতেই সম্পদ সীমাবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, এগুলির মধ্যে যেগুলি মেহনতের দ্বারা উৎপাদিত সেইগুলির ক্ষেত্রেই সম্পদ সীমাবদ্ধ থাকিবে বলা হয়। হস্তান্তরযোগ্যতা হইল সম্পদের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য।" ["More narrowly "wealth" may be understood in a variety of ways. It has been confined to the things satisfying human wants which are limited in quantity. Again it has been confined to such only of these things as are produced by labour. Yet again it has been said that transferability is an essential attribute of wealth."]

সম্পদের সংজ্ঞা প্রদানে **কেয়ার্ণক্রস** বলেন "মুদ্রামূল্য আছে এরূপ সামগ্রীর পরিমাণকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা তিনটী জিনিষ বুঝায়; প্রথমতঃ, কোনও বস্তুর মুদ্রামূল্য থাকিতে হইলে উহার পক্ষে প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ

মানুষের অভাব তৃপ্তির ক্ষমতা প্রয়োজন। যাহার প্রয়োজনীয়তা নাই তাহা স্পষ্টতঃই মূল্যবিহীন। দ্বিতীয়তঃ, পরিমাণে সীমাবদ্ধ নাই এরূপ বস্তুরও মূল্য থাকিতে পারে না ; প্রত্যেকের পক্ষেই যদি যথেষ্টরও অধিক পরিমাণ সামগ্রী থাকে তাহা হইলে কেহই উহার অংশ লাভের জন্য মূল্য প্রদানে অগ্রসর হইবে না। তৃতীয়তঃ, সামগ্রী বিক্রয়যোগ্য হইলে তবেই উহার উপর মুদ্রার হিসাবে কোন মূল্য (money value) আরোপ করা চলে। যাহার ক্রয় বিক্রয় হয় না তাহার মূল্য নির্দ্ধারণও হয় না। স্থতরাং সম্পদ বলিতে বুঝায় "সেই ক্রয় বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ, দুষ্প্রাপ্যতা অতিক্রম করিবার প্রয়াসে মানুষ আপনার অভাব তৃপ্তি বিধানের জন্য যাহার সৃজন করিয়া থাকে।"* স্থতরাং সম্পদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথমতঃ সম্পদের "প্রয়োজনীয়তা" থাকিতে হইবে অর্থাৎ মানুষের অভাবের তৃপ্তি বিধানের ক্ষমতা। দ্বিতীয়তঃ, সম্পদ পর্য্যায়ভুক্ত হইবে কেবলমাত্র সেই সামগ্রীগুলি যেগুলি পরিমাণে সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ নহে এরূপ সামগ্রী মানুষের কল্যাণের জন্য যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, উহার দ্বারা কোন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে না। তৃতীয়তঃ, সম্পদ মাত্রই হস্তান্তরযোগ্য (transferable) হইতে হইবে, কারণ যাহা হস্তান্তরযোগ্য নহে তাহা ক্রয় বিক্রয়যোগ্য হইতে পারে না। তবে এই হস্তান্তর যোগ্য বলিতে যে স্থানান্তরযোগ্যতা বুঝাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; উহার দ্বারা মূলতঃ মালিকানা হস্তান্তরযোগ্যতা বুঝায়।

ব্যক্তিগত সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ ও জাতীয় সম্পদ—Personal Wealth, Collective Wealth and National Wealth

একজন ব্যক্তির **ব্যক্তিগত** সম্পদের পরিমাণ হিসাব করিতে হইলে দেখিতে হইবে ঐ ব্যক্তির কতকগুলি বস্তু সামগ্রী আছে যাহা প্রয়োজনীয়, প্রচেষ্টার দ্বারা উৎপাদিত বলিয়া অপ্রচুর এবং হস্তান্তরযোগ্যতা হেতু ক্রয়বিক্রয় যোগ্য ; উহার সহিত যোগ করিতে হইবে সেই জিনিসগুলিকে যেগুলি দৃষ্টি বহির্ভূত, যেগুলি বস্তু পদবাচ্য নহে অথচ যেগুলির সম্পদ হইবার বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ত্তমান যথা :—গ্রন্থস্বত্ব (copy right) বা কোনও কারবারের বাজার স্থনাম (good will of a business)। **সমষ্টিগত** সম্পদ বলিলে সেই পরিমিত সামগ্রীগুলিকে বুঝায় যেগুলি কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানার মধ্যে নহে। সাধারণ প্রচলিত ভাষায় এইগুলিকে সরকারী

* "Wealth therefore consists of the stock of marketable goods, which in his struggle to overcome scarcity, man has built up for the satisfaction of his wants."—Cairncross.

সম্পদ বা সামগ্রী বলা হয় যথাঃ—সরকারী রাস্তা, সরকারী ব্রীজ ইত্যাদি। সম্পদ হইবার বৈশিষ্ট্য সমূহ ইহাদের আছে অথচ ইহারা কোন ব্যক্তি বিশেষের ভোগ্য নহে, সমগ্র সমাজের লোকে একত্রিত ভাবে উহার মালিক। কোন দেশের সমগ্র সামাজিক সম্পদের সমষ্টিকে **জাতীয়** সম্পদরূপে অভিহিত করা হয়। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় "জাতির সকল সদস্যের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদ জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভূক্ত"। তবে এই হিসাব প্রণয়নে দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে যে দেনা-পাওনা থাকে তাহা অন্তর্ভূক্ত করা হইবে না, যদিও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহার দ্বারা অপরকে প্রদত্ত ঋণ তাহার সম্পদ বলিয়া সে গণ্য করে। উপরন্তু জাতির সমষ্টিগত সম্পদ যাহা আছে সবই এই জাতীয় সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হইবে বটে তবে জনসাধারণের নিকট রাষ্ট্রের যে দেনা থাকে সেগুলি জনসাধারণের সম্পদ হিসাবে ধরা হইবে না। কারণ রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট ঋণী, ইহার অর্থ হইল প্রথমতঃ জনসাধারণ যৌথ ভাবে তাহাদের নিজেদিগের কাছেই ঋণী, দ্বিতীয়তঃ ঐ ঋণ পরিশোধের দায়িত্বও জনসাধারণের উপর অর্পিত। এই জাতীয় সম্পদের হিসাব করিতে দেশের মধ্যে অবস্থিত কিন্তু বৈদেশিক মালিকানাভূক্ত এরূপ সামগ্রী বাদ দিতে হইবে এবং অপর পক্ষে দেশের বাহিরে অবস্থিত কিন্তু দেশের লোকের মালিকানার অন্তর্ভূক্ত এরূপ সামগ্রীগুলিকে হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পদ—Wealth in Individual and Social Perspective

"কোন ব্যবসা তাহার মালিককে যে পরিমাণ সম্পদ প্রদান করে, তাহা সমগ্র সমাজকে উহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প সম্পদ প্রদান করিতে পারে।" * কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে উপায়ে একজন ব্যক্তি কোন ব্যবসা পরিচালনার দ্বারা তাহার সম্পদ উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহার দ্বারা উহার সম্পদ লাভ ঘটে কিন্তু সমগ্র সমাজকে কোন কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়। অপর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিতে পারে যে একজন ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিগত লাভের নিমিত্তই একটি ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইয়াছে কিন্তু উহার দ্বারা পরোক্ষভাবে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা লাভবান হইতেছে।

ব্যক্তিগত ব্যবসা সমাজের সম্পদের ক্ষতিকর—একজন মাল বাঁধাইকারী ব্যক্তি (racketeer) তাহার অধিক সঙ্গতির বলে কোন কোন সামগ্রীর অধিক পরিমাণ

* A business may contribute either less or more wealth of society than it does to the wealth of its owner.—Cairncross

ক্রয় করিয়া লইয়া উহার বিশেষ দুষ্প্রাপ্যতার সময়ে চড়া দামে উহা বিক্রয় করিতে পারে। এইরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া হয়তো সে হাজার হাজার টাকার কারবার করিয়া থাকে এবং প্রচুর পরিমাণ উপার্জ্জনও করিয়া থাকে। ইহাতে সমাজের সম্পদের কিছুমাত্র যোগসাধন হয় না, বরং তাহার ব্যবসায়ের দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তির সম্পদ সৃষ্টির উদ্যম ব্যাহত হইতে পারে, কারণ যাহাদের মাল সে সস্তায় কিনিয়া লইয়া অধিক দামে বিক্রয় করে তাহারা অধিক দামের সুবিধা লাভ করে না এবং অধিক উৎপাদনের প্রেরণা বোধ করে না। যে পরিমাণে সমগ্র সমাজে সম্পদ সৃষ্টি হইতে পারিত সেই পরিমাণে সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। আবার মুনোফালোভীগণ যাহাদিগকে অধিক দামে সমগ্রী বিক্রয় করে তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ে অধিক মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া সম্পদ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মক্ষমতা হারাইতে পারে। আবার একাধিক ব্যবসায় দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি জনসাধারণকে শুধু প্রবঞ্চনা করিয়াই আপনার পরিপুষ্টিলাভ করে। এই ব্যবসায়গুলি যদি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। কোন একটি লোকালয়ের বিশেষ ক্ষতি হয়, এইরূপ কোন ব্যবসায় ব্যাপৃত থাকিয়া ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসাদার লাভবান হইতে পারে এবং সমাজের ঐ ক্ষতিসাধনের জন্য তাহাকে কোনই ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয় না। এরূপ ব্যবসা সমাজের অমঙ্গল সাধন করিয়াও ব্যক্তির সম্পদ আহরণ করিতে পারে।

ব্যক্তিগত ব্যবসা সামাজিক সম্পদের বর্দ্ধনকারী—এরূপ হইতে পারে, যে একজন ব্যক্তি তাহার ব্যবসা হইতে ব্যক্তিগত ভাবে যে সম্পদ অর্জ্জন করে, উহা ব্যতীত ঐ ব্যবসার অস্তিত্বের দরুণ সমগ্র সমাজ বিবিধ উপকার লাভ করে। এই উপকার নিছক অনুভব সিদ্ধ (subjective) নহে; বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় (objective) হইতেও পারে। অর্থাৎ এই উপকার কেবল মাত্র অনুভূত না হইয়া উহা অপরকে অধিক সম্পদ উৎপাদনে উৎসাহ অথবা সহায়তা প্রদান করিয়া বাস্তবরূপে কার্য্যকরী হইতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার যোগ্য পথ পরিবহণ (transport) ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় তাহা হইলে উহার দ্বারা অপরাপর বহু ব্যক্তি তাহাদের সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা লাভ করিবে। অথবা ধরা যাউক কোন একটি রেলপথের পরিচালনা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ নীট লাভ হয় না, এবং ঐ রেল কোম্পানীর অংশীদারগণ ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ লাভবান হয় না, এমন কি ক্ষতিগ্রস্তও হয়। তাহা হইলেও উহার দ্বারা সমাজের বহু ব্যক্তি এবং ব্যবসা লাভবান হইতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ রেলপথ বন্ধ হইয়া যাইলে, উহার মালিকগণ ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হউক,

বা নাই হউক সমাজের সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ উহার দ্বারা বিশেষ ভাবেই হ্রাস পাইতে পারে। সুতরাং এই পর্য্যায়ের ব্যবসা যে শুধু উহার ব্যক্তিগত মালিককে সম্পদ উৎপাদনে সহায়তা করে তাহা নহে, উহা ব্যতীতও অন্যান্য ভাবে সমগ্র সমাজ সম্পদ উৎপাদনে সহায়তা পায়।

উপার্জ্জন,—সম্পদের সহিত ইহার পার্থক্য—Income,—its difference from Wealth

আদিম যুগের বর্ব্বর মানুষ ক্ষুধা বোধ করিলে স্বয়ং বন্যজন্তু শিকার করিয়া আনিত, পরিধেয়ের প্রয়োজন বোধ করিলে স্বয়ং বৃক্ষের বল্কল ছাড়াইয়া লইত, আশ্রয়ের প্রয়োজন বোধ হইলে, বৃক্ষের শাখা প্রশাখার দ্বারা বাসস্থান তৈয়ারী করিত অথবা গুহা অন্বেষণের দ্বারা উহা স্থির করিত। তাহার নিজস্ব প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার দ্বারা প্রাপ্ত ঐ সকল সামগ্রী হইতে সে যে তৃপ্তি লাভ করিত, তাহাই ছিল তাহার উপার্জ্জন। শুধু আদিম যুগেই নহে, যে কোন সময়েই একজন ব্যক্তি যখন তাহার প্রয়োজনমত সামগ্রী সরাসরি উৎপাদন করে এবং উহার দ্বারা তাহার অভাব তৃপ্ত করে, তখন তাহার উৎপাদিত সামগ্রী হইতে সে যে তৃপ্তি পায়, উহাই হইল তাহার উপার্জ্জন। সেই জন্য উপার্জ্জনের নাম দেওয়া হয় নানাবিধ তৃপ্তি প্রবাহ।

আধুনিক সমাজে অবশ্য মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরাসরি উৎপাদন করে না। এক এক জন ব্যক্তি এক এক প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করে এবং সেইগুলি বিক্রয়ের দ্বারা মুদ্রা গহণ করে; এই মুদ্রা আবার ব্যয় করিয়া সে তাহার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে। এই ভাবে একজন ব্যক্তি তাহার নীট মুদ্রা উপার্জ্জন হইতে যে সামগ্রীগুলি খরিদ করিবে সেই সামগ্রী সমূহ হইল তাহার প্রকৃত উপার্জ্জন (real income) কারণ মানুষ সামগ্রা ভোগ করিবার জন্যই মুদ্রা উপার্জ্জন করে। এই সামগ্রী ভোগের দ্বারা সে অভাবের তৃপ্তি পায়। অতএব মুদ্রা প্রচলনের পূর্ব্বেও যেমন উপার্জ্জনের নাম দেওয়া হইত তৃপ্তি প্রবাহ, মুদ্রামান ব্যবস্থার (money economy) মধ্যেও সেইরূপ একজন ব্যক্তির উপার্জ্জন বলিতে বুঝায় তাহার প্রকৃত উপার্জ্জনের দ্বারা তৃপ্তিলাভের পরিমাণ, অর্থাৎ তাহার নানাবিধ আকাঙ্খার তৃপ্তিপ্রবাহ; সেলিগম্যান বলেন, "অর্থনৈতিক অর্থে, উপার্জ্জন হইল পরিমিত সামগ্রী সমূহ হইতে (লভ্য) তৃপ্তি প্রবাহ।" *

* "Income, in the economic sense, is the inflow of satisfactions from economic goods"—Seligman.

কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পদ পদবাচ্য সামগ্রীর যে পরিমাণ বর্ত্তমান থাকে, তাহাই হইল সম্পদ। অর্থাৎ সম্পদ হইল মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার সঞ্চিত সুযোগ ("stored facilities for the satisfaction of human wants")। এই সম্পদের ব্যবহার হইতে যে তৃপ্তি বা কার্য্য লাভ করা যায় তাহা হইল উপার্জ্জন। যথা আসবাবের দোকানে যে টেবিল-চেয়ার রহিয়াছে, উহা তৃপ্তি লাভের সঞ্চিত সুযোগ। যে কেহ উহা ক্রয় করিয়া লইয়া তৃপ্তি লাভের সেই সুযোগ ভোগ করিতে পারে; উহা 'সম্পদ'। যখন কোন ব্যক্তি উহা প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করিয়া উহা হইতে তৃপ্তি আহরণের সুযোগ বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রহণ করিবে, তখন উহা হইবে 'উপার্জ্জন'। গৃহ হইল সম্পদ আর সেই .গৃহের দ্বার প্রদত্ত আশ্রয়ের কার্য্য হইল উপার্জ্জন। শুধু বস্তু সামগ্রীর ক্ষেত্রেই নহে, অবস্তু সম্পদ অর্থাৎ কোন সেবা (services) গ্রহণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং প্রাপ্ত সেবার মূল্য (যথা ভৃত্যের সেবা) এবং ভোগকৃত সামগ্রীর মূল্য উভয়ই উপার্জ্জনের অন্তর্ভুক্ত। আমরা সম্পদকে পুঁজিরূপে ব্যবহার করিলেও উহা হইতে ব্যক্তির উপার্জ্জন হইতে পারে। যথা কোন ব্যক্তি তাহার সম্পদকে প্রত্যক্ষ, বা মুদ্রার মারফতে পরোক্ষ, ভাবে পুঁজিরূপে স্বয়ং কার্য্যকরী করিলে, অথবা কাহাকেও ঐ ভাবে কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রদান করিলে, উহা হইতে সে সুদ লাভ করিয়া আয় করিতে পারে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন "সম্পদ হইতে উদ্ভূত উপার্জ্জনের বিভিন্ন রূপ আছে। সম্পদের মালিকানা হইতে একজন ব্যক্তি যত বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা প্রাপ্ত হয়—তাহা পুঁজিরূপে ব্যবহার করুক বা নাই করুক এই সকলই উহার অন্তর্ভুক্ত...এবং পুঁজি হইতে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে, সে যে মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে পারে,—তাহাও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।" *

সম্পদ ও কল্যাণ—Wealth and Welfare

সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়োজন ঘটে। কারণ অনেকেরই ধারণা যে সম্পদ বৃদ্ধি মাত্রই মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি। এইরূপ ধারণা পোষণের কারণই হইল যে মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য এবং সে যে বৈষয়িক সঙ্গতি (material resource) আহরণ করে তাহা, তাহার সামগ্রিক সত্ত্বা বিশেষ

* "The income derived from wealth has many forms. It includes all the various benefits which a person derives from the ownership of wealth whether he uses it as capital or not...And it includes, as a special cas, the money income which is derlved from capital."—Marshal,

ভাবেই প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি যে সম্পদ বৃদ্ধির সহিত সমভাবে গ্রথিত নহে, তাহা অনস্বীকার্য্য। সম্পদ হইল এক পর্য্যায়ের সামগ্রীর পরিমাণ এবং কল্যাণ হইল মানুষের মানসিক অনুভূতি। এই দুইটার মধ্যে সম্পর্ক আছে নিবিড় অথচ একটির মধ্যে অপরটি সম্পূর্ণরূপে নিহিত নাই। পার্থিব জগতে মানুষ সম্পদ উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগের মাধ্যমে তাহার সত্ত্বা ও সুখ বহু পরিমাণে উপলব্ধি করে, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া সম্পদের আধিক্য যে সমপরিমাণে কল্যাণের আধিক্য ইহাও স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণীয় নহে। আমাদের অভাবের তৃপ্তি বিধানের দ্বারা সম্পদ কল্যাণের সৃজনকারী, কিন্তু ইহা স্বয়ং কল্যাণ হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে মানুষের সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় কিন্তু শুধু সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধিই কল্যাণ বৃদ্ধি নহে; কারণ সম্পদ উৎপাদনের পদ্ধতি, উহার বিনিময় ও বণ্টনের পদ্ধতি এমন কি উহা ভোগ করিবার পদ্ধতির দ্বারাও কল্যাণের সম্ভাবনা ব্যাহত হইতে পারে।

প্রথমতঃ, সম্পদ উৎপাদনের **পদ্ধতির** উপরে কল্যাণ বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। সম্পদ উৎপাদনের প্রচেষ্টায় দেশের সঙ্গতির যদি অপচয় ঘটে অথবা দেশের শ্রমশক্তির যদি অপব্যবহার ঘটে তাহা হইলে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটিবে কিন্তু তদনুপাতে কল্যাণের বৃদ্ধি ঘটিবে না। প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় ঘটার অর্থ হইল ভবিষ্যতে উহার ব্যবহার হইতে সমাজকে বঞ্চিত থাকিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে সম্পদ সৃষ্টির প্রয়োজন থাকিবে কিন্তু উপায় থাকিবে না। অনুরূপভাবে শ্রমিকদিগকে নিষ্পেষণের দ্বারা অধিক সম্পদ সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু ঐ সম্পদ সৃষ্টির অন্তরালে হতাশা ও বেদনার দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত থাকিবে। দেশের মানবিক সম্পদের (human resource) ক্ষয় ও ধ্বংসের মধ্যে যে সম্পদের বৃদ্ধি, উহাতে কল্যাণের বৃদ্ধি এতটুকু নাই, কিন্তু অকল্যাণের সম্ভাবনা পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ, সম্পদের **বিনিময় ও বণ্টনের** মধ্যেও কল্যাণ-অকল্যাণ বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। সম্পদের বিনিময়ের দ্বারা যদি একপক্ষ অপর পক্ষকে ক্ষতি-গ্রস্ত করে তাহা হইলে সামগ্রিক কল্যণ (total welfare) সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণের সহিত সমভাবে বৃদ্ধি পায় না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ উৎপাদন করে এবং নিজদিগের মধ্যে এইগুলিকে বিনিময় করিয়া লয়। একজন ব্যক্তি একটি সামগ্রী অপরকে প্রদান করিয়া যতখানি তৃপ্তির ত্যাগ স্বীকার করিতেছে অপরের নিকট হইতে উহার বিনিময়ে সামগ্রী গ্রহণ করিয়া যদি ততখানি তৃপ্তি লাভের উপায় গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে ঐ বিনিময় কার্য্যটী হয় যথাযথ।

সম্পদের এইরূপ যথাযথ বিনিময় না ঘটিলে একের কল্যাণ লাভ হইবে, অপরের কল্যাণ ত্যাগ হইবে। উপরন্তু যাহারা কোন সম্পদ উৎপাদনে কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিয়াছে ঐ সম্পদের মূল্য ন্যায়-সঙ্গতভাবে তাহাদিগের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে—নচেৎ সকলের সমান কল্যাণ সাধিত হইবে না।

তৃতীয়তঃ, কল্যাণ নির্ভর করে সম্পদ ভোগের প্রকৃতির উপরে। সম্পদভোগের আধিক্য মানুষের প্রকৃত স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে কারণ ভোগের আধিক্য উচ্চতর বিষয়গুলির প্রতি মানুষকে বিমুখ করিয়া তুলিতে পারে। আবার অত্যধিক কৃপণতার জন্য সম্পদ ভোগ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিলে, অর্থাৎ সম্পদের অত্যধিক সঞ্চয়ে, মানুষের কল্যাণ ব্যাহত হইতে পারে।* শুধু ইহাই নহে, যে অভাবেব তৃপ্তি বিধানে সম্পদ ব্যবহৃত হয় সেই অভাবগুলি শারীরিক বা নৈতিক ভাবে ক্ষতিকর, এমন কি নীচরূপেও গণ্য হইতে পারে। এই সকল অভাবের তৃপ্তির দ্বারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিসর বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সামগ্রিক কল্যাণের পরিসর সঙ্কুচিত হয়। অধিকন্তু কেয়ার্ণক্রসের ভাষায় "সম্পদের প্রত্যেক বৃদ্ধি আরও অধিক সম্পদের আকাঙ্খা বর্দ্ধন করিতে পারে যতক্ষণ না ধনসম্পদ আহরণের প্রচেষ্টায় সভ্য ক্রিয়াকলাপ আড়াল হইয়া যাইবে।" ["Each increase in wealth may whet the appetite for more, until civilized pursuits are crowded out by the scramble for riches"—Cairncross.]

সুতরাং সম্পদের বৃদ্ধি মাত্রই কল্যাণের বৃদ্ধি ঘটায় না, উহা কল্যাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঘটায়। তবে একটি নির্দ্দিষ্ট স্তর আছে যে পর্য্যন্ত সম্পদের বৃদ্ধিতে কল্যাণ বর্দ্ধিত হয়। "প্রত্যেক পরিবারের জীবন ধারণের জন্য এবং সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য আবশ্যকীয় সামগ্রী প্রদানের নিমিত্ত এবং সমষ্টিগতভাবে ব্যবহার্য্য উন্নত ধরণের আনন্দদায়ক বস্তুর প্রাচুর্য্য বিধানের নিমিত্ত, যতক্ষণ সম্পদ প্রযুক্ত হয়, ততক্ষণ সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি হইলে, এবং ইহার (সম্পদ) দ্বারা উৎসাহিত অপরাপর উন্নতধরণের ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধি হইলে, ইহা যে আনন্দবিধান করিবে তাহারও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।"

["So long as wealth is applied to provide for every family the necessaries of life and culture, and an abundance of the higher forms of enjoyment for collective use, so long the pursuit of wealth

---

* "It is absurd to sacrifice the present for the future if the sacrifice of the present be such as to jeopardise the future"—Gide.

is a noble aim, and the pleasures which it brings are likely to increase with the growth of those higher activities which it is used to promote".—Marshall, Economics of Industry.]

ভারসাম্য—Equilibrium

অর্থনীতির বিষয়বস্তু অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদন বিনিময় ও ভোগকার্য্যের আলোচনায় প্রায়ই "ভারসাম্য" (equilibrium) বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয়। এই ভারসাম্যের ধারণা গণিতশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। সহজেই অনুমান করা যায় যে ভারসাম্য বলিতে বুঝায় কোন বিষয়ের দুইদিক সমান হইয়াছে এরূপ এক অবস্থা। কোন এক অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির ভারসাম্য উপস্থিত হইয়াছে বলা হয় তখনই যখন নাকি উহার উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় এরূপ শক্তিসমূহ এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যখন ঐ পরিস্থিতির কোন দিকে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা, চাহিদা এবং যোগানের ভারসাম্য—যখন "দাম" একটি পরিবর্ত্তনবিহীন স্তরে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই ভারসাম্য **উৎপাদনের** ক্ষেত্রে হইতে পারে—যখন কোন শিল্পে বা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি না হইবার কারণ ঘটে ; ইহা **ভোগকার্য্যের** ক্ষেত্রেও হইতে পারে,—যখন কোন বস্তুর ভোগ-পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত থাকে ; **বিনিময়ের** ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিতে পারে, যথা দাম-ভারসাম্য (price quilibrium) যখন প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা (marginal utility) এবং প্রান্তিক খরচা সমান হইবার দরুণ দামের স্থিতাবস্থা উপস্থিত হয়। এই ভারসাম্য আংশিক (partial) হইতে পারে বা সাধারণ (general) হইতে পারে ; কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতি বা সামগ্রীর সহিত সম্পর্কিত হইলে ইহা "আংশিক" এবং সমগ্রভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সহিত সম্পর্কিত হইলে উহা "সাধারণ"। কিন্তু ভারসাম্য বলিতে কোন চিরস্থায়ী অবস্থা বুঝায় না ; একটি ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এবং উহার স্থলে একটি নূতন ভারসাম্য উপস্থিত হইতে পারে।

Questions & Hints

1. Which of the following will you call wealth ? (a) a gold coin (b) gold ore in a mine (c) gold in planet Mars (d) an autograph of poet Rabindranath (e) A healthful climate (f) executive ability

(g) a firm the ownership of which is in dispute (h) a B. A. Diploma obtained by a graduate (B. A. 1942) [পৃঃ ৩০—৩১]

2. "An increase of wealth is not necessarily synonymous with increase in welfare". Discuss. [পৃঃ ৩৫—৩৮]

3. State clearly the relation between "income" and "welfare". How can the welfare of a family be increased without any increase in its income ? (All 1946) [পৃঃ ৩৫—৩৮]

তৃতীয় অধ্যায়

অভাব ও ভোগ

Wants and Consumption

অভাব,—ইহাদের বৈশিষ্ট্য—Wants,—Their Characteristics

অভাব বলিতে বুঝায় কোন সামগ্রীর প্রয়োজন অনুভব এবং সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঐ সামগ্রীর আকাঙ্খা। এই অভাব অনুভূতির জন্যই মানুষ মেহনৎ করিয়া থাকে এবং উহার দ্বারা সম্পদ উৎপাদন করে। সভ্যতার বিস্তারের সহিত মানুষের অভাব ও প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ততই মানুষ অধিক পরিমাণে এবং বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ উৎপাদনে যত্নশীল হয়। অভাবের অনুভূতি এবং উহার বিস্তার, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি। মানুষের জীবনে অনুভূত এই অভাব-গুলির কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমতঃ, মানুষের অভাব সংখ্যায় অসীম। মানুষের ভোগের ক্ষমতা অপরিসীম, ভোগের ইচ্ছাও অপরিসীম, আর ক্রমোন্নত কল্পনা শক্তির দ্বারা মানুষ ক্রমান্বয়ে ভোগের পরিসর বৃদ্ধিতে সহায়তা পায়। সুতরাং আমরা যতই অভাব তৃপ্তি করি অতৃপ্ত অভাবের পরিমাণ প্রায় অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যায়। কোন বিশেষ সামগ্রীর অভাব মিটিবার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাপর বিবিধ সামগ্রীর অভাব আসিয়া যেন মন ছাইয়া ফেলে। শুধু একই সামগ্রীর বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নহে, নব নব বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রীর প্রয়োজনবোধের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ ভাবে ভোগের স্পৃহা সীমাহীন হইলেও কোন বিশেষ সামগ্রীভোগের স্পৃহা সীমাবদ্ধ। কোন একটি সামগ্রী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিলে ঐ বিশেষ সামগ্রীর জন্য আকাঙ্খা, একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্ততঃ, সম্পূর্ণরূপেই মিটিয়া যাইতে পারে। বাসনার শেষ নাই বাসনার বৈচিত্র্যে, কিন্তু একটি বিশেষ বাসনার ক্রমিক তৃপ্তিতে যদি উন্মাদনা না আসে, তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উহার উপকরণ প্রাপ্তি ঘটিলে, ঐ বিশেষ বাসনার পরিপূর্ণ তৃপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয়তঃ, আমাদের অভাব অপরিসীম কিন্তু যে উপার্জ্জনের দ্বারা ঐ অভাব সমূহ তৃপ্ত হইবে তাহা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতা লইয়া আমরা সীমাহীন

অভাবের সম্মুখীন হই এবং সেইজন্যই কোন্ অভাবগুলিকে পূরণ করা হইবে এবং কোন্‌গুলি অপূর্ণ থাকিবে এই সমস্যার উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন অভাবের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা সুরু হয় এবং প্রত্যেক অভাবই অগ্রে তাহার পরিতৃপ্তি চাহে। অর্থাৎ মানুষের অভাব সমূহ পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্বের নিমিত্ত, তৃপ্তি বিধানের জন্য বিভিন্ন অভাবগুলির মধ্যে আমরা বাছাই করিতে বাধ্য হই।

চতুর্থতঃ, একজন ব্যক্তি যেরূপ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সহিত প্রতিযোগিতার অথচ সহযোগিতার সম্পর্কে সম্পর্কিত, সেইরূপ বহু সামগ্রীর অভাব আছে যেগুলি পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা-পরায়ণ বা অনুপূরক। এইরূপ অনুপূরক অভাবের (complementary wants) ক্ষেত্রে একটি সামগ্রীর অভাব তৃপ্ত করিতে হইলে অপর কোন সামগ্রীকে চাহিতে হইবে। যথা চা পানের অভাব তৃপ্ত করিতে হইলে চিনির অভাবও তৃপ্ত করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে চা ও চিনির অভাব পরস্পরের অনুপূরক বা সহায়ক।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Wants

সামগ্রিকভাবে মানুষ তাহার জীবনে যত অভাব বোধ করে সে অভাবগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা চলে; আবশ্যকীয় সামগ্রীর অভাব, আরাম সামগ্রীর অভাব এবং বিলাস সামগ্রীর অভাব।

(১) **আবশ্যকীয় সামগ্রী**—(Necessaries)—সাধারণ জীবনে যে সামগ্রীগুলির ভোগ মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য সেইগুলি আবশ্যকীয় সামগ্রীরূপে অভিহিত হয়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে আবশ্যকীয় সামগ্রীর মধ্যে শুধু সেই সামগ্রীগুলিই অন্তর্ভূক্ত করা হয় না যেগুলি ভোগ না করিলে মানুষ বাঁচিতে পারিবে না। আবশ্যকীয় সামগ্রীর মধ্যে নিছক জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য্য নহে, এরূপ সামগ্রীও অন্তর্ভূক্ত করা হয়; কারণ মানুষের সাধারণ জীবন কর্ম্মের জীবন এবং কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রতিযোগিতার জীবন। মানুষের সাধারণ জীবনের পক্ষে কর্ম্ম-ক্ষমতা বজায় রাখা ও বৃদ্ধি করা অপরিহার্য্য। উপরন্তু মানুষের জীবনে অভ্যাসের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে এবং বহু ব্যক্তি বহু অভাব একান্ত অপরিহার্য্যরূপেই তৃপ্ত করে যেগুলি নিছক অভ্যাসজনিত অভাব। সুতরাং আবশ্যকীয় সামগ্রীর মধ্যে তিনটি বিভিন্ন পর্য্যায় আছে, (ক) জীবন ধারণের জন্য আবশ্যকীয় সামগ্রী (necessaries for life) অর্থাৎ যেগুলি না পাইলে মানুষের পক্ষে জীবনধারণই

অসম্ভব হয়, যথা সামান্য কিছু খাদ্য, কিছু পরিধেয় এবং একটু আশ্রয়; (খ) কর্ম্মক্ষমতার আবশ্যকীয় সামগ্রী (necessaries of efficiency)—অর্থাৎ যে সামগ্রীগুলির দ্বারা মানুষের কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখিবার বা বর্দ্ধিত করিবার অভাব পূরণ করা যায়, যথা পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাসস্থান ইত্যাদি; (গ) অভ্যাস জনিত আবশ্যকীয় সামগ্রী (conventional necessaries)—অর্থাৎ যে অভাবগুলি পূরণ না করিলেও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা বা কর্ম্মক্ষমতা রক্ষা সম্ভব অথচ যেগুলি মানুষ নিছক অভ্যাস জনিতভাবে বা গতানুগতিক প্রথা অনুসারে তৃপ্ত করিতে বাধ্য হয়, যথা চা, পান, তামাক ইত্যাদি।

(২) **আরাম সামগ্রী** (Comforts)—নিছক আরাম উপলব্ধির জন্যই যে সামগ্রীর অভাব বোধ করা হয় সেইগুলিকে বলা হয় আরাম সামগ্রী। আবশ্যকীয় সামগ্রীর দ্বারা মানুষের সাধারণ জীবনধারণ সম্ভব হয়, আরাম সামগ্রীর অভাব তৃপ্তির দ্বারা উহা সহজ হয়। অবশ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে একাধিক আরাম সামগ্রীর ভোগ হইতে কর্ম্মক্ষমতার বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তবু "কর্ম্মক্ষমতার আবশ্যকীয় সামগ্রী" (necessaries for efficiency) এবং আরাম সামগ্রীর (comforts) মধ্যে পার্থক্য বিধান সম্ভব। কর্ম্মক্ষমতার সামগ্রীর ক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখা বা বৃদ্ধি করাই হয় একমাত্র উদ্দেশ্য, উহা হইতে আরাম লাভ নাও হইতে পারে। আরাম সামগ্রী (comforts) ভোগের সময়ে উহা হইতে যে আরাম পাওয়া যায় তাহাই থাকে প্রধান লক্ষ্য; উহার দ্বারা যদি কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহা নৈমিত্তিক (incidental) ও গৌণ (secondary)।

(৩) **বিলাস সামগ্রী** (Luxuries)—অনেক লোকের এরূপ কতিপয় অভাব থাকে যেগুলি না মিটানো হইলেও জীবনধারণ, আরাম ভোগ ও কর্ম্মক্ষমতা রক্ষা সম্ভব হয়। এই গুলি হইল বাহুল্যের অভাব। অতিরিক্ত ব্যয়ে যে সামগ্রীর দ্বারা এই বাহুল্যের অভাব তৃপ্ত করা হয় সেইগুলি হইল বিলাস সামগ্রী। বিলাস সামগ্রীর ব্যবহার হইতে আরাম লাভ হইতে পারে কিন্তু উহা গৌণ, বিলাস সামগ্রীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা সূচনা করা ও প্রচার করা।

বিলাস সামগ্রী ভোগের ন্যায্যতা—Justification of the use of Luxuries

নীতিজ্ঞানের দিক হইতে বিলাস সামগ্রীর ভোগকে নিন্দার্হরূপে গণ্য করা হয়। এই নিন্দার স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহা প্রধানতঃ দুইটি: (ক) বিলাস

সামগ্রীর ভোগ মানুষকে ভোগাবিষ্ট করিয়া কর্ম্মবিমুখ করিয়া তুলে, ভোগ লালসার মধ্যে মানুষ তাহার উচ্চতর অনুভূতি হারাইয়া ফেলে এবং (খ) সমাজের অসংখ্য দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার মধ্যে ধনীর বিলাসিতা উপভোগ যেরূপ বেদনাদায়ক সেইরূপ অশোভন।

অর্থনীতির মধ্যে কিন্তু এইরূপ যুক্তির অবতারণা ঠিক প্রাসঙ্গিক নহে, উহা নীতি-শাস্ত্রের যুক্তি। সঠিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে অর্থনীতিবিদগণ বিলাসসামগ্রী ভোগের স্বপক্ষে নিম্নরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন ঃ

(ক) বিলাস সামগ্রী ভোগের বাসনা উপলব্ধি করিতে হইলে, বিলাস-ইচ্ছু ব্যক্তিকে আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করিতে হইবে। স্বীয় আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অধিক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং বিলাস সামগ্রী ভোগের ইচ্ছা মানুষকে অধিকতর প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রণোদিত করে; ইহা দ্বারা অধিকতর সম্পদ উৎপাদনেও সহায়তা হয়।

(খ) ধনী ব্যক্তিদিগের পক্ষ হইতে বিলাস সামগ্রীর চাহিদা থাকিলে ঐ অতিরিক্ত সামগ্রীগুলি উৎপাদনের অবকাশ থাকিবে, কারণ চাহিদার অস্তিত্বই উৎপাদনের অবকাশ। ঐ অতিরিক্ত সামগ্রীসমূহ উৎপাদনের জন্য অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের সহিত অতিরিক্ত শ্রমিকেরও প্রয়োজন হইবে। ইহাতে অধিকসংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে—অধিকতর কর্ম্ম সংস্থানের জন্য জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হইবে। ইহার দ্বারা জনসাধারণ যে সকল সামগ্রী ভোগ করিয়া থাকে সেগুলির চাহিদা অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে এবং ইহাদের চাহিদা অধিক হইলে, উৎপাদনেরও অবকাশ বর্দ্ধিত হইবে। সাধারণ সামগ্রীও ইহাতে বর্দ্ধিত পরিমাণে উৎপাদিত হইবে।

(গ) উন্নত ধরণের শিল্পকলার সামগ্রীসমূহ ধনীব্যক্তিগণ বিলাস সামগ্রীরূপে পছন্দ করিয়া থাকেন। ধনীদের এই বিলাস-ব্যসন হইতে কারুকার্য্য শোভিত সামগ্রীর উৎপাদন উৎসাহিত হয়, তাহাদের বিলাস অভ্যাস হইতে শিল্পকলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা প্রভৃতির প্রসারে ধনীদিগের বিলাস প্রিয়তা যে বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে—তাহা ঐতিহাসিক সত্য।

(ঘ) কোন কোন ক্ষেত্রে বিলাস ভোগের ইচ্ছা অধিকতর সঞ্চয়ে সহায়তা করে। বিলাসেচ্ছু ব্যক্তি বিলাসের উপকরণরূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মনিমাণিক্য প্রভৃতি মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করিলে উহাতে তাহাদের অর্থ সঞ্চিত হইয়া যায়। ভাগ্যচক্রে অভাবে পতিত হইলে এইগুলি বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব

হয়। অবশ্য বলা বাহুল্য, বিলাস সামগ্রীগুলি বস্তু সামগ্রী হইলে তবেই ইহা সম্ভব হইবে।

অবশ্য অর্থনীতিবিদ্‌গণ স্বীকার করেন যে বিলাস সামগ্রী দুই প্রকারের আছে—অপকারী ও অনপকারী। অপকারী বিলাস-সামগ্রী হইল সেইগুলি যে-গুলি ভোগের দ্বারা ভোগকারীর শারীরিক বা নৈতিক অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে এবং অনপকারী বিলাস সামগ্রী হইল সেইগুলি যেগুলির ভোগে এইরূপ সম্ভাবনা নাই। অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন যে অপকারী বিলাসসামগ্রীর ভোগ সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ উহাদের ভোগ হইতে যে উপকার সাধিত হইবে তাহা অপেক্ষা ভোগকারীর ও সমাজের বহুগুণ অধিক অপকার সাধিত হইবে।

অনপকারী বিলাস সামগ্রীর ভোগও সকল ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নহে—একাধিক অর্থনীতিবিদ্ এই অভিমত প্রদান করেন। কতিপয় মূলবস্তুর প্রয়োগে বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী উৎপাদিত হয়; এই মূলবস্তুগুলির উপর মানুষের শ্রমশক্তির আরোপ বিভিন্ন পর্য্যায়ের সম্পদের আকারে প্রস্ফুটিত হয়। এই মূলবস্তুগুলির দ্বারা জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীও উৎপাদিত হয়, আবার ধনীর বিলাসসামগ্রীও নির্ম্মিত হয়। প্রাকৃতিক দানরূপে এই মূলবস্তুগুলি পরিমিত পরিমাণে লভ্য; সুতরাং উহার দ্বারা বিলাস সামগ্রী উৎপাদন হইলে, সাধারণ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে। শ্রমিকগণ বিলাস সামগ্রী উৎপাদনে কর্ম্মসংস্থান লাভ করিবে; কিন্তু তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য হিসাবে তাহারা যাহা পাইবে তাহা হইল মুদ্রা কিন্তু মূলবস্তুগুলির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হইলে, মুদ্রার মূল্য কতটুকু! এই শ্রেণীর অর্থনীতিবিদদিগের মতে বিলাস সামগ্রীর ভোগ সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ উহাদের উৎপাদনে সাধারণ ব্যবহার্য্য সামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে।

ভোগকার্য্য—Consumption

প্রচলিত অর্থে "ভোগকার্য্যের" তাৎপর্য্য হইল কোন একটি সামগ্রী ব্যবহারের দ্বারা ইহা নিঃশেষিত বা ধ্বংস করা। ইংরাজী Consumption শব্দের আভিধানিক অর্থই হইল 'ক্ষয় বা ধ্বংস'। অর্থনীতিতে কিন্তু ভোগকার্য্য বা consumption শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য্য লক্ষণীয়। মানুষ পৃথিবীর কোন মৌলিক বস্তু বা পদার্থ ধ্বংস করিতে পারে না। কোন একটি সামগ্রী ব্যবহারের দ্বারা বস্তু বা পদার্থের রূপান্তর ঘটে মাত্র, ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটে না। যখন একটি সামগ্রী ব্যবহার করিতে করিতে উহা

অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, তখন সাধারণতঃ উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এমন কি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিয়াও ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে মৌলিক পদার্থের দ্বারা উহা নির্ম্মিত, তাহা থাকিয়া যায়। উহা একটি সমগ্র সামগ্রীরূপে না থাকিয়া বিভিন্ন উপাদানে রূপান্তরিত হইতে পারে; এমন কি দৃশ্যমান পদার্থ হইতে অদৃশ্য পদার্থেও রূপান্তরিত হইতে পারে। পদার্থের পরিণতি আছে, সমাপ্তি নাই; রূপান্তর আছে, ধ্বংস নাই।

কোন সামগ্রী অভাব তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত যখন আমরা ব্যবহার করি, কিছুকাল পরে হয়তো দেখা যাইবে, আমাদের সেই অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা আর ঐ সামগ্রীটির নাই। অর্থাৎ একটি সামগ্রী ভোগ করিয়া আমরা উহার অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতাটিকে নিঃশেষিত করিয়া দেই, উহার প্রয়োজনীয়তা (utility = অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা) আমরা ব্যবহার করিয়া লই। উহার প্রয়োজনীয়তা ক্ষয় বা ধ্বংস হইল।

অধিকন্তু ভোগকার্য্যের জন্য সামগ্রীর ব্যবহার হইবে প্রত্যক্ষ। 'প্রত্যক্ষ' শব্দটি দ্বারা বুঝায় যে মূলতঃ যে সামগ্রীটির আমরা অভাব বোধ করি,ঠিক সেই সামগ্রীটিরই আমরা ব্যবহার করিতেছি আমরা যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া বস্ত্র উৎপাদন করিয়া বস্ত্র ব্যবহার করি। যন্ত্রের ব্যবহার হইল উৎপাদন এবং বস্ত্রের ব্যবহার হইল ভোগকার্য্য। কারণ, আমাদের মূল অভাব যন্ত্রের নহে, বস্ত্রের। ["Consumption is the direct and final use of goods and services in satisfying the wants of free human being."—Meyers]

সুতরাং ভোগকার্য্য বলিতে বুঝায় একটি সামগ্রী প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করিয়া উহার প্রয়োজনীয়তা ধ্বংস বা ক্ষয় করা। "আমাদের অভাবের তৃপ্তি বিধানের কালে যে প্রয়োজনীয়তা ব্যবহারের দ্বারা নিঃশেষ করিয়া লই, তাহাই ভোগকার্য্য।" ("Consumption is the using up of utility when we come to satisfy our wants"—Cairncross) অধ্যাপক **মার্শাল** ভোগকার্য্যকে উৎপাদনের বিপরীত,—negative consumpticn,রূপে অভিহিত করিয়াছেন; ইহা হইল "পদার্থের অবিন্যস্ত-করণ যাহা উৎপাদিত সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস বা ধ্বংস করে।" ("disarrangement of matter which lessens or destroys its utilities"—Marshall)

Questions & Hints

1. What are the characteristics of human wants? (Allahabad 1946) [পৃঃ ৪০—৪১]

2. What is luxury ? Is there any social and economic use of luxury ? Under what circumstances would you justify it ? (Dac. 1942) [পৃঃ ৪২—৪৪]

3. Define consumption. Why is the study of consumption so important in Economics ? (Punj 1945) [পৃঃ ৪৪—৪৫]

চতুর্থ অধ্যায়

প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা

Utility and Demand

প্রয়োজনীয়তা—Utility

কোন সামগ্রী মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার অধিকারী হইলে, উহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলা হয়। অতএব প্রয়োজনীয়তার অর্থ মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা। এই অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই মানুষ সামগ্রী আকাঙ্খা করে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মানুষ একটি সামগ্রী হইতে অভাবের তৃপ্তি পাইবে এই আশা করিয়াই উহার আকাঙ্খা করে। তৃপ্তি দিতে পারিবে এই আশায় যে উহা আকাঙ্খা করা হইল তাহাই উহার প্রয়োজনীয়তার সাক্ষ্য। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে 'প্রয়োজনীয়তা' বহুলাংশে পূর্ব্ব-অনুমানের (anticipation) উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ উহা হইতে অভাবের তৃপ্তি পাওয়া যাইবে এই অনুমানের উপর সামগ্রীর 'প্রয়োজনীয়তা' নির্ভরশীল। ধরা যাউক একটি সামগ্রী তাহার কোন অভাব তৃপ্ত করিতে পারিবে বলিয়া একজন ব্যক্তি মনে করে কিন্তু উহা বাস্তবে ব্যবহার করিয়া সে সেরূপ তৃপ্তি লাভ করিল না। এক্ষেত্রে সামগ্রীটির প্রয়োজনীয়তা হইল, যে পরিমাণে উহা অভাবের তৃপ্তি বিধান করিতে পারিবে বলিয়া সে মনে করিয়াছিল তাহাই, কারণ ঐ অনুমানের উপর ঐ সামগ্রীটির চাহিদার উগ্রতা নির্ভর করিয়াছিল। কোন সামগ্রী মানুষ কতখানি পছন্দ করে, তাহারই উপর প্রয়োজনীয়তা নির্ভরশীল। এই পছন্দ করা হয় পূর্ব্বে এবং ভোগ করা হয় পরে। অধ্যাপক চ্যাপমান বলেন "যখন কোন বস্তুতে প্রয়োজনীয়তা আরোপ করা হয়, তখন তাহার তাৎপর্য্য শুধু এই যে উহাকে পছন্দযোগ্য করিয়া তুলিবার মতন কোন গুণ উহার আছে।"

এসম্পর্কে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয়তার সহিত নীতির সম্পর্ক নাই। "প্রয়োজনীয়তা শব্দটীর কোন নৈতিক তাৎপর্য্য নাই—পৃথিবীর বাস্তবরূপের সহিত পরিচিত হইবার জন্য, আমাদের দেখিতে হইবে মানুষ বাস্তব ক্ষেত্রে কি ভাবে ব্যবহার করে, কি ভাবে তাহাদের ব্যবহার করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি, উহা নহে। একজন ব্যক্তিকে এক পর্য্যায়ের সামগ্রী অপর কোন পর্য্যায়ের সামগ্রী অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়তা দিয়া থাকে,—ইহার অর্থ আর

কিছুই নহে, ইহার অর্থ সে দ্বিতীয় পর্য্যায়টীর অপেক্ষা প্রথম পর্য্যায়টি অধিক পছন্দ করে।" * (বেন্‌হাম) কেয়ার্ণক্রস বলেন, "প্রয়োজনীয়তা কোন সামগ্রীর জন্য আমাদের আকাঙ্খার তীব্রতা পরিমাপ করে—ইহার আকাঙ্খা যোগ্যতা (desiredness), কাম্যতা (desirability) নহে।" †

ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়ম—Law of diminishing utility

একজন ব্যক্তি কোন একটি অভাব বোধ করিলে, ঐ অভাব তৃপ্ত করিতে পারে এরূপ সামগ্রীর জন্য আকাঙ্খী হইবে। তাহার অভাব যতই উগ্র বলিয়া অনুভূত হইবে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটির জন্য আকাঙ্খা হইবে ততই প্রবল। কিন্তু ঐ সামগ্রীটি যখন সে পায় তখন উহার জন্য তাহার আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হয়। প্রথম প্রথম হয়তো তাহার আকাঙ্খা পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহা সাময়িক মাত্র; ভোগের সামগ্রী যদি যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায় তাহা হইলে এক সময় আসিবেই যখন ভোগকারীর নিকট উহার জন্য আগ্রহ কমিয়া যাইবে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় আসিয়া ঐ বিশেষ সামগ্রীটির জন্য ভোগাগ্রহ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হইবে। ইহার অর্থ হইল যে একজন ব্যক্তি যদি কোন বিশেষ অভাব বোধ করে এবং সেই অভাব তৃপ্ত করিতে সক্ষম কোন সামগ্রী যত পরিমাণে সে ভোগ করিতে চাহে তত পরিমাণেই সে ভোগ করিতে পায় তাহা হইলে তখনকার মতন তাহার ঐ অভাব সম্পূর্ণরূপেই মিটিয়া যাইবে। সেক্ষেত্রে ঐ সামগ্রীটির তাহার নিকট আর কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে না, কারণ ঐ সময়ের জন্য সামগ্রীটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। একই সামগ্রী ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে পাইবার এবং ভোগ করিবার যদি সুযোগ ঘটে তাহা হইলে উহা ভোগ করিবার বাসনা সেই সময়ের জন্য পরিতৃপ্ত হয়।

* "The word 'utility' has no moral significance...In order to understand the world as it is, we must study how people in fact behave and not how we think they ought to behave. To say that one assortment of goods gives him more utility than another means nothing more nor less than that he prefers the former assortment to the latter." *Benham*—"Economics" p44

† "Utiliy measures the strength of our desire for a commodity,—its *desiredness*,—not its desirability"—*Cairncross*,—"Introduction to Economics".

কিন্তু একটি সামগ্রী নিছক অধিক পরিমাণে পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই উহার জন্য তৃপ্তি আসিবে না। উহার প্রকৃত ভোগ হইলে তবেই উহার জন্য তৃপ্তি আসিবে। কিন্তু কোন একটি অভাব তৃপ্ত করিবার ক্রিয়া আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অভাবটি চকিতেই সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যাইবে না। সামগ্রীটি কিছু পরিমাণ ভোগ করিলে অভাবটি কিছু পরিমাণে তৃপ্ত হইবে, উহার ভোগের পরিমাণ আর একটু বৃদ্ধি করিলে, তৃপ্তির পরিমাণ আর একটু বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে একই সামগ্রীর ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত উহা হইতে লভ্য তৃপ্তির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। স্থতরাং প্রত্যেক পরবর্ত্তী মাত্রার (united) তৃপ্তি প্রদানের ক্ষমতা পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্রা হইতে কম হইবে। তৃপ্তি প্রদানের ক্ষমতাকেই আমরা প্রয়োজনীয়তা বলিয়া থাকি ; স্থতরাং একই সামগ্রীর অধিক পরিমাণে ভোগ হইতে থাকিলে উহার প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্রা (unit) অপেক্ষা পরবর্ত্তী মাত্রার "প্রয়োজনীয়তা" কম হইবে।

ধরা যাউক একজন ব্যক্তি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছে। তখন তাহার নিকট একটি ডাবের প্রয়োজনীয়তা খুবই অধিক। সেই কারণে সে একটি ডাব পান করিল। এই ডাবটি তাহাকে খুব অধিক পরিমাণেই তৃপ্তি দিল। কিন্তু তাহার তৃষ্ণা হয়তো একটি ডাবের দ্বারা পরিপূর্ণ মাত্রায় নিবারিত না হওয়ায় সে আরও একটি ডাব পান করিল। কিন্তু প্রথম ডাবটি তাহার অভাব কিছু পরিমাণে তৃপ্ত করিয়াছে, স্থতরাং দ্বিতীয় ডাবটির পক্ষে তাহার অভাব তৃপ্ত করিবার অবকাশ প্রথমটির অপেক্ষা কম। দ্বিতীয় ডাবটিকেও হয়তো সে আগ্রহের সহিত চাহিতে পারে, কিন্তু প্রথমটিকে সে যতটা আগ্রহের সহিত চাহিয়াছিল দ্বিতীয়টিকে সে ততটা আগ্রহের সহিত চাহিবে না। যদি তাহার আরও একটি ডাব পানের স্থযোগ থাকে, তাহা হইলে তৃতীয় ডাবটির তৃপ্তি প্রদানের ক্ষমতা অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা দ্বিতীয় ডাবটির অপেক্ষা কম।

এই দৃষ্টান্ত কিন্তু এরূপ একটি সামগ্রীর যাহা একই সময়ে অধিক পরিমাণে ভোগ করা হইতেছে। কিন্তু একই সঙ্গে ভোগ করা হইবে না এইরূপ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সামগ্রীর ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করিয়া থাকি। একজন ব্যক্তির যদি এক জোড়াও জুতা না থাকে তাহা হইলে তাহার নিকট এক জোড়া জুতার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী বলিয়াই বোধ হইবে। প্রথম জোড়া কিনিবার পর দ্বিতীয় এক জোড়া জুতাও হয়তো তাহার নিকট কাম্য হইতে পারে, কিন্তু প্রথম জোড়াটি যে অনুপাতে কাম্য ছিল দ্বিতীয় জোড়াটি সে অনুপাতে কাম্য হইবে না। স্থতরাং দ্বিতীয় জুতা জোড়াটি সে এখনই ভোগ না করিয়া রাখিয়া ভোগ করিবে

বটে তথাপি প্রথম জোড়াটি অপেক্ষা দ্বিতীয় জোড়াটির প্রয়োজনীয়তা তাহার নিকট কম।

এই উভয় দৃষ্টান্তই ডাব এবং জুতা রূপ বস্তু-সামগ্রীর পক্ষে প্রদান করা হইল। কিন্তু উহা অবস্তু-সামগ্রীর পক্ষেও সমভাবেই প্রযোজ্য। একজন ব্যক্তি যদি একই ছায়াচিত্র একাধিকবার দেখিতে থাকে তাহা হইলে ক্রমশঃই তাহার নিকট উহার আকর্ষণ কমিয়া আসিবে—অর্থাৎ উহার "প্রয়োজনীয়তা" ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকিবে। সুতরাং যে কোন সামগ্রীর ভোগ কার্য্য পরিমাণে যতই বর্দ্ধিত করা হয় ততই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ঐ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। "কোন সামগ্রীর উপর আমরা যে মূল্য আরোপ করি তাহা,—অর্থাৎ উহার প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে ঐ সামগ্রীর কতখানি পরিমাণ আমাদের পূর্ব্বেই আছে, তাহার উপর। যতই অধিক পরিমাণে উহা পাই, ততই মোট পরিমাণের অধিকতর বৃদ্ধির উপর আমরা কম গুরুত্ব আরোপ করি।"* আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই অভিজ্ঞতাকেই অর্থনীতিবিজ্ঞান একটি সূত্র বা নিয়মের আকারে ব্যক্ত করে। "একজন ব্যক্তির নিকট কোন একটি সামগ্রী যে পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণ যদি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে উহার সমগ্র পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু বর্দ্ধিত মাত্রাটুকু হইতে লভ্য বাড়তি সুবিধা (অর্থাৎ সন্তুষ্টি বা প্রয়োজনীয়তা) হ্রাস পায়।" ("The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with the growth of the stock that he already has."—Marshall]

হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তা নিয়মের আপাত ব্যতিক্রম—Apparent Exceptions to the Law of Diminishing Utility

হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তার নিয়মের কতিপয় ব্যতিক্রম প্রদর্শন করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, একজন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত বোধ করে এবং তাহাকে যদি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অত্যল্প জল বিশিষ্ট একটি ডাব পান করিতে দেওয়া হয়, অথবা অতি ক্ষুদ্রাকৃতি গেলাসে করিয়া জল পান করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তৃষ্ণার্ত্ত

---

* "The value which we set on a commodity, its utility, depends upon how much we already have of it. The more we have the less importance we attach to a further addition to our stock—" Cairncross.—Introduction to Economics.

ব্যক্তিটির নিকট দ্বিতীয় ডাবটির অথবা দ্বিতীয় অনুরূপ গেলাসটির প্রয়োজনীয়তা প্রথমটির অপেক্ষা কম না হইয়া বরং বেশীই হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, টাকা সকলেই ভালবাসে এবং বহু ব্যক্তি আছে যাহারা যতই টাকা পাইবে ততই আরও টাকা অধিকতর আগ্রহের সহিত চাহিবে; এক্ষেত্রেও টাকার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইল না। তৃতীয়তঃ, কোন ব্যক্তির যদি সংগ্রহ অভ্যাস থাকে (যথা ষ্টাম্প সংগ্রহ বা মুদ্রা সংগ্রহ) তাহা হইলে একই সামগ্রী অধিক পরিমাণে পাইলেও উহার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা তাহার নিকট হ্রাস পাইবে না। চতুর্থতঃ, মাতাল যদি ক্রমান্বয়ে মদ্য পান করিতে থাকে তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্রা অপেক্ষা পরবর্ত্তী মাত্রাটির প্রয়োজনীয়তা অল্প না হইয়া অধিকই হইতে পারে।

বস্তুতঃ পক্ষে, এই ব্যতিক্রমগুলি "হ্রাসমান প্রয়োজনীয়তার নিয়মের" যথার্থ ব্যতিক্রম নহে। আমরা যখন কোন একটি সামগ্রীর বিভিন্ন মাত্রার কথা বলি তখন স্পষ্ট না বলিলেও ধরিয়া লই যে এই মাত্রাগুলি প্রমাণ আকৃতির বা গুণের (standard size or quality) হইবে; প্রত্যেক মাত্রা এইরূপ প্রমাণ আকৃতির বা গুণের হইলে পরবর্ত্তী মাত্রার (unit) প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্রা অপেক্ষা কম হইতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, টাকার জন্য মানুষের আগ্রহ কমে না—ইহার কারণ হইল টাকা দিয়া আমরা সব কিছুই ক্রয় করিতে পারি। সুতরাং টাকা অধিক পাইলে আমরা বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিব। সেই কারণে টাকার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় না—মানুষের অভাব যে সীমাহীন তাহা তো সুবিদিত। কিন্তু টাকা দিয়া যদি শুধু এক প্রকার সামগ্রীই পাওয়া যাইত তাহা হইলে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধিতে উহার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা ঠিক সামগ্রীর ন্যায়ই হ্রাস পাইত। তৃতীয়তঃ, একজন ব্যক্তি যখন কোন সামগ্রী সংগ্রহ করে তখন একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষে পৌছাইবার জন্য তাহার সঙ্কল্প থাকে। এক একটি মাত্রা পাইবার জন্য তাহার এই নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইবার কার্য্য অধিকতর সহজ হইয়া পড়ে; সেই জন্য পরবর্ত্তী মাত্রার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা কমে না। কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইবার পর একই সামগ্রীর অধিক প্রাপ্তি ঘটিতে থাকিলে উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে বাধ্য। যে ক্ষেত্রে কোন সামগ্রীর সংগ্রহের পরিমাণের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, সেখানে একই সামগ্রীর অধিক প্রাপ্তিতে প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে বাধ্য। ষ্ট্যাম্প সংগ্রাহক যদি একই ধরণের ষ্ট্যাম্প অধিক পায় বা মুদ্রা সংগ্রাহক যদি একই দেশের মুদ্রা অধিক পায় তাহা হইলে তাহাদের নিকট ঐ সামগ্রীর পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্রা অপেক্ষা পরবর্ত্তী মাত্রার প্রয়োজনীয়তা কম হইবে।

চতুর্থতঃ, মাতালের মদ্যপানের অর্থ হইল তাহার অভ্যাস বা রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে ; প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়মের মধ্যে এইরূপ রুচি বা অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হইবে না বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

এই সকল কারণে, প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়মের মধ্যে "অন্যান্য বিষয়গুলি অপরিবর্ত্তিত থাকিলে" এই শব্দগুলি যোগ করা হয়। এই শব্দগুলি যোগ করিয়া কেয়ার্ণক্রশ ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস নিয়মের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন উহাতে তিনি বলেন, "অন্যান্য বিষয়গুলি অপরিবর্ত্তিত থাকিলে, একজন ব্যক্তি কোন একটি সামগ্রীর ভোগকার্য্যের হার বৃদ্ধি করিলে, যে আগ্রহের সহিত উহার আরও বৃদ্ধি চাওয়া হইবে তাহা হ্রাস পাইবে—অর্থাৎ প্রান্তস্থিত সামগ্রীটির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইবে।" ["Other things remaining the same, an increase in a person's rate of consumption of a commodity reduces the intensity with which further increments are demanded—that is, reduces the utility of the commodity at the margin—Cairncross]

প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা ও মোট প্রয়োজনীয়তা—Marginal Utility and Total Utility

আমরা যখনই কোন একটি সামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে থাকি, তখনই অপর কোন সামগ্রীর উপর মুদ্রা ব্যয় করিলে উহা হইতে কতখানি সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিতাম তাহা হিসাব করিয়া থাকি। ধরা যাউক আমি বস্ত্র ক্রয় করিতেছি ; একটির উপর আর একটি বস্ত্র ক্রয় করিবার সময়ে আমি ঐ অতিরিক্ত বস্ত্রটি না ক্রয় করিয়া যদি অপর কোন সামগ্রী ক্রয় করি তাহা হইলে ঐ অপর সামগ্রী হইতে কতখানি সন্তুষ্টি লাভ করিতাম, তাহা নিশ্চয়ই হিসাব করিব। বিশেষ করিয়া আমাদের প্রত্যেকের আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ; সুতরাং আমরা যতই অধিক ব্যয় করি ততই আমাদের আর্থিক ক্ষমতা কমিয়া আসে। আর্থিক ক্ষমতা কমিয়া আসিবার দরুণ প্রত্যেক অর্থব্যয় হইতে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। একদিকে একই সামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে থাকিলে ঐ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকে (Law of diminishing utility) ; অপরদিকে একই সামগ্রীর উপর অর্থব্যয় দরুন অপর কোন সামগ্রী হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছি এই চেতনা জাগরূক হইতে থাকে এবং সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি ব্যয় হইয়া যাইতেছে বলিয়া মানসিক কষ্ট বা অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

একই সামগ্রী অধিক ক্রয় করিতে করিতে আমরা এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে বাধ্য যেখানে ঐ সামগ্রী আর ক্রয় করা সঙ্গত কিনা এসম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হয়। এই সংশয়ের স্থানটিকে অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন, "ভোগকার্য্যের প্রান্ত" (Margin of consumption)। এইরূপ সংশয়ান্বিত চিত্তে আমরা একটি সামগ্রীর যে মাত্রা বা পরিমাণটি খরিদ করি সেইটি হইল আমাদের প্রান্তিক্ খরিদ এবং এই প্রান্তিক্ খরিদটির আমাদের নিকট যতখানি প্রয়োজনীয়তা তাহাই ঐ সামগ্রীটির "প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা"রূপে (Marginal utility) অভিহিত হয়। ধরা যাউক আমি একখানি বস্ত্রের জন্য যে দাম দিতে প্রস্তুত আছি তাহা হইল ঐ বস্ত্রটির আমার নিকট প্রয়োজনীয়তার পরিমাপ। একখানি বস্ত্রের জন্য হয়ত আমি ১৫৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। আমি যদি আর একখানি বস্ত্র ক্রয় করিতে অগ্রসর হই তাহা হইলে ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়মানুযায়ী এই দ্বিতীয় বস্ত্রটির দাম আমি প্রথম বস্ত্রটি অপেক্ষা কম দিতে প্রস্তুত থাকিব। অর্থাৎ প্রথম বস্ত্রটি অপেক্ষা দ্বিতীয় বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা আমার নিকট অল্প। হয়ত বস্ত্রবিক্রেতা আমাকে আর একখানি বস্ত্র বিক্রয় করিতে চাহিল; আমার নিকট এই বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা দ্বিতীয় বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা কম। ধরা যাউক দ্বিতীয় বস্ত্রটির জন্য আমি ১০৲ টাকা দাম দিয়াছিলাম, এক্ষেত্রে তৃতীয় বস্ত্রটির জন্য হয়তো ৮৲ দাম দিতে রাজী হইব। ইতিমধ্যে দুইখানি বস্ত্র কিনিয়া আমার আর্থিক সঙ্গতি হ্রাস পাইয়াছে এবং আমার অন্যান্য অভাবগুলিও আরও কঠোরভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। এই অবস্থায় হয়তো আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, ঐ একই সামগ্রীর, অর্থাৎ বস্ত্রের, আর অধিক পরিমাণ ক্রয় করা সঙ্গত হইবে কিনা; ঐরূপ সংশয়ের অবস্থায় আমি যদি তৃতীয় বস্ত্রটি ক্রয় করি তাহা হইলে তৃতীয় বস্ত্রটি হইল আমার প্রান্তিক্ খরিদ এবং উহার প্রয়োজনীয়তা হইল আমার নিকট বস্ত্রের প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা (Marginal utility)। সাধারণতঃ একটা সামগ্রীর যে মাত্রাটি (unit or quantity) ক্রয় করিবার পর ঐ সামগ্রীটির ক্রয় থামাইয়া দিই তাহাকেই প্রান্তিক্ খরিদ বলিয়া ধরা হয় কারণ এক্ষেত্রে এইরূপই অনুমান করা হয় যে একজন ক্রেতা সামগ্রীর যে মাত্রাটি ক্রয় করিবার পর আর ক্রয় করিল না সেই মাত্রাটির ক্রয়ের সময়েই তাহার ঐরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, নচেৎ সে আরও ক্রয় করিত।

"মোট প্রয়োজনীয়তা" (total utility) বলিতে বুঝায় একটি সামগ্রীর যতগুলি মাত্রা একজন ব্যক্তি খরিদ করিয়াছে সেই সকল মাত্রাগুলির প্রয়োজনীয়তার যোগফল। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে প্রথম বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা হইল ১৫৲ টাকা, দ্বিতীয়

বস্ত্রটির ১০৲ টাকা এবং তৃতীয় বস্ত্রটির ৮৲ টাকা। এই (১৫৲+১০৲+৮৲)=৩৩৲ টাকা হইল বস্ত্রের মোট প্রয়োজনীয়তা। "মোট প্রয়োজনীয়তা"র মধ্যে প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা নিহিত, উপরন্ত প্রান্তিক্ খরিদের পূর্ব্বে যে মাত্রাগুলি খরিদ করা হইয়াছে তাহাদেরও প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তা মোট প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভূক্ত।

অতএব প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা এবং মোট প্রয়োজনীয়তার মধ্যে প্রভেদ হইল ঃ

(ক) একটি সামগ্রীর মোট যত পরিমাণ আমরা ক্রয় করি ঐ সমগ্র পরিমাণের প্রয়োজনীয়তা হইল মোট প্রয়োজনীয়তা—অর্থাৎ সকল সামগ্রীগুলির প্রয়োজনীয়তার যোগ ফল। প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা হইল একজন ব্যক্তি একটা সামগ্রীর যত পরিমাণ ক্রয় করিয়াছে তাহার শেষ মাত্রা বা পরিমাণটির প্রয়োজনীয়তা—অর্থাৎ যতগুলি ক্রয় করিয়াছে তাহার মধ্যেকার সর্ব্বাপেক্ষা কম আকাঙ্খিত মাত্রাটির প্রয়োজনীয়তা।

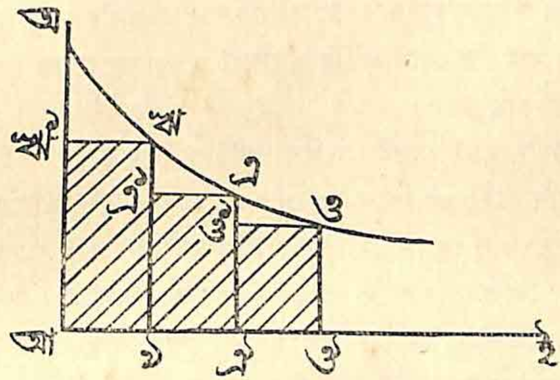
(খ) একটি সামগ্রী ক্রমশঃই অধিক মাত্রায় ক্রয় করিতে থাকিলে উহার "মোট প্রয়োজনীয়তা" বৃদ্ধি পাইবে কিন্ত "প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা" হ্রাস পাইবে,—অর্থাৎ আমি যদি তৃতীয় বস্ত্রটতে ক্রয় শেষ না করিয়া চতুর্থ বস্ত্রটি ক্রয় করি (এবং আর ক্রয় না করি) তাহা হইলে চতুর্থ বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা তৃতীয় বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা কম হইবে (ঠিক যে কারণে তৃতীয় বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা দ্বিতীয় বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা কম হইয়াছিল)। ধরা যাউক, চতুর্থ বস্ত্রটির জন্য আমি ৬৲ টাকা দিতে প্রস্তত আছি; এক্ষেত্রে মোট প্রয়োজনীয়তা হইল ১৫৲+১০৲ +৮৲+৬৲ টাকা। কিন্ত প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বে ছিল ৮৲ টাকা, এক্ষণে হইল ৬৲ টাকা। প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়ম অনুযায়ী প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তার হ্রাস হইল। সেইজন্য বর্ত্তমানে একাধিক অর্থনীতিবিদ্ মার্শালের "ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস" (law of diminishing utility) নিয়মের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়ম" (law of diminishing marginal utility) *

* "Now we must consider the socalled 'law' of Diminishing Marginal Utility. This is a generalisation arrived at by introspection and by observing how people behave. It states that if a consumer with given tastes, increases his consumption of one commodity only the marginal utility to him of that commodity will fall relatively to the marginal utility of other commodities"—*Benham*,—"Economics" P 45.

অথবা শুধুই "প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তার নিয়ম" (law of marginal utility) * রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের রেখা—Curve of Diminishing Utility

ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের প্রবণতা এইভাবে একটি বক্ররেখার দ্বারা সূচিত হইতে পারে।



ধরা যাউক, **আ ই** হইল কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীর পরিমাণ এবং **অ আ** হইল 'প্রয়োজনীয়তা'র পরিমাপ। ক্রেতা যখন **আ৯** পরিমাণের সামগ্রী কিনিল তখন উহার প্রয়োজনীয়তা হইল **আ৯ঋঋ**১ ; কিন্তু ক্রেতা যখন **আ৯**'র উপরেও **৯ঐ** পরিমাণের সামগ্রীটি ক্রয় করিল তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা—অর্থাৎ বাড়তি পরিমাণটুকুর প্রয়োজনীয়তা হইল **৯ঐএএ**১। অনুরূপভাবে যখন **ঐও** পরিমাণ ক্রয় করা হইল তখন উহা হইতে লব্ধ প্রয়োজনীয়তা হইল **ঐওওও**১। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে প্রত্যেক পরবর্ত্তী আয়তক্ষেত্র (rectangle) আগের আয়তক্ষেত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ; অর্থাৎ **আ৯ঋঋ**১ অপেক্ষা **৯ঐএএ**১ ক্ষুদ্রতর আবার **৯ঐএএ**১ অপেক্ষা **ঐওওও**১ ক্ষুদ্রতর। প্রত্যেক পৃথক আয়তক্ষেত্র বাড়তি পরিমাণের প্রয়োজনীয়তার পরিমাপ ঃ সুতরাং হ্রাসমান আয়তক্ষেত্র হ্রাসমান প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা সূচনা করিতেছে। কিন্তু **আ৯**'র প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা **আ৯ঐ**'র প্রয়োজনীয়তা অধিক আবার **আ৯ঐ**'র প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা **আ৯ঐ**'র প্রয়োজনীয়তা অধিক—অর্থাৎ মোট প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে।

* "This principle is known as the *law of marginal utility* and may be stated as follows : At any given time, the relative marginal utility of any good to any person varies inversely with the quantity under consideration." *Fairchild, Furniss and Buck,* 'Economics' P 109.

প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য—Marginal Utility and Price

অল্প সময়ের হিসাব ধরিলে (in the short period), কোন একটি সামগ্রীর মূল্য উহার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প সময়ের মধ্যে, সামগ্রীর যোগান ব্যবসায়ীদিগের ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় না। সামগ্রীর যোগান যদি পরিবর্ত্তন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উহার দাম সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিবে খরিদ্দার উহার কিরূপ প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবে তাহার উপর। অতএব সামগ্রীর যোগান যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, উহার মূল্য নির্ভর করিবে উহার প্রয়োজনীয়তার উপর।

কিন্তু একটি সামগ্রী যতই অধিক পরিমাণে ক্রয় করা হইবে ততই উহার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে থাকিবে। প্রয়োজনীয়তা যখন হ্রাস পাইতে থাকিবে, তখন একজন ব্যক্তি যতই অধিক পরিমাণে একটি সামগ্রী ক্রয় করিবে, ততই উহার দরুণ কম করিয়া দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে। সে যতগুলি মাত্রা (units) ক্রয় করিল উহার শেষ মাত্রাটির প্রয়োজনীয়তা হইবে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। প্রয়োজনীয়তা যেরূপ অল্প হইবে, ক্রেতা সেইরূপ অল্প দাম দিতে অগ্রসর হইবে। অথচ একজন ক্রেতা একটি সামগ্রীর যে বিভিন্ন মাত্রা ক্রয় করে, ক্রেতার নিকট উহাদের প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য থাকে বটে, কিন্তু উহাদের প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য থাকে না, একটি মাত্রা অপর যে কোন একটি মাত্রার সমান। সুতরাং শেষ মাত্রাটির ন্যূনতম প্রয়োজনীতার দিক দিয়া সে উহার ন্যূনতম মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে, এবং এই শেষ সামগ্রীর সে যে দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে, সেই দামেই অপর সকল মাত্রাগুলি বিক্রীত হইবে। কারণ একই সামগ্রা একই স্থানে বিভিন্ন দামে বিক্রয় হইতে পারে না।

ধরা যাউক আমি একই বস্ত্র অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতেছি। বস্ত্র বিক্রেতার নিকট এইরূপ বস্ত্র চারিখানি আছে এবং ঐ চারিখানি সে বিক্রয় করিবে; উহা বস্ত্রের যোগান (Supply)। ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে যোগান অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। এক্ষেত্রে চতুর্থ বস্ত্রটী যদি আমি ক্রয় করিতে রাজী হই তাহা হইলে উহা হইবে আমার প্রান্তিক্ খরিদ এবং উহার (অর্থাৎ ৪র্থ বস্ত্রটীর) প্রয়োজনীয়তা হইবে আমার নিকট বস্ত্রের প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা। ধরা যাউক ঐ ৪র্থ বস্ত্রটীর প্রয়োজনীয়তা হইল ৬৲ টাকা এবং ৬৲ টাকার অধিক মূল্যে আমি চতুর্থ বস্ত্রটী ক্রয় করিব না। বস্ত্র বিক্রেতা যদি চারিখানি বস্ত্র বিক্রয় করিতে চাহে (অর্থাৎ যোগান যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে) তাহা হইলে তাহাকে ৪র্থ বস্ত্রটীও বিক্রয় করিতে হইবে এবং উহা বিক্রয় করিতে হইবে ৬৲ টাকাতেই। কিন্তু একই ধরণের বস্ত্রের মধ্যে তো আর

দাম দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বলিয়া পার্থক্য নাই; সে ক্ষেত্রে একখানি বস্ত্র যদি ৬৲ টাকায় বিক্রয় হয় তাহা হইলে ঐ ধরণের অপর বস্ত্রগুলিও ৬৲ টাকাতেই বিক্রয় হইবে। বস্ত্রের প্রান্তিক্ প্রয়োজনীতা অনুযায়ীই বস্ত্রের দাম নির্দ্ধারিত হইল। অবশ্য ইহা হইবে সেই ক্ষেত্রে যেক্ষেত্রে, দাম নিরূপণে চাহিদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং যোগান থাকে অপরিবর্ত্তিত। *

চাহিদা—Demand

সামগ্রীর আকাঙ্খা হইতে চাহিদার উদ্ভব হয়, কিন্তু নিছক আকাঙ্খাই চাহিদা নহে। আকাঙ্খার সহিত আকাঙ্খিত সামগ্রীর জন্য মূল্য প্রদানের ইচ্ছা এবং মূল্য প্রদানের সক্ষমতা এই দুইটি যোগ হইল, আকাঙ্খা "চাহিদা"য় রূপান্তরিত হয়।

চাহিদার আবার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, চাহিদা বলতে একটি সামগ্রীর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের আকাঙ্খা বুঝাইবে; একটি সামগ্রীর শুধুমাত্র নাম করিয়া উহার চাহিদা করি বলিলে কিছুই বুঝা যায় না। সামগ্রীটির কতখানি পরিমাণ আমি চাহিদা করি, তাহা জানাইতে হইবে। কারণ একজন বিক্রেতা চাহিদার পরিমাণ না জানিলে, উহা মিটাইবার জন্য সামগ্রী যোগান করিবার কার্য্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, একটি সামগ্রীর কত পরিমাণ চাহিদা করিবে তাহা কোন ব্যক্তি ঐ সামগ্রীর দাম জানিবার পূর্ব্বে বলিতে পারে না। একটি সামগ্রীর কত পরিমাণে ক্রয় করা হইবে তাহা নির্ভর করে উহার দামের উপর। বিক্রেতা কতদামে ঐ সামগ্রী দিতে পারে তাহা জানিলে তবেই ক্রেতা বলিতে পারে কত পরিমাণে সে ঐ সামগ্রী কিনিবে। সুতরাং চাহিদার সহিত (১) ক্রয় করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা যুক্ত থাকিবে; অর্থাৎ চাহিদা হইল ক্রয় করিতে অগ্রসর হওয়া, নিছক ঔৎসুক্য বশতঃ দর যাচাই নহে; (২) চাহিদা বলিতে একটি সামগ্রীর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণকে বুঝাইবে এবং (৩) একটি নির্দ্দিষ্ট দামকেও বুঝাইবে। "চাহিদা বলিতে বুঝায় একটি নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীর সেই পরিমাণ যাহা একটি নির্দ্দিষ্ট দামে গৃহীত হইতে পারে" (ওয়াকার) †। অধ্যাপক বেন্‌হাম চাহিদার সংজ্ঞার

* "চাহিদায় দিক হইতে, কোন সামগ্রীর দাম বাস্তবক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত দেখিতে পাওয়া যায়, উহার প্রান্তস্থিত ভোগ কার্য্যের দ্বারা অর্থাৎ প্রান্তিক্ প্রয়োজনীতার দ্বারা"। ["We find, in fact, that the price of any commodity is governed, on the side of demand, by its utility at the margin of consumption i. e. by its marginal utility'—Cairncross]

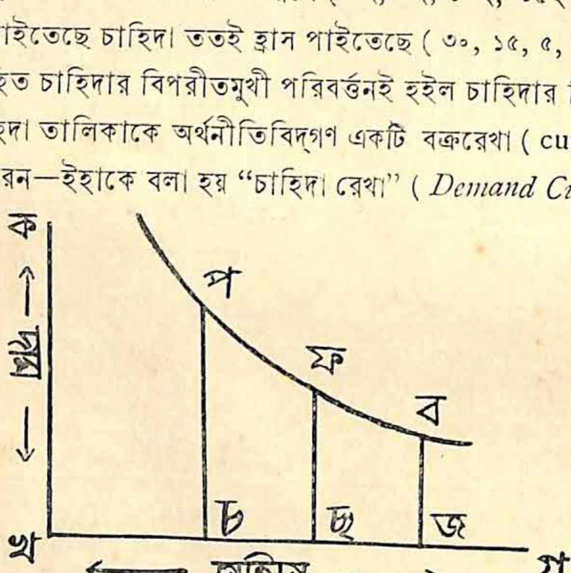
† "Demand means the quantity of a given article which would be taken at a given price"—Walker

তালিকা হইবে না। কারণ একই সামগ্রী কোন ক্রেতা অধিক আগ্রহের সহিত এবং কোন ক্রেতা কম আগ্রহের সহিত চাহিতে পারে। গরজ বা আগ্রহ অনুযায়ী কেহ হয়তো অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে কেহ বা অল্প দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুমান করা হয় যে বিভিন্ন ক্রেতার বিভিন্ন গরজ পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি হইয়া যায় এবং সমষ্টিগতভাবে বাজারের সমস্ত ক্রেতার কোন একটি সামগ্রী সম্পর্কে একটি চাহিদা তালিকা প্রস্তুত হইয়া যায়। * ইহাকেই বলা হয় "বাজার চাহিদা তালিকা" (Market demand schedule) যথা, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে,

বস্ত্রের দাম যখন ১৫ টাকা তখন বাজারে মোট বস্ত্রের চাহিদা হইবে ১ লক্ষ
বস্ত্রর দাম যখন ১০ টাকা তখন বাজারে মোট বস্ত্রের চাহিদা হইবে ৫ লক্ষ
বস্ত্রের দাম যখন ৮ টাকা তখন বাজারে মোট বস্ত্রের চাহিদা হইবে ১৫ লক্ষ
বস্ত্রের দাম যখন ৬ টাকা তখন বাজারে মোট বস্ত্রের চাহিদা হইবে ৩০ লক্ষ

এই তালিকাটি, অর্থাৎ "চাহিদা তালিকা"—"চাহিদার নিয়ম" এরই বাস্তব অভিব্যক্তি। উপর হইতে নিচের দিকে পাঠ করিলে (১৫৲, ১০৲, ৮৲, ৬৲) দেখা যাইবে দাম যত হ্রাস পাইতেছে চাহিদা তত বৃদ্ধি পাইতেছে (১, ৫, ১৫, ৩০)। আবার, নিচে হইতে উপর দিকে পাঠ করিলে (৬৲, ৮৲, ১০৲, ১৫৲) দেখা যাইবে দাম যত বৃদ্ধি পাইতেছে চাহিদা ততই হ্রাস পাইতেছে (৩০, ১৫, ৫, ১)। দামের পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদার বিপরীতমুখী পরিবর্ত্তনই হইল চাহিদার নিয়ম।

এইরূপ চাহিদা তালিকাকে অর্থনীতিবিদ্‌গণ একটি বক্ররেখা (curve) অঙ্কনের দ্বারা প্রদর্শন করেন—ইহাকে বলা হয় "চাহিদা রেখা" (*Demand Curve*)।



'**ক খ**' রেখাটী হইল দামের রেখা এবং '**খগ**' রেখাটী হইল চাহিদার রেখা।

* "The variety and the fickleness of individual action are merged in the comparatively regular aggregate of the action of many."—Marshall.

দাম যদি **'প চ'** হয় তাহা হইলে চাহিদা হইবে **'খ চ'**; দাম যদি **'ফ ছ'** হয় চাহিদা হইবে **'খ ছ'**; দাম যদি **'ব জ'** হয়, চাহিদা হইবে **'খ জ'**। এই ভাবে দামের রেখা যতই ক্ষুদ্র হইবে (অর্থাৎ দাম কমিবে) চাহিদার রেখা ততই বৰ্দ্ধিত হইবে (অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে); এবং দাম ও চাহিদাকে যোগ করিয়া **'ক'** হইতে **'গ'** অবধি রেখা টানিলে উহা ক্রমিক নিম্নগামী (sloping downwards) একটি বক্ররেখার আকারে অঙ্কিত হইবে।

চাহিদার পরিবর্ত্তন কোন্ বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল—Factors upon which Changes in Damand depend

(১) সামগ্রীর বিনিময়ের জন্য মুদ্রা ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ সামগ্রীর পরিবর্ত্তে মুদ্রা প্রদত্ত হয় এবং মুদ্রার পরিবর্ত্তে সামগ্রী প্রদত্ত হয়। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে জনসাধারণের মুদ্রানুযায়ী আয় (money income) বৰ্দ্ধিত হয় এবং বিভিন্ন পর্য্যায়ের সম্পত্তির মুদ্রাহিসাবী মূল্যেরও (Money value) বৃদ্ধি হয়। ইহাতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে মুদ্রার পরিমাণ কমিলে জনসাধারণের মুদ্রা উপার্জ্জন এবং তাহাদের সম্পত্তির মুদ্রামূল্য হ্রাস পায়; সেক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষ হইতে সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইতে বাধ্য।

(২) একজন ব্যক্তি তাহার মুদ্রা উপার্জ্জনের (Money income) দ্বারা যে পরিমাণ সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করিতে পারে উহা হইল তাহার প্রকৃত উপার্জ্জন (Real income)। উৎপাদনের নূতন পদ্ধতি প্রয়োগে অল্প ব্যয়ে অধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন সম্ভব হইলে জনসাধারণের প্রকৃত উপার্জ্জন বৰ্দ্ধিত হয়। প্রকৃত উপার্জ্জন বৰ্দ্ধিত হইলে একজন ব্যক্তি সস্তা নিম্নতর ধরণের সামগ্রীর পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট বা উচ্চতর পর্য্যায়ের সামগ্রী ক্রয় করিতে থাকিবে। এই প্রকৃত উপার্জ্জনের বৃদ্ধি যদি যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে তাহা হইলে পূর্ব্বে ক্রয় করে নাই এরূপ সামগ্রীও সে ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে এই উৎকৃষ্ট ধরণের বা নূতন ধরনের সামগ্রীর চাহিদা বৰ্দ্ধিত হইবে। "যে সকল সামগ্রী পূর্ব্বে বিলাস সামগ্রী বা অর্দ্ধ বিলাস সামগ্রীরূপে বিবেচিত হইত, প্রকৃত উপার্জ্জনের বৃদ্ধির দ্বারা সেইগুলির চাহিদা নিম্ন পর্য্যায়ের সামগ্রীর চাহিদা অপেক্ষা বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে। একজন ব্যক্তি প্রকৃত উপার্জ্জনের শতকরা বৃদ্ধির তুলনায় কোন সামগ্রীর শতকরা যে পরিমাণ চাহিদা বৃদ্ধি করে, অথবা সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে শতকরা হিসাবে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধিকে শতকরা হিসাবে প্রকৃত উপার্জ্জনের বৃদ্ধির দ্বারা ভাগ করিলে

যাহা দাঁড়ায়, তাহা কখন কখন চাহিদার উপার্জ্জনগত সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতারূপে অভিহিত হইয়া থাকে (Income elasticity of demand.)।" *

(৩) জনসংখ্যা পরিবর্ত্তনের দ্বারা কোন সামগ্রীর চাহিদা পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কারণ জনসংখ্যার পরিবর্ত্তনের অর্থ হইল কোন সামগ্রীর চাহিদাকারীর সংখ্যায় পরিবর্ত্তন। তবে কোন্ সামগ্রীর চাহিদার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা জনসংখ্যায় কি ধরণের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহার উপরে নির্ভর করে। যথা বহিরাগমণের দ্বারা যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বহিরাগতগণ যে সামগ্রী অধিক পছন্দ করে সে সামগ্রীর চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পাইবে। যদি মৃত্যুহার অপেক্ষা জন্মহার অধিক হয় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের যে সামগ্রীর প্রয়োজন অন্যান্য সামগ্রীর তুলনায় সে সামগ্রীর চাহিদা অধিক হইবে।

(৪) সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বা বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ বণ্টনের যদি পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা হইলে কোন সামগ্রীর অধিক চাহিদা হইবে এবং কোন সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইবে। যদি ধনবান ব্যক্তিদের আর্থিক সঙ্গতি হ্রাস পাইয়া দরিদ্রদিগের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে যে সামগ্রীগুলি বিশেষভাবে ধনীগণ পছন্দ করিত তাহার চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং যে সামগ্রীগুলি বিশেষভাবে অপর শ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন উহাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও বিভিন্ন পর্যায়ের সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। বাণিজ্যে সমৃদ্ধি (prosperity) উপস্থিত হইলে ভোগ সামগ্রী অপেক্ষা উৎপাদন সামগ্রীর চাহিদার বৃদ্ধি পায়।

(৬) অপর কোন সামগ্রীর মূল্যের পরিবর্ত্তনের দরুণ কোন একটি বিশেষ সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। যদি দুইটি সামগ্রী থাকে যাহারা পরস্পরের মধ্যে পরিবর্ত্ত (substitutes) এবং একটি সামগ্রীর যদি দাম কমিয়া যায় তাহা হইলে ক্রেতাগণ দাম হ্রাসপ্রাপ্ত সামগ্রীটির অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে এবং অপর সামগ্রীটির চাহিদা হ্রাস পাইবে।

---

*"Thus a rise in the real incomes will tend to increase the demand for goods previously regarded as luxuries or semiluxuries more than for goods of an "inferior" type. The percentage increase in a person's demand for a good due to a I per cent increase in his real income, or, more generally, the percentage in the amount demanded divided by the percentage increase in his income, is sometimes called his "income-elasticity of demand" for that good."
—*Benham*, Economics p. 72.

(৭) মানুষের অভ্যাস বা পছন্দের পরিবর্ত্তনের জন্য বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদার তারতম্য ঘটিতে পারে।

চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা—Elasticity of Demand.

চাহিদার একটি বৈশিষ্ট্য হইল উহার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা। কোনও সামগ্রীর দামের কতখানি পরিবর্ত্তনের দ্বারা উহার চাহিদার কতখানি পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা নিরূপিত হয়। দাম পরিবর্ত্তন হইলে চাহিদার পরিবর্ত্তন যদি অল্পই ঘটে তাহা হইলে সামগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারবিহীন (Inelastic Demand) রূপে গণ্য হয়; অপরপক্ষে দামের একটি নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্ত্তন যদি অত্যধিক ঘটে তাহা হইলে ঐ চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম বলিয়া অভিহিত হয় (Elastic Demand)। আবার দামের নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদার যদি এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে যাহাকে অল্পও বলা চলে না অধিকও বলা চলে না তাহা হইলে চাহিদার সঙ্কোচ প্রসারক্ষমতা সমহার বিশিষ্টরূপে অভিহিত হয় (Elasticity of Demand is unity)।

যখন কোন সামগ্রীর দাম পরিবর্ত্তন হইয়া উহার চাহিদা এইরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে পূর্ব্বের যত মুদ্রার মাল বিক্রয় হইয়াছিল পরেও তত মুদ্রারই মাল বিক্রয় হইল তাহা হইলে চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা হয় সমহার বিশিষ্ট—অর্থাৎ যদি সামগ্রীটির যত পরিমাণ চাহিদা করা হইয়াছে তাহার সহিত সামগ্রীটির প্রতিমাত্রার দাম গুণ করিলে মোট প্রদত্ত মূল্যের পরিমাণ অপরিবর্ত্তিতই থাকে—ধরা যাউক একটি সামগ্রীর দাম ২০৲ টাকা, ঐ দামে ১০০টি সামগ্রী বিক্রয় হইয়া থাকে; তাহা হইলে ঐ সামগ্রীটির জন্য সমাজের সকল ভোগকারীদের মোট ব্যয় হইল ২০০০৲ টাকা। ঐ সামগ্রীটির দাম কমিয়া হয়ত ১০৲ টাকায় দাঁড়াইল এবং ঐ দামে উহার চাহিদা হইল ২০০টি সামগ্রী; তাহা হইলে এক্ষণে ঐ সামগ্রীটির জন্য মোট ব্যয় হইবে ২০০+১০৲=২০০০৲ টাকা অর্থাৎ পূর্ব্বেরই সমপরিমাণ মুদ্রা। ধরা যাউক দাম আরও কমিয়া ৫৲ টাকা হইল এবং ঐ দামে মোট চাহিদা হইল ৪০০; এক্ষেত্রে ঐ সামগ্রীটির জন্য মোট ব্যয় হইবে ৪০০×৫=২০০০৲। এ সকল ক্ষেত্রে সামগ্রীর দাম পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু সামগ্রীটির উপর সকল ভোগকারীদিগের মোট ব্যয় অপরিবর্ত্তিতই থাকিতেছে। চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা এ ক্ষেত্রে সমহার বিশিষ্ট (Elasticity is unity)।

অপর পক্ষে, দাম পরিবর্ত্তন হইলে চাহিদার যদি এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে যাহাতে ঐ সামগ্রীটির উপর যে মোট ব্যয় করা হইল তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে তাহা

হইলে বলা হয় যে সামগ্রীটির চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম (demand is elastic)। যথা একটি সামগ্রীর ১০৲ টাকা দাম থাকিলে উহার চাহিদা হয় ২০০ অর্থাৎ মোট ব্যয় ২০০০৲ টাকা। ধরা যাউক উহার দাম হ্রাস পাইয়া ৭৲ টাকা হইল এবং দাম হ্রাস পাইবার দরুণ চাহিদা ২০০ হইতে বদ্ধিত হইয়া ৩০০ তে পরিণত হইল ; এক্ষেত্রে ঐ সামগ্রীটির উপর সকল ভোগকারীদিগের মোট ব্যয় হইবে ৩০ × ৭৲ = ২১০০৲ টাকা। পূর্ব্বকার মোট ব্যয় অপেক্ষা পরিবর্ত্তিত পরিমাণের উপর মোট ব্যয় (সামগ্রাটির দাম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও) অধিক হইল। এক্ষেত্রে উহার চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম।

অপরপক্ষে এইরূপও ঘটিতে পারে যে দাম পরিবর্ত্তন হইবার দরুণ চাহিদার পরিবর্ত্তন হইল কিন্তু দাম পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ঐ সামগ্রীটির উপর মোট যত মুদ্রা ব্যয় হইত এক্ষণে মোট ব্যয় হইবে তাহা অপেক্ষাও অল্প। ধরা যাউক ৭৲ টাকা দামে একটি সামগ্রীর চাহিদা ৩০০ ছিল বলিয়া উহার দরুণ মোট ব্যয় ছিল ২১০০৲ টাকা। সামগ্রীর মুল্য হয়ত ৭৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকায় হ্রাস পাইল এবং ৬৲ টাকা দামে ৩৪০টি সামগ্রীর চাহিদা হইল। এক্ষেত্রে সামগ্রীটির উপর মোট ব্যয় হইবে ৩৪০ × ৬৲ = ২০৪০৲ অর্থাৎ ২১০০৲ টাকা অপেক্ষা কম। এক্ষেত্রে চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারবিহীন।

বিভিন্ন সামগ্রীর বিভিন্নরূপ সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা থাকে, এইরূপ ঘটাই স্বাভাবিক কারণ বিভিন্ন সামগ্রীর জন্য ক্রেতাসাধারণের বিভিন্ন প্রকার গরজ থাকে। সকল সামগ্রীই একই ভাবে প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু লক্ষ করা প্রয়োজন যে একই সামগ্রীর বিভিন্ন দামে বিভিন্নরূপ সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

দাম	চাহিদা	মোট ব্যয়	
১০৲	২০০	২০০০৲	সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা সমহার বিশিষ্ট (unity)
৮৲	২৫০	২০০০৲	
			সঙ্কোচপ্রসারক্ষম চাহিদা (elastic)
৭৲	৩০০	২১০০৲	সঙ্কোচ প্রসার বিহীন (Inelastic)
৬৲	৩৪০	২০৪০৲	

কোন্ সামগ্রীর চাহিদা কিরূপ সঙ্কোচ প্রসারক্ষম—Elasticity of Demand for Various Goods

উপার্জ্জন অনুযায়ী যদি জনসাধারণকে বিভিন্ন পর্য্যয়ে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে কোন সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা এক এক পর্য্যায়ের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তির নিকট এক এক প্রকার হইবে। একই সামগ্রীর দাম পরিবর্ত্তন হইলে,

জনসাধারণের মধ্যে এক শ্রেণী তাহাদের পক্ষে ঐ সামগ্রীর চাহিদা বর্দ্ধিত করিবে, অপর কোন এক শ্রেণী হয়তো তাহাদের ঐ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি করিবে না। যাহারা চাহিদা পরিবর্ত্তন করিবে, তাহারাও যে একই ভাবে উহার পরিবর্ত্তন করিবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। ধরা যাউক, ফাউণ্টেন পেন্‌এর মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইল। যাহারা অতিশয় ধনী তাহাদের পক্ষে ফাউণ্টেন পেনের চাহিদা বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উহার চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা আবার একটি সামগ্রীর দামের বিভিন্ন স্তরের উপর নির্ভরশীল। অনেক সামগ্রীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে দাম যখন অধিক থাকে, তখন তাহার একটু পরিবর্ত্তনে, চাহিদা বিশেষ ভাবেই সাড়া দেয় (অর্থাৎ সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা অধিক) কিন্তু দাম যতই হ্রাস পায়, ততই লোকে উহা প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিবার সুযোগ পায়; এবং যতই প্রচুর পরিমাণে উহার ক্রয় করিবার সুযোগ পাওয়া যায় ততই উহার চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। অবশেষে এরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় যখন দামের হ্রাস বৃদ্ধি চাহিদার পরিমাণে খুব নগন্যই প্রতিক্রিয়া ঘটায়। যথা আলপিন যদি এক পয়সায় এক ডজন কিনিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে উহার সামান্য একটু দাম বৃদ্ধিতে বা হ্রাসে চাহিদার কোনই পরিবর্ত্তন না হইতে পারে। সামগ্রীর প্রকৃতির উপরেও উহার চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা নির্ভরশীল। যে সকল সামগ্রী আবশ্যকীয় সামগ্রী (Necessaries) রূপে বিবেচ্য, উহাদের চাহিদা সাধারণতঃ সঙ্কোচপ্রসার বিহীন (Inelastic demand)। কারণ উহাদের দাম বৃদ্ধি হইলেও সাধারণ ব্যক্তি উহা একই পরিমাণে ক্রয় করিতে বাধ্য এবং দাম হ্রাস হইলে, পূর্ব্বেই তাহারা প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্রয় করিত বলিয়া এক্ষণে আর ক্রয় বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই। আরাম সামগ্রী বা বিলাস সামগ্রীর দাম পরিবর্ত্তন হইলে, চাহিদার পরিবর্ত্তন হইতে পারে অধিক; কারণ এইগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া দাম বৰ্দ্ধিত হইলে অনেকেই ইহার চাহিদা পরিত্যাগ করিতে পারে এবং এইগুলির আকাঙ্খা অনেকের মধ্যে ব্যাপক ভাবে নিহিত থাকে বলিয়া দাম হ্রাস পাইলে অনেকেই এইগুলি ক্রয় করিতে অগ্রসর হইবে। তবে সামগ্রীর প্রকৃতি অনুযায়ী উহার চাহিদার সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা বিভিন্ন শ্রেণীর আর্থিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতেও বিচার করা প্রয়োজন। অতি দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষে জীবন ধারণের আবশ্যকীয় সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইলে, উহার চাহিদা সবিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে। বিলাস সামগ্রী বা আরাম সামগ্রীর দাম কমিলে অতি ধনী এবং অতি দরিদ্রের পক্ষ হইতে উহার চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিবে না; প্রথম শ্রেণীর পক্ষে উহা বৃদ্ধি ঘটিবে না কারণ তাহারা পূর্ব্ব হইতেই

উহা যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করিতেছে এবং অপর শ্রেণীর পক্ষে উহা ঘটিবে না কারণ ঐ সামগ্রীর দাম যতই হ্রাস প্রাপ্ত হউক, উহা বরাবরই তাহাদের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে থাকিবে। একটি সামগ্রীর যদি বহুবিধ ব্যবহার থাকে—(যথা বৈদ্যুতিক শক্তি) তাহা হইলে উহার চাহিদা হইবে বিশেষ সঙ্কোচ প্রসার ক্ষম, কারণ দাম কমিলে উহা বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে এবং বাড়িলে উহা কেবল সেই কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে, যে কার্য্যে উহার ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজন বা সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক। পরিবর্ত্ত-সামগ্রীর (substitutes) অস্তিত্বের দ্বারাও, কোন সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা অধিক হইবে। চিনি ও গুড় পরিবর্ত্ত-সামগ্রী—চিনির দাম অধিক হইলে, চিনির চাহিদা হ্রাস পাইয়া গুড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। চিনির চাহিদা এক্ষেত্রে সঙ্কোচ প্রসারক্ষম।

মোটামুটি বলিতে গেলে নিম্নরূপ ক্ষেত্রগুলিতে চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা হয় অধিক :

(ক) যে সকল ক্ষেত্রে একটি সামগ্রীর অনেক এবং উৎকৃষ্ট পরিবর্ত্ত-সামগ্রী (substitutes) আছে। এরূপ ক্ষেত্রে মূল সামগ্রীটির দাম বৃদ্ধি পাইলে বহু ব্যক্তিই উহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পরিবর্ত্ত সামগ্রীর ব্যবহার শুরু করিবে ; অপর পক্ষে ইহার দাম কমিলে, বহু ব্যক্তি উহার পরিবর্ত্ত সামগ্রীগুলি ব্যবহার হ্রাস করিয়া এই সামগ্রীটির ব্যবহার বৃদ্ধি করিবে।

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কোন সামগ্রীর দাম অপেক্ষাকৃত অধিক। অপেক্ষাকৃত দামী সামগ্রীগুলি ক্রেতাদিগের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় ও লোভনীয় থাকে ; সেগুলির দাম কমিলে ক্রেতাগণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উহা ক্রয় করিতে প্রণোদিত হইবে। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বড় কথা হইল যে পূর্ব্বে উহা কিনিতে পারিত না এরূপ বহু ব্যক্তি—অর্থাৎ আরও নিম্নতর আয়ের শ্রেণীভূক্ত ব্যক্তি—উহা ক্রয় করিতে অগ্রসর হইবে। যত নিম্নতর আয়ের শ্রেণীতে লক্ষ্য পড়িবে ততই দেখা যাইবে ঐ শ্রেণীভূক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থাৎ মাসে ৪০০৲ টাকা আয় করে এরূপ লোকের সংখ্যা যদি ২০০০ হয় তাহা হইলে মাসে ৩০০৲ টাকা আয় করে এরূপ লোকের সংখ্যা হইবে ৪০০০, মাসে ২০০৲ টাকা আয় করে এরূপ লোকের সংখ্যা হইবে ৭০০০, মাসে ১০০৲ টাকা আয় করে এরূপ লোকের সংখ্যা হইবে ১২০০০... ইত্যাদি। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অধিক দামের সামগ্রীর দাম কমিবার দরুণ উহা নিম্নতর আয়-শ্রেণীর আওতার মধ্যে আসিয়া যায়, তাহা হইলে উহার খরিদ্দার সংখ্যা সহসা খুবই বৃদ্ধি পাইয়া যায়।

(গ) যে সকল ক্ষেত্রে কোন একটি সামগ্রীর একাধিক ব্যবহার থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে

সামগ্রীটির দাম কমিলে যে কাজে উহা পূর্ব্বে ব্যবহার করা হইত না সে সকল কাজে এক্ষণে ব্যবহার করা পোষাইবে। সুতরাং উহার চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে হঠাৎ দাম বৃদ্ধি পাইলে, যে সকল ক্ষেত্রে উহার কম প্রয়োজনীয়তা আছে সেই সকল ক্ষেত্রে উহার ব্যবহার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং উহার চাহিদা খুবই বেশী হ্রাস পাইবে।

অপরপক্ষে নিম্নরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা হইবে কম ঃ

(ক) যে সকল ক্ষেত্রে দুইটি সামগ্রী একই সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে সে সকল ক্ষেত্রে একটি সামগ্রীর দাম কমিলে বা বাড়িলে (অপর সামগ্রীটির দাম যদি না কমে বা বাড়ে) উহার চাহিদায় বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইবে না। পেট্রোলের দাম যদি না কমে শুধু মটরগাড়ীর দাম কমিলে মটরগাড়ীর চাহিদা এমন কিছু বাড়িবে না ; বা মটরগাড়ীর দাম যদি না কমে, শুধু পেট্রোলের দাম কমিলে পেট্রোলের চাহিদা তেমন কিছু বাড়িবে না।

(খ) যে ক্ষেত্রে কোন সামগ্রী অল্প দামে অধিক পরিমাণেই কিনিতে পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে কম আয়ের ব্যক্তিরাও উহা যথেষ্ট পরিমাণেই কিনিয়া থাকে। এক্ষেত্রে দামের কিছুটা হ্রাস বা কিছুটা বৃদ্ধি উহার চাহিদাতে বিশেষ কিছুই তারতম্য ঘটাইবে না।

(গ) যে ক্ষেত্রে কোন সামগ্রী অত্যাবশ্যক রূপে বিবেচিত হয় অথচ উহার উৎকৃষ্ট কোন পরিবর্ত্ত-সামগ্রী নাই সেক্ষেত্রে দামের হ্রাস বৃদ্ধিতে চাহিদার কোন বিশেষ তারতম্য ঘটিবে না।

দাম-গত এবং আয়-গত সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা—Price Elasticity and Income-Elasticity of Demand

অর্থনীতিবিদ্‌গণ চাহিদার দাম-গত সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা (Price-elasticity) এবং চাহিদার আয়-গত সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা (Income-elasticity) এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য বিধান করিয়া থাকেন। দামে নির্দ্দিষ্ট হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা সামগ্রীর চাহিদার যে অনুপাতে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে উহাকে চাহিদার দামগত সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা বলা হইয়া থাকে (Price-elasticity)। উপরে চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা রূপে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে, উহা এই দামগত সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা।

কিন্তু সামগ্রীর চাহিদা শুধু দামের পরিবর্ত্তনের উপরেই নির্ভর করে না ; উহা ব্যক্তির আয়ের পরিমাণের উপরেও নির্ভর করে। কোন সামগ্রীর দাম অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও ব্যক্তির আয়ের তারতম্য ঘটিবার দরুণ উহার চাহিদায় পরিবর্ত্তন হইতে

পারে। যথা উপার্জ্জন যত বৃদ্ধি পায় ততই উহার কম অনুপাত নিছক অত্যাবশ্যক সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হয় এবং ততই উহার অধিকতর অনুপাত আরাম সামগ্রী ও বিলাস সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হয়। সুতরাং আয় অনুযায়ী বিভক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ের তারতম্য ঘটিলে, সামগ্রীর দামে পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও উহার চাহিদায় পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে; এবং বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদায় বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। সুতরাং আয়-গত সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা বলিতে বুঝায় উপার্জ্জনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিবার দরুণ বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির অনুপাত—"উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তনে চাহিদার সাড়া দিবার ক্ষমতা" ("responsiveness of demand to a change in income")।

সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার বাস্তব গুরুত্ব—Practical Importance of Elasticity

চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা তত্ত্বের বাস্তব গুরুত্ব সমধিক। এই বাস্তব গুরুত্ব দামগত সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার (Price-elasticity) ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, আবার আয়গত সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার (Income-elasticity) ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়।

দামগত সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতার বাস্তব গুরুত্ব মোটামুটি তিনটি ক্ষেত্রে: **প্রথমতঃ,** সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে—প্রত্যেক উৎপাদনকারীই চাহে যে তাহার সামগ্রীর যথাসম্ভব অধিক দাম হউক। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দাম বাঁধিবার সময়ে তাহাকে নিজ সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা অনুযায়ী চলিতে হইবে। চাহিদা যদি অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয় তাহা হইলে সামান্য একটু দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা অনেক কমিয়া যাইতে পারে এবং সামান্য দাম বৃদ্ধির জন্য সেক্ষেত্রে উৎপাদনকারী অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। অপর পক্ষে সামান্য একটু দাম কমাইলে সামগ্রীটির কাটতি হইবে অনেক বেশী; সেক্ষেত্রে দাম কম বাঁধিয়াও উৎপাদনকারীর লাভ হইবে অনেক বেশী। বিপরীত ক্ষেত্রে সামগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারবিহীন হইলে সামগ্রীটির সামান্য একটু দাম কমাইলেও উহার চাহিদা বিশেষ কিছু উৎসাহিত হইবে না এবং উহার সামান্য একটু দাম বাড়াইলে, উহার চাহিদা বিশেষ কিছু কমিয়া যাইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী সামগ্রীটির দাম একটু বৃদ্ধি করিয়াই অধিক লাভের আশা করিতে পারে। একই উৎপাদনকারী যদি বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করে এবং এই সামগ্রী-গুলির এক একটির চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা এক এক রূপ হয় তাহা হইলে

ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীর দাম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্দ্ধারিত হইবে। সংযুক্ত (Joint-supply goods) যোগানের সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই নীতি বিশেষভাবেই কার্য্যকরী হয়। একই খরচায় যখন দুইটি সামগ্রী উৎপাদন হয় (যথা পশম ও মাংস) তখন দুইটি সামগ্রীর ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন খরচা হিসাব করা সম্ভব হয় না; এক্ষেত্রে কোন সামগ্রীর কিরূপ দাম বাঁধা হইবে তাহা প্রত্যেক সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা অনুযায়ীই স্থির করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। ঠিক এই নীতি অনুযায়ী, কোন প্রতিষ্ঠান যদি বিভিন্ন প্রকার কার্য্য প্রদান করে তাহা হইলে এই বিভিন্ন কার্য্যের চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন দাম স্থির করিবে। যথা রেলপথ বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী বহন করে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীর বহন-খরচা ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে সামগ্রী বহন-খরচার যতখানি চাপ সহ্য করিতে পারিবে সে সামগ্রীর নিকট হইতে অধিক বহন খরচা আদায় করা হইবে। ইহা প্রকারান্তরে চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার নীতিরই প্রয়োগ (অর্থাৎ বিভিন্ন সামগ্রীর পক্ষে রেলপথের পরিবহনের চাহিদা কিরূপ)।

দ্বিতীয়তঃ, চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত থাকে। একটি দেশ নিজের উৎপাদিত সামগ্রীর কত পরিমাণ দিয়া বিদেশের উৎপাদিত সামগ্রীর কত পরিমাণ পাইবে—উহা নির্ভর করিবে প্রত্যেক দেশের অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর। ভারত যদি পাকিস্থানে চাউল এবং পাকিস্থান যদি ভারতে গম রপ্তানী করে, তাহা হইলে ভারত কতখানি চাউল দিয়া কতখানি গম পাইবে উহা নির্ভর করিবে ভারতের পক্ষে পাকিস্থানের গমের চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর এবং পাকিস্থানের পক্ষে ভারতের চাউলের চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর। *

তৃতীয়তঃ, সরকার কর্ত্তৃক কর সংগ্রহের কার্য্যেও চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়। সরকার সামগ্রীর উপর কর স্থাপন করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ক্রেতাগণ ঐ সামগ্রী ক্রয় করিলেই দামের সহিত কর প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং সরকার কোন সামগ্রীর চাহিদা কিরূপ সঙ্কোচ প্রসার ক্ষম তাহা বিবেচনা করিয়াই কর আরোপ করিতে বাধ্য থাকেন। যে সামগ্রীর চাহিদা বেশী সঙ্কোচ প্রসারক্ষম সে সামগ্রীর উপর বেশী কর আরোপ করিবার অবকাশ নাই, কারণ এক্ষেত্রে কর আরোপের দ্বারা দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা খুবই হ্রাস পাইবে এবং কর আদায় হইবে কম। যে

* ইহার বিস্তারিত আলোচনার জন্য "আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সামগ্রীর চাহিদা কম সঙ্কোচ প্রসারক্ষম সে সামগ্রীর উপর কর আরোপ করিলে, উহার দাম সামান্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, উহার চাহিদা বিশেষ হ্রাস পাইবে না; এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে অধিক কর আদায় করা সম্ভব।

চতুর্থতঃ, আয়-গত চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতারও বিশেষ বাস্তব গুরুত্ব রহিয়াছে। আমরা উপার্জ্জনের ভিত্তিতে জনগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি এবং উপার্জ্জনের ভিত্তিতে বিভক্ত এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদা বিভিন্ন প্রকার। যে শ্রেণীর আয় বৃদ্ধি পায় উহার নিকট কোন কোন সামগ্রীর চাহিদা অন্যান্য সামগ্রীর অনুপাতে অধিক বৃদ্ধি পায়; যথা তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ের কম অংশ খাদ্যদ্রব্যে ব্যয় করে এবং অধিক অংশ আরাম সামগ্রী বা বিলাস সামগ্রীর উপর এবং আমোদ প্রমোদের উপর ব্যয় করে। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের আয়গত সঙ্কোচ প্রসারক্ষমতা অপেক্ষা বিলাস সামগ্রী বা আমোদ আহ্লাদের আয়গত সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা অধিক। সুতরাং দেশে যখন সমৃদ্ধি আসিতে থাকে, তখন কোন সামগ্রীর দাম অধিক বৃদ্ধি পায় কেন এবং কোন সামগ্রীর দাম কম বৃদ্ধি পায় কেন, তাহা বুঝিতে হইলে আয়গত সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়। কোন দেশ যদি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে এইরূপ আয়গত সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা হিসাব করিয়া অনুমান করিতে হইবে, কোন পর্য্যায়ের সামগ্রীর ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে অপেক্ষাকৃত অধিক এবং পর্য্যায়ের সামগ্রীর ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে অপেক্ষাকৃত কম।

প্রান্ত সম্পর্কীয় ধারণার তত্ত্বমূলক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব*—Theoretical and Practical Importance of the Concept of Margin

কোন সামগ্রী যদি আমাদের নিকট এরূপ অধিক পরিমাণে থাকে যাহাতে উহা ফেলাইয়া ছড়াইয়া অর্থাৎ যদৃচ্ছভাবে, ব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যে ব্যবহার করা উহা অধিক প্রয়োজনীয় এবং কোন্ কার্য্যে ব্যবহার করা উহা কম প্রয়োজনীয় ইহা হিসাব করিয়া আমরা উহার ব্যবহার করি না। কিন্তু যখনই উহা সকল প্রকার ব্যবহারের তুলনায় সীমাবদ্ধ পরিমাণে লভ্য হয়, তখনই হিসাব করিয়া উহা ব্যবহার করি। জল যদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, উহা বিভিন্ন কার্য্যে

* "There is no conception in modern economics of which such extensive use is made or which is so fundamental to an understanding of the subject, as the conception of the margin." Cairncross—Economics.

যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়; কিন্তু উহার পরিমাণ যদি সীমাবদ্ধ হয় তাহা হইলে কত পরিমাণ জল রন্ধনে, কত পরিমাণ পানে এবং কত পরিমাণ স্নানে ব্যবহার করিব, তাহা হিসাব করিয়া ব্যবহার করিতে বাধ্য হই।

আমাদের প্রত্যেকের যে আর্থিক সঙ্গতি আছে তাহা সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতির দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী ক্রয় করি এবং এই আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার দরুণ কোন্ সামগ্রী ক্রয়ে উহার অধিক ব্যবহার এবং কোন্ সামগ্রী ক্রয়ে উহার অল্প ব্যবহার সঙ্গত তাহা হিসাব করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু এই হিসাবটী কি? এই হিসাব হইল প্রান্তের হিসাব। প্রান্তের হিসাবে যথাযথ মনোযোগ দিলে, অর্থাৎ প্রান্ত সম্বন্ধে সঠিক অবহিত থাকিলে, সীমাবদ্ধ উপার্জ্জনের সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবহার হয়। আর্থিক সঙ্গতি হইল বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী ক্রয় করিবার সামর্থ্য। একটি সামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয় করিলে অপরাপর সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। যে সামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতেছি উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতেছে এবং উহার দরুণ অর্থব্যয় হইতেছে বলিয়া অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা ব্যাহত হইতেছে, সুতরাং অন্যান্য সামগ্রীর প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এক সামগ্রী হইতে যদি আমরা অধিক প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা পাই এবং অপর সামগ্রী হইতে আমরা কম প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা পাই তাহা হইলে আমাদের সমগ্র ব্যয় হইতে মোট সন্তুষ্টি হইবে কম। সেই কারণে আমাদের সীমাবদ্ধ ব্যয় ক্ষমতা আমরা প্রত্যেক সামগ্রীর মধ্যে এরূপভাবে প্রয়োগ করি যাহাতে প্রত্যেক সামগ্রী হইতে আমরা সম পরিমাণ তৃপ্তি পাইতে পারি। আমি যদি মনে করি আর একটি ধুতি কিনিলে আমি যতখানি তৃপ্তি পাইব তাহা অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি পাইব আর একটি জামা কিনিলে, তাহা হইলে আর ধুতি না কিনিয়া জামা কিনিব, অর্থাৎ ধুতির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা জামার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অধিক। কিন্তু জামাটি কিনিবার পর উহার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইয়া ধুতির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার সমান হইবার দিকে অগ্রসর হয়। অধিক জামা কিনিয়া যখন জামার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইয়া ধুতির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার সমান হইবে তখন আর অধিক ধুতি কিনিব, না অধিক জামা কিনিব, ইহার বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হইবে না—অথচ প্রয়োজনীয় সামগ্রী অল্প কিনিয়াছি এবং অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী অধিক কিনিয়াছি এরূপ আক্ষেপও থাকিবে না। শুধু দুই একটি সামগ্রীর ক্ষেত্রেই নহে, আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার দ্বারা যতপ্রকার সামগ্রী ক্রয় করি, সকল প্রকার সামগ্রীর ক্রয়েই এইরূপ প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হিসাব

করিয়া কার্য্য করি। যখনই দেখা যায় একটি সামগ্রীর প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অল্প এবং অপর কোন সামগ্রীর প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অধিক, তখনই আমরা আমাদের ক্রয় ক্ষমতা প্রথম সামগ্রী হইতে দ্বিতীয় সামগ্রীতে পরিবর্ত্তন করিয়া দেই এবং এরূপ ভাবে মোট ক্রয় ক্ষমতা (total purchasing power) ব্যবহার করি যাহাতে প্রত্যেক সামগ্রী হইতে লভ্য প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা সমান হয়।* ইহাকে বলা হয় "সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীতার নিয়ম" (*Law of equi-marginal utility*); যখনই মোট ব্যয় হইতে সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা না ঘটে তখনই আক্ষেপের কারণ ঘটে এবং অপচয় বলিতে যাহা বুঝি তাহা হইল ইহাই। মোট ব্যয় হইতে সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা লাভ হইলে মোট সন্তুষ্টি ঘটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সেইজন্য সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়মটি "সর্ব্বোচ্চ তৃপ্তির মতবাদ" (*Doctrine of Maximum Satisfaction*) রূপেও পরিচিত।

প্রান্তের ধারণা শুধুই যে বর্ত্তমানের ভোগকার্য্যের ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী তাহা নহে, একদিকে বর্ত্তমানের ভোগকার্য্য এবং অপরদিকে ভবিষ্যতের ভোগকার্য্য (অর্থাৎ সঞ্চয়) এই দুইটির মধ্যে উপার্জ্জন বণ্টনের ক্ষেত্রেও সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়ম প্রযুক্ত হয়। "একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল প্রকার ব্যবহারের মধ্যেই তাহার সঙ্গতি এরূপভাবে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হইবে যাহাতে ঐ সকল ব্যবহারের প্রত্যেকটি হইতে অভিন্ন প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা লাভ করা যায়।" ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতটুকু উদ্বেগ আছে এরূপ যে কোন ব্যক্তি তাহার উপার্জ্জনকে

* মার্শাল এই বিষয়টা এইরূপ উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতেছেন: 'The primitive housewife finding that she has a limited number of hanks of yarn from the year's shearing, considers all the domestic wants for clothing and tries to distirbute the yarn between them in such a way as to contribute as much as possible to the family well-being. She will think that she has failed, if when it is done, she has reason to regret that she did not apply more to making, say socks and less to vests...But if, on the other hand, she hit on the right points to stop at, then she made just so many socks and vests that she got an equal amount of good (হিত) out of the last bundle of yarn that she applied to socks and the last she applied to vests...If a person has a thing that he can put to several uses, he will distribute it between these uses in such a way that it has the same marginal utility in all." Marshall—Economics of Industry. p. 75.

ব্যয় ও সঞ্চয়ের মধ্যে এরূপভাবে বিভাগ করিবার চেষ্টা করে যাহাতে তাহার উপার্জ্জনের অংশ হইতে ভবিষ্যতে সে যে তৃপ্তি পাইবে বলিয়া আশা করে এবং উপার্জ্জনের ব্যয়িত অংশ হইতে সে যে তৃপ্তি লাভ করে—তাহাদের পরিমাণ যতটা সম্ভব সমান হয়।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রান্তসম্পর্কীয় ধারণার বাস্তবরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। উৎপাদনের জন্য যে বিভিন্ন উপাদান আছে যথা ভূমি, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এইগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি যতদূর সম্ভব লাভজনকভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদনকারী যদি দেখেন যে এই উপাদানগুলির মধ্যে কোনও একটি কিছু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইবে তাহা হইলে ঐ উপাদান একটু অধিক পরিমাণ ব্যবহারেই তিনি অগ্রসর হইবেন। কোন্ উপাদানটির কিরূপ বৃদ্ধি করিলে নীট্ উৎপাদন (Net Product) কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, যে কোন চতুর ব্যবসায়ী এরূপ হিসাব করিতে অভ্যস্ত। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচা এক দিক হইতে অন্যদিক সরাইয়া দিলে যদি উহা লাভজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় (অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়) তাহা হইলে ব্যবসায়ী তাহাই করিবেন। "যে ক্ষেত্রে সরাসরিভাবে গৃহে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী নির্ম্মাণে গৃহকর্ত্রী তাঁহার মোট পশম ভাগ করিয়া দেন এবং যে ক্ষেত্রে পুঁজিপতি মালিক সমাজের সাধারণ সঙ্গতি উৎপাদনের মধ্যে বণ্টন করেন এই দুইটির মধ্যে বেশ ধাপে ধাপে ভালভাবেই তুলনা করা চলে।"—(Marshall)

মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রেও প্রান্তের গুরুত্ব সমধিক। যে সকল ক্রেতার নিকট মূল্য প্রধান বিবেচ্য নহে, যে দামেই হউক তাঁহারা কিনিবেন, খরচা হিসাব না করিয়াই যাঁহারা ব্যয় করেন তাঁহাদের ক্রয়ের দ্বারা সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারিত হয় না, যদিও অবশ্য তাঁহারা ক্রয় না করিলে মোট চাহিদা অনুপাতে কম হইত। যাহারা কতখানি ক্রয় করিতে পারিবে তাহা বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করিয়াই তবে ক্রয় কার্য্যে অগ্রসর হয়, যাহারা দাম যাচাই করিয়াই অগ্রসর হয়, দাম একটু কমিলেই ছুটিয়া আসে এবং একটু বাড়িলেই পলাইয়া যায়, তাহাদের কার্য্যের দ্বারাই সামগ্রীর দাম প্রধানতঃ প্রভাবান্বিত হইতে থাকে। ইহাদের ক্রয় হইল প্রান্তিক ক্রয়, যে প্রান্তিক ক্রয় দাম বৃদ্ধি হইলেই থামিয়া যাইবে।

পরিবর্ত্তকতা—Substitutability

ভোগকারীর আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ অথচ তাহার বিভিন্ন আকাঙ্খা সীমাহীন ; এইভাবে পরিমিত পরিমাণের অর্থ অপরিসীম অভাবের তৃপ্তির প্রয়াসে ব্যবহৃত হয় বলিয়া একজন ব্যক্তির সকল প্রকার সামগ্রীর অভাবই পরস্পরের মধ্যে পরিবর্ত্তক

(Substitutable),—কারণ একটি সামগ্রী অধিক ক্রয় করিলেই অপর কোন সামগ্রী কম ক্রয় করিতে হইবে এবং একটি সামগ্রী কম ক্রয় করিলে অপর কোন সামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে। সেই কারণেই ভোগকারী একটি সামগ্রীর স্থলে আর একটি সামগ্রী ব্যবহার করিতে অগ্রসর হয়—যতক্ষণ না তাহার সন্তুষ্টি হয় সর্ব্বোচ পরিমাণের। ইহা হইতেই তাহার নিকট বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্ত্তক হার (Marginal rate of substitution) কিরূপ তাহা বাহির করিতে পারা যায়। ধরা যাউক একটি ব্যক্তির ৪টি ধুতি এবং পাঁচটি জামা আছে এবং সে ধুতির সংখ্যা একটি বাড়াইতে চাহে। এক্ষেত্রে একখানি ধুতি অতিরিক্ত ক্রয় করিবার জন্য সে কয়খানি জামা পরিধানের সুযোগ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিতে প্রস্তুত আছে? ধরা যাউক তিনখানি জামা। সুতরাং ১ : ৩—ইহাই জামার পরিবর্ত্তে ধুতি কিনিবার প্রান্তিক হার—অর্থাৎ জামার স্থলে ধুতির প্রান্তিক পরিবর্ত্তকতার হার। ইহাকে আর একভাবে বলা চলে—অর্থাৎ ইহা হইল জামার স্থলে ধুতির প্রান্তিক পছন্দ (marginal preference of dhoty for shirt); অতএব জামার স্থলে ধুতির প্রান্তিক পরিবর্ত্তক হার হইল ততগুলি জামা যতগুলি একখানি ধুতি হইতে বঞ্চিত হইবার সঠিক ক্ষতিপূরণ রূপে বিবেচিত হইবে। ইহাকেই জামার তুলনায় ধুতির প্রান্তিক পছন্দের হার (marginal preference) রূপে বিবেচনা করিতে পারা যায়। ধরা যাউক ধুতির সংখ্যা আর একটি বাড়ান হইল; এক্ষেত্রেও একখানি ধুতি বাড়াইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কতকগুলি জামা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে প্রস্তুত আছে তাহার হিসাব করিতে পারা যায়। ধরা যাউক সে ধুতি ৫ খানি হইতে ৬ খানিতে বাড়াইতে গিয়া দুইখানি জামা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে প্রস্তুত আছে। এক্ষেত্রে প্রান্তিক পরিবর্ত্তক হার হইল ১ : ২। কিন্তু পূর্ব্বে ঐ হার ছিল ১ : ৩; এক্ষণে ১ (ধুতি) = ২ (জামা) হইল কেন—অর্থাৎ প্রান্তিক পরিবর্ত্তক হার কমিল কেন? ইহার কারণ ধুতি অধিক কিনিতে গিয়া জামা হইতে অধিক পরিমাণে নিজেকে বঞ্চিত করিতে গেলে ধুতির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কমিতে থাকিবে এবং জামার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং জামার স্থলে ধুতির পরিবর্ত্তকতার হার নির্ভর করে ধুতির পরিমাণও জামার পরিমাণের উপর। কোন একটি সামগ্রীর প্রাপ্তি অধিক হইতে থাকিলে উহার প্রান্তিক পরিবর্ত্তক হার (marginal substitutability) হ্রাস পাইতে থাকে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই পরিবর্ত্তক হার নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সামগ্রী দুইটির পারস্পারিক প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার (marginal utility) উপর।

তাহা হইলে"প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা"র ধারণার পরিবর্তে "প্রান্তিক পরিবর্ত্তকতা"র ধারণা গ্রহণ করিয়া আমরা কি সুবিধা লাভ করিতে পারি? যেহেতু একটি সামগ্রীর ভোগ কার্য্যের মধ্যে প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করে সেহেতু একজন ব্যক্তি একটি সামগ্রীর পরিবর্তে আর একটি সামগ্রী ব্যবহার করিতে প্রণোদিত হইয়া থাকে। পরিবর্ত্তকতার হার 'প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার'ই বাস্তব পরিমাপ তাহা ঠিকই; কিন্তু প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হইল একটি মানসিক অনুভূতি যাহা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কেবলমাত্র ঠিক সংশ্লিষ্ট ভোগকারীর পক্ষেই সম্ভব। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার বাস্তব পরিমাপ প্রয়োজন হয়; "প্রান্তিক পরিবর্ত্তক হার" হইতে আমরা এই বাস্তব পরিমাপ (objective measurement) লাভ করিতে সক্ষম হই। [অবশ্য কেহ কেহ বলেন যে ভোগকারীর পছন্দের বহুত্ব (multiplicity) অর্থাৎ ভোগকারী যে বহু সামগ্রীর মধ্যে তাহার পছন্দ বণ্টন করে ইহা "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার" তত্ত্বের মধ্যে ধরা হয় না; উহা প্রান্তিক পরিবর্ত্তকতার তত্ত্বের মধ্যে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। এই দাবী কিন্তু ঠিক নহে, কারণ পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে "সমপ্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার নিয়মের" মধ্যে ভোগকারী যে বহুসামগ্রীর মধ্যে তাহার পছন্দ বণ্টন করে ইহা বিশেষভাবেই পর্য্যালোচনা হইয়া থাকে।]

পছন্দক্রম – Scale of Preference

বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে আমরা যে পছন্দ করি উহা হইতে আমাদের পছন্দক্রম (scale of preference) আহরণ করিতে পারা যায়। আমরা বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে আমাদের পছন্দ যে ভাবে বণ্টন করি উহা হইতেই এই "পছন্দ-ক্রম" রচিত হইয়া থাকে। আমরা সকল সময়ে সচেতন না থাকিলেও আমাদের মনে মনে যে এইরূপ পছন্দক্রম কার্য্য করিতে থাকে তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। যদি আমাদের আয় কমিয়া যায় তাহা হইলেই বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে কোনটির ব্যবহার কি পরিমাণে কমাইব তাহার হিসাব প্রায়ই করিতে হয়; আবার আয়ের কোন প্রত্যাশিত বৃদ্ধি যদি সত্যই ঘটে তাহা হইলে বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে কোনটির ক্রয় কি পরিমাণে বৃদ্ধি করিলে সঙ্গত হইবে, মনে মনে এইরূপ হিসাব করিবার প্রয়োজন প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ মানসিক অভিজ্ঞতা ব্যতীতও, বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারাও আমরা পছন্দক্রমের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। যখনই আমরা একজন ব্যক্তিকে একটি দ্রব্য ছাড়িয়া আর একটি দ্রব্য কিনিতে দেখি তখনই সে যে দ্বিতীয় দ্রব্যটি প্রথম দ্রব্য অপেক্ষা অধিক পছন্দ করে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এই পছন্দ ক্রমের

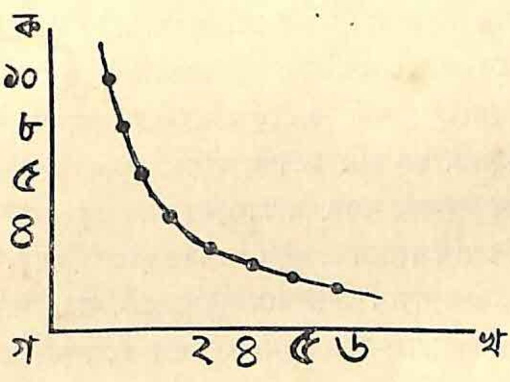
(scale of preference) মধ্যে "প্রান্তিক্ পরিবর্ত্তকতা" (marginal substitutability) নিহিত রহিয়াছে; কারণ একটি টাকা দিয়া যদি 'ক' দ্রব্য না কিনিয়া 'খ' দ্রব্য কিনি, তাহা হইলে এক টাকায় যতগুলি 'ক' দ্রব্য ক্রয় করা যাইত তাহার পরিবর্ত্ত হইবে 'খ' দ্রব্য (যাহা ক্রয় করিলাম)। এইরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, ইহা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। একজন ব্যক্তি সেই বস্তুটিই কিনিবার সিদ্ধান্ত করে যেটিকে সে ঐ সময়ে অধিক পছন্দ করে বলিয়া নিজে মনে করে। সুতরাং ক্রয় ঘটে পছন্দ অনুযায়ী—প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নহে। সেই কারণে "প্রয়োজনীয়তাতত্ত্ব" অপেক্ষা "পছন্দক্রম" অধিক ফলপ্রদ। ("All the strain which is placed on the reader's imagination is simply to assume that a person making such choice does not make the choice which he happens to prefer at the moment, or if you wish, that he makes the choice which he *thinks* he prefers. At this point we can dismiss the concept of utility".—Meyers)

নিরপেক্ষ তালিকা—Indifference Schedule

সাধারণতঃ বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে আমরা পছন্দ বণ্টন করিলেও ঐ পছন্দ বণ্টনের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায়। বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে পছন্দ বণ্টনের ক্ষেত্রে আমরা কখন কখন এইরূপ স্থানে আসিয়া পৌছাই যখন বিভিন্ন ক্রয় হইতে আমরা সমান সন্তুষ্টি পাইব বলিয়াই মনে করি। অর্থাৎ একধরণের ক্রয় সমষ্টি হইতে যেরূপ সন্তুষ্টি পাইতে পারি অপর এক ধরণের ক্রয় সমষ্টি হইতে অনুরূপ সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করি। সুতরাং বাস্তবক্ষেত্রে কোন্ ক্রয় সমষ্টিকে ছাড়িয়া দিয়া কোন্ ক্রয় সমষ্টিকে গ্রহণ করিব সে সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট পছন্দ আর থাকে না। তখন বিভিন্ন ব্যয়ের মধ্যে আমাদের মানসিক নিরপেক্ষতা বা ঔদাসিন্য (Indifference) আসিয়া যায় এবং ঐরূপ অবস্থায় আমরা যে ক্রয় করি তাহা সুনির্দ্দিষ্ট অধিকতর পছন্দের ভিত্তিতে (Definite Preference) ঘটে না। যথা দশখানি ধুতি ও দুইটি জামায় যে সন্তুষ্টি হইবে তাহার সহিত সমান হইতে পারে আটখানি ধুতি ও চারিটি জামার সন্তুষ্টি বা পাঁচখানি ধুতি ও পাঁচখানি জামার সন্তুষ্টি বা চারিটি ধুতি ও ছয়টি জামার সন্তুষ্টি। বিভিন্ন সামগ্রীর যে সকল বিভিন্ন ক্রয় সমষ্টি হইতে আমাদিগের একই প্রকারের সন্তুষ্টি লাভ ঘটিতে পারে সেগুলিকে পর পর সাজাইয়া একটি তালিকা রচনা করিতে পারা যায়। যথা,

দশটি ধুতি এবং দুইটি জামা
=আটটি ধুতি ও চারটি জামা
=পাঁচটি ধুতি ও পাঁচটি জামা
=চারটি ধুতি ও ছয়টি জামা

এইরূপ তালিকাকে নিরপেক্ষতা তালিকা বা (Indifference Schedule) বলা হইয়া থাকে। নিরপেক্ষতা তালিকা হইল সামগ্রী সমূহের সেই সমষ্টির তালিকা যে সমষ্টিগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট সমভাবেই তৃপ্তি দায়ক। ("An indifference schedule may be defined as a schedule of various combinations of goods that will be equally satisfactory to the individual concerned"—Meyers) এইরূপ নিরপেক্ষতা তালিকাকে বক্ররেখার আকার প্রদান করিয়া অর্থনীতিবিদ্‌গণ নিরপেক্ষতার রেখা অঙ্কন করিয়া থাকেন। যথা,



'ক' হইল ধুতি এবং 'খ' হইল জামা। ইহার মধ্যে প্রত্যেক বিন্দুই 'ক' এবং 'খ'য়ের এইরূপ এক সমষ্টি বুঝায় যাহা অপর যে কোন সমষ্টির (combination) সহিত সমান তৃপ্তিদায়ক। ইহা হইল "নিরপেক্ষতা রেখা" (Indifference curve)।

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত—Consumer's Surplus

কখন কখন এইরূপ ঘটে যে একজন ব্যক্তি একটি সামগ্রী হইতে যতখানি প্রয়োজনীয়তা লাভ করে তাহার তুলনায় কম দামেই সে ঐ সামগ্রীটি ক্রয় করিতে সক্ষম হয়। প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে যত দাম সে দিতে রাজী হইত (তাহার চাহিদা দাম) তাহা অপেক্ষা কম দাম দিয়াই সে ঐ সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে। এই

বাড়তি সুবিধাটুকু (যাহা সে ভোগ করে অথচ যাহার জন্য সে দাম দেয় না) হইল ভোগকারী হিসাবে তাহার বাড়তি ভোগ; ইহারই নাম ভোগকারীর উদ্বৃত্ত (consumer's surplus)। একজন ব্যক্তি হয়তো একটি পুস্তকের জন্য ২০৲ টাকা দাম দিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু বাজার দাম ৫৲ টাকা হওয়ায়, ৫৲ টাকাতেই সে ঐ পুস্তকটি ক্রয় করিতে পারিল। অবশিষ্ট ১৫৲ টাকা হইল ভোগকারী হিসাবে তাহার বাড়তি ভোগ। সামগ্রীর ক্রেতা তাহার মোট ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত থাকিত তাহা হইতে যত দাম সে প্রকৃত পক্ষে প্রদান করিল তাহা বাদ দিলে অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাই হইল ভোগকারীরূপে তাহার উদ্বৃত্ত ভোগের পরিমাপ।

সাধারণতঃ, ভোগকারীর উদ্বৃত্ত প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিচার্য্য হইয়া থাকে। যখনই আমরা কোন একটি সামগ্রীর জন্য অর্থব্যয় করি, তখন ঐ সামগ্রীর যে প্রান্তিক মাত্রা বা পরিমাণটুকু (marginal unit) আমরা ক্রয় করিলাম, তাহার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, অর্থাৎ সামগ্রীটির প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, উহার চাহিদা দাম স্থির করি। ঐ প্রান্তিক মাত্রাটুকু হইতে আমরা যে তৃপ্তি লাভ করি, তাহা কেবল মাত্র প্রান্তিক তৃপ্তি, কিন্তু ঐ প্রান্তিক মাত্রাটুকুর উপরে আমরা যত মাত্রা ক্রয় করিলাম সেগুলি প্রান্তিক মাত্রা নহে, অর্থাৎ সেগুলি হইতে যে তৃপ্তি লাভ করা যায় তাহা প্রান্তিক তৃপ্তি অপেক্ষা অধিক। অথচ একটি সামগ্রীর যত মাত্রা বা পরিমাণ আমরা ক্রয় করি সকল মাত্রাগুলির দাম প্রদান করি প্রান্তিক মাত্রাটির সমান, যে মাত্রাটির দাম সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। একদিক হইতে বিচার করিলে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হিসাব করা সহজসাধ্য; একটি সামগ্রীর যতগুলি মাত্রা আমরা ক্রয় করি সকল মাত্রাগুলির একত্রিত প্রয়োজনীয়তা—অর্থাৎ মোট প্রয়োজনীয়তা (total utility) হইতে বাদ দিতে হইবে প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার সহিত যতগুলি মাত্রা ক্রয় করিলাম তাহার গুণফল। যথা আমি চারিটি বস্ত্র ক্রয় করিয়াছি, ৪র্থ বস্ত্রটি হইল আমার "প্রান্তিক খরিদ" (marginal purchase) এবং উহার প্রয়োজনীয়তা হইল "প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা" (marginal utility)—ধরা যাউক ৬৲ টাকা। এক্ষেত্রে ৬৲ টাকাতেই প্রত্যেক বস্ত্র বিক্রীত হইবে (৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ধরা যাউক চারিখানি বস্ত্রের মোট প্রয়োজনীয়তা আমার নিকট (১৫৲+১০৲+৮৲+৬৲)=৩৯ টাকা কিন্তু চারিখানি বস্ত্র আমি ক্রয় করিলাম (৪×৬টাকা)=২৪ টাকায়। সুতরাং আমি মোট ৩৯ টাকার মত তৃপ্তি লাভ করিয়াছি কিন্তু মোট দাম দিয়াছি ২৪ টাকা; অতএব (৩৯—২৪)= ১৫ টাকা হইল আমার ভোগকারীরূপে উদ্বৃত্তের পরিমাণ। কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ ইহাকে ভোগকারীর খাজনা (consumer's rent) রূপেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

কেয়ার্ণক্রস বলেন, "কোন কোন ক্রেতা প্রান্তিক্ ক্রেতা এবং কোন কোন ক্রেতা তাহা নহে, ইহার দ্বারাই বুঝা যায় যে আন্তঃ প্রান্তিক্ ক্রেতাগণ একটি উদ্বৃত্ত বা খাজনা উপভোগ করে।...অনুরূপভাবে কোন কোন ক্রয়কার্য্য প্রান্তিক্ এবং কোনগুলি প্রান্তিক্ নহে, ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে ভোগকারীগণ আন্তঃ প্রান্তিক্ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ভোগ করেন। যে মূল্য আমারা প্রকৃত পক্ষে প্রদান করি এবং যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মূল্য প্রদান করিতে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত, ইহাদের পার্থক্য-টুকুই হইল ভোগকারীর উদ্বৃত্ত।" [The fact that some purchasers are marginal while others are not means that intramarginal purchasers enjoy a surplus of rent...In the same way, the fact that some purchases are marginal while others are not means that consumers enjoy a surplus on intramarginal purchases......The difference between what we do pay and the maximum amount that we should be prepared to pay is our consumer's surplus." Cairncross]

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ও ক্রয় সমাপ্তি—(Consumer's surplus and closure of purchase)—একজন ব্যক্তি একটি সামগ্রী যতই অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে থাকিবে ততই তাহার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে থাকিবে। ক্রেতা সামগ্রীটির প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ীই দাম প্রদান করিবে—তাহার অধিক দিবে না। সুতরাং যতই অধিক ক্রয়ের সহিত সামগ্রীটির প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা কমিতে থাকিবে ততই উহার দামও হ্রাস পাইতে থাকিবে। প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তার দ্বারাই সামগ্রীর সকল মাত্রাগুলিরই দাম নির্দ্ধারিত হয়—প্রান্তিক্ মাত্রাটির যেরূপ দাম হইবে আর সব মাত্রাগুলিরই সেইরূপ দাম হইবে; অথচ প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তার উপরের মাত্রাগুলি হইতে সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে অধিক। সুতরাং প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের সহিত সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইবে এবং ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে—যথা

১ম বস্ত্র, প্রয়োজনীয়তা ১৫ টাকার সমান, দাম ১৫ টাকা

২য় বস্ত্র, প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা ১০ টাকার সমান, দাম ১০ টাকা

প্রথম ক্ষেত্রে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত নাই, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুইখানি বস্ত্রের দাম [১০×২] =২০ টাকা কিন্তু দুইখানি বস্ত্র হইতে লভ্যতৃপ্তি হইল [১৫৲+১০৲]=২৫ টাকার সমান অর্থাৎ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হইল ৫ টাকা।

৩য় বস্ত্র, প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা ৮ টাকার সমান, দাম ৮ টাকা

এক্ষেত্রে ৩ খানি বস্ত্রের মোট দাম হইবে [৮×৩]=২৪ টাকা; উহাদের হইতে লভ্য

মোট তৃপ্তি হইল [১৫৲ + ১০৲ + ৮৲] = ৩৩ টাকার সমান, অর্থাৎ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হইবে [৩৩ টাকা − ২৪ টাকা] = ৯ টাকা

৪র্থ বস্ত্র, প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা ৬ টাকার সমান, দাম ৬ টাকা
এক্ষেত্রে ৪ খানি বস্ত্রের মোট দাম হইবে [৬ × ৪] = ২৪ টাকা, কিন্তু উহাদের হইতে লভ্য মোট তৃপ্তি হইল [১৫৲ + ১০৲ + ৮৲ + ৬৲] = ৩৯ টাকার সমান, অর্থাৎ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হইবে [৩৯ − ২৪] = ১৫ টাকা

এইভাবে অধিক ক্রয়ের সহিত প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের দরুণ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, কিন্তু এই বৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে ঘটিতে পারে না। এরূপ একটি অবস্থায় ক্রেতা উপনীত হইতে বাধ্য যে স্থানে উদ্বৃত্তের বৃদ্ধি থামিয়া যাইবে। যে স্থানে উদ্বৃত্তের বৃদ্ধি থামিয়া যাইবে সেই স্থানে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে সর্ব্বোচ্চ। উহার পরেও যদি ক্রেতা ক্রয় করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে ক্রীত সামগ্রীটি হইতে যে সন্তুষ্টি সে পাইবে, উহার ক্রয়ে মুদ্রা ব্যয় করিবার দরুণ অর্থাৎ ঐ সামগ্রী অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার দরুণ অতৃপ্তি হইবে অধিক। সুতরাং ঠিক যে সীমানায় আসিয়া ক্রেতা মনে করিবে যে উহার পর ক্রয় করিলে তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তি হইবে অধিক ঠিক সেই স্থানে ক্রেতা কোন বিশেষ একটি সামগ্রীর ক্রয়ের সমাপ্তি ঘটাইবে। এবং ঐ সীমানাটী হইল ঠিক সেই সীমানা যে স্থানে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হইল সর্ব্বোচ্চ।

ভোগকারীর উদ্বৃত্তের সহিত ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম ও বাজার-দামের সম্পর্ক—(Consumer's surplus in relation to individual demand price and market price) কোন একটি সামগ্রীর কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের জন্য একজন ক্রয় ইচ্ছুক ব্যক্তি যে দাম দিতে প্রস্তুত থাকে তাহাই হইল উহার চাহিদা দাম; সামগ্রীটির নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইতে যতখানি তৃপ্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হয় তদনুপাতেই ক্রেতা চাহিদা দাম স্থির করে। সামগ্রীটির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে তাহার চাহিদা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে এবং সামগ্রীটির সকল পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প প্রয়োজনীয় (অর্থাৎ প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা বিশিষ্ট) মাত্রাটির চাহিদা দামেই সে পাইবে। কারণ একই সামগ্রীর বিভিন্ন পরিমাণে, তৃপ্তির দিক হইতে পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃত দামের দিক হইতে পার্থক্য থাকিতে পারে না। সুতরাং চাহিদা দাম যতই অধিক থাকিবে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং বিপরীত ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত ফললাভ ঘটিবে। আবার বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে একই সামগ্রীর একই পরিমাণের বিভিন্ন চাহিদা দাম থাকে—কারণ একই সামগ্রী

বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট সমভাবে প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু প্রকৃত দাম সকলেই সমান প্রদান করে। এক্ষেত্রে যাহার চাহিদা দাম অধিক, সে অধিক উদ্বৃত্ত ভোগ করে এবং যাহার চাহিদা দাম অল্প, সে অল্প উদ্বৃত্ত ভোগ করে। আবার এইরূপ হইতে পারে যে একই ব্যক্তির নিকট একই সামগ্রীর চাহিদা দাম পূর্ব্বে এক প্রকার ছিল, পরে উহা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এরূপ ক্ষেত্রে, একই ব্যক্তির নিকট একই সামগ্রীর ভোগজনিত উদ্বৃত্তের তারতম্য ঘটিবে।

শুধু ব্যক্তিগত চাহিদা দামের সহিতই নহে, বাজার দামের সহিতও ভোগকারীর উদ্বৃত্তের সম্পর্ক বিদ্যমান; বরং বাজার দামের সহিত ভোগকারীর উদ্বৃত্তের প্রত্যক্ষ সম্পর্কই বিদ্যমান। বাজারে চাহিদা দামের সহিত যোগান দামের যখন সমতা ঘটে তখনই বাজার দাম নিরূপিত হয়। এই বাজার দামে যাহাদের ঐ সামগ্রী ক্রয় করা পোষাইবে অর্থাৎ উহার শেষ মাত্রাটি (last unit) ক্রয় করা পোষাইবে, তাহারা উহা ক্রয় করিবে এবং ঠিক সেই পরিমাণে যে পরিমাণে ক্রয় করা তাহাদের পোষায়। এই বাজার দামে সামগ্রী ক্রয় করিয়া প্রত্যেকে হিসাব করিবে এইরূপ দাম দিয়া (অর্থাৎ ঐরূপ অতৃপ্তি সহ্য করিয়া) তাহার ভোগজনিত তৃপ্তি কতখানি বাড়তি রহিল। বাজার দাম যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে একই সামগ্রী ক্রয় করিতে কম অতৃপ্তি হইবে এবং তৃপ্তির পরিমাণ হইবে অধিক; অপর পক্ষে বাজার দাম যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে একই সামগ্রী ক্রয়ে অধিক অতৃপ্তি সহ্য করিতে হইবে এবং তৃপ্তির উদ্বৃত্ত হইবে কম।

ব্যক্তিগত চাহিদা দাম ও বাজার দাম—এই দুইটি একত্রিতভাবে হিসাব করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত চাহিদা দাম হিসাব করা হয়, প্রত্যাশিত তৃপ্তির ভিত্তিতে এবং বাজার দাম নির্দ্ধারিত থাকে প্রান্তিক চাহিদা দাম এবং প্রান্তিক যোগানদামের সমতার বিন্দুতে। এক্ষেত্রে বাজার দাম ও ব্যক্তিগত চাহিদা দাম—এই দুইটির মধ্যে যে পার্থক্য থাকে (এবং যদি থাকে তবে) তাহাই ভোগকারীর উদ্বৃত্ত। সুতরাং এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য যত বৃদ্ধি পাইবে, ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং পার্থক্য যত হ্রাস পাইবে ততই ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হ্রাস পাইবে। ব্যক্তিগত চাহিদা দাম ও বাজার দামের—এই দুইটির যে কোন একটি অথবা উভয়ের পরিবর্ত্তনেই, উহাদের মধ্যে এই পার্থক্যের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। প্রথমটি যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়টি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হ্রাস পাইবে এবং যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে দ্বিতীয়টি যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে প্রথমটীর বৃদ্ধিতে ভোগজনিত উদ্বৃত্তের বৃদ্ধি ঘটিবে এবং হ্রাসে ভোগ জনিত উদ্বৃত্তের হ্রাস ঘটিবে।

Questions & Hints

1. What is utility ? Show the relation between want and utility (All—1945.) [পৃঃ ৪৭—৪৮]

2. State and illustrate the law of diminishing utility. (Nag—1941.) [পৃঃ ৪৮—৫০]

3. Distinguish between marginal utility and total utility. Show that market value coincides with marginal utility. (B. Com. —1931) [পৃঃ ৫২—৫৬]

4. State and explain the law of demand. How is it related to the law of diminishing utility ? (Dac—1940, Punj 45, All 40) [পৃঃ ৫৮—৬১]

5. The following wrong example was given by a candidate as illustration of the law of demand.

Price	Demand
10	10
9	9
8	8
7	7
6	6

Correct the above table by suitable changes in the amount of demand and give reasons for your answer (B. A. 1941) [পৃঃ ৫৯—৬১]

6. Analyse the factors upon which changes in demand depends [পৃঃ ৬১—৬৩]

7. Illustrate the law of demand by a suitable schedule of demand and prices. Show how you can actually find out elasticity of demand from this schedule. (B. A. 1953) [পৃঃ ৬৩—৬৪]

8. Show that (a) the law of demand states a qualitative relation between the prices prevailing in a market and the amount demanded at each price ; and

(b) the elasticity of demand expresses a (quantitative) relation between the change in price and the corresponding change in the amount of demand. (B. A. 1952.) [পৃঃ ৫৮—৫৯ ; ৬৩—৬৪]

9. What do you understand by elasticity of demand ? Illustrate your answer with example. (B. Com. 1934. B. A. 38. Dac. 43. Punj. 42 ; Nag. 40. Agra 42 ; All. 47 ; Pat. 45.) [পৃঃ ৬৩—৬৪]

10. What is meant by elasticity of demand ? Explain why the demand for luxuries is usually elastic while the demand for necessaries in inelastic. (B. A. 1942) [পৃঃ ৬৩—৬৬]

11. Name two articles which are inelastic in demand. Give reasons. (B. A. 1946) [পৃঃ ৬৫—৬৬]

12. Analyse the theoretical and practical importance of the concept of margin [পৃঃ ৭০—৭৩]

13. Discuss the law of substitution or equimarginal utility and show what are its various applications. (All 1948 52, Agra 52 ; Mad. 38 ; Punj. 42 ; Dac. 40). Explain and illustrate the operation of the law of substitution in consumption and production (Pat. 45 ; Dac. 38 ; All. 40.) [পৃঃ ৭১—৭২]

14. What is consumer's surplus ? Show that a consumer closes his purchase of a commodity as soon as his consumer's surplus reaches the maximum (Nag. 43 ; Cal. B. A. 45) [পৃঃ ৭৭—৮০]

15. Show how consumer's surplus is related to individual price and market price (B. A. 1951, '54) and how it varies with the variation of either. (Bom. 47 ; Nag. 40 ; Cal. B. A. 41) [পৃঃ ৮০—৮১]

16. Give a critical estimate of the doctrine of consumer's surplus (Delhi '52 ; All. 48 ; Agra 40) [পৃঃ ৭৭—৮১]

17. Write a note on Indifference curve. (All. 1952 ; Delhi, 1952) [পৃঃ ৭৬—৭৭]

18. "The applications of the principle of substitution extend over almost every field of economic inquiry", (Marshall). Explain this statement fully. (Agra 1953) [পৃঃ ৭০—৭৪)

পঞ্চম অধ্যায়

উৎপাদন

Production

উৎপাদনের তাৎপর্য্য—Significance of Production

ভোগকার্য্যের জন্য সামগ্রীর ব্যবহার করিবার কালে মানুষ যেরূপ কোন পদার্থের ধ্বংস সাধন করিতে পারে না, উৎপাদনের ক্ষেত্রেও মানুষ সেরূপ কোন পদার্থের কণিকা মাত্রও সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। আমাদের ব্যবহার্য্য সকল সামগ্রীই লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, যে-পদার্থের দ্বারা উহারা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার কোনটিই মূলতঃ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নহে। উহাদের সবগুলিই প্রকৃতি দত্ত; যথা, আমরা যখন একটি চেয়ার উৎপাদন করিতেছি তখন প্রকৃতিদত্ত কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারাই উহা নির্ম্মিত হইল; যখন একটি বস্ত্র উৎপাদন করিতেছি তখন প্রকৃতিদত্ত তূলা লইয়া প্রকৃতিদত্ত সামগ্রী হইতে নির্ম্মিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বস্ত্র তৈয়ারী করি। যে মৌলিক পদার্থের সংযোজনে পৃথিবীর সকল বস্তুই সৃষ্ট, মানুষের যৎপরোনাস্তি শ্রমেও উহার কণিকা-মাত্রও সৃষ্ট হইবে না।

এক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা সম্পাদিত উৎপাদন কার্য্য বলিতে কি বুঝায়? প্রাকৃতিক দান ব্যতীত সকল সামগ্রীই উৎপাদনের দ্বারাই অস্তিত্ব লাভ করে; তাহা হইলে উৎপাদনের অর্থ কি? উৎপাদনের অর্থ হইল কোনও প্রকৃতিদত্ত বস্তু বা পদার্থের আকৃতি বা প্রকৃতিতে এরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করা যাহাতে উহা মানুষের অভাবতৃপ্তি করিবার ক্ষমতা অধিক পরিমাণে লাভ করে, অথবা অভাবতৃপ্ত করিতে অক্ষম কোন বস্তু মানুষের কোন অভাব তৃপ্ত করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করে। যথা, একটি কাষ্ঠখণ্ড আমাদের উপবেশন স্থানের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা ধারণ করে অল্প, কিন্তু ছুতারের পরিশ্রম উহাকে চেয়ারে পরিণত করিয়া মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার অধিকতর ক্ষমতা উহাতে যোগ করে। তূলা পরিচ্ছদের অভাব মিটাইতে পারে না, তন্তুবায়ের পরিশ্রম উহাকে বস্ত্রে পরিণত করিয়া আমাদের পরিচ্ছদের অভাব তৃপ্ত করিতে সক্ষম করিয়া দেয়। মানুষ শুধু ইহাই করিতে পারে,—আমাদের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা কম পরিমাণে আছে এইরূপ কোনও বস্তুকে তাহার প্রচেষ্টার দ্বারা অভাব তৃপ্ত করিবার অধিকতর যোগ্য করিয়া তুলে অথবা মানুষ

তাহার উৎপাদনমূলক প্রচেষ্টার দ্বারা অভাব তৃপ্ত করিতে অক্ষম কোন বস্তুকে অভাব তৃপ্ত করিতে সক্ষম করিয়া তুলে।

সুতরাং উৎপাদন বলিতে বুঝায় কোনও বস্তুকে মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান। মানুষের এই অভাব তৃপ্ত করিবার ক্ষমতার নাম "প্রয়োজনীয়তা" (utility means the power of satisfying human wants); এক্ষেত্রে উৎপাদন বলিতে বুঝায় "প্রয়োজনীয়তার" সৃষ্টি। উৎপাদনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন, "মানসিক বা নৈতিক জগতে মানুষ নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করিতে পারে; কিন্তু যখন সে বস্তু সামগ্রী উৎপাদন করে বলা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে সে উৎপাদন করে প্রয়োজনীয় সুফল অর্থাৎ "প্রয়োজনীয়তা"; অথবা, অন্যরূপে বলিতে গেলে, তাহার ত্যাগ ও প্রয়াস বস্তুর গঠন বা সংযোজন এরূপভাবে পরিবর্ত্তন করে যাহাতে উহা মানুষের অভাব তৃপ্তির কার্য্যে অধিকতর যোগ্য হইয়া উঠে"। [In the mental or moral world indeed, he may produce new ideas, but when he is said to produce material things, he really only produces useful results or utility ; or in other words, his efforts and sacrifices result in changing the form or arrangement of matter to adapt it better for the satisfaction of wants"—Marshall]

এক্ষেত্রে যত বিভিন্ন উপায়ে "প্রয়োজনীয়তা" সৃষ্টি হইতে পারে, তত বিভিন্ন উপায়ে উৎপাদন কার্য্য সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, "আকার প্রয়োজনীয়তা" (form utility)* সৃষ্টি করিতে পারা যায়—অর্থাৎ কোন বস্তুর আকার পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার যোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যায়। যথা, একটি কাষ্ঠখণ্ডকে চেয়ারে পরিবর্ত্তন। দ্বিতীয়তঃ, "কাল প্রয়োজনীয়তা" (time utility) উৎপাদন করা যায়—অর্থাৎ কোন বস্তুকে ভবিষ্যৎকালের প্রয়োজনের জন্য মজুত করিয়া উহাকে মানুষের অভাব তৃপ্ত করিবার যোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যায়। দোকানদার যখন ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য দোকানে মাল ক্রয় করিয়া রাখিয়া দেয় এবং প্রত্যেকে তাহার ঠিক প্রয়োজনের সময়ে উহার মূল্য প্রদান করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, তখন দোকানদার "কাল প্রয়োজনীয়তা" উৎপাদন করিল। তৃতীয়তঃ,

---

* সেলিগম্যানের মতে আকার প্রয়োজনীয়তা বলিয়া কোন পৃথক প্রয়োজনীয়তার আখ্যা দেওয়া উচিত নহে। তাঁহার মতে, material utility বা "বস্তু মূলক প্রয়োজনীয়তা" শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। ইহার দ্বারা বুঝাইবে: "বস্তুর কোন নিজস্ব গুণের পরিবর্ত্তন" করিয়া প্রয়োজনীয়তা উৎপাদন। তিনি বলেন, কোন একটি বস্তুর যে কেবলমাত্র আকার পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় তাহা নহে; উহার গঠন, ওজন, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ অথবা যে কোন গুণের পরিবর্ত্তনের দ্বারা উহার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

"স্থান প্রয়োজনীয়তা" (place utility)* উৎপাদন করিয়াও কোন ব্যক্তি উৎপাদনের অংশগ্রহণকারী হইতে পারে। কোন একটি বস্তুর স্থানান্তরকরণের দ্বারা উহাকে মানুষের কোন অভাব তৃপ্তির কার্য্যে অধিকতর যোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যায়; এক্ষেত্রে স্থান প্রয়োজনীয়তার উৎপাদন ঘটে। একজন কুলী দোকান হইতে সামগ্রী গৃহে পৌছাইয়া দিলে অথবা একজন ঠেলাওয়ালা গুদাম হইতে মাল বাজারে লইয়া গেলে, "স্থান প্রয়োজনীয়তা" উৎপাদন করে। চতুর্থতঃ, "মালিকানা—প্রয়োজনীয়তাও" † উৎপাদন করা সম্ভব। কোন সামগ্রীর মালিকানা পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিয়া একজন দালাল (broker) ঐ সামগ্রীটি চূড়ান্ত ভোগকারীর নিকট পৌছাইয়া দিতে সাহায্য করিতে পারে। এইরূপ সাহায্যও উৎপাদনের অংশ।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রম (Productive and Unproductive labour)—ভূম্যৈকবাদীরূপে (physiocrats) অভিহিত ফরাসীদেশের একশ্রেণীর অর্থনীতিবিদ বলিতেন ভূমি হইতে ফসল উৎপাদন করিবার যে শ্রম, একমাত্র তাহাই উৎপাদনক্ষম শ্রম, অপরাপর সকল শ্রমই অনুৎপাদক। পরবর্ত্তী যুগে এ্যাডাম্ স্মিথ বলিলেন, যে-শ্রম কোন বস্তু সামগ্রী (material goods) উৎপাদনে নিয়োজিত হয় তাহাই উৎপাদনক্ষম শ্রম এবং অবস্তু সামগ্রী (nonmaterial goods) উৎপাদনে ব্যাপৃত শ্রম অনুৎপাদক। সুতরাং এ্যাডাম স্মিথের মতে ধর্ম্মযাজক, আইনজীবী, চিকিৎসক, বাদ্যকর, অভিনেতা প্রভৃতি ব্যক্তির কার্য্য অনুৎপাদক; কারণ ইহাদের কার্য্য "যে মুহূর্ত্তে উৎপাদিত হয় সেই মুহূর্ত্তেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়"। বাস্তব ক্ষেত্রে এইরূপ যুক্তি অচল। উৎপাদন প্রচেষ্টার দ্বারা প্রয়োজনীয়তার উৎপাদন করা হয় এবং প্রয়োজনীয়তার উৎপাদন নানাভাবেই করিতে পারা যায়। "আকার" (বা "বস্তুমূলক") প্রয়োজনীয়তা, "স্থান" প্রয়োজনীয়তা, "কাল" প্রয়োজনীয়তা অথবা "মালিকানা প্রয়োজনীয়তা" উৎপাদন করিয়া একজন ব্যক্তি উপার্জ্জন করিতে পারে এবং ঐ উপার্জ্জনের দ্বারা এবং উহার অনুপাতে সে বস্তু ও অবস্তু, নানাপ্রকার

---

* "Ownership utility"—"When A desires to sell wheat, he gives his broker a warehouse receipt for wheat stored in some elevator; the broker sells the wheat to B by delivering to him the warehouse receipt. ...The wheat is presumably one step nearer to the direct satisfaction of a human want. Utility has been created by change in ownership, even though the actual wheat has not been touched" —Fairchild, Furniss and Buck.

সামগ্রীই ভোগ করিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি উৎপাদনক্ষম শ্রম করিতেছে না, সে এইরূপ বিভিন্ন সম্পদ ভোগের অধিকার অর্জ্জন করে কোথা হইতে? সুতরাং এইরূপ উপসংহারে উপনীত হওয়াই অপরিহার্য্য যে, যে-ব্যক্তিই কোন প্রয়োজন মিটে অথচ উপার্জ্জন ঘটে এরূপ শ্রম করিতেছে তাহারই শ্রম উৎপাদনক্ষম। ইহার মধ্যে কোন শ্রম হয়তো অধিক প্রয়োজনীয় যাহা হইতে অধিক উপার্জ্জন ঘটে এবং কোন শ্রম হয়তো কম প্রয়োজনীয়—যাহা হইতে উপার্জ্জনও হয় কম। শুধুমাত্র যে পরিশ্রমের দ্বারা কোন সম্পদ উৎপাদন হয় না, কোন প্রয়োজনীয়তা সৃষ্ট হয় না এবং সেহেতু কোন উপার্জ্জনও ঘটে না, তাহাই অনুৎপাদনশীল। "যে উদ্দেশ্যের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই এবং সেহেতু কোন প্রয়োজনীয়তা উৎপাদন করিতে পারে নাই, এইরূপ ব্যতীত অপর সকল প্রকার শ্রমকেই উৎপাদক রূপে বিবেচনা করাই সমীচীন।" (মার্শাল)

উৎপাদনের পরিমাণের পরিমাপ—The Measurement of the Volume of Production

কোন দেশের উৎপাদনের পরিমাণ হইল, ঐ দেশের ভিতর একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদিত সামগ্রী ও সেবার সমষ্টি। সাধারণতঃ একটি বৎসরকে এই নির্দ্দিষ্ট সময়রূপে ধরা হয়। বৎসরের মধ্যে কোন সময় অধিক উৎপাদন হইতেছে কোন সময়ে অল্প উৎপাদন হইতেছে, বিশেষ করিয়া কৃষি সামগ্রী উৎপাদনের সময় ঋতুর দ্বারা নির্দ্ধারিত; সেই কারণে বৎসরের হিসাব ধরাই স্বাভাবিক। আবার বৎসরের যে এই হিসাব ধরা হইবে, তাহার মধ্যে ভোগ সামগ্রী (consumers goods) ও উৎপাদক সামগ্রী (producers goods)* উভয়ই থাকিবে; কারণ জীবন ধারণের মান যদিও প্রত্যক্ষভাবে ভোগসামগ্রীর পরিমাণের উপর নির্ভর করে তবুও এই ভোগসামগ্রীগুলি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার উৎপাদক সামগ্রী অবশ্য প্রয়োজন। সকল প্রকার সামগ্রী—ভোগসামগ্রী হউক আর উৎপাদক সামগ্রী হউক—এবং সকল প্রকার কার্য্যই (অবশ্য যেগুলির "প্রয়োজনীয়তা" আছে) উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহার হিসাবে দুইবার কোন সামগ্রীর যেন গণনা না হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের নীট উৎপাদনটুকুই হিসাব করিতে হইবে —উহার মোট উৎপাদনের মূল্য হইতে উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য বাদ দিয়াই এই নীট উৎপাদন হিসাব করিতে হইবে। এ সম্পর্কে পুঁজির ব্যবহারজনিত ক্ষয় (depreciation of capital) একটি সমস্যা; প্রত্যেক বৎসর পুঁজি সামগ্রী সমূহের সারাই কার্য্য (repairs), অংশবদল (replacements), নূতনীকরণ (renewals)

প্রয়োজন হয় এবং বাৎসরিক উৎপাদনের কিছু অংশ এইরূপ কার্য্যে নিয়োজিত হয়। ইহা করা না হইলে পুঁজি সামগ্রীর ক্ষয় হইয়া এবং উহার উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হইয়া মোট উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইত। সুতরাং পুঁজির ক্ষয় পূরণে যে উৎপাদন নিয়োজিত হয় উহাও বাদ দিয়া মোট উৎপাদনের হিসাব করিতে হইবে।

উৎপাদনে প্রভাব বিস্তারী বিষয়—Factors Influencing Production

(১) মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত একাধিক বিষয় আছে যাহা নাকি উৎপাদনের পরিমাণ প্রভাবান্বিত করে। ভূমিকম্প, বন্যা ও ঝড় ঝঞ্ঝা উৎপাদন ব্যাহত করে। যথোপযুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে উৎপাদন হয় উৎকৃষ্ট এবং বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় উহা হয় নিকৃষ্ট।

(২) দেশের জনসমষ্টির মধ্যে যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞানের (technical knowledge) পরিমাণের দ্বারা উৎপাদন নির্দ্ধারিত বা প্রভাবান্বিত হয়। নূতন উদ্ভাবনের দ্বারা প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ বর্দ্ধিত করিয়া প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়।

(৩) উৎপাদনের উপাদানের প্রাপ্তব্যতা (availability) এবং উহাদের ব্যবহার পদ্ধতির উপরেও উৎপাদন নির্ভরশীল। মানুষের অভাবের তুলনায় ভোগসামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা ঘটে কারণ ঐগুলি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের স্বল্পতা থাকে। আবার যে পরিমাণ উৎপাদনের উপাদান আছে সেইগুলির ব্যবহারের প্রকৃষ্টতার দ্বারাও উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়।

(৪) কোন একটি বিশেষ সামগ্রীর উৎপাদন উহার মূল্যের উপরে বিশেষভাবেই নির্ভরশীল। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অন্য সামগ্রী হইতে উৎপাদনের উপাদান গতিপরিবর্ত্তন হইয়া এই সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হইবে; মূল্য হ্রাস পাইলে বিপরীত ফল ঘটিবে।

(৫) লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিলে উৎপাদনের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে। তবে উহার দ্বারা জীবনধারণের মান যে উন্নীত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

উৎপাদনের উপাদান—Factors of Production

উৎপাদনের সহায়করূপে যে উপাদানগুলির প্রয়োজন সেইগুলিকেই উৎপাদনের উপাদানরূপে গণ্য করা হয়। উৎপাদনের উপাদান মোটামুটি চারি প্রকারের— ভূমি, শ্রম, পুঁজি এবং ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি বহন। ভূমি হইল উৎপাদনের প্রাকৃতিক সহায় এবং শ্রম হইল মানুষের প্রচেষ্টা, যে প্রচেষ্টা দৈহিক বা মানসিক উভয়তঃই

হইতে পারে। পুঁজি হইল মানুষের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদ যাহা পুনরুৎপাদনে নিয়োজিত হয়। ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি বহন যদিও মানুষের দ্বারাই সম্পাদিত হয় তবুও উহা পৃথক উপাদানরূপে গণ্য হইতে পারে। ব্যবস্থাপনার যে কার্য্য তাহা সাধারণ শ্রমিকের কার্য্য হইতে পৃথক এবং আধুনিক উৎপাদন প্রচেষ্টার মধ্যে যে বিরাট ঝুঁকি (Risk) থাকে তাহা ভূমি বা শ্রম বা পুঁজির উপর বর্ত্তায় না।

Questions & Hints

1. Define production and enumerate the various factors of production. Distinguish between productive and unproductive labour. (Agra 1939 ; Cal. B. Com. 1932) [পৃঃ ৮৪—৮৭]

2. How can the measurement of the volume of production be made ? Analyse the factors influencing production. [পৃঃ ৮৭—৮৮]

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমি

Land

অর্থনীতিতে ভূমির তাৎপর্য্য—Significance of Land in Economics

ভূমি মানুষকে অস্তিত্বের স্থান প্রদান করে, খাদ্য সরবরাহ করে, এবং উৎপাদনের উপযোগী কাঁচা মাল সরবরাহ করে; মানুষ যাহা কিছু ভোগ করে তাহার আদি সূত্র হইল ভূমি। অর্থনীতিতে ভূমি বলিতে শুধু মৃত্তিকাবৃত স্থলভাগকেই বুঝায় না। ভূমি বলিতে বুঝায় সবকিছুই যাহা নাকি প্রকৃতির দান এবং সম্পদ উৎপাদন কার্য্যে ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য। অধ্যাপক মার্শাল ভূমির সংজ্ঞা প্রদানে বলেন "ভূমি বলিতে বুঝায় জমি এবং জলে, বায়ু, আলো এবং উত্তাপে যে পদার্থ এবং শক্তি সমূহ প্রকৃতি অবারিত ভাবে মানুষের সাহায্যের জন্য দান করে তাহাই"। ["By land is meant the material and the forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air, light and heat"—Marshall] সুতরাং অর্থনীতিতে ভূমি শুধু জমিই নহে অর্থাৎ স্থলভাগের উপরের স্তরই নহে; সমুদ্র, হ্রদ, জমির অবস্থিতি, মাটির প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, সূর্য্যের কিরণ, খনিজ, প্রাকৃতিক উত্তাপ, অরণ্য, মৎস্যস্থলী, এইগুলিও ভূমির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

ভূমির বৈশিষ্ট্য—Characteristics of Land

"একখণ্ড ভূমি ব্যবহারের অধিকারের অর্থ একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থানের উপর, পৃথিবীর উপরিস্থ স্তরের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশের উপর কর্তৃত্ব।" [The right to use a piece of land gives command over a certain space – a certain part of the earth's surface"—Marshall] ভূমির এই বিস্তৃতির উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। মানুষের ইচ্ছা দ্বারা ইহা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইতে পারে না। ভূমির এই বৈশিষ্ট্য হইতে অর্থনীতিবিদ্‌গণ উহার যোগানের এই স্থিরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রকৃতপক্ষে, যোগানের এই স্থিরতাই উহার বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়। অবশ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে জমি ক্ষয় (erosion) অথবা বন্যার দ্বারা জমির পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে অথবা আবিষ্কারের দ্বারা বা বাঁধ নির্ম্মাণের দ্বারা

উহার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অপর পক্ষে অবিবেচনা প্রসূত কার্য্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে আবার যথাযথ সার প্রয়োগ, সেচকার্য্য ইত্যাদির দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। এই দিক হইতে বিচার করিলে পুঁজির সহিত ভূমির কোনও পার্থক্য থাকে না। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই পার্থক্য শুধু সেই ক্ষেত্রেই ঘটে যে ক্ষেত্রে ভূমি বলিতে বুঝায় নিছক জমি বা উহার উৎপাদিকা শক্তি। কৃষক কৃষিকার্য্যের জন্য বা গৃহনির্ম্মাণকারী গৃহনির্ম্মাণের জন্য যখন ভূমি ব্যবহার করে তখন যাহা ব্যবহৃত হয় তাহা নিছক উৎপাদিকা শক্তি নহে, ব্যবহৃত হয় তাহার মালিকানার মধ্যে অবস্থিত একটি নির্দ্দিষ্ট এলাকার বিস্তৃতি, জল, বায়ু, সূর্য্যালোক, অবস্থান। উর্ব্বরতার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে কিন্তু জলবায়ু অবস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। "এইভাবে ভূমির মধ্যে আমরা দুইটি বিষয় পাই, যেগুলির পৃথকীকরণ বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব না হইলেও তত্ত্বরূপে (in theory) সর্ব্বদাই সম্ভব। একটি হইল পরিবর্ত্তনশীল এবং মানুষের প্রচেষ্টার ফল, অপরটি হইল অপরিবর্ত্তনীয় এবং প্রকৃতির মুক্তদান। এই অপরিবর্ত্তনীয় উপাদানটি...হইল ভূমি।" (কেয়ার্ণক্রস)

ভূমির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে উহার উৎপাদন খরচ (cost of producion) নাই। প্রকৃতি ইহা বিনামূল্যে দান করিয়াছে—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীব উহার ব্যবহার করিবে। ভূমি সৃজনের জন্য কাহারও কোন অর্থব্যয় ঘটে নাই এবং কোন একখণ্ড ভূমির মালিক উহা অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিলে, এই ব্যবহার অধিকার প্রদানের জন্য তাহাকে কোনই ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে না। শ্রম বা পুঁজির সহিত ভূমির ইহাই পার্থক্য। ভবিষ্যৎ শ্রমিককে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাহার অভিভাবককে ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। একজন শ্রমিককে নিজের জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। পুঁজির সৃষ্টির জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় এবং এই সঞ্চয়ের জন্য মানুষকে বর্ত্তমানের ভোগইচ্ছা সংযত করিতে হয়। সেই কারণে পুঁজি বা শ্রমিক ব্যবহারের জন্য কেহ না কেহ অপর কাহাকেও মূল্য প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু ভূমির ব্যবহারের জন্য মূল্য প্রদান (খাজনা) যদি বিলোপ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলেও সমপরিমাণ ভূমি ব্যবহৃত হইতে পারিবে। অবশ্য ভূমির উন্নয়নের জন্য ব্যয় আছে, এই ব্যয় উসুল না হইলে, উন্নয়ন ব্যাহত হইবে। কিন্তু উহা হইল স্বতন্ত্র ব্যাপার। সাধারণ উর্ব্বরতা সম্পন্ন এবং সুবিধা সম্পন্ন ভূমির যে অবস্থিতি তা ব্যয় নিরপেক্ষ।

তৃতীয়তঃ, ভূমির বৈশিষ্ট্য হইল উহার অসমতা (heterogeneity); যে কোন

দুইটি ভূমিখণ্ডের মধ্যে, উর্ব্বরতা এবং অবস্থান (situation) এর দিক হইতে কিছু না কিছু পার্থক্য হইবে। কোনটি হয়তো খুব উর্ব্বর আবার কোনটি হয়তো সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর ; আবার এই দুইটী চরম দৃষ্টান্তের মধ্যে যে কতগুলি উর্ব্বরতা ও অনুর্ব্বরতার ক্রমিক স্তর থাকিতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। অবস্থানের দিক হইতেও কোনটি খুব সুবিধাজনক স্থানে এবং কোনটি সম্পূর্ণ অসুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত হইতে পারে—আবার এই দুইয়ের মধ্যে বহু স্তর থাকিতে পারে। নিছক উর্ব্বরতার দিক হইতে হয়তো দুইটী ভূমিখণ্ডের মধ্যে সাদৃশ্য বা সমতা থাকিতে পারে, কিন্তু উর্ব্বরতা এবং অবস্থান (fertility and situation) যুক্ত করিলে কোন ভূমির সহিতই কোন ভূমির সমতা নাই।

ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—Law of Diminishing Returns

একখণ্ড ভূমির উপর পুঁজি ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া তবেই উৎপাদন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভূমির উপর এই যে শ্রম ও পুঁজি প্রয়োগ করা হয় এবং তাহার দ্বারা যে উৎপাদন লাভ ঘটে—ইহার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মানুষ ভূমির ব্যবহার করিতে পারে দুই উপায়ে,—ভূমির নিছক বিস্তৃতিকেই ব্যবহার করিয়া (যথা একখণ্ড জমির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া) অথবা উহার স্বকীয় গুণকে অর্থাৎ উহার উর্ব্বরতা বা প্রাণীসম্পদকে ব্যবহার করিয়া। ভূমির বিস্তৃতি যেরূপ, উহার স্বকীয় গুণও সেইরূপ প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং একই ভূমির উপর যখন শ্রম ও পুঁজির প্রয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, তখন একটি নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষমতার উপর ক্রমশঃই অধিক হারে চাপ প্রদান করা হইয়া থাকে। সুতরাং একই জমির উপর যে অনুপাতে পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে, সেই অনুপাতে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি না ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। একই ভূখণ্ডে শ্রম ও পুঁজি যে অনুপাতে বৃদ্ধি করা হইবে, ফসল উৎপাদনের পরিমাণও যদি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এক বিঘা জমি হইতে যত ইচ্ছা ততই ফসল উৎপাদন করা যাইত—অধিক পরিমাণ জমি ক্রয় করিয়া চাষের জমির পরিধি বৃদ্ধি করিবার কোনই প্রয়োজন হইত না।

একজন ব্যক্তি একখণ্ড জমি হইতেই যে কোন পরিমাণ শস্যোৎপাদন করিতে পারে না বলিয়াই, নূতন জমি ক্রয় করে। ইহার কারণ হইল একই ভূখণ্ডে যদি শ্রম ও পুঁজির পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে মোট ফসল উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু শ্রম ও পুঁজি যে অনুপাতে বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা কম অনুপাতেই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শ্রম ও পুঁজি

বৃদ্ধি করা হইল যে হারে, উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল তাহা অপেক্ষা কম হারে। ধরা যাউক, একজন চাষী তাহার ৫ বিঘা পরিমাণ জমিতে ৫ জন মজুর এবং ৫০৲ টাকা ব্যয় করিয়া ৪০ মণ ধান পাইল। পরের বারে সে আরও ৫ জন মজুর এবং আরও ৫০৲ টাকা, অর্থাৎ মোট ১০ জন শ্রমিক এবং ১০০৲ টাকা ব্যয় করিল এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল বটে কিন্তু উহা ৮০ হইতে ৬৫ তে পরিণত হইল। উৎপাদন বৃদ্ধি হইল কিন্তু পুঁজি ও শ্রম বৃদ্ধির তুলনায় কম।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে এই সাধারণ অভিজ্ঞতাটুকুকে অর্থনীতিবিদ্‌গণ একটি সূত্রের আকারে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহাকে "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম" রূপে অভিহিত করা হয়। মার্শাল নিয়মটির এইরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেনঃ "ভূমিতে কৃষির জন্য প্রযুক্ত পুঁজি ও শ্রম বৃদ্ধির দ্বারা উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ সাধারণতঃ কম অনুপাতেই বর্দ্ধিত হয়—অবশ্য যদি সে সময়ে কৃষিশিল্পের উন্নতিমূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়।" * লক্ষ্য করা প্রয়োজন মার্শাল এই সংজ্ঞাটীর মধ্যে "সাধারণতঃ" শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে সর্ব্বক্ষেত্রে এবং সর্ব্ব অবস্থাতেই এই নিয়মটি যে অপরিবর্ত্তনীয়রূপে ক্রিয়া করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এরূপ যদি হয় যে একখণ্ড ভূমিতে যে পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি পূর্ব্বে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা ঐ ভূখণ্ডের স্বকীয় গুণ বা উর্ব্বরতাকে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহারে অক্ষম ছিল তাহা হইলে শ্রম ও পুঁজির বৃদ্ধি উহা পরিপূর্ণ ব্যবহারের সক্ষমতা প্রদান করিবে এবং ফসলের বৃদ্ধি কম হারে না হইয়া বেশী হারেই হইতে পারে। আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন, মার্শাল "যদি সে সময়ে কৃষিশিল্পের উন্নতিমূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়" এইরূপ ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রম ও পুঁজির বৃদ্ধির দ্বারা কৃষির উন্নতিমূলক কোন ব্যবস্থা,—যথা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, রাসায়নিক সার প্রভৃতি ব্যবহার,—যদি অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে ফসলের পরিমাণ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলি চূড়ান্ত ব্যতিক্রম নহে—এইগুলি সাময়িক ব্যতিক্রম। পুঁজি ও শ্রমের বৃদ্ধি করিতে করিতে জমির স্বকীয় গুণ বা উর্ব্বরতা পরিপূর্ণ ব্যবহারের বিন্দুতে যখনই উপনীত হওয়া যাইবে ঠিক তাহার পর হইতেই উৎপাদনের বৃদ্ধি হইবে হ্রাসমান হারে। উপরন্তু একটি নির্দ্দিষ্ট

* "An increase in capital and labour applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with the improvements is the art of agriculture, "—Marshall

সময়ে একখণ্ড জমিতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যতটা উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহা করা হইবার পর ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম অবশ্যই ক্রিয়া করিতে থাকিবে। সাময়িকভাবে এই নিয়মের ক্রিয়া স্থগিত থাকিতে পারে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে ইহার ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

ফেয়ারচাইল্ড প্রমুখ গ্রন্থকারত্রয় এই নিয়মটীর ব্যাখ্যা প্রদানে বলিয়াছেন, "কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমাজের জমিগুলি যদি হ্রাসমান উৎপাদনের সীমানা অতিক্রম করিয়া চাষ করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র সমাজের জমির একটি অঞ্চল হইতে শ্রম ও পুঁজি উঠাইয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশে নিয়োগ করা হইলে সামাজিক উপার্জ্জন হ্রাস পাইতে বাধ্য। ["If the lands in society are being exploited at any time beyond the point of diminishing returns, labour and capital can not be withdrawn from an area of land and concentrated on other areas without diminishing the social income."]* ইহার কারণ হইল এক অঞ্চল হইতে টানিয়া লওয়া শ্রম ও পুঁজি যে অবশিষ্ট অংশে প্রযুক্ত হইবে সেই অবশিষ্ট অংশে পূর্ব্বেই শ্রম ও পুঁজি নিযুক্ত ছিল; এক্ষণে একই জমিতে শ্রম ও পুঁজির পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে এবং উহার বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি না হইবার দরুণ সমাজের মোট আয় হ্রাস পাইবে।

কেয়ার্ণক্রশ এই নিয়মটির যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইল :
"একই আয়তনের জমিতে ক্রমান্বয়ে শ্রম ও পুঁজির নিয়োগ বৃদ্ধি করিলে, অন্যান্য বিষয় যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহার দ্বারা কম অনুপাতেই উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে।" ["Successive applications of labour and capital to a given area of land must ultimately, other things remaining the same, yield a less than proportionate increase in produce"—Cairncross]

ক্রমিক খরচা বৃদ্ধি—Increasing Cost

এক খণ্ড জমিতে পূর্ব্বেকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিলে বাড়তি ফসল যদি পূর্ব্বেকার তুলনায় কম হইতে থাকে, তাহা হইলে দেখা যাইবে প্রতিটি মাত্রা (unit) ফসল উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বেকার মত সমপরিমাণ ফসল উৎপাদন করিতে এক্ষণে অধিক ব্যয় হইবে। সেইজন্য ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের অর্থ ক্রমিক খরচা বৃদ্ধি। ধরা যাউক প্রত্যেক শ্রমিকের ১০৲ টাকা

* Economics,—Fairchild, Furniss & Buck, p. 249,

করিয়া মজুরী ; এইরূপ ৫ জন শ্রমিক বাবদ ৫০৲ টাকা এবং বীজ, সার, লাঙ্গল প্রভৃতি পুঁজি বাবদ ৫০৲ টাকা—মোট টাকা ১০০৲ ব্যয়ে ৪০ মণ ধান উৎপন্ন হইয়াছে। পরের বার একই পরিমাণ জমিতে আরও ৫ জন শ্রমিক এবং আরও ৫০৲ টাকা—মোট ১০ জন শ্রমিক ও ১০০৲ টাকা পুঁজি—অর্থাৎ মোট ২০০৲ টাকা ব্যয়ে হয়তো ৬০ মণ ধান হইল। অতিরিক্ত ১০০৲ টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ফসল হইল ২০ মণ। প্রথম ১০০৲ টাকা ব্যয়ে ৪০ মণ ধান উৎপন্ন হওয়ায় প্রতি মণ ধান উৎপাদন করিবার খরচা হইল ২॥০ আনা কিন্তু দ্বিতীয় ১০০৲ টাকায় ২০ মণ ধান উৎপন্ন হওয়ায় মণ প্রতি উৎপাদন খরচা ৫৲ টাকায় বৃদ্ধি পাইল।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতা—Applicability in Different Spheres

শুধু চাষোপযোগী ভূমির ক্ষেত্রেই যে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়াশীল হয় তাহাই নহে, 'ভূমি' পর্য্যায়ভূক্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাওয়া যায় :—

গৃহনির্ম্মাণ ভূমি (Building site)—একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া একজন ব্যক্তি তাহার উপর গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারে কিন্তু একই গৃহের উপরে একতলার উপর আর এক তলা, এইভাবে ক্রমশঃ যতই উপরের তলা নির্ম্মিত হইতে থাকিবে, ততই উপরের তলা নির্ম্মাণের খরচা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ভূমি খণ্ডটীর নির্দ্দিষ্ট বিস্তৃতি বা আয়তনের উপর ক্রমশঃই অধিকতর হারে চাপ পড়িবে। কৃষি ভূমির উর্ব্বরতার উপরে যেরূপ চাপ দিবার সীমা আছে গৃহ নির্মাণ ভূমির বিস্তৃতির উপরেও সেইরূপ চাপ দিবার সীমা আছে। সেই সীমা লঙ্ঘন করিলেই খরচার তুলনায় সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে কম। সেই কারণে বাড়তি খাজনা বা মূল্য প্রদান করিয়াও বাড়তি ভূমি গ্রহণ করিতে হয়।

মৎস্যস্থলী (Fishery)—মৎস্যস্থলীতে, যথা পুষ্করিণী বা নদীতে মৎস্য চাষের কার্য্যে বা মৎস্য ধরিবার কার্য্যেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। একটি জলাশয়ের মধ্যে কত পরিমাণ মৎস্য চাষ হইতে পারে তাহার একটি সীমা আছে—এই সীমা নির্দ্ধারিত হয় জলাশয়ের বিস্তৃতির দ্বারা এবং উহার মধ্যে মৎস্যের উপযোগী প্রাপ্য খাদ্যের দ্বারা। এই সীমা লঙ্ঘন করিয়া অধিক শ্রম ও পুঁজি প্রয়োগ করিলে, উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে কম হারে, এমন কি এরূপ সময়ও উপস্থিত হইতে পারে যখন উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনাই আর থাকে না। নদীর মধ্যেও প্রকৃতি সীমাহীন মৎস্য দেয় না। অতএব এক সময় আসিবেই যখন পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ কম অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইবে।

খনি (Mines)—খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের ক্ষেত্রেও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের

নিয়ম ক্রিয়া করে। কোন খনিজ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি হইলে, ঐ সামগ্রী খনি হইতে অধিক পরিমাণে উত্তোলন করিবার প্রচেষ্টা হইবে। এক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে, অধিকতর গভীর খাদে অবতরণের জন্য অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু কোন একটি বিশেষ খনিতে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক আকর্ষণ করিতে হইলে মজুরীর হার বর্দ্ধিত করিতে হইবে। আবার ক্রমান্বয়ে অধিকতর গভীর খাদে অবতরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য ক্রমশঃই অধিক খরচ করিতে হইবে; উপরন্তু যতই গভীরতর খাদে অবতরণ করা হইবে ততই শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে। তদ্ভিন্ন সহজেই আহরণ-যোগ্য (accessible) এবং প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায় এইরূপ খনিজ সামগ্রী সমষ্টি (mineral deposits) বিশেষভাবেই সীমাবদ্ধ। যথা, কয়লা পৃথিবীতে বহু পরিমাণেই আছে, কিন্তু উহার অতি অল্পাংশই এরূপ স্থানে অবস্থিত যেখান হইতে উহা সহজেই আহর করাণ চলে। উপরন্তু আকরিক (ore) হইতে ধাতু পাওয়া যায় এবং একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আকরিক হইতে কতপরিমাণ ধাতু পাওয়া যাইবে তাহা আকরিকের গুণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এরূপ যদি ঘটে যে যত অধিক খনিজ উত্তোলিত হইতেছে আকরিকের গুণ ততই নিকৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইলে সমপরিমাণ আকরিক হইতে ক্রমশঃই কম পরিমাণ ধাতু পাওয়া যাইবে। এই সকল কারণে খনিজ সামগ্রী উত্তোলনের ক্ষেত্রে একদিকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে অপর দিকে উৎপাদনের পরিমাণ ব্যয়ের তুলনায় হ্রাস পাইবে।*

Questions & Hints

1. State the law of diminishing returns. Are there any limitations to this law ? (Cal. B. A. 1937 ; B. Com. '40) [পৃঃ ৯২—৯৪]

2. "Labour and Capital cannot be withdrawn from a part of the land and concentrated on the rest without causing a reduction

---

* কেয়ার্ণক্রস অভিমত দেন, উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম সঠিকভাবে খনির পক্ষে প্রযোজ্য নহে—যদিও অধিক পরিমাণে খনিজ সামগ্রী আহরণের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। খনির পক্ষে এই নিয়মের প্রয়োগবিহীনতার সমর্থনে কেয়ার্ণক্রস বলেন যে খনির উৎপাদন জমির উৎপাদনের ন্যায় অবিরত পুনঃ প্রাপ্তব্য উপার্জ্জন (constantly recurring income) নহে। ঠিকমত কৃষি করিলে জমি উহার উর্ব্বরতা বজায় রাখিতে পারে কিন্তু খনি হইতে যাহা উৎপাদিত হয় তাহা খনিরই অংশ। জমির কৃষিকার্য্যে পুঁজি ও শ্রমের ব্যয়সঙ্কোচ করিতে পারা যায় কিন্তু খনির গভীরতর খাদে অথবা কম খনিজ বিশিষ্ট স্তরে ব্যয় সঙ্কোচের কোন অবকাশ নাই—হয় উত্তোলন করা হইবে, না হয় উত্তোলন করা হইবে না। Cairncross—'Economics' P. 34.

of social income." Bring out the significance of the statement. (B. A. 1944) [পৃঃ ৯২—৯৪]

3. The law of diminishing returns is only one phase of the universal law of variable proportions. Elucidate fully (Cal. B. Com. 1951) Explain why the law of diminishing returns prevails in agriculture and the law of increasing returns mainly in manufacture. (Cal. B. A. 1952.)

[নিচে "সংগঠনের বা ব্যবস্থাপনার সমস্যা" শীর্ষক অধ্যায়ে যন্ত্রশিল্প ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম" দ্রষ্টব্য]

সপ্তম অধ্যায়

শ্রম

Labour

'শ্রম' কাহাকে বলে—What 'labour' means

সাধারণতঃ, শ্রম বলিতে বুঝায় মেহনৎ, কিন্তু অর্থনীতি মেহনতের প্রকার ভেদ করিয়া তবেই শ্রমের সংজ্ঞা প্রদান করে। নিছক মেহনতের জন্যই যদি মেহনৎ করা হয় তাহা হইলে অর্থনীতির বিচারে উহা 'শ্রম' পদবাচ্য নহে; একজন ফুটবল খেলোয়ার বা মুষ্টিযোদ্ধা নিছক আনন্দের জন্য যে মেহনৎ করিবে তাহা শ্রম নহে, এমন কি খেলায় সাফল্যলাভ করিলে পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটিবে এই আশায়ও যদি শ্রম করা হয় তাহা হইলেও উহা অর্থনৈতিক শ্রম নহে; কারণ ঐ পুরস্কারের কোন যোগান দাম বা চাহিদা দাম (demand price or supply price) নাই। আবার কেহ যদি নিছক কর্ত্তব্যবোধে বা স্নেহবশতঃ অথবা বাধ্যবাধকতা বোধেও শ্রম করিয়া দেয় কিন্তু উহার দ্বারা কোনই উপার্জ্জন না ঘটে তাহা হইলেও তাহার পরিশ্রম শ্রম নহে। সুতরাং নিছক পরিশ্রম করার আনন্দ ভিন্ন কোন পারিশ্রমিকের আশায় মানুষ যে প্রচেষ্টা করে অর্থনীতিতে তাহাই শ্রমরূপে স্বীকৃত। এই পরিশ্রম মস্তিষ্কের হইতে পারে অথবা শরীরের হইতে পারে অথবা আংশিক ভাবে মস্তিষ্কের এবং আংশিক ভাবে শারীরিক হইতে পারে। "কোন পুরস্কারের আশায় সম্পাদিত, মানুষের সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক প্রচেষ্টা শ্রমের অন্তর্ভূক্ত।" ("Labour connotes all human effort, of body or mind which is undertaken in the expectation of reward"—S. E. Thomas) এস্থলে পুরস্কার (reward) বলিতে বুঝাইতেছে উপার্জ্জন।

শ্রম দক্ষতা—Efficiency of Labour

শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতাই হইল শ্রম দক্ষতা—অর্থাৎ শ্রমিকের সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা। মোটামুটি ছয়টি বিষয়ের উপরে এই কর্ম্মদক্ষতা নির্ভর করে—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কার্য্যের অবস্থা, শিল্পের ব্যবস্থা, মজুরীর পরিমাণ ও প্রদান রীতি, নৈতিক গুণাবলী।

স্বাস্থ্য—উত্তম স্বাস্থ্য না থাকিলে মানুষ পরিশ্রমে অনিচ্ছুক হয়, বা ইচ্ছা থাকিলেও অক্ষম হয়। দক্ষ হইবার জন্য শ্রমিকের পক্ষে স্বাস্থ্যবান হওয়া প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য নির্ভর করে প্রথমতঃ কুলগত গুণের (racial qualities) উপর ; এক এক কুল অন্তর্ভুক্ত সমষ্টির (race) স্বাস্থ্যের এক এক প্রকার স্তর থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য সে যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহার গুণ ও পরিমাণের উপরেও নির্ভরশীল। তৃতীয়তঃ, মুক্ত বায়ু ও আলো যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে, অল্প পরিসর বা অপরিষ্কার পরিবেশের মধ্যে বসবাস করিলে স্বাস্থ্য ব্যাহত হয়। সুতরাং বসবাসের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরেও স্বাস্থ্য ও কর্ম্মোদ্যম নির্ভর করে। চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক আবহাওয়া বা জলবায়ুর উপরেও স্বাস্থ্য নির্ভরশীল।

শিক্ষা—নিছক অপটু শ্রমের (unskilled labour) জন্য শুধু উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারই যথেষ্ট কিন্তু পটুতা বিশিষ্ট শ্রম (skilled labour) বা বিশেষত্বশীল শ্রমের (specialised labour) জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শ্রম দক্ষতার জন্য বুদ্ধি বৃত্তির স্ফূরণ এবং কার্য্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমেই ইহা আহরিত হয়। এই শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা হইতে পারে, কারিগরী শিক্ষা হইতে পারে বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা হইতে পারে। সাধারণ শিক্ষা (general education) মানুষের চিন্তাশক্তির উন্মেষে সহায়তা করে এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করে। উপরন্তু আধুনিক বৃহদাকার শিল্পে বহু জটিল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদনের জটিল প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয় ; এই সকল যন্ত্র ব্যবহার এবং প্রক্রিয়া অবলম্বনের জন্য বিশেষ ধরণের কারিগরী শিক্ষার (technical education) প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, এঞ্জিনিয়ার, শিল্প পরিচালক প্রভৃতি মস্তিষ্ক জীবীদিগের প্রয়োজনীয় বিশেষ যোগ্যতা আনয়নের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা (vocational education) প্রয়োজন।

কার্য্যের অবস্থা—শ্রমিকের দৈনিক কার্য্যকালের উপর তাহার কর্ম্মদক্ষতা বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। "নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে, কার্য্যকাল হ্রাসের দ্বারা শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়"। (ফেয়ারচাইল্ড) বহুক্ষণ ধরিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইলে শ্রমিকের কর্ম্মোদ্যম নষ্ট হইতে বাধ্য। উপরন্তু বেশী জবরদস্তি ও কড়া নিয়ন্ত্রণ করিলে শ্রমিকের কার্য্যের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কারখানায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ভিতরে কাজ করিলে কর্ম্মদক্ষতা বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায়।

শিল্পের ব্যবস্থা (Organisation)—আঁত্রেপ্রণা বা শিল্প পরিচালকের উপরে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার উপরেও শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতা অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে। শিল্প পরিচালক যদি ঠিকমত শ্রম-বিভাগ করেন, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ক্রয়

করেন, উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সরবরাহ করেন, যে শ্রমিক যে কার্য্যে উপযুক্ত তাহাকে ঠিক সেই কার্য্য করিতে দেন এবং একখণ্ড ভূমিতে যতটা পুঁজি ও শ্রম প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা বেশী বা কম যদি নিয়োগ না করেন, তাহা হইলে শ্রমিকদের দ্বারা সর্ব্বাধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন হওয়া সম্ভব। অন্যথায় শ্রমিকগণ অধিক উৎপাদনের দ্বারা তাহাদের দক্ষতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে না।

মজুরীর পরিমাণ ও প্রদান রীতি—(Amount and payment of wages)—কর্ম্মদক্ষতার জন্য আবশ্যকীয় সামগ্রী ভোগ করিতে পারা যায় এইরূপ পারিশ্রমিক না পাইলে শ্রমিকদের পক্ষে কর্ম্মদক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নহে। উপরন্তু যে পারিশ্রমিক তাহারা পাইবে তাহা তাহাদিগের পক্ষে নিয়মিতভাবে পাওয়া প্রয়োজন। ইহাতে অনিয়ম হইলে শ্রমিকদের কর্ম্মোদ্যমের অভাব হইবে। তবে আসল জিনিষ হইল যে মজুরীর পরিমাণের মারফৎ শ্রমিকদিগকে কর্ম্মপ্রেরণা যোগাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অনেক আধুনিক অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে মজুরীর উপরেও মুনাফার কিছু অংশ শ্রমিকদিগকে প্রদান করা উচিত।

নৈতিক গুণাবলী—(Moral qualities)—শুধু মজুরীর পরিমাণের উপরেই নহে, উহার ব্যবহার পদ্ধতির উপরেও শ্রমিকের কর্ম্মদক্ষতা নির্ভর করে। একজন শ্রমিক তাহার মজুরীর অধিকাংশই যদি মদ্যপান ও জুয়াখেলায় ব্যয় করে যত অধিক মজুরীই দেওয়া হউক না কেন উহার দ্বারা তাহার কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে না। অতএব শ্রমিকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি (যাহাতে সে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে পারে) ও পান ভোজন সম্পর্কে সংযম ইত্যাদি নৈতিক গুণ থাকা প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন কর্ম্মদক্ষতার জন্য শ্রমিকের সততা, আত্মসম্মানবোধ, উন্নতি করিবার আকাঙ্খা ইত্যাদি গুণও থাকা প্রয়োজন।

লোকসংখ্যা সম্পর্কীয় মতবাদ—Theories of Population

একটি দেশের কত পরিমাণ শ্রম উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করা সম্ভব তাহা যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে জনসংখ্যা (population) সেগুলির অন্যতম। মোট জনসংখ্যার মধ্যে অনেকে অবশ্য থাকে যাহারা পরিশ্রম করিবার মত বয়োপ্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহারা বিভিন্ন কারণে পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। তবে জনসংখ্যার উপরে শ্রমিকদের সংখ্যা নির্ভর করে এই হিসাবে যে জনসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির সহিত শ্রমযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। মোট জনসংখ্যার একটি শতকরা নির্দ্দিষ্ট হার শ্রমযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যারূপে

বিবেচিত হয় (Number of the working population is taken as a certain percentage to total population); সাধারণতঃ কুড়ি হইতে ষাট বৎসর বয়স্ক লোক শ্রমযোগ্য বলিয়া বিবেচ্য। ইহার মধ্যে যাহারা পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এবং যাহারা কেবলমাত্র অপরের মেহনতের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের উপরে নির্ভরশীল ইহাদের বাদ দিলে সাধারণতঃ শ্রমযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা জনসংখ্যার অর্দ্ধেক দাঁড়ায়। ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথাস্ লোকসংখ্যা সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় লোকসংখ্যা অতি দ্রুত এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী অল্প পরিমাণেই বৃদ্ধি পায়। অতএব কোন একটি দেশে যখন লোক সংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ খুব ঘনবসতি হয় তখন খাদ্য সামগ্রীর অভাব ঘটে। গণিত শাস্ত্র হইতে দুইটি শব্দ ব্যবহারের দ্বারা তিনি এই বিষয়টি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হয় গুণোত্তর অগ্রগতির (Geometrical progression) এবং খাদ্য সামগ্রীর বৃদ্ধি হইল সমান্তর অগ্রগতির (Arithmetical progression) মতন। গুণোত্তর অগ্রগতি হইল সমান্তর অগ্রগতি অপেক্ষা বহুদ্রুত। অতএব তাঁহার মতে এক সময় আসিবে যখন দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার পক্ষে জীবন ধারণের মতন যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী থাকিবে না। দেশের মধ্যে মোট যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যাইবে তাহার অনুপাতে লোকসংখ্যা হইবে অধিক। খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণের তুলনায় এই বাড়তি লোকসংখ্যা প্রকৃতি তাহার নিষ্ঠুর হস্তে অপসারিত করিবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার মারফৎ এই বাড়তি লোকসংখ্যা অপসারিত হইবে। ইহা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ; লোকসংখ্যার উপর এই প্রাকৃতিক বাধাকে ম্যালথাস্ "ধ্রুব নিশ্চিত বাধা" (Positive checks) বলিয়া অভিহিত করিলেন। ম্যালথাস্ বলিলেন মানুষের উচিত নৈতিক সংযমের দ্বারা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভয়ঙ্কর "ধ্রুব নিশ্চিত বাধা" পরিহার করা। মানুষের নৈতিক সংযমের দ্বারা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকে ম্যালথাস্ "নিবারক বাধা" (Preventive checks) বলিয়া অভিহিত করিলেন। তিনি মনুষ্য সমাজকে নিবারক বাধা প্রয়োগের দ্বারা ধ্রুবনিশ্চিত বাধার ক্রিয়াকে নিষ্প্রয়োজনীয় করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

ম্যালথাসের মতবাদের সমালোচনা

(১) ম্যালথাস্ ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির হার নির্ণয় করিয়াছিলেন কিন্তু "সৌভাগ্যক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য

এবং ক্রমিক আয় হ্রাসের প্রবণতা অতিক্রম করিবার জন্য মনুষ্য সমাজ যে প্রচেষ্টা করিয়াছে তাহা এযাবৎ চমৎকারভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। নূতন খাদ্যসামগ্রী ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের এলাকার আবিষ্কার, নূতন যন্ত্রচালিত শক্তির প্রয়োগ, কৃষিপদ্ধতির ক্রমোন্নয়ন, চলাচল ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিনিময় ব্যবস্থা ও সাধারণ ব্যবস্থাপনার উন্নতি—এই সকল বিষয়সমূহ ক্রমিক আয়হ্রাসের পরিবর্ত্তে ক্রমিক আয় বৃদ্ধি আনয়ন করিতে এবং জীবন ধারণের উপকরণের উপর লোকসংখ্যার চাপ লাঘব করিতে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে।" (২) রাশীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষ বহুপ্রকারের বহু পরিমাণ সামগ্রী ভোগ করিতে শিখিয়াছে; ইহাতে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান (Standard of living) উন্নত হইয়াছে। জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান যতই উন্নত হয় ততই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় কম হারে। কারণ প্রথমতঃ জীবনযাত্রার মান যতই উন্নত হয় ততই মানুষ নূতন নূতন অভাব ও আকাঙ্খা সৃষ্টি করে ও সেইগুলি তৃপ্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়—যৌন আকাঙ্খা তাহাদের মনোযোগ কম আকর্ষণ করে; দ্বিতীয়তঃ মানুষ দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধি বৃত্তি প্রয়োগ করে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনে বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে পারে। (৩) গণিত শাস্ত্রের যে শব্দ দুইটি ম্যালথাস্ প্রয়োগ করিয়াছেন সেগুলি এ ক্ষেত্রে যথাযথ প্রযোজ্য নহে। লোকসংখ্যা ঠিক গুণোত্তর অগ্রগতিতে বৃদ্ধি পায় না এবং খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদনও ঠিক সমান্তর অগ্রগতির মতন বৃদ্ধি পায় না।

ভারতবর্ষ এবং চীনের ন্যায় দরিদ্র দেশে ম্যালথাসের মতবাদ প্রযোজ্য হইতে পারে।

শ্রেষ্ঠ সংখ্যার তত্ত্ব—Optimum Theory

অধ্যাপক কার-সণ্ডার্স এবং অধ্যাপক ক্যানান্ জনসংখ্যা সম্পর্কিত যে নূতন তত্ত্ব প্রচার করেন তাহাই জনসংখ্যা সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ-সংখ্যা তত্ত্ব (Optimum Theory of Population) রূপে পরিচিত। এই মতবাদ অনুযায়ী একটি দেশের জনসমষ্টি অতিরিক্ত কিনা তাহা বিচার করা হইবে গড় মাথাপিছু আয়ের হিসাব হইতে। দেশের প্রাকৃতিক সঙ্গতির ব্যবহার হইতে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক সঙ্গতির উপর জনসমষ্টির উৎপাদন প্রচেষ্টা প্রযুক্ত হইয়া, যে মোট সম্পদ পাওয়া যায় তাহাকে দেশের জনসংখ্যার দ্বারা বিভক্ত করিলে জনসাধারণের মাথা পিছু আয় হিসাব করা যাইবে। এই মাথা পিছু আয়ের দ্বারাই বিচার করা হইবে একটি দেশের পক্ষে উপযুক্ত জনসংখ্যা কত,—অর্থাৎ ঐ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনসংখ্যা (optimum population)। ঠিক যে জনসংখ্যার

অস্তিত্বের দ্বারা দেশের জনসাধারণের আয় হইবে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সেই জনসংখ্যা হইবে ঐ দেশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সংখ্যা,—অর্থাৎ দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত জনসংখ্যা।

এই দিক হইতে বিচার করিলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি মাত্রই কিছু অশুভ লক্ষণ নহে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিলে উহার সহিত যদি মাথা পিছু আয় বর্দ্ধিত হয় তাহা-হুইলে বুঝিতে হইবে যে দেশ আরও জনভার বহন করিতে সক্ষম ; শুধু তাহাই নহে এইরূপ জনসংখ্যার বৃদ্ধিই বিধেয়। অপর পক্ষে জন সংখ্যার বৃদ্ধির দ্বারা মাথা পিছু আয় যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণ হ্রাস পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেশের পক্ষে যতটা উপযুক্ত, জনসংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া গিয়াছে। জনসমষ্টির ঠিক সেই সংখ্যাই দেশের পক্ষে উপযুক্ত যে সংখ্যা থাকিলে জনসাধারণের মাথা পিছু আয় বর্দ্ধিত হয় না, হ্রাস প্রাপ্তও হয় না। এই শ্রেষ্ঠ সংখ্যার সহিত প্রকৃত সংখ্যার যদি পার্থক্য থাকে তাহা হইলে তাহা জনসংখ্যার অসামঞ্জস্য (maladjustment of population) রূপে গণ্য।

ম্যালথাসের মতবাদের দ্বারা ভীতিপ্রদর্শিত জগতে শ্রেষ্ঠ সংখ্যা মতবাদের আবির্ভাব বিশেষ স্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। শ্রেষ্ঠ সংখ্যা সম্পর্কিত এই মতবাদ ম্যালথাসের মতবাদের ন্যায় জনসংখ্যার সহিত তুলনা করে নিছক খাদ্যদ্রব্যের নহে, পরন্তু সর্ব্বপ্রকার প্রাপ্তব্য সম্পদেরই (all available kinds of wealth)। সর্ব্ব-প্রকার সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন,—ইহাই এই মতবাদ ইঙ্গিত করে ; অর্থাৎ এই মতবাদ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে জনসংখ্যার সহিত সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির। কারণ একটি দেশ খাদ্য দ্রব্য নহে এইরূপ বিবিধ প্রকারের সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ঐ সম্পদের একাংশের বিনিময়ে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিতে পারে অথচ মোট সম্পদের ক্রমান্তর বৃদ্ধির দরুণ ধনীদেশ রূপে অর্থাৎ অধিক জনভার বহন সক্ষম দেশরূপে থাকিতে পারে। সুতরাং উপযুক্ত জনসংখ্যার বিচার হইল নিছক খাদ্য দ্রব্যের হিসাবে নহে, মোট সম্পদের হিসাবে। ম্যালথাসের মতবাদ ছিল নৈরাশ্যময় (pessimistic) কিন্তু শ্রেষ্ঠসংখ্যার মতবাদ মানুষের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে।

তবে ইহা অনস্বীকার্য্য যে ম্যালথাস্ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা সম্পর্কে একটি নির্দ্দিষ্ট সূত্র প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ জনসংখ্যার গুণোত্তর অগ্রগতি (geometrical progression); কিন্তু শ্রেষ্ঠ সংখ্যার মতবাদ জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রবণতা সম্পর্কে কোন নির্দ্দেশ প্রদান করে না। উপরন্তু শ্রেষ্ঠ সংখ্যার মতবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক

পারিপার্শ্ব (economic environment) যদি স্থিতিশীল থাকে তাহা হইলেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে উহার শ্রেষ্ঠ সংখ্যা বিচার করা সম্ভব হয়।

Questions & Hints

1. Discuss the various elements that affect the efficiency of workmen (Cal. B. A. 1939 ; Pat. '45. Agra '43) [পৃঃ ৯৮—১০০]

2. What is Malthus' theory of population ? How is the teaching of Malthus relevant to the population problem of the world in our days ? (Cal. B. Com. 1934 ; Pat. '45 ; Agra '42 ; Dac. '37) [পৃঃ ১০০—১০৩]

3. What is optimum theory of population ? How does it differ from the old Malthusian theory ? (Punj. 1935) :What is meant by optimum density of population ? Define overpopulation and under-population in the light of this theory (Cal. B. A. 1932 ; Dac. '43). "The problem of population is not one of mere size but of efficient production and equitable distribution." Discuss (Cal. B. A. 1934 ; Bom. '42) What is the optimum theory of population ? (All. 1951) [পৃঃ ১০২—৩]

4. State and explain the Malthusian theory of population and in this connection examine the concept of optimum population. (Agra 1951). [পৃঃ ১০০—১০৩]

অষ্টম অধ্যায়

পুঁজি

Capital *

পুঁজি কাহাকে বলে—What Capital is

আমরা সম্পদ স্বষ্টি করি এবং ভোগ করি কিন্তু যে পরিমাণ সম্পদ বর্ত্তমানে স্বষ্টি করি তাহার সবটুকুই যদি বর্ত্তমানে ভোগ করা হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে সম্পদ স্বষ্টির সম্ভাবনা থাকিবে না। সেই কারণে বর্ত্তমানের উৎপাদন হইতে কিছু অংশ সঞ্চয় করা হইয়া থাকে এবং এই সঞ্চয় পুনরায় উৎপাদনের কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। ইহাকেই বলা হয় পুঁজি,—অর্থাৎ পুঁজি হইল উৎপাদিত সম্পদের সেই পরিমাণ যাহা পুনরায় উৎপাদনের কার্য্যে বিনিয়োগ করা হয়। সঞ্চয়কারী স্বয়ং উহা উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারে অথবা উহা অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিতে পারে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সঞ্চয়কারী উহা হইতে উপার্জ্জন আশা করে। সমাজের কাছে এবং যে ব্যক্তি পুঁজিকে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে পরিণত করিতেছে তাহার কাছে পুঁজি হইল উৎপাদনের উপায়, যদিও যে ব্যক্তি উহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহার কাছে উহা মূলতঃ উপার্জ্জনের উপায় রূপেই বিবেচ্য ; কিন্তু কোন সামগ্রী উৎপাদনের উপায় রূপে ব্যবহৃত হইলে তবেই উপার্জ্জনের উপায় রূপে ক্রিয়াশীল হইতে পারে। অধিক উৎপাদনের মধ্য দিয়াই উপার্জ্জনের সম্ভাবনা উপলব্ধি করা হইয়া থাকে। টমাস বলেন "উৎপাদনের সহায়ক হইবার যে গুণ পুঁজির রহিয়াছে তাহাই হইল ইহার আসল বা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং উপার্জ্জনের উপায় হইবার যে গুণ পুঁজির রহিয়াছে তাহা হইল উহার গৌণ ও প্রাপ্ত্য বৈশিষ্ট্য।" ভূমিকে পুঁজি বলা হয় না কারণ ভূমি মানুষের দ্বারা উৎপাদিত নহে। বম বওয়ার্ক (Bhom Bawark) পুঁজিকে "উৎপাদিত উৎপাদনের উপায়" (Produced means of Production) রূপে অভিহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক মোরল্যাণ্ডের ভাষায়, পুঁজি বলিতে বুঝায় "ভূমি ব্যতীত সকল সম্পদ যে গুলিকে সম্পদ উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহার করিতে মনস্থ করা হইয়াছে" ["We may define capital as all wealth (other than land) which is intended to be used for the production of wealth."]*

---

* W. A. Moreland—An Introduction to Economics p. 89.

বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত—Different Senses in which the word Capital is used

(১) পুঁজিসামগ্রীর (capital goods) অর্থে পুঁজি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। গৃহ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যে সকল বস্তু-সামগ্রীর দ্বারা প্রকৃত উৎপাদন সম্পন্ন হয়, সেই গুলিকে পুঁজিসামগ্রীরূপে অভিহিত করা হয়। কেয়ার্ণক্রস্ ঠিক পুঁজি শব্দটি ব্যবহার না করিয়া বস্তু পুঁজি (concrete capital) বা সম্পত্তি শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ঐ অর্থে পুঁজির একটি নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মুদ্রা-মূল্য আছে এইরূপ সকল সম্পত্তিই হইল বস্তু পুঁজি (concrete capital)। এই বস্তু পুঁজিই আবার ব্যবসায় পুঁজি (Trade capital) রূপে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে অথবা সামাজিক পুঁজি রূপে (Social capital) ব্যাপক অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। উৎপাদনকারীদিগের হস্তে অবস্থিত সম্পত্তি (Assets) হইল ব্যবসায় পুঁজি (Trade capital); সুতরাং ব্যবসায় পুঁজির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে, উৎপাদনের স্থায়ী উপকরণ (Fixed instruments of production) নির্ম্মীয়মান সামগ্রী (Goods in process) এবং সম্পূর্ণ সামগ্রীর পরিমাণ (Stocks of finished goods)। ব্যবসায় পুঁজি অপেক্ষা সামাজিক পুঁজির (Social capital) সংজ্ঞা ব্যাপকতর। কারণ সামাজিক পুঁজির মধ্যে ব্যবসায় পুঁজি তো অন্তর্ভূক্ত থাকেই, আরও থাকে মুদ্রা-মূল্য বিশিষ্ট সর্ব্ব প্রকার অবাণিজ্য মূলক সম্পত্তি (Non commercial assets possessing money-value)। সামাজিক পুঁজির ন্যায় এইরূপ অবাণিজ্য মূলক সম্পত্তিও উৎপাদনশীল সঙ্গতি রূপে বিবেচ্য। যে গৃহ ভাড়া দিয়া গৃহস্বামী উপার্জ্জন লাভ করেন এবং যে গৃহ ভাড়া না দিয়া গৃহস্বামী স্বয়ং ভোগ করেন এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য রেখা অঙ্কন করা দুরূহ কারণ দ্বিতীয়ক্ষেত্রে গৃহস্বামীর নিজগৃহে বাস না করিলে আশ্রয় স্থানের জন্য তাঁহাকে নিয়মিত রূপে মূল্য প্রদান করিয়া যাইতে হইত—ঠিক যেরূপ প্রথম ক্ষেত্রে গৃহস্বামীকে তাঁহার ভাড়াটে মূল্য প্রদান করিয়া থাকে।

কেয়ার্ণক্রস্ যাহাকে ব্যবসায় পুঁজি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে—স্থির পুঁজি এবং চলতি পুঁজি (Fixed capital and circulating capital)। যে সকল পুঁজি সামগ্রী অপেক্ষাকৃত স্থায়ী একবার মাত্র উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহারেই যাহা নিঃশেষিত হয় না, উৎপাদনের কার্য্যে যাহার বারংবার ব্যবহার সম্ভব হয় এবং প্রচলিত থাকে,—তাহাই স্থির পুঁজি (Fixed capital) রূপে পরিচিত। উৎপাদনের মধ্যে ইহার করণীয় কার্য্য ইহা একাধিকার

সম্পাদন করিতে পারে এবং একবারমাত্র ব্যবহারের দ্বারাই ইহার প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হয় না" ["It can fulfil its office in production more than once and its utility is not exhausted by a single use.]* যথা : যন্ত্রপাতি কারখানা ইত্যাদি। অপর পক্ষে যে পুঁজি সামগ্রীর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ একবারমাত্র উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহারের দ্বারাই নিঃশেষিত হইয়া যায়—অর্থাৎ যে সামগ্রীর একই পরিমাণের দ্বারা একই সম্পদ একবারমাত্র উৎপাদিত হইতে পারে সেইগুলি চলতি পুঁজি (Circulating capital) রূপে অভিহিত। "যে উৎপাদনের কার্য্যে ইহাকে নিযুক্ত করা হয় উহাতে চল্‌তি পুঁজি স্বীয় করণীয় কার্য্যের সমস্তটাই একবারমাত্র ব্যবহারের মারফতেই সম্পাদন করিয়া দেয়" ("Circulating capital fulfils the whole of its office by a single use in the production in which it is engaged.)"—যথা—কয়লা, তূলা প্রভৃতি কাঁচামাল।

(২) পুঁজিকে মুদ্রাপুঁজি রূপেও বিবেচনা করা হয়, তাহার কারণ পুঁজির উপর সর্ব্বদাই মুদ্রা মূল্য আরোপ করা চলে—অর্থাৎ মুদ্রাহিসাবে ইহার মূল্য বিচার করে চলে; উপরন্তু পুঁজি বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইলে উহা আমরা করি মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া। মুদ্রা নিয়তই বস্তু পুঁজিতে রূপান্তরিত করা হইতেছে (যে বস্তু আমাদের প্রকৃত সঙ্গতির অংশ) এবং বস্তু পুঁজিও সর্ব্বদাই মুদ্রায় রূপান্তর যোগ্য এবং নিয়তই এইরূপ রূপান্তরিত হইতেছে। সেই কারণে পুঁজি সম্পর্কে বহুবিধ সিদ্ধান্ত আপাত দৃষ্টিতে মুদ্রা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত রূপেই প্রতিভাত হয়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু, কি ভাবে আমরা প্রকৃত সঙ্গতি অর্থাৎ পুঁজি সামগ্রী ব্যবহার করিব তাহার সহিতই এই সকল সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত, সুতরাং যাহাকে মুদ্রাপুঁজি বলা হয় তাহা পুঁজি সামগ্রীরই আচ্ছাদন। "মুদ্রা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে আমরা যে সকল সিদ্ধান্ত করি সেই সকল সিদ্ধান্ত প্রকৃত পক্ষে বস্তু পুঁজি (Concrete capital) কি পরিমাণে এবং কোন আকারে থাকিবে তাহারই সহিত সম্পর্কিত"।—কেয়ার্ণক্রস।

(৩) ঋণ পুঁজি রূপেও (Debt capital) পুঁজির একটি পর্য্যায় বিবেচনা হয়; পুঁজিকে যখন উপার্জ্জন প্রদাতা বস্তু রূপে বিবেচনা করা হয় তখন প্রকৃত পুঁজি সামগ্রীর ন্যায় (Real capital) ঋণ পুঁজিও আমাদের মনোযোগ সমান ভাবেই আকৃষ্ট করিতে পারে। ঋণ প্রদাতার নিকট ঋণের পরিমাণটি হইল পুঁজি,—কারণ ঐ ঋণের পরিমাণ হইতে সে উপার্জ্জন আশা করিয়া থকে। এই উপার্জ্জন করিতে সে সক্ষম হয়, কারণ তাহার সঞ্চিত অর্থ অপর কেহ উৎপাদন কার্য্যে বিনিয়োগ করিয়া

* S. E. Thomas—Elements of Economics.

সম্পদ উৎপাদনের ব্যবস্থার দ্বারা উপার্জ্জন সৃষ্টির (income creating) ব্যবস্থা করিতেছে। এই উপার্জ্জন সৃষ্টির ব্যবস্থা হইতে উপার্জ্জন প্রাপ্তির সম্ভাবনা উপলব্ধি হয়। ঋণ প্রদাতা এই উপার্জ্জন প্রাপ্তির সম্ভাবনা উপলব্ধি করিতেছে এবং সেই কারণে তাহার দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণকে ঋণ পুঁজির (Debt capital) পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়া পুঁজি রূপে বিবেচনা করা হয়।

(৪) পুঁজি শব্দটি কখন কখন আটক পুঁজি (Sunk capital) এবং ভাসমান পুঁজি (Floating capital) রূপে ব্যবহার করা হয়। যে পুঁজি এরূপ ধরণের যে একবার উহাকে যে কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে শুধু সেই কার্য্যই উহা সম্পাদন করিতে পারিবে—কোন ভিন্ন ধরণের কার্য্যের পক্ষে উহার উপযোগিতা নাই, তাহাকে আটক পুঁজি (Sunk capital) রূপে অভিহিত করা হয়, যথা—কারখানার উনান। অপর পক্ষে যে পুঁজি বিভিন্ন শিল্পে বা বিভিন্ন পর্য্যায়ের উৎপাদন কার্য্যে ব্যবহার করা সম্ভব তাহাকে বলা হয় ভাসমান পুঁজি (Floating capital) যথা কাঠ, তুলা ইত্যাদি। প্রায় অনুরূপ ভিত্তিতে, মুক্ত পুঁজি (Free capital) এবং প্রকৃত পুঁজি (Real capital)—এইরূপ দুইভাগে বিভাগ করিয়াও পুঁজি সম্পর্কে পর্য্যালোচনা হইয়া থাকে। যে পুঁজি বিবিধ ভাবে রূপান্তরিত হইবার যোগ্য তাহাই মুক্ত (Free capital); অর্থাৎ মুক্ত পুঁজি থাকে সর্ব্বোপায়ে ব্যবহার্য্য তরল সঙ্গতি (Liquid resources) রূপে। ইহার দ্বারা যে কোনরূপ প্রকৃত পুঁজি (Real capital), অর্থাৎ কল কারখানারূপ পুঁজি সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারা যায়। "ঋণ প্রদত্ত মুদ্রা কখন কখন মুক্ত পুঁজিরূপে অভিহিত হয়। ইহা প্রধানতঃ শিল্পে ও ব্যবসায়ে ব্যবহৃত স্থায়ী সামগ্রী এবং মজুদ সামগ্রী ক্রয় করিতে বা তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হয়। এই সামগ্রীগুলি কখন কখন প্রকৃত পুঁজি রূপে অভিহিত হয়।"—(Benham)

মুদ্রা কি পুঁজি—Is Money Capital?

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ মুদ্রাকে পুঁজি বলিয়া গণ্য করেন। ইহাদের মতে মুদ্রা ও পুঁজি বিভিন্ন। এইরূপ অভিমত প্রদানকারীদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলেন, কোন একজন ব্যক্তির নিকট মুদ্রা হইল চল্‌তি পুঁজি (Circulating capital) কারণ যে মুদ্রার দ্বারা একবার কোন সামগ্রী খরিদ করা হইয়াছে তাহা ঐ ব্যক্তির কাছে নিঃশেষিত হইয়াছে; কিন্তু জনসমষ্টির নিকট মুদ্রা হইল স্থির পুঁজি (Fixed capital) কারণ মুদ্রা হইল দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং একই মুদ্রা বারংবার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ব্যবহার হইতে পারে।

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু মুদ্রা ও পুঁজির মধ্যে অভিন্নতা বোধ মুদ্রা ও পুঁজি উভয়েরই প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভুত। মুদ্রা হইল মূলতঃ বিনিময়ের বাহন এবং পুঁজি হইল মূলতঃ উৎপাদনের উপাদান। নিছক বিনিময়ের বাহন হিসাবে মুদ্রা উৎপাদনক্ষম সামগ্রী হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। অবশ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বীয় পুঁজির হিসাব মুদ্রার মারফতেই করিবে, পুঁজি সংগ্রহও মুদ্রার মারফতেই করিবে, কত পরিমাণ পুঁজির দরুণ কত পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যাইল তাহাও মুদ্রার হিসাবেই হিসাব করিবে। কিন্তু ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ইহার কারণ সাধারণ বিনিময়ের বাহনরূপে মুদ্রার মাধ্যমে হিসাব রাখা সুবিধাজনক, মুদ্রার দ্বারা যে কোন পুঁজি সামগ্রী খরিদ করা যায় এবং পুঁজি সামগ্রীর দ্বারা উৎপাদিত যে কোন সাধারণ সামগ্রী মুদ্রার হিসাবে বিক্রয় করা হয়। অবশ্য, ব্যবসায় জগতে পুঁজি সম্পর্কে নিয়তই যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া থাকে সেগুলি বাহ্যতঃ মুদ্রা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত রূপেই প্রতিভাত হয় তাহা ঠিকই, ব্যবসায়ীগণ নিয়তই মুদ্রাকে বস্তুপুঁজিতে এবং বস্তুপুঁজিকে মুদ্রাতে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই সকল সিদ্ধান্ত আমরা প্রকৃত সঙ্গতি (real resources) কি পরিমাণে ব্যবহার করিব তাহার সহিতই সম্পর্কিত। মুদ্রা যেন একটি ভূমি খণ্ডকে বেষ্টন করিয়া স্থাপিত কিন্তু অপসারণ যোগ্য বেড়া এবং আমাদের যেন সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে কোন্ সময় ঐ বেড়া কোথায় থাকা উচিত; যদি পরিবেষ্টিত এলাকাটি বৃদ্ধি করিতে চাই তাহা হইলে বেড়া ক্রমশঃই আগাইয়া লইতে হইবে এবং যদি সঙ্কুচিত করিতে চাই তাহা হইলে বেড়া পিছাইয়া লইতে হইবে। এই আগাইয়া লওয়া বা পিছাইয়া লওয়া সিদ্ধান্ত গুলি যেন বেড়ার সহিত সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বলিয়াই মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু উহা পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ডটিরই সহিত সম্পর্কিত। পুঁজি যেন পরিবেষ্টিত ভূমি আর মুদ্রা হইল উহার বেড়া। আরও সরল ভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে মুদ্রা ও পুঁজি যদি অভিন্ন বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে মুদ্রা ও ভূমিকেও অভিন্ন বলিয়া ধরিতে হয় এবং মুদ্রা ও শ্রমকেও অভিন্ন বলিয়া গণ্য করা যায় কারণ ভূমি ও শ্রমও মুদ্রার বিনিময়ে খরিদ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঐরূপ গণ্য করা সম্ভব নহে। উপরন্তু একজন ব্যক্তি তাহার সাধারণ ভোগ সম্পদের হিসাব রাখিতে গেলেও মুদ্রার মাধ্যমেই হিসাব রাখিবে; যে কোন ভোগ সামগ্রী মুদ্রার মাধ্যমেই ক্রয় যোগ্য কিন্তু তাই বলিয়া তো মুদ্রা ও ভোগ সামগ্রী একই বস্তু নহে; মুদ্রা প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা সম্ভব নহে, ইহা ভোগ সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের উপকরণ মাত্র।

মুদ্রাকে ব্যক্তির নিকট চল্‌তি পুঁজি এবং সমাজের নিকট স্থির পুঁজি এই ভাবে

পুঁজি—সঞ্চিত শ্রম ভিন্ন অন্য কিছু কি?—Capital,—anything different from stored labour?

সাম্যবাদীগণ পুঁজিকে স্বতন্ত্র উৎপাদক উপাদানের মর্য্যাদা প্রদান করে না। তাঁহাদের মতে মানুষের শ্রম এবং প্রকৃতির দান—এই দুইটাই হইল আদিম উৎপাদক উপাদান। ইহাদের সংমিশ্রণেই যেরূপ সাধারণ ব্যবহার্য্য সম্পদ সৃষ্টি হইয়াছে সেইরূপ পুঁজিও সৃষ্টি হইয়াছে। কার্ল মার্কস সেই কারণে বলিয়াছেন যে উৎপাদনক্ষম উপাদান আছে মাত্র দুইটী,—শ্রম ও প্রকৃতির শক্তি। পুঁজি কোন স্বাধীন উপাদান নহে; কোন ঋণ শিল্পের উৎপাদনে কিছুই যোগ করিতে পারে না। ঋণের অর্থ যদি পুঁজি সামগ্রী বা কাঁচা মাল ক্রয়ে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাইবে যে যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রকৃতির দান এবং মানুষের শ্রমের সংমিশ্রণেই উদ্ভূত। একটি যন্ত্র কিরূপে উৎপাদিত হয়? কোন একটি খনিজ সামগ্রীর দ্বারা মানুষ উহা উৎপাদন করে অপর কোন একটি যন্ত্রের সাহায্যে। এই অপর যন্ত্রটি আরও অপর কোন যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত হইয়াছিল কিন্তু মানুষের দ্বারা। এই ভাবে যন্ত্রের বংশ পরিচয় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়া অপরিহার্য্য যখন দেখা যাইবে যে যন্ত্র হইল প্রাকৃতিক শক্তির ও সম্পদের সাহায্যে মানুষের শ্রমের দ্বারাই প্রত্যক্ষ ভাবে উৎপাদিত। সুতরাং উপর হইতে নিচে নামিতে থাকিলে দেখা যাইবে, শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত আদিম যন্ত্রটি হইল প্রাকৃতিক দান ও শ্রমিকের শ্রমের সংমিশ্রণ; কিন্তু প্রকৃতি তাহার দানের জন্য দাবী করে শুধু মানুষের প্রচেষ্টা—আর কোন মূল্য দাবী করে না। সেই প্রচেষ্টা করিল শ্রমিক, সুতরাং আদিম যন্ত্রটীর উপর যদি কাহারও দাবী থাকে, তাহা একমাত্র শ্রমিকের। যন্ত্রটী হইল মোটবদ্ধ বা সঞ্চিত শ্রম (Stored labour)। এই যন্ত্রের দ্বারা অপর যে যন্ত্র উৎপাদিত হইবে তাহা হইবে সঞ্চিত শ্রম এবং প্রকৃতির দানের (প্রথম যন্ত্র এবং কাঁচা মালের) সংমিশ্রণ। এইভাবে যতই যন্ত্র উৎপাদিত হউক না কেন দেখা যাইবে, যে সকল যন্ত্রই সঞ্চিত শ্রম। সুতরাং এই পুঁজির সাহায্যে যে সাধারণ সামগ্রী উৎপাদিত হয়, উহার উপর একমাত্র দাবী থাকে শ্রমিকের। অপর যদি কাহারও দাবী থাকে সে হইল প্রকৃতি; প্রকৃতি দাবী করে শুধু প্রচেষ্টা, যে দাবী শ্রমিকই মিটাইয়া দিয়াছে।

উৎপাদক উপাদানরূপে পুঁজির গুরুত্ব এই যুক্তি লঘু প্রতিপন্ন করে। আপাত দৃষ্টিতে এই যুক্তি যে বিশ্বাস আকর্ষণ করে তাহা অনস্বীকার্য্য। শ্রমিকের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াও এই যুক্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে একটি বিশেষ ত্রুটিও

থাকিয়া গিয়াছে। ত্রুটি হইল সময়ের যে উপকারিতা আছে তাহা ইহা ভুলিয়া যায়। উৎপাদনকারীদিগকে এবং ভোগকারীদিগকে পুঁজি যে উপকারিতা প্রদান করে তাহা ঠিক এই সময়-সম্পর্কিত উপকারিতা। প্রায় সকল প্রকার উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই উৎপাদনের কার্য্য সুরু করা এবং উৎপাদিত সামগ্রী ভোগ করা এই দুইয়ের মধ্যে কিছু না কিছু সময়ের ব্যবধান থাকে। এই সময়ের ব্যবধান থাকিবার দরুণ উৎপাদন মূলক প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু এই অপেক্ষা করা সম্ভব হয় কেবলমাত্র তখনই যখন কেহ না কেহ সঞ্চয় করে। "কাজ করা যেরূপ, অপেক্ষা করাও সেইরূপ, উৎপাদনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ"। সুতরাং অপেক্ষা হইতে উদ্ভূত হয় যে পুঁজি তাহা, কাজ সম্ভব হয় যে শ্রমের দ্বারা, সেই শ্রমের ন্যায়ই একটি অপরিহার্য্য উৎপাদক উপাদান।

পুঁজির বৃদ্ধি—Growth of Capital

ভবিষ্যতে অধিক পাইবার আশায় বর্ত্তমানের ভোগ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার কার্য্যের উপরেই অর্থাৎ সঞ্চয়ের উপরেই, পুঁজির গঠন নির্ভরশীল। ভোগের উপর উৎপাদনের বাড়তিটুকু সঞ্চয় করা হয় এবং সেই সঞ্চয় উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। শুধু এই ভাবেই পুঁজি গঠন ও বৃদ্ধি সম্ভব। সুতরাং পুঁজি নির্ভর করে প্রথমতঃ সঞ্চয় এবং দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োগের উপরে।

সঞ্চয় নির্ভর করে সঞ্চয়ের স্পৃহা, সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও সঞ্চয়ের নিরাপত্তা,—এই তিনটি বিষয়ের উপরে। সঞ্চয়-স্পৃহা না থাকিলে সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেও সেই ক্ষমতা কার্য্যকরী রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। সঞ্চয়ের স্পৃহা ব্যক্তিগত গুণ ও মানসিক প্রবণতার উপর নির্ভর করে। সাধারণ লোকের মধ্যে যে সকল বিষয়ের দ্বারা সঞ্চয়ের স্পৃহা জাগরূক হয়, সেগুলি হইল দূরদর্শিতা, উচ্চাকাঙ্খা, পারিবারিক স্নেহ। দূরদর্শিতার সাহায্যেই সাধারণ লোকে অনুমান করে যে ভবিষ্যতে তাহার কর্ম্ম হ্রাস পাইতে পারে, সুতরাং বর্ত্তমানের কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারাও ভবিষ্যতের মঙ্গল বিধানের আয়োজন প্রয়োজন। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সম্পদ মানুষকে প্রতিপত্তি দান করে। এই প্রতিপত্তি লাভের জন্য অধিকতর সঞ্চয়ের দ্বারা অধিকতর সম্পদশালী হইবার উচ্চাকাঙ্খা সাধারণ মানুষকে প্রণোদিত করে। পারিবারিক স্নেহ সঞ্চয়ে অনুপ্রেরণা দান করে।

সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপরেও সঞ্চয়ের সম্ভাবনা নির্ভরশীল। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যেই সঞ্চয়ের সম্ভাবনা—অর্থাৎ যে পার্থক্যের দ্বারা একটি উদ্বত্ত

থাকিবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যদি ঘাট্‌তি হয়, এমন কি উহাদের মধ্যে যদি সমতাও থাকে, তাহা হইলেও সঞ্চয় সম্ভব নহে। সুতরাং সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য আয়বৃদ্ধি অথবা ব্যয় হ্রাস, অথবা উভয়ই প্রয়োজন। আয় বৃদ্ধি নির্ভর করে রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার, সরকারের কর্ম্মকুশলতা, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকের দক্ষতার উপরে। ব্যয়হ্রাস নির্ভর করে সামগ্রীর দামস্তরের উপরে এবং জনসাধারণের ভোগ সংযমের উপরে। সঞ্চয়ের নিরাপত্তাও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ সঞ্চয়ের নিরাপত্তার অভাবে সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও সঞ্চয়ের স্পৃহা উভয়েই হ্রাস পায়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের মোট সঞ্চয়ের বিশেষ একটি পরিমাণই যৌথ পুঁজি করবার (Joint stock companies) সমূহের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই কোম্পানীগুলি তাহাদের দ্বারা অর্জ্জিত মুনাফা সমগ্র পরিমাণই অংশীদারদিগের মধ্যে বণ্টন না করিয়া উহার কিয়দংশ সম্পত্তি (Assets) বৃদ্ধি করিবার কার্য্যে প্রয়োগ করে। এসকলক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তিগত অংশীদারদিগের সঞ্চয়ের ইচ্ছাই কোম্পানীগুলির সঞ্চয়ের মধ্যে প্রতিভাত হয়। কারণ কোম্পানীগুলি সঞ্চয় করে যেহেতু অংশীদারগণ ইহাতে আপত্তি করেন না। সংখ্যাধিক অংশীদার যদি আপত্তি করিতেন তাহা হইলে এ সঞ্চয় সম্ভব হইত না।

/পুঁজি নিছক সঞ্চয়ের উপরেই নির্ভরশীল নহে; সঞ্চিত সম্পদ এরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে উহা হইতে উপার্জ্জন ঘটে, তবেই সঞ্চয় পুঁজিতে পরিণত হইবে। সঞ্চিত সম্পদের দ্বারা অন্যান্য সম্পদ উৎপাদিত হইবে—সেই উৎপাদন সঞ্চয়কারী স্বয়ং করুক অথবা অন্য কেহ করুক। সঞ্চয়কে উপার্জ্জনপ্রসূ করিবার নাম বিনিয়োগ। বিনিয়োগ সঞ্চয়কে পুঁজির পর্য্যায়ে উন্নীত করে।) কি ভাবে কোথায় কোন্ শিল্পে সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে হইবে তাঁহা জনসাধারণ সকল সময়ে জানে না। ইহার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক ও বীমাকোম্পানী এইরূপ প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্ক ও বীমাকোম্পানী সাধারণের সঞ্চয় গ্রহণ করিয়া শিল্পে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে, উভয়ই নিরাপত্তা দেয়। ব্যাঙ্ক ও বীমাকোম্পানী ব্যতীত যৌথ পুঁজি কারবারগুলিও শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির দ্বারা বিনিয়োগে সাহায্য করে।

"শিল্পের সিকিউরিটি, সরকারী কাগজ, জীবনবীমা পলিসি প্রভৃতির উপরে সঞ্চয় ব্যয় হইতে পারে। সঞ্চয় যদি অলস নগদরূপে রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাকে আমরা অলস সঞ্চয়রূপে (hoarding) বিবেচনা করি। কারবারের পক্ষে, নীট আয় এবং ডিভিডেণ্ডরূপে প্রদত্ত অর্থের মধ্যে পার্থক্য হইল সঞ্চয়।...কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কালে,ঐ কাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে পুঁজি সামগ্রী ও সরঞ্জামাদি ছিল, তাহার

উপর যে নীট যোগ হয়, তাহাই হইল বিনিয়োগ। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত বিনিয়োগ হইল উপার্জ্জনকাল অপেক্ষাও অধিককাল স্থায়ী হইবে এইরূপ নূতন পুঁজি সামগ্রীর ক্রয়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে নিছক সিকিউরিটি ক্রয়ের দ্বারাই এক্ষেত্রে ব্যবহৃত অর্থে বিনিয়োগ হয় না। নূতন কারবার সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, ঐ অর্থ পুঁজি সামগ্রী ব্যবহারে প্রযুক্ত হইতে পারে। এইরূপ পুঁজি সামগ্রীর ক্রয় বিনিয়োগ হইবে! যদি কোন পুরাতন কারবার নূতন সিকিউরিটি বিক্রয় করে তাহা হইলে ঐ অর্থ উহা নূতন বাড়তি পুঁজি সামগ্রী ক্রয়ে ব্যবহার করিতে পারে (বিনিয়োগ) অথবা পুরাতন ঋণ পরিশোধের কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারে (পুনরর্থনিয়োগ—refinancing)। একজন ব্যক্তি পুরাতন সিকিউরিটি ক্রয় করিলে, বিক্রেতা ঐ অর্থ ভোগকার্য্যে ব্যবহার করিতে পারে।" (মেয়ার্স)*

পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা—Productivity or Efficiency of Capital

পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা বলিতে বুঝায়, কিরূপ গুণের কত পরিমাণ সম্পদ একটি পুঁজি সামগ্রী কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন করিতে পারে। পুঁজির নিজস্ব কোন উৎপাদন ক্ষমতা নাই। অধ্যাপক যাইডের ভাষায় কাঁচামাল বা যন্ত্র হিসাবে পুঁজি নিছক নির্জীব পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং স্বয়ং "ইহা সম্পূর্ণ উৎপাদন বিহীন"। পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর, (১) প্রয়োগ নৈপুণ্য এবং (২) ব্যবহারের উৎকর্ষ।

(১) প্রয়োগ নৈপুণ্য—এইটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিক যত পরিমাণ পুঁজি প্রয়োগ করা উচিত ঠিক তত পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ না করিলে উহা হইতে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব নহে। পুঁজির প্রয়োগ যদি বেশী হয় তাহা হইলেও খারাপ কারণ সকল পুঁজি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইবে না; অতএব উহাদের উপর যে ব্যয় করা হইয়াছে তাহার তুলনায় আয় হইবে কম। অপর পক্ষে পুঁজির প্রয়োগ যদি কম হয় তাহা হইলে অপরাপর উৎপাদক উপাদান যথা ভূমি ও শ্রম যে পরিমাণে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা পুরাপুরি কাজে লাগান হইবে না। শুধু পরিমাণের দিকেই নহে, গুণের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নিকৃষ্ট কাঁচা মাল ব্যবহার করিলে কম পরিমাণ বা নিকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদিত হইবে। শিল্প পরিচালককে সকল সময়েই উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হইবে।

(২) ব্যবহারের উৎকর্ষ—ব্যবহারের উৎকর্ষের উপরেও পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা

---

* Meyers—Elements of Modern Economics, P 29-30.

নির্ভর করে। যাহারা কার্য্যতঃ পুঁজি ব্যবহার করিবে, অর্থাৎ শ্রমিকগণ,—যদি দক্ষ না হয় তাহা হইলে যন্ত্রপাতিগুলি ও কাঁচামাল ভালো ভাবে ব্যবহার করা হইবে না। এইক্ষেত্রে ঐ গুলি হইতে কম পরিমাণ ও নিকৃষ্ট গুণের সামগ্রী উৎপাদিত হইবে।

অতএব প্রথম ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার উপরে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিকের উপরে পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে।

Questions & Hints

1. Define Capital and describe its main functions. (Cal. B. A. 1937 ; B. Com. 1932) [পৃঃ ১০৫ ; ১১০—১১]

2. What is Capital ? Is money Capital ? Justify your answer by appropriate reasoning. (Cal. B. A. 1942) [পৃঃ ১০৫ ; ১০৮—১০]

3. Distinguish between the different senses in which the word Capital is used in popular and economic language. (Cal. B. A. 1944) [পৃঃ ১০৬—৮]

4. Discuss whether capital can be called merely stored labour. [পৃঃ ১১২—১৩]

5. What is capital ? Discuss the conditions on which the supply of capital in a country depends. (Cal. B. A. 1936, '45 ; Dac. 1936 ; Bom. 1947) [পৃঃ ১০৫ ; ১১৩—১১৫]

———

নবম অধ্যায়

ব্যবস্থাপনা ঃ আঁত্রেপ্রণা

Organisation : Entrepreneur

আঁত্রেপ্রণা—Entreperneur

আঁত্রেপ্রণা বলিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের সম্পাদন কারীকেই বুঝায়—অর্থাৎ এরূপ একজন ব্যক্তি যিনি শিল্পোৎপাদনের উদ্যোগী, শিল্পের ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও ঝুঁকিবাহী। ফেয়ারচাইল্ড, ফারনিস্ ও বাক্ আঁত্রেপ্রণার স্বরূপ নির্ণয়ে বলেন "যে কেহ ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ঝুঁকিবহনের কার্য্য সম্পাদন করে তাহাকেই আঁত্রেপ্রণারূপে অভিহিত করা হয়।"

আধুনিক অর্থনৈতিক সংগঠনে আঁত্রেপ্রণার গুরুত্ব—Importance of the Entrepreneur in the Modern Economic Organisation

এক সময় ছিল যখন শ্রমিক নিজেই ছিল মালিক। নিজের শ্রম, ভূমি ও পুঁজির সাহায্যে সামগ্রী উৎপাদন করিত। সামগ্রী উৎপাদন হইত অল্প পরিমাণেই —উৎপাদনকারীর নিজের প্রয়োজন মত বা খরিদ্দারের বরাত (Order) অনুযায়ী। উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য থাকায় এবং উৎপাদনের পদ্ধতি জটিলতা বর্জ্জিত থাকায় উৎপাদক উপাদান কি পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং কি পদ্ধতিতে প্রয়োগ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে জটিল চিন্তা বা পরিশ্রম প্রয়োজন হইত না; যেটুকু চিন্তা বা শ্রম প্রয়োজন হইত তাহা শ্রমের অংশ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানোদ্ভূত যন্ত্রযুগে অর্থনৈতিক অবস্থার বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উৎপাদনের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে এবং পদ্ধতি জটিল হইয়াছে; বিরাট বাজারের ক্রয় সম্ভাবনা অনুমান করিয়াই উৎপাদনের কার্য্য স্থরু করিতে হয়। বহু দূর হইতে বহু পরিমাণ কাঁচামাল সংগৃহীত হয়, বহু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ হয় এবং বহু পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ হয়। উৎপাদনও হয় বিপুল পরিমাণ সামগ্রী—নিছক পারিবারিক ভরণ-পোষণের প্রয়োজনানুপাতে বা খরিদ্দারের বরাত অনুযায়ী নহে। পুঁজির যথাযথ

ব্যবহার, কাঁচামালের অনুপাত, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমিকের শ্রমবিভাগ (Division of labour), শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থানিকতা (Localisation)—উৎপাদনের ব্যবস্থাপনার মধ্যে এই ধরণের বহু জটিল ও ব্যাপক বিষয় নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপরিচালনা এবং সুষ্ঠু সংগঠন সাধন বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনা সাপেক্ষ এবং বিশেষ গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। সাধারণ শ্রমিকদিগের এই কার্য্য সম্পাদনের যোগ্যতা ও সুযোগ নাই। সেই জন্যই স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ঘটে। উৎপাদনের পরিধি যতই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হয় এবং পদ্ধতি যতই জটিল হইতে জটিলতর হয় ততই ব্যবস্থাপক যে চূড়ান্ত দায়িত্ব বা ঝুঁকি বহন করেন তাহা ক্রমশই গুরুভার হইয়া উঠে।

আঁত্রেপ্রণার কার্য্যকলাপ—Functions of the Entrepreneur

(১) **শিল্পের স্থাপনা বা সংগঠন**—কোন্ সামগ্রী বা সেবা (Services) উৎপাদন করা হইবে তাহা আঁত্রেপ্রণাই সিদ্ধান্ত করেন—অর্থাৎ উৎপাদন যোগ্য সামগ্রীর প্রকৃতি নির্ণয় আঁত্রেপ্রণার প্রধান কার্য্য। কোন একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে; তবে এই বিবিধ সামগ্রীর অবশ্য অনেকটা পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কিত থাকাই স্বাভাবিক ; এরূপ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এই বিবিধ সামগ্রীর কোন্‌টি কি অনুপাতে উৎপাদন করা বিধেয়। আবার শিল্পের স্থানিকতা নির্দ্ধারণও আঁত্রেপ্রণার সমস্যা। ঠিক কোন স্থানে শিল্প স্থাপিত হইলে সর্ব্বাধিক সুবিধা প্রাপ্তি ঘটিবে তাহার বিচারও আঁত্রেপ্রণার দ্বারা করণীয়। শিল্পের স্থানিকতা নির্দ্ধারণ এবং ঠিক ঐরূপ স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

(২) **ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা**—উৎপাদনের জন্য কিরূপ আকারের এবং কি প্রকারের যন্ত্রপাতি স্থাপিত করিতে হইবে তাহাও আঁত্রেপ্রণারই সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ। এই সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে। যদি বৃহৎ এবং আধুনিক (যাহা সাধারণতঃ অধিক মূল্যবান) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা হইলে বৃহৎ পরিধি (Large scale production) উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং সঠিক কত পরিমাণ সামগ্রীর উৎপাদন বিধেয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য্য। ঐ পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কি পরিমাণে ভূমি, শ্রম, কাঁচামাল ইত্যাদি উৎপাদনের উপাদানে প্রয়োজন হইবে এবং উপাদানগুলি কি ভাবে সংমিশ্রণ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু উৎপাদনের আয়োজন হইবে তাহাও তিনি স্থির করিবেন। শিল্প ব্যবস্থাপক বা আঁত্রেপ্রণা যথাযথ শ্রম বিভাগ করিয়া দেন—কোন্

শ্রমিক কোন্ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন যথাযথ ভাবে সকলে কার্য্য করিতেছে কিনা—তাঁহার ব্যবস্থামত সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে কিনা, ইহার তত্ত্বাবধান করাও তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য। উপরন্তু একই সামগ্রী উৎপাদনের বিবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌টি কি অনুপাতে গ্রহণীয় তাহাও অাঁত্রেপ্রণা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

(৩) **বিক্রয় বন্দোবস্ত**—সামগ্রী উৎপাদিত হইলে উহার বিক্রয় ব্যবস্থাও একটি সমস্যা। বিক্রয়ের জন্য উহা কোন্ স্থানে প্রেরিত হইবে এবং কত পরিমাণে প্রেরিত হইবে তাহা অাঁত্রেপ্রণার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। সামগ্রীটির কত দাম হইতে পারে তাহাও অাঁত্রেপ্রণা হিসাব করিবেন এবং সেই মত দরাদরিতে অগ্রসর হইবেন ; অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নস্থানে তিনি বিভিন্ন দর নির্দ্ধারণেও অগ্রসর হইতে পারেন। বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য অন্যান্য স্থানে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন ঘটিতে পারে এবং অাঁত্রেপ্রণা এইরূপ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মনোযোগী হইতে পারেন।

(৪) **বণ্টন**—শিল্প ব্যবস্থাপক ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি, পুঁজিপতির নিকট হইতে শ্রম গ্রহণ করেন এবং ইহাদের যথাযথ সংমিশ্রণে সামগ্রী উৎপাদন করেন। সুতরাং উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের মধ্যে ভূমি, পুঁজি, শ্রম এই তিনটি উৎপাদক উৎপাদনের প্রাপ্য অংশ (অাঁত্রেপ্রণার দ্বারা প্রাপ্য অংশ ব্যতীতও) থাকে। সুতরাং উৎপাদিত সামগ্রীর এই বিভিন্ন অংশ উৎপাদনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। অাঁত্রেপ্রণাই ইহাই করিয়া থাকেন।

(৫) **ঝুঁকি বহন**—আধুনিক শিল্প ব্যবস্থায় বহু প্রকারের ঝুঁকি থাকে, খরিদ্দারের বরাত (order) অনুযায়ী উৎপাদন করিলে অথবা যেরূপ চাহিদা হইতে পারে সে সম্পর্কে যথা সম্ভব সুনিশ্চিত হইয়া উৎপাদন করিলে শিল্প প্রচেষ্টায় ঝুঁকির বিরলতা এমন কি অনুপস্থিতিও স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক বৃহদায়তনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান পূর্ব্ব হইতেই খরিদ্দারের বরাত সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হয় না—বাজারে সম্ভাবিত চাহিদার আনুমানিক হিসাবের উপর ভর করিয়াই শিল্প উৎপাদনে ব্যাপৃত হওয়াই স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। মেয়ার্স ইহাকে অনুমিত চাহিদা (Estimated demand) বলিয়াছেন। উৎপাদন শেষ হইবার পর প্রকৃত চাহিদার সহিত এই অনুমিত চাহিদার যদি তারতম্য ঘটে তাহা হইলে লোকসান হইয়া যাইবে এবং এই লোকসানের দায়িত্ব অাঁত্রেপ্রণাকেই বহন করিতে হইবে। অপর পক্ষে অনুমিত চাহিদা অপেক্ষা প্রকৃত চাহিদা যদি অধিক হয় এবং উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা অপ্রত্যাশিত লাভ ঘটে তাহা হইলে উহা অাঁত্রেপ্রণারই প্রাপ্য। এই

অপ্রত্যাশিত লাভ লোকসানের দায়িত্বকে বলা হয় ঝুঁকি এবং এই ঝুঁকি বহন করা হইল আঁত্রেপ্রণার কার্য্য।

ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি গ্রহণ, ইহারা কি উৎপাদক উপাদান? Organisation and Enterprise—Are these Factors of Production?

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর অভিমত হইল যে ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিগ্রহণ, ইহাদিগকে স্বতন্ত্র উৎপাদক উপাদানের (Factor of Production) মর্য্যাদা দেওয়া সম্ভব নহে। কেয়ার্ণক্রস, ফেয়ারচাইল্ড প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌গণ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন; তাঁহাদের মতে ভূমি, শ্রম এবং পুঁজি এই তিনটাই হইল উৎপাদক উপাদান; ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি বহন শ্রমের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। কেয়ার্ণক্রস বলেন, শিল্প পরিচালক বা ব্যবস্থাপকরূপে নিজদিগকে অভিহিত করেন এইরূপ একাধিক ব্যক্তি থাকেন বটে; সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা ইহাদিগের সংগঠনী ক্ষমতা (Organising ability) অথবা সংগঠনীক্ষমতা প্রয়োগের অবকাশ অধিক থাকিতে পারে। কিন্তু তবুও ইহারা একটি পৃথক শ্রেণী নহেন; ইহারাও শ্রমিক পর্য্যায়ভূক্ত কারণ শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পরিশ্রম নহে, বিচার বুদ্ধি। কেহ অপর মানুষের উপর ব্যবস্থাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছে কেহ বা উহা প্রয়োগ করিতেছে জড় পদার্থের উপর। নিছক যান্ত্রিক কাজেই পরিপূর্ণরূপে নিমজ্জিত নহে এরূপ প্রত্যেক শ্রমিকই তাহার উপার্জ্জনের অন্ততঃ কিয়দংশও লাভ করিয়া থাকে কিছু না কিছু ব্যবস্থাপনার কার্য্য হইতে। "শ্রম হইল সংগঠন ও পরিশ্রমের সংমিশ্রণ"। ("Labour is a blend of toil and organising" Cairncross) উপরন্তু যে অর্থ শ্রম, পুঁজি, ভূমি উৎপাদক উপাদানরূপে বিবেচিত সেই অর্থে ঝুঁকি বহন উৎপাদক উপাদানরূপে গণ্য হইতে পারে না। কেয়ার্ণক্রস বলেন শুধুই যে শিল্পের মালিক ঝুঁকি গ্রহণ করেন তাহা নহে—ঝুঁকি গ্রহণ শ্রমিককেও করিতে হয় (বেকার সমস্যার ঝুঁকি, বিপজ্জনক কার্য্যে লিপ্ত থাকিবার ঝুঁকি); ভূস্বামীও ঝুঁকি গ্রহণ করিতে পারেন, যখন নাকি জমি হইতে প্রাপ্য আয় সঠিক অনুমান করা যায় না।

উৎপাদনের উপাদানগুলির পর্য্যায় হইতে শিল্প ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি বহনের বাদ দিবার প্রস্তাব আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে সকলেই অনুমোদন করেন না যদিও ব্যবস্থাপনার কার্য্য বেতনভোগী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে তবুও ঝুঁকি গ্রহণকারীদিগের দ্বারা ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিয়া গিয়াছে।

ইহার দ্বারাই ব্যবসায় জগতে নেতার (Business leader) উদ্ভব ঘটে। নাইট (Knight) তাঁহার "ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা এবং মুনাফা" শীর্ষক পুস্তকে বলেন, সুসংগঠিত কারবারে আসল সিদ্ধান্ত হইল সিদ্ধান্ত করিবার মত লোক নির্ব্বাচন—স্বয়ং প্রকৃত আদেশ প্রদান করা নহে, অপর কাহাকেও আদেশ প্রদানের নির্দ্দেশ প্রদান করা। এই চূড়ান্ত দায়িত্ব যে বহন করে তাহাকেই সকল ঝুঁকি বহন করিতে হয়। যাহাকে ঝুঁকি বহন করিতে হয় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তাহাকে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হয়। ফেয়ারচাইল্ড ফার্ণিস ও বাক্ আঁত্রেপ্রণাকে শ্রমিকের মর্য্যাদায় স্থাপন করিয়াছেন ("He is economically a labourer") কিন্তু তথাপি বলেন যে শ্রমিক পুঁজিপতি ও ব্যবসায় ধুরন্ধরের কার্য্যের মধ্যে আমরা পার্থক্য করিতে পারি যদিও ঐ তিনটি কার্য্য একই ব্যক্তির দ্বারা সাধিত হইবে এরূপও হইতে পারে। ["We are never-the-less able to distinguish between the functions of labourer, capitalist land business leader, even though they may be united in one person."—Fairchild, Furniss & Buck']

Questions & Hints

1. What do you mean by organisation of production ? Is a merchant, speculator or a banker an organiser ? (B. A. 1941.) [পৃঃ ১১৬—১৭]

2. What are the functions of entrepreneur ? Estimate his importance in the modern economic organisation. (Cal. B. A. 1943. 1952) [১১৬—১৯]

দশম অধ্যায়

উৎপাদন

বিভিন্ন প্রকারের কারবার সংগঠন

Production : Different Types of Business Oganisation

✓এক মালিকানা বা এক আঁত্রেপ্রণা কারবার—Single Proprietorship or Single Entrepreneur System

এক-মালিকানা বা এক-আঁত্রেপ্রণা কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকেন, সমগ্র কারবারটি যাঁহার একচ্ছত্র অধিকারে। কারবারটির সাফল্যে একমাত্র তিনিই লাভবান এবং অসাফল্যে একমাত্র তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত। শিল্প ব্যবস্থাপনার যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা মালিক স্বয়ং সম্পাদন করেন এবং শিল্পোদ্যোগের যাহা কিছু ঝুঁকি তাহা তিনিই স্বয়ং বহন করেন। এক-মালিকানা কারবার শিল্প জগতের রাজতন্ত্র,—ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেখানে চূড়ান্তভাবে মাত্র একজনের হস্তেই কেন্দ্রীভূত।

গুণ : (১) মালিক শুধু নিজের কাছেই দায়ী বলিয়া অপর কোন সহযোগীর পরামর্শ বা সম্মতি গ্রহণ তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন হয় না। স্থতরাং যে অবস্থায় যেরূপ ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় সে অবস্থায় সেইরূপ ব্যবস্থাই তিনি অবলম্বন করিতে পারেন।

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনা সংক্রান্ত একাধিক গোপন বিষয় থাকিতে পারে ; এইগুলির গোপনীয়তা রক্ষা মালিকের স্বার্থের অনুকূল এবং ইহাদের প্রকাশ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্বার্থের পরিপোষক। কিন্তু গোপনীয়তা যখন একজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে তখনই উহা গোপনীয়তার মর্য্যাদা সঠিক রক্ষা করিতে পারে। যতই অধিক ব্যক্তির মধ্যে কোন তথ্য বণ্টিত হইবে, উহার গোপনীয়তা রক্ষা করা ততই দুরূহ হইবে।

(৩) উৎপাদনকারী মালিক যতদূর সম্ভব দক্ষতা ও সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের দ্বারা যথা সম্ভব অল্পব্যয়ে অধিক উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট থাকেন কারণ সমগ্র লাভ লোকসান তাঁহারই।

(৪) যে সকল সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যক্তিগত রুচি বা ফ্যাসানের দিকে মনোযোগ দিতে হইবে তাহাদের ক্ষেত্রে এক-মালিকানা কারবার বিশেষ ফলপ্রদ।

কারণ একমালিকানা কারবার সাধারণতঃ ক্ষুদ্র আয়তনের কারবার (Small-scale business) হয় বলিয়া মালিক এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা ব্যক্তিগত রুচি সম্পর্কে অবহিত থাকিতে পারে।

অপগুণ : (১) একজন মাত্র ব্যক্তি আধুনিক শিল্পে যে পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করা প্রয়োজন হয় সে পরিমাণ পুঁজি নিয়োগে সক্ষম হয় না।

(২) যদি বা কেহ বৃহদায়তন কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করিতে সক্ষম হইত তথাপি উহা করিতে সে সাহসী হয় না ; কারণ অসাফল্যের সমস্ত দায়িত্ব তাহাকে বহন করিতে হইবে এবং পুঁজি যত অধিক হইবে এই দায়িত্বও হইবে তত ব্যাপক।

(৩) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন একটু বৃহৎ হইলেই, শুধু দায়িত্ব বা পুঁজির দিক হইতে নহে, ব্যবস্থাপনার দিক হইতেও একজন মালিক শিল্প পরিচালনার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া পড়েন। মালিক সকল দিকেই সমান দৃষ্টি দিয়া চলিতে অক্ষম হইয়া পড়েন।

(৪) মালিকের মৃত্যুর পর এইরূপ কারবারের ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কারণ এইরূপ কারবারের ক্ষেত্রে মালিকানার উত্তরাধিকারের সহিত ব্যবস্থাপনারও উত্তরাধিকার ঘটে কিন্তু ব্যবস্থাপনার দক্ষতার উত্তরাধিকার ঘটিবে এরূপ নিশ্চয়তা থাকে না।

সহমালিকানা কারবার—Partnership Business

সহমালিকানা বলিতে বুঝায় কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিতভাবে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে। এই কয়েকজন ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে একটি কারবারে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করে, কারবার পরিচালনায় তাহারা সম্মিলিত ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং কারবারের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি তাহারা সম্মিলিতভাবেই বহন করে। ইহাতে অাঁত্রেপ্রণা থাকে একাধিক কিন্তু বহু নহে ; ইহা যেন শিল্প সংগঠনে অভিজাততন্ত্র, শিল্পোদ্যোগের ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেখানে একের অধিক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত কিন্তু বহুর মধ্যে প্রসারিত নহে। সাধারণতঃ সহ মালিকানা স্থাপনের উদ্দেশ্য, উহার কার্য্যকাল, উহা ভাঙ্গিয়া দিবার পদ্ধতি, সহমালিকদিগের পারস্পরিক ক্ষমতা ও বাধ্যবাধকতা নির্দ্দিষ্ট দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। সহমালিকানা কারবারের ঋণদায়িত্ব অসীম, অর্থাৎ কারবারটি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হইলে উহার প্রত্যেক মালিক ব্যক্তিগত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দিয়া উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য।

গুণ ঃ (১) একজন মাত্র ব্যক্তি অপেক্ষা একাধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে অধিক পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করিতে সক্ষম হয়। ইহা হইল সম্মিলিত সঙ্গতি—এই সম্মিলিত সঙ্গতি বৃহদায়তন কারবারের পক্ষে সহায়ক।

(২) শুধু সম্মিলিত সঙ্গতিই (combination of resources) নহে ব্যক্তির সম্মিলিত দায়িত্বও (combination of liability) অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের শিল্পোদ্যোগের পক্ষে সহায়ক। সহমালিকানা কারবার, ইহার বলে, ব্যাঙ্ক হইতে অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণে সক্ষম হয়।

(৩) দক্ষতার সংযোগও (combination of abilities) সহমালিকানা কারবারের একটি বিশেষ সুবিধা। কারবারের এক একজন সহমালিক (Partner) উহার এক একটি দিক ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ হইতে পারেন এবং এই দক্ষতার বণ্টনে সমগ্র কারবারটির ব্যবস্থাপনা হয় খুব উচ্চ স্তরের।

অপগুণ ঃ (১) বর্ত্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিতে যে প্রবণতা ক্রিয়াশীল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সহমালিকানা কারবারের আওতায়ও যে আয়তনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া সম্ভব তাহা অপেক্ষাও বৃহত্তর আয়তনের শিল্প সংগঠন প্রয়োজন। উহার জন্য বৃহৎ পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহ অপরিহার্য্য—সহমালিকানা কারবারে উহা সম্ভব নহে। বহুসংখ্যক সহমালিক থাকিবে (শেয়ারহোল্ডার নহে) এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে অল্প পরিমাণের কিছু কিছু পুঁজি সংগ্রহ করা হইবে, ইহাও যেরূপ সম্ভব নহে, সেইরূপ অল্প কিছু সংখ্যক সহমালিকের নিকট হইতে বৃহৎ পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহও অসম্ভব।

(২) সহমালিকানা কারবারে স্থায়িত্বের অভাব ঘটে, একজন সহমালিক যদি মারা যায় অথবা জীবদ্দশাতেই তাহার মালিকানার অংশ প্রত্যাহার করিতে চাহে, তাহা হইলে অবশিষ্ট সহমালিকগণকে ঐ অংশ ক্রয় করিয়া লইতে হইবে অথবা উহাদের পছন্দমত কোন ব্যক্তি যেন উহা ক্রয় করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অন্যথায় সহমালিকানা কারবার ভাঙ্গিয়া যাইবে।

(৩) প্রত্যেক সহমালিককে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে কারবারের ঋণের জন্য দায়ী থাকিতে হয় ; উপরন্তু এই ঋণ দায়িত্ব অসীম (Unlimited liability)। ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বারাও কারবারের ঋণ পরিশোধের এমন কি সমগ্র ঋণ পরিশোধের বাধ্যকতা প্রত্যেক সহমালিককে বহন করিতে হয়।

(৪) অতি গভীরভাবে পরিচিত এবং পরস্পরের মধ্যে অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদিগের দ্বারাই সহমালিকানা স্থাপিত হইতে পারে ; কারণ যে কোন একজন

সহমালিকের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি সমগ্র কারবারের পক্ষে প্রযোজ্য হয়। এক্ষেত্রে একের অবিবেচনায় বা অসাধুতায় কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

যৌথ পুঁজি কারবার—Joint Stock Company

বহুসংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু কিছু পুঁজি সংগ্রহ করিয়া এবং ঐ বহু সংখ্যক ব্যক্তির মালিকানায়, যৌথ পুঁজির কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজি সংগ্রহ করা হয় অংশপত্র বা share বিক্রয়ের দ্বারা এবং অংশীদারগণ (shareholders) থাকেন কারবারটির মালিক। তাহারা সকলেই কারবারটির নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং তাহাদিগের সকলকেই কারবারটির ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। তবে এই ঝুঁকি সীমাবদ্ধ ঋণ দায়িত্বের দ্বারা সীমায়িত। ঋণভারে প্রপীড়িত কারবার বিনষ্ট হইলে অংশীদারের দায়িত্ব শুধু অংশপত্রেই (share) সীমাবদ্ধ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর কোনই টান পড়িবে না। অংশীদারগণ সংখ্যায় বহুশত এমন কি বহু সহস্রও হইতে পারে, একই দেশের অধিবাসী অথবা বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র কারবারটির পৃথক্ সত্বা থাকে—ইহা যেন তাহার পৃথক ব্যক্তিত্ব। ইহা শিল্প জগতের গণতন্ত্র,—ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেখানে বহুর মধ্যে প্রসারিত এবং বহুর পক্ষ হইতে জনকয়েক ব্যক্তির দ্বারা প্রযুক্ত। কেয়ার্ণক্রসের সংজ্ঞা অনুযায়ী "একদল অংশীদারের মালিকানাভুক্ত হইয়া এবং একটি পরিচালক সংসদের ব্যবস্থাপনার অধীন হইয়া কারবারে লিপ্ত আছে এইরূপ একটি যৌথ কর্তৃত্ব বিশিষ্ট মিলিত সঙ্ঘের নাম যৌথ পুঁজিকারবার।" ["A body corporate with a common seal, carrying on business under the management of a Board of Directors and owned by a group of shareholders"]

যৌথ পুঁজি কারবারকে কোম্পানী বিধিতে প্রদত্ত বিভিন্ন বিধান অনুযায়ী কার্য্য করিতে হয়। কারবার স্থাপনের সময় ইহার উদ্যোক্তাগণ একটি স্মারকলিপি এবং সঙ্ঘবদ্ধতার নিয়ম সমূহ (Memorandum and Articles of association) প্রণয়ন করে এবং ইহাদের একটি প্রতিলিপি (copy) কোম্পানী সমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রদান করে। ইহার পর কারবারটি রেজিষ্ট্রী হয় এবং হইবার পর ইহা কতিপয় আইনগত বিশেষ সুবিধা অর্জ্জন করে। স্বত্বাধিকারী অংশীদারগণ জনকয়েক ব্যক্তিকে পরিচালক (Director) নির্ব্বাচন করিয়া দেয়; এই সত্বাধিকারীদিগকে সমবেতভাবে পরিচালক সঙ্ঘ (Board of Director) বলা হয়। সত্বাধিকারীদিগের নিকট চূড়ান্তভাবে দায়ী থাকিয়া এই পরিচালক সঙ্ঘই কারবারটি পরিচালনা করিয়া থাকেন।

গুণ ঃ (১) যৌথ পুঁজি কারবারে বহু সংখ্যক অপরিচিত ব্যক্তির সংযোগেও কারবার স্থাপন সম্ভব হয়। অপরাপর অংশীদারদের সাধুতা বা ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু না জানিয়াও প্রত্যেক অংশীদার কারবারে যোগদান করিতে পারে অথচ উহার দরুণ কোনরূপ মানসিক অশান্তি ভোগ করিবার প্রয়োজন হয় না। কোন অংশীদারের ব্যক্তিগত কোন কার্য্যের দ্বারা কোম্পানী আবদ্ধ থাকে না।

(২) কোন অংশীদার তাহার অংশ প্রত্যাহার করিতে চাহিলে তাহার একমাত্র করণীয় হইল তাহার অংশপত্রটির ক্রেতার সন্ধান করিয়া উহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া। ইহাতে কারবারটির স্থায়িত্ব বা উহার পরিচালনার ধারাবাহিকতা (continuity) ক্ষুণ্ণ হয় না।

(৩) বহু সংখ্যক ব্যক্তি অল্প অল্প করিয়া পুঁজি প্রদান করে বলিয়া আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিরাট পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়—ইহা বিন্দুর দ্বারা সিন্ধু রচনা।

(৪) এই কারবার বিভিন্ন উপায়ে পুঁজি সংগ্রহ করে বলিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির লোক তাহাদের মানসিক প্রবণতা এবং আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে কারবারে পুঁজি নিয়োগের সুযোগ পায়। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগের স্পৃহা জাগরূক হয়।

(৫) বিভিন্ন কারণে যৌথ পুঁজি কারবারে ঝুঁকিবহুল শিল্পস্থাপনা সম্ভব হয়। বহুসংখ্যক মালিক থাকার দরুণ প্রত্যেকের ঝুঁকি হয় নগণ্য আবার যেটুকু ঝুঁকি থাকে তাহাও সীমাবদ্ধ ঋণ দায়িত্বের (limited liability) দ্বারা সীমায়িত।

অপগুণ ঃ (১) যৌথ পুঁজি কারবার যদি শিল্প জগতের গণতন্ত্র হয় তাহা হইলে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ন্যায়ই ইহা গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অভিজাততন্ত্র। কারবারের পরিচালনায় অংশীদারগণ যে অংশ গ্রহণ করেন তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগণ্য; পরিচালকসঙ্ঘ নামতঃ সমগ্র অংশীদারবৃন্দের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন কিন্তু কার্য্যতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা স্ব-নির্ব্বাচিত। কয়েকজন অল্পসংখ্যক কিন্তু সুসংবদ্ধ অংশীদার পরিচালক সঙ্ঘ গঠনে সক্ষম হন এবং ইঁহাদিগকে স্থানচ্যুত করা বাস্তব ক্ষেত্রে অতিশয় দুরূহ।

(২) পরিচালকসঙ্ঘ অসাধু হইলে অংশীদারগণ প্রবঞ্চিত হইবে এবং কারবারটিও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে।

(৩) পরিচালকবর্গ সজ্জন হইলেও তাহারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য এবং দৈনন্দিন তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত থাকে একশ্রেণীর বেতনভোগী

কর্ম্মচারীর উপর। কিন্তু মালিক কারবারের প্রতি যে আকর্ষণ বোধ করিবে এবং যে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান প্রয়োগ করিবে এই সকল বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের নিকট তাহা আশা করা যায় না।

(৪) যৌথ পুঁজি কারবারের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত পরিচয় থাকে না—একে অপরকে বুঝে না। সেইজন্য এইরূপ কারবারে শ্রমিক মালিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে অধিক।

যৌথ পুঁজি কারবারের ঝুঁকি হ্রাসের কারণ—Reduction of Risk in Joint-stock Company

আধুনিক কারবার মাত্রই ঝুঁকি-বিশিষ্ট এবং কারবারেব আয়তন যত বর্দ্ধিত হয় ঝুঁকিও হয় তত বিরাট। অধিকতর লাভের আশায় লোকসানের সম্ভাবনার সম্মুখীন হইবার নামই ঝুঁকি। যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে সংগঠিত কারবারে কিন্তু বিবিধ কারণে ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। প্রথমতঃ, পরিচালকদিগের মধ্যে বিশেষত্ব-শীলতার (Specialisation) বিধান করা হয়। বহু ব্যক্তি আছে যাহারা পুঁজির মালিক কিন্তু যাহাদের শিল্প পরিচালনায় দক্ষতা নাই; আবার বহু ব্যক্তি আছে যাহারা শিল্প পরিচালনায় দক্ষ কিন্তু যাহাদের বিরাট শিল্প সংগঠনের আর্থিক সঙ্গতি নাই। যৌথ পুঁজি কারবার একদিকে মালিকানা অপরদিকে পরিচালনা এই দুইয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিধান করে, উভয়ের কার্য্যের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে অথচ উভয়ের সহযোগিতার দ্বারা কারবার সংগঠনের যে সুন্দর সম্ভাবনা থাকে তাহাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে। সুতরাং কারবারে অসাফল্যের সম্ভাবনা বহু পরিমাণে তিরোহিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কারবারে ঝুঁকি গ্রহণের স্পৃহার মধ্যে নানা পার্থক্য থাকে; এই পার্থক্য সমূহকে ঝুঁকি গ্রহণ প্রবণতার বিভিন্ন স্তর রূপেও কল্পনা করা যায়। যাহারা খুব কম ঝুঁকি লইবে—প্রায় কোন ঝুঁকি না লইবারই সমান, তাহারা যৌথপুঁজি কারবারের ডিবেঞ্চর ক্রয় করিবে। যাহারা যথারীতি ঝুঁকি গ্রহণে অগ্রসর হইবে তাহারা অংশপত্র (Share) ক্রয় করিয়া পুরাদস্তুর অংশীদার হইবে। কিন্তু যাহারা অংশীদার তাহাদিগের মধ্যেও আবার অল্প ঝুঁকি গ্রহণে এবং অধিক ঝুঁকি গ্রহণে পার্থক্য আছে। সাধারণ অংশীদারগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝুঁকি গ্রহণ করে। অগ্রদাবী অংশীদারগণ (Preference shareholders) তাহা অপেক্ষা কম ঝুঁকি বহন করে। ঝুঁকি বহনের এই বিভিন্ন স্তর বিভাগে ঝুঁকি বহুল শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগ প্রয়োগ সহজ হয়।

তৃতীয়তঃ, যৌথ পুঁজি কারবারে মালিকের সংখ্যা বহু; সুতরাং কারবারে ঝুঁকি বহু ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত হইয়া গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর পৃথকভাবে উহার একটি অতি নগণ্য অংশই পতিত হয়। বিনিয়োগকারীর দিক হইতেও পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একজন ব্যক্তি তাহার মোট পুঁজি বিভিন্ন যৌথপুঁজি কারবারের অংশ ক্রয় করিয়া বহুবিধ কারবারের মধ্যে ছড়াইয়া রাখিতে পারে; ইহাতে পুঁজি হারাইবার সম্ভাবনা প্রায়ই হ্রাস পায়।

চতুর্থতঃ, যৌথপুঁজি কারবারের ভিত্তিতে গঠিত একাধিক অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থাকে যাহারা অল্প পরিমাণে বহু ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করে এবং একসঙ্গে অধিক পরিমাণে উহা শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হইল ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী, ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট ইত্যাদি। ইহারা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের পর (যে প্রকারের পর্য্যবেক্ষণ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইত না) উপযুক্ত শিল্পে পুঁজি সরবরাহ করিয়া থাকে।

যৌথ পুঁজি কারবারে পুঁজি সংগ্রহের পদ্ধতি—Methods of raising capital in Joint-stock Companies

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট হইতে যৌথপুঁজি কারবার উহার পুঁজি সংগ্রহ করিয়া থাকে। মোটামুটি পুঁজি সংগৃহীত হয় দুই উপায়ে—ডিবেঞ্চর বিক্রয় এবং অংশপত্র বিক্রয়।

যাহারা ডিবেঞ্চর ক্রয় করে তাহারা কারবারকে প্রদত্ত অর্থের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সুদ লাভ করিয়া থাকে, তাহাদের প্রদত্ত অর্থ কারবারটিকে প্রদত্ত ঋণমাত্র। সুতরাং ডিবেঞ্চর ক্রেতাদিগের কারবারটির উপর কোন মালিকানা স্বত্ব নাই; কারবারের পরিচালনায় তাহাদের কোন ক্ষমতা প্রয়োগের অবকাশ নাই; লোকসান হইলেও যেরূপ তাহারা উহার দায়িত্ব ভোগ করিবে না লাভ হইলেও সেরূপ তাহারা লভ্যাংশ গ্রহণে সক্ষম হইবে না। কারবার গুটাইয়া লইলে ইহাদের প্রাপ্য অগ্রে মিটাইতে হইবে।

যাহারা অংশপত্র ক্রয় করে তাহারা কারবারকে কিছু পরিমাণ পুঁজি সরবরাহ করিয়া উহারা নিদর্শন স্বরূপ একটি করিয়া অংশপত্র (share) ক্রয় করে। এই অংশপত্র ক্রয়কারীগণ অর্থাৎ অংশীদারগণ হইল কারবারের মালিক। মালিক হিসাবে কারবারের উপর তাহাদের কোন পূর্ব্বধার্য্য দাবী আরোপিত থাকে না—উহা নির্ভর করে কারবারের লাভ লোকসানের উপর। কারবারের লাভ হইলে উহা হইতে

তাহারা লভ্যাংশ (dividend) গ্রহণ করে ; লোকসান হইলে তাহাদের কিছু প্রাপ্য থাকে না। যে অংশীদার যে পরিমাণের অংশ-পত্র ক্রয় করিয়াছে তাহার লভ্যাংশ প্রাপ্তি ঘটে সেই অনুপাতে। কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং ফেল করিলে কারবারটির ঋণের জন্য অংশীদারগণ দায়ী থাকে। কারবারের পরিচালনাতেও অংশীদারগণ অংশ গ্রহণ করে। সাধারণতঃ এই অংশগ্রহণ করা হয় পরিচালকবর্গ মনোনয়নের দ্বারা এবং তাহাদের প্রদত্ত বিবরণী অনুমোদনের দ্বারা।

অংশ পত্র কিন্তু মাত্র এক প্রকারেরই নহে ; মোটামুটি দুই প্রকারের অংশপত্র আছে—সাধারণ অংশ (ordinary share or common stock) এবং অগ্রদাবী অংশ (preference share or preferred stock)। অগ্রদাবী অংশীদার তাহাদের অংশের দরুণ কত পরিমাণ লভ্যাংশ পাইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করা থাকে বলিয়া সাধারণ অংশের উপর প্রদত্ত লভ্যাংশ অপেক্ষা ইহার লভ্যাংশ কম হয়। সাধারণ অংশের উপর কোনরূপ লভ্যাংশ ঘোষণার পূর্ব্বে অগ্রদাবী অংশের দরুণ লভ্যাংশ প্রদান করিতে হইবে। তবে কোন বিশেষ বৎসরে যদি কোম্পানীর লভ্যাংশ-বণ্টনযোগ্য উপার্জ্জন না ঘটে তাহা হইলে অগ্রদাবী অংশীদারদিগকেও লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। পরবৎসর যদি বিশেষ অধিক পরিমাণ উপার্জ্জন ঘটে তাহা হইলেও অগ্রদাবী অংশীদারগণ নির্দ্দিষ্ট হারের অধিক লভ্যাংশ পাইবে না এবং পূর্ব্ব বৎসরের ঘাটতিও মিটাইয়া দেওয়া হইবে না। তবে অগ্রদাবী অংশ কখন কখন পূরণ-মূলক (Cumulative) হইতে পারে। এইরূপ পূরণ-মূলক অগ্রদাবী অংশের (Cumulative preference share) ক্ষেত্রে পূর্ব্ব বৎসরের ঘাটতি পরবর্ত্তী বৎসর পূরণ করা হয়। কারবার গুটাইয়া লইলে কারবারের সম্পত্তি হইতে অগ্রে অগ্রদাবী অংশীদারের অংশের পরিমাণ অর্থ শোধ করিতে হইবে। অগ্রদাবী অংশীদারদিগের লভ্যাংশ বণ্টন করিবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাই সাধারণ অংশীদারদিগের মধ্যে বন্টন করা হইবে। সুতরাং অগ্রদাবী অংশীদারের প্রাপ্য লভ্যাংশ অপেক্ষা সাধারণ অংশীদারের প্রাপ্য লভ্যাংশ অল্প হইতে পারে অথবা অধিক হইতে পারে। কারবারটির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে সাধারণ অংশীদারগণ এবং অংশীদারের সভায় ভোট দিবার অধিকার থাকে শুধুমাত্র সাধারণ অংশীদারদিগেরই।

সমবায়—Co-operation

সাধারণ কারবার সংগঠনে শ্রমিকগণ শ্রম প্রদান করে এবং উদ্যোগী ও ব্যবস্থাপকরূপে কার্য্য করেন আঁত্রেপ্রণা নামক বিশেষ শ্রেণী। অনেক ক্ষেত্রে

পুঁজিপতি স্বয়ং আঁত্রেপ্রণার কার্য্য করেন। পুঁজিপতি স্বয়ং আঁত্রেপ্রণার কার্য্য করুণ বা নাই করুণ, কারবারের মুনাফার অংশ গ্রহণে শ্রমিকগণ সক্ষম হয় না; পুঁজিপতি আঁত্রেপ্রণাই উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রমিকদের ভাগ্যে মজুরীর হিসাবে অল্প কিছু অংশই প্রাপ্য হয়। এইরূপ ব্যবস্থা হইতেই সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হইয়াছিল। যাহারা পরিশ্রম করিয়া সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে সমবায়ের মধ্য দিয়া তাহারা কারবারের ব্যবস্থাপনার কার্য্য করিতে নিজেরাই সচেষ্ট হয়। "সাধু উপায় অবলম্বনের দ্বারা কোন একটি সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্ঘবদ্ধতার নামই সমবায়"। (Strickland) সমবায় উৎপাদনমূলক বা বণ্টনমূলক হইতে পারে। উৎপাদনমূলক সমবায়ে একদল ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সহযোগিতার দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। তাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত একটি সংস্থা দ্বারা কারবারটি পরিচালিত হয়। কারবারের জন্য যে পুঁজি প্রয়োজন হয় তাহা আংশিক ভাবে শ্রমিকগণই দেয় এবং আংশিকভাবে তাহারা অপরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। এইরূপ ঋণ যে ব্যক্তি প্রদান করে কারবারটির উপর তাহার কোন মালিকানা স্বত্ব থাকে না; সে শুধু নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পাইবার অধিকারী। এক্ষেত্রে আঁত্রেপ্রণারূপ বিশেষ শ্রেণী বা পুঁজিপতি-আঁত্রেপ্রণাকে বাদ দেওয়া হইল। শ্রমিকগণ স্বয়ং মালিক, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক। বণ্টনমূলক সমবায়ে কয়েকজন ব্যক্তি ভোগকারী (Consumers) হিসাবে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া দোকান স্থাপন করে এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই দোকান হইতে ক্রয় করিয়া লয়। দোকানের মালিক এবং খরিদ্দার অভিন্ন। পুঁজিপতি মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীকে যে মুনাফা তাহারা দিতে বাধ্য হইত সেই মুনাফা তাহারা নিজেদেরই নিকট রাখিয়া দিতে পারে। উৎপাদনমূলক সমবায়ে পুঁজিপতি-মালিককে বাদ দিয়া শ্রমিক-উৎপাদকগণ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেরাই উৎপাদন পরিচালনা করে; উৎপাদনমূলক সমবায়ে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ী পরিহার করিয়া এবং উহার সহিত নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও পরিহার করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের প্রয়োজনীয় ভোগসামগ্রী নিজেরাই সরবরাহ করে। এইদিক হইতে বিচার করিয়া সেলিগ্‌ম্যান সমবায় বলিতে বুঝাইয়াছেন "বণ্টনে ও উৎপাদনে প্রতিযোগিতার পরিহার।" ["Co-operation......means the abandonment of competition in distribution and production"—Seligman.]

সমবায় কিন্তু সাধারণ কারবারী প্রতিষ্ঠান নহে, ইহার মধ্যে একটি উন্নততর

উদ্দেশ্যের সন্ধান করা হয়। সেই উদ্দেশ্য হইল ঐকান্তিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা বৈষয়িক এবং নৈতিক উন্নতি বিধানের প্রয়াস। সুতরাং সমবায়ের কতিপয় মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত থাকা অপরিহার্য্য। এই মূল নীতিগুলি হইল স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সঙ্ঘবদ্ধতা, সমষ্টি বোধ, সান্নিধ্য, ব্যয়সংক্ষেপ। বর্ত্তমানে সমবায়ের বিশেষ প্রসার লাভ ঘটিয়াছে; উহা শুধু সামগ্রী উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে, পশুপালন, সেচকার্য্য নির্ম্মাণ, অল্পায়তন উৎপাদনকারীদিগের পণ্যবিক্রয়, গো-বীমা (Cattle Insurance) প্রভৃতি উন্নয়ন মূলক বিবিধ কার্য্যে সমবায় ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সমবায়ের সুবিধা

(১) সমবায় সমিতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম। শুধু সাধারণ ব্যক্তিদিগেরই নহে, শ্রমিকদিগেরও আন্তরিকতা ও আনুগত্য আকর্ষণে ইহা সক্ষম হয়।

(২) সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে মালিক ও শ্রমিকের পৃথক অস্তিত্বের অবকাশ নাই। সুতরাং শ্রমিক মালিক বিরোধের যে সম্ভাবনা, এবং উহা হইতে উদ্ভুত যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, তাহার অস্তিত্বের দ্বারা পীড়িত হইতে হয় না।

(৩) অল্পসঙ্গতির ব্যবসায়ীগণ সমবায়ের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ক্ষতিমূলক প্রতিযোগিতা পরিহার করিতে পারে; বিশেষ করিয়া যে সকল প্রতিযোগিতার দ্বারা সামাজিক অপচয় ঘটে উহাদের পরিহার বিশেষ লাভজনক।

(৪) সাধারণ ব্যক্তি ইহার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অথচ পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। সাধারণ শ্রমিকের পক্ষে বা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার শিক্ষালাভের অবকাশ সাধারণ কারবারের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নহে। বৃহৎ যৌথ পুঁজি কারবারে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কার্য্যের মধ্যে যে সমন্বয় ঘটে উহা বহু পরিমাণেই আরোপিত সমন্বয়—স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুভূতির দ্বারা সৃষ্ট নহে। সুতরাং সমবায়ের দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির কার্য্যের যে সমন্বয় সাধন হয় তাহার একটি স্থায়ী ভিত্তি স্থাপিত হইয়া যায়। অচিরকালের মধ্যে উহার বাস্তব সুফল প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না বটে কিন্তু উহার মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা নিহিত থাকে তাহার উপলব্ধি প্রয়োজন—যেরূপ শিশুর মধ্যে বলবানের সম্ভাবনা, অঙ্কুরের মধ্যে মহীরুহের সম্ভাবনা।

(৫) আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে কারবার সংগঠনের যে অভিজ্ঞতা সাধারণ ব্যক্তি অর্জ্জন করিতে পারে তাহা যথাযথ ব্যবস্থার দ্বারা পরিপোষণ ও বৃদ্ধি করিলে

শ্রমিকগণ বৃহৎ পরিধির কারবার পরিচালনায় একদিন সক্ষমতা অর্জন করিবে। সেদিন বৃহত্তর এবং সুসংগঠিত পরিসরের কারবারেও শ্রমিক-মালিক পার্থক্য তিরোহিত হইবে। পুঁজি থাকিবে, পুঁজিপতি থাকিবে না আর শ্রমিক তাহার শ্রমের সম্ভাবনা পরিপূর্ণ ভাবেই উপলব্ধি করিবে। দেশে দেশে সাধারণ মানুষের আজ যাহা স্বপ্ন সমবায়ের যথাযথ প্রসারের দ্বারা তাহা সত্যে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে।

(৬) নিজেদের জন্য কার্য্য করিতেছি এই অনুভূতিতে শ্রমিকগণ যে আন্তরিকতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিবে সাধারণ যৌথপুঁজি কারবারের মধ্যে সে আন্তরিকতার দ্বারা শ্রমিকগণ উদ্বুদ্ধ হইবে না। সুতরাং সমবায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কারবারে অধিকতর দক্ষ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে।

(৭) "যৌথ পুঁজি কারবার এবং সমবায় সমিতির মধ্যে এই সাদৃশ্য থাকে যে উহাদের উভয়েরই পরিচালন ক্ষমতা অংশীদারদিগের বা তাহাদের মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা নিযুক্ত বেতন ভোগী কর্ম্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাদের পুঁজি সরবরাহকারী অংশীদার এবং পণ্যক্রয়কারী ক্রেতা অভিন্ন। এক্ষেত্রে মুনাফা অন্বেষণকারী অংশীদার এবং সুলভ সামগ্রী সন্ধান কারী ভোগকারী, ইহাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটে না। সমন্বয়ের কার্য্য সরল হয় অথচ একান্ত ভাবে তাহার স্বার্থের পরিপোষক সঙ্ঘের ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারাও ভোগকারী লাভবান হয়।"

সমবায়ের অসুবিধা

(১) সমবায় সমিতির সঙ্গতি অল্প হওয়ায় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সঙ্গতির পারস্পরিক সহায়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমবায় সমিতির পক্ষে ঝুঁকি বহুল শিল্পে ব্যাপৃত হওয়া বাস্তব ক্ষেত্রে সকল সময় সম্ভব হয় না।

(২) আত্রেপ্রণা শ্রেণীকে পরিহারের দরুণ একটু বৃহদায়তনের কারবার হইলেই ব্যবস্থাপনার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে।

(৩) প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক জগতে যে বৃহদায়তন শিল্প স্থাপনের প্রয়োজন তদনুযায়ী যথেষ্ট পুঁজি সংগ্রহ করা সমবায় মূলক কারবারে সম্ভব হইয়া উঠে না। ইহা ধনীব্যক্তিদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজি আকর্ষণ করিতে পারিবে এরূপ সঠিক নিশ্চয়তা নাই।

উৎপাদনকারীদের সঙ্ঘবদ্ধতা (অভিপ্রায়)—Combination of Producers (Motives)

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে একাধিক উৎপাদনকারী নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ

হইয়া ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত আয়তনের কারবার স্থাপনে যত্নবান হয়। বিবিধ কারণ ও উদ্দেশ্যে ইহা করা হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, উৎপাদন খরচা হ্রাসের অভিপ্রায় (Economy motive)। উৎপাদনের পরিধি বৃহত্তর হইলে অর্থাৎ একসঙ্গে বহু অধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিলে উৎপাদনের খরচা হ্রাস পায়। এইরূপ বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সুবিধা লাভের জন্য একাধিক উৎপাদনকারী নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে।

দ্বিতয়ীতঃ, একচেটিয়া কারবার স্থাপনের অভিপ্রায় (Monopoly motive)। একই সামগ্রী উৎপাদনে বা বণ্টনে ব্যাপৃত একাধিক ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উৎপাদিত সামগ্রীর সমগ্র পরিমাণ অন্ততঃ অধিক পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং এইরূপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিতে পারে এইরূপ একচেটিয়া কারবার স্থাপনের উদ্দেশ্য হইতে পারে অধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জ্জন, কারণ ভোগকারীগণ অন্য কোথা হইতে ঐ সামগ্রী সংগ্রহ করিতে না পারিলে অধিক মূল্যে উহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। নিছক আত্মরক্ষার জন্যও পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা একচেটিয়া কারবার স্থাপনের অভিপ্রায় জাগরূক হইতে পারে। আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ের অর্থ হইল কোন নবাগত প্রতিযোগীর হস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করা।

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায় (Power motive)। কারবার শুধু মুনাফা অর্জ্জনেরই উপায় নহে, পার্থিব জগতে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও নেতৃত্ব প্রয়োগের ইহা অবকাশ প্রদান করে। ইহা প্রদান করে ক্রীড়ার উত্তেজনা এবং বস্তুতান্ত্রিক জগতে কিছু কার্য্য সম্পাদনের তৃপ্তি, এমন কি শিল্পপতি বংশ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা শক্তিশালী কারবার স্থাপন করিয়া ব্যক্তিগত উৎপাদনকারীগণ উহার সেই শক্তির অংশ গ্রহণের জন্য লালায়িত হইতে পারে।

চতুর্থতঃ, আর্থিক অভিপ্রায় (Financial motive)। একাধিক কারবারের মধ্যে সংযোগ সাধনের নিছক কার্য্যটি হইতে কোন কোন ব্যক্তির আর্থিক লাভ ঘটিতে পারে; সেই কারণে ইহারা উৎপাদন কারীগণ যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহার জন্য চেষ্টিত থাকে। এই ব্যক্তিগণ হইল বাজারের অর্থ বিশেষজ্ঞ (Financiers)। এই অর্থ বিশেষজ্ঞগণ কখন কখন জনসাধারণের আশাবাদীতাকে কার্য্যে লাগায় এবং তাহাদের সম্মুখে প্রলোভন তুলিয়া ধরে। শিল্প সঙ্ঘবদ্ধতার সম্ভাবনা এইরূপ একটি শক্তিশালী প্রলোভন। "প্রকৃত যৌক্তিকতা না থাকিলেও শিল্প সংহতি সাধন হইতে যে ভূরি পরিমাণ মুনাফা অর্জ্জনের সুযোগ থাকে তাহার দ্বারা এই অর্থবিশেষজ্ঞগণ এইরূপ

সংহতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়"। [Financiers trade on the optimism of the investing public and are always on the look out for bait. There is no better bait than an amalgamation—Cairncross]

এই অভিপ্রায়গুলি কি সমাজ বিরোধী—Are these Motives Anti-Social ?

সংহতি সাধনের পিছনে যে সকল অভিপ্রায় ক্রিয়া করে তাহাদের কোন কোনটি সমাজের পক্ষে হিতকর এবং কোন কোনটি সুনির্দ্দিষ্টভাবেই সমাজ বিরোধী। **ব্যয় সঙ্কোচের** জন্য, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদনের জন্য, যখন শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর আয়তন গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে অপর শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত একীভূত হয় তখন উহার দ্বারা সমাজ লাভবান হইয়া থাকে। কারণ এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পটির উৎপাদন খরচা কম হইবার দরুণ উহার পক্ষে বাজারে ঐ সামগ্রীটি অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। ক্রেতা সাধারণ হ্রাসমান দামের সুবিধা লাভ করে অথচ এই দাম-হ্রাস সংশ্লিষ্ট শিল্পটির লোকসানের পরিচায়ক নহে। কিন্তু একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন সমগ্র শিল্পটিতে **একচেটিয়া কারবার স্থাপনের** উদ্দেশ্যেই সঙ্ঘবদ্ধতা সৃষ্টি করে তখন উহাতে সমাজের অনিষ্ট সাধনের ইঙ্গিত থাকিতে পারে। কারণ একচেটিয়া কারবার স্থাপনের উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধান আকাঙ্খা থাকে বাজারকে যথাসম্ভব শোষণ করা—যথাসম্ভব দাম বৃদ্ধি করিয়া বাজার হইতে যথাসম্ভব অধিক অর্থ আদায় করিয়া লওয়া। সেই কারণে একচেটিয়া কারবার স্থাপনের অভিপ্রায় সাধারণতঃ সমাজ বিরোধী। কিন্তু এই অভিপ্রায় যে সর্ব্বক্ষেত্রেই সমাজবিরোধী মনোবৃত্তির পরিচায়ক হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ প্রতিযোগিতা বা উহার আশু সম্ভাবনা দূরীভূত হইলে বহুক্ষেত্রে সত্যকার ব্যয়-সঙ্কোচ সাধন সম্ভব হয় এবং শিল্পটি তাহার পণ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে পারে। সমগ্র বাজারটির উপর যদি একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহা হইলে উহা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে ; দামী দামী উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি বসাইয়া উন্নত ধরণের পণ্য দ্রব্য উৎপাদনে যত্নবান হইতে পারে। অধিকন্তু প্রতিযোগিতা না থাকিলে নিশ্চিন্ত মনে গঠনমূলক বা প্রকৃত উন্নয়নমূলক কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারা যায় ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অধিকন্তু যে সকল শিল্পের ওভারহেড খরচা খুব বেশী তাহারা যখন সীমাবদ্ধ বাজারের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে তখন দাম,

উৎপাদন এবং মুনাফায় দ্রুতগতিতে পরিবর্তন ঘটিবার ঝুঁকি থাকে। উহা ব্যতীতও প্রতিযোগিতার মধ্যে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও ঝুঁকি থাকে—যথা ছোট খাটো প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি একবার কারবারে ঢুকিতেছে আবার কারবার হইতে বাহিরে যাইতে বাধ্য হইতেছে এরূপ প্রায়ই ঘটিতে থাকিলে বাজারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং কারবারে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। একচেটিয়া কারবারের অভিপ্রায়ের দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধতা গঠিত হইলেও এই সকল ঝুঁকি অপসারণের দ্বারা উহা সমাজের পক্ষে হিতকর হইয়া উঠে। **অর্থ নৈতিক ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায়** সমাজের বিশেষ কোন উপকারে আসে না বরং ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায় অর্থনৈতিক জীবনে আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করিয়া সমাজ বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, কারণ ক্ষমতার লোভ মানুষকে অসৎ উপায় অবলম্বনে যতটা প্রণোদিত করে ততটা অন্য কিছুই করে না। **আর্থিক অভিপ্রায়** দ্বারা সমাজের বিশেষ কোন উপকার হয় না, বরং উহার দ্বারা কৃত্রিম ভাবে শেয়ারের দাম চড়াইয়া জনগণকে প্রতারিত করিতে পারা যায়। অর্থবিশেষজ্ঞগণ কোন কারবারের সংহতি সাধনের দ্বারা কি সুফল পাওয়া যাইতে পারে তাহা ফলাও করিয়া প্রচারের দ্বারা ঐ কারবারের শেয়ারের দাম চড়াইয়া দেয় যেক্ষেত্রে হয়তো ঐরূপ আশাবাদিতার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা ঠিক সমাজ হিতকর কার্য্য নহে।

সঙ্ঘবদ্ধতার প্রকারভেদ—Different Kinds of Combination

(১) **দাম চুক্তি**—(Price agreement)—পরস্পরের প্রতিযোগিতার দ্বারা যাহাতে সামগ্রীর বাজার দাম হ্রাস প্রাপ্ত না হয় সেই উদ্দেশ্যে একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে পারে। এই সংযোগ স্থাপনের দ্বারা আর কিছুই নহে; শুধুমাত্র সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারিত করা হইতে পারে। এক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধতা হইল নিছক দাম চুক্তি।

(২) **বাজার বখরা** (Sharing the market)—একই কারবারে লিপ্ত একাধিক প্রতিষ্ঠান একই বাজারে প্রতিযোগিতা করিয়া সকলেরই স্বার্থের হানি যাহাতে না ঘটায় সেই উদ্দেশ্যে তাহারা নিজদিগের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিয়া সামগ্রীটির সমগ্র বাজারকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিতে পারে। এইরূপ এক একটি অঞ্চলে কারবার করিবার একচ্ছত্র অধিকার এক একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়। যথা—জাহাজী কোম্পানীগুলি এইরূপ ভাবে বিভিন্ন পথ অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দর নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লয়।

(৩) **শিল্প সংগ্রাহক** (Industrial pool)—অনেক সময়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার দ্বারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি অতিরিক্ত উৎপাদন করিয়া ফেলে। এইরূপ অতিরিক্ত উৎপাদনের দ্বারা সামগ্রীর দাম হ্রাস পায় এবং সর্ব্বশেষে সকলেই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান এরূপ একটি সঙ্ঘ গঠন করিতে পারে যাহার মাধ্যমে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করা থাকিবে। উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিবার দরুণ অধিক উৎপাদনের সম্ভাবনা হ্রাস পায় এমন কি বিলুপ্তও হয়। সেক্ষেত্রে দাম স্থির রাখা সম্ভব ও সহজ হয়।

(৪) **কার্টেল** (Cartel)—বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এরূপ একটি সংগঠন সৃষ্টি করিতে পারে যাহা নিছক দাম নির্দ্ধারণই করে না পরন্তু উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের সকল বন্দোবস্ত করিবার একছত্র অধিকার রাখে। "কার্টেল বলিতে মূলতঃ বুঝায় স্বাধীন উৎপাদনকারীদিগের পক্ষ হইতে কার্য্য করিতেছে এইরূপ একচেটিয়া অধিকার ভোগকারী বিক্রয় প্রতিষ্ঠান।" অর্থাৎ কার্টেল হইল উহার সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির একটি একক বিক্রয় কেন্দ্র। সামগ্রীর ক্রেতাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বরাত (order) এই বিক্রয় কেন্দ্র উহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। সামগ্রীটি বিক্রয় এই বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের (selling ageny) মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলিয়া সামগ্রীটির দাম নির্দ্ধারণও ইহার দ্বারা হইয়া থাকে। এইরূপ একক বিক্রয় বন্দোবস্তের দ্বারা যে লাভ লোকসান হয় তাহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টিত হয়। তবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারবারগুলির উপর এই অভিন্ন বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না; কার্টেল প্রতিষ্ঠার দ্বারা উৎপাদন ও বিক্রয় এই দুইটীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিধান করা হয়।

(৫) **ট্রাষ্ট** (Trust)—হইল বিভিন্ন কোম্পানীর সংহতির দ্বারা সৃষ্ট একটি বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান। যখন ট্রাষ্ট্ গঠিত হয় তখন যে প্রতিষ্ঠানগুলির একত্রীকরণে ইহা ঘটে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির সঠিক স্বাধীনতা আর থাকে না। ট্রাষ্ট্ একটি মাত্র কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার এই নূতন কোম্পানী বা ট্রাষ্টের উপর বর্ত্তায়। সংযুক্ত কোম্পানীগুলির সকল শেয়ার ট্রাষ্ট্ গ্রহণ করে এবং উহাদের পরিবর্ত্তে নূতন শেয়ার ছাড়িয়া থাকে। যে পৃথক কোম্পানীগুলির সংযোগে ট্রাষ্ট্ সংগঠিত হয় উহাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারা যায় বটে কিন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে ট্রাষ্টের ইচ্ছাধীন। ট্রাষ্ট ইচ্ছা করিলে

কোনও প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ রাখিয়া অপর প্রতিষ্ঠানকে চালাইতে পারে অথবা একটি কোম্পানীর যন্ত্রপাতি অপর কোম্পানীতে লইয়া যাইতে পারে। মোট কথা ট্রাষ্ট্ হইল সংযুক্ত সকল কোম্পানীগুলির একমাত্র মালিক ও নিয়ামক।

কার্টেল ও ট্রাষ্টের গুণাপগুণ

কার্টেলের গুণঃ (১) একাধিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিবার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করায় কার্টেল অধিককাল স্থায়ী হয়। উৎপাদনকারীদিগের যে সকল সঙ্ঘ নিছক ন্যূনতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় সেগুলি অধিককাল স্থায়ী না হইবার সম্ভাবনা থাকে। কার্টেল শুধু মূল্য নির্দ্ধারণেরই নহে বিক্রয় করিবারও অধিকারী।

(২) একটি কার্টেল গঠন ট্রাষ্টের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়সাপেক্ষ; বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে কার্টেলের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করিবার ব্যয় নগণ্য।

(৩) কার্টেল গঠিত হইলে কোন শিল্প প্রতিভা বা পুঁজি স্থানচ্যুত হয় না সুতরাং নূতনভাবে বা নূতন আকারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটে না এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্রয় করিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না।

(৪) কার্টেলের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতা বাদ দেওয়া হয় না। সুতরাং একই শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে এবং এই প্রতিযোগিতার মধ্যে নূতন উৎপাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের প্রয়াস থাকিতে পারে।

কার্টেলের অপগুণঃ (১) কার্টেলের মধ্যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্বশূন্যভাবে কার্য্যকরা সকল সময়ে সম্ভব হয় না। অধিক ক্ষমতাশালী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ইহাতে আধিপত্য করিতে পারে, সেক্ষেত্রে কার্টেল-ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

(২) এই সম্ভাবনার আধিক্য আর এক দিক হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়টী হইল আইনগত বাধা। অধিকাংশ দেশে কার্টেল গঠন আইন বিরুদ্ধ, সুতরাং কার্টেল গঠনের চুক্তি বলবৎ করা কঠিন।

(৩) ট্রাষ্টের তুলনায় কার্টেলের পক্ষে অধিক পুঁজি সংগ্রহ করা কষ্টকর—অথচ শিল্প সম্প্রসারণের জন্য অধিক পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে।

ট্রাষ্টের গুণঃ (১) ট্রাষ্ট হইল পরিপূর্ণ সংহতি; বৃহদায়তন উৎপাদনের বিভিন্ন সুবিধাগুলি পাইবার আশা যেখানে থাকে সেখানে ট্রাষ্ট্ হয় অধিকতর উপকারী।

(২) যেক্ষেত্রে উৎপদানকারীদিগের স্বার্থে বিশেষ ব্যবধান থাকে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মিশ্রণ (Amalgamation) ব্যতীত কোন চুক্তি যথার্থভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে না। কোন শিথিল চুক্তির মধ্যে এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অস্পষ্টতা বা অমান্য হইবার সম্ভাবনা নিহিত থাকে। ট্রাষ্টের মাধ্যমে সংহতি সাধন করিলে নিয়ন্ত্রণের এককতা ও অভিন্নতা ঘটিবে।

(৩) প্রতিযোগিতাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে হইলে, পরিপূর্ণ সংহতি বা ট্রাষ্টই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী সংগঠন। একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান যতক্ষণ শিথিল ভাবে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ তাহাদিগের পক্ষে কোন নূতন প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজ হয় না।

ট্রাষ্টের অপগুণ ঃ (১) ট্রাষ্ট্ গঠনের দ্বারা যে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাইবার আশা করা হয় সে সম্পর্কে অনেক সময়েই অতিরঞ্জিত ধারণা করা হয়। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, ট্রাষ্ট গঠন করা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে পৃথক ভাবেই রাখিয়া দেওয়া হয়। আবার ট্রাষ্ট্ গঠনের দ্বারা এরূপ একটি অতিবৃহৎ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় যাহাতে উপযুক্ত আয়তন অপেক্ষাও উহা বিরাট হইয়া যায় এবং সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা হয় অধিক।

(২) সংহতি সাধনের দ্বারা যে যথার্থ একতা বিধান হইবে তাহার সঠিক নিশ্চয়তা সকল সময়ে থাকে না। ট্রাষ্ট্ গঠনের মধ্যেও বিচ্ছিন্ন স্বার্থের সংঘাত থাকিয়া যাইতে পারে।

(৩) ট্রাষ্টের শক্তি যে কার্টেলের শক্তি অপেক্ষা অপরিহার্য্য রূপে অধিক হইবেই তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কার্টেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমগ্র শিল্পটিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, কিন্তু ট্রাষ্ট্ ক্বচিৎই কোন একটি সমগ্র শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয়।

(৪) ট্রাষ্টের ক্ষেত্রেও যে প্রবল আইনগত বাধা থাকিতে পারে না, তাহা নহে। কতিপয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইতে গেলে অনেক সময়ে আইনগত অনুমোদন না লইয়া তাহা করিতে পারে না।

(৫) ট্রাষ্ট গঠন করা অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ হয়। নিছক সংহতি সাধনের খরচাই অত্যধিক। অধিকন্তু ট্রাষ্ট গঠনের দ্বারা যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি উত্তর কালে হইতে পারে, সেই প্রতিযোগিতা দমনের খরচাও অত্যধিক। যে সকল উৎপাদনকারী তাহাদের পুরাতন যন্ত্রপাতি ট্রাষ্টের নিকট বিক্রয় করিয়া গিয়াছে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাতি লইয়া নূতন করিয়া কারখানা স্থাপন

করিতে পারে—অথচ তাহারা নবাগত নহে, তাহাদেরও ব্যবসায়িক সম্পর্ক (Trade relations) আছে এবং ঐ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাহারা অভিজ্ঞ।

উর্দ্ধাধো ও সমান্তরাল সংহতি—Vertical and Horizontal Integration (or Combination)

উর্দ্ধাধো সংহতি (Vertical combination)—এরূপ ঘটিতে পারে যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করে অথচ এই বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট। এইরূপ বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনকারী একাধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংহতি সাধিত হইলে,উহাকে উদ্ধাধো সংহতি রূপে অভিহিত করা হয়। কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এইভাবে নিচের দিকে বা উপর দিকে অথবা উভয় দিকেই সংহতি সাধন করিতে পারে। যথা ইস্পাতের কারখানা যদি নিজেই বায়ু-চালিত চুল্লী (Blast furnance) নির্ম্মাণ করে অথবা বস্ত্র উৎপাদনকারী মিল যদি স্বয়ং তূলা চাষের জমি ক্রয় করিয়া লয় অথবা রেল কোম্পানী যদি কয়লার খনি কিনিয়া লয় তাহা হইলে উহা অধোমুখী সংহতি হইবে। অপর পক্ষে পরবর্ত্তী প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কোম্পানীর সহিত যদি একটি কোম্পানী নিজেকে সংযুক্ত করে তাহা হইলে উহা হইবে উর্দ্ধমুখী সংহতি ; যথা ইস্পাত উৎপাদনকারী কোম্পানী-যদি ইস্পাতের আসবাব নির্ম্মাণকারী কোম্পানী ক্রয় করিয়া লয়।

সুবিধা : (১) উর্দ্ধাধো সংহতি দ্বারা বৃহদায়তন উৎপাদনের (Large scale production) কতিপয় সুবিধা পাওয়া যায়। অপর একটি প্রতিষ্ঠানের কার্য্য যদি একটি প্রতিষ্ঠানের কার্য্যের জন্য অপরিহার্য্য হয় তাহা হইলে ঐ অপর প্রতিষ্ঠানটী ক্রয় করিয়া লইলে উহার দরুণ অনেক খরচা ইহার বাঁচিয়া যাইতে পারে অথবা অপর প্রতিষ্ঠানটীর যে মুনাফা গ্রহণের সুযোগ ইহা দিতেছিল তাহা ইহা নিজের কাছেই রাখিয়া দিতে সক্ষম হয়। নির্দ্দিষ্ট ভাবে বলিতে গেলে, অপর কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংহত হইয়া (অর্থাৎ উহা ক্রয় করিয়া লইয়া) সংযুক্ত প্রক্রিয়ার সুবিধা (Economy of linked process) অথবা সহায়ক কার্য্য গ্রহণের সুবিধা (Economy of auxiliary service) ইহা পাইতে পারে।

(২) উর্দ্ধাধো সংহতির দ্বারা বিশেষ বিশেষ ঝুঁকির বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারা যায়। কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন কাঁচামাল (Raw material) সরবরাহে যদি অনিশ্চয়তা থাকে, তাহা হইলে ঐ কাঁচামাল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিয়া লইলে অনেক অনিশ্চয়তার হাত হইতে উহা পরিত্রাণ পায়।

(৩) একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অপর কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে এবং মনে করিতে পারে যে তাহার দ্বারা ক্রীত ঐ সামগ্রী যদি অধিকতর উৎকৃষ্ট হইত তাহা হইলে ভাল হইত। কিন্তু ঐ অপর শিল্প প্রতিষ্ঠানটী উৎকৃষ্টতর সামগ্রী উৎপাদন করা পোষায় না বলিয়া মনে করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠানটী তাহার সামগ্রী উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অপর সামগ্রী স্বয়ং উৎপাদন করিলে নিজের সামগ্রী উহা উৎকৃষ্ট গুণের উৎপাদন করিতে পারিবে।*

অসুবিধা : (১) বৃহৎ উৎপাদনকারীগণ যদি নিজেদের প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী নিজেরাই উৎপাদন করে বা প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য নিজেরাই সম্পাদন করে তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়তনের উৎপাদনকারীগণ টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। যাহারা অপর শিল্পে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন বা বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ঊর্দ্ধাধো সংহতি বিশেষ অসুবিধাজনক।

(২) ঊর্দ্ধাধো সংহতি হইতে এরূপ বিরাট একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হইতে পারে যাহাতে জনসাধারণ অধিক দামে সামগ্রী ক্রয়ে বাধ্য হইবে। কারণ যে সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ ঊর্দ্ধাধো সংহতি সাধন করা সঙ্গতিতে কুলাইবে না তাহারা প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া ঐ শিল্প হইতে বিদায় গ্রহণে বাধ্য হইবে।

সমান্তরাল সংহতি (Horizontal Combination)—যখন একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে সামগ্রী উহা উৎপাদন করিতেছে সেই একই সামগ্রী উৎপাদনকারী অপর কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় করিয়া লয় অথবা উভয়ে সম্মিলিত হইয়া যায়, তখন উহাকে বলা হয় সমান্তরাল সংহতি ; যথা দুইটী ইস্পাত উৎপাদনকারী কোম্পানী পরস্পরের মধ্যে সংযুক্ত হইতে পারে। সমান্তরাল সংহতির দ্বারা কোন কারবারের প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন হয় না—পরিবর্ত্তন হয় আয়তনে মাত্র। একটি ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়া কোন কোম্পানী ঐ ক্ষেত্রেই বিস্তার লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলে সমান্তরাল সংহতির জন্য সচেষ্ট হয়।

সুবিধা : (১) সমান্তরাল সংহতির দ্বারা বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া

---

*"Integration enables the conflicting interests of the various stages of production to be reconciled ; each firm's special knowledge, and the profits which result from its use, can be pooled in the combine and new processes of common advantage can be introduced."—Cairncross.

যায়। এক সাথে অধিক সামগ্রীর উৎপাদন করিয়া প্রতিটি সামগ্রী অপেক্ষাকৃত অল্প খরচায় উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

(২) সমান্তরাল সংহতির দ্বারা শিল্প পরিচালনার সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিদিগের দ্বারা শিল্প পরিচালিত হইতে পারে। সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অভিজ্ঞতা একত্রিত ভাবে কার্য্যকরী হয়।

অসুবিধা ঃ (১) কোন একটি শিল্পের ক্ষেত্রে নিছক সমান্তরাল সংহতি বৃদ্ধি দ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল প্রাপ্তির অসুবিধা হইতে পারে।

(২) সমান্তরাল সংহতির বৃদ্ধি ঘটিলে অতি-উৎপাদন (over-production) ঘটিতে পারে এবং বাণিজ্য-সঙ্কট (crisis) উপস্থিত হইতে পারে।

(৩) ইহার দ্বারা অল্প আয়তন উৎপাদনকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহারা ক্রমশঃই সমান্তরাল পদ্ধতিতে সংহত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

সঙ্ঘবদ্ধতা বজায় রাখিবার প্রতিবন্ধ—Difficulties of maintaining Combinations

একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইয়া যে একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করে, উহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যখন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ একীভূত না হইয়া নিছক একচেটিয়া অধিকার ভোগের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াও পরস্পরের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হয় মাত্র, তখন এই একচেটিয়া সঙ্ঘবদ্ধতা বজায় রাখিবার (Monopolistic combination) কয়েকটি প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হইতে হয়। মোটামুটি এই প্রতিবন্ধ দুই প্রকারের—আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক।

আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধ (Internal difficulty)—যতই দিন যায় ততই ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির **আনুগত্য বজায় রাখা দুরূহ** হইয়া উঠে। অতীতে যে কোম্পানী মোট উৎপাদনের অধিক পরিমাণই উৎপাদন করিত, উহা ভবিষ্যতেও তাহাই করিতে চাহিবে। যে কোম্পানী বৃদ্ধিকামী উহা অতীতে অধিক উৎপাদন করিয়া থাকুক বা নাই থাকুক, বর্ত্তমানে মোট উৎপাদন বা বিক্রয়ের অধিক অংশ গ্রহণ করিতে চাহিবে। যাহাদের অধিক স্থায়ী-পুঁজি ছিল কিন্তু পূর্ব্বে তদনুপাতে অধিক উৎপাদন করিতে পারে নাই—সুদিনের সময়ে তাহারা অধিক অংশ দাবী করিতে থাকিবে। কোন কোম্পানী হয়তো দেখিতে পাইবে যে জনসাধারণ ঠিক তাহারই বিশেষ সামগ্রী দাবী করিতেছে কিন্তু তাহার নির্দ্ধারিত পরিমাণের

(qouta) অতিরিক্ত পরিমাণের বরাৎ (order) অন্য কোম্পানীকে সরবরাহের জন্য বলা হইতেছে। ইহাতে প্রথম কোম্পানীটির গাত্রদাহ হওয়া স্বভাবিক। উপরন্তু সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা **বিশেষত্বশীল জ্ঞানের** (technical knowledge) অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয় না; উন্নতধরণের উৎপাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষত্বশীল জ্ঞান প্রয়োগের প্রচেষ্টা ক্রমাগতই হইতে থাকে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষত্বশীল জ্ঞানের দিক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি করিবে, কোন না কোন সময়ে সে মনে করিবেই যে সঙ্ঘের বাহিরে যাইয়া কম দামে সামগ্রী বিক্রয় করাই তাহার পক্ষে অধিকতর লাভজনক। কখন কখন সঙ্ঘের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইলে উৎপাদন হ্রাস করিতে হয় এবং উহার দ্বারা **অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা** (unused capacity) থাকিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় কোন বিশেষ কোম্পানীর মধ্যে সঙ্ঘের বাহিরে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ জাগরূক হইতে পারে; অব্যবহৃত ক্ষমতা পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করিয়া অধিক সামগ্রী অল্প দামে বিক্রয় করিয়াও লাভবান হইবে বলিয়া সে মনে করিতে পারে। সরকারী সমর্থনের উপর ভিত্তি নাই এরূপ সঙ্ঘগুলি এই ভাবেই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং নূতন করিয়া "কোটা" স্থির করিয়া উহার পুনর্গঠন প্রয়োজন হয়।

বাহ্যিক প্রতিবন্ধ (External difficulty)—যে সকল কোম্পানী সঙ্ঘবদ্ধতায় যোগদান না করিয়া উহার বাহিরে অবস্থান করে তাহাদের বিরোধিতা সঙ্ঘবদ্ধতার প্রতিবন্ধরূপে ক্রিয়া করে। সঙ্ঘ উৎপাদন সঙ্কোচ করিয়া একচেটিয়া দাম বজায় রাখে, কিন্তু সঙ্ঘের বহিঃস্থ কোন কোম্পানী উৎপাদন সঙ্কোচ না করিয়া ঐ একচেটিয়া দামের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং এইরূপ বাহিরের কোম্পানী যথাসাধ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যায় এবং ইহা যত উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে সঙ্ঘ তাহার উৎপাদন ততই হ্রাস করিতে বাধ্য হয় কারণ উৎপাদন হ্রাস না করিলে উচ্চ হারে দাম বজায় রাখা সঙ্ঘের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু এই চাপ বহন করা অধিক দিন সম্ভব হয় না এবং সঙ্ঘের বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

একচেটিয়া মূলক সঙ্ঘবদ্ধতার প্রবণতা—Tendency of Monopolistic Combination

কতিপয় বিশেষ অবস্থার মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা একচেটিয়া কারবার স্থাপনের প্রয়াস করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, একচেটিয়া সংহতি হইল পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে উৎপাদন করিত এইরূপ একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘবদ্ধতা। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধতা তখন গঠিত

হইতে পারে যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আয়তনে কিছুটা সমতা থাকে; কারণ দু-একটি প্রতিষ্ঠান যদি বৃহদাকার হয় এবং অপর দু-একটি প্রতিষ্ঠান যদি ক্ষুদ্র আয়তনের হয় তাহা হইলে প্রথম পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সংযুক্ত না হইয়া উহাকে ঘোরতর প্রতিযোগিতার দ্বারা বিনষ্ট করিতে যত্নবান হইবে। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ভোগের দ্বারা বৃহৎ কোম্পানীগুলি ক্ষুদ্র কোম্পানীগুলি অপেক্ষা কম দামে সামগ্রী বিক্রয় করিতে পারিবে এবং অবশেষে উহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে। ইহাতে অবশেষে একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হইতে পারে কিন্তু উহা হইবে সজ্ঞবদ্ধতার দ্বারা নহে প্রতিযোগিতার দ্বারা। সুতরাং সংহতির মধ্যমে একচেটিয়া কারবার স্থাপন হইতে পারে যখন সমান ক্ষমতা সম্পন্ন কতিপয় প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সম্মুখীন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শুধু আয়তনে বা ক্ষমতাতেই সমতা নহে, উহাদের উৎপাদিত সামগ্রীতেও সমতা থাকিতে হইবে, অন্যথায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কোন অভিন্ন সজ্ঞে যোগদান করিবার প্রয়োজন বা অনুপ্রেরণা বোধ করিবে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সামগ্রীতে যদি পার্থক্য থাকে এবং এই পার্থক্যের দরুণ এক একটি সামগ্রীর এক এক প্রকারের বাজার থাকে (চেম্বারলীন্ ইহাকে পণ্যপার্থক্য-Product differentiation-রূপে অভিহিত করিয়াছেন), তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি একটি সংহতিতে যোগদান করিয়া কোনরূপ লাভবান হইবে না। লাভবান না হইবার কারণ হইল যে পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের বিশেষত্বশীল বাজার (specialised market) রহিয়াছে, সংহতি সাধনের দ্বারা বিশেষত্বশীল বাজারকে একটি সাধারণ বিশেষত্বহীন সামগ্রীর দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার প্রচেষ্টা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই লাভজনক হইবে না।

তৃতীয়তঃ, সংহতিতে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যায় অল্প হইলে তবেই সংহতি গঠন করা সম্ভব হয়। যেখানে সংখ্যা হয় অধিক সেখানে নিয়ন্ত্রণ হয় কষ্টসাধ্য এবং বন্ধন হয় শিথিল। সজ্ঞবদ্ধতার প্রয়োজন অনুভব এবং উহার বাস্তব পদ্ধতি অবলম্বন করিতে অগ্রসর হওয়া সংখ্যার আধিক্য থাকিলে সম্ভব হইয়া উঠে না।

চতুর্থতঃ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির নৈকট্য (nearness) উহাদের সংহতিতে সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যদি বিচ্ছিন্নভাবে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করে তাহা হইলে উহাদের মধ্যে সজ্ঞবদ্ধতা গঠন করা সহজ হয় না। পরস্পরের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হইলে সংহতি গঠনের আলোচনা সুরু করা এবং ঐ আলোচনার সাফল্যজনক সমাপ্তি ঘটানো সম্ভব হয়।

পঞ্চমতঃ, কোন একটি সামগ্রীর প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল যদি এইরূপ হয় যে তাহার সমগ্র পরিমাণের উপর একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করা অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একচেটিয়া মূলক সংহতি গঠন করা সম্ভব হয়।

ষষ্ঠতঃ, সরকারী সমর্থন পাইলে বা আইনগত অনুমোদন লাভ করিলেও একচেটিয়া সংহতি গঠন করা সম্ভব হইতে পারে। সাধারণতঃ সমাজের হিতের জন্য, সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতা সহকারে ও ব্যয়সঙ্কোচ জনক ভাবে কার্য্য করিবার জন্য কোন কোন কারবারে একচেটিয়া কারবারের প্রয়োজন বোধ হইতে পারে। এসকল ক্ষেত্রে একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে সরকার বা আইনপরিষদ উহাদের সংমিশ্রণে যাহাতে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহার জন্য চেষ্টিত হইতে পারেন বা উহার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন।

একচেটিয়া কারবারের গুণাপগুণ—Merits and Demerits of Monopoly (Combination)

অপগুণঃ (১) একচেটিয়া কারবারের দ্বারা সমাজের মধ্যে ধনবণ্টনের অসাম্য বর্দ্ধিত হয়। ক্রমশঃই বৃহদায়তনের উৎপাদনকারীগণ বাজার দখল করিয়া লয় এবং স্বাধীন বা অল্পায়তনের উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন পরিচালনায় অক্ষম হইয়া বিদায় গ্রহণ করে। অল্প কয়েকজন ব্যক্তির হস্তে অর্থ কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে এবং অন্যান্য সকলে নিছক শ্রমিক স্তরে নামিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

(২) একচেটিয়া কারবারের মধ্যে নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সমগ্র সমাজের দিক হইতে ইহা ক্ষতিকর। কোন একচেটিয়া কারবারী পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্ত্তে নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি কেবলমাত্র তখনই স্থাপন করিবে যখন নূতন যন্ত্র ক্রয়ের খরচা, উহার ক্রয়ের জন্য গৃহীত পুঁজির সুদ এবং উহা চালাইবার খরচা এই তিনটী মিলিয়া যে যন্ত্রপাতি রহিয়াছে উহা চালাইবার খরচা (cot of working) অপেক্ষা কম হইবে। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে নূতন যন্ত্রপাতির দ্বারা যে উৎকৃষ্ট উৎপাদন সে করিতে পারিত তাহা একচেটিয়া কারবারী জনসাধারণকে দিতে অগ্রসর হইবে না। একচেটিয়া কারবার যদি না থাকিত তাহা হইলে হয়তো নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া ঐ শিল্পে যোগদান করিতে পারিত কারণ পুরাতন যন্ত্রপাতি অকেজো হইয়া পড়িবে ইহা বিবেচনা করা তাহাদের পক্ষে কোনই প্রয়োজন হইত না।

(৩) একচেটিয়া কারবারে বিভিন্ন উপায়ে উৎপাদনের পরিমাণ কৃত্রিম ভাবে কম করিয়া রাখা হয়; উৎপাদন কম করিয়া রাখিবার দুএকটি পদ্ধতি আছে যেগুলি, সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, বিশেষ আপত্তিজনক। একচেটিয়া কারবারী উৎপাদনক্ষম উপাদানের (productive resources) বিনিয়োগ বর্দ্ধিত করেন না আবার অপর কাহারো শিল্পোদ্যোগ ঐ কারবারে প্রবেশ করিতে পারে না; তখন সমাজ হয় ক্ষতিগ্রস্ত। কখন কখন একচেটিয়া কারবারী নিজের যেটুকু উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি আছে তাহার সবটুকুর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন না; আবার কখন এরূপও হয় যে সামগ্রী উৎপাদিত হইবার পর দাম যাহাতে কমিয়া না যায় সে উদ্দেশ্যে মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়।

(৪) একচেটিয়া কারবার ভোগকারীর সার্ব্বভৌমত্ব (Sovereignty of the consumer) ব্যাহত করে; জনসমষ্টির পছন্দমত সামগ্রী উৎপাদন এবং বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উৎপাদক উপাদানগুলির (Factors of production) যথাযথ বণ্টন ব্যাহত হয়। ("Monopolistic restrictions of output must mean that the assortment of goods and services produced is not the assortment which consumers want most. The barriers of monopoly prevent available factors of production from being distributed among different uses in complete accordance with the preference of consumers". Benham.)

গুণঃ বৃহদায়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন উৎপাদনের (Large scale production) যে স্থবিধা সমূহ ভোগ করিতে পারে একচেটিয়া কারবারী (Monopolist) বা এক চেটিয়া মূলক সংহতি (Monopolistic combination) সেই স্থবিধা-গুলি আরও অধিক পরিমাণে লাভ করিতে সক্ষম হয়; উর্দ্ধাধো সংহতিতে (Vertical combination) ইহা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা হয়। একচেটিয়া কারবারের মধ্যে নূতন উদ্ভাবন যে প্রয়োগ করা হয় না তাহা সকল ক্ষেত্রে সত্য নহে। বরং এইরূপ ঘটিতে পারে যে একচেটিয়া কারবারী নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি স্থাপনে এবং নব উদ্ভাবিত উৎপাদন কৌশল অবলম্বনে অধিকতর আগ্রহশীল হইবে, কারণ এক চেটিয়া কারবারী জানে যে নূতন যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়া গ্রহণে তাহার প্রাথমিক ব্যয় অত্যধিক হইলেও উত্তরকালে তাহার উৎপাদন খরচা অনেক কমিয়া যাইবে অথচ তাহার একচেটিয়া শক্তির প্রয়োগে কৃত্রিম ভাবে দাম বাঁধিয়া রাখা তাহার পক্ষে অধিকতর সহজ সাধ্য। নূতন পদ্ধতির স্থফল লাভে অপর কেহ অংশ গ্রহণ করিবে

না, বরং উহার সাহায্যে উৎপাদন খরচা কমাইতে পারিলে তাহার একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা অধিকতর সম্ভব হইবে,—এই চেতনা একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে (একক ব্যবসায়ী হউক বা সঙ্ঘবদ্ধতাই হউক) নূতন পদ্ধতি গ্রহণে প্রণোদিত করিতে পারে। যেক্ষেত্রে এইরূপ ঘটে সেক্ষেত্রে সমাজ কোন না কোন সময়ে ব্যয়সঙ্কোচমূলক এবং দক্ষ উৎপাদনের (Economical and efficient production) সুবিধা লাভ করিতে পারে। কতিপয় শিল্প আছে যেগুলির ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের অধিকার না থাকিলে শিল্পটির যথাযথ সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না। যথা, কেহ যদি নূতন সামগ্রী আবিষ্কার করে কিন্তু ঐ সামগ্রী উৎপাদনের অধিকার যে-কেহই প্রয়োগ করিতে পারে এইরূপ হয় তাহা হইলে উহা আবিষ্কারের জন্য কোনরূপ প্রেরণা বোধ জাগিবে না এবং ঐ সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প গড়িয়া উঠিবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিতে পারে যে কোন একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে অত্যধিক ব্যয় সাপেক্ষ এবং বিশেষত্বশীল পুঁজি সামগ্রী স্থাপন প্রয়োজন হয়। বিশেষত্বশীল পুঁজি সামগ্রী (Specialised capital) বলিতে বুঝায় এরূপ পুঁজি সামগ্রী যাহা শুধুমাত্র একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে বা কার্য্য প্রদানে সক্ষম। এরূপ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের সুযোগ না পাইলে কোন একটি প্রতিষ্ঠান, এমন কি সংযুক্ত ভাবে একাধিক প্রতিষ্ঠানও অর্থ বিনিয়োগ করিতে অগ্রসর হইতে পারে না। রেলপথ হইল এইরূপ একটি শিল্প; ইহার প্রাথমিক বিনিয়োগ ঘটে অতি বিশেষত্বশীল পুঁজি সামগ্রীতে, যথা ইস্পাতের রেলের উপর দিয়া শুধুই রেলই চলিবে মোটরযান চলিতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ লাভের আশা না থাকিলে ঐ শিল্পে অর্থ বিনিয়োগে কেহই অগ্রসর হইবে না।

"একটি মাত্র কারখানা হইতে সমগ্র বাজার সরবরাহ করিবার সুবিধা এত অধিক হইতে পারে যাহাতে একচেটিয়া কারবার গড়িয়া উঠা অপরিহার্য্য হয়। জন-স্বার্থ সম্পর্কিত শিল্পগুলি (Public utilities) এইরূপ প্রকৃতির বলিয়া অনেক সময়ে দাবী করা হয় এবং ইহাদের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠান যদি, ধরা যাউক একটি জেলায় গ্যাস্ সরবরাহ করিবার জন্য, প্রতিযোগিতা করে তাহা হইলে অত্যধিক যন্ত্রপাতি এবং পাইপের দরুণ অপচয় হইবে এবং অচিরেই ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইবে অথবা উহাদের মধ্যে একটি অপরগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে বা বিতাড়িত করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিযোগী শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে দামে সামগ্রী সরবরাহ করিতে পারিত একচেটিয়া কারবার হয়তো তাহা অপেক্ষা কম দামেই উহা সরবরাহ করিতে পারিবে।"—(বেনহাম্)

জনসাধারণের স্বার্থে সরকারী হস্তক্ষেপ—Government Intervention in Public Interest

প্রতিযোগিতার মধ্যে সামগ্রীর দাম কম থাকিবার যে কারণ ঘটে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সে কারণ ক্রিয়া করে না। উপরন্তু দুএকটী নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতীত দ্রব্যসমূহের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে। জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারের দ্বারা একচেটিয়া কারবারে হস্তক্ষেপ প্রয়োগ প্রয়োজন হয়। সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ একাধিক পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হইতে পারে।

(১) সংহতি বিরোধী আইন প্রণয়নের দ্বারা একচেটিয়া কারবারে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ১৮৯০ সালের ট্রাষ্ট বিরোধী আইন এইরূপ পর্য্যায়ের। অবশ্য একচেটিয়া কারবার গঠনে যতগুলি কারণ ক্রিয়া করে সংহতি বিরোধী আইন প্রণয়নের দ্বারা তাহাদের সবগুলি অপসারিত করা যে বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

(২) সামগ্রীটি সম্পর্কে শিক্ষা বা জ্ঞান বিস্তারের দ্বারা সরকার একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। এই শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা দুই প্রকারের হইতে পারে। সামগ্রীটির আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহারা ভোগকারীদিগকে অধিকতর তথ্য সরবরাহ করিতে পারেন এবং উৎপাদক উপাদানগুলির মালিকদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রমিকদিগকে বিভিন্ন কারবারে নিয়োগের পারিশ্রমিক সম্পর্কে অধিকতর তথ্য প্রদান করিতে পারেন।

(৩) যথাযথ করধার্য্য এবং অর্থ সাহায্য প্রদানের দ্বারা একচেটিয়া কারবারের কুফল দূরীভূত করা যায়। "তত্ত্বের দিক হইতে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা কর ধার্য্য এবং অর্থ সাহায্য প্রদান একচেটিয়া কারবারের অপচয় দূরীভূত করিবার একটি পরিপূর্ণ উপায়।" ["The use of taxes and subsidies by a public body is theoretically a complete method of removing the wastes of monopoly"—J. E. Meade.]

(৪) যে সকল একচেটিয়া কারবার সমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য—জনসাধারণের স্বার্থের জন্য কোন বিশেষ কারণে যে ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার থাকা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী যাহাতে উহার সুযোগে জনসাধারণের উপর অবিচার করিতে অগ্রসর না হয়, সরকার সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ এইরূপ ব্যবস্থাসমূহের অন্যতম। সামগ্রীর দাম যদি সাফল্যজনক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায় তাহা হইলে একচেটিয়া হইলেও কোন

কারবার উহার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে যদি সরকার ঐরূপ কারবারে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফার হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেন এবং নির্দ্ধারিত মুনাফার হার অতিক্রান্ত হইলে অতিরিক্ত মুনাফা তাঁহারা বাজেয়াপ্ত করিবেন এইরূপ নিয়ম রচনা করেন। জনস্বার্থ সম্পর্কিত এইরূপ কারবার সরকার স্বয়ং স্থাপন করিতে পারেন এবং উহা নিজেরা পরিচালনা করিতে পারেন অথবা তাঁহাদের তদারকীর মধ্যে অপর কোন কোম্পানীকে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন। সরকার এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন কোম্পানী একচেটিয়া কারবার চালাইতে পারিবে কিন্তু একটি নির্দ্দিষ্টকাল অন্তে সরকার ঐ কারবারটি ক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন। কোম্পানী যদি অন্যায় ভাবে কার্য্য পরিচালনা করে তাহা হইলে সরকার নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে ঐ কারবার ক্রয় করিয়া লইবেন।

Questions & Hints

1. Examine the merits and demerits of the following forms of business unit ; (a) individual proprietorship (b) partnership (c) corporation or joint stock company (B. A. 1946) [পৃঃ ১২২–২৭]

2. Analyse the reasons why risk of business is reduced in joint stock company. [পৃঃ ১২৭—২৮]

3. Examine the reasons for the predominance of the joint stock companies over other forms of business organisation (Cal. B. Com. 1952) [পৃঃ ১২৬ ; ১২৭]

4. Compare the merits and defects of the following types of business organisation ; (a) private firm (b) joint-stock company (c) co- operative enterprise. (B. Com. 1943) [পৃঃ ১২৭—২৮]

5. Consider how far the co-operative form of business organisation is an improvement upon the joint-stock .type. (B. Com. 1945) [পৃঃ ১৩০—৩২]

6. Discuss the different purposes for which producers (and labourers) combine (B. A. 1950, 1947) [পৃঃ ১৩২—৩৫]

7. What are trusts and cartels ? Examine their merits and demerits. (Cal. B. A. 1945 ; Cal. B. Com 1947, 1953.) [পৃঃ ১৩৬—৩৮]

8. What do you mean by vertical and horizontal combinations ? Do they offer any possibility of economy over and above those which can be obtained by a single large manufacturing plant ?

(B. A. 1944) What do you mean by vertical and horizontal combination ? Discuss their advantages and disadvantages (B. A. 1949) [পৃঃ ১৩৯—৪১]

9. "Distinguish between vertical and horizontal combinations and examine their advantages and disadvantages.' (Cal. B. Com. 1952) [পৃঃ ১৩৯—৪১]

10. "Distinguish between horizontal and vertical combinations." It is extremly difficult to maintain for a long period a strong industrial or commercial combination." Discuss the statement. (B. Com. 1948) Consider the difficulties of maintaining a strong industrial combination. B. Com. 1946) [পৃঃ ১৩৯—৪০ ; ১৪১—৪২]

11. How would you explain the modern tendency to monopolistic combination ? Is it bad or good for society ? (B.·Com. 1949) [পৃঃ ১৪২—৪৪ ; ১৩৩—৩৫]

12. "There are important industries in which monopoly is a technical necessity." Explain this proposition and indicate the different methods of government intervention for the purpose of regulating these monopolies (B. Com. 1939.) [পৃঃ ১৪৫—৪৬]

13. Discuss the conditions favourable to the growth of monopolistic combinations. (B. Com. 1942) [পৃঃ ১৪২—৪৪]

14. Account for the fact that in certain industries, efficiency and economy can be secured only by monopolistic control. How is the interest of the consumer safeguarded in such cases ? (B. Com. 1647) [পৃঃ ১৪৫—৪৬ ; ১৪৭(৪)]

15. Discuss the causes and effects of combinations in industry. (Cal B. A. 1952)

এখানে causes of combinations বলিতে বুঝাইতেছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘবদ্ধতা গঠনের উদ্দেশ্যগুলিকে। এই উদ্দেশ্যগুলিকে উপরে "অভিপ্রায়" রূপে বর্ণনা করা হইতেছে [পৃষ্ঠা ১৩২—৩৪]

Effects of combinations বলিতে বুঝায়, এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা সমাজ কি সুবিধা বা অসুবিধা পাইতে পারে। অর্থাৎ সমাজের ইহা উপকারে আসে না ক্ষতি করে [পৃষ্ঠা ১৪৪—৪৬]

একাদশ অধ্যায়

সংগঠনের বা ব্যবস্থাপনার সমস্যা

Problems of Organisation

শ্রম বিভাগ ও সহযোগিতা—Division of Labour and Co-operation

আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার ভিত্তি হইল পারস্পরিক সহযোগিতা। ফেয়ারচাইল্ড প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ সেইজন্যই বলেন "সহযোগিতার ভাবের মধ্যেই আধুনিক শিল্প ব্যবস্থা অনুধাবনের তথ্য নিহিত রহিয়াছে"। ("The key to an understanding of the modern industrial system is to be found in the idea of co-operation"—Fairchild, Furniss and .Buck.) ইহার অর্থ হইল যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী নিয়তই পরস্পরের মধ্যে সচেতন বা অচেতন ভাবে সহযোগিতার দ্বারা কার্য্য করিয়া যাইতেছে এবং এই সহযোগিতার দ্বারাই আধুনিক কালের সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতাকে দুইটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন—সরল সহযোগিতা (Simple co-operation) এবং মিশ্র সহযোগিতা (Complex co-operation)। যে কার্য্য একজন ব্যক্তির দ্বারা কোনরূপেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে এবং সেই কারণে একই সাথে একাধিক ব্যক্তির সংযুক্ত শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন হয়—যথা খুব গুরুভার কোন সামগ্রী স্থানান্তরে বহন করা—সেই কার্য্যে সরল সহযোগিতার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অপর পক্ষে মিশ্র সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার্য্য সামগ্রী নির্ম্মাণে আত্ম-নিয়োগ করে যথা—পরিধেয়ের অভাব তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ জুতা, কেহ বস্ত্র, কেহ জামা প্রভৃতি পৃথক পৃথক সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাপৃত হয়; অথবা একাধিক ব্যক্তি একই সামগ্রীর, বিভিন্ন অংশ নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হয়, যে অংশগুলির সংমিশ্রণের দ্বারা সমগ্র সামগ্রীটির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে যথা—বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কেহ তুলা উৎপাদন করে, কেহ সূতা বয়ন করে, আবার অপর কেহ ঐ সূতা হইতে বস্ত্র বয়ন করে। এইরূপ মিশ্র সহযোগিতার নাম শ্রম বিভাগ (Division of labour)। একজন

ব্যক্তি তাহার জীবনধারণের জন্য যত সামগ্রীর প্রয়োজন উহার প্রত্যেকটির উৎপাদন কার্য্যে ব্যাপৃত না হইয়া কোন একটী সামগ্রী উৎপাদনের কার্য্যে অথবা কোন সামগ্রীর কোন একটি মাত্র অংশ নির্ম্মাণের কার্য্যেই প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে।

এই মিশ্র সহযোগিতা, বা উহা হইতে উদ্ভূত শ্রম বিভাগের, বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, শিল্পে ব্যবসায়ে বা বৃত্তিতে বিভাগ (Division into industries, trade or profession)। এই ধরণের শ্রম বিভাগ খুব প্রাচীন সমাজেও দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ গৃহ নির্ম্মাণ করিত, কেহ শুধু কৃষিকার্য্য করিত, কেহ পশুপালন করিত। বর্ত্তমানে এই ধরণের শ্রম বিভাগের খুব প্রসার ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় শ্রম বিভাগ (Division into complete processes)—এক একজন ব্যক্তি এইরূপ এক একটি পৃথক সামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে পারে যাহার প্রত্যেকটি সরাসরিভাবে ভোগ করা যায় না কিন্তু উহার দ্বারা অপর কোনও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্ম্মাণের জন্য যে কোন সম্পূর্ণ সামগ্রীর ন্যায় উহা বাজারে ক্রয় করা হয়। একজন ব্যক্তি তূলা উৎপাদন করিয়া উহা একটি সম্পূর্ণ সামগ্রীর ন্যায় বাজারে বিক্রয় করে, অপর এক ব্যক্তি ঐ তূলা ক্রয় করিয়া উহা হইতে সূতা কাটে আর একজন হয়তো ঐ সূতা ক্রয় করিয়া উহার দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিয়া বিক্রয় করে; ইহাতে প্রত্যেকেই তাহার উৎপাদিত সামগ্রী একটি সম্পূর্ণ সামগ্রীর ন্যায় বাজারে বিক্রয় করিতে পারে—প্রত্যেকেই উৎপাদন কার্য্যের এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিল; কিন্তু তাহাদের সকলের শ্রমের সহযোগে একটী মাত্র ভোগসামগ্রী উৎপাদিত হইল। তৃতীয়তঃ, অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় শ্রমবিভাগ (Division into incomplete processes)। কোন একটী সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যখন বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন হয় কিন্তু কোন একটী প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ কোন সামগ্রী উৎপাদিত হয় না তখন তাহাকে অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় শ্রমবিভাগ বলে। চতুর্থতঃ, আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (Territorial divison of labour)—বিভিন্ন কারণে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে সুবিধা থাকে। এই অঞ্চল একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পারে—সে ক্ষেত্রে ইহাকে বলা হয় শিল্পের স্থানিকতা (Localisation of industries), অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশও হইতেও পারে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইহাকে বলা হয় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমবিভাগ (International division of labour)। এই আন্তর্জ্জাতিক শ্রমবিভাগ হইতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য (International trade) উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক জাতি বিশেষ ভাবে সেই সামগ্রীর উৎপাদনে নিযুক্ত হয় যাহা উৎপাদনের জন্য ঐ জাতির মাটী, আবহাওয়া বা তাহার বিশেষ কুলগত গুণ সর্ব্বাপেক্ষা

উপযুক্ত।' ["Each nation devoting itself more specially to the production of what seemed best adapted to its soil, its climate or its peculiar racial characteristics"—Gide]

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এক একজন ব্যক্তি এক একটী নির্দ্দিষ্ট শিল্পে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে উহার দ্বারা সে বিশেষত্বশীলতা (specialisation) অর্জ্জন করে। কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকিলে এই বিশেষত্বশীলতার কোনই সার্থকতা নাই। কোন সামগ্রী উৎপাদনের কার্য্য বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে তাহাদের সকলের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে একটী সম্পূর্ণ ভোগসামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে না। আবার ভোগ সামগ্রীর নিছক উৎপাদনও যথেষ্ট নহে, ঐ সামগ্রীগুলি নিজেদের মধ্যে বণ্টন বা বিনিময় করিয়া লওয়া প্রয়োজন কারণ একজন ব্যক্তি এক প্রকারের কার্য্যই সম্পন্ন করে কিন্তু কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র এক প্রকারের সামগ্রী ব্যবহার করিয়াই জীবনধারণ করিতে পারে না। বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত ব্যক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজন। অধ্যাপক পেন্‌সন্ সেই কারণেই বলেন "আমরা এই প্রক্রিয়াকে শ্রমের বিভাগ বলিব না শ্রমের সহযোগিতা বলিব সেই বিচারের কোন গুরুত্ব নাই। উহা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গির উপর।" ["Whether we call the process...combination of labour or division of labour is immaterial. It depends entirely on one's point of view"—Penson]

ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে শুধু বিভিন্ন পর্য্যায়ের শ্রমই নহে, যে কোন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য একাধিক উৎপাদক উপাদানের (Factors of production) সংমিশ্রণ প্রয়োজন হয়। এইরূপ বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের সহযোগিতাতেই শিল্প প্রচেষ্টা পরিচালিত হইয়া থাকে। কেহ ভূমি প্রদান করে, কেহ পুঁজি প্রদান করে, কেহ শ্রম প্রদান করে আবার কেহ বা ঐ গুলির যথাযথ সংমিশ্রণ বা সংগঠনের দ্বারা উৎপাদন কার্য্য সম্পন্ন করে।

শ্রম বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা—Advantages and Disadvantages of Division of Labour

সুবিধা ঃ (১) শ্রমবিভাগের অর্থ হইল একজন ব্যক্তি বহুপ্রকারের কার্য্যে লিপ্ত না থাকিয়া একটিমাত্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে ; সুতরাং একই কার্য্যে ক্রমান্বয়ে নিযুক্ত থাকিয়া একজন শ্রমিক তাহার নিজস্ব কার্য্যে দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জ্জন করিতে

পারে। প্রত্যেকেই তাহার নিজস্বকার্য্যে এইরূপ দক্ষতা অর্জ্জন করিলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হইবে খুবই অধিক।

(২) শ্রমবিভাগের দ্বারা, শ্রমিকের ব্যক্তিগত সামর্থ্য বা উপযোগিতার (Fitness) সহিত তাহাকে প্রদত্ত কার্য্যের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়; অর্থাৎ শ্রমিকের বুদ্ধি, নৈপুণ্য বা শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী যে ব্যক্তি যে কার্য্যের জন্য উপযুক্ত তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায়।

(৩) ইহার দ্বারা সময়ের সাশ্রয় করা হয়। সময়ের সাশ্রয় ঘটিতে পারে দুই ভাবে। প্রথমতঃ, একজন ব্যক্তি একটি কার্য্য ছাড়িয়া অপর কার্য্যে যাইতে স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক সময়-ব্যয় করিতে বাধ্য হইত বা একটি কার্য্য ছাড়িয়া অপর কার্য্য ধরিতে যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তনের জন্যও তাহার সময় চলিয়া যাইত। শ্রম বিভাগের দ্বারা যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, একটি কার্য্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয় বলিয়া কার্য্যের জটিলতা কমিয়া যায় এবং ঐ একটিমাত্র প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে শ্রমিকের পক্ষে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না।

(৪) আঞ্চলিক শ্রম বিভাগের দ্বারা যে স্থান যে দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত সেই স্থানেই সেই দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। এইরূপ শ্রমবিভাগের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও পক্ষপাতিত্বের সহিত নিজের কার্য্যের সামঞ্জস্য বিধান করে।

(৫) শ্রম বিভাগ হইতে নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হয় কারণ শ্রম বিভাগ করিতে করিতে এক একটি কার্য্য এরূপ পর্য্যায়ে উপনীত হয় যে স্থানে উহা স্বয়ং চালিত প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়; তখন যন্ত্র ব্যবহার করিবার সময় আসে। শ্রম বিভাগের দ্বারা কেবল মাত্র যে যন্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত সময় আসে তাহাই নহে অনেক সময়ে একই প্রকার একঘেয়ে কার্য্যের বন্দোবস্ত হইতে নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের প্রয়োজন বোধ আসে।

"শ্রমের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া, উহার দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া, পুঁজির অধিকতর ফলপ্রসূ ব্যবহার করিয়া, শ্রম বিভাগের ফলগুলি উৎপাদন বর্দ্ধিত করে। মনুষ্য শক্তির একটি নির্দ্ধারিত পরিমাণের দ্বারা মানুষের অভাব তৃপ্তি বিধান নিমিত্ত অধিকতর সামগ্রী ও কার্য্যের ধারা প্রবাহিত হয়। অথবা আর এক দিক হইতে বিচার করিয়া বলিতে পারা যায় যে শ্রম বিভাগ অপেক্ষাকৃত কম প্রচেষ্টা প্রয়োগের দ্বারা একই পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন সম্ভব করে এবং এই ভাবে শিল্পোৎপাদিত সামগ্রী ভোগের অধিকতর অবকাশ প্রদান করে"। ["All of these results of division of labour promote productions by economising labour, increasing its

efficiency and making more effective use of capital. With given amount of human labour there emerges a richer flow of commodities and services for the satisfaction of human wants. Or we can look at it from another standpoint and say that division of labour makes it possible to turn out the same quantity of goods with less expenditure of effort, thus leaving more leisure for the enjoyment of the products of industry."—Fairchild.]

অসুবিধা ঃ (১) মানুষ যেখানে কেবলমাত্র একপ্রকার কার্য্য করিতেই সক্ষম হয়, অপর কোন কার্য্যের যোগ্যতা অর্জ্জন করে না, সে স্থানে সমগ্র সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। যাইড্ বলেন "যে সমাজ তাহার সদস্যদিগকে দিয়া বিভিন্ন কার্য্য করাইতে পারে সেই সমাজ চলমান ও প্রগতিশীল সমাজ।" ["To be able to turn its members to manifold uses is the mark of a dynamic and progressive society"—Gide]

(২) শ্রমিকগণ তাহাদের অব্যবহিত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে কার্য্য বুঝিয়া লয় এবং তাহার নিকটেই কার্য্য বুঝাইয়া দেয়। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে না—ইহাতে শ্রমিক মালিক মনোমালিন্যের অবকাশ ঘটে।

(৩) একজন শ্রমিক দিনের পর দিন একই সামগ্রী উৎপাদনের একই কার্য্য পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে—অচিরেই ঐ কার্য্য তাহার নিকট একঘেয়ে হইয়া যায়। কার্য্যের মধ্যে কোনরূপ আনন্দপ্রাপ্তি তো সম্ভব হয়ই না বরং এইরূপ একঘেয়ে কার্য্যের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিপ্রয়োগের অবকাশ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তি স্থূল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। "অল্প কয়েকটি সরল কার্য্যক্রম সম্পাদনেই যে ব্যক্তির সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়াছে সে সাধারণতঃ মানুষের পক্ষে যতখানি হওয়া সম্ভব ততখানি নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ হইয়া যায়।" ["The man whose whole life is spent in performing a few simple operations generally becomes as stupid and as ignorant as it is possible for human creature to become"—Adam Smith]

(৪) কোন কারণে একটি শিল্প হইতে কোন শ্রমিকের যদি কর্ম্মচ্যুত হইতে হয় তাহা হইলে অপর কোন শিল্প হইতে জীবিকা অর্জ্জন করা তাহার পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক বা কষ্টকর হয়। জীবনের অধিকাংশ সময় যে ব্যক্তি একটি

মাত্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াছে তাহার পক্ষে অন্য কার্য্যে পরিবর্ত্তন করা অতিশয় দুঃসাধ্য। শ্রমের গতিশীলতা (Mobility of labour) রূপে যাহা অভিহিত হয় তাহা শ্রম বিভাগের দ্বারা কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়।

(৫) শিল্প সামগ্রী শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলক; ইহা শিল্পীর সৃজনী প্রতিভার পরিচায়ক। কিন্তু শ্রম বিভাগের দ্বারা একজন ব্যক্তি একটি সামগ্রীর একটি অংশ মাত্র নির্ম্মাণ করে। সমগ্র সামগ্রীটি নির্ম্মাণের জন্য পরিপূর্ণ ভাবে একজন শিল্পী দায়ী থাকে না। সেই কারণে শ্রম বিভাগের মধ্যে শিল্পীর সৃজনী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিবার অবকাশ থাকে না; শ্রম বিভাগ শিল্প চাতুর্য্যের ও শিল্প প্রেরণার অবনতি ঘটায়।

শ্রমিকের বিশেষত্বশীলতার ঝুঁকি সম্পর্কে কেয়ার্ণক্রশ বলেন যে যাহারা একটি মাত্র সামগ্রী উৎপাদনে বা একটি মাত্র কার্য্য সম্পাদনে বিশেষত্বশীলতা অর্জ্জন করে তাহারা বিপুল পরিমাণ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। তাহারা নিজেদের সামগ্রী বিক্রয় করিবার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা উৎপাদন করে তাহা অপরকে দিয়া অপরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত সামগ্রী গ্রহণ করিবে। সুতরাং সব কিছুই নির্ভর করে বিনিময়ের উপরে। বিনিময় যদি শীঘ্রই এবং সহজেই করা যায় তাহা হইলে বিশেষত্বশীলতার সুফলই পাওয়া যাইবে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই বিনিময় করা ব্যয় সাপেক্ষ এবং বিপজ্জনক। ঠিক মত বিনিময় করিতে না পারিলেই প্রচুর লোকসানের সম্ভাবনা থাকে।

শ্রমবিভাগ ও বাজারের বিস্তৃতি—Division of Labour and the Extent of the Market

শ্রম বিভাগের দ্বারা উৎপাদন বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় কিন্তু এই বর্দ্ধিত উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য, অর্থাৎ শ্রম বিভাগের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য, প্রয়োজন হইল বহু সংখ্যক শ্রমিকের। সামান্যতম শ্রম বিভাগের জন্যও একজন শ্রমিকের স্থলে দুইজন শ্রমিক প্রয়োজন এবং যতই অধিক শ্রম বিভাগ করা হইবে, অর্থাৎ একটি সামগ্রী নির্ম্মাণের কার্য্য যত অধিক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বা ব্যক্তি সমষ্টির উপর সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে ততই ক্রমাগত অধিকতর সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হইবে। আবার নিছক শ্রমিক নিয়োগ করিলেই চলিবে না, যে অনুপাতে শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে সেই অনুপাতে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা

গৃহ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হইবে। সুতরাং যতই শ্রম বিভাগ করা হইবে ততই প্রাথমিক ব্যয় করা হইবে অনেক অধিক। এইরূপ অত্যধিক প্রাথমিক ব্যয়ের দ্বারা একসাথে অনেক অধিক পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হইবে। কিন্তু নিছক উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন হয় না—উৎপাদন করা হয় বিক্রয়ের জন্য; সকল সামগ্রীই অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিলেই যে অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইবে এরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। যে সামগ্রীর যেরূপ চাহিদা অর্থাৎ যেরূপ বাজার সেই সামগ্রী সেই অনুপাতেই বিক্রয় হইবে। কোন্ সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম বিভাগ সম্ভব তাহা নির্ভর করে ঐ শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারের উপর। বাজার যদি বিস্তৃত হয় তাহা হইলেই অধিক পরিমাণ শ্রম বিভাগ করা সম্ভব হইবে কিন্তু বাজার যদি হয় সঙ্কুচিত তাহা হইলে অধিক পরিমাণ শ্রম বিভাগের অবকাশ থাকে না। সেইজন্য এ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছেন "বাজারের বিস্তৃতির দ্বারা শ্রম বিভাগ সীমাবদ্ধ"। ["Division of labour is limited by the extent of the market"—Adam Smith.]

বেনহাম বলেন "যে ডাক্তারের কার্য্য একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁহার পক্ষে তাঁহার ডাক্তারী শাস্ত্রের কোন বিশেষ শাখা সম্পর্কে বিশেষত্বশীল জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পক্ষে এরূপও হইতে পারে যে তাঁহার ডাক্তারীর উপার্জ্জন অন্য কোন কার্য্যের দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে হইবে। আবার যে দ্বীপ কলা উৎপাদনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত কিন্তু উহা রপ্তানী করিতে অক্ষম তাহা কলার উপরেও উহার অধিবাসীদিগের দ্বারা আকাঙ্খিত অপরাপর বস্তু উৎপাদনে নিয়োজিত হইবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এই নীতির চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হইল বিশেষত্বশীল এবং ব্যাপক যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Specialised and elaborate equipment)। একই পরিমাণ শ্রম এবং পুঁজির দ্বারা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা যত পরিমাণ জুতা উৎপাদন করিতে পারে ইহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ জুতা উৎপাদন করিতে পারে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী একটিমাত্র বৃহৎ কারখানা। কিন্তু উহার বিক্রয় যদি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে অধিকাংশ সময়ের জন্যই যন্ত্রপাতি অকেজো থাকিবে; জুতা উৎপাদনের অধিকতর সরল যন্ত্রপাতিতে আরও কম পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করিয়া এবং অবশিষ্ট পুঁজি অপরাপর কার্য্যে ব্যবহার করিয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিবাসীগণ অধিকতর পরিপূর্ণভাবে তাহাদের অভাব তৃপ্ত করিতে পারিত" *

* Benham—Economics, P. 118.

যন্ত্রের ব্যবহার—Use of Machinery

আধুনিক শিল্পযুগকে যন্ত্রযুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়—বর্ত্তমানের উৎপাদন ও ভোগ কার্য্যে প্রতিপদেই যন্ত্র ব্যবহারের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। প্রকৃতিকে জয় করিবার মানসে তদ্দ্বারা নিজের স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষ নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে এবং সম্পদ উৎপাদনের কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছে।

যন্ত্র ও সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি—অধিকতর সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ, ইহার মাধ্যমেই সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিচার করা হইয়া থাকে। এই দিক বিচার করিলে যন্ত্র অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদনের কার্য্যে ইহা দ্রুত-গতি (Speed) দান করিয়াছে। মানুষের নিছক হস্তের কার্য্যাপেক্ষা যন্ত্রের কার্য্য বহুগুণ অধিক দ্রুত। ইহা ব্যতীত যে সকল বহুবিধ কার্য্য আছে যাহা শারীরিক পরিশ্রমে সম্পন্ন করা কোন ক্রমেই সম্ভব হইত না, এক্ষণে তাহা যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। আধুনিক সময়ে কপিকলের সাহায্যে যেরূপ কার্য্য সাধিত হয় তাহা অসংখ্য শ্রমিকের একত্রিত শ্রমেও দুঃসাধ্য হইত। অধিকন্তু, যন্ত্র যেরূপ একই প্রকার কার্য্য ঠিক একই ভাবে বারংবার করিয়া যায় তাহা খুব সুদক্ষ কারিগরের পক্ষেও সকল সময়ে সম্ভব হয় না। সেই কারণে যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা সূক্ষ্ম ও নির্ভুল প্রক্রিয়ায় ঠিক একই প্রকার সামগ্রী বহু পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সাহায্যকারী শ্রম বিভাগ যন্ত্রের সাহায্যেই সুফলপ্রসূ হইয়াছে, কারণ শ্রম বিভাগের দ্বারা কার্য্যের বিশেষত্বশীল অংশে বিভাজন ঘটে এবং এই বিশেষত্বশীল কার্য্য যন্ত্রের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। মোট কথা যন্ত্রের দ্বারা শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেই শুধু যে ইহা প্রযোজ্য তাহা নহে, কৃষি কার্য্যের ক্ষেত্রেও যন্ত্রের ব্যবহার কৃষি পদ্ধতির পরিবর্ত্তনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। যন্ত্রের প্রয়োগের দ্বারা কৃষি সামগ্রীর উৎপাদন বহুগুণ বর্দ্ধিত করা যায় এবং বর্ত্তমানে যে সকল দেশ কৃষিকার্য্যে অনগ্রসর, যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত কৃষি পদ্ধতি (Mechanised agriculture) গ্রহণের জন্য তাহারা ক্রমশঃই যত্নবান হইতেছে। যন্ত্র যে শুধুই অধিক সামগ্রী উৎপাদনের সাহায্য করিয়াছে তাহা নহে—ইহা সামগ্রীর বাজার বিস্তৃত করিতেও সাহায্য করিয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যেই আধুনিক যানবাহন নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হইয়াছে—আধুনিক যানবাহনের প্রত্যেকটিই এক একটি চলমান যন্ত্র। পরিবহন ব্যবস্থার এই উন্নতির দ্বারা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই তিরোহিত হইতেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে ক্রমশঃই নৈকট্যে উপনীত হইতেছে। বিভিন্ন

অঞ্চলের মধ্যে দ্রুতগতিতে সংবাদ আদান প্রদান করাও যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভবপর হইয়াছে। সুতরাং যতই নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং পুরাতন যন্ত্রের উন্নয়ন ঘটিয়াছে ততই সম্পদ উৎপাদন হইয়াছে অধিক পরিমাণে এবং একস্থানে বসিয়া বহু দূরবর্ত্তী স্থানে উৎপাদিত সম্পদ ভোগ সম্ভবপর হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিসর বর্দ্ধিত করিয়া অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ধারায় যন্ত্র সুস্পষ্ট অবদান বহন করিয়াছে।

যন্ত্র ও শ্রমিক—কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করিয়াছিলেন যন্ত্রের ব্যবহার শ্রমিকদিগের পক্ষে সুফল প্রদায়ী নহে। একাধিক ব্যক্তি যে পরিমাণ কার্য্য করিতে পারে একটি যন্ত্রও সেই একই পরিমাণ কার্য্য অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে সক্ষম। সেই কারণে যতই যন্ত্রের অধিক ব্যবহার ঘটে ততই শ্রমিকদিগের মধ্যে বেকারের সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু বহু পরিমাণ সামগ্রী একসঙ্গে উৎপাদিত হয় বলিয়া উহা সস্তায় বিক্রয় করা সম্ভব হয়; যাহারা অল্প পরিসরের মধ্যে স্বাধীন উপজীবিকা হিসাবে সামগ্রী উৎপাদনে রত থাকে তাহারা যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না এবং তাহাদের স্বাধীন উপজীবিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রেও বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়। যে পরিস্থিতির মধ্যে বেকার সমস্যার বৃদ্ধি ঘটে সেই পরিস্থিতি শ্রমিকদিগের ন্যায্য পরিশ্রমিক লাভের অন্তরায়। যথোচিত কর্ম্মসংস্থানের অভাবে শ্রমিকগণ নিজেদের মধ্যে উগ্র প্রতিযোগিতা করিতে বাধ্য হয়, ফলে মজুরীর হার হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যুক্তির ভিত্তিতে কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে যন্ত্রের উন্নতি এবং উদ্ভাবন মজুরীর হার নিম্নগামী করিয়া শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠে।

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু যন্ত্রের ব্যবহার শ্রমিকের পক্ষে এইরূপ ক্ষতিকর নহে। সাময়িক ভাবে যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা শ্রমিক স্বার্থ কিছুটা আহত হইতে পারে; কারণ যন্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা বর্দ্ধিত করে বহু পরিমাণে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা শ্রমিকের পক্ষে অহিতকর পরিস্থিতির অবসান হইয়া যায়, পরন্তু উত্তর কালে শ্রমিকের স্বার্থের অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। প্রথমতঃ, শ্রম সংক্ষেপ মূলক যন্ত্রের ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন খুব অধিক হইলে সামগ্রীর দাম বিশেষভাবেই হ্রাস পাইতে বাধ্য এবং দাম হ্রাসপ্রাপ্তির দরুণ উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন প্রয়োজন হইবে এবং এই অধিক উৎপাদন করিবার জন্য অধিক সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হইবে সেই যন্ত্রগুলিকেও উৎপাদন করিতে হইবে। শিল্প সামগ্রী

উৎপাদনে যন্ত্রের ব্যবহার যতই প্রসার লাভ করিবে ততই অধিক পরিমাণে যন্ত্রের উৎপাদনও প্রয়োজন হইবে। সুতরাং যন্ত্র উৎপাদনের জন্য নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং ঐ গুলিতে শ্রমিকদিগের কর্ম্মসংস্থান হইবে। তৃতীয়তঃ, "যন্ত্র উৎপাদন শিল্পে যাহারা কর্ম্ম পাইবে না, তাহারা সেই সকল সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হইবে যে সকল সামগ্রী পূর্ব্বে পাওয়া যাইত না ; এই সকল সামগ্রী পূর্ব্বে পাওয়া যাইত না তাহার কারণ হইল যে জনসাধারণ যে সামগ্রী লাভ করিতে পারিত তাহার উৎপাদনেই প্রত্যেক কর্ম্মরত ব্যক্তি সম্পূর্ণ রূপেই নিয়োজিত থাকিত"। [Any displaced labour which was not absorbed by machine making would be used to provide other goods which could not be got before because everybody who worked was fully occupied in producing what people then succeeded in getting"—Chapman.] যন্ত্রোৎপাদিত সামগ্রী সস্তা হইবার-দরুণ প্রকৃত উপার্জ্জন (Real Income) বৃদ্ধি পাইবে এবং নানাপ্রকার বিবিধ সামগ্রীর চাহিদা হইবে। এই সকল নূতন সামগ্রীর চাহিদা মিটাইবার জন্য নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে; এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের পক্ষে কর্ম্ম লাভ সম্ভব হইবে।

"নূতন যন্ত্র যদি শ্রমের বিচ্যুতি ঘটায় তাহা হইলে উহার পরিমাণ নির্ভর করিবে কি হারে নূতন যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহার উপরে। কর্ম্মসংস্থানের অভাব যদি ঘটে তাহা হইলে উহার স্থায়িত্বকাল নির্ভর করিবে (অপরাপর বিষয়ের সহিত) নূতন পরিস্থিতিতে শিল্পোদ্যোগ এবং পুঁজির সাড়া দিবার ক্ষমতার উপর এবং জনসাধারণের নূতন নূতন ব্যবসায়ের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার উপর"। [The amount of labour displacement, if any, caused by new machinery depends upon the rate at which the new machinery is introduced. The duration of the unemloyment caused, if any, depends (among other things) upon the powers of enterprise and capital to respond to a new situation and people's capacity to adjust themselves to new trades."—Chapman] *

শিল্পের স্থানিকতা—Localisation of Industries

একই সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে বা একই সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে এইরূপ

---

* Outlines of Political Economy. P. 83—84.

একাধিক ব্যক্তি বা একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান একই স্থানে অবস্থান করিতে পারে; ইহাকে শিল্পের স্থানিকতারূপে অভিহিত করা হয়। শিল্পের এইরূপ স্থানিকতা ঘটিবার একাধিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) বাজারের সান্নিধ্য—শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের সার্থকতা হইল উহার বৃহত্তম বিক্রয়ের মধ্যে। কোন কোন সামগ্রী কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অধিক বিক্রয় হয়। যদি অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা না থাকে তাহা হইলে ঐরূপ স্থানে ঐ সামগ্রী শুধু বিক্রয়ই নহে, উহার উৎপাদনের ব্যবস্থা করাও লাভজনক হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে একই স্থানে একই সামগ্রী উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইতে পারে।

(২) কাঁচামালের সান্নিধ্য—কোন একটি শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যে কাঁচা মাল প্রয়োজন হয় উহার উৎপাদন একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। সে ক্ষেত্রে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঐ কাঁচামাল প্রয়োজন হইবে সে ঐ কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চলে কল কারখানা স্থাপন করিবে। এইরূপ ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা থাকে সেই সকল ক্ষেত্রে যে সকল ক্ষেত্রে উৎপাদিত সামগ্রীর খরচার একটি বৃহৎ অংশই হইল কাঁচামালের দাম।

(৩) শ্রম প্রাপ্তব্যতা—এরূপ ঘটিতে পারে যে একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যে ধরণের শ্রমিক প্রয়োজন তাহারা একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই বাস করে। এইরূপ গণ্ডীবদ্ধ ভাবে বাস করিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্ম্মীয় কারণ থাকিতে পারে। যে শিল্পের পক্ষে এই ধরণের শ্রমিক প্রয়োজন হয় সে শিল্প ঐ শ্রমিকদের অধ্যুষিত অঞ্চলে গড়িয়া উঠে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য শ্রমিকের গতিশীলতা যত বৃদ্ধি পায় শিল্পস্থানিকতার কারণরূপে এই বিষয়টির কার্য্যকারিতা ততই হ্রাস পায়।

(৪) যন্ত্র চালনশক্তির প্রাপ্তব্যতা—আধুনিক যন্ত্রশিল্পে চালনশক্তি অপরিহার্য্য উপাদান; যন্ত্রচালনশক্তি যে স্থানে সস্তায় এবং সহজে পাওয়া যায় সেই স্থানে ঐ চালনশক্তি ব্যবহারকারী একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান—এমন কি একই সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, স্থাপিত হয়।

(৫) ভৌগোলিক ও আবহাওয়ার অবস্থা—এক এক স্থানে ভৌগোলিক অবস্থানুযায়ী এক এক প্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিবার বিশেষ সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌগোলিক বিশেষত্ব অনুযায়ী কোন কোন স্থানে যানবাহন চলাচলের সুবিধা থাকিতে পারে বা বন্দর নির্ম্মাণের বিশেষ সুবিধা থাকিতে পারে। এইরূপ স্থানে

একই সামগ্রী উৎপাদনকারী একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে পারে কারণ মালপত্র লইয়া আসা বা চালান দেওয়ার জন্য ঐ স্থান বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে। আবহাওয়ার পার্থক্যের দরুণও এক এক স্থানে এক এক প্রকার কৃষিসামগ্রী উৎপাদিত হইবে এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান একই স্থানে জমায়েৎ হইতে পারে যথা—আসাম ও উত্তরবঙ্গে চা, পূর্ব্ববঙ্গে পাট ইত্যাদি।

(৬) শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা—শাসকের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে। কোন শাসক কোন বিশেষ শিল্প সামগ্রী পছন্দ করিয়া ঐ শিল্পে উৎসাহ প্রদান করিলে তাঁহার রাজধানীর সন্নিকটে অন্ততঃ তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ঐ শিল্প সম্পর্কিত একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

(৭) প্রথম স্থাপনের বেগ—কোনরূপ সুপরিকল্পিত ভাবে না হইলেও বা কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ না থাকিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কোন বিশেষ শিল্পের স্থানিকতা ঘটিতে পারে। ঐ শিল্প ঐ স্থানে প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল, শুধু এই কারণেই অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ঐখানে আসিয়া একত্রিত হইতে পারে।

শিল্পস্থানিকতার সুবিধা—Advantages of Localisation

(১) একটি শিল্পের সকল দিক বিবেচনা করিয়া যে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় সেই স্থানেই উহার স্থানিকতা ঘটে। সুতরাং ঐ শিল্প সামগ্রী যতটা সম্ভব সস্তায় উৎপাদন করা যায়; ইহাতে জনসাধারণ তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। উপরন্তু শিল্প স্থানিকতার দরুন, ঠিক কোথায় যাইলে কোন্ সামগ্রী অল্প আয়াসে পাওয়া যাইবে সে সম্পর্কে জনসাধারণ অবগত থাকিতে পারে; ইহা ক্রেতাসাধারণের পক্ষে সুস্পষ্টরূপে লাভজনক।

(২) কোন একটি স্থানে একই সামগ্রী উৎপাদনকারী একাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান থাকিলে সমগ্র স্থানটির আবহাওয়া ঐ বিশেষ শিল্পের দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে; শ্রমিকগণ শিশুকাল হইতেই একটি বিশেষ শিল্পের আবহাওয়ার মধ্যে লালিত হয় সুতরাং কিছু পরিমাণে তাহার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির মত শিল্প নৈপুণ্য লাভ করে। অধিকন্তু কোন একজন শ্রমিক যে শিল্পে কার্য্য করিবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া নিজেকে মনে করে সেই শিল্প সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান কোথায় অবস্থিত আছে তাহা সে সহজে জানিয়া লইতে পারে। সুতরাং শ্রমের বাজার সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণ শ্রমিকের কর্ম্মাভাব ঘটে না।

(৩) যেহেতু ক্রেতাসাধারণ সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র সম্পর্কে অবহিত থাকিতে পারে সেহেতু স্থানিকতার আওতার মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত বাজার সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। আবার যেহেতু বিশেষ শিল্পে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক শ্রমিক তাহার কার্য্যের বাজার সম্পর্কে অবহিত থাকিতে পারে, সেহেতু উৎপাদনকারী নিয়মিত শ্রমিকের সরবরাহ লাভ করিতেও পারে। উৎপাদনকারীগণ পাশাপাশি থাকায় সস্তায় উৎকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়; ইহার দ্বারা নূতন নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার সম্ভব হয়। উপরন্তু এক একটী স্থানের শিল্প বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করে এবং ঐ স্থানে অবস্থিত যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই ঐ সুনামের অংশ গ্রহণ করিয়া লাভবান হয়।

(৪) কোন অভিন্ন সামগ্রীর সহিত সম্পর্কিত বহুশিল্প প্রতিষ্ঠান কোন অভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ স্থানে ঐ শিল্পের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়ক শিল্প (subsidiary industries) গড়িয়া উঠে। সহায়ক-শিল্পগুলির উপস্থিতির দরুণ মুখ্য শিল্পটির বিশেষ সুবিধা লাভ ঘটে। উপরন্তু একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে একত্রিত ভাবে গড়িয়া উঠে, ব্যাঙ্কসমূহ সেই স্থানে তাহাদের শাখা স্থাপন করিতে পারে। ইহাতে ব্যবসায়ী-দিগের পক্ষে ঋণ প্রাপ্তি সুবিধাজনক হয়।

শিল্পস্থানিকতার অসুবিধা—Disadvantages of Localisation

(১) তাহাদের অবস্থিতির নৈকট্যের দরুণ ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সহজেই জোট বাঁধিবার সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে তাহারা একচেটিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া সামগ্রীর দাম চড়া করিয়া রাখিতে পারে। উপরন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের সুনামের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অসাধু ব্যবসায়ী জনসাধারণকে প্রতারিত করিতে পারে।

(২) শিল্প স্থানিকতার দরুণ একটি বিশেষ স্থানের ভাগ্য একটি বিশেষ শিল্পের সহিত জড়িত হইয়া থাকে। কোন কারণে ঐ বিশেষ শিল্পে মন্দা উপস্থিত হইলে সংশ্লিষ্ট সমগ্র অঞ্চলটির অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ["A district which is dependent chiefly on one industry is liable to extreme depression, in case of falling off in the demand for its produce, or of a failure in the supply of the raw material which it uses"—Marshall] অধিকন্তু শিল্প স্থানিকতার দরুণ একটি অঞ্চলে হয়তো কেবলমাত্র এক ধরণের শ্রমই প্রয়োজন হয়; সুতরাং পরিবারের সকলে মিলিয়া যে যাহার সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য করিয়া উপার্জ্জন করিবে

তাহার উপায় থাকে না। আবার শিল্প স্থানিকতায় মালিকগণ একত্রিতভাবে শ্রমিকদিগের ন্যায্য দাবী প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইতে পারে; উহা শ্রমিকদিগের পক্ষে বিশেষ ভাবেই অমঙ্গল জনক।

(৩) স্থানিকতার দরুণ অনেক সময়ে কোন বিশেষ একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিচার বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতার পরিচয় দিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বেই যেখানে বহু উৎপাদনকারী একত্রিত হইয়া আছে নূতন শিল্পোদ্যোগী সেই স্থানেই যাইয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত করে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুণ অনেক সময়ে কারবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হয়। বিশেষ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা অপর কোন স্থানে কারবার প্রতিষ্ঠা করিলে হয়তো ধীরে ধীরে সে সাফল্য অর্জ্জন করিতেপারিত। আর এক দিক দিয়াও উৎপাদনকারীর পক্ষে শিল্পস্থানিকতা কুফল প্রসূ; একই প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত বহু শ্রমিক একই স্থানে বাস করায় তাহারা সহজেই নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে এবং ইহাতে সামান্য কারণেই শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

শিল্প স্থানিকতা সম্পর্কে কেয়ার্ণক্রশের বিশ্লেষণ—Cairncross' Analysis of Localisation

শিল্প স্থানিকতার কারণ বিশ্লেষণে কেয়ার্ণক্রশ বলেন যে কতিপয় সুবিধা প্রাপ্তির জন্যই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে শিল্পের স্থানিকতা ঘটে। এই সুবিধাগুলিকে তিনি চারিটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) প্রাকৃতিক সুবিধা (২) প্রাপ্ত সুবিধা (৩) আপেক্ষিক সুবিধা এবং (৪) একত্রীভূত সুবিধা।

(১) **প্রাকৃতিক সুবিধা** (Natural Advantages)—প্রকৃতি কোন কোন স্থানে শিল্পের পক্ষে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। চালনশক্তির প্রাপ্তব্যতা, বাজারের সান্নিধ্য এবং কাঁচামাল সংগ্রহ-স্থানের নৈকট্য—এইগুলির দ্বারাই প্রাকৃতিক সুবিধা নির্দ্ধারিত। তবে বাজারের সান্নিধ্য এবং কাঁচামালের নৈকট্য—এই দুইটি বিষয় পরস্পর বিরোধী হইতে পারে; একটি সামগ্রী উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল যেস্থানে পাওয়া যায় তথা হইতে ঐ সামগ্রী বিক্রয়ের বাজার বহু দূরে অবস্থিত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ স্থানে শিল্পটি অবস্থিত হইবে উহা নির্ভর করিবে সামগ্রীটি উৎপাদনে কাঁচামালের অনুপাতের উপর। কাঁচামাল যদি ওজনে বেশী হয় এবং উহার বহন খরচা অধিক হয় তাহা হইলে কাঁচামাল উৎপাদন স্থলের নিকটেই শিল্পটি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) **প্রাপ্ত সুবিধা** (Acquired Advantages)—প্রাকৃতিক সুবিধার সহিত

ক্রমশঃ প্রাপ্ত সুবিধা যোগ হইতে থাকে। পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত থাকিলে উহা উন্নত হয়। ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকগণ শিল্প কৌশলের সহিত পরিচিত হইতে থাকে এবং উৎপাদনকারীগণ পারস্পরিক অভিন্ন স্বার্থের সমস্যা আলোচনার সুযোগ লাভ করে। ফলে অনেক উন্নয়নমূলক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ঐ অঞ্চলটি খরিদ্দার আকর্ষণ করিবার মত একটি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে। ইহার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজার অথবা ইহার উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার সুসংগঠিত হয়। ইহার প্রয়োজনীয় অংশ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন উপশিল্প গড়িয়া উঠে। শিল্পের এইরূপ উন্নত অবস্থায় বিভাজন বিশেষত্বশীলতার উদ্ভব ঘটে। এই বিভাজন-বিশেষত্বশীলতা দুই প্রকারের ঃ উর্দ্ধাধো বিভাজন এবং পার্শ্বিক বিভাজন।

(ক) **উর্দ্ধাধো বিভাজন** (Vertical Disintegration)—শিল্প যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৃহৎ হইতে থাকে ততই উহার উৎপাদিত সামগ্রীর বিভিন্ন অংশ বিশেষত্ব-শীল উৎপাদনের আওতার মধ্যে পড়িয়া যায়। একটি সম্পূর্ণ সামগ্রীর প্রয়োজনীয় একাধিক অংশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে, যদিও মূল অংশটি মূল প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই উৎপাদিত হইতে থাকে। ইহার কারণ, শিল্পটি ছোটখাটো ব্যাপারে ততটা মনোযোগ না দিয়া যদি বৃহত্তম এবং জটিলতম বিষয়টিতেই মনোযোগ প্রদান করে তাহা হইলে নিজের দ্বারা উৎপাদিত সম্পূর্ণ সামগ্রীটি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাহার ছোটখাটো প্রয়োজনীয় অংশগুলি সে কিনিয়া লইতে পারে ; এই ছোটখাটো অংশের নির্ম্মাণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ অংশ সমূহ অধিকতর দক্ষতার সহিত নির্ম্মাণ করিয়া যোগান দিতে পারিবে। ইহাতে মূল শিল্পটি লাভবান হয় ; যথা মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ শিল্প। যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করে তাহারা গাড়ীর ইঞ্জিন, কাঠামো প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে কিন্তু টায়ার, ব্যাটারী প্রভৃতি সামগ্রী নিজে তৈয়ারী না করিয়া অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লয়।

(খ) **পার্শ্বিক বিভাজন** (Lateral Disintegration)—স্থানিকতা-বিশিষ্ট শিল্পে উৎপাদন অনুযায়ী যে বিভাজন ঘটে উহাকে পার্শ্বিক বিভাজন রূপে বিবেচনা করিতে পারা যায়। নিকটবর্ত্তী একাধিক অঞ্চলে অথবা পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বাজারের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অর্জ্জন করিতে পারে ; অথবা বিভিন্ন শিল্প একই কাঁচামাল হইতে বিভিন্ন প্রকার

সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে। যথা—পশম শিল্প। একস্থানের পশম শিল্প সুতা তৈয়ারী করিতে দক্ষ, আর একস্থানের পশম শিল্প সার্জ্জ তৈয়ারী করিতে দক্ষ, আর একস্থানের পশম শিল্প হয়তো শুধু সোয়েটার তৈয়ারী করিতে দক্ষ।

(৩) **আপেক্ষিক সুবিধা** (Comparative Advantage)—একটি অঞ্চল প্রাকৃতিক অথবা প্রাপ্ত সুবিধার দিক হইতে একটি শিল্পের জন্য উপযুক্ত হইতে পারে কিন্তু উহা হয়তো অপর কোন শিল্পের জন্য অধিকতর উপযোগী। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শিল্পটি ঐস্থান হইতে প্রথম শিল্পটিকে বিতাড়িত করিয়া নিজেকে ঐস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকিবে। একটি অঞ্চলে সেই শিল্পের স্থানিকতা ঘটিবে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় যাহার ঐ স্থানে অধিকতর সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। এই কারণেই যে সকল শিল্পের অধিক জায়গা প্রয়োজন হয় সেগুলি শহরাঞ্চলের বাহিরে স্থানান্তরিত হয়; যে শিল্পগুলি অল্প জায়গার মধ্যে অধিক মূল্যের ব্যবসা করে সেগুলির পক্ষে শহরাঞ্চলের মধ্যে স্থান সংগ্রহ করা পোষাইয়া থাকে।

(৪) **একত্রীভুত সুবিধা** (Cumulative Advantage)—কোন কারণে কোন একটি স্থানে শিল্পের স্থানিকতা ঘটিলে অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আপেক্ষিক স্থানিকতার পরিবর্ত্তন ঘটিলে,—নূতন শ্রমিকের আগমনের দ্বারা ঐ স্থানিকতা আরও বৃদ্ধি পায়। সম্প্রসারণশীল অঞ্চলগুলিতে নূতন শ্রমিকের আগমন ঘটে এবং সঙ্কোচনশীল অঞ্চলগুলি হইতে পুরাতন শ্রমিকের প্রস্থান ঘটে। এই আগমন প্রস্থান হইতে সম্প্রসারণশীল অঞ্চলগুলি ক্রমান্বয়ে অধিকতর সুবিধা পাইতে থাকে; কারণ, ঐ অঞ্চলে যে নূতন শিল্প স্থাপিত হয় তাহারা অপেক্ষাকৃত কম খরচাতেই নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, আবার অধিকতর লোকসংখ্যার আগমনের দরুণ নিজ উৎপাদিত সামগ্রীর খরিদ্দারও লাভ করিয়া থাকে।

বৃহদায়তনের উৎপাদন—Large Scale Production

অল্প কতিপয় সামগ্রী উৎপাদন না করিয়া বর্ত্তমান শিল্প সংগঠনের মধ্যে একসাথে বহু পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম বৃহদায়তন উৎপাদন (Large scale production)। একসঙ্গে বহু পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন হয় বলিয়া রাশীকৃত উৎপাদন (Mass production) রূপেও ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রম বিভাগ এবং যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা এইরূপ বৃহদায়তনের উৎপাদন সম্ভব হয়। শুধু তাহাই নহে যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রম বিভাগ যতই অধিক করা হইবে রাশীকৃত উৎপাদনের প্রয়োজনও তত অধিক বৃদ্ধি পাইবে। আবার এই বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য উৎপাদিত সামগ্রীর বিস্তীর্ণ বাজার থাকা প্রয়োজন। কারণ লাভজনক

ভাবে উহা বিক্রয় করিতে না পারিলে উহার উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং সেই উন্নীত প্রক্রিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিবার মত কেহই প্রচেষ্টা করিবে না। অবশ্য বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটিকে যন্ত্রে উৎপাদনযোগ্য এবং মান নির্দ্ধারণ সাপেক্ষ (Capable of standardisation) হইতে হইবে; অথচ যেন উহা ক্রেতা সাধারণের চক্ষে আকর্ষণযোগ্য থাকিতে পারে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা

অধ্যাপক মার্শাল বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাগুলিকে মোটামুটি ছুইটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন—আভ্যন্তরীণ ব্যয় সঙ্কোচ (Internal economies) এবং বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচ (External economies)। একাধিক সুবিধা প্রাপ্তির সংমিশ্রণে আভ্যন্তরীণ ব্যয় সঙ্কোচ ঘটে।

(১) শ্রমবিভাগের বা নৈপুণ্যের ব্যয় সঙ্কোচ (Economies of division of labour or skill)—বহু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয় বলিয়া একটি সামগ্রীর উৎপাদন কার্য্যকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া এক একটি অংশ উহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত শ্রমিকের নিকট দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ নিপুণ বা বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিককে অধিক মজুরী দিয়াও নিয়োগ করিয়া তাহাদের বিশেষ নৈপুণ্য বা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। একটি বৃহৎ কারখানা ইহার শ্রমিককে সর্ব্বাপেক্ষা যে তুরূহ কার্য্যের পক্ষে সে উপযুক্ত সেই কার্য্যে নিয়তই নিযুক্ত রাখিতে পারে অথচ তাহার কার্য্যের পরিধি এরূপ ভাবে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারে যাহাতে দীর্ঘকাল ব্যাপী অভ্যাস হইতে যে পারদর্শিতা ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করা যায় উহা তাহার পক্ষে উপার্জ্জন করা সম্ভব হয়। ["It can contrive to keep each of its employees constantly engaged in the most difficult work of which he is capable and yet so to narrow the range of his work that he can attain the facility and excellence which come from long continued practice"—Marshall.]

(২) যন্ত্রের ব্যয় সঙ্কোচ (Economies of machinery)—বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের দামী বিশেষত্বশীল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ পুঁজি থাকিবার দরুণ বৃহদায়তন উৎপাদনকারী আধুনিক এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে সক্ষম হয়; তাহার পক্ষে এরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব যাহার প্রত্যেকটি কেবলমাত্র এক প্রকারের কার্য্যেই

ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এই কার্য্য অতি দ্রুত এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। এইরূপ বিশেষত্বশীল যন্ত্রকে বৃহদায়তন উৎপাদনকারী কোন সময়েই অলসভাবে ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইবে না, কারণ উৎপাদনের বৃহৎ পরিধির দরুণ উৎপাদনের ধারাবাহিকতা নিয়মিত বজায় থাকে।

(৩) ক্রয় বিক্রয়ের ব্যয় সঙ্কোচ (Economies of buying and selling)—প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ক্রয় করিবে এবং তাহার উৎপাদিত সামগ্রী বাজারে বিক্রয় করিবে। বৃহদায়তন উৎপাদনকারীর পক্ষে কাঁচা মাল প্রচুর পরিমাণেই প্রয়োজন; এক সঙ্গে বহু পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করিবার দরুণ অপেক্ষাকৃত সস্তায় উহা ক্রয় করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। উপরন্তু বৃহৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহু পরিমাণ সামগ্রী বিক্রয়ের আয়োজন করিতে হয় বলিয়া বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা এবং খরিদ্দারদিগকে বিবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজনও হয়, সম্ভবও হয়। ["A large business buys in great quantities and therefore cheaply ; it pays low freights and saves on carriage in many ways, particularly if it has a railway siding. It often sells in large quantities and thus saves itself trouble ; and yet at the same time it gets a good price, because it offers convenience to the customer by having a large stock from which he can select and at once fill up a varied order ; while its reputation gives him confidence. It can spend large sums on advertising by commercial travellers and in other ways ; its agents give trustworthy information on trade and personal matters in distant places, and its own goods advertise one another."]

(৪) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রয়োগ পরীক্ষা (Research and experiment)—উৎপাদনের যতই নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইবে ততই উৎপাদনের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তি ঘটিবে। কিন্তু উহার জন্য যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রয়োগ পরীক্ষার আয়োজন প্রয়োজন তাহা কেবল মাত্র বৃহদায়তন উৎপাদনকারীর পক্ষে সম্ভব। কোন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ গবেষণার নিমিত্ত অর্থব্যয় করা সম্ভব হয় না।

(৫) ব্যাপক নীতি সম্পর্কিত প্রশ্ন (Broad questions of policy)—বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার কারবারের ব্যাপক নীতি এবং মৌলিক

সমস্যাগুলি সম্পর্কে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে পারেন। তুচ্ছ এবং বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে সময় অতিবাহিত করিবার এবং উদ্যম অপচয় করিবার প্রয়োজন তাঁহার ঘটে না। তাঁহার কারবারের সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের চিন্তা করিবার মত সতেজ ও পরিষ্কার মন বজায় রাখিতে তিনি সক্ষম হন। ["He can keep his mind fresh and clear for thinking out the most difficult and vital problems of his business"—Marshall.]

বৃহদায়তনের উৎপাদন হইতে এই আভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলির উপরেও বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচ (External economies) লাভ হয়। এই বাহ্যিক ব্যয়সঙ্কোচগুলি "উদ্ভূত হয় শিল্পের সাধারণ অগ্রগতি হইতে এবং বিশেষ করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থানে একই প্রকারের বহু কারবারের একত্রিত অবস্থান হইতে"। দেশের মধ্যে একই ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠান যত অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইবে ততই ঐ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম অধিক প্রয়োজনীয় হইবে এবং অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা পোষাইবে। কিন্তু যত অধিক পরিমাণে ঐ যন্ত্র ও সরঞ্জাম-সামগ্রীগুলি উৎপাদিত হইবে ততই উহাদের উৎপাদনে আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচ ঘটিবে; ঐ সামগ্রী সস্তায় উৎপাদিত হইয়া সস্তায় বিক্রয় হওয়া সম্ভব হইবে এবং যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এই সকল সামগ্রী ক্রয় করে, ঐ বাবদ তাহাদের ব্যয় হ্রাস পাইবে। উপরন্তু এই ধরণের কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্রিত ভাবে অবস্থিত হইলে শিল্প স্থানিকতার সুবিধাগুলি প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই ভোগ করিতে পারিবে। সুতরাং একটি সামগ্রীর সহিত সম্পর্কিত সমগ্র শিল্পটি যতই বৃহত্তর হইবে ততই ঐ শিল্পে নিযুক্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সস্তায় যন্ত্র ও সরঞ্জাম ক্রয় করিতে পারিবে এবং স্থানিকতার সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। সমগ্র শিল্পের প্রসারের দ্বারা প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান এই যে সুবিধা লাভ করিতে পারে ইহাদের সমষ্টিই হইল "বাহ্যিক ব্যয়সঙ্কোচ" (External economy)।

কারবার প্রসারের সীমা – Limits to Expansion of Business

বৃহদায়তন উৎপাদনের বিশেষ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কতিপয় বিষয়ের দ্বারা কারবারের আয়তন বৃদ্ধি প্রতিরুদ্ধ হয়।

(১) শিল্পপতির সংগঠনের ক্ষমতার দ্বারা উৎপাদনের পরিধি সীমায়িত; একটি কারবারের যতই প্রসার লাভ ঘটে উহার সংগঠনের মধ্যে ততই জটিলতা ও সমস্যার উদ্ভব ঘটে এবং ব্যবস্থাপনার কার্য্য ততই ক্রমান্বয়ে দুরূহ হইয়া উঠে।

টাউজিগের ভাষায় "শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও বৃহদায়তন উৎপাদনের যে সঠিক নিশ্চয়তার সহিত প্রসার লাভ ঘটে না তাহার কারণ হইল মানুষের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা।" ["The limitation of men's faculties explain why large scale operations do not make their way even in manufactures with unfailing certainty"]

(২) বাজারের সীমাবদ্ধতার দ্বারা বৃহদায়তনের উৎপাদন সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। যে সামগ্রীর বাজারে যেরূপ চাহিদা তাহার অতিরিক্ত উৎপাদন অনুমানের ভুলভ্রান্তি দ্বারা ঘটিতে পারে কিন্তু অবশেষে এইরূপ অতিরিক্ত উৎপাদন শিল্পটিকে ধ্বংস করিতে পারে। সুতরাং বাজারে যে দ্রব্যের অল্প চাহিদা সে দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কারবারের আয়তনের সীমাবদ্ধতা শীঘ্রই উপনীত হয়।

(৩) যে সকল ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব নহে সেই সকল ব্যবসায়ে কাঁচা মালের দুষ্প্রাপ্যতার দ্বারা উৎপাদনের পরিধি বিস্তারে সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়।

(৫) উৎপাদনের পরিধি বিস্তারের জন্য অধিক পরিমাণে উৎপাদক উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে উৎপাদক উপাদান ব্যবহার করিতে করিতে এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে যখন উৎপাদনের পরিধি বৃদ্ধির জন্য যে অনুপাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হইবে সেই অনুপাতে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিবে না। হ্রাসমান উৎপাদনের এই প্রবণতা যে অবস্থায় প্রকটিত হইবে তাহার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা হইবে কারবারের আয়তন বৃদ্ধির শেষসীমা।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন – Small Scale Production

বৃহদায়তনের শিল্প হইতে বিভিন্ন প্রকারের সুস্পষ্ট সুবিধালাভ সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও, ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনকারী একাধিক শিল্পে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ, শিল্পের আয়তন বৃদ্ধিতে কতিপয় বিষয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়। কিন্তু নিছক বৃহদায়তনের সীমাবদ্ধতার জন্যই যে ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনকারীর অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে তাহাই নহে, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকারীর কয়েকটি নিজস্ব গুণ ও সুবিধার মধ্যেও উহার কারণ নিহিত রহিয়াছে।

(১) ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনকারী খরিদ্দারদিগের প্রয়োজনের দিকে ব্যক্তিগত ভাবে মনোযোগ প্রদান করিতে পারে। অনেক সামগ্রী আছে যেগুলি ব্যক্তিগত বরাত অনুযায়ী (according to order) উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয়।

এইরূপ সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও ক্রেতার মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদন ব্যবস্থা থাকিলে উৎপাদনকারীর পক্ষে খরিদ্দারদিগের ইচ্ছা বা পছন্দমত সামগ্রী উৎপাদন করিয়া জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জ্জন করা সম্ভব হয়।

(২) ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনকারী নিজের কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্য্য নিজেই তত্ত্বাবধান করিতে পারে। ইহাতে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান হয় এবং মালিকের উপস্থিতির দরুণ শ্রমিকগণ কার্য্যে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে উৎসাহিত হয়, বাধ্যও হয়।

(৩) এইরূপ কারবারে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সংযোগ থাকা সম্ভব হয়। মালিক কি চাহে তাহা শ্রমিক বুঝিতে পারে এবং শ্রমিক কি চাহে তাহা মালিক বুঝিতে পারে ; সুতরাং শ্রমিক মালিকের মধ্যে সহসা বিরোধ উপস্থিত হয় না, হইলেও তাহা গুরুতর আকার ধারণ করে না। শ্রমিক-মালিক বিরোধের দ্বারা শিল্পোৎপাদনের কার্য্যে যে প্রভূত বিঘ্ন সৃষ্টি হয় ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে তাহার সম্ভাবনা থাকে অপেক্ষাকৃত অল্প।

(৪) বহুবিধ সামগ্রী আছে যেগুলিতে বিশেষ কারুকার্য্য প্রয়োজন, আবার কতিপয় সামগ্রী আছে যাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু না কিছু বৈচিত্র্য থাকিতে হইবে ; ঐরূপ বৈচিত্র্যের জন্য উহার চাহিদা। কিন্তু কারুকার্য্য খচিত এবং বৈচিত্র্য পূর্ণ দ্রব্য যন্ত্রের সাহায্যে রাশি পরিমাণে উৎপাদিত হইতে পারে না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে কারুকার্য্য বিশিষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ সামগ্রীর উৎপাদনে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকারী তাহার স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তনের নির্দ্ধারক বিষয়—Factors Determining the Size of Business Units

বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা হইতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় সে সম্পর্কে ধারণা করিতে পারা যায়। প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই চাহিবে সামগ্রীর দামের সহিত উহার উৎপাদন খরচার যতটা সম্ভব পার্থক্য সৃষ্টি করিতে। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে সামগ্রীর দামের উপর একটি প্রতিষ্ঠান বিচ্ছিন্ন ও একক ভাবে বিশেষ কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কারণ প্রতিযোগী বাজারে একটি পণ্যের মোট যোগানের মধ্যে একটি মাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের

পরিমাণ একটি নগণ্য অংশ মাত্র। সুতরাং প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা পণ্য উৎপাদনের গড়পড়তা খরচা হ্রাস করিতে সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা উৎপাদনের পরিধি যথাসম্ভব বিস্তৃত করিতে থাকে—সাধারণতঃ উৎপাদনের পরিধি যতই বিস্তৃত করা হয়, মাত্রাপিছু উৎপাদন খরচা ততই কমিতে থাকে। কিন্তু আয়তন বৃদ্ধি করিতে করিতে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এরূপ অবস্থায় উপনীত হইবে যখন অধিকতর আয়তন বৃদ্ধির দ্বারা সুবিধা যেটুকু হইবে তাহা অপেক্ষা অসুবিধা হইবে অধিক। সুতরাং সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্যের বিন্দুতে আসিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানটি তাহার সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা থামাইবে। ঠিক এই বিন্দুতে উপনীত হইলে তাহার দ্বারা প্রাপ্য নীট সুবিধা হইবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং এই বিন্দুতে যে শিল্প প্রতিষ্ঠান উপনীত হইয়াছে সে তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত আয়তনে পৌছাইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ-আয়তনী প্রতিষ্ঠান **(optimum firm)** এবং উহার এই আয়তনকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ আয়তন **(optimum size)**। যতদিন প্রতিষ্ঠানটি এই আয়তনের কমে থাকিবে ততদিন উহার খরচা থাকিবে অপেক্ষাকৃত অধিক, .আবার এই আয়তনের সীমা অতিক্রম করিলেও উহার উৎপাদন খরচা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতে থাকিবে।

কিন্তু কোন কারবার প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্দ্ধারণে ইহাই একমাত্র কার্য্যকরী বিষয় নহে। ইহার কারণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট উৎপাদন খরচাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইতে পারে না। বাজারে তাহার উৎপাদিত পণ্য কত পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে তাহার উপরে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। যে সামগ্রী অধিক পরিমাণে বাজার গ্রহণ করিবে না, সেই সামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া উৎপাদন খরচা কমাইবার কোন সার্থকতা নাই। ইহাকে বাজারের প্রতিরোধ (Market resistance) রূপে অভিহিত করা হয়। বাজারের এই প্রতিরোধ যেখানে সুরু হইবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন সেইখানে আসিয়া থামিতে হইবে। কারণ উহার উপরেও আয়তন বৃদ্ধি করিলে অবিক্রীত পণ্যের দরুণ কারবারটির লোকসান হইবে।

ইহা ব্যতীতও প্রতিযোগিতামূলক শক্তি অর্জ্জনের প্রচেষ্টাও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্দ্ধারক বিষয়রূপেও ক্রিয়া করে। ইহা সকল সময়েই ক্রিয়া করে না বটে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা বিশেষ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। ইহার অর্থ হইল যে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার শ্রেষ্ঠ আয়তন লাভ করিবার পরেও

আয়তন বিস্তৃত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যায়। আপাততঃ ইহাতে তাহার লাভের আশা না থাকিলেও উহার দ্বারা ভবিষ্যতে তাহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। ভবিষ্যতের এই প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমানে কারবারের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট সীমানায় আনিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে।

আর একটি নির্দ্ধারক বিষয় হইল রাষ্ট্রের প্রভাব। আধুনিক যুগে সমগ্র সমাজের হিতার্থে রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতি থাকে। রাষ্ট্রের এই সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাহার দ্বারা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্দ্ধারিত হইতে বাধ্য। অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র যতই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে, এই বিষয়টি ততই শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্দ্ধারণে সক্রিয় হইয়া উঠিবে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্দ্ধারক বিষয়গুলি হইল মোটামুটি চারিটি : (১) শ্রেষ্ঠ আয়তন লাভের প্রচেষ্টা ; (২) বাজার প্রতিরোধ ; (৩) প্রতিযোগিতামূলক শক্তি অর্জ্জনের প্রচেষ্টা এবং ; (৪) সরকারের অর্থনৈতিক নীতি। কেয়ার্ণক্রশ এ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠ আয়তনে পৌছায় না বা পৌছাইবার চেষ্টাও করে না। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল মুনাফা অর্জ্জন করা, সর্ব্বাধিক দক্ষতা সহকারে উৎপাদন করা নহে। যে আয়তনে শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলি গড়িয়া উঠিবে উহা উৎপাদন খরচা নিয়ন্ত্রণ করে না, উহা নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন খরচার উপরে দামের অধিক্য। বাজারের উপরে নিম্নতর দামে অধিকতর উৎপাদন না চাপাইয়া তাহারা শ্রেষ্ঠ আয়তনের নিচেই থাকিয়া যাইতে পারে ; অথবা প্রতিযোগিতামূলক শক্তি অর্জ্জনের জন্য তাহারা শ্রেষ্ঠ আয়তন ছাড়াইয়া যাইতে পারে।"

["Most firms neither do, nor try to, reach their optimum size. Their aim is to make profits, not to produce with the greatest possible efficiency. It is not cost but the excess of price over cost, that controls the size to which firms grow. They may stop short of the optimum rather than force a large output on the market at a lower price ; or push beyond the optimum for the sake of competitive strength."—Cairncross]

ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম—Law of Increasing Returns

কোন কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রম ও পুঁজি

নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের পরিমাণ বৰ্দ্ধিত হয় উহা অপেক্ষা অধিক হারে। শ্রম ও পুঁজি যে অনুপাতে বৰ্দ্ধিত করা হইল তাহা অপেক্ষা অধিক অনুপাতে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিল। একজন আঁত্রেপ্রণা হয়তো দশটাকা পুঁজি ও দশজন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ১০০টি কলম উৎপাদন করে, পরের বার হয়তো সে আরও ১০৲ পুঁজি ও আরও ১০ জন শ্রমিক, মোট ২০৲ পুঁজি ও ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ২৫০টি কলম উৎপাদন করিতে পারিল। এক্ষেত্রে তাহার শ্রম ও পুঁজি দ্বিগুণ করাতে কলমের উৎপাদন হইল দ্বিগুণেরও অধিক। ধরা যাউক পরের বারে সে আরও ১০৲ পুঁজি ও আরও ১০ জন শ্রমিক—মোট ৩০৲ পুঁজি ও ৩০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ৫০০টি কলম উৎপাদন করিতে পারিল; এক্ষেত্রেও পুঁজি ও শ্রম যে হারে বৃদ্ধি করা হইল উৎপাদনের বৃদ্ধি হইল তাহা অপেক্ষা অধিক হারে।

এইরূপ ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ হইল মোটামুটি দুই পর্য্যায়েরঃ

প্রথমতঃ, উৎপাদন কার্য্যে অধিকতর পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করিলে অধিকতর শ্রম বিভাগ করা সম্ভব হয়, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও আধুনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করা যায় এবং উৎপাদনের পরিধির যতই বিস্তৃতি হয় ততই বৃহদায়তন উৎপাদন হইতে লভ্য আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সঙ্কোচ সমূহ (Internal and external economies) লাভ করা সম্ভব হয়। আর একভাবে বলিতে গেলে, অধিকতর শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিলে ব্যবস্থাপনা বা সংগঠনের (Organisation) উন্নতি বিধান করা সম্ভব হয় এবং উন্নতধরণের ব্যবস্থাপনা করা হইলে শ্রম ও পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিপায়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া মার্শাল ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়মটির এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন ঃ "পুঁজির ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা সাধারণতঃ উন্নততর ব্যবস্থাপনা প্রবর্ত্তিত হয়, যাহা পুঁজি ও শ্রমের কার্য্যকে অধিকতর উৎপাদনক্ষম করিয়া তুলে।" ["An increase of capital and labour leads generally to an improved organisation which increases the efficiency of the work of capital and labour"—Marshall.]

দ্বিতীয়তঃ, এই নিয়ম ক্রিয়া করিবার আর একটি কারণ হইল যে অনেক ক্ষেত্রে কোন একটি সামগ্রীর উৎপাদন ব্যবস্থা করিতে হইলে কোন কোন অবিভাজ্য উৎপাদক উপাদান (Indivisible factors of production) ব্যবহার করা প্রথম হইতেই প্রয়োজন হয়; অথচ হয়তো অবিভাজ্য উৎপাদক উপাদানের সমস্ত অংশটুকু পরিপূর্ণভাবে কার্য্যকরী হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য উৎপাদক উপাদান সামান্য কিছু বৰ্দ্ধিত করা হইলে ঐ অবিভাজ্য উপাদানটি পরিপূর্ণভাবে কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়, এবং

সেই কারণে ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় আয় বৃদ্ধি হয় অধিক অনুপাতে। যথা দুইটি স্থানের মধ্যে একটি রেলপথ নির্ম্মাণ করিলে একজন যাত্রী চলাচল করুক বা এক হাজার যাত্রী চলাচল করুক, ইস্পাতের রেলপথ, ইঞ্জিন, ষ্টেশন প্রভৃতি কতিপয় পুঁজি সামগ্রী বা পুঁজি সম্পদ স্থাপন প্রথম হইতেই প্রয়োজন। এইগুলি অবিভাজ্য, কারণ ইহাদের একটি ন্যূনতম আয়তন আছে যাহা অপেক্ষা কম আয়তনে ইহারা স্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং যতই অধিক যাত্রী বহন করা হইবে ততই এই অবিভাজ্য সামগ্রীগুলির ব্যবহার ঘটিবে এবং খরচা যদিও বৃদ্ধি হইবে তবুও, অবিভাজ্য পুঁজির অধিকতর ব্যবহারের জন্য, আয় বৃদ্ধি হইবে উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ক্রমিক উৎপাদনের বৃদ্ধির অর্থ হইল যে উৎপাদনের ব্যয় ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হয়; সম পরিমাণ ব্যয়ের দ্বারা যদি অধিক পরিমাণ উৎপাদন ঘটে তাহা হইলে উৎপাদিত সামগ্রীর প্রতিমাত্রা (unit) উৎপাদনের খরচা হইবে পূর্ব্বাপেক্ষা কম। উপরের প্রথম দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাউক এবং ধরা যাউক একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিক হইল ৯৲ টাকা। আঁত্রেপ্রণা ১০ জন শ্রমিক ও ১০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া অর্থাৎ মোট ১০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া ১০০টি কলম উৎপাদন করিল। এক্ষেত্রে প্রতিটি কলম উৎপাদনের খরচা পড়িল ১৲ টাকা। পরের বার আঁত্রেপ্রণা ২০ জন শ্রমিক ও ২০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া কলম উৎপাদন করিল ২৫০টি; এক্ষেত্রে প্রতিটি কলম উৎপাদনের খরচা পড়িল ৸৵০ আনার কিছু কম। পরের বার আঁত্রেপ্রণা ৩০ জন শ্রমিক ও ৩০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া ৫০০টি কলম উপৎাদন করিল এবং প্রতিটি কলম উৎপাদনের খরচা হইল ॥৵০ আনার কিছু কম। এইভাবে উৎপাদনের পরিধি বৃদ্ধির দ্বারা (১) আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সঙ্কোচ (internal and external economies) ঘটিবার কারণ বশতঃ এবং (২) অবিভাজ্য উৎপাদক উপাদানের (Greater utilisation of indivisible factors of production) অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবহারেও কারণ বশতঃ, বাড়তি ব্যয়ের তুলনায় বাড়তি উৎপাদন হয় অধিক এবং প্রতিমাত্রা উৎপাদনের খরচা হ্রাস পায়।

বৃহদায়তন উৎপাদন ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—Large Scale Production and the Law of Diminishing Returns

বৃহদায়তন উৎপাদন হইতে আমরা বিভিন্ন প্রকার বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকি; এইগুলি বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা (economies of large scale production)। সাধারণতঃ, শিল্প সমূহে বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রচুর অবকাশ

থাকে এবং যতই রাশীকৃত পরিমাণে উৎপাদন হয় ততই উৎপাদন খরচা কম হয়; ততই ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ঘটে। একদিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহার সহিত ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের কোনই সম্পর্ক নাই। কারণ কেয়ার্ণক্রশের ভাষায় "যে দুষ্প্রাপ্যতা হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মের উদ্ভব উহার সহিত উৎপাদনের পরিধির যে সুবিধা হইতে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের সৃষ্টি তাহার কোনই সম্পর্ক নাই।" ["Scarclty in which the law of decreasing returns originates has no connection with economies of scale which give rise to increasing returns."—Cairncross] সেই কারণে গড়পড়তায় শিল্পগুলি ক্রম বর্দ্ধমান উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি মনে করা হয় যে উৎপাদনের পরিধি বৃদ্ধির বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়া ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন (diminishing returns) ঘটিবে না তাহা হইলে ভ্রান্ত ধারণারই সৃষ্টি হইবে। কারণ উৎপাদনের পরিধি যতই বর্দ্ধিত হউক, তাহারও একটা সীমা আছে। এই সীমা তখনই উপস্থিত হইবে যখন একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের সহিত বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে না। এইরূপ বৃদ্ধি করিতে পারা না যাইলেই বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের অনুপাত নষ্ট হইয়া যাইবে। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে একটি উৎপাদক উপাদান যতখানি বৃদ্ধি করিতে পারা যায় ততখানি বৃদ্ধির সীমায় যখন উহা পৌছাইয়া যায়, তখন অন্যান্য উৎপাদক উপাদান বৃদ্ধির দ্বারা উহার উপর আনুপাতিকভাবে চাপ পড়ে অত্যধিক। সুতরাং ক্রমাগত উৎপাদনের পরিধি বৃদ্ধির দ্বারা আর কিছুর উপর বে-আনুপাতিক (disproportionate) চাপ পড়ুক বা নাই পড়ুক সংগঠনী ক্ষমতার বা ব্যবস্থাপনার (organisation) উপর চাপ পড়িতে থাকে অত্যধিক। সেই কারণে ব্যবসায়ের পরিধি একটি সীমায় পৌছাইবার পর আরও বিস্তৃত করিতে চাহিলে হ্রাসমান উৎপাদনের সম্মুখীন হইতে হইবে। বস্তুতঃ পক্ষে শিল্পের ক্ষেত্রে হ্রাসমান উৎপাদনের সম্ভাবনা পদে পদেই রহিয়াছে এবং শিল্পপতি উৎপাদনের পরিধি বিস্তৃত করিয়া এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করিতেছে। সুতরাং বৃহৎ পরিধির উৎপাদন থাকিলেই হ্রাসমান উৎপাদনের কোনই সম্ভবনা নাই, বৃহদায়তন উৎপাদনের সহিত হ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম অসঙ্গতিপূর্ণ— এইরূপ ধারণা করিবার কারণ নাই।

ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস নিয়মের উৎপাদক অবস্থা—Condition Leading to Diminishing Returns

ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়মের এই আলোচনা হইতে কোন্ অবস্থার মধ্যে এই

নিয়ম ক্রিয়াশীল হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়। জমিতে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করে, কারণ কৃষিকার্য্যে জমির প্রয়োজন সব থেকে বেশী অথচ জমিই হইল একান্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তু। জমির এই দুষ্প্রাপ্যতার জন্য আমরা জমির পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া পুঁজি এবং শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হই। সুতরাং এইরূপ পরিস্থিতি শীঘ্রই আসিয়া পড়ে যখন একদিকে জমি এবং অপরদিকে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে যথাযথ অনুপাত (proper proportion) নষ্ট হইয়া যায়।

এই যথাযথ অনুপাত নষ্ট হইত না যদি শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধির সহিত জমিও বৃদ্ধি করিতে পারা যাইত। জমি প্রকৃতির দান, সুতরাং মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ইহা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। সেই জন্যই কৃষিকার্য্যে শীঘ্রই ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস ক্রিয়া করে। মূলগত ঐ একই কারণেই শিল্পের ক্ষেত্রেও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস ক্রিয়া করিতে পারে। সেই কারণটি হইল কোন একটি উৎপাদক উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা। যখনই আমরা যে কোন একটি উৎপাদক উপাদানকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া অন্যান্য উৎপাদক উপাদান বৃদ্ধি করি তখনই উহাদের মধ্যে যথাযথ অনুপাত নষ্ট হয় এবং উৎপাদনের আনুপাতিক হ্রাস ঘটে। কিন্তু একটি উৎপাদক উপাদানকে অপরিবর্ত্তিত রাখি কেন? উহার কারণ হইল ঐ উৎপাদক উপাদানটি অপরাপর উৎপাদক উপাদানের তুলনায় দুষ্প্রাপ্য (scarce)। এই আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার (relative scarcity) জন্যই এক্ষেত্রে হ্রাসমান উৎপাদন ঘটিতেছে।

কিন্তু এই "আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার" জন্য ক্ষতি হইত না, যদি উৎপাদক উপাদানগুলি পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তক (substitutable) হইতে পারিত। জমির পরিবর্ত্তে যদি পুঁজি বৃদ্ধি করিলে সমান কাজ হইত, পুঁজির পরিবর্ত্তে যদি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে সমান কাজ হইত বা শ্রমিকের পরিবর্ত্তে পুঁজি বৃদ্ধি করিলে সমান কাজ হইত বা পুঁজির পরিবর্ত্তে জমি বৃদ্ধি করিলে সমান কাজ হইত—তাহা হইলে কোন একটি উৎপাদক উপাদান (factor of production) অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য হইলেও অসুবিধার কোন কারণ থাকিত না। দুষ্প্রাপ্য উপাদানটির স্থলে সহজলভ্য উপাদান প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে এরূপ সংমিশ্রণ ঘটানো যাইত যাহাতে উৎপাদন আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পায়—অন্ততঃ হ্রাস না পায়। ইহা করিতে পারা যায় না বলিয়াই অসুবিধা ঘটে। যে অনুপাতে একটি উৎপাদক উপাদানের স্থলে আর একটি উৎপাদক উপাদান প্রয়োগ করিয়া কাজ চালানো যায় সেই অনুপাতে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস ঘটে না। সুতরাং উৎপাদক উপাদানগুলির অ-পরিবর্ত্তকতা ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ।

আরও একটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। হয়তো একটি উৎপাদক উপাদানের স্থলে আর একটি উৎপাদক উপাদান কিছু পরিমাণ পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু 'ক'-উপাদানের স্থলে 'খ'-উপাদান অধিক করিয়া প্রয়োগ করিতে গেলে, 'খ'-উপাদানের চাহিদা বাড়িয়া দাম বাড়িবে। সুতরাং ঐরূপ পরিবর্ত্তকতা সম্ভব হইলেও উহার দ্বারা উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইলে উহার দ্বারা আনুপাতিকভাবে উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে; কারণ উৎপাদনের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি উৎপাদন হ্রাসের নামান্তর।

যন্ত্রশিল্প ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম—Manufacturing Industries and the Law of Diminishing Returns

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়াশীল হয়। শিল্প সামগ্রীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ অংশ গ্রহণ করে অধিক, যেমন প্রকৃতি অংশ গ্রহণ করে অধিক কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রে। মানুষ তাহার উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের দ্বারা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করে যাহাতে ব্যয়ের অনুপাতে উৎপাদনের পরিমাণ হইতে পারে অধিক; সেই কারণে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের পরিবর্ত্তে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়।

কিন্তু সর্ব্ব অবস্থাতেই এবং সকল সময়েই যে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়মই ক্রিয়া করিবে তাহার স্থির নিশ্চয়তা নাই। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভূমিতে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়াশীল হইবার মূল কারণ ভূমির নির্দ্ধারিত বিস্তৃতির সহিত পরিবর্ত্তনীয় অন্যান্য উৎপাদক উৎপাদনের সংমিশ্রণ, অর্থাৎ ভূমির পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া উহাতে প্রযোজ্য অন্যান্য উৎপাদক উপাদনোর পরিমাণ পরিবর্ত্তন করা। উহা হইতে এই মূল তাৎপর্য্য আহরণ করা যায় যে একটি উৎপাদক উপাদান অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হইলে, কোন না কোন সময়ে এরূপ এক পরিস্থিতির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী যখন উৎপাদনের জন্য অর্থব্যয়ের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে কম অনুপাতে। সুতরাং কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রেই হউক বা যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেই হউক, ক্রম হ্রাসমান উৎপাদন হইবে কি ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন হইবে তাহা নির্ভর করে কি ভাবে উৎপাদক উপাদান-গুলিকে মিশানো হয় তাহার উপরে। আঁত্রেপ্রণা উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ যদি

ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহা হইলে যে ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল পাওয়া যাইবে সেইভাবেই ঐ গুলিকে মিশাইতে পারিবে। যখনই কোন একটি উৎপাদক উপাদান সাময়িক ভাবেও বর্দ্ধিত করা যাইবে না তখন বুঝিতে হইবে যে শিল্প ব্যবস্থাপকের উৎপাদনের ব্যবস্থাপনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লোপ পাইতেছে এবং সেহেতু সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উৎপাদন চালাইতে থাকিলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে এরূপ এক সময় আসিবেই যখন ব্যয়ের অনুপাতে উৎপাদন হইবে কম। যথা—পুঁজির (যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল) পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া আঁত্রেপ্রণা যদি ভূমি ও শ্রমের পরিমাণ বর্দ্ধিত করে তাহা হইলে এরূপ অবস্থা আসিতে পারে যখন দেখা যাইবে যে যে-অনুপাতে ভূমি ও শ্রমের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে উৎপাদন বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণে। সুতরাং অবস্থা বিশেষে যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করিতে পারে।

তবুও ইহা অনস্বীকার্য্য যে কৃষিকার্য্য অপেক্ষা যন্ত্রশিল্পে এই নিয়মের ক্রিয়াশীলতা কম উগ্র। ইহার কারণ হইল যে ভূমির বিস্তৃতি প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ, সেই কারণে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি মানুষের সাধ্যাতীত। অপরাপর যে সকল উৎপাদক উপাদান আছে সেগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি কিন্তু বহুলাংশে মানুষের আয়ত্তাধীন। কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রে অধিক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ভূমি, কিন্তু যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ভূমি প্রয়োজন হইলেও অধিক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে অপরাপর উৎপাদক উপাদানগুলি। সেই কারণে কৃষিকার্য্যে মানুষের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উহার শেষ সীমায় খুব শীঘ্রই উপনীত হয় কিন্তু যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের দ্বারা ব্যবস্থাপনার দক্ষতার শেষ সীমানায় পৌছানো যথেষ্টই বিলম্বিত করা যাইতে পারে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন, "মোটামুটিভাবে আমরা বলিতে পারি, যখন নাকি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি যে অংশ গ্রহণ করে উহাতে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়, মানুষ যে অংশ গ্রহণ করে তাহাতে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা প্রদর্শিত হয়"। ["We say broadly that while the part which nature plays in production shows a tendency to diminishing return, the part which man plays shows a tendency to increasing return"—Marshall]

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ঠিক যেভাবে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থ হইল ক্রমিক ব্যয় হ্রাস সেইভাবেই ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের অর্থ হইল ক্রমশঃই প্রতিটি সামগ্রী উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি।

সমানুপাত আয়ের নিয়ম—Law of Constant Return

কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিতে পারে যে উৎপাদনের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিলে উহার বৃদ্ধি ঘটে ঠিক সেই অনুপাতে যে অনুপাতে উৎপাদনে নিয়োজিত সঙ্গতির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। শ্রম ও পুঁজি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়, তিনগুণ বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। যে সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম ও পুঁজি বৃদ্ধি দ্বারা একদিকে উন্নততর ব্যবস্থাপনা ঘটে আবার অপর দিকে কোন না কোন কারণে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা ঘটে, সেক্ষেত্রে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস, এই দুইটির প্রবণতা পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি হইয়া সমানুপাত উৎপাদনে পরিণত হয়। মার্শাল বলেন "ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়মের ক্রিয়ায় যদি ভারসাম্য হয় তাহা হইলে আমরা সমানুপাত উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম পাই এবং বর্দ্ধিত আয় পাওয়া যায় ঠিক সমানুপাতে শ্রম ও ত্যাগ বৃদ্ধির দ্বারা"। ["If the actions of the laws of increasing and diminishing returns are balanced we have the law of constant return and an increased produce is obtained by labour and sacrifice increased just in proportion."—Marshall.] এস্থলেও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সমানুপাত উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থই হইল উৎপাদনের পরিমাণ যতই বর্দ্ধিত করা হউক প্রতিটি মাত্রা উৎপাদনের খরচা অপরিবর্ত্তিতই থাকে। ব্যয় দ্বিগুণ করিয়া উৎপাদন যদি হয় দ্বিগুণ বা ব্যয় তিনগুণ করিয়া উৎপাদন যদি হয় তিনগুণ তাহা হইলে প্রতিটি সামগ্রীর উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধিও পায় না, হ্রাসও পায় না।

Questions & Hints

1. "The key to the understanding of modern industrial organisation is to be found in the idea of co-operation." Discuss the statement (B. A. 1947) Explain how co-operation is the idea upon which modern industrial organisation has been based. (B. A. 1949) Show how modern industrial organisation is based upon specialisation as well as co-operation. (B. A. 1951.) [পৃঃ ১৫০—৫২]

2. Discuss the merits and demerits of divison of labour, and of the modern industrial organisation based upon it. (Cal. B. A. 1933) [পৃঃ ১৫২—১৫৫]

3. Division of labour is limited by the extent of the market. Discuss (B. A. 1945) [পৃঃ ১৫৫—১৫৬]

4. In the short run, labour and capital are competitive; in the long run, they are complementary. (B. A. 1932) [পৃঃ ১৫৮—৫৯]

5. Examine the influence of inventions and improvements in machinery on (a) wages of labour and (b) economic progress in general. (B. A. 1937 ; B. Com. 1944) [পৃঃ ১৫৭ – ৫৯]

6. What are the influences which have brought about the concentration of industries in particular localities? Indicate the chief advantages of such concentration. (B.Com. 1937) [পৃঃ ১৫৯—৬২]

7. Examine the causes that lead to the expansion of business units (B. A. 1936) Explain and illustrate what you understand by internal and external economies (B. A. 1951) [পৃঃ ১৬৫—৬৮]

8. In what circumstances is small scale production more economical than large scale production? (B. Com. 1938) On what ground has it been held that the small firm has advantages of its own to set against the obvious economies of large scale production? (B. Com. 1942 ; 1951) Why does small scale production still persist in many industries? (B. A. 1940) [পৃঃ ১৬৯—৭০]

9. Discuss the factors determining the size of business units (B. A. 1955) [পৃষ্ঠা ১৭০—৭২]

10. Carefully examine the effect of increasing the volume of production on the cost of production. (B. Com. 1949) Explain why in industries an increase in the volume of production whether in the single firm or in the trade usually brings with it a decreased cost of production per unit? (B. Com. 1945) [পৃঃ ১৭২—৭৪ ; ১৬৮]

11. State and explain the laws of increasing, diminishing and constant returns. Examine the effects on costs of an increase in the volume of steel production. (B. Com. 1937) [পৃঃ ১৭২—৭৪ ; ১৭৫—৭৬ ; ১৭৯]

12. Explain the conditions which lead to the operation of the law diminishing return. Is this law compatible with economies of large scale production? (B. Com. 1951) [পৃঃ ১৭৪—৭৬]

দ্বাদশ অধ্যায়

যোগান ও উৎপাদন খরচা

Supply and Cost of Production

যোগানের অর্থ—Meaning of Supply

যোগান বলিতে বুঝায়, একটি সামগ্রীর একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যাহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে। বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্য না থাকিলে অর্থনীতিতে উহা যোগানের পর্য্যায়ভূক্ত হইবে না। কেহ যদি কোন সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করে তাহা হইলে সামগ্রীর বিতরিত পরিমাণকে যোগান বলা হইবে না। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কোন একটি সামগ্রীর কত পরিমাণ বাজারে বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হইবে তাহা উহার দামের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে; দাম-নিরপেক্ষ ভাবে যোগান নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। সেইজন্য যোগান বলিতে বুঝায় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দামে একটি সামগ্রীর একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সরবরাহ। ওয়াকার বলেন "যোগান বলিতে বুঝায় একটি নির্দ্দিষ্ট সামগ্রীর সেই পরিমাণ যাহা একটি নির্দ্দিষ্ট দামে লভ্য হইতে পারে।" ["Supply means the quantity of a given article which could be had at a given price"—Walker] বেনহাম্ যোগান বিষয়টির মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের হিসাব যোগ করিয়াছেন—এক একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন একটি সামগ্রীর এক এক প্রকার যোগান হইতে পারে; অবশ্য যোগানের সহিত দামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও তিনি প্রদর্শন করেন। বেনহামের ভাষায় যোগান হইল "একটি নির্দ্দিষ্ট কালপিছু বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত পরিমাণ" ["Amount offered for sale per unit of time") এবং "এই অর্থে যোগান বলিতে বুঝায় একটি নির্দ্দিষ্ট দামে যোগান, কারণ 'একটি দামে যে পরিমাণ বিক্রয়ার্থে উপস্থাপিত হইবে অপর একটি দামে হয়তো তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপস্থাপিত হইবে।"

যোগানের নিয়ম—Law of Supply

যোগানের সহিত দামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যোগানের সংজ্ঞার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু এই সম্পর্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে "যোগানের নিয়ম" (Law of supply); যোগানের সহিত দামের সম্পর্ক হইল প্রত্যক্ষ—অর্থাৎ সামগ্রীর দাম যেদিকে যায়

উহার যোগানও যায় সেই দিকে। চাহিদার পিছনে যেরূপ 'প্রয়োজনীয়তা' (utility) ক্রিয়া করে, যোগানের পিছনে সেইরূপ ক্রিয়া করে লাভের আকাঙ্খা বা সম্ভাবনা। লাভ লোকসানের সম্ভাবনা আবার নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর দাম এবং উৎপাদন খরচার উপর। দাম এবং উৎপাদন খরচার মধ্যে যে পার্থক্য, অর্থাৎ উৎপাদন খরচার উপর দামের যে আধিক্য, তাহাই হইল উৎপাদনের লাভ। উৎপাদনের খরচা যদি সমানই থাকে (এবং উৎপাদন খরচার পরিবর্ত্তন সময় সাপেক্ষ) তাহা হইলে দামের বৃদ্ধির দ্বারা মুনাফার বৃদ্ধি ঘটিবে এবং দামের হ্রাসের দ্বারা মুনাফার হ্রাস ঘটিবে এমনকি লোকসানের সম্ভাবনাও দেখা দিবে। সুতরাং ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে দাম বৃদ্ধি পাইলে লাভের সম্ভাবনায় যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম হ্রাস পাইলে লোকসানের সম্ভাবনায়, অন্ততঃ পূর্ব্বাপেক্ষা লাভ হ্রাসের কারণে, যোগান হ্রাস পাইবে। এই স্বতঃসিদ্ধ তথ্যটুকুই অর্থনীতিতে যোগানের নিয়মরূপে পরিচিত। "একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দ্দিষ্ট বাজারে কোন একটি সামগ্রীর যে পরিমাণটুকু লোকে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিবে উহা দামের পরিবর্ত্তনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে"। (ফেয়ার চাইল্ড)

যোগান দাম—Supply Price

কোন একটি সামগ্রীর একমাত্রা যোগানের জন্য যে দাম যোগদানকারী অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবে—যে দাম না পাইলে সামগ্রীটির ঐ মাত্রা যোগান করা হইবে না তাহা হইল সামগ্রীর যোগান দাম। সহজেই অনুমান করা যায় যে একটি সামগ্রীর কোন একটি মাত্রা উৎপাদন করিতে যে ব্যয় হইয়াছে সেই ব্যয় অনুযায়ী ঐ সামগ্রীর ঐ মাত্রাটির যোগান দাম নির্দ্ধারিত করা হয় অবশ্য যে দামে বাস্তবক্ষেত্রে সামগ্রীটি বিক্রীত হয় তাহা যোগান দামেরই সমান হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই।

যোগান তালিকা—Supply Schedule

কোন একটি সামগ্রীর বিভিন্ন পরিমাণের জন্য বিভিন্ন যোগান দাম থাকিতে বাধ্য। দাম অনুযায়ী যোগানের পরিবর্ত্তনের এই অনিবার্য্যতা যোগানের সংজ্ঞার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে এবং যোগানের নিয়মের দ্বারাই ইহা প্রকটিত হইতেছে। দাম যত বৃদ্ধি পায় মুনাফার ততই বৃদ্ধি ঘটে এবং যোগানেরও সেই কারণে বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে ; সুতরাং সাধারণতঃ দামের যতই বৃদ্ধি হইবে যোগানের ততই বৃদ্ধি ঘটিবে। দামের হ্রাস হইলে ঠিক ইহার বিপরীত ফল ফলিবে। অতএব একই সামগ্রীর যত বিভিন্ন দাম থাকিতে পারে ঐ বিভিন্ন দামের সহিত সমতাভোগী ততই উহার বিভিন্ন

পরিমাণ যোগান ঘটিবে। অর্থাৎ একটি সামগ্রীর যত বিভিন্ন দাম আমরা কল্পনা করিতে পারি তাহাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে যোগান হইবে এক এক প্রকার। সুতরাং একই সামগ্রীর এক এক প্রকার দামে উহার যোগান কি প্রকার হইবে তাহা প্রদর্শন করিয়া একটি তালিকা প্রণয়ন করা চলে। ইহার নাম যোগান তালিকা। যোগান-তালিকা বলিতে বুঝায় কোন একটি সামগ্রীর বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন যোগান হয় বা হইতে পারে সেই দাম ও সেই যোগানের হিসাব সমন্বিত তালিকা। যথা,

বস্ত্রের দাম যখন ৪৲ টাকা তখন যোগান ৩০০০ হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ৬৲ টাকা তখন যোগান ৭০০০ হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ৮৲ টাকা তখন যোগান ১২০০০ হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ১০৲ টাকা তখন যোগান ১৭০০০ হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ১৩৲ টাকা তখন যোগান ২৫০০০ হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ১৬৲ টাকা তখন যোগান ৩৫০০০ হইবে
বস্ত্রের দাম যখন ২০৲ টাকা তখন যোগান ৬০,০০০ হইবে

যোগান রেখা (Supply Curve)—দামের পরিবর্ত্তনের সহিত যোগানের পরিবর্ত্তনের প্রবণতা যোগান রেখার আকারে অঙ্কিত হইয়া থাকে।



দাম যদি হয় **ক১ট** তাহা হইলে যোগান হইবে **খট,** দাম যদি **ক২ঠ** হয় তাহা হইলে যোগান হইবে **খঠ,** দাম যদি **ক৩ড** হয় যোগান হইবে **খড**।

দামের সহিত যোগানের এই পরিবর্ত্তন-যোগ্যতাকে বিচার করিয়া কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ যোগান বলিতে যোগান তালিকাকেই বুঝাইয়াছেন। যথা ফেয়ার-চাইল্ড প্রমুখ অর্থনীতিবিদত্রয় যোগানের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন: "সকল সম্ভাবিত দামে কোন একটি সামগ্রীর যে যথাক্রমিক পরিমাণসমূহ লোকে বিক্রয়ের জন্য

উপস্থাপিত করিতে প্রস্তুত থাকে তাহার তালিকা হইল ঐ সামগ্রীর যোগান"। ["The supply of any goods is a schedule of the respective quantities of that goods which people are ready to offer for sale at all possible prices"—Fairchild.]

যোগানের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা—Elasticity of Supply

যোগানের নিয়ম শুধু ব্যক্ত করে যে দামের পরিবর্ত্তনের সহিত যোগানের সমমুখী পরিবর্ত্তন ঘটে ; কিন্তু চাহিদার যেরূপ সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা (Elasticity) আছে যোগানেরও সেরূপ সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা থাকিতে পারে। কোন কোন সামগ্রীর ক্ষেত্রে দামের একটি নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের দ্বারা যোগানের পরিবর্ত্তন ঘটে খুবই অল্প ; আবার কোন সামগ্রীর ক্ষেত্রে দামের একটি নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন যোগানের খুবই অধিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে। দামের নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের সহিত যোগানের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার ব্যাপকতাই হইল যোগানের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা। সকল সামগ্রীর যোগানের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা একইরূপ হয় না ; কোনটীর ক্ষেত্রে সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা হয় অধিক আবার কোনটির ক্ষেত্রে অল্প।

একটি সামগ্রীর দাম যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় (বা হ্রাস পায়) ঠিক সেই অনুপাতেই যদি উহার যোগান বৃদ্ধি পায় (অথবা হ্রাস পায়) তাহা হইলে বলা হয় সামগ্রীটির যোগানের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা না-অধিক-না-অল্প অর্থাৎ ইহা সমহার বিশিষ্ট (Elasticity of supply is unity)। যথা একটি কলমের দাম যদি শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং উহার যোগানও যদি বৃদ্ধি পায় ঠিক শতকরা ২৫ ভাগ তাহা হইলে সামগ্রীটির যোগানের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা সমহার বিশিষ্টরূপে গণ্য হইবে।

দাম যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় (অথবা হ্রাস পায়) যোগান যদি তাহা অপেক্ষা অধিক অনুপাতে বৃদ্ধি পায় (অথবা হ্রাস পায়) তাহা হইলে বলা যায় যে সামগ্রীটির যোগান হইল সঙ্কোচ প্রসারক্ষম (Supply is elastic) ; যথা একটি কলমের দাম যদি শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং উহার যোগান বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩০ ভাগ তাহা হইলে উহার যোগানকে সঙ্কোচ প্রসারক্ষম রূপে গণ্য করা হইবে।

অপর পক্ষে যে অনুপাতে দাম বৃদ্ধি পায় (বা হ্রাস পায়) যোগান যদি তাহা অপেক্ষা কম অনুপাতে বৃদ্ধি পায় (বা হ্রাস পায়) তাহা হইলে বলা যায় যে সামগ্রীটির যোগান হইল সঙ্কোচ প্রসার বিহীন (Supply is inelastic) ; যথা কলমের দাম যদি শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৫ ভাগ তাহা হইলে উহার চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন রূপে গণ্য করা হইবে।

যে সকল সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি অধিক অংশ গ্রহণ করে সেই সকল সামগ্রীর যোগান সঙ্কোচ প্রসার বিহীন এবং যে সকল সামগ্রীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের সংগঠনী প্রতিভা অধিক ক্রিয়াশীল সেই সকল সামগ্রীর যোগান সঙ্কোচ প্রসার-ক্ষম। আর একভাবে বলিতে গেলে, সেইরূপ সামগ্রীর যোগান সঙ্কোচ প্রসার বিহীন যে সামগ্রীর উৎপাদনে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম (Law of diminishing returns) ক্রিয়া করে, যথা খনিজ সামগ্রী, কৃষি সামগ্রী ইত্যাদি ; এবং যে সকল সামগ্রীর ক্ষেত্রে ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম (Law of increasing returns) ক্রিয়া করে সে সকল সামগ্রীর যোগান সঙ্কোচ প্রসারক্ষম, যথা কলম, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্প সামগ্রীর। আবার অতিক্রমনীয় সময়ানুযায়ী একই সামগ্রীর যোগান এক সময়ে সঙ্কোচ প্রসার বিহীন এবং অপর এক সময়ে সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হইতে পারে। যথা এই বৎসর বাজারে আমের দাম বৃদ্ধি পাইলে যে পরিমাণ আম ফলিয়াছে তাহার উপর যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে এমন কি দুই চারি বৎসরের জন্যও যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু এই দাম বৃদ্ধি যদি অধিককাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে অন্য বৃক্ষের পরিবর্তে আম বৃক্ষ রোপণের প্রসার হইবে, ফলে ভবিষ্যতে আমের যোগান বৃদ্ধি পাইবে। অনুরূপভাবে একাধিক সামগ্রী আছে, বিশেষ করিয়া শিল্প সামগ্রী, যে গুলির দাম বৃদ্ধি হইলে অতি অল্প কালের মধ্যেই যোগান সবিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ এক সময় আসিবে যখন উহার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়াশীল হইবে (শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম কোন না কোন সময়ে ক্রিয়াশীল হইতে পারে) এবং তখন ঐ সামগ্রীর যোগান হইবে সঙ্কোচ প্রসার বিহীন।

উৎপাদন খরচা—Cost of Production

চাহিদার পিছনে যেরূপ ক্রিয়া করে প্রয়োজনীয়তা যোগানের পিছনে সেরূপ ক্রিয়া করে উৎপাদন খরচা। প্রত্যেক সামগ্রীর কিছু না কিছু উৎপাদন খরচা আছে বলিয়াই সামগ্রীর যোগান সীমাবদ্ধ; এবং সাধারণতঃ উৎপাদনের খরচা হিসাব করিয়াই উৎপাদনকারী তাহার সামগ্রীর দাম আদায় করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকে। সামগ্রীর দাম এবং উহার উৎপাদন খরচার মধ্যে সেই কারণে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যে একাধিক বিষয়ে জটিলতাও রহিয়াছে। এরূপ অর্থনৈতিক অবস্থা যখন ছিল যে উৎপাদনকারীগণ খরিদ্দারের বরাত (order) গ্রহণ করিয়া তবে সামগ্রী উৎপাদন করিত তখন সামগ্রীর দামের সহিত উৎপাদন খরচার সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ ; উৎপাদন

খরচা হিসাব করিয়া সামগ্রী উৎপাদন করা পোষাইবে কিনা এবং কি দামে বিক্রয় হইলে উহা পোষাইবে তাহা বিচার করিয়া তবেই উৎপাদনকার্য্য সম্পন্ন হইত। বর্ত্তমানে উৎপাদন হইয়া থাকে খরিদ্দারের পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী নহে, বহুসংখ্যক খরিদ্দারের একত্রিত চাহিদার আশায় অর্থাৎ সাধারণ বাজারের উদ্দেশ্যে একটি আনুমানিক চাহিদার হিসাব করিয়াই উৎপাদন করা হয়; পরে এই আনুমানিক চাহিদা উপলব্ধির জন্য উৎপাদনকারী সচেষ্ট হয় (অর্থাৎ আনুমানিক চাহিদা যাহাতে সত্যে পরিণত হয়)। কিন্তু বাস্তব চাহিদা যে আনুমানিক চাহিদার সমান হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

সুতরাং উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় সম্পর্কিত বিবেচনাকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি—অব্যবহিত ও দূরবর্ত্তী বিবেচনা (Immediate and remote sales considerations)। যে সামগ্রী পূর্ব্বেই উৎপাদিত হইয়া মজুত অবস্থায় রহিয়াছে তাহাদের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে অব্যবহিত বিবেচনার সম্মুখীন হইতে হয়। এই বিবেচনার তাৎপর্য্য হইল উৎপাদন কার্য্য যখন সম্পন্ন হইয়াছে তখন উৎপাদন খরচা যাহা হইবার তাহা পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। ইহাদের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচার নীচে সামগ্রীর দাম যে কমিতে পারিবে না এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। উহা নির্ভর করিবে তৎকালীন চাহিদার উপর এবং ব্যবসায়ীর প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইবে কি ভাবে ঐ সামগ্রীগুলি হইতে অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এক্ষেত্রে খরচা উসুল করিবার জন্য প্রয়াস হইবে বটে কিন্তু খরচা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে এবং উহা উসুল না হইলেও সামগ্রী বিক্রীত হইতে পারে।

কিন্তু উৎপাদন খরচা হইতে কম দামে সামগ্রী বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীগণ অধিককাল ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। কোন ব্যবসায়ী যদি ক্রমাগতই উৎপাদন খরচা হইতে কম দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে তাহাকে ক্রমাগতই লোকসান সহ্য করিতে হইবে এবং উৎপাদক উপাদানগুলির পারিশ্রমিক সংগ্রহ করা এক সময়ে তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে দূরবর্ত্তী বিবেচনার প্রয়োজন হয়। দূরবর্ত্তী সময়ের বিবেচনা করিলে উৎপাদন খরচাকে বিবেচনা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এক্ষেত্রে উৎপাদন খরচা হইল নিম্নতম সীমা; দাম যদি উহা অপেক্ষা নিম্নগামী হয় তাহা হইলে এক সময়ে উহার যোগান হ্রাস পাইতে বাধ্য। উৎপাদনকারীদিগের মধ্যে যখন নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে তখন উৎপাদন খরচার দ্বারা সামগ্রীর দামের উর্দ্ধতম সীমাও নির্দ্ধারিত হয়। দাম যদি উৎপাদন খরচার উপরে থাকে তাহা হইলে এই উপরিটুকু লাভের জন্য বহুসংখ্যক

ব্যবসায়ী সচেষ্ট হইবে এবং যোগান বৃদ্ধি করিবে। এইরূপ যোগান বৃদ্ধির দরুণ দাম কমিয়া উৎপাদন খরচার সহিত সমান হইবে।

কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দামের সহিত যে উৎপাদন খরচার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে সেই উৎপাদন খরচা অতীতের উৎপাদন খরচা না হইয়া ভবিষ্যতের উৎপাদন খরচাও হইতে পারে। ভবিষ্যতে যদি কোন কারণে উৎপাদন খরচা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমানে যাহাদের হাতে উৎপাদিত মাল মজুত রহিয়াছে তাহারা জানিবে যে অনুরূপ সামগ্রী কম উৎপাদন খরচায় যোগান হইবে সুতরাং ঐরূপ কম দামে বর্ত্তমানের সামগ্রীও বিক্রয় করিতে তাহারা প্রণোদিত হইবে। কম খরচায় উৎপাদিত সামগ্রী বাজারে যোগান আসিবার সম্ভাবনা যত বৃদ্ধি পাইবে এবং সময় যত আগাইয়া আসিবে অতীতের উৎপাদিত সামগ্রী ততই কম দামে বিক্রীত হইতে সুরু হইবে। অপর পক্ষে যদি কোন কারণে প্রত্যাশা করা হয় যে কোন একটি সামগ্রীর উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যাহাদের হাতে মাল মজুত রহিয়াছে তাহাদের উৎপাদন খরচা কম হইয়া থাকিলেও উৎপাদিত সামগ্রী অধিক দামে বিক্রীত হইবে কারণ বর্ত্তমানের উৎপাদনকারীগণ সচেতন থাকিবে যে ভবিষ্যতে কোন উৎপাদনকারী পূর্ব্বেকার উৎপাদন খরচায় উৎপাদন করিয়া এবং সেই অনুপাতে যোগান বৃদ্ধি করিয়া প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং দীর্ঘ সময়ের দিক হইতে যে উৎপাদন খরচা দ্বারা দাম নির্দ্ধারিত হয় সেই উৎপাদন খরচা বহু ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত উৎপাদন খরচা, পূর্ব্বেই নির্ব্বাহিত খরচা নহে।

উৎপাদন খরচার প্রকার ভেদ—Classification of Cost of Production

উৎপাদন খরচা বলিতে শুধু এক ধরণের খরচাই বুঝায় না, বিভিন্ন প্রকার খরচার সংমিশ্রণে উৎপাদন খরচার হিসাব হইয়া থাকে। একাধিক বিষয় হইতে বিচার করিয়া এই বিভিন্ন প্রকার খরচার মধ্যে অর্থনীতিবিদ্‌গণ পার্থক্য রেখা অঙ্কন করিয়াছেন।

(১) **স্থিতি খরচা ও চল্‌তি খরচা** (Supplementary or overhead and Prime or variable cost)—কারবারের মধ্যে কতিপয় খরচা আছে যেগুলি প্রারম্ভিক অথচ দীর্ঘস্থায়ী, যে খরচা উৎপাদিত সকল সামগ্রীগুলিকেই বহন করিতে হইবে অথচ উৎপাদন সাময়িক ভাবে বন্ধ হইলেও যে খরচা থামিয়া যাইবে না। কারখানা গৃহের খাজনা, পুঁজির সুদ, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন, যন্ত্রপাতি ঠিক

নিখুঁতভাবে বজায় রাখিবার খরচা, বীমা করা থাকিলে উহার প্রিমিয়াম, সরকারকে প্রদেয় কয়েক প্রকারের কর প্রভৃতি খরচাগুলি হইল এই পর্য্যায়ের। কারখানা যদি চালু অবস্থায় থাকে অর্থাৎ কারখানায় যদি উৎপাদন কার্য্য যথারীতি চলিতে থাকে তাহা হইলে আলোচ্য খরচাগুলি হইতে থাকিবে; আবার যদি কোন কারণে সাময়িকভাবে উৎপাদন থামিয়া যায় তাহা হইলেও এই ধরণের খরচাগুলি নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে হইবে। এই খরচাকে বলা হয় স্থিতি খরচা (Supplementary cost)। অপর পক্ষে কতিপয় খরচা আছে যেগুলি উৎপাদন চালু থাকিলে তবেই বহন করিবার প্রয়োজন হয়। উৎপাদন থামিয়া গেলেই এই খরচা করিবার আর প্রয়োজন থাকে না। এই ধরণের খরচাকে চলতি খরচা (prime cost) বলা হয়। এই খরচা উৎপাদন চলিলেই চলিবে, উৎপাদন থামিলেই থামিবে। যথা কাঁচামাল ক্রয়ের খরচা এবং যখন ইচ্ছা নিয়োগ করা যায় এবং যখন ইচ্ছা ছাড়াইয়া দেওয়া যায় এইরূপ শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাবদ খরচা। স্থিতি খরচা ও চল্‌তি খরচা—এই দুই পর্য্যায়ের খরচার একত্রিত যোগফল হইল মোট খরচা। এই দুইটির একত্রিত যোগফল যে দামের দ্বারা উসুল করা যায় সেই দামকে মার্শাল যথোচিত দাম (sufficient price) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং যথোচিত দাম বলিতে বুঝাইয়াছেন সেই দাম "যাহা শুধু মাত্র বিশেষ, প্রত্যক্ষ বা চল্‌তি খরচাই উসুল করিবে না, পরন্তু কারবারে সাধারণ ব্যয়ের ন্যায্য অংশও বহন করিবে এবং এই গুলিকে (সাধারণ ব্যয়গুলিকে) আমরা ইহার স্থিতি খরচারূপে অভিহিত করিতে পারি। যুক্তভাবে এই দুইটি বিষয় হইল মোট খরচা।" আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ Supplementary cost ও Prime cost এই নাম দুইটির পরিবর্ত্তন করিয়া স্থায়ী খরচা (Fixed cost or overhead cost) এবং পরিবর্ত্তনশীল খরচা (variable cost) এই শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে খরচাগুলি উৎপাদনের পরিমাণের সহিত পরিবর্ত্তনশীল সেইগুলি হইল পরিবর্ত্তনশীল খরচা (variable cost) এবং যে খরচাগুলি উৎপাদনের পরিমাণ নিরপেক্ষভাবে স্থায়ী, সেইগুলি হইল স্থায়ী খরচা (Fixed or overhead cost); অবশ্য এই দুই পর্য্যায়ের খরচার মধ্যে সঠিক ও চূড়ান্ত সীমারেখা অঙ্কন করা যে সম্ভব নহে তাহা মার্শাল এবং আধুনিক সকল অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেন।

(২) **মোট খরচ, গড় খরচ ও প্রান্তিক্ খরচ** (Total cost, Average cost and Marginal cost)—উৎপাদনকারী কোন একটি সামগ্রীর মোট যত পরিমাণ উৎপাদন করে উহা উৎপাদনে সর্ব্বসাকল্যে যত খরচা হইয়াছে তাহা হইল মোট

উৎপাদন খরচা (Total cost of production)। এই মোট উৎপাদন খরচাকে উৎপাদনের মোট পরিমাণের দ্বারা বিভক্ত করিলে ভাগফল যাহা হইবে তাহাই হইল সামগ্রীটির প্রতিমাত্রা (per unit) উৎপাদন খরচ এবং এই মাত্রা পিছু উৎপাদন খরচের নাম হইল গড় খরচ (Average cost)। ধরা যাউক এক জন উৎপাদনকারী ৩০০০ বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছে এবং এই মোট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য তাহার সর্ব্ব সাকল্যে খরচ হইয়াছে ৬০০০৲ টাকা, এক্ষেত্রে ৬০০০৲ ÷ ৩০০০ = ২৲ টাকা হইল গড় খরচ। কিন্তু গড় খরচ ব্যতীত আর একটি খরচ আছে যাহার নাম হইল প্রান্তিক্ খরচ (Marginal cost); খরচ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনকারী উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস করিতে পারে; পূর্ব্বে যে পরিমাণ উৎপাদন হইত তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ উৎপাদনের যখন প্রয়াস করা হইবে তখন মোট উৎপাদন ঠিক যত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে তাহাকে প্রান্তিক্ উৎপাদন (Marginal production) রূপে গণ্য করা হইবে। ঠিক এই প্রান্তিক্ উৎপাদন টুকুর জন্য যে বাড়তি খরচটুকু করা হইয়াছে তাহাই হইবে প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচ (Marginal cost of production)। নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে মোট উৎপাদন খরচ যে হারে বৃদ্ধি পায় তাহাই হইবে প্রান্তিক্ খরচ। যথা উৎপাদনকারী পূর্ব্বে ৬০০০৲ টাকায় ৩০০০ বস্ত্র উৎপাদন করিত এক্ষণে হয়তো সে ৩০০১ খানি বস্ত্র উৎপাদন করিল এবং তাহার মোট উৎপাদন খরচ হইল ৬০০১৸০, সুতরাং প্রান্তিক্ উৎপাদন হইল ১ এবং প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচ হইল ১৸০।

অনেক সময়ে প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচের সহিত প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তার সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হয়; এই সাদৃশ্য যে কিছু পরিমাণে নাই তাহা নহে। কিন্তু প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা (Marginal utility) একই সামগ্রীর অধিক ভোগের সহিত ক্রমশঃই কমিয়া আসে। অপর পক্ষে একই সামগ্রীর অধিক উৎপাদনের সহিত প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচা যে কমিয়া আসিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে একটি নিয়ম আছে—ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস (Diminishing utility) কিন্তু উৎপাদন খরচের ক্ষেত্রে তিন প্রকার নিয়ম থাকিতে পারে, উৎপাদন খরচ হ্রাস, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং সমপরিমাণ উৎপাদন খরচ। এই হ্রাস বৃদ্ধি ও সমতা গড় খরচের হিসাবেই প্রথমে হিসাব করিতে হইবে এবং পূর্ব্বের প্রান্তিক্ খরচের সহিত তুলনা করিতে হইবে। একটি সামগ্রীর একমাত্রা অধিক উৎপাদন করিলে ঐ বাড়তি মাত্রাটুকুর উৎপাদন খরচ (Marginal) পূর্ব্বেকার প্রতিমাত্রা খরচ অপেক্ষা অধিক হইতেও পারে অল্প হইতেও পারে অথবা উহার সহিত সমান থাকিতে

পারে। উহা ঠিক কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে কোন নিয়ম ক্রিয়া করিবে তাহার উপর,—ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম না ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম না সমপরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম।

মুদ্রা খরচ, প্রকৃত খরচ ও সুযোগ খরচ (Money cost, Real cost and Opportunity cost)—একটি সামগ্রী মোট যত পরিমাণ উৎপাদন করা হইয়াছে তাহার উৎপাদক উপাদান ও উপকরণের জন্য মোট যত পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে তাহা হইল ঐ সামগ্রীর ঐ পরিমাণ উৎপাদনের মুদ্রা খরচ (Money cost)। অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন যে মুদ্রা খরচের অন্তরালে আর একপ্রকার খরচ রহিয়াছে এবং উহার নাম হইল প্রকৃত খরচ (Real cost)। "সামগ্রীটির উৎপাদনে বহু প্রকারের শ্রম এবং বিভিন্ন আকারের পুঁজির যে প্রয়োজন হইবে, ইহা আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যত প্রকারের শ্রম ইহার উৎপাদনে নিয়োজিত হয় তাহার দরুণ মেহনৎ; ইহার উৎপাদনে নিয়োজিত পুঁজির সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন ভোগ সংযম (Abstinance) বা অপেক্ষা (Waiting), এই সকল প্রচেষ্টা ও ত্যাগের সমন্বয়কে উৎপাদনের প্রকৃত খরচরূপে অভিহিত করা যায়" (মার্শাল)। একটি উৎপাদক উপাদান কোন একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদন না করিয়া যদি অপর কোন একটি সামগ্রী উৎপাদন করিত তাহা হইলে ঐ অপর সামগ্রীটি হইতে সে যে উপার্জ্জন করিতে পারিত অন্ততঃ সেই পরিমাণ অর্থ তাহাকে প্রদান করিতেই হইবে। অপর সে সামগ্রীর উৎপাদনে নিয়োজিত হইবার সুযোগ আছে সেই সামগ্রীর উৎপাদনে নিয়োজিত না হইয়া উৎপাদক উৎপাদানগুলি যাহাতে এই সামগ্রীর উৎপাদনে আকৃষ্ট হয় তাহার জন্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে যে পারিশ্রমিক দিতে হইবে তাহা হইবে সুযোগ খরচ (Opportunity cost)।

Questions & Hints

1. Name four articles which you consider to be inelastic in supply. Give reasons in each case. (B. A. 1943) Name two articles which are inelastic in supply. Give reasons. (B. A. 1946) [পৃঃ ১৮৪—৮৫]

2. Examine the influences on the side of supply that determine value and show that the term "cost of production" bears more than one interpretation. (B. Com. 1945) [১৮৫—৮৮]

3. Distinguish between prime cost and tolal cost of production (B.A. 1940 ; B. Com. 1942) [পৃঃ ১৮৭—৮৮]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মূল্য তত্ত্বঃ বাজার ও প্রতিযোগিতা

Theory of Value : Market and Competition

বাজারের অর্থ—Meaning of Market

সাধারণতঃ বাজার বলিতে বুঝায় একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান যেখানে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সামগ্রী উপস্থাপিত হয় এবং ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতা উপস্থিত হয়; কিন্তু সামগ্রী ব্যতীতও একাধিক বিষয় আছে যেগুলি 'সম্পত্তি' পর্য্যায়ভুক্ত, যেগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া আসা এবং নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নয় অথচ যেগুলির ক্রয় বিক্রয় ঘটিয়া থাকে। আবার বহুবিধ সামগ্রী আছে যেগুলির ক্রেতা ও বিক্রেতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া থাকিতে পারে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীর অস্তিত্ব থাকিলেও ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের সম্মুখীন হয় না, উহাদের পারস্পরিক সংযোগ ঘটিতে পারে পত্রে, তারে বা বেতারে অথবা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ী বা দালালের মারফৎ। অথচ ইহাদের সকলের ক্ষেত্রেই বাজারের অস্তিত্ব আছে,—যে বাজারে সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় অবিরতই ঘটিয়া থাকে ও যাহারা ক্রয় বিক্রয় করে অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ নিজদিগের মধ্যে নিয়তই প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং "বাজার বলিতে কোন স্থানকে বুঝায় না, ইহার দ্বারা বুঝায় একটি বা একাধিক সামগ্রী এবং উহার ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ যাহারা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে।" [" Market refers not to a place but to commodity or commodities and buyers and sellers of the same who are in direct competition with one another. "—Chapman] ক্রেতা বা বিক্রেতাগণ পরস্পরের নিকট হইতে যতদূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করুক না কেন ঐ সমগ্র স্থানকে নির্দ্দিষ্ট এলাকা বলিয়া গণ্য করা হইলে এবং পরোক্ষভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংযোগ ঘটিলেও উহাকে প্রয়োজনীয় সংযোগ রূপে গণ্য করিলে বাজারের সংজ্ঞা প্রদান করা যায় এই বলিয়া যে "বাজার হইল এইরূপ একটি অঞ্চল যেখানে ক্রেতাগণ এবং বিক্রেতাগণ প্রত্যক্ষভাবে অথবা ব্যাপারীদিগের মাধ্যমে পরস্পরের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সংযোগে আবদ্ধ যে বাজারের একাংশে যে দাম পাওয়া যাইবে তাহা অপর যে কোন অংশে

প্রদেয় দামকে স্পর্শ করিবে।" ("Any area over which buyers and sellers are in such close touch with one anther, either directly or through dealers, that the prices obtainable in one part of the market affect the prices paid in other parts."—Benham)

বিস্তৃত বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা—Conditions for Wide Market

ক্রেতা ও বিক্রেতার অবস্থানের দূরত্বকে যদি বাজারের এলাকা বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন সামগ্রীর বাজার ক্ষুদ্র এলাকায় সীমাবদ্ধ আবার কোন সামগ্রীর বাজার বহু দূরবর্তী স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত। বাজারের এই বিস্তৃতি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর প্রকৃতি বা কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উপর ঃ

(১) বিস্তৃত চাহিদা (wide demand)—কোন সামগ্রীর বাজারের বহু দূরবর্তী স্থান ব্যাপিয়া অস্তিত্ব থাকিতে পারে যদি সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটির চাহিদা হয় বিস্তৃত ; যে সামগ্রীটির চাহিদা উৎপাদন কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানের মধ্যেই নিবদ্ধ সে সামগ্রীর দূরবর্তী বাজার থাকিতে পারে না।

(২) স্থানান্তর যোগ্যতা (Portability)—এক স্থান হইতে অপর স্থানে যে সামগ্রীকে সহজেই প্রেরণ করা যায় সেই সামগ্রীর বিস্তৃত বাজার থাকিতে পারে। ভোগের জন্য নির্দ্ধারিত সামগ্রী ভোগস্থানে উপনীত হওয়া প্রয়োজন এবং উহার জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর সহজ গতিশীল বা স্থানান্তর যোগ্যতা। স্থানান্তর যোগ্যতা শুধু স্থানান্তর করণের সম্ভাবনার মধ্যেই নিহিত নহে উহা সামগ্রীর বহন খরচার উপরেও নির্ভরশীল। বহন খরচাও (cost of transport) আবার সামগ্রীটির মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য। কোন সামগ্রীর বহন খরচা যদি উহার মূল্যের তুলনায় অধিক হয় তাহা হইলে দূরবর্তী স্থান হইত উহা ক্রয় করিয়া আনিয়া ক্রেতা লাভবান হইতে পারে না ; ঐরূপ প্রচেষ্টা না করিয়া ক্রেতা উহা নিকটবর্তী স্থান হইতেই সংগ্রহ করিবে।

(৩) স্থায়িত্ব (Durability)—মূল্য ও বহন খরচার আনুপাতিক বিচারে যদি কোন সামগ্রীর স্থানান্তর যোগ্যতা আছে বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলেও উহার বিস্তৃত বাজার থাকা অবশ্যম্ভাবী নহে ; উহার জন্য সামগ্রীটির স্থায়িত্বও অন্যতম প্রয়োজন। কালক্ষেপেও যে সামগ্রীর প্রকৃতি থাকিবে অপরিবর্ত্তিত দূরবর্তী স্থানে প্রেরণযোগ্যতা থাকিবে তাহার অধিক। শাকসজী, মাছ, দুধ প্রভৃতি সামগ্রীর

অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে গুণের অবনতি ঘটে এবং তদ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে ; ইহাদের বাজার বিস্তৃত হইতে পারে না।

(৪) শ্রেণী নির্দ্ধারণ ও নমুনাকরণ—(Grading and sampling)—একই সামগ্রী বিভিন্ন ধরণের বা বিভিন্ন গুণের উৎপাদিত হইতে পারে, যথা কয়লার মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণের কয়লা আছে। দূর অঞ্চলের ক্রেতা সামগ্রীর গুণ যাচাই না করিয়া কোন্ গুণের বা কি ধরণের সামগ্রী চাহে তাহা না বুঝিয়া উহা খরিদ করিতে পারিবে না অতএব একটি সামগ্রীর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা যায় ; এই শ্রেণী বিভাগ হইবে সামগ্রীর গুণানুযায়ী এবং এক এক শ্রেণীর এক একটি নাম থাকিতেও পারে। উৎপাদনকারী স্বয়ং অথবা তাহার পক্ষ হইতে কোন ব্যাপারী অথবা কোন সংসদ (Board or committee) এই গুণ নির্দ্ধারণের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। সামগ্রী স্বয়ং না দেখিয়াও এই গুণ নির্দ্ধারণের ভিত্তিতে ক্রেতা বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বরাত্ (order) দিতে পারে। উপরন্তু অনেক সামগ্রী আছে যাহার অল্প পরিমাণ, নমুনা হিসাবে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা যাইতে পারে যথা বস্ত্রের নমুনা ; এক্ষেত্রে খরিদ্দার ঐ নমুনা দেখিয়া সামগ্রীর বরাত (order) দিতে পারে। ইহাতে সামগ্রীর বাজার বিস্তৃত হয়।

নিখুঁত বাজার—Perfect Market

যখন কোন সামগ্রীর ক্রেতা এবং বিক্রেতা সামগ্রীটি কি দামে বিক্রীত হইতেছে এই সম্পর্কে সকল সময়ে সঠিক ভাবেই অবহিত থাকে, কোন বিক্রেতা কি দাম চাহিতেছে এবং কোন ক্রেতা কি দাম দিতেছে ইহা ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের প্রত্যেকেরই জ্ঞাত থাকে, যখন যে কোন ক্রেতা যে কোন বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারে এবং যে কোন বিক্রেতা যে কোন ক্রেতাকে বিক্রয় করিতে পারে তখন ঐ সামগ্রীর নিখুঁত বাজার আছে বলিয়া গণ্য করা হয়। উপরে চ্যাপম্যানের দ্বারা প্রদত্ত বাজারের যে সংজ্ঞা দেখিয়াছি তাহা শুধু এই নিখুঁত বাজারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কারণ ঐ সংজ্ঞার মধ্যে "প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার" উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

এইরূপ নিখুঁত বাজারের অর্থই হইল যে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটির জন্য নিখুঁত প্রতিযোগিতা (Perfect Competition) রহিয়াছে। নিখুঁত বাজারের অর্থই হইল নিখুঁত প্রতিযোগিতা। এই নিখুঁত প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া মেয়ার্স বলেন যে নিখুঁত প্রতিযোগিতার পরিস্থিতির জন্য দুইটি সর্ত্ত বা অবস্থা অপরিহার্য্য ঃ প্রথমতঃ, কোন্ বিক্রেতার নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করিতেছে

এ সম্পর্কে ক্রেতাদিগের কোন পছন্দ অপছন্দ নাই, যতক্ষণ বিভিন্ন বিক্রেতা একই সামগ্রীর জন্য একই দাম চাহিবে। যদি ক্রেতাগণ একজন বিক্রেতা অপেক্ষা আর একজন বিক্রেতাকে অধিক পছন্দ করে তাহার একমাত্র কারণ হইবে কম দাম গ্রহণ। দ্বিতীয়তঃ, সামগ্রীটির এতই অধিক বিক্রেতা থাকিবে যে কোন একজন বিক্রেতা তাহার একক নিজস্ব বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া বা বাড়াইয়া বাজার দামে কোনই তারতম্য ঘটাইতে পারে না। ["Two conditions are essential for pure competition to exist : (1) Buyers must be completely indifferent as to which seller they purchase from, as long as the different sellers prices are the same. Or...a lower price is the only element which will lead buyers to prefer one dealer to another under pure competition (2) The amount which each individual seller can offer for sale must constitute so small proportion of the total supply that he acting alone, is powerless to affect the price by varying the amount which he offers—A. L. Meyers]

এইরূপ নিখুঁত বাজারে যে কোন এক সময়ে একটি সামগ্রীর একই প্রকার দাম থাকিতে পারে—নিখুঁত অবস্থায় একই বাজারে একই সামগ্রীর বিভিন্ন দাম থাকিতে পারে না। কোন একজন বা একদল ক্রেতা যদি অধিক দামে সামগ্রীটি ক্রয় করিতে থাকে তাহা হইলে সকল বিক্রেতা তাহাদের সামগ্রীর দাম ঐ পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া দিবে। অপর পক্ষে কোন একদল বিক্রেতা যদি কম দামে সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে অচিরেই সকল ক্রেতা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতে স্বরু করিবে এবং অপর বিক্রেতাগণ খরিদ্দার সংগ্রহের প্রয়াসে তাহাদের দাম কমাইতে বাধ্য হইবে। এরূপও হইতে পারে যে সামগ্রীটির দাম পুনরায় বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু দাম যখন কম থাকিবে তখনও একই সামগ্রীর একটিমাত্র দাম থাকিবে আবার যখন দাম বর্দ্ধিত হইবে তখনও একই সামগ্রীর একটিমাত্র দাম থাকিবে। ধরা যাউক ক ও খ বস্ত্র বিক্রয় করে; একই বস্ত্রের জন্য ক ১০৲ টাকা দাম চাহে কিন্তু খ নিজের বস্ত্রের অধিক বিক্রয়ের জন্য ৯৲ টাকায় বস্ত্র বিক্রয় করিতে স্বরু করে। নিখুঁত বাজারে এ ঘটনা সঙ্গে সঙ্গেই খরিদ্দারগণ জানিয়া লয় এবং অচিরেই সকল ক্রেতা 'খ'য়ের নিকট হইতেই বস্ত্র ক্রয় করিতে থাকিবে, 'ক'য়ের নিকট কেহই যাইবে না; তখন 'ক' বাধ্য হইয়া তাহার বস্ত্রের দাম ৯৲ টাকায় হ্রাস করিবে। স্বতরাং বস্ত্রের দাম ৯৲ টাকা হইল; একই

সামগ্রীর ৯৲ টাকা ও ১০৲ টাকা এইরূপ বিভিন্ন প্রকার দাম থাকিল না। কিন্তু এরূপ যদি ঘটে যে 'ক' তাহার বস্ত্রের দাম না কমাইয়া ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া রহিল? এরূপ ক্ষেত্রেও কিন্তু যে কোন একটি সময়ে বস্ত্র বিক্রীত হইবে একটি মাত্র দামে—সে দাম ৯৲ টাকাই হউক বা ১০৲ টাকাই হউক; সঠিক ভাবে বলিতে গেলে এক সময়ে উহা ৯৲ টাকা হইবে, তখন ১০৲ টাকায় কোন বস্ত্র বিক্রীত হইবে না অপর এক সময়ে উহা ১০৲ টাকা হইবে এবং তখন ৯৲ টাকায় কোন বস্ত্র বিক্রীত হইবে না। 'খ'য়ের হস্তে যতদিন মাল থাকিবে ততদিন বস্ত্র ৯৲ টাকাতেই বিক্রয় হইবে কারণ 'ক'য়ের নিকট কেহই যাইবে না। কিন্তু যখনই 'খ'য়ের মাল শেষ হইয়া যাইবে তখনই বস্ত্রের দাম ১০৲ টাকা হইবে, কারণ 'ক' ঐ দামে বস্ত্র বিক্রয় করিবে এবং 'খ' উহার কম দামে বস্ত্র বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেও সক্ষম হইবে না।

অনিখুঁত বাজার—Imperfect Market

অনিখুঁত বাজারে কোন একটি সামগ্রীর জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না। একই সামগ্রী সেই কারণে বিভিন্ন দামে বিক্রীত হইতে পারে। কোন সামগ্রীর ক্ষেত্রে যদি একচেটিয়া কারবারের (Monopoly) অস্তিত্ব থাকে তাহা হইলে ঐ সামগ্রীর বাজার হয় অনিখুঁত, কারণ একচেটিয়া কারবারী তাহার একই সামগ্রীর জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে বিভিন্ন দাম আদায় করিতে পারে। আবার কোন কোন সামগ্রীর ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার না থাকিয়াও "পণ্য পার্থক্য" (Product differentiation) থাকিতে পারে। এইরূপ পণ্য পার্থক্যের ক্ষেত্রে একই সামগ্রী বিভিন্ন দামে বিক্রয় হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটি সামগ্রীর একটি সাধারণ শ্রেণী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হইতে পারে, যদি বিক্রয়কারী বা উৎপাদনকারী অনুযায়ী উহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য, এমন কি, কাল্পনিক পার্থক্যও আছে বলিয়া ক্রেতাগণ মনে করে। একই সামগ্রী বিভিন্ন বিক্রেতা বিক্রয় করিতেছে কিন্তু এক এক বিক্রেতার দ্বারা বিক্রীত সামগ্রীর মধ্যে একটু না একটু পার্থক্য আছে, যখনই এই ধারণা ক্রেতাদিগের মধ্যে আসিবে (সে ধারণা সত্যও হইতে পারে বা নিছক কল্পনা প্রসূতও হইতে পারে) তখনই পণ্য পার্থক্যের (Product differentiation) উদ্ভব ঘটে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার অনিখুঁত বাজারে পরিণত হয়।

মূল্য ও দাম—Value and Price

'মূল্য' শব্দটিকে সাধারণ প্রচলিত ভাষায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে মোটামুটি দুই প্রকার অর্থের পার্থক্য করা যায়। কোন

সামগ্রীর মূল্য বলিতে কখন কখন বুঝায় ঐ সামগ্রী ব্যবহার করিয়া যে উপকারটি লাভ করা যায় তাহাই। দ্বিতীয়তঃ, কখন কখন সামগ্রীর মূল্য বলিতে বুঝায় ঐ সামগ্রীর বিনিময়ে যে অপরাপর সামগ্রী লাভ করা যায় তাহা। প্রথম ক্ষেত্রে মূল্যের অর্থ হইল ব্যবহার মূল্য (Value-in-use) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মূল্যের অর্থ হইল বিনিময় মূল্য (Value-in-exchange)। একটি চেয়ারের ব্যবহার মূল্য হইল উহার নিছক ব্যবহার হইতে যে উপকারিতা পাওয়া যায় তাহাই, কিন্তু উহার বিনিময় মূল্য হইল উহার পরিবর্তে অপর সামগ্রী যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ অপর সামগ্রীর পরিমাণ। অর্থনীতিতে 'মূল্য' শব্দটি নিছক ব্যবহার মূল্য অর্থে প্রয়োগ ঘটে না; মূল্য বলিতে এস্থানে বুঝায় বিনিময় মূল্য (Value-in-exchange)। সুতরাং যে সামগ্রীর বিনিময়-মূল্য নাই, ব্যবহার মূল্য তাহার যাহাই হউক না কেন অর্থনীতি উহাকে মূল্যহীন বলিয়া বিবেচনা করিবে। অর্থনীতিতে মূল্য বলিতে বুঝায় কোন একটি সামগ্রীর পরিবর্তে অপর যে সামগ্রী প্রদান করা হইবে সেই অপর সামগ্রীর পরিমাণ। যখন মুদ্রার ব্যবহার ঘটে নাই তখন প্রত্যেক সামগ্রীর মূল্য অপর কোন সামগ্রীর হিসাবে বিচার করা হইত কিন্তু মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইবার পর মুদ্রা হিসাবে সামগ্রীর মূল্য বিচার করা হইয়া থাকে। একটি চেয়ারের পরিবর্তে যদি ১০৲ টাকা পাওয়া যায় তাহা হইলে চেয়ারটির মুদ্রানুপাতিক মূল্য হইল ১০৲ টাকা; কোন সামগ্রীর মূল্য যখন মুদ্রার হিসাবে ব্যক্ত করা হয় তখন ঐ মূল্য দাম (Price) রূপে পরিচিত হয়। অতএব মূল্য হইল অপর কোন সামগ্রীর হিসাবে কোন একটি সামগ্রীর মূল্য এবং দাম হইল কোন একটি সামগ্রীর মুদ্রার হিসাবে মূল্য।

সাধারণ মূল্যতত্ত্ব (ভারসাম্য)—General Theory of Value (Equilibrium)

কোন সামগ্রীর দাম উদ্ভূত হইবার নিমিত্ত দুইটি বিষয় প্রয়োজন—একদিকে উহার ক্রেতা থাকিবে এবং অপর দিকে থাকিবে উহার বিক্রেতা। ক্রেতা করে সামগ্রীর চাহিদা এবং বিক্রেতা দেয় উহার যোগান। অতএব কোন সামগ্রীর দাম থাকিতে হইলে একদিকে উহার চাহিদা থাকিবে অপর দিকে উহার যোগান থাকিবে। সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর যোগানকারী সামগ্রীটির জন্য যে দাম দাবী করিবে সেই দাম দিয়াই যদি চাহিদাকারী উহা ক্রয় করিয়া লয় তাহা হইলে দাম নিরূপণের মধ্যে কোন সমস্যাই থাকে না; অথবা সামগ্রীর চাহিদাকারী নিছক স্বেচ্ছায় যে দাম প্রদান করিতে অগ্রসর হয় যোগানকারী যদি সেই দামেই তাহার সামগ্রী বিক্রয় করিতে প্রস্তুত

থাকে তাহা হইলেও দাম নির্দ্ধারণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় না; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু চাহিদাকারী এবং যোগানকারী প্রত্যেকেই সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ে নিছক নিজ নিজ স্বার্থ সন্ধানেই ব্যাপৃত থাকে এবং ইহাদের স্বার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ।

সামগ্রীর ক্রেতা উহা হইতে যত পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাশা করে সেই অনুপাতে উহার দাম প্রদানে সম্মত হয়; এই প্রত্যাশিত প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা অধিক দাম ঐ সামগ্রীটির জন্য সে প্রদান করিবে না। অতএব ক্রেতার নিকট সামগ্রীর যেরূপ প্রয়োজনীয়তা উহা সামগ্রীটির সর্ব্বোচ্চ সম্ভাব্য দাম (Maximum possible price)। আসল যে দামে সামগ্রীটি ক্রয় করা হইবে তাহা এই সর্ব্বোচ্চ সম্ভাব্য দামের অধিক হইতে পারে না; ক্রেতার নিকট যে সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা ২০৲ টাকা, ক্রেতা সেই সামগ্রীটির জন্য খুব জোর ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারে, উহার বিন্দুমাত্র অধিক দাম দিবে না। তবে ক্রেতা চেষ্টা করিবে উহা অপেক্ষা কত কম দামে পাওয়া যায় তাহা দেখিবার জন্য, কারণ প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা যতই কম দাম প্রদান করা যাইবে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত (consumer's surplus) হইবে ততই অধিক। অপর পক্ষে সামগ্রীর যোগানকারী সামগ্রীটির জন্য একটি ন্যূনতম সম্ভাব্য দাম মনে মনে হিসাব করিয়া রাখে। এই ন্যূনতম সম্ভাব্য দাম সাধারণতঃ উৎপাদন খরচার হিসাবেই হিসাব করা হয় কিন্তু সকল সময়েই যে ইহা উৎপাদন খরচার দ্বারা হিসাব করা হয় এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অবশ্য বিক্রেতা তাহার অনুমিত ন্যূনতম দাম অপেক্ষাও যথা সম্ভব অধিক দাম আদায়ের চেষ্টা করিবে কারণ উহার উপর নির্ভর করিবে তাহার মুনফার (Profits) সম্ভাবনা।

এই দুইটি সীমারেখার মধ্যেই দামের অবস্থিতি ঘটিবে; ঠিক কোথায় উহা ঘটিবে তাহা নির্ভর করিবে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক গরজের উপর। এই গরজ নির্ণয়ের জন্য দর কষাকষি ঘটিবে; ক্রেতা দেখাইতে চেষ্টা করিবে যে তাহার কিনিবার গরজ কম আর বিক্রেতা দেখাইতে চেষ্টা করিবে তাহার বিক্রয় করিবার গরজ কম। এই গরজের লড়াইতে যাহার পরাজয় ঘটিবে দাম তাহার পক্ষেই হইবে অসুবিধাজনক। সুতরাং এই পরাজয় পরিহার করিবার জন্য দর কষাকষি যতই চলিতে থাকিবে সম্ভাব্য দাম ততই দ্রুতগতিতে উঠিতে পড়িতে থাকিবে।

কিন্তু দামের এই দ্রুত হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে এইরূপ একটি বিষয় ক্রিয়া করিতে থাকে যাহা, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দামে ঠিক যে পরিমাণ সামগ্রী চাহিদা হইতেছে ঠিক সেই পরিমাণ সামগ্রীরই যোগান হইতেছে, এইরূপ অবস্থা আনিয়া দেয়। সেই বিষয়টি হইল যোগানের নিয়ম (Law of supply) এবং

চাহিদার নিয়ম (Law of demand)। দামের পরিবর্তনের সহিত যোগানেরও পরিবর্তন হইবে আবার চাহিদারও পরিবর্তন হইবে। কিন্তু যোগানের পরিবর্তন হইবে দাম যেদিকে পরিবর্তন হইবে সেই দিকে এবং চাহিদার পরিবর্তন হইবে দাম যেদিকে পরিবর্তন হইল তাহার বিপরীত দিকে।

স্থতরাং সম্ভাব্য দামের পরিবর্তনের দ্বারা যোগান ও চাহিদার বিপরীতমুখী গতির দ্বারা একস্থানে যোগান চাহিদার সমতা উপস্থিত হইবে। ঠিক যে স্থানে অর্থাৎ যে দামে যোগান ও চাহিদার এই ভারসাম্য (Equilibrium) উপস্থিত হইবে সেই দামে সেই সময়ে সামগ্রীটির প্রকৃত ক্রয় বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে চাহিদার বক্ররেখা হইল নিম্নগামী এবং যোগানের বক্ররেখা হইল উর্দ্ধগামী। স্থতরাং চাহিদা এবং যোগানের বক্ররেখা একস্থানে পরস্পরকে অতিক্রম করিবে। পরিমাণের দিক হইতে কোন একটি সামগ্রীর চাহিদা তালিকা (Demand schedule) এবং যোগান তালিকা (Supply schedule) একত্রিতভাবে সন্নিবিষ্ট করিলে এই ভারসাম্যের অবস্থা সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে।

বস্ত্রের দাম যখন ৪৲ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৮০,০০০ কিন্তু যোগান হইবে ৩,০০০
বস্ত্রের দাম যখন ৬৲ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৭০,০০০ কিন্তু যোগান হইবে ৭,০০০
বস্ত্রের দাম যখন ৮৲ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৬০,০০০ কিন্তু যোগান হইবে ১২,০০০
বস্ত্রের দাম যখন ১০৲ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৫০,০০০ কিন্তু যোগান হইবে ১৭,০০০
বস্ত্রের দাম যখন ১৩৲ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৪২,০০০ কিন্তু যোগান হইবে ২৫,০০০
বস্ত্রের দাম যখন ১৬৲ টাকা তখন চাহিদা হইবে ৩৫,০০০ কিন্তু যোগান হইবে ৩৫,০০০
বস্ত্রের দাম যখন ২০৲ টাকা তখন চাহিদা হইবে ২৫,০০০ কিন্তু যোগান হইবে ৬০,০০০

এস্থানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন বস্ত্রের দাম যখন ১৩৲ টাকা তখন উহার চাহিদা বেশ অধিক কিন্তু যোগান তাহা অপেক্ষা অল্প; আবার উহার দাম যখন ২০৲ টাকা তখন উহার যোগান অধিক কিন্তু চাহিদা অল্প। ঠিক ১৬৲ টাকা দামে বস্ত্রের চাহিদা এবং যোগানে সমতা উপস্থিত হয় এবং ঐ দামটিই হইবে সামগ্রীর বাজার দাম।

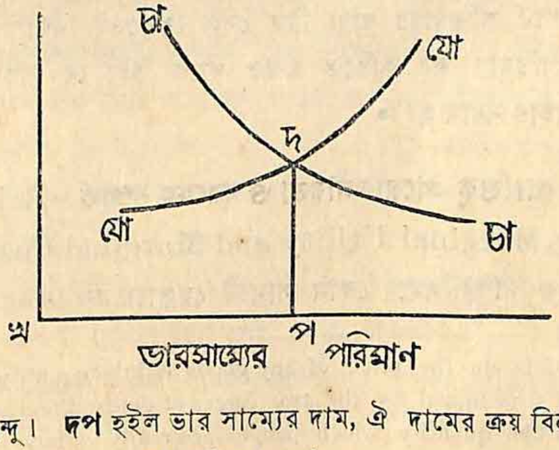
সাধারণ মূল্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ক্রেয়ার্ণক্রশ বলেন, "দামের পরিবর্তনে যোগান এবং চাহিদা উভয়েরই পরিবর্তন হইবে, ইহার অর্থ হইল যে একটি যথাযথ দাম বাঁধিলে যোগান এবং চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য উপস্থিত হইবে। দাম যত অধিক হইবে যোগান হইবে ততই অধিক এবং চাহিদা হইবে ততই অল্প; দাম যত অল্প হইবে যোগান হইবে তত অল্প এবং চাহিদা হইবে ততই অধিক। স্থতরাং দাম বৃদ্ধি এবং হ্রাস করিয়া যোগান এবং চাহিদার মধ্যে যদি কোন ফাঁক থাকে তাহা পূরণ

করা হইবে।...কোন নির্দ্দিষ্ট চাহিদার অবস্থায় এবং যোগানের অবস্থায় এরূপ একটি দাম থাকিবে (ভারসাম্য দাম) যে দামে এই অর্থে যোগান এবং চাহিদার ভারসাম্য হইবে যে চল্‌তি দামে প্রত্যেক ক্রেতা যত পরিমাণ চাহে তত পরিমাণ পাইবে এবং প্রত্যেক বিক্রেতা যত পরিমাণ বিক্রয় করিতে চাহে তত পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং প্রতিযোগিতা দামকে ভারসাম্যের বিন্দুতে উপনীত করিবে।"

[The fact that supply and demand both respond to changes in price means that supply and demand can be balanced if an appropriate price is charged. The higher the price, the more will be supplied and the less demanded ; the lower the price, the less will be supplied and the more demanded. Any gap between supply and demand can be closed therefore by raising or lowering the price...Given the state of demand (demand conditions) and the state of supply (supply conditions) there will be one price (equilibrium price) at which demand and supply can be made to balance in the sense that every buyer is able to obtain as much as he wants and every seller to sell as much as he wants at the current price, and competition will drive the price to the balancing point"—Cairncross]

ভারসাম্য দামের বক্ররেখা—Curve of Equilibrium Price

যো যো হইল যোগান রেখা এবং **চা চা** হইল চাহিদা রেখা। **দ** হইল এই দুই



ভারসাম্যের পরিমাণ

রেখার ছেদ বিন্দু। **দপ** হইল ভার সাম্যের দাম, ঐ দামের ক্রয় বিক্রয় হইল **খপ**। অর্থাৎ **দপ** দামে যোগানও **খপ** চাহিদাও **খপ**।

যোগান চাহিদার নিয়ম—Law of Supply and Demand

যোগানের নিয়ম এবং চাহিদার নিয়ম এই দুইটিকে পরস্পর গ্রথিত করিয়া যোগান চাহিদার নিয়ম রচিত হইয়া থাকে। কোন সামগ্রীর যে পরিমাণ যোগান করা হয় তাহা অপেক্ষা চাহিদা যদি অধিক হয় তাহা হইলে বিক্রেতার বিক্রয়ের গরজ অপেক্ষা ক্রেতার ক্রয় করিবার গরজ হয় অধিক এবং সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায় (If demand is greater than supply, price will rise)। অপর পক্ষে কোন সামগ্রীর যে পরিমাণ চাহিদা থাকে যোগানের পরিমাণ যদি তাহা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ক্রেতার ক্রয়ের গরজ অপেক্ষা বিক্রেতার বিক্রয়ের গরজ অধিক এবং সে ক্ষেত্রে দাম হ্রাস পাইবে (If supply is greater than demand price will fall)। ইহাকে "দাম ভারসাম্যের নিয়ম" ও (Law of price equilibrium) বলা হয় এবং এই নিয়মটি সঠিকভাবে ব্যক্ত করিতে গেলে তিনটি সূত্রের আকারে ব্যক্ত করিতে পারা যায়।

(১) জনসাধারণ প্রচলিত দামে একটি সামগ্রীর যে পরিমাণ ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবে তাহা যদি উহার বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবে।

(২) জনসাধারণ প্রচলিত দামে একটি সামগ্রীর যে পরিমাণ ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবে তাহা যদি উহার বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ অপেক্ষা অল্প হয় তাহা হইলে দাম হ্রাস পাইবে।

(৩) ভারসাম্যের স্থলে সামগ্রীর দাম এবং বিনিময়কৃত সামগ্রীর পরিমাণ, চাহিদা ও যোগান শক্তিদ্বয়ের দ্বারা ঠিক সেই বিন্দুতেই নির্দ্ধারিত হয় যে স্থানে জনসাধারণ যে পরিমাণ ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে উহা যে পরিমাণ বিক্রয়ার্থে উপস্থিত হয় তাহার সমান হয়।*

দামের সহিত প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা ও খরচের সম্পর্ক—Relation of Price with Marginal Utility and Marginal Cost

যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন সামগ্রী যে দামে ক্রয় বিক্রয় হয় উহা একই

*"At equilibrium the price of any goods and the quantity of any goods exchanged are determined by the two forces of demand and supply, at that point at which the quantity which people are ready to buy is equal to the quantity which people are ready to offer for sale." Fairchild, Furniss & Buck.

সঙ্গে সামগ্রীটির প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা এবং প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচার সহিত সমতা বিশিষ্ট হয়। যে দামে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি সামগ্রীর যোগান ও চাহিদায় ভারসাম্য উপস্থিত হয় ঠিক সেই দামের বিন্দুটিতে সামগ্রীটির প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা ও প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচা পরস্পরের সহিত সমান হইয়া যায়। ১৬৲ টাকা দামে বস্ত্রের যোগান হইল ৩৫,০০০ এবং চাহিদাও হইল ৩৫,০০০ ; এক্ষেত্রে এই দাম অর্থাৎ ১৬৲ টাকা প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচারও সমান আবার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তারও সমান—একটি যোগানের দিক হইতে, অপরটি চাহিদার দিক হইতে।

প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তার সমান—১৬৲ টাকা দামে ৩৫,০০০ বস্ত্র বিক্রয় হইল কিন্তু ১৬৲ টাকার অধিক দামে হইল না কেন? ইহার কারণ হইল যাহারা ১৬৲ টাকা দামে বস্ত্র ক্রয় করিল না তাহাদিগের নিকট বস্ত্রের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা ১৬৲ টাকা অপেক্ষাও কম। যাহারা ১৬৲ টাকা দামে বস্ত্র ক্রয় করিল তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ থাকিতে পারে যাহাদিগের নিকট বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা খুব অধিক (এবং সেই কারণে যাহারা ১৬৲ টাকার অধিক দাম দিতেও প্রস্তুত থাকিত), কিন্তু শুধু মাত্র তাহারাই যদি বস্ত্র ক্রয় করিত তাহা হইলে ৩৫,০০০ বস্ত্র বিক্রয় হইত না, তাহা অপেক্ষা কম বিক্রয় হইত। এক্ষেত্রে যাহারা কিনিবে কি কিনিবে না এইরূপভাবে বিচারের কিনারায় থাকিয়া কিনিবার সিদ্ধান্ত করিল, যাহারা কিনিল বলিয়াই ৩৫,০০০ বস্ত্র বিক্রয় হইল, কম বিক্রয় হইল না—তাহারা প্রান্তিক্ ক্রেতা ; তাহাদিগের নিকট বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ১৬৲ টাকার অধিক নহে। ৩৫,০০০ বস্ত্রের শেষ বস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা ১৬৲ টাকা, উহা হইল সমষ্টিগতভাবে ক্রেতাদিগের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা।

প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচার সমান—বস্ত্রের দাম ১৬৲ টাকা অপেক্ষা কম হইল না কেন? বস্ত্র বিক্রেতার মধ্যে অনেকেই হয়তো ছিল যাহাদিগের নিকট এক একখানি বস্ত্র উৎপাদনের খরচা ১৬৲ টাকা অপেক্ষাও কম এবং সেই কারণে যাহারা ১৬৲ টাকা অপেক্ষা কম দামেও বস্ত্র বিক্রয় করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু কেবল মাত্র তাহারাই যদি বস্ত্র বিক্রয় করিত তাহা হইলে ৩৫,০০০ বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হইত না, তাহা অপেক্ষা কম বস্ত্র বাজারে আনীত হইত ; কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ হইতে বস্ত্রের চাহিদা হইল ৩৫,০০০। যাহারা বস্ত্র বিক্রয় করিল বলিয়া ৩৫,০০০ বস্ত্রের কম বিক্রয় হইল না তাহার প্রান্তিক্ বিক্রেতা বা উৎপাদক। তাহাদের নিকট বস্ত্রের উৎপাদন খরচা ১৬৲ টাকা অপেক্ষা কম নহে। দাম যদি ১৬৲ টাকার কম হইত তাহা হইলে এই প্রান্তিক্ উৎপাদকগণ বস্ত্র বিক্রয় করিত না এবং ৩৫,০০০ বস্ত্রের যোগান হইত না,

অর্থাৎ ৩৫,০০০ বস্ত্রের শেষ মাত্রাটি ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত না। ১৬৲ টাকা হইল, সমষ্টিগতভাবে উৎপাদকদিগের প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচা।

বাজার দাম—Market Price

চাহিদা এবং যোগানের ভারসাম্যের দ্বারা দাম নিরূপিত হইলেও, যে কোন একটি নিৰ্দ্দিষ্ট সময়ে যে দাম থাকে, যে দাম সামগ্রীটির যোগানের পরিবর্ত্তনের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, সেই দামকে ঐ সময়ে ঐ সামগ্রীর বাজার দাম বলা হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে দাম বিবেচনা করা হয়—অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে যে দাম নিৰ্দ্ধারিত থাকে—তাহাকেই বলা হয় বাজার দাম।

এই বাজার দাম নিৰ্দ্ধারণে যোগান এবং চাহিদা—উভয় বিষয়ই ক্রিয়াশীল থাকিলেও, যোগান অপেক্ষা চাহিদাই অধিকতর কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করে। ইহার কারণ হইল যে কোন একটি অল্প সময়ের মধ্যে কোন একটি সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়া উঠে না। যোগান বৃদ্ধি করা সময় সাপেক্ষ। সেই কারণে বাজারে উহার যোগান যেরূপ ছিল সেইরূপই থাকিয়া যায়। সুতরাং চাহিদার যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় দামেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। চাহিদা যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে সীমাবদ্ধ যোগানের উপর বৰ্দ্ধিত চাহিদার চাপ পড়িবে; অর্থাৎ বিক্রেতার বিক্রয় করিবার গরজ অপেক্ষা ক্রেতার ক্রয় করিবার গরজ হইবে বেশী। সুতরাং বিক্রেতাগণ সামগ্রীটির অধিক হারে দাম আদায় করিতে পারিবে। অপরপক্ষে চাহিদা যদি কমিয়া যায়, উৎপাদিত হইয়াছে এবং যোগান করা হইয়াছে এরূপ সামগ্রীর উপর চাহিদার চাপ লাঘব হইবে; অর্থাৎ ক্রেতার ক্রয় করিবার গরজ অপেক্ষা বিক্রেতার বিক্রয় করিবার গরজ হইবে অধিক। সুতরাং বিক্রেতাগণ কম দামে বিক্রয় করিলে তবেই তাহাদের সামগ্রী বিক্রয় হইতে পারিবে।

উভয় ক্ষেত্রেই সামগ্রীর চাহিদাই দাম নির্দ্ধারণে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল, কারণ যোগান নিজেকে হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া হ্রাসমান বা বৰ্দ্ধিত চাহিদার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। নিত্যকার বাজারের দৃষ্টান্তে আমরা ইহার বহু উদাহরণ পাই। যথা মাছের বাজারে একদিন হঠাৎ যদি কোন কারণে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নূতন মাছ ধরিয়া বাজারে মাছের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না-সুতরাং সেই দিন মাছের দামও অনেক চড়িয়া যায়। আবার কোনদিন হঠাৎ কোন কারণে যদি মাছের চাহিদা কমিয়া যায় তাহা হইলে ধৃত মাছগুলিকে পচিবার পূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া দিতেই হইবে—সুতরাং সেই দিন মাছের দাম অনেক কমিয়া যায়।

নিয়মিত দাম—Normal Price

বাজার দাম হইল চাহিদা ও যোগানের অস্থায়ী ভারসাম্য (Temporary equilibrium), ইহা গরজের সংগ্রামে একপক্ষের সাময়িক আত্মসমর্পণ। কিন্তু সাময়িক ভাবে অনেক কিছু ঘটে যাহা নিয়মিতভাবে ঘটে না কারণ সময়ের ব্যবধানে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভবপর হয়। সুতরাং সাময়িক যোগান ও চাহিদার দ্বারা যে বাজার দাম নিরূপিত হয় তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। বাজার দামে পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা যে সকল ব্যবসায়ীদিগের বাড়তি লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ দাম যাহাদের উৎপাদন খরচার অধিক তাহারা অধিক লাভের আশায় সামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে, ফলে সামগ্রীর যোগান হইবে অধিক। যখন এই বাড়তি যোগান বাজারে আসিবে তখন পূর্ব্বের চাহিদার তুলনায় যোগান হইবে অধিক এবং যোগান চাহিদার নিয়মানুযায়ী দাম কমিয়া যাইবে, পূর্ব্বেকার ভারসাম্যের দাম আর থাকিবে না। কিন্তু দাম কমিয়া কোন স্তরে উপনীত হইবে? উহা উপনীত হইবে সামগ্রীটির উৎপাদন খরচার স্তরে কারণ দাম যতক্ষণ উৎপাদন খরচার অধিক থাকিবে ততক্ষণ উৎপাদনকারীর বাড়তি লাভ থাকিবে এবং যতক্ষণ বাড়তি লাভ থাকিবে ততক্ষণ যোগান বৃদ্ধি পাইবে।

অপর পক্ষে যোগানের যদি ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং উহার দ্বারা এতই অতিরিক্ত যোগান হইয়া যায় যে ব্যবসায়ীরা যে দামই পাইবে তাহাতেই বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইবে তাহা হইলে সামগ্রীর দাম উৎপাদন খরচা অপেক্ষাও কম হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু দাম উৎপাদন খরচার কম হইবার অর্থ হইল উৎপাদনকারী সামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা খরচা তুলিতে অক্ষম হয় এবং তাহাকে লোকসান ভোগ করিতে হয়। এই লোকসান অধিক দিন চলিতে পারে না এবং যোগানের সেই কারণে হ্রাস প্রাপ্তি অপরিহার্য্য। যোগান হ্রাস পাইলে চাহিদার উপরে যোগানের যে আধিক্য ছিল তাহা কমিয়া আসিবে এবং দাম পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। দাম এইরূপে বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন খরচার সমান হইবে।

এইরূপ যোগান বৃদ্ধি ও হ্রাস যে সময়-সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমেয়, কারণ সামগ্রীর উৎপাদন হইতেও সময় লাগে আবার যাহা উৎপাদিত হইয়াছে তাহা নিঃশেষিত হইতেও সময় লাগে। সময়ের ব্যবধানে যোগানের পরিবর্ত্তনের দ্বারা, বৃদ্ধি পাইয়া বা হ্রাস পাইয়া যে দাম উৎপাদন খরচার সমান হয় তাহা হইল নিয়মিত দাম। নিয়মিত দাম (Normal price) এর ক্ষেত্রেও চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যই হইল কিন্তু ইহাতে যোগান নিজেকে চাহিদার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইল। বাজার দাম (Market price) নির্দ্ধারিত হয় যোগান ও চাহিদার সাময়িক ভারসাম্যের

বিন্দুতে, নিয়মিত দাম হইল সময়ের ব্যবধানে যে স্থায়ী ভারসাম্যের পরিস্থিতি উদ্ভব হয় তাহাই, অর্থাৎ উৎপাদন খরচার সহিত দামের সমতা।

বলা হইল, সময়ের ব্যবধানে দাম যে স্তরে উপনীত হয় তাহাই নিয়মিত দাম; কিন্তু সময় বলিতে. কোন নির্দ্দিষ্টকালকে বুঝায় না। এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা দুই মুহূর্ত্ত অধিক,—এক মাস অপেক্ষা দুইমাস অধিক, এক বৎসর অপেক্ষা দুই বৎসর অধিক; কিন্তু চার মুহূর্ত্ত অপেক্ষা দুই মুহূর্ত্ত কম আবার চার মাস অপেক্ষা দুই মাস কম আবার চার বৎসর অপেক্ষা দুই বৎসর কম। অর্থনীতিবিদ্‌গণ সেই কারণে শুধুই যে বাজার দাম (Market price) ও নিয়মিত দাম (normal price) এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য বিধান করেন তাহাই নহে, পরন্তু নিয়মিত দামকেও সময়ানুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত করেন (১) অল্প কালীন নিয়মিত দাম (short-run normal price) এবং (২) দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম (long run normal price)।

অল্পকালীন নিয়মিত দাম—Short Run Normal Price

যখন চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য লাভের জন্য যোগানের পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব অথচ এই পরিবর্ত্তনের দ্বারা কারবারের স্থায়ী পুঁজির পরিবর্ত্তন হয় না অথবা ঐ শিল্পে কোন নূতন প্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব ঘটে না তখন উহাকে বলা হয় অল্পকালীন নিয়মিত সময়। ঐ সময়ের মধ্যে যে দাম নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইল অল্পকালীন নিয়মিত দাম। সামগ্রীর চাহিদা যখন অধিক থাকে তখন ঐ চাহিদার সহিত বর্ত্তমানে যে পরিমাণ সামগ্রী রহিয়াছে তাহার সামঞ্জস্য বিধান ঘটে চড়া দামে কিন্তু এইরূপ চড়া দামে উৎপাদন খরচার উপরেও বাড়তি লাভ থাকিয়া যায়। সেই কারণে প্রত্যেক উৎপাদনকারী তাহার যে উৎপাদক উপাদান রহিয়াছে সেগুলিকে আরও অতিরিক্ত খাটাইয়া অতিরিক্ত উৎপাদন করিবে। কিন্তু নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার অথবা নূতন কারখানা স্থাপন করিবার সময় নাই। প্রত্যেক পুরাতন কারবারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অপরিবর্ত্তিত থাকিবে আবার কোন নূতন প্রতিষ্ঠানও গঠিত হইবে না। অথচ প্রতিযোগীদের মধ্যে কোন একজন কারবারী অল্প উৎপাদন বা অধিক উৎপাদনের দ্বারা সামগ্রীর দাম পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক উৎপাদনকারী ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যাইবে যতক্ষণ না প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচ দামের সমান হইয়া যায়। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা ব্যবসায়ীর মোট আয় (total receipts) যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইল দাম আর প্রান্তিক্ খরচ হইল একমাত্রা উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা যে পরিমাণে মোট উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দাম যতক্ষণ প্রান্তিক্ খরচার উপরে থাকিবে ততক্ষণ

আঁত্রেপ্রণা উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে, কারণ ততক্ষণ তাহার মোট খরচা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে। আবার নূতন উৎপাদন খরচা যদি দামের অতিরিক্ত হয় তাহা হইলে আঁত্রেপ্রণা উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিবে কারণ এক্ষেত্রে সে তাহার মোট আয় হ্রাস করিবে কম এবং মোট খরচ হ্রাস করিবে অধিক।* সুতরাং অল্পকালীন নিয়মিত দাম হইল "সেই দাম যাহা, চাহিদার পরিমাণের সহিত যোগানের পরিমাণের সমতা আনয়ন করে সেইরূপ পরিস্থিতিতে যেখানে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই উহার যোগানের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় প্রান্তিক্ খরচা ও দামের সমতার দ্বারা"। ["The price which equates quantity supplied to quantity demanded where quantity supplied to each firm is established by equating marginal cost to price."—Stigler]

দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম—Long Run Normal Price

যখন এইরূপ দীর্ঘসময় বিবেচনা করা হয় যখন বর্ত্তমানের কারখানাগুলি নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া উৎপাদন করিতে পারিবে এবং নূতন কারখানা স্থাপিত হইতে পারিবে তখন দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম (Long run normal price) এর উদ্ভব ঘটে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন গড় খরচ (Long run average cost) যদি ক্রমাগত কমিতেই থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি যতই কারখানার প্রসার করিবে ততই উহা প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জ্জন করিবে। কিন্তু গড় খরচার ক্রমান্বয়ে হ্রাস প্রাপ্তি ঘটিলে উহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভবে কিন্তু বর্ত্তমানে একচেটিয়া কারবার আমাদের আলোচ্য নহে ; একচেটিয়া কারবার এবং প্রতিযোগিতা হইল বিপরীত এবং হ্রাসমান দীর্ঘকালীন গড় খরচ হইতে এক-চেটিয়া কারবারের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং গড় খরচার ক্রমাগত হ্রাস এবং প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ; সেই কারণে প্রতিযোগিতার আওতায় দাম নিরূপণের ক্ষেত্রে ইহাই অনুমান করিয়া লওয়া হয় যে উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির দ্বারা (increasing the scale of production) উৎপাদনকারীকে কিছুকালের মধ্যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, দীর্ঘকালের দিক হইতেও একই

*"Marginal cost is the amount an additional unit of output adds to total cost ; price is the amount it adds to total receipts. As long as price exceeds marginal cost, the entrepreneur will expand output, since then he will be adding to total receipts more than to total cost. When marginal cost exceeds price, he will contract output for then he will be reducing total receipts less than he reduces total cost."—Stigler,—The Theory of Price.

শিল্পের মধ্যে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর হয়। অথচ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সময় পাইলে তাহার যন্ত্রপাতি বা কারখানা বৃদ্ধি করিবে। পুরাতন কারবারে যন্ত্রপাতি বৃদ্ধির দরুণ, এবং নূতন কারবার স্থাপনের দরুণ, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং দীর্ঘকালীন পরিস্থিতিতে গড় খরচ এবং সামগ্রীর দাম সমান হইবে। উৎপাদক উপাদানগুলি কোন একটি কারবারে নিয়োজিত না হইয়া অন্যত্র নিয়োজিত হইলে যে পরিমাণ উপার্জ্জন করিতে পারিত তাহাই হইল ঐ কারবারে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিবার খরচা; কোন একটি শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম যদি ঐ সামগ্রীর গড় উৎপাদন খরচ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে উৎপাদক উপাদানগুলি ঐ শিল্পে অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিবে এবং ঐ শিল্পের মধ্যে নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ ঘটিবে। ইহাদের দ্বারা সামগ্রী উৎপাদিত হইলে মোট উৎপাদন বৰ্দ্ধিত হইবে এবং তখন আর দাম পূর্ব্বেকার স্তরে থাকিবে না, দাম কমিয়া ন্যূনতম খরচার সমান হইবে। অপর পক্ষে কোন কারণে দাম যদি ন্যূনতম গড় খরচা অপেক্ষা কম হইয়া যায় তাহা হইলে একাধিক প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্প হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে কারণ উৎপাদক উপাদানগুলি অন্যত্র অপেক্ষাকৃত অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিবে; এক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া দাম বৰ্দ্ধিত করিবে। সুতরাং দীর্ঘকাল সময় থাকিলে দাম হইবে দীর্ঘকালীন গড় খরচার (Long rum averge cost) সমান। ["In the long run average cost must equal price"—Stigler.]

অল্পকালীন নিয়মিত দাম (Short run normal price) এবং দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম (Long run normal price) এই দুইটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হইল সময়ের ব্যবধানের দ্বারা সম্ভাবিত কারবার বৃদ্ধির পরিমাণ। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে পুরাতন কারখানার পুরাতন যন্ত্রপাতি ও সঙ্গতি অধিক ব্যবহারের দ্বারা এবং উৎপাদন কমিবে উহাদের ব্যবহার কমাইয়া; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে পুরাতন কারখানায় নূতন যন্ত্রপাতি ও নূতন উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়া এবং উৎপাদন হ্রাস পাইবে কারখানার সংখ্যা এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ হ্রাসের দ্বারা।

মার্শালের প্রদত্ত দৃষ্টান্ত হইতে বাজার দাম (Market price), অল্পকালীন নিয়মিত দাম (Short run normal price) এবং দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম (Long run normal price)—এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা সম্ভবপর হইবে। কোন একদিন মৎস্যজীবীগণ বাজারে যে পরিমাণ মৎস্য যোগান দিয়াছে, সহসা চাহিদা বৃদ্ধি হইয়া যদি দাম বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেও উহা অপেক্ষা অধিক

যোগান দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং অতি বর্দ্ধিত দামে চাহিদা ও যোগানের সমতা হইবে এবং ইহা হইবে বাজার দাম (Market price) ; কিন্তু ঐ বর্দ্ধিত দাম যদি আরও দুই চারিদিন প্রচলিত থাকে তাহা হইলে উৎপাদনকারীগণ তাহাদের মৎস্য ধরিবার উপকরণ সমূহকে আরও অধিক ব্যবহার করিবে, কিন্তু ঐ উৎপাদক উপাদানগুলিকে বিশেষ করিয়া স্থায়ী পুঁজিকে বৃদ্ধি করিবে না। তাহারা জাল বা নৌকা বৃদ্ধি করিবে না, কেবল মাত্র যে জাল বা নৌকা আছে তাহার দ্বারা অধিক মৎস্য ধরিবার চেষ্টা করিবে এবং মৎস্যের যোগান বৃদ্ধি হইতে উহার দাম কমিতে থাকিবে এবং প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচার সমান হইবে ; ইহা হইবে অল্পকালীন নিয়মিত দাম (Short run normal price)। কিন্তু এরূপে দাম কমিতে থাকিলেও পূর্ব্বের তুলনায় উহা যদি বর্দ্ধিত থাকে, তাহা হইলে মৎস্যজীবিগণ নূতন জাল ও নৌকা নির্ম্মাণ করিবে এবং অনেকে অপর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া মৎস্য ধরিতে সুরু করিবে। ইহাতে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং যোগান বৃদ্ধি পাইয়া দাম আরও কমিবে। দাম তখন গড় খরচার সমান হইবে এবং এই দামই দীর্ঘকালীন নিয়মিত দাম (Long run normal price)।

চাহিদা, যোগান ও দামের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা—Mutual Interdependance of Demand, Supply and Price

যোগান ও চাহিদার দ্বারা যে মূল্য নিরূপিত হয় তাহা বলা হইয়াছে ; যে দামে যখন যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হয় তখনকার মত সামগ্রীটির দাম সেই স্তরেই অবস্থিত থাকে। ঐ দামে যদি যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দাম অন্তর্হিত হইবে। অপরপক্ষে কোন একটি দাম থাকিবার কালে চাহিদা যদি যোগান অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলেও ঐ দাম আর থাকিবে না। প্রথম ক্ষেত্রে বিক্রেতার গরজ অধিক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রেতার গরজ অধিক এবং গরজ যাহার অধিক দাম হইবে তাহার পক্ষে অসুবিধাজনক। চাহিদা এবং যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দাম পরিবর্ত্তন হইবে।

চাহিদা ও যোগানের এই ব্যাখ্যা হইতে যেন প্রতীয়মান হয় যে চাহিদা ও যোগান একদিকে ও দাম একদিকে—এই দুইটির সম্পর্ক সম্পূর্ণ একতরফা, দাম যেন সম্পূর্ণরূপে চাহিদা যোগানের উপর নির্ভরশীল। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু চাহিদা এবং যোগানও দামের উপর নির্ভরশীল থাকে। কোন একটি সামগ্রীর দাম এক স্তরে থাকিতে আমরা উহার যে পরিমাণ চাহিদা করিব, দাম অন্যরূপ হইলে চাহিদাও হইবে উহা হইতে

স্বতন্ত্র। দাম যে স্তরে থাকে সেই অনুযায়ী কোন একটি সামগ্রী ক্রয় করা আমাদিগের পক্ষে পোষায় অথবা পোষায় না; পোষাইলেও, একদামে উহা অধিক ক্রয় করা পোষায় আর এক দামে উহা অল্পই ক্রয় করা পোষায়। সুতরাং দাম বৃদ্ধি পাইলে, চাহিদা সাধারণতঃ হ্রাস পায়; কখনও উহা কম হ্রাস পাইতে পারে, কখনও উহা অধিক হ্রাস পাইতে পারে। কোন একটি বিশেষ সামগ্রীর ব্যবহার আমরা কতদূর বিস্তৃত করিব অর্থাৎ উহার প্রান্তিক্ ব্যবহার (marginal use) ঘটিবে কোন সীমায় তাহা দার্মের উপর নির্ভর করে। দাম কমিলে একটি সামগ্রী অধিক পরিমাণে কিনিব এবং কম প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রয়োগ করিবে; দাম বৃদ্ধি পাইলে উহা কম পরিমাণে কিনিব এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কার্য্যেই উহা ব্যবহার করিব। অতএব দামের পরিবর্ত্তনের দ্বারা চাহিদার পরিবর্ত্তন ঘটে, চাহিদাও দামের উপর নির্ভরশীল।

অনুরূপভাবে যোগানেরও দামের উপর নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। দাম যাহাই থাকুক যোগান নিজ ইচ্ছামত যত্র তত্র অবস্থান করিবে এইরূপ ঘটিতে পারে না। দাম একরূপ থাকিলে যোগান হইবে একরূপ, দাম ভিন্নরূপ হইলে যোগানেরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। দাম যখন বৃদ্ধি পায় তখন যে সকল উৎপাদনকারী সর্ব্বাপেক্ষা কম দক্ষ তাহাদের হয়তো বাড়তি লাভ থাকে না কিন্তু এই কম দক্ষ উৎপাদনকারী-দিগের উর্দ্ধে যাহারা অবস্থান করে তাহারা বাড়তি লাভ করিতে থাকিবে এবং উহার দরুণ যোগান বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে দাম যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে যাহারা অধিক দক্ষ উৎপাদনকারী তাহাদের বাড়তি লাভ কমিবে এবং তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় যোগান দিবার আয়োজন করিবে না এবং যাহারা কম দক্ষ উৎপাদনকারী তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই যোগান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। কম দামে পূর্ব্বের ন্যায় অধিক যোগান দেওয়া পোষাইবে না এবং যোগানের হ্রাস অপরিহার্য্য।

আবার কখন কখন এইরূপও হইতে পারে যে যোগান যখন বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন কোন কারণে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যোগান যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় চাহিদা যদি ঠিক সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দাম অপরিবর্ত্তিতই থাকিবে। আবার এইরূপও হইতে পারে যে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যোগানও বৃদ্ধি পাইয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রেও দাম অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

সেই কারণেই বলা হইয়া থাকে, যোগান, চাহিদা এবং দাম—ইহাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। ইহাদের সম্পর্ক হইল পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক।

মূল্যতত্ত্বে সময়ের গুরুত্ব—Importance of Time Element in the Theory of Value

রিকার্ডো (Ricardo) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলিতেন যে সামগ্রীর মূল্য নির্ভর করে কেবলমাত্র উহার উৎপাদন খরচার উপর ; যে সামগ্রীর যেরূপ উৎপাদন খরচা তাহার সেইরূপ দাম হইবে। অপর পক্ষে জেভন্স (Jevons) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ অভিমত দিতেন যে সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারিত হয় উহার চাহিদার দ্বারা। যে সামগ্রীর অধিক চাহিদা তাহার মূল্য অধিক এবং যে সামগ্রীর চাহিদা অল্প তাহার মূল্যও অল্প। এই পরস্পরবিরুদ্ধ অভিমত দুইটির কোনটিই সম্পূর্ণরূপে সঠিক নহে অথচ ইহাদের প্রত্যেকটি সত্য তথ্যের সন্ধান দেয়।

সময়ের বিবেচনার দ্বারাই এই পরস্পর বিরোধিতা নিরসন করা সম্ভবপর। একটি অতি অল্পকাল যদি বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে কোন একটি সামগ্রীর চাহিদা ঐ সময়ের মধ্যে পরিবর্তন হওয়া সম্ভব কিন্তু ঠিক ঐ সময়টুকুর মধ্যে উহার যোগান পরিবর্তন হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে যোগানের বৃদ্ধির দ্বারা অথবা চাহিদা যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে যোগানের হ্রাসের দ্বারা দাম পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা পরিহার করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে চাহিদার পরিবর্ত্তনই অল্প সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এইরূপ সময়ের মধ্যে চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং অল্প সময়ের যখন বিবেচনা করা হয় তখন চাহিদার দ্বারাই মূল্য নিরূপিত হয় এইরূপ দাবী কেহ করিলে উহা নিতান্তই অযৌক্তিক হইবে না।

পরন্তু যখন অল্প সময়ের পরিবর্ত্তে দীর্ঘ সময় বিবেচনা করা হয় তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন একটি সামগ্রীর চাহিদা ঐ সময়ের মধ্যে যে ভাবেই পরিবর্তন হউক যোগান নিজ পরিবর্ত্তনের দ্বারা চাহিদার সহিত নিজেকে খাপখাওয়াইয়া লয় এবং যোগান হয় বৃদ্ধি পাইয়া নয় হ্রাস পাইয়া ঠিক এরূপ অবস্থায় উপনীত হইবে যেখানে দাম হইবে উৎপাদন খরচার সমান—কোন ক্ষেত্রে ইহা প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচার সমান (short run normal price = marginal cost of production) আবার কোন ক্ষেত্রে উহা গড় উৎপাদন খরচার সমান (long-run normal price = average cost of production)। কালের ব্যবধানে দাম যে ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচার সহিত সমান হয় সেক্ষেত্রে উৎপাদন খরচার দ্বারা দাম নির্দ্ধারিত হয়, ইহা কেহ বলিলে উহাতে সত্যের বিশেষ অপলাপ ঘটিবে না।

কিন্তু তবুও ইহা বলা চলে না যে অল্প কালের মধ্যে দাম নির্দ্ধারণে যোগান কোনই অংশ গ্রহণ করে না এবং দাম নির্দ্ধারিত হয় কেবলমাত্র চাহিদার দ্বারা অথবা দীর্ঘকালের মধ্যে দাম নির্দ্ধারণে চাহিদা কোনই অংশ গ্রহণ করে না, উহা নির্দ্ধারিত হয় কেবলমাত্র যোগানের দ্বারাই। আসলে কিন্তু অল্পকালই হউক বা দীর্ঘকালই হউক দাম নির্দ্ধারিত হয় যোগান ও চাহিদা উভয়ের দ্বারাই। পার্থক্য হইল এই যে সময় যখন থাকে অল্প তখন যোগান পরিবর্ত্তনযোগ্য নয় বলিয়া চাহিদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং যোগান নিষ্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু সময় যখন দীর্ঘ তখন যোগান পরিবর্ত্তনযোগ্য হয় এবং সেই কারণে যোগান সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং উহার তুলনায় চাহিদা নিষ্ক্রিয়রূপে প্রতীয়মান হয়।

সেই কারণে চল্‌তি খরচা (Prime cost) স্থিতি খরচা (supplementary cost) এই দুইটির মধ্যে যে পার্থক্য বিধান করা হয় তাহার গুরুত্ব নির্ভর করে এই সময়ের পার্থক্যের উপর। যখন অল্প সময়ের বিবেচনা করা হয় তখন দেখা যায় যে যদি সহসা চাহিদার হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে তাহা হইলে ব্যবসায়ীগণ হয়ত তাহাদের মোট খরচা উসুল করিতে পারিত না। সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাহারা যোগান কমাইয়া দেয় তাহা হইলে হয়তো দাম যে স্তরেই ছিল সেই স্তরেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু যোগান বন্ধ করিয়া দিবার পথে অনেক বিঘ্ন আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিঘ্ন হইল বাজারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ভবিষ্যতে ঐ সম্পর্ক স্থাপন করা দুরূহ হয়; সেই কারণে অল্প সময়ের মধ্যে চাহিদার হ্রাস ঘটিলে ব্যবসায়ীরা যদি চল্‌তি খরচার সম্পূর্ণ উসুল করিয়া স্থিতি খরচার (supplementary cost) কিয়দংশ উসুল করিতে পারে তাহা হইলেও তাহারা যোগান দিয়া যাইবে। অন্যথায় যোগান সম্পূর্ণ বন্ধ করিলে নিখুঁত প্রতিযোগিতার আওতায় কোন একজন উৎপাদনকারী মোট যোগানের পরিমাণে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিবে না অথচ তাহাকে হয় কারবার সম্পূর্ণ গুটাইতে হইবে অথবা স্থিতি খরচার সমস্তটাই পূর্ব্বের সঞ্চিত তহবিল হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। এমনও ঘটিতে পারে যে কারবার গুটাইয়া পুনরায় স্থাপন করা একরূপ অসম্ভব; সেক্ষেত্রে উৎপাদনকারী শুধুমাত্র চল্‌তি খরচা (Prime cost) উসুল করিতে পারিলেই উহার যোগান দিবে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের দিক হইতে স্থিতি খরচা এবং চল্‌তি খরচার এই পার্থক্য বিলুপ্ত হইতে বাধ্য। দাম যদি এইরূপ স্তরে কমিয়াই থাকে যে কেবলমাত্র চল্‌তি খরচা উসুল করা যায়, স্থিতি খরচা (Supplementary cost) উসুল করা যায় না, বা যাইলেও স্থিতি খরচার সম্পূর্ণ পরিমাণ উসুল হয় না, তাহা হইলে একের পর এক উৎপাদনকারী উৎপাদন বন্ধ

করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। এইরূপে বেশ কিছু উৎপাদনকারী যখন উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে তখন বাজারে সামগ্রীটির টান পড়িবে এবং মোট উৎপাদন খরচা যাহাতে উসুল হয় এইরূপ দামের উদ্ভব হইবে।

Questions & Hints

1. Define economic market. What are the conditions of a wide market ? (Pat. 1945 ; Punj. 1940 ; Dac. 1942) [পৃঃ ১৯১—৯২]

2. How can you distinguish between perfect and imperfect markets ? [পৃঃ ১৯৩—৯৫]

3. Distinguish between value and price. Is a general rise of values possible ? (Punj. 1941) [পৃঃ ১৯৫—৯৬]

4. Explain how price is determined in a market under perfect competition (B. A. 1939) [পৃঃ ১৯৬—৯৮] Distinguish between the market price and the normal price. Point out the dominant influences that determine them. (B. A. 1951) [পৃঃ ২০২—২০৬]

5. Explain how unrestricted competition amongst innumerable buyers and sellers makes only one price prevail in a market. (B. A. 1942. 1955) [পৃঃ ১৯৪—৯৫]

6. What is competition ? Can more than one price prevail in a market when there is unlimited competition ? (B. A. 1939) [পৃঃ ১৯৩—১৯৫]

7. Show that the price of a commodity under perfect competition tends to coincide with the marginal utility on the one hand and the marginal cost of production on the other. (B. A. 1945) [পৃঃ ২০০—২০২]

8. Show how under competition prices tend to be equal to costs in the long run. (Cal. B. A. 1947 ; All. 1948) [পৃঃ ২০৫—২০৭]

9. Examine the influence of cost of production in the determination of value (a) in the short period (b) in the long period. (B. Com. 1950) [পৃঃ ২০৯—১০]

10. Analyse the effect of an increase in demand on prices over short and long periods. (B. Com 1939) [পৃঃ ২০৯—১০]

11. The statement "value depends on supply and demand" does not express the whole truth ; it would be equally true to say "supply and demand depend on value." Elucidate this proposition.

(B. Com. 1946) "Supply, demand and value depend on one another ; if one changes, the other two will be affected or a change in supply may be balanced by a change in demand and value may remain the same." Explain and illustrate the proposition. (B. Com. (1947) [পৃঃ ২০৭—২০৮]

12. Discuss the influence of the element of time in the theory of value. (B. A. 1937) [পৃঃ ২০৯—২১০]

13. Show that over long period total cost is the more important influence in fixing the amount of supply, but over the shorter period prime cost is the more important influence. (B. A. ; B. Com. 1942) Show the importance of the distinction between short period and long period in a discussion in the theory of value. (Punj. 1936 Agra. 1942 ; Nag 1944) [পৃঃ ২০৯—২১০]

14. Define overhead costs. Is it true that overhead costs are true costs only in the long period ? (Cal. B. Com 1953) [পৃষ্ঠা ১৮৭—৮৮ ; ২১০]

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

মূল্য এবং উৎপাদনের নিয়ম

Price and the Laws of Returns

দাম ও ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস—Price and Diminishing Returns

কোন কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমিক্ উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ক্রিয়া করে। পুঁজি শ্রম ও অন্যান্য উপাদান বৃদ্ধি করিলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কম অনুপাতে। সমপরিমাণ উৎপাদক উপাদানের দ্বারা যদি কম পরিমাণ উৎপাদন ঘটে তাহা হইলে উৎপাদন খরচার বৃদ্ধি ঘটে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে কোন কারণে যদি উৎপাদনের বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা হইলে উৎপাদন খরচারও বৃদ্ধি ঘটে।

এইরূপ অবস্থায় কোন একটি সামগ্রী যতগুলি মাত্রা চাহিদা করা হয় তাহার শেষ মাত্রাটিই হইল শেষ উৎপাদন বা প্রান্তিক্ উৎপাদন এবং উহার উৎপাদন খরচাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সামগ্রীটির চাহিদা যদি ঠিক ঐ পরিমাণেই হয় তাহা হইলে উহার দাম উৎপাদন খরচার শেষ মাত্রাটির সমান হইতেই হইবে এবং পূর্ব্বেকার মাত্রাগুলি হইতে উৎপাদনকারীর লাভ থাকিবে। যথা ১০টি সামগ্রীর যদি চাহিদা থাকে এবং দশম মাত্রাটির উৎপাদন খরচা যদি হয় ৪৲ টাকা তাহা হইলে সামগ্রীটির দামও ৪৲ টাকা হইবে, যদিও অন্যান্য মাত্রাগুলির উৎপাদন খরচা তাহা অপেক্ষা কম। কারণ দশম সামগ্রীটির উৎপাদন খরচ যদি ৪৲ টাকা হয় তাহা হইলে উহা ৪৲ টাকার কমে বিক্রয় করিতে পারা যায় না এবং একটি মাত্রা যে দামে বিক্রয় হইবে সব মাত্রাগুলি সেই দামে বিক্রয় হইবে। অন্যান্য মাত্রাগুলি হইতে যে লাভ থাকে (কারণ তাহাদের উৎপাদন খরচা কম) সেই লাভের লোভেই উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে প্রণোদিত হয়।

এক্ষেত্রে উৎপাদন খরচার দ্বারাই যে দাম নির্দ্ধারিত হয় তাহাই নহে ; চাহিদার অবস্থানের দ্বারা যেরূপ দামের উদ্ভব ঘটে সেরূপ দামও উৎপাদন খরচা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারে। যথা চাহিদা বৃদ্ধির দ্বারা দাম বৃদ্ধি ঘটিলে দামের সহিত প্রান্তিক উৎপাদন খরচার পার্থক্য ঘটিবে এবং একটি উদ্বৃত্ত থাকিবে। এই উদ্বৃত্তের উদ্ভব উৎপাদনকারী-

দিগকে অধিক উৎপাদন করিতে আকর্ষণ করিবে এবং অধিক উৎপাদন খরচাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দিবে। এই ঊর্দ্ধগামী উৎপাদন খরচা ক্রমশঃই ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকিবে যতদিন না প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচা দামের সহিত সমতা লাভ করে।

একটি সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকে এবং ইহাদের কোনটি অধিক দক্ষ এবং কোনটি কম দক্ষ। যে প্রতিষ্ঠান অধিক দক্ষ তাহার উৎপাদন খরচা হয় কম এবং যে প্রতিষ্ঠান কম দক্ষ তাহার উৎপাদন খরচা অধিক। এক্ষেত্রে দাম উৎপাদন খরচার সমান হইবে কোন প্রতিষ্ঠানটির? ধরা যাউক দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে 'ক' অধিক দক্ষ এবং 'খ' কম দক্ষ। 'ক' একই পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিবে অপেক্ষাকৃত কম খরচায় অর্থাৎ কম প্রান্তিক্ খরচায়। এক্ষেত্রে 'খ' ঠিক ততগুলি সামগ্রী উৎপাদন করিবে যতগুলি উৎপাদন করিলে তাহার গড় উৎপাদন খরচা 'ক' এর প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচার সমান হয়। ধরা যাউক সামগ্রীটির চাহিদা হইল ১৫; ইহার মধ্যে 'ক' উৎপাদন করে ১০টি এবং 'খ' উৎপাদন করে ৫টি। 'ক' এর দশম মাত্রাটির উৎপাদন খরচা হইল ৫৲ টাকা, 'খ' এর হয়তো পঞ্চম মাত্রাটির উৎপাদন খরচা ৬৲ টাকা কিন্তু পাঁচটি মাত্রার হিসাব করিলে প্রতিটির গড় খরচা দাঁড়ায় ৫৲ টাকা। 'খ' উৎপাদন খরচা তুলিতে পারিতেছে বলিয়া তাহার পক্ষে উৎপাদন করা পোষায়; উৎপাদন খরচার মধ্যে "নিয়মিত মুনাফা" অন্তর্ভুক্ত।

দাম ও ক্রমিক্ উৎপাদন বৃদ্ধি—Price and Increasing Returns

কোন সামগ্রীর উৎপাদনে যদি ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম ক্রিয়াশীল থাকে তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা উৎপাদন খরচার হ্রাস ঘটিবে। যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ তাহার প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচা হইবে সর্ব্বাপেক্ষা কম এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যাহার দক্ষতা যত কম তাহার উৎপাদন খরচা তত অধিক। এক্ষেত্রে সমস্যা হইল কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচার দ্বারা সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটির দাম নির্দ্ধারিত হইবে? সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচার দ্বারা যদি দাম নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারবার গুটাইয়া লইতে হইবে এবং তখন যাহা উদ্ভব হইবে তাহা (একচেটিয়া কারবার) আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আবার সর্ব্বাপেক্ষা অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচার দ্বারা দাম নির্দ্ধারিত হইতে পারে না কারণ সেক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান যতই অদক্ষ হউক সামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা সে তাহার উৎপাদন খরচা তুলিয়া লইতে পারিবে এবং কোন কারবারকে কোন দিনই দক্ষতাহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না;

কিন্তু ঐরূপ ঘটা অস্বাভাবিক কারণ বহুপ্রতিষ্ঠানই থাকিবে যাহারা দক্ষ প্রতিষ্ঠানের সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া প্রতিযোগিতায় পারস্ত হইতে থাকিবে।

ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির আওতায় দাম নিরূপণের এই সমস্যা সমাধানের জন্য মার্শাল "প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান" (Representative firm) এর ধারণা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান কোন একটি শিল্পের মধ্যে সাধারণ সুবিধা সম্পন্ন প্রতিনিধি স্থানীয় একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান ; ইহা অত্যধিক মাত্রায় সাফল্য অর্জ্জনও করে না আবার অসাফল্যের দ্বারাও বিপদ্গ্রস্ত নহে। মার্শালের ধারণানুযায়ী প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইল সেই প্রতিষ্ঠান "যাহা মোটামুটি দীর্ঘকাল স্থায়ী আছে এবং মোটামুটি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, যাহা সাধারণ দক্ষতার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট মোট উৎপাদন হইতে উদ্ভূত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সুবিধাগুলিতে যাহার সাধারণ প্রাপ্তি-অধিকার আছে"। ["Which has a fairly long life and fair success, which is managed with normal ability and which has normal acccess to the economies, external and internal, which belong to the aggregate volume of production."—Marshall] এইরূপ প্রতিনিধি স্থানীয় কারবারের যাহা প্রান্তিক্ উপাদান খরচা,দাম হইবে তাহারই সমান।

Questions & Hints

1. Discuss briefly the problem of competitive price under condition of decreasing return. (B. A. 1946) [পৃঃ ২১৩—১৪]

2. Examine the problem of competitive price under conditions of increasing return. (B. A. 1948). Show how competitive prices are determined under conditions of decreasing costs. "The state of decreasing costs is in fact an unstable one." Discuss the statement. (Cal. B. A. 1953) [পৃঃ ২১৪—১৫]

3. Discuss the problem of competitive price under increasing and decreasing returns (Cal B. Com. 1956) [পৃঃ ২১৩—১৫]

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রতিযোগী সামগ্রী ঃ সংযুক্ত চাহিদা ও যোগান

Competing Goods : Joint Demand and Supply

দাম ও প্রতিযোগী সামগ্রী—Price and Competing Goods (Substitutes)

প্রতিযোগী সামগ্রীগুলি হইল পরিবর্ত্ত সামগ্রী। বহুবিধ সামগ্রী আছে যেগুলির নিজ নিজ ব্যবহার পরিধি থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই একটি অপরটির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। দুইটি সামগ্রীর মধ্যে একটি যখন অপরটির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে তখন ঐ দুইটি সামগ্রী হইল পরস্পরের পরিবর্ত্ত সামগ্রী (Substitutes)। যদিও সাধারণ ভাবে আমাদের যে অভাব আছে সেই বিবিধ অভাব তৃপ্ত করিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির প্রত্যেকটি আমাদের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতা নিজেদের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য নিয়তই চেষ্টিত তথাপি পরিবর্ত্ত সামগ্রীগুলি (যথা—গুড় ও চিনি, দুধ ও হরলিক্স ইত্যাদি) পরস্পরের সহিত বিশেষভাবেই প্রতিযোগিতাপরায়ণ।

সেই কারণে প্রতিযোগী সামগ্রীগুলির দামের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। একটি সামগ্রী কি দামে বিক্রয় হইতে পারে তাহা শুধু উহার নিজস্ব উৎপাদন খরচার উপরেই নির্ভর করে না,উহার প্রতিযোগী সামগ্রীটির উৎপাদন খরচা বা তাহার বিক্রয় দামের উপরও উহা নির্ভর করে। গুড় কি দামে বিক্রয় হইতে পারে তাহা কেবলমাত্র উহার নিজস্ব উৎপাদন খরচার উপরে নির্ভরশীল নহে, উহা চিনির উৎপাদন খরচা ও বিক্রয় দামের উপরেও নির্ভর করে। চিনির উৎপাদন খরচা অধিক হইবার দরুণ যদি চিনির দাম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে পূর্ব্বে যে সকল কার্য্যে চিনি ব্যবহার করা হইত উহাদের মধ্যে অনেকগুলির ক্ষেত্রে চিনির পরিবর্ত্তে গুড় ব্যবহৃত হইবে। কতগুলি কার্য্যে এইভাবে চিনির পরিবর্ত্তে গুড়ের ব্যবহার হইবে তাহা নির্ভর করিবে চিনির দাম কি পরিমাণে বৃদ্ধি হইল তাহার উপর। এইরূপ ক্ষেত্রে পরিবর্ত্ত সামগ্রীটির (চিনির) চাহিদার একাংশ আলোচ্য সামগ্রীটির (গুড়ের) উপর আসিয়া পড়িবে। উহাতে এই সামগ্রীটিরও দাম বর্দ্ধিত হইবে। অনুরূপভাবে চিনির দাম হ্রাস পাইলে গুড়ের চাহিদার একাংশ চিনির উপর গিয়া পড়িবে, ইহাতে গুড়ের দাম হ্রাস পাইবে

শুধু যে ভোগ সামগ্রীগুলির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য তাহাই নহে, উৎপাদক উপাদানগুলির ক্ষেত্রেও ইহা কতকাংশে প্রযোজ্য। খাঁটি প্রতিযোগিতার মধ্যে উৎপাদক উপাদানগুলিও বহু পরিমাণে নিজদিগের মধ্যে পরিবর্ত্ত বা প্রতিযোগী সামগ্রীর ন্যায় অবস্থান করে। যথা একই কার্য্য একটি যন্ত্রের দ্বারা হইতে পারে অথবা কতিপয় শ্রমিকের দ্বারা হইতে পারে। শ্রমিকের দাম অপেক্ষা যদি যন্ত্রের দাম সস্তা হয় তাহা হইলে আঁত্রেপ্রণাগণ উহা যন্ত্রের সাহায্যেই উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইবেন ; শ্রমিকের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় শ্রমিকের দাম অর্থাৎ মজুরীও হ্রাস পাইতে বাধ্য।

দাম ও সংযুক্ত চাহিদা (সহায়ক সামগ্রী)—Price and Joint Demand (Complementary Goods)

একটি সামগ্রী যথাযথ ভোগের জন্য যখন অপর কোন একটি সামগ্রী ভোগ প্রয়োজন হয় তখন ঐ দুইটি সামগ্রী হইল পরস্পরের সহায়ক বা অনুপূরক সামগ্রী (Complementary goods), যথা চা পানের জন্য চিনির ব্যবহার প্রয়োজন, মটর চড়িবার জন্য পেট্রোলের ব্যবহার প্রয়োজন। ইহারা হইল সেইরূপ সামগ্রী "যাহারা কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে"। ["Goods which are used only or chiefly in conjunction with one another"—Fairchild] এইরূপ অনুপূরক সামগ্রীর একটির দামের সহিত অপরটীর দামের গতিও জড়িত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটী সামগ্রীর মধ্যে একটির দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহার চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং অপর সামগ্রীটি যে পরিমাণে প্রথম সামগ্রীটির সহিত একযোগে ব্যবহৃত হয় সেই পরিমাণে এই অপর সামগ্রীটির দাম হ্রাস পাইবে। অপর পক্ষে প্রথম সামগ্রীটির দাম যদি হ্রাস পায় এবং উহার দরুণ তাহার চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে অপর সামগ্রীটিরও চাহিদা বৃদ্ধি ঘটিবে এবং উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে। যথা মটরের দাম বৃদ্ধি পাইলে মটরের চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং মটরের চাহিদা হ্রাস পাইলে পেট্রোলের চাহিদা হইবে কম এবং সেই কারণে পেট্রোলের দাম হ্রাস পাইবে ; অপর পক্ষে মটরের দাম হ্রাস পাইলে মটরের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং মটরের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে পেট্রোলের চাহিদা হইবে অধিক এবং পেট্রোলের দাম সেই কারণে বৃদ্ধি পাইবে। এস্থলে লক্ষ্য করা প্রয়োজন, একটি সামগ্রী একাধিক সামগ্রীর সহায়ক বা অনুপূরক—যথা চিনি ব্যবহৃত হইতে পারে চায়ের সহিত, দুগ্ধের সহিত, বা ছানার সহিত। এস্থলে চিনি ও চা, চিনিও দুগ্ধ, চিনি ও ছানা—এইরূপ সহায়ক সামগ্রীর অস্তিত্ব ঘটে। কিন্তু

উপরে সহায়ক সামগ্রীর দামের যে সম্পর্ক আলোচিত হইল, তাহাতে আরও একটি বিবেচনা প্রয়োজন। একটি সামগ্রীর দাম পরিবর্ত্তন হইলে অপর সামগ্রীটির দামে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা নির্ভর করিবে, অন্যান্য সামগ্রীর তুলনায় ঐ বিশেষ সামগ্রীটির সহিত অপর সামগ্রীটি কি পরিমাণে সহায়ক। যথা উপরোক্ত যুক্তিতে চায়ের দাম বৃদ্ধি পাইলে, উহার দরুণ চিনির দাম হ্রাস পাইবে ; কিন্তু চায়ের দাম বৃদ্ধির দরুণ চিনির দাম কত পরিমাণ হ্রাস পাইবে তাহা নির্ভর করিবে চিনির মোট চাহিদার মধ্যে কতখানি চায়ের দরুণ হয় এবং কতখানি চা ব্যতীত অপর সামগ্রীর (যথা, দুগ্ধ ও ছানার) জন্য হয়।

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ

সংযুক্ত সামগ্রীর চাহিদাকে "সংযুক্ত চাহিদা" (Joint demand) রূপেও অভিহিত করা হয়। এইরূপ সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে মূল্য নিরূপণে কিছুটা সমস্যার উদ্ভব ঘটে। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপভাবে মূল্য একদিকে প্রান্তিক্ খরচা ও অপর দিকে প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রেও সেইরূপভাবে মূল্য প্রান্তিক্ খরচা ও প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়াই স্বাভাবিক।

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দুইটী সামগ্রীর উৎপাদন হয় পৃথক ভাবে, উহাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া অভিন্ন নহে। সুতরাং একটি সামগ্রীর প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচার পৃথক হিসাব যে কোন সাধারণ সামগ্রীর ন্যায় করিতে পারা যায়। সমস্যা হইল প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তার পরিমাপের ক্ষেত্রে, চিনি ও চা একত্রিতভাবে ব্যবহৃত হইলে চা নামক পানীয়ের প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা হিসাব করা সহজ সাধ্য। কিন্তু কাঁচা চা একদিকে, ও চিনি একদিকে, ইহাদের পৃথক হিসাব কিছুটা জটিলতা বিশিষ্ট। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ্গণ প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তার হিসাব প্রণয়নের একটি উপায় নির্দ্ধারণ করেন। উপায়টি হইল, সংযুক্ত চাহিদা বিশিষ্ট দুইটী সামগ্রীর একটির পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া অপর সামগ্রীটির পরিমাণ পরিবর্ত্তন করা ; এইরূপ করিলে অপর সামগ্রীটির প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা পরিমাপ করা সম্ভব হইবে। একত্রিতভাবে ব্যবহৃত দুইটী সামগ্রীর মধ্যে একটিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া যদি অপরটিকে বৃদ্ধি করা হয় অথবা হ্রাস করা হয় তাহা হইলে মোট প্রয়োজনীয়তা যে পরিমাণে যথাক্রমে বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় তাহা হইল ঐ পরিবর্ত্তিত সামগ্রীটির প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা। শুধু ভোগ সামগ্রীর ক্ষেত্রেই নহে উৎপাদক সামগ্রীর ক্ষেত্রেও এরূপ সহায়ক সামগ্রীর অস্তিত্ব এবং সংযুক্ত চাহিদার উদ্ভব ঘটে। এরূপ পারস্পরিক

নির্ভরশীল উপাদানের ক্ষেত্রেও একটি উৎপাদক উপাদান স্থির রাখিয়া অপর উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ পরিবর্ত্তনের দ্বারা উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা (Marginal productivity) হিসাব করা যায়। ভোগসামগ্রীর ক্ষেত্রে যেরূপ প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা, উৎপাদক সামগ্রীর ক্ষেত্রে সেরূপ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা।

দাম ও সংযুক্ত যোগান (যুক্ত খরচা সামগ্রী)—Price and Joint Supply (joint cost goods)

একাধিক্ সামগ্রীর যেরূপ সংযুক্ত চাহিদা থাকে সেইরূপ একাধিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে সংযুক্ত যোগানও দেখিতে পাওয়া যায়। একটি সামগ্রী উৎপাদন করিতে গেলে অপর একটি সামগ্রীর যদি অপরিহার্য্যরূপে উৎপাদন ঘটে তাহা হইলে এই দুইটী সামগ্রীর সংযুক্ত যোগান (Joint supply) আছে বলিতে পারা যায়। একটি সামগ্রীর উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে অপর সামগ্রীটির উৎপাদন প্রক্রিয়া নিহিত থাকে, সুতরাং তাহাদের উৎপাদনের খরচাও হয় একত্রিতভাবে। একটি সামগ্রী কত পরিমাণ উৎপাদিত হইবে তাহা স্থির করিয়া উহার সেই পরিমাণ উৎপাদন ঘটাইলে সেই সঙ্গে অপর একটি সামগ্রীও কিছু পরিমাণ উৎপাদিত হইবে, যথা পশম ও মাংস, তুলা ও তুলাবীজ, গ্যাস ও কোক ইত্যাদি। এইরূপ দুইটি সামগ্রীর একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরটি কম গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে ; এরূপ ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীটি মুখ্য উৎপাদন এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীটি গৌণ উৎপাদন বা উপ-উৎপাদন (By product) রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সামগ্রী দুইটির দামের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। দুইটি সামগ্রীর মধ্যে একটির যদি দাম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহার উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিবে কিন্তু একটির উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিলে অপরটির উৎপাদন বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। অপর সামগ্রীটির চাহিদা বৃদ্ধি না ঘটিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিলে উহার দাম হ্রাস পাইবে। এক্ষেত্রে প্রথম সামগ্রীটির দাম বৃদ্ধির দরুণ দ্বিতীয় সামগ্রীটীর দাম হ্রাস পাইল ; যথা গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ঘটিলে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিবে কিন্তু উহার সঙ্গে কোকেরও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিবে। ইহাতে কোকের দাম হ্রাস পাইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে সংযুক্ত যোগানের দুইটি সামগ্রীর মধ্যে একটির দাম হ্রাস পাইলে অপরটির দাম বৃদ্ধি পাইবে। ইহা হইতে দেখা যায় একটির দাম বৃদ্ধি অপরটির দাম হ্রাস ঘটায় এবং একটির দাম হ্রাস অপরটির দাম বৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু

লক্ষ্য করা প্রয়োজন ইহা সেই ক্ষেত্রেই হইতে পারে যেক্ষেত্রে প্রথম সামগ্রীটির দাম বৃদ্ধি (বা হ্রাস) উহার চাহিদা বৃদ্ধির (বা হ্রাসের) জন্য হইয়াছে।

এইরূপ যদি ঘটে যে একটি সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে (অথবা হ্রাস পাইয়াছে) কারণ উহার উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইয়াছে (বা হ্রাস পাইয়াছে) তাহা হইলে অপর সামগ্রীটির দাম যে বিপরীত দিকে যাইবে এইরূপ নিশ্চয়তা নাই ; কারণ সংযুক্ত যোগানের মধ্যে একটি সামগ্রীর উৎপাদন খরচার সহিত অপর সামগ্রীর উৎপাদন খরচা জড়িত, বিশেষ করিয়া স্থিতি খরচা (Supplementary cost)। তূলার উৎপাদন খরচা যদি অধিক হয় এবং উহার দরুণ যদি তূলার দাম বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে তূলা বীজের দাম যে হ্রাস পাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ তূলার উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইলে তূলাবীজ উৎপাদনের খরচাও বৃদ্ধি পাইবে। x

সংযুক্ত-যোগান সামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ—সংযুক্ত-যোগান সামগ্রীর ক্ষেত্রেও যথারীতি চাহিদা ও যোগানের দ্বারাই দাম নিরূপিত হয়। ইহাদের যোগান সংযুক্ত হইলেও চাহিদা পৃথক। সুতরাং মুখ্য সামগ্রীটিরই হউক বা উপ-সামগ্রীটিরই (By-product) হউক উহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হিসাব করা সম্ভব। চাহিদার দিক হইতে প্রয়োজনীয়তা হিসাব করা সহজ।

যোগানের তরফে ইহাদের পৃথক উৎপাদন খরচা হিসাব করা সহজ হয় না কারণ যোগান হয় একই সঙ্গে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি সামগ্রীর মধ্যে পারস্পরিক অনুপাত ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে ; নূতন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা একটি সামগ্রীর উৎপাদন পরিবর্ত্তন না করিয়া অপর সামগ্রীটির উৎপাদন পরিবর্ত্তন করা যায়। একটীর উৎপাদন বৃদ্ধি না করিয়া অপরটীর উৎপাদনের পরিবর্ত্তনের দ্বারা উহাদের পৃথক প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচা হিসাব করা সম্ভব হয়। ইহা যে ক্ষেত্রে সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে সংযুক্ত-যোগান সামগ্রীর মূল্য নির্দ্ধারণ জটিলতা বর্জ্জিত হয়।

কিন্তু একটিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া অপরটিকে পরিবর্ত্তন যে ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে উহাদের পৃথক উৎপাদন খরচার হিসাব এবং এই পৃথক উৎপাদন খরচার ভিত্তিতে পৃথক ভাবে দাম নিরূপণ সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে উহাদের দাম নিরূপণের পদ্ধতি হইল যে পৃথক সামগ্রীগুলিকে বিক্রয় করিতে যেটুকু পৃথক খরচ হিসাব করিতে পারা যায়, অর্থাৎ উহাদের পৃথক চলতি খরচা (Prime cost), উহাদের পৃথক দামের দ্বারা উসুল করিতে হইবে। আবার দুইটি সামগ্রীর যে মোট উৎপাদন হইয়াছে তাহা ঐ সামগ্রীর মোট দামের দ্বারা উসুল করিতেই হইবে। কিন্তু দুইটি ামগ্রী উৎপাদনের যে একত্রিত স্থিতি খরচা (Combined supplementary

cost) তাহা ঐ তুইটি সামগ্রীর মধ্যে পৃথক ভাবে কি পদ্ধতিতে বণ্টন করা হইবে? স্পষ্টই বুঝা যায় যে উহা বণ্টন করা হইবে তুইটি সামগ্রীর প্রত্যেকটীর চাহিদা কিরূপ সেই অনুযায়ী। তুইটীর মধ্যে যাহাদের চাহিদা অধিক, স্থিতি খরচার অধিকাংশ তাহার দামের দ্বারা আদায় করা হইবে এবং যাহার চাহিদা কম স্থিতি খরচার অল্প অংশ তাহার দামের মধ্য দিয়া আদায়ের চেষ্টা হইবে। অর্থাৎ তুইটী সামগ্রীর প্রত্যেকটীর প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পৃথক দাম নির্দ্ধারিত হইবে।

রেলপথ কি সংযুক্ত যোগানের দৃষ্টান্ত ?—Are Railways Joint costs **?**

রেলপথ কোন সামগ্রী বিক্রয় করে না—রেলপথ পরিবহনের উপায় এবং সেই দিক হইতে মূল্যবান কার্য্য প্রদান করিয়া থাকে। পরিবহনের এই কার্য্যের মূল্য কি ভাবে নির্দ্ধারিত হয়, এ সম্পর্কে স্বভাবতঃই বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এ সম্পর্কে প্রধান বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে রেলপথের কার্য্য সংযুক্ত যোগানের মধ্যে পড়ে কিনা। এই প্রশ্ন লইয়া অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক **টাউজিগ** অভিমত দিয়াছেন যে রেলপথের কার্য্যে সংযুক্ত যোগান (joint supply) আছে ; ইহার ক্ষেত্রে যুক্তখরচা ঘটিয়া থাকে। রেলপথ স্থাপনের জন্য প্রথমেই অধিক মূল্যের বৃহৎ কলকারখানা বা স্থায়ী পুঁজি সামগ্রী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। মোট খরচার মধ্যে স্থিতি খরচা (Supplementary cost) হইল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ,—শুধু বৃহৎ নহে, ইহার অনুপাত খুব অধিক। এরূপ ক্ষেত্রে রেলপথ যে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য প্রদান করে সেগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কি খরচা পড়িয়াছে তাহা হিসাব করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ঠিক কত খরচা মাল বহনের জন্য হইল এবং কত খরচা যাত্রী বহনের জন্য হইল তাহার পৃথক, সঠিক হিসাব সম্ভব নহে। যাত্রীও বিভিন্ন শ্রেণীরথ াকিতে পারে ; মালও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে ; এই সকল পৃথক পৃথক শ্রেণীর পৃথক পৃথক খরচার হিসাবও সম্ভব নহে। অথচ রেলপথ যে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য প্রদান করে ইহাদের চাহিদা সম্পূর্ণ পৃথক, চাহিদাগুলি সংযুক্ত নহে। এই সকল কারণে টাউজিগ বলিলেন যে রেলপথের কর্ম্মপরিচালনায় সংযুক্ত যোগান ও খরচা ঘটিয়া থাকে।

অধ্যাপক **পিগু** কিন্তু অভিমত দিলেন যে রেলপথের কার্য্য ঠিক সংযুক্ত যোগানের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। সংযুক্ত যোগান ঘটে সেই ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে একটি সামগ্রী বা কার্য্যের যোগান করিলেই উহার দ্বারা অপর কোন সামগ্রী বা কার্য্যের যোগান ঘটিবে।

রেলপথ কিন্তু ঠিক এইরূপ নহে, উহা এক ধরণের কার্য্য দিয়া অপর ধরণের কার্য্য নাও দিতে পারে। আবার কোন্ পর্য্যায়ের কার্য্য কিরূপ অনুপাতে ইহা প্রদান করিবে তাহাও ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারে। শুধু একটি মাত্র ক্ষেত্রে রেলপথ সংযুক্ত যোগানের পরিস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়; কোন গাড়ী আপে যাইলেই ডাউনে আসিতে হইবে। সুতরাং এক স্থান হইতে আর এক স্থানে গাড়ী প্রেরণের যোগান হইলে, দ্বিতীয় স্থান হইতে প্রথম স্থানে গাড়ী প্রেরণের যোগান হইবে।

মোট কথা, রেলপথের বিভিন্ন ব্যবহার আছে; প্রশ্ন ওঠে, বিভিন্ন কার্য্যের জন্য রেলপথ কি পদ্ধতি বা নীতি অনুযায়ী দাম স্থির করিয়া থাকে। স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে এক্ষেত্রে কার্য্য প্রদানের খরচ দ্বারা দাম স্থির হইতে পারেনা, কারণ স্বর্ণ অপেক্ষা কয়লা বহন বরিতে খরচা হইবে অনেক বেশী। কিন্তু অল্পদামী সামগ্রী কয়লা অধিক মাশুল সহ্য করিতে পারিবে না কিন্তু অধিকদামী সামগ্রী স্বর্ণ উহা সহ্য করিতে পারিবে; অর্থাৎ প্রথমটির ক্ষেত্রে অধিক মাশুল নেওয়া পোষাইবে না কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উহা পোষাইবে। সুতরাং রেলপথের কার্য্যের দাম নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে দেখা হইবে যে রেলপথ পরিচালনার মোট ব্যয় যাহাতে রেলপথের মোট আয়ের দ্বারা উসুল হয়; অতঃপর রেলপথের প্রত্যেক কার্য্যের যেরূপ বাজার সেই অনুযায়ী ঐ কার্য্যের দাম ধরা হইবে অর্থাৎ যে কার্য্যের বেশী দাম ধরিলে উহার চাহিদা কমিয়া যাইবে না তাহার উপর বেশী দাম ধরা হইবে এবং যে কার্য্যের জন্য কম দাম ধরিলে তবেই ঐ কার্য্যের চাহিদা হইবে তাহার জন্য কম দাম ধরা হইবে। এই নীতির নাম "চলাচল যাহা সহ্য করিবে" ("What the traffic will bear")। এই নীতি কিন্তু মূল্য নির্দ্ধারণের নীতিগুলি হইতে স্বতন্ত্র কোন নূতন নীতি নহে। এক্ষেত্রে কার্য্যের যোগান করিবে রেলপথ এবং চাহিদা করিবে যাহারা রেলপথের ব্যবহার করিবে, রেলপথ তাহার মোট কার্য্যের মোট খরচা হিসাব করিবে কিন্তু যে কার্য্যের যেরূপ চাহিদা তদনুযায়ী কার্য্যের দাম চাহিবে এবং তাহার দ্বারাই সর্ব্বাধিক লাভের পথ সন্ধান করিবে।

Questions & Hints

1. State briefly the relation between (a) prices of competing goods (b) prices of complementary goods and (c) prices of joint cost goods. (B. A. 1953, 1952), [পৃঃ ২১৬—২২]

2. Show how the prices of goods are affected by (a) joint demand and (b) joint supply. (Cal. B. A. 1950, B. Com. 1942) [পৃঃ ২১৭—২২]

3. "There are cases where the exact cost of production of any single piece of work cannot be calculated." Illustrate this statement and explain the principle followed in fixing rates and prices in such cases. (B. Com. 1943) [পৃঃ ২১৯—২১]

4. Show how the prices of railway services are fixed for transport ; How do the principles conform to the theory of value ? (Cal. B. A. 1953) [পৃঃ ২২১—২২]

5. Wool and mutton are jointly produced. Discuss the effect of changes in the supply of and demand for wool upon the price of mutton (B. A. 1940) [পৃঃ ২১৯—২১]

6. Discuss the principles which govern the values of joint products (Cal. B. Com. 1956) [পৃঃ ২১৯—২১]

ষোড়শ অধ্যায়

স্পেক্যুলেশন Speculation

স্পেক্যুলেশন—Speculation

এক সময়ে সস্তায় সামগ্রী ক্রয় করিয়া, অপর এক সময়ে চড়া দামে উহাকে বিক্রয় করিবার কার্য্যকেই স্পেক্যুলেশন বলা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে কোন সামগ্রীর চাহিদা যোগানের যেরূপ অবস্থিতি, ভবিষ্যতে উহার চাহিদা যোগানের সেরূপ অবস্থিতি না থাকিতেও পারে। ভবিষ্যতের ও বর্ত্তমানের চাহিদা-যোগানের এই পার্থক্যের অবকাশে যে ব্যক্তি ঐ সম্পর্কে যথাযোগ্য অনুমান করিয়া কিছু মুনাফার আশায় কোন একটী সামগ্রী কখনও ক্রয় কখনও বা বিক্রয় করিয়া থাকে সে ব্যক্তি হইল স্পেক্যুলেটর এবং তাহার কার্য্য হইল স্পেক্যুলেশন। স্পেক্যুলেটর সস্তায় সামগ্রী ক্রয় করিবার এবং চড়া দামে উহা বিক্রয় করিবার সুযোগ সন্ধান করে।

বৈধ এবং অবৈধ স্পেক্যুলেশন—স্পেক্যুলেশন বৈধ এবং অবৈধ হইতে পারে। অবৈধ স্পেক্যুলেশন (Illegitimate) ঘটে যখন নিছক সখের স্পেক্যুলেটর বাজারে ক্রিয়াশীল হয়। সামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের প্রবণতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া এবং ঐ সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে যে স্পেক্যুলেশন করা হয় তাহা হইল বৈধ স্পেক্যুলেশন (legitimate speculation)। এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাবে স্পেক্যুলেশনের দ্বারা দামের উঠতি পড়তি বৰ্দ্ধিত করা হয়। যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজি না লইয়া কোন সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্যে লিপ্ত হইলেও উহাকে অবৈধ স্পেক্যুলেশন রূপে গণ্য করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর ভবিষ্যতের অনুমান যদি ভ্রান্ত হয় এবং সেই কারণে যদি তাহার পুঁজি অপেক্ষা ক্ষতি হয় অধিক, তাহা হইলে চুক্তি অনুযায়ী বাধ্যকতা পূরণ করিতে সে অক্ষম হইবে। ইহাতে সে নিজেও ধ্বংস হইবে অপরকেও ধ্বংস করিবে। সামগ্রী কোনঠাসা (Cornering) করাও অবৈধ স্পেক্যুলেশন ; ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা গুজব রটনার দ্বারা কোন একটি সামগ্রীর মোট উৎপাদনের অধিক অংশই ক্রয় করিয়া ফেলিয়া ক্রেতাদিগের নিকট হইতে অত্যধিক দাম আদায় করা হইল সামগ্রী কোনঠাসা করা। যে সকল সামগ্রীর যোগান সঙ্কোচ প্রসার বিহীন, সেই সকল সামগ্রীর স্পেক্যুলেশনকেও অবৈধ রূপে গণ্য করা যায় ; কারণ দাম পরিবর্ত্তনের দ্বারা ইহাদের যোগান পরিবর্ত্তন হইতে পারে না বলিয়া,

স্পেক্যুলেশনের দ্বারা যোগান চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা থাকে না। অবৈধ স্পেক্যুলেশনের এই বৈশিষ্ট্য হইতে বৈধ স্পেক্যুলেশনের রূপ উপলব্ধি করা যায়। বৈধ স্পেক্যুলেশনের মূল বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা চাহিদা ও যোগানের গতি ও প্রবণতা সঠিক ভাবে অনুধাবন করিতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে এইরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়; সুতরাং বৈধ স্পেক্যুলেশনের দ্বারা দামের উঠ্‌তি পড়তি বৃদ্ধি তো পায়ই না, বরং হ্রাস পায়।

স্পেক্যুলেশন ও জুয়াখেলা—কেহ কেহ স্পেক্যুলেশন ও জুয়াখেলা এই দুইটিকে অভিন্ন কার্য্যরূপে গণ্য করে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু স্পেক্যুলেশন ও জুয়াখেলার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। নিছক দৈবঘটনার উপর নির্ভর করিয়া যে লেনদেন করা হয়, তাহা হইল জুয়া; বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা সামগ্রীর চাহিদা যোগানের গতি নির্ণয় করিয়া যে লেন দেন কার্য্য করা হয়, তাহা হইল স্পেক্যুলেশন। জুয়াখেলায় অসাফল্যের সম্ভাবনা অধিক, সাফল্যের সম্ভাবনা অল্প; স্পেক্যুলেশনে সাফল্যের সম্ভাবনা অধিক, অসাফল্যের সম্ভাবনা অল্প। জুয়াখেলায় পাঁচজনের যায়, একজন পায়, স্পেক্যুলেশনে সকলেই পায়, সকলেই অল্প বিস্তর লাভবান হয়;

স্পেক্যুলেশনের দ্বারা সাধিত অর্থনৈতিক উপকার

স্পেক্যুলেশনের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে দামের উঠতি পড়তির উগ্রতা নিবারণ করা হয়। ভবিষ্যতে চাহিদা অপেক্ষা যোগান অধিক হইবে এবং সেই কারণে ভবিষ্যতে সামগ্রীর দাম কমিয়া যাইবে, ইহা স্পেক্যুলেটরগণ যখনই মনে করিবে তখনই তাহারা অন্যথায় যে পরিমাণে বিক্রয় করিত, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিবে। ইহাতে বর্ত্তমানের ভোগে সহায়তা করা হইবে এবং বর্ত্তমানে অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল বলিয়া ভবিষ্যতে যে পরিমাণে দাম হ্রাস পাইত, দাম সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে না। অপর পক্ষে ভবিষ্যতের চাহিদা অধিক হইবে বলিয়া অনুমান করিলে তাহারা বর্ত্তমানে সামগ্রী ক্রয় করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যতে বিক্রয় করে। সুতরাং ভবিষ্যতে দাম যত পরিমাণ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল সেই পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না কারণ স্পেক্যুলেটরদিগের কার্য্যের দ্বারা অধিক যোগান হইয়া থাকে। এই ভাবে ভবিষ্যতে দামের প্রবণতা অনুমান করিয়া স্পেক্যুলেটরগণ যে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে তাহাতে দাম পরিবর্ত্তন অন্যথায় যতটা উগ্র হইত ততটা হইতে পারে না। যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হইলে ভোগকারীগণ যথাসম্ভব অধিক তৃপ্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় ইহা সুবিদিত। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে স্পেক্যুলেটারদের কার্য্য ভোগকারীদিগের সহায়ক। অধিকন্তু

ভবিষ্যতে দুষ্প্রাপ্যতার অনুমান করিয়া স্পেক্যুলেটারগণ যখন তাহাদের কার্য্যে অগ্রসর হয় তখন ভোগকারীগণ ভবিষ্যতের দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে পারে এবং তদনুযায়ী নিজ নিজ কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

স্পেক্যুলেটারদিগের কার্য্য শুধুই যে ভোগকারীদিগের পক্ষে সহায়ক তাহাই নহে উৎপাদনকারীগণও উহাদের কার্য্য হইতে বহু পরিমাণে সহায়তা লাভ করিতে পারে। আধুনিককালে ব্যবসাবাণিজ্য এরূপ অনিশ্চয়তা পূর্ণ এবং ঝুঁকিবহুল যে দামের দ্রুত পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিলে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা বহু লোকের পক্ষে অসম্ভব হইত। এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা লাঘবের পক্ষে স্পেক্যুলেটারগণ উৎপাদনকারীদিগের পক্ষে অনেক সময় সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। উৎপাদনকারীদিগের পক্ষে মোটামুটি দুইটি ঝুঁকি থাকে—প্রথম, কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। স্পেক্যুলেটারদিগের নিকট হইতে উৎপাদনকারী কি দামে কাঁচা মাল ক্রয় করিতে পারিবে সে সম্পর্কে অগ্রেই চুক্তি করিয়া লইতে পারে এবং সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। কখন কখন স্পেক্যুলেটারগণ উৎপাদনকারী উৎপাদন শেষ হইলে কি দামে সামগ্রী ক্রয় করিবে এ সম্পর্কে চুক্তি করিতে পারে; এক্ষেত্রে উৎপাদনকারী পণ্য বিক্রয়ের সমস্যা হইতে বহু পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করে। আবার সুনির্দ্দিষ্ট চুক্তি না হইলেও ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির আশায় যখন স্পেক্যুলেটারগণ বর্ত্তমানে পণ্য ক্রয় করিতে থাকে তখনই উহার দ্বারা উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দ্দেশ লাভ করে; অপর পক্ষে ভবিষ্যতে দাম হ্রাসের আশঙ্কায় স্পেক্যুলেটারগণ যখন তাহাদের মজুত মাল বাজারে ছাড়িয়া দেয় উৎপাদনকারীগণ তখন উহার দ্বারা ভবিষ্যতে উৎপাদন হ্রাস করিবার নির্দ্দেশ লাভ করে। ইহা উৎপাদনকারীদিগের কার্য্যের পক্ষে বিশেষ ভাবেই সহায়ক।

ষ্টক এক্সচেঞ্জ, ইহার প্রয়োজনীয়তা—Stock Exchange, its Utility

যৌথপুঁজি কারবারগুলি বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া তাহাদের পুঁজি সংগ্রহ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ কারবারের শেয়ার ক্রয় করিল সে যে চিরকাল ঐ শেয়ারটির মালিক থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সে তাহার ঐ শেয়ার অর্থাৎ কোন কারবারে তাহার মালিকানা অংশ তাহার অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায়ই বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। বহু ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে এইরূপ শেয়ার ক্রয় করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকে। সুতরাং অন্যান্য সামগ্রীর ন্যায়ই শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের বাজার থাকে এবং পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলিতে এই শেয়ারের বাজার দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেয়ারের বাজারকেই

বলা হয় ষ্টক এক্সচেঞ্জ। ষ্টক এক্সচেঞ্জে যে সকল শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাদের তিন শ্রেণীর মালিক দেখিতে পাওয়া যায়ঃ সাধারণ ব্যক্তি (private persons), বিনিয়োগকারী মধ্যবর্ত্তীগণ (Investment intermediaries), এবং কোম্পানী-সমূহ (companies)। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশগুলিতে সাধারণ ব্যক্তিদিগের মালিকানাভূক্ত শেয়ারের অংশই উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ষ্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয়, শিল্প দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা হয় না। তথাপি উৎপাদনের সহিত পুঁজির কি সম্পর্ক আছে এবং পুঁজির সহিত ষ্টক এক্সচেঞ্জের কি সম্পর্ক আছে তাহা চিন্তা করিলেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে ষ্টক এক্সচেঞ্জের উপকারিতা বুঝিতে পারা যাইবে। সাধারণ একজন ব্যক্তি যখন শিল্পে অর্থ সরবরাহ করে তখন সে উহা করে তাহার সঞ্চয় হইতে। এই সঞ্চয় অলস না রাখিয়া শিল্পে খাটাইয়া উহা হইতে কিছু উপার্জ্জন করাই হইল তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহার অর্থ দীর্ঘদিনের জন্য আটকাইয়া থাকুক ইহা সে চাহিবে না; নানাবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব কারণে তাহার হঠাৎ নগদ মুদ্রার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানটি তাহার মুদ্রা লইয়া অলস ভাবে রাখিয়া দেয় নাই, উহা তাহারা কাজে লাগাইয়াছে এবং এরূপ ভাবে কাজে লাগাইয়াছে যাহাতে ইচ্ছামত তাহারা নগদ টাকা উঠাইয়া লইতে পারে না। উহার দ্বারা তাহারা জমি কিনিয়াছে, ফ্যাক্টরী তুলিয়াছে, যন্ত্রপাতি বসাইয়াছে এবং নানাপ্রকারের এরূপ সম্পত্তি কিনিয়াছে যাহাতে বিনিয়োগকারীদিগের প্রয়োজন মত বিক্রয় করিয়া নগদ মুদ্রা উঠাইয়া লওয়া সম্ভব নহে।

কিন্তু বিনিয়োগটি কিছুকালের জন্য আটক হইয়া যাইলেও, বিনিয়োগকারীর শেয়ারটি আটক হইয়া যায় নাই। এরূপ একটি বাজার আছে যেখানে নগদ মুদ্রার প্রয়োজন হইলে বিনিয়োগকারী তাহার শেয়ার বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ উঠাইয়া লইতে পারে; এই বাজার হইল ষ্টক এক্সচেঞ্জ। এখানে যাহারা শেয়ার বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহারাও আসিতেছে, যাহারা শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহারাও আসিতেছে। সুতরাং ইহার দ্বারা শেয়ারগুলি সহজেই ক্রয় বিক্রয়যোগ্য হইতেছে। এখানে শেয়ারহোল্ডার তাহার শেয়ার বিক্রয় করিয়া সহজেই নগদ অর্থ তুলিয়া লইতে পারিবে। ষ্টক এক্সেচেঞ্জ না থাকিলে একখানি শেয়ার বিক্রয় করিতে শেয়ার হোল্ডারকে বহু অসুবিধা, কষ্ট এবং খরচার সম্মুখীন হইতে হইত। ষ্টক এক্সেচেঞ্জের মধ্য দিয়া শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের সুসংগঠিত বাজার থাকে বলিয়া অল্প কষ্টে এবং অল্প ব্যয়েই শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে। এই সুবিধা থাকার দরুণ বিনিয়োগকারীগণ শেয়ার ক্রয় করিয়া শিল্পে পুঁজি সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক থাকে

এবং সেই কারণেই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজির সরবরাহ ঘটে। পুঁজির এই অব্যাহত সরবরাহের জন্য শিল্প সম্প্রসারণে এবং সেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভূত সহায়তা করা হয়।* কোন কোন বিনিয়োগকারী শেয়ার ক্রয় করে ষ্টক এক্সেচেঞ্জে উহার মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে ফালতো লাভ করিবার জন্য। ইহা স্পেক্যুলেশন হইলেও এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে লোকে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির লোভে শেয়ার ক্রয় করিলেও উহার দ্বারা শিল্পে পুঁজির যোগান বৃদ্ধি পায়। ষ্টক এক্সেচেঞ্জে শেয়ার লইয়া যদি স্পেক্যুলেশনও হয় তাহা হইলেও উহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকে। কারণ, স্পেক্যুলেটরগণ যে শিল্পের শেয়ার অধিক পরিমাণে ক্রয় করে সেই শিল্পগুলির দিকেই পুঁজি প্রবাহিত হয়। উহার দ্বারা বিভিন্ন শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্বে পরিবর্তন ঘটে এবং পণ্য উৎপাদনেও পরিবর্তন ঘটে।

Questions & Hints

1. Distinguish between legitimate and illegitimate speculation and point out the social justification for speculation (B. A. 19;1, 48; B. Com. 1942 ; Nag. 1944 ; Bom. 1947.) Explain carefully the possible beneficial and harmful results of the action of speculators (B. Com. 1951.) [পৃষ্ঠা ২২৪—২৬]

2. On what ground has it been held that speculation if it is to perform a social service must be confined to specialists. Explain the utility of a market for dealing in futures to business. (B. Com 1940) Discuss the nature and necessity of speculation in a modern community (Cal. B. Com. 1953) [পৃষ্ঠা ২২৪—২৬]

3. Do you think that modern productive organisation would suffer a great loss if all stock and produce exchanges are closed down ? (Cal. B. Com 1955) [পৃষ্ঠা ২২৫—২৮]

4. Discuss the functions of stock exchanges indicating in particular how they promote investment of capital. (B. A. 1956) [পৃষ্ঠা ২২৬—২২৮]

---

* "It (stock exchange) makes it less risky to lock up money for long periods and thus increases the flow of capital into productive investments."—Cairncross.

সপ্তদশ অধ্যায়
একচেটিয়া কারবার
Monopoly

একচেটিয়া কারবার—Monopoly

কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন কোন একটি বিশেষ সামগ্রীর একমাত্র উৎপাদনকারী হয় তখন ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানটির একচেটিয়া কারবার আছে বলা হইয়া থাকে। অবশ্য একচেটিয়া কারবারী যে সামগ্রীটি উৎপাদন করে বাজারে যদি ঠিক সেই সামগ্রীটি না হইলেও অনুরূপ সামগ্রী থাকে, অর্থাৎ যে সামগ্রী প্রথম সামগ্রীটির পরিবর্ত সামগ্রীরূপে (substitutes) ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা হইলে প্রথম সামগ্রীটির উৎপাদনকারীর সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার থাকে না। একমাত্র উৎপাদনকারী বিবেচনায় কোন একজন ব্যবসায়ীকে সকল সময়েই একচেটিয়া কারবারীরূপে গণ্য করা যায় না। এদিক হইতে বিবেচনা করিয়া স্টিগলার একচেটিয়া কারবারের সংজ্ঞা প্রদানে বলিয়াছেন যে ইহা হইল "সেরূপ একটী সামগ্রীর উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যে সামগ্রীর কোন নিকটবর্তী পরিবর্ত সামগ্রী নাই" ["A firm producing a commodity of which there are no close substitutes—Stigler]

নিখুঁত বা পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect competition) এবং একচেটিয়া কারবার এই দুইটি বিপরীত পরিস্থিতি ; এবং একচেটিয়া কারবারের প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায় নিখুঁত প্রতিযোগিতার সহিত উহার তুলনা করিয়া। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় ক্রেতাগণ কোন্ বিশেষ বিক্রেতার নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করিতেছে এ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন বোধ করে না—অবশ্য সকল বিক্রেতা যতক্ষণ একই দামে একই সামগ্রী বিক্রয় করিতে থাকিবে। অর্থাৎ নিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম দাম হইল একমাত্র বিষয় যাহার দ্বারা ক্রেতাগণ একজন বিক্রেতা অপেক্ষা আর একজন বিক্রেতাকে অধিক পছন্দ করিবে। অধিকন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি সামগ্রীর যে মোট পরিমাণ বিক্রীত হয় কোন একজন ব্যবসায়ী বা শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার অতি অল্প অংশই বিক্রয় করে ; সুতরাং কোন একজন বিক্রেতা কিছু কম বিক্রয় করিল অথবা কিছু অধিক বিক্রয় করিল

তাহাতে তাহার কার্য্যের দ্বারা বাজার দামে কিছুই তারতম্য ঘটে না। কোন একটী বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান বাজার দাম যাহা থাকে সেই বাজার দামে যতটা পরিমাণ ইচ্ছা ততটা পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারে—অর্থাৎ তাহার অধিক বা অল্প বিক্রয়ের দ্বারা বাজার দাম হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যে একজন কারবারী সামগ্রীর পরিমাণ পরিবর্ত্তনের দ্বারা বাজার দাম পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম। [Two conditions are requisite for pure competition to exist. (1) Buyers must be completely indifferent as to which seller they purchase from, as long as different sellers' prices are the same. Or, to state the proposition in other words, a lower price is the only element which will lead buyers to prefer one dealer to another under pure competition. (2) The amount which each individual seller can offer for sale must constitute so small a proportion of the total supply that he, acting, along is powerless to affect the price by varying the amount which he offers"—A. L. Meyers]

একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান অপরের নিকট হইতে খরিদ্দার আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য দাম কমাইতে বাধ্য হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ একচেটিয়া কারবারের অর্থই হইল সংশ্লিষ্ট কারবারীর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। অথচ একচেটিয়াদারের (Monopolist) বিক্রয়ার্থে উপস্থাপিত সামগ্রীর পরিমাণের দ্বারা দাম প্রভাবান্বিত হইবে ; কারণ একচেটিয়াদার বাজারে সামগ্রীটীর সমগ্র পরিমাণই নিয়ন্ত্রণ করে। একচেটিয়াদার একটু অধিক দাম চাহিলেই ক্রেতাগণ সকলেই যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এইরূপ ঘটে না। যোগানের উপর একচেটিয়াদারের এই পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় যোগান কখন হ্রাস করিয়া কখন বৃদ্ধি করিয়া সামগ্রীটীর দাম সে এইরূপ অবস্থায় আনয়ন করে যেখানে উহার বিক্রয় হইতে তাহার "সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নীট্ আয়" (Maximum net revenue) হইবে। সামগ্রীটীর যোগান ঠিক এইরূপ হইবে যাহাতে উহার বৃদ্ধি করিলেও নীট আয় কমিয়া যাইবে আবার উহার হ্রাস করিলেও নীট্ আয় কমিয়া যাইবে। একচেটিয়াদার যোগানের সামঞ্জস্য এইরূপভাবে বিধান করিবে যাহাতে ঐ যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে যে দাম আদায় করা যাইবে সেই দামে তাহার নীট্ আয় হইবে সর্ব্বাধিক।

কিন্তু এই সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নীট্ আয় কখন সম্ভব হয়? একচেটিয়া কারবারী যখন ঠিক সেইরূপ পরিমাণ সামগ্রীর উৎপাদন করিবে যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে

তাহার প্রান্তিক্ আয় (marginal revenue) এবং প্রান্তিক্ খরচা (Marginal cost) সমান হয় তখন তাহার নীট্ আয় অর্থাৎ মুনাফা হইবে সর্ব্বোচ্চ। একমাত্রা অধিক বিক্রয় করিলে মোট আয় যে হারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইল প্রান্তিক্ আয়। যদি ১০০০টি সামগ্রী বিক্রয় করিয়া মোট ৫০০০৲ টাকা পাওয়া যায় এবং ১০০১টি সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যদি ৫০০৪৲ পাওয়া যায় তাহা হইলে ৪৲ টাকা হইল প্রান্তিক্ আয় (Marginal revenue)। অপর পক্ষে একটি সামগ্রী একমাত্রা অধিক উৎপাদন করিলে মোট উৎপাদন খরচা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে সেই পরিমাণটুকু হইবে প্রান্তিক্ খরচা। যদি ১০০০টি সামগ্রী উৎপাদন করিতে মোট খরচা হয় ৩০০০৲ টাকা এবং ১০০১টি সামগ্রী উৎপাদন করিতে মোট উৎপাদন খরচা হয় ৩০০৩৲ টাকা তাহা হইলে ঐ ৩৲ টাকা হইবে প্রান্তিক্ খরচা।

যখন প্রান্তিক্ খরচা এবং প্রান্তিক্ আয় সমান হইবে তখন মুনাফা বা নীট্ আয় হইবে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ। যতক্ষণ প্রান্তিক্ আয় (Marginal revenue) প্রান্তিক খরচা অপেক্ষা অধিক থাকিবে—অর্থাৎ একমাত্রা উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে খরচা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় আয় বৃদ্ধি পায় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে, ততক্ষণ নীট্ আয় বা মুনাফা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আবার যখনই প্রান্তিক্ খরচা (Marginal cost) প্রান্তিক আয় (Marginal revenue) অপেক্ষা অধিক হয় ঠিক তখনই মুনাফা কমিতে আরম্ভ করে ; একমাত্রা অধিক উৎপাদনের দ্বারা বাড়তি আয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বাড়তি খরচা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে একই পরিমাণ বিক্রয় হইতে লভ্য মোট মুনাফা (Profits) কমিতে আরম্ভ করিবে ; সুতরাং ঠিক যখন প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক খরচা সমান হইবে তখনই মুনাফা সর্ব্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইবে, উহা হ্রাসও পাইবে না, বৃদ্ধিও পাইবে না।*

প্রশ্ন হইতে পারে, যে-কোন ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রেই তো এইরূপ হইতে পারে, একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্য কি হইল ? বৈশিষ্ট্য হইল এই যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার

---

* Profits are at a maximum when the firm is operating at the output where marginal revenue equals marginal cost......profits are rising as long as an additional unit of output increases receipts more than costs, i, e, as long as marginal revenue is greater than marginal cost. Profits decline when an additional unit of output adds more to costs than to receipts i, e, when marginal cost is greater than marginal revenue. Hence, profits are at a maximum, are neither rising nor falling when marginal revenue equals marginal cost."—Stigler—The Theory of Price. P. 269

মধ্যে কোন একজন ব্যবসায়ী যে দামে তাহার পণ্য বিক্রয় করিতে পারে সে দাম বাজারে নির্দ্ধারিত হইয়াই থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী একক ভাবে তাহার নিজস্ব যোগান হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা কোনই তারতম্য ঘটাইতে পারে না। কিন্তু একচেটিয়াদার জানে যে তাহার একার যোগানের উপরেই দাম নির্ভরশীল এবং তাহার যোগান বৃদ্ধি হইলে দাম হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং একচেটিয়াদার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচা হিসাব করিয়া উহাদের সমতা আনিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন একজন ব্যবসায়ীর নিকট দাম অপরিবর্ত্তিত থাকে বলিয়া অপরিবর্ত্তিত দামের সহিত তাহার নিজের উৎপাদন খরচা যতক্ষণ না সমান হয় ততক্ষণ উৎপাদন করে; উহাতে যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নীট্ মুনাফা হইবে এমন কি মুনাফা আদৌ হইবে কিনা এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

প্রতিযোগিতা দাম ও একচেটিয়া দাম

একচেটিয়াদারের নিজ পণ্যের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, সেই কারণে উহার যোগান হ্রাস করিয়া যে কোন উচ্চ হারে দাম সে বাঁধিয়া রাখিতে পারে; প্রতিযোগিতার মধ্যে অপর পাঁচজনে যে দামে বিক্রয় করিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত দাম একজন ব্যবসায়ী কোন মতেই দাবী করিতে পারে না। সেইজন্য মনে করা হয় যে কোন একটি সামগ্রীর প্রতিযোগিতা থাকিলে যেরূপ দাম হইত, একচেটিয়াদারী থাকিলে তাহা অপেক্ষা উৰ্দ্ধ স্তরেই দাম সর্ব্বদা নির্দ্ধারিত থাকিবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; একচেটিয়া দাম প্রতিযোগী দামের উপর থাকিতে পারে, কিন্তু উপরে যে থাকিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। একচেটিয়াদার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নীট্ মুনাফা লাভের জন্য সচেষ্ট থাকে, উচ্চস্তরে দাম বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার সে উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ অধিক যোগান দিলে দাম যে অনুপাতে কমিবে অর্থাৎ যে অনুপাতে প্রান্তিক আয় কমিবে, প্রান্তিক খরচা তাহা অপেক্ষা অধিক অনুপাতে কমিতে পারে। সেক্ষেত্রে কম দামে অধিক বিক্রয় করিয়া, মুনাফা হইবে সর্ব্বোচ্চ। সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলিতে গেলে, একচেটিয়াদারকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দাম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

(১) চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা (Elasticity of demand)—সামগ্রীটির চাহিদা কিরূপ, অর্থাৎ উহার চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম না সঙ্কোচ প্রসার বিহীন, ইহার উপরে সামগ্রীটির বিক্রয় সম্ভাবনা বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। চাহিদা যদি সঙ্কোচ প্রসার বিহীন হয়, তাহা হইলে অধিক দামে বিক্রয় করিলেও চাহিদা হ্রাস পায় না, এবং

অধিক দামে বিক্রয় করিয়াই সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু বর্তমানে খুব কম সামগ্রীর চাহিদাই সঙ্কোচ-প্রসার বিহীন; যে সামগ্রীর চাহিদা সম্পূর্ণ সঙ্কোচ-প্রসার বিহীন সে সামগ্রীর বাজার এত বিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক যে প্রতিযোগিতার কিছু না কিছু অবকাশ ঘটিয়া যায়। যে ক্ষেত্রে চাহিদা সঙ্কোচ-প্রসারক্ষম সে সকল ক্ষেত্রে উহা কতদূর সঙ্কোচ-প্রসারক্ষম তাহা একচেটিয়াদারকে অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। চাহিদা যদি অধিক সঙ্কোচ-প্রসারক্ষম হয়, তাহা হইলে দাম কমাইলে অত্যধিক বিক্রয় হইবে এবং অধিক বিক্রয়ের জন্য কম দামেই অধিক লাভ হইতে পারে।

(২) পরিবর্ত্ত সামগ্রীর অস্তিত্ব (Substitutes)—অত্যধিক দাম চাহিলে পরিবর্ত্ত সামগ্রীর উদ্ভাবনের জন্য অপরে সচেষ্ট হইতে পারে, এই ভীতিও একচেটিয়াদারের মনে ক্রিয়া করে। কোন একচেটিয়া সামগ্রীর হয়তো আপাততঃ পরিবর্ত্ত সামগ্রী নাই—কিন্তু উহার দাম যদি অত্যধিক চড়া হারে বাঁধিয়া রাখিয়া উহাকে দুর্লভ করিয়া তোলা হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (বিশেষ করিয়া এই বিজ্ঞানের যুগে) উহার যথাযোগ্য পরিবর্ত্ত সামগ্রী উৎপাদনের কার্য্যে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হওয়া পোষাইবে বলিয়া মনে করিবে।

(৩) প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা (Possibilty of competition)—শুধু পরিবর্ত্ত সামগ্রী নহে, একই সামগ্রীই যে অপর কেহ উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করিবে না, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময়ে প্রতিযোগিতার মধ্য হইতে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ঘটে এবং সেক্ষেত্রে অত্যধিক দাম দাবী করিলে পুনরায় প্রতিযেগিতা উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা যায়। একজন ব্যবসায়ী সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দ্বারা আপনার উৎপাদন খরচা হ্রাস করিয়া অল্প দামে সামগ্রী বিক্রয় করিয়া অত্যুগ্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিতে পারে এবং অপর ব্যবসায়ীগণ ক্রমশঃ কারবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারে, তখন একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একচেটিয়াদার যদি অত্যধিক চড়া দামে সামগ্রী বিক্রয় করে তাহা হইলে যাহারা একদিন ঐ কারবার হইতে চলিয়া গিয়াছিল তাহারা উহাতে পুনরায় প্রবেশ করিবে।

(৪) রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ (State interference)—দাম নির্দ্ধারণে একচেটিয়াদার ইহা বিবেচনা করিতেও বাধ্য যে অত্যধিক দাম চাহিলে, জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইতে পারে এবং জনমতের চাপে রাষ্ট্র ঐ শিল্প নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হইতে পারে।

(৫) উৎপাদন খরচা (Cost of production)—উৎপাদনের পরিমাণের সহিত উৎপাদন খরচা কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়—ইহার উপরেও একচেটিয়াদার কিরূপ

দাম চাহিবে তাহা নির্ভর করে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা যদি উৎপাদন খরচা হ্রাস পায় তাহা হইলে কম দামে অধিক সামগ্রী বিক্রয় করিয়াই সে লাভবান হইবে। অপর পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা যদি খরচা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উৎপাদন কম রাখিয়া অধিক দামে বিক্রয় করাই তাহার পক্ষে লাভজনক।

পুনরুৎপাদনাযোগ্য সামগ্রী—Non-reproducible goods

এক প্রকারের সামগ্রী আছে যেগুলি একবারই মাত্র উৎপাদন হয় বার বার উৎপাদন হইতে পারে না, যথা কোন অদ্বিতীয় কারুকার্য্য শোভিত সামগ্রী বা কোন প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন অথবা কোন বিখ্যাত শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র। এইরূপ পুনরুৎপাদনাযোগ্য সামগ্রী যাহার নিকট থাকে সে হইল উহার একচেটিয়াদার কিন্তু এ সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারণে সাধারণ একচেটিয়া দাম নির্দ্ধারণের পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। সাধারণ একচেটিয়া দাম নির্দ্ধারিত হয় প্রান্তিক্ আয় ও প্রান্তিক্ খরচার দ্বারা কিন্তু পুনরুৎপাদনাযোগ্য সামগ্রীর পুনরায় উৎপাদন ঘটিতে পারে না এবং সেই কারণে উহার প্রান্তিক্ খরচা বিবেচিত হইতে পারে না। এইরূপ সামগ্রীর মালিক যে দামে উহা ক্রয় করে তাহাও উহার দাম নির্দ্ধারণ করে না। এই সামগ্রীর উপর ভাবাবেগ মূল্য (sentimental value) আরোপিত থাকে এবং সেই অনুপাতে সামগ্রীটি অপর কাহাকেও দিতে মালিকের অনিচ্ছা থাকে। মালিকের এই অনিচ্ছা অতিক্রম করিবার জন্য যে দাম সে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করিবে উহা হইবে সামগ্রীটির ন্যূনতম যোগান দাম। চাহিদা দাম এই ন্যূনতম যোগান দামের অন্ততঃ সমান হইলে তবেই সামগ্রীটি বিক্রয় হইবে। এক্ষেত্রে চাহিদা দাম যোগান দাম অপেক্ষ যতই অধিক হইবে সামগ্রীর মালিকের ততই লাভ হইবে।

একচেটিয়াও নহে প্রতিযোগিতাও নহে—Neither Monopoly nor Competition

বাস্তব জগতে এইরূপ সামগ্রী খুব কমই আছে যাহার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একচেটিয়া কারবার থাকে। প্রায় প্রত্যেক সামগ্রীরই কোন না কোন পরিবর্ত্ত সামগ্রী (substitutes) থাকে ; এই পরিবর্ত্ত সামগ্রী খুব সন্নিহিত হইতে পারে (very close substitutes) অথবা দূরবর্ত্তী হইতে পারে (Distant substitutes)। একচেটিদারকে যদি পরিবর্ত্ত সামগ্রীর অনুপস্থিতিরূপেই বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে খাঁটি একচেটিয়া কারবার খুব কম সামগ্রীর ক্ষেত্রেই থাকে। অন্ততঃ ইহাও বলিতে পারা যায় যে আমাদের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে বিভিন্ন অভাবগুলি

নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগী এবং সেই কারণে যে বিভিন্ন সামগ্রীগুলির উপরে আমরা আমাদের আর্থিক ক্ষমতা ব্যয় করিব সেই বিভিন্ন সামগ্রীগুলি নিজেদের মধ্যে পরিবর্ত্ত সামগ্রীরূপে বিবেচিত হইতে পারে। একটি সামগ্রীর দাম অত্যধিক বিবেচিত হইলে অপর কোন অভাব বা সামগ্রী আমাদের আর্থিক ক্ষমতা আকর্ষণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। একই শিল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি প্রতিযোগিতা নাও থাকে তাহা হইলেও বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা থাকে তাহা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। বেনহামের ভাষায় "সঠিক তর্ক বিজ্ঞানের দিক হইতে, প্রত্যেক উৎপাদনকারী অপর উৎপাদনকারীর সহিত অল্প বিস্তর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকে ; যে কোন একজন উৎপাদনকারীকে নিখুঁত বা অনিখুঁত প্রতিযোগিতার মধ্যে অবশ্যই কার্য্য করিতে হয়, এবং একচেটিয়া শব্দটি হয় পরিহার করা উচিত অথবা নিখুঁত প্রতিযোগিতার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা উচিত।" (বেনহাম্)*

অপর পক্ষে আবার সাধারণতঃ যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে সে সকল ক্ষেত্রেও নিখুঁত প্রতিযোগিতার তত্ত্ব অধিকাংশ সময়েই প্রয়োগ করা যায় না। বিভিন্ন কারণে একই সামগ্রীতে পার্থক্য সৃষ্টি হইতে পারে ; একাধিক কারবারী একই সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে অথচ ক্রেতাদিগের মনে বিভিন্ন কারবারীদিগের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে এইরূপ ধারণাও উদ্ভব হইতে পারে। একই সামগ্রীর ক্রেতাদিগের পছন্দ যখন উৎপাদনকারী অনুযায়ী বণ্টিত হয় তখন বিভিন্ন কারবারী একই সামগ্রী বিক্রয় করিলেও এক একজন কারবারী ঐ একই সামগ্রীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করিতে সক্ষম হয়। একই সামগ্রীর মধ্যে বিক্রেতা অনুযায়ী এই যে পার্থক্য ঘটে ইহাকে চেম্বারলীন্ "পণ্য পার্থক্য" রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

একচেটিয়া কারবারের মধ্যে যেরূপ প্রতিযোগিতার উপাদান থাকে, প্রতিযোগিতার মধ্যেও সেইরূপ একচেটিয়া কারবারের উপাদান থাকে। সেইজন্যই কেয়ার্ণক্রস্ বলেন "বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা প্রতিযোগিতার সহিত মিশ্রিত নহে এইরূপ একচেটিয়াদারী দেখিতে পাই না আবার একচেটিয়াদারীর সহিত মিশ্রিত নহে এইরূপ প্রতিযোগিতাও ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ কারবারে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইল প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়াদারীর মিশ্রণ যাহার মধ্যে কখন একটি, এবং কখন অপরটি প্রাধান্য ভোগ করে। একচেটিয়াদারী এবং

*Economics—Benham—P. 205.

প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য, শুধু মাত্রার পার্থক্য, প্রকৃতির নহে।" ["The fact is that we never find monopoly undiluted by competition, and very rarely find competition undiluted by monopoly. In most lines of business there is a blend of competition and monopoly in which the one or the other may preponderate. The difference between monoply and competition is one of degree, not of kind'—Cairncross]

একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতা—Monopolistic Competition

একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা হইল, যোগানে পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতাও নাই অর্থাৎ বাজার নিখুঁত নহে, আবার পরিপূর্ণ একচেটিয়া কারবারও নাই। পণ্য পার্থক্যের (Product differentiation) দ্বারাই এইরূপ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা ঘটিয়া থাকে।

সাধারণতঃ, অভিন্ন ভাবে বিবেচিত কোন সামগ্রীর মধ্যে পার্থক্য-সৃষ্ট হয় যদি এরূপ কিছু থাকে যাহার দ্বারা বিভিন্ন বিক্রেতার সামগ্রীর মধ্যে ক্রেতাগণ প্রভেদ করিয়া থাকে। এই প্রভেদ করিবার ভিত্তি প্রকৃত হইতে পারে বা কাল্পনিকও হইতে পারে কিন্তু ইহার দ্বারা ক্রেতাগণ কোন বিক্রেতাকে অধিক পছন্দ এবং কোন বিক্রেতাকে অল্প পছন্দ করে অর্থাৎ কোন বিক্রেতার সামগ্রী অপর বিক্রেতার সামগ্রী অপেক্ষা অধিক আগ্রহ সহকারে আকাঙ্খা করে। এইরূপ পার্থক্যের অস্তিত্ব যেখানেই থাকে সেখানেই সে পার্থক্য যতই কম হউক না কেন ক্রেতাগণ বিক্রেতা-দিগের সহিত দৈব ঘটনায় বা বিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হয় না (পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যেরূপ মিলিত হয়), মিলিত হয় সুস্পষ্ট পছন্দ অপছন্দের দ্বারা।

কোন সামগ্রীর বাজার নিখুঁত না হইবার কারণগুলি এইভাবে বিশ্লেষণ করা চলে:

(১) ক্রেতাদিগের ঔদাসীন্য বা অজ্ঞতার জন্য অনিখুঁত বাজারের উদ্ভব হইতে পারে। ক্রেতাগণ একই সামগ্রী অপর কোথাও বিক্রয় হইতেছে কিনা এসম্পর্কে সকল সময়ে যৎপরোনাস্তি সন্ধান করে না; ইহার জন্য সময়ের অভাব, ধৈর্য্যের অভাব এমন কি নিছক ঔদাসীন্যকেও দায়ী করা যাইতে পারে। যে কারণে হউক প্রায়ই এইরূপ ঘটে একটি বিশেষ ক্রেতা কোন একটি সামগ্রী একটি বিশেষ বিক্রেতার নিকট হইতে যেন নিছক অভ্যাসবশতই বরাবর ক্রয় করিতে থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যে যে নিয়তই দাম যাচাইয়ের বাস্তব সম্ভাবনা হিসাব করা হইয়া থাকে তাহা

কার্যতঃ উপলব্ধি হয় না। যখনই তাহা উপলব্ধি না হয় তখনই নিখুঁত বাজার তিরোহিত হয় এবং অনিখুঁত বাজার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতার উদ্ভব ঘটে।

(২) বিভিন্ন খরিদ্দারের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সহায়ক হইবার যোগ্যতায় প্রতিযোগী সামগ্রীগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে এবং সেইজন্যই ক্রেতাদিগের পক্ষ হইতে পছন্দের তারতম্য থাকিতে পারে। বিভিন্ন বিক্রেতা একই সামগ্রীতে একটু পৃথক বর্ণ বা একটু পৃথক স্বাদ বা গুণের তারতম্য যোগ করিতে পারে।

(৩) দুইজন বিক্রেতা হয়তো একই সামগ্রী বিক্রয় করে কিন্তু একজন বিক্রেতা হয়তো ক্রেতাকে ধারে মাল দেয় আর একজন হয়তো তাহা দেয় না ; একজন হয়তো মাল ডেলিভারী দেয় সুন্দরভাবে প্যাকিং করিয়া অপর বিক্রেতা হয়তো তাহা করে না। একজন বিক্রেতা ক্রেতার গৃহে পণ্য পৌছাইয়া দেয় অপর বিক্রেতার হয়তো সেইরূপ আয়োজন নাই। একজন বিক্রেতা হয়তো খরিদ্দারকে কিছু উপহার দেয় যথা (কুপন বা ক্যালেণ্ডার) অপর বিক্রেতা হয়তো তাহা করিতে পারে না। একজন বিক্রেতার সেলস্‌ম্যানগুলি অতি বিনীত এবং ভদ্র ব্যবহার করে অপরজনের হয়তো তদ্রূপ নহে। এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রথম বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করা ক্রেতাদিগের পক্ষে লাভজনক অন্ততঃ লোভনীয় হয়।

(৪) কোন যথার্থ পার্থক্য থাকুক বা না থাকুক অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতাগণ মনে করিতে পারে, দুইজন বিক্রেতার মধ্যে একজন বিক্রেতার পণ্য অপরজনের পণ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ক্রেতার মনে এইরূপ কাল্পনিক ধারণার উদ্ভব হইলেই একজন বিক্রেতা অপরজন অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করিবে। হরলিকস্ এবং নেস্‌প্রে এই দুইটির মধ্যে হরলিকস্ সত্য সত্যই উৎকৃষ্টতর হউক বা নাই হউক ক্রেতার মনে যদি প্রবেশ করিয়া থাকে যে হরলিকস্ উৎকৃষ্টতর তাহা হইলে হরলিকস্ বিক্রেতা নেস্‌প্রে বিক্রেতার উপরেও অধিক সুবিধা ভোগ করিবে এবং প্রতিযোগিতা হইবে নিখুঁত নহে, অনিখুঁত বা একচেটিয়ামূলক।

অনিখুঁত বা একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার গোড়ার কথাই হইল পণ্য পার্থক্য। চেম্বারলীনের পণ্য পার্থক্যের ধারণাটী গ্রহণ করিয়া মেয়ার্স পণ্য পার্থক্যের এই বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন যে ইহা হইল "এইরূপ কোন পরিস্থিতি যাহা একজন ক্রেতাকে একজন বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত সামগ্রীর জন্য অপর একজন বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত সামগ্রী অপেক্ষা অধিক দাম প্রদান করিতে প্রণোদিত করে. অথবা এইরূপ যে কোন বিবেচনা যাহার দ্বারা, একই সামগ্রীর দুইজন বিক্রেতার দ্বারা গৃহীত দাম এক হইলেও, একজন বিক্রেতাকে অপর বিক্রেতা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করা

হয়"। ["Product differentiation may be defined as any situation which induces a buyer to be willing to pay more for a good bought from one seller rather than from another, or as any consideration which causes one dealer to be preferred to another as a seller of a good even though the price is the same with both sellers."— A. L. Meyers]

Questions & Hints

1. What are the factors that the monopolist takes into account in fixing the price of the product ? (B. Com. 1938, 1944) [পৃঃ ২৩২—৩৪]

2. On what principles does the monopolist fix the price of (a) reproducible goods. (b) non-reproducible goods ? Show how the monopoly price is affected by (i) elasticity of demand (ii) substitutes (iii) potential competition (iv) regard for future demand (v) risk of legal interference. (B. A. 1943) "The inter-dependence of value, supply and demand is not inconsistent with the fixing of prices by a monopolist." In the light of this remark explain the considerations that are taken into account by a monopolist in fixing prices (B. Com. 1942, 1951) [পৃঃ ২২৯—৩০ ; ২৩২—৩৪]

3. Indicate the difference between the monopoly price and competitive price. Is it true that monopoly prices are always higher than competitive price ? (B. Com. 1941) [পৃঃ ২২৯—৩০ । ২৩২—৩৪]

4. "The difference between monopoly and competition is one of degree, not of kind"—Explain [পৃঃ ২৩৪—৩৬]

5. On what principles does the monopolist fix the price of his product ? Can he charge any price he likes ? (Cal B. A. 1956) [পৃঃ ২৩০ ; ২৩২—৩৪]

অষ্টাদশ অধ্যায়

বণ্টন ও জাতীয় ধনভাণ্ডার

উৎপাদক উপাদান সমূহের দাম

Distribution and National Dividend : Prices of Factors of Production

বণ্টন কাহাকে বলে—What Distribution Means

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত বণ্টনের প্রশ্ন অপরিহার্য্যরূপে জড়িত। শ্রমিক ও মালিক যখন অভিন্ন ব্যক্তিই ছিল, একই ব্যক্তি পুঁজি দিত, শ্রম দিত, ভূমি দিত এবং উহাদের সংমিশ্রণে সামান্য কিছু পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করিত, তখন বণ্টনের সমস্যার উদ্ভব ঘটে নাই। উৎপাদনের পরিধি বৃদ্ধির সহিত যতই উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজন হইয়াছে ততই বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে বিভিন্ন উৎপাদক উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে। কেহ ভূমি দেয়, কেহ শ্রম দেয়, কেহ পুঁজি দেয় আবার কেহ উহাদের সংমিশ্রণে উৎপাদনের সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা করিয়া থাকে। এই বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের মালিকগণ উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য হইতে তাহাদের প্রাপ্য লাভ করিয়া থাকে। এই প্রাপ্য হইল তাহাদের উপার্জ্জন এবং এই প্রাপ্য বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানকে প্রদান করিবার নামই হইল বণ্টন। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তু ও উপাদানগুলির সরবরাহকারীগণ যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহাই হইল বণ্টন।

জাতীয় ধনভাণ্ডার—National Dividend

একটি দেশের মধ্যে প্রতিবৎসর যে জাতীয় ধনভাণ্ডার গঠিত হয়, উহাই বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও ব্যবস্থাপনা, ইহাদের সহযোগিতা ও সংমিশ্রণের দ্বারা যে উৎপাদন হয় সেই উৎপাদনের একত্রিত পরিমাণ হইল জাতীয় ধনভাণ্ডার (National dividend)। এই জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতেই ভূমিকে প্রদান করা হয় খাজনা (Rent), শ্রমকে প্রদান করা হয় মজুরী (Wages) পুঁজিকে প্রদান করা হয় সুদ (Interest) এবং ব্যবস্থাপনার দ্বারা য
তাহা হইলে মুনফা (Profit)।

জাতীয় ধনভাণ্ডারের সঠিক প্রকৃতি এবং উহার হিসাব নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতৈক্য নাই। ব্যাপক অর্থ ধরিলে জাতীয় ধনভাণ্ডার বলিতে বুঝায় কোন একটি দেশের মধ্যে এক বৎসরে যে সামগ্রী (বস্তু সামগ্রী এবং অবস্তু সামগ্রী) উৎপাদিত হয়, তাহার মোট পরিমাণ। সঙ্কীর্ণ অর্থে বিবেচিত হইলে, মুদ্রার অনুপাতে যেগুলির মূল্য হিসাব করা চলে শুধু সেইরূপ সামগ্রী ও কার্য্য ইহার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। জাতীয় ধনভাণ্ডারের সংজ্ঞা প্রদানে মার্শাল বলেন, "দেশের প্রাকৃতিক সঙ্গতির উপর, শ্রম ও পুঁজি ক্রিয়াশীল হইয়া প্রতি বৎসর বস্তু সামগ্রী এবং সকল প্রকার কার্য্য সমেত অ-বস্তু সামগ্রীর একটি নির্দ্দিষ্ট নীট পরিমাণ উৎপাদন করে। ইহাই হইল দেশের খাটি নীট বাৎসরিক আয় অর্থাৎ জাতীয় ধনভাণ্ডার"। ["The labour and capital of the country, acting on its natural resources, produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income of the country or national dividend"—Marshall]

জাতীয় ধনভাণ্ডার বলিতে বৎসরের মধ্যে উৎপাদিত সামগ্রী ও কার্য্যের পরিমাণ বুঝাইতে পারে আবার বৎসরের মধ্যে ভোগকৃত সামগ্রী ও কার্য্যের পরিমাণকেও বুঝাইতে পারে। মার্শাল উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবের পক্ষপাতী; তাঁহার মতে বৎসরের মধ্যে নবনির্ম্মিত ও নবসম্পাদিত সকল সামগ্রী ও কার্য্যের মূল্য হইতে পুরাতন পুঁজির ক্ষয় ক্ষতি জনিত ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইবে এই ধনভাণ্ডার। অপর পক্ষে অধ্যাপক ফিশারের অভিমতে, সঞ্চয়কে আয় রূপে গণ্য করা সম্ভব নহে এবং কেবলমাত্র ভোগকৃত সেবাই (সামগ্রীর বা কার্য্যের) হইবে জাতীয় ধনভাণ্ডার। অধ্যাপক পিগুর মতে, অর্থনৈতিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক কারণ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকে, অব্যবহিত ভোগকার্য্যের মাধ্যমে নহে, মোট ভোগকার্য্যের মাধ্যমে। সুতরাং জাতীয় ধনভাণ্ডারের সংজ্ঞা সম্পর্কে অধ্যাপক ফিশারের অভিমত অপেক্ষা অধ্যাপক মার্শালের অভিমতই অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ফিশার জাতীয় ধনভাণ্ডার বলিতে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ভোগ-সামগ্রীর সমষ্টিরূপে অভিহিত করা বিধেয়।

বণ্টনের পদ্ধতি—প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—Method of Distribution—Theory of Marginal Productivity

বণ্টনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা নামে একটি মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। আঁত্রেপ্রণা ভূমি, শ্রম ও পুঁজির সংমিশ্রণের দ্বারা

উৎপাদন করিয়া থাকে। এই সংমিশ্রণের মধ্যে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করা যায়। কোন একটি উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করিবার জন্য প্রয়োজন হইল যে অপর উৎপাদক উপাদানগুলিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া ঐ বিশেষ উৎপাদক উপাদানটিকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে, বৃদ্ধির দ্বারা অথবা হ্রাসের দ্বারা। অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদান যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, (অথবা যদি হ্রাস করা হয় তাহা হইলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ হ্রাস পায়) তাহাই হইবে ঐ বিশেষ উপাদানটির প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা। এই প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতাই হইল ঐ উৎপাদক উপাদানটির পারিশ্রমিক। ধরা যাউক একজন আঁত্রেপ্রণা কিছু পরিমাণ জমি, ৫০ জন শ্রমিক এবং ৫০০০৲ টাকা পুঁজি নিয়োগ করিয়া ১০০টি সামগ্রী উৎপাদন করে এবং প্রতিটি সামগ্রীর দাম হইল ১০৲ টাকা; হয়তো আঁত্রে-প্রণা জমি ও শ্রমিকের পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পুঁজির পরিমাণ আরও ১০০৲ টাকা বৃদ্ধি করিল অর্থাৎ সমপরিমাণ জমি ও শ্রমিকের সহিত একুনে ৫,১০০৲ টাকা পুঁজি নিযুক্ত হইল। উহার দ্বারা মোট উৎপাদন হইল হয়তো ১০২টি সামগ্রী। বাড়তি ১০০৲ টাকা পুঁজির জন্য বাড়তি উৎপাদন হইল ২টি সামগ্রী অর্থাৎ ২০৲ টাকা। এই ২০৲ টাকা হইল প্রান্তিক্ পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা। যেহেতু সর্ব্বশেষে যে ১০০৲ টাকার পুঁজি নিয়োগ করা হইল তাহার সহিত পূর্ব্বে যে পুঁজি নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহার বাস্তব ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নাই সেহেতু সকল পুঁজিই এই প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার সমান উপার্জ্জন লাভ করিবে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিয়াও হিসাব করা সম্ভব। ভূমি ও শ্রমিক সমপরিমাণ রাখিয়াই পুঁজির পরিমাণ যদি ৫০০০৲ টাকা হইতে ৪৯০০৲ টাকায় পরিণত করা হয় অর্থাৎ পুঁজি ১০০৲ টাকা হ্রাস করা হয় তাহা হইলে হয়তো উৎপাদন হইল ৯৮টি সামগ্রী অর্থাৎ ২টি সামগ্রী কম। প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা বলেন কোন একটি উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক যদি উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার অধিক হয় তাহা হইলে উহার নিয়োগ হইতে আঁত্রেপ্রণা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঐ বিশেষ উৎপাদক উপাদানটির ব্যবহার সে কমাইয়া থাকে যতক্ষণ না উহার জন্য প্রদেয় দাম এবং উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা উভয়েই সমান হয়। অপর পক্ষে কোন উৎপাদক উপাদানের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা যদি উহার পারিশ্রমিক অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে আঁত্রেপ্রণা

উহার ব্যবহারের দ্বারা লাভবান হয় এবং ঐ লাভের দ্বারা উৎপাদক উপাদানটিকে অধিক পরিমাণে নিয়োগ করিতে প্রণোদিত হয়। অপর সকল উৎপাদক উপাদানকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া কোন একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে এরূপ এক অবস্থায় উপনীত হওয়া অপরিহার্য্য যেখানে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে ক্রমশঃই কম হারে, অর্থাৎ প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাইবে।

সমালোচনা—(১) এই মতবাদ অনুমান করে যে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের জন্য মোট উৎপাদনের একটি বিশেষ অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন ও একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত করিয়া যদি জল উৎপাদিত হয় তাহা হইলে যে পরিমাণ জল উৎপাদিত হইল তাহার মধ্যে কতটুকু হাইড্রোজেনের জন্য এবং কতটুকু অক্সিজেনের জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। এইরূপ ভাবে কোন একটি উৎপাদক উপাদান কিছু পরিমাণ অপর উপাদানের সহিত মিশ্রিত হইলে তবেই উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়; এক্ষেত্রে একটি উৎপাদক উপাদানের নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধির দ্বারা মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল তাহার সমগ্র অংশটুকুর জন্য ঐ উৎপাদক উপাদানটির বৃদ্ধিই যে দায়ী তাহা বলা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে কোন একটি উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক যদি উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে উহার পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হইবে উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন অপেক্ষা অধিক হারে।

(২) প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক যদি স্ব স্ব প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের ব্যবহার হইতে উদ্যোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ইহা কখনই সম্ভব নহে।

(৩) এই মতবাদ অনুমান করে যে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদান বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য; এরূপ ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য না হইলে কোন উৎপাদক উপাদানকে উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করিবার জন্য অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা সম্ভব হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু কোন একটি উৎপাদক উপাদান ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য নাও হইতে পারে।

(৪) কোন একটি উৎপাদক উপাদান ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজ্য হউক বা না হউক, উহা যে অপর উৎপাদক উপাদানগুলিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া সকল সময়ে পরিবর্ত্তন করা যাইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। অথচ উহার পরিবর্ত্তনের সহিত অপর উৎপাদক উপাদান যদি বর্দ্ধিত বা হ্রাস করা হয় তাহা হইলে উহার স্বতন্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করা সম্ভব নহে।

(৫) প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব একটি উৎপাদক উপাদানের চাহিদা দাম (demand price of a factor of production) কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে তাহা প্রদর্শন করে; ইহা প্রদর্শন করে আঁত্রেপ্রণা একটি উৎপাদক উপাদানের জন্য কত পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত থাকিতে পারে। কিন্তু উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে তাহা এই তত্ত্বের দ্বারা প্রদর্শিত হয় না।

উৎপাদক উপাদানের যোগান ও চাহিদা—Supply and Demand of Factors of Production

কোন উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক হইল প্রকৃত পক্ষে উহার মূল্য। মূল্য যেরূপে নির্দ্ধারিত হয় সেইরূপে, অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা উপনীত ভারসাম্যের স্তরেই, উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হয়। বণ্টনের দায়িত্ব বহন করে আঁত্রেপ্রণা; আঁত্রেপ্রণা অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে নিয়োগ করে অর্থাৎ ঐগুলির কার্য্য ক্রয় করে। আধুনিক রাশিকৃত উৎপাদনের যুগে (in the age of mass production) সামগ্রী উৎপাদিত হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়, কিন্তু এই সময় শেষ হইবার পূর্ব্বেই অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির প্রাপ্য পারিশ্রমিক আঁত্রেপ্রণাকে মিটাইয়া দিতে হয়। সুতরাং একটি উৎপাদক উপাদানের ব্যবহার হইতে কত পরিমাণ উৎপাদনে সহায়তা হইবে সে সম্পর্কে আঁত্রেপ্রণাকে পূর্ব্ব হইতেই একটি অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আঁত্রেপ্রণা অপর সকল উৎপাদক উপাদানের যোগানকারীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক মিটাইয়া দেয়। উহাদের পারিশ্রমিক মিটাইয়া দিবার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্তটুকু মুনাফা হিসাবে আঁত্রেপ্রণার প্রাপ্য অংশরূপে থাকিয়া যায়।

কিন্তু আঁত্রেপ্রণা নিজ ইচ্ছামত অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত করিতে পারে না, ঠিক যেরূপ কোন একটি সামগ্রীর ক্রেতা নিছক স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী সামগ্রীর দাম প্রদান করিতে পারে না। আঁত্রেপ্রণা হইল উৎপাদক উপাদানের ক্রেতা; ক্রেতা হিসাবে আঁত্রেপ্রণা হিসাব করে একটি উৎপাদক উপাদান নীট উৎপাদনের কত পরিমাণ উৎপাদন করিবে—অর্থাৎ নীট উৎপাদনটুকু পাইতে কত পরিমাণে সহায়তা করিবে। এই আনুমানিক হিসাব হইবে, আঁত্রেপ্রণার পক্ষে উৎপাদক উপাদানটির চাহিদা দাম। কিন্তু ঠিক এই চাহিদা দামের সমপরিমাণ

দামই আঁত্রেপ্রণা প্রদান করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, ঠিক যেরূপ একটি সাধারণ সামগ্রী ক্রয়কালে ক্রেতা যে ঠিক তাহার চাহিদা দাম অনুযায়ীই দাম প্রদান করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। ক্রেতা কোন সামগ্রী ক্রয় কালে চাহিদা দাম অপেক্ষা কত কম দাম দেওয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করে, কারণ সেই অনুপাতে সে তাহার ভোগকারী হিসাবে উদ্বৃত্ত (consumer's surplus) লাভ করিতে পারে? সেইরূপ আঁত্রেপ্রণা তাহার আনুমানিক চাহিদা দাম অপেক্ষা কত কম দামে একটি উৎপাদক উপাদান লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টার ত্রুটী করিবে না কারণ যত কম পারিশ্রমিক দিয়া সে উৎপাদক উপাদান লাভ করিতে পারে ততই তাহার উৎপাদনকারী হিসাবে উদ্বৃত্ত (producer's surplus), অর্থাৎ মুনাফা, অধিক থাকিবে।

অপর পক্ষে উৎপাদক উপাদানের মালিক একটি ন্যূনতম দাম স্থির করিয়া রাখে, যাহার কমে তাহার কার্য্যের যোগান দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ইহাই হইল ন্যূনতম যোগান দাম এবং এই যোগান দাম বিভিন্ন বিবেচনার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই বিবেচনা হইতে পারে—সংশ্লিষ্ট উপাদানটির মালিকের পক্ষে উহা অপর কাহাকেও প্রদান করিতে কি পরিমাণে কষ্ট বা অসুবিধা হইতে পারে, কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবার জন্য তাহার কি পরিমাণ খরচা হইয়াছে, উহা একজন আঁত্রেপ্রণাকে না দিয়া অপর কোন আঁত্রেপ্রণাকে দিলে কি পরিমাণ পারিশ্রমিক অর্জ্জন করিতে পারিত ইত্যাদি। এই হিসাবে নির্দ্ধারিত ন্যূনতম দাম অপেক্ষা অধিক দাম আদায়ের জন্য উৎপাদক উপাদানের মালিক সচেষ্ট হয়।

আঁত্রেপ্রণার দ্বারা নির্দ্ধারিত উর্দ্ধতম এবং উৎপাদক উপাদানের মালিকের দ্বারা নির্দ্ধারিত ন্যূনতম দামের মধ্যে দরকষাকষির দ্বারা যে দামে একটি উৎপাদক উপাদানের যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হয় সেই দাম সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানটির পারিশ্রমিকরূপে প্রদত্ত হয়।

একটি উৎপাদক উপাদানের অধিক দাম আদায়—Exaction of Higher price by one Factor

একাধিক উৎপাদক উপাদানের সংমিশ্রণে যে উৎপাদন হয়, তাহার মূল্য উহাদের মধ্যে বণ্টিত হয়। কখন কখন উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইলে উৎপাদক উপাদানগুলিও মূল্য বৃদ্ধি হয়। সে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে সকল উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রেই, কোন একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের ক্ষেত্রে উহা নিবদ্ধ

থাকে না। কিন্তু কোন কোন বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে যে উৎপাদক উপাদানগুলির মধ্যে কোন একটি উৎপাদক উপাদান শুধু নিজের পারিশ্রমিকের বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারে।

প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানটির চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন (inelastic) হইলে উহা নিজের জন্য অধিক পারিশ্রমিক আদায়ে সক্ষম হইতে পারে। সাধারণতঃ যথাযোগ্য পরিবর্ত্ত সামগ্রী (Substitutes) যেখানে না থাকে অথচ সামগ্রীটির সবিশেষ প্রয়োজন থাকে সেখানে চাহিদা হয় সঙ্কোচ প্রসার বিহীন। সঙ্কোচ প্রসার বিহীন চাহিদার তাৎপর্য্যই হইল যে অধিক দাম চাহিলেও উহার প্রয়োজনীয়তা সমভাবে অনুভূত হইবে এবং অধিক দাম দিয়াও উহার কার্য্য গ্রহণ করা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদক উপাদানটি যে সামগ্রী উৎপাদন করে তাহার চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন হইলে ঐ উৎপাদক উপাদানটি অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের তুলনায় অধিক পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারে। উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা যদি সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয় তাহা হইলে উহার উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলির কোনটি অধিক পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিবে না। উৎপাদক উপাদানকে অধিক পারিশ্রমিক দিলে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যাইবে এবং উহার চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার ক্ষম হইলে চাহিদা হ্রাস পাইবে, যে কোন উৎপাদক উপাদানকে বর্দ্ধিত পারিশ্রমিক দেওয়া আর সম্ভব হইবে না।

তৃতীয়তঃ, অপরাপর উৎপাদক উপাদানগুলি যদি তাহাদের পারিশ্রমিক কম করিয়া লইতে সম্মত হয় তাহা হইলে কোন একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানকে অধিক পারিশ্রমিক প্রদান করা সম্ভব হয়। অপাতদৃষ্টিতে এরূপ ঘটনা অবাস্তব বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এইরূপ ঘটিতে পারে যে একটি উৎপাদক উপাদান অধিক পারিশ্রমিক আদায়ের চেষ্টায় উৎপাদনে সহ-যোগিতা হইতে বিরত হইলে অন্যান্যউৎপাদক উপাদানগুলি কর্ম্মহীন হইয়া উপার্জ্জন বিহীন হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় পূর্ব্বাপেক্ষা কম পারিশ্রমিক লইতে সম্মত হইবে।

চতুর্থতঃ, সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানকে প্রদেয় দাম যদি মোট উৎপাদন খরচার একটি নগণ্য অংশ হয় মাত্র তাহা হইলে উহার কথঞ্চিৎ বৃদ্ধিতে মোট উৎপাদন খরচার বিশেষ বৃদ্ধি ঘটিবে না ; সেক্ষেত্রে আঁত্রেপ্রণা উৎপাদক উপাদানটিকে কথঞ্চিৎ অধিক পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হইতে পারে।

উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম—Supply Price of a Factor

উৎপাদক উপাদানকে যে দাম প্রদান করা হয় তাহা ত্যাগ স্বীকারের ক্ষতিপূরণ

স্বরূপ নহে, ঐ মূল্য প্রদান করা হয় উৎপাদক উপাদানকে প্রচেষ্টা করিতে প্রণোদিত করিবার জন্য। এই মূল্য এরূপ হইতে হইবে যাহাতে উৎপাদক উপাদানের মালিক উহার ক্রমান্বত যোগান দিবার জন্য প্রেরণা লাভ করে। যে ন্যূনতম দাম পাইলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উৎপাদক উপাদানের ঠিক যোগান আসিবে তাহাই হইল সংশ্লিষ্ট উপাদানের যোগান দাম। এই যোগান দাম না পাইলে উৎপাদক উপাদানের কার্য্য প্রদান করা সম্ভব নহে। এই যোগান দাম কিন্তু নির্ভর করে উৎপাদক উপাদানটি যে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে সেই বিভিন্ন বা বিকল্প কার্য্যের আকর্ষণের উপর। একজন শ্রমিক কোন একটি শিল্পে কত পারিশ্রমিকে তাহার শ্রম প্রদান করিবে তাহা নির্ভর করে অপর যে শিল্পে উহা নিযুক্ত হইতে পারে সেই অপর শিল্প হইতে লভ্য পারিশ্রমিকের উপর। অথবা শ্রম না করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে কতখানি তৃপ্তি লাভ করিত তাহার উপর। অনুরূপ ভাবে কোন একটি শিল্পে কি হারে পুঁজি সুদ পাইবে তাহা নির্ভর করিবে উহা অপর কোন শিল্পে নিয়োজিত হইলে যে হারে সুদ লাভ করিতে পারিত তাহার উপর। কোন একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত ভূমিখণ্ডের কত খাজনা হইতে পারে তাহা নির্ভর করিবে উহা অপর সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে কত খাজনা লাভ করিবে তাহার উপর। একজন আঁত্রেপ্রণা কোন একটি বিশেষ শিল্পে ন্যূনতম কত মুনাফা আশা করে তাহা নির্ভর করে অপর যে শিল্পের পক্ষে সে নিজেকে যোগ্য বিবেচনা করে সেই শিল্প হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার উপর। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কোন একটি শিল্পে একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম নির্ভর করিবে বিকল্প নিয়োগ (alternative employment) হইতে প্রত্যাশিত উপার্জ্জনের উপর। এইরূপ দাম না হইলে সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানটি বিকল্প নিয়োগেই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। সেই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে একটি বিশেষ উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম হইল উহার পরিবর্ত্তন খরচ (transfer cost); কেয়ার্ণক্রস্ উৎপাদক উপাদানের যোগান দামকে "পরিত্যক্ত বিকল্প খরচা" (relinquished alternative cost) রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

Questions and Hints

1. What is National Dividend? (B. Com. 1940) "The national dividend is at once the aggregate net product of, and the sole source of payment for, all agents production in a country." What is national dividend? On what principles is it distributed among the factors of production? (Agra, 1942 ; Pat 1944.) [পৃঃ ২৩৯—৫২]

উনবিংশ অধ্যায়

জাতীয় আয়

National Income

জাতীয় আয়,-ইহার গুরুত্ব—National Income-its Importance

জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে অনেক কাল যাবৎই সৃষ্টি হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায় তবে প্রথমদিকে এই ধারণা সেরূপ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই। অর্থনীতি শাস্ত্র যতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়াছে ততই "জাতীয় আয়" সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদিগের ধারণা সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে, এবং সেহেতু অর্থনীতিশাস্ত্রের মধ্যে, জাতীয় আয়ের যে প্রভূত গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করা হইয়াছে। জাতীয় আয়ের এই গুরুত্ব উপলব্ধি করা হইয়াছে বলিয়াই বিভিন্ন দেশে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে ঐ জাতীয় আয়ের পরিমাণ কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাও লক্ষ্য করা হইয়া থাকে।

অর্থনীতির মধ্যে জাতীয় আয় সম্পর্কিত ধারণার যে কতখানি গুরুত্ব তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। মানুষ তাহার দৈহিক এবং মানসিক শ্রম প্রয়োগের দ্বারা এবং প্রাকৃতিক সঙ্গতি সমূহের ব্যবহার দ্বারা সম্পদ উৎপাদন করিয়া থাকে; অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষকে যাহা দিয়াছে তাহার উপর মানুষ বুদ্ধি এবং পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া সম্পদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার এই সম্পদ কাজে প্রয়োগ করিয়া, অর্থাৎ ভোগ করিয়া, মানুষ তাহার নানাবিধ অভাবের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে। সুতরাং যে সঙ্গতি হইতে সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে এবং যে মনুষ্য-সমষ্টি ঐ সম্পদ ভোগ করিতেছে, উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জাতীয় আয়ের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। জাতীয় আয় যদি কম হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মানুষ তাহার কর্ম্মক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী শক্তিদ্বারা প্রাকৃতিক সঙ্গতির যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিতেছে না; অথবা এরূপও হইতে পারে যে দেশবাসীর কর্ম্মক্ষমতার অনুপাতে প্রাকৃতিক সঙ্গতি নিতান্ত অপ্রচুর বলিয়া প্রয়োজন অনুরূপ বা আশানুরূপ সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে না। এরূপ যদি হয় যে জাতীয় আয় পূর্ব্বে বেশী ছিল, পরে হ্রাস পাইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্বেকার তুলনায় মানুষের কর্ম্মক্ষমতার হিসাবে এক্ষণে প্রাকৃতিক সম্পদে টান পড়িয়াছে বা প্রাকৃতিক সম্পদের

তুলনায় মানুষের কর্মক্ষমতায় টান পড়িয়াছে। এই "টান"কে অতিক্রম করিবার জন্যই মানুষ ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে এবং এই চেষ্টার দ্বারাই অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ সম্ভব হইয়া থাকে।

সুতরাং জাতীয় আয়ের যদি বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাকৃতিক সঙ্গতির ব্যবহারের প্রচেষ্টায়—অর্থাৎ উহার দ্বারা সম্পদ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যাইতেছে। বিভিন্ন উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বনে মানুষের সাধনার সহিত বিজ্ঞানের আরাধনা যোগ করিয়া, ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট গুণের সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে। অপর পক্ষে যদি কিছুকাল ব্যাপিয়া জাতীয় আয় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের সৃজনী শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তাহাই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সমগ্র অর্থনীতি বিজ্ঞানের মুলকথাই হইল যে মানুষ কর্তৃক সম্পদ সৃষ্টি এবং সেই সম্পদ ভোগ। জাতীয় আয় দেখাইয়া দেয় যে ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ কি পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছে—অর্থাৎ মানুষের ভোগের পরিসর কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং জাতীয় আয়ের দ্বারা উৎপাদন এবং ভোগ-উভয়েরই পরিমাপ পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি হয় উৎপাদন না-হয় ভোগের সহিত সংশ্লিষ্ট। সেই জন্যই কেয়ার্ণক্রশ বলিয়াছেন, "অর্থনীতির প্রধান সমস্যাগুলির অধিকাংশের সহিত জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা এবং উহা নিয়ন্ত্রণ করে যে বিষয়গুলি সেগুলির অনুধাবন জড়িত রহিয়াছে।" ["Most of the major problems in economics involve the conception of National Income and an understanding of the factors governing it—" Cairncross]

এই বিষয়টির আর একটু আলোচনা প্রয়োজন। অমরা সম্পদ উৎপাদন করিয়া ভোগ করি এবং কতপরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করিয়াছি এবং সেহেতু ভোগের অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছি তাহা জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বুঝিতে পারি। ইহার অর্থ হইল যে জনসমষ্টি কতখানি অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে—একটি দেশের মধ্যে তাহার অধিবাসীগণ পার্থিব জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কতখানি ভোগ করিতে পারে—জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করিতে পারা যায়। জাতীয় আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ভোগের অবকাশ বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র সমাজের কল্যাণের অবকাশ বৃদ্ধি পায়; অপর পক্ষে

জাতীয় আয় হ্রাস পাইলে ভোগের অবকাশ সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং সমাজের পার্থিব কল্যাণের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। সাধারণ একজন ব্যক্তি যেরূপ তাহার আয় বৃদ্ধির বিষয়ে আগ্রহান্বিত, সেইরূপ সমাজও তাহার জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য আগ্রহান্বিত এবং একই কারণে; ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির দ্বারা তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঘটে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির দ্বারা জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অবকাশ বৃদ্ধি পায়। তবে ব্যক্তি তাহার বর্ত্তমান আয় বৃদ্ধি করিতে পারে অত্যধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া, সেক্ষেত্রে তাহার বর্দ্ধিত আয় বর্দ্ধিত কল্যাণের পরিচায়ক হয় না। অনুরূপ ভাবে একটি দেশেও জাতীয় আয় বর্দ্ধিত হইতে পারে শ্রমিকসমাজকে শোষণ করিয়া; সেক্ষেত্রে শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হওয়াতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি জাতীয় কল্যাণের বৃদ্ধি সূচনা করে না। আবার কোন একজন ব্যক্তি তাহার ভবিষ্যতের আয় বর্ত্তমানেই টানিয়া লইয়া, বর্ত্তমানে অধিক আয় দেখাইতে পারে কিন্তু একটি যুক্তিসঙ্গত সময় বিচেনা করিলে বর্ত্তমানে সংগৃহীত অধিক আয় যথার্থ বর্দ্ধিত আয় সূচনা করে না। অনুরূপ ভাবে একটি জাতি তাহার ভবিষ্যতের আয়ের উপায় বর্ত্তমানে টানিয়া লইয়া বর্ত্তমানে অধিক জাতীয় আয় দেখাইতে পারে—যথা একটি দেশ তাহার মূল্যবান খনি বিদেশীদিগকে ইজারা দিয়া বর্ত্তমানে মোটা টাকা সেলামী লইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের দিক হইতে উহার দ্বারা সে তাহার জাতীয় আয় সংগ্রহের সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিল—সুতরাং ইহা যথার্থ বৃদ্ধি নহে।

জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও দুইটি বিষয় বিবেচ্য রহিয়াছে—প্রথমতঃ, উহার স্থায়িত্ব ঃ দ্বিতীয়তঃ ইহার বণ্টন। মোটামুটি ভাবে জাতীয় আয় বর্দ্ধিত হইলেও কখনও উহা খুব কমিয়া যাইতে পারে, কখনও উহা খুব বাড়িয়া যাইতে পারে। ইহা মোটেই অসম্ভব নহে, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দার সময়ে (depression) জাতীয় আয় কমিয়া যায় এবং সমৃদ্ধির সময়ে জাতীর আয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মন্দা এবং সমৃদ্ধির মধ্যে জাতীয় আয়ের এই পরিবর্ত্তন যদি খুব বেশী রকম হয় তাহা হইলে বর্দ্ধিত জাতীয় আয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ লইতে সমাজ সক্ষম হয় না; কারণ জাতীয় আয়ের কোন স্থায়িত্ব না থাকায় উহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের কোন দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং জাতীয় আয়ের স্থায়িত্ব উহার পরিমাণের ন্যায়ই গুরুত্ব পূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি কতখানি সমাজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতেছে তাহা উহার বণ্টনের উপরেও নির্ভর করে। যদি জনসমষ্টির একাংশ ধনী হইতে থাকে এবং অপরাংশ দরিদ্র হইতে থাকে তাহা

হইলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির দ্বারা অনুপাতিক কল্যাণ স্থাপিত হইবে না। জাতীয় আয়কে আমরা সমাজের কল্যাণের সূচক রূপে গণ্য করি কিন্তু উহার বণ্টনে যদি ঘোরতর বৈষম্য থাকে তাহা হইলে উহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ লাভ হইতে পারে না। অতএব জাতীয় আয়ের বণ্টনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জাতীয় আয় বলিতে আমরা যাহা বুঝি উহা ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে এবং সেহেতু অর্থনীতি বিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তবে উহার প্রকৃতি এবং তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইলে নিছক উহার পরিমাণ বিবেচনা করিলেই চলিবে না— উহার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে (ক) ঐ 'জাতীয় আয়' সংগ্রহ করিতে গিয়া সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে (অর্থাৎ কতখানি লাভবান হইয়া সমাজ অন্যান্য বিষয়ে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে), (খ) ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির পথ নষ্ট করিয়া বর্ত্তমানের আয় করা হইতেছে কিনা, (গ) মন্দা এবং সমৃদ্ধির মধ্যে জাতীয় আয়ের পরিবর্ত্তন অল্প না অধিক, এবং (ঙ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উহার সুসম বণ্টন হইতেছে কি না।

'জাতীয় আয়ে'র সহিত 'জাতীয় উৎপাদন' ও 'জাতীয় ব্যয়ে'র সমতা—
Equality of 'National Income' with 'National Product' & 'National outlay'

"জাতীয় আয়" বলিতে আমরা যাহা বুঝি উহা "জাতীয় উৎপাদন" এবং "জাতীয় ব্যয়" হইতে অভিন্ন। জাতীয় আয়কে তিন প্রকারে দেখিতে পারা যায়ঃ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির আয় যোগ করিলে যে যোগফল দাঁড়াইবে উহাকে জাতীয় আয় বলা হইবে, দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি যে সম্পদ উৎপাদন করে তাহাদের মূল্য যোগ করিলে যে যোগফল দাঁড়াইবে উহা "জাতীয় উৎপাদন" (National Product) রূপে বিবেচ্য ; এবং দেশের সকল ব্যক্তি যে সকল সামগ্রী ও কার্য্য ক্রয় করে ঐগুলির মূল্য যোগ করিলে এবং উহার সহিত সকল ব্যক্তির সঞ্চয় যোগ করিলে মোট যোগ ফল যাহা দাঁড়াইবে তাহা "জাতীয় ব্যয়" (National outlay) রূপে গণ্য। সুতরাং যাহা জাতীয় আয় তাহাই জাতীয় উৎপাদন এবং তাহাই 'জাতীয় ব্যয়'। ইহাদের তিনটিই যদি একই বস্তুকে বুঝায় তাহা হইলে উহার যে কোনটি অপর দুইটির প্রত্যেকটির সমান হইবে।

এই বিষয়টি বুঝিবার জন্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমরা প্রত্যেকে

যাহা আয় করি তাহা অপর কেহ ব্যয় করিল আবার আমরা প্রত্যেকে যে ব্যয় করি তাহাই অপর কেহ আয় করিল। একজন ট্যাক্সিচালক যদি সারাদিনে ৩০৲ টাকা আয় করিয়া থাকে তাহার কারণ হইল যে যাহারা তাহার ট্যাক্সি চাপিয়াছে তাহারা ঠিক অনুরূপ পরিমাণ অর্থ তাহার ট্যাক্সি চাপিয়া ব্যয় করিয়াছে। অর্থাৎ অপর পাঁচজনে তাহার কার্য্য ক্রয় করিবার জন্য যে ব্যয় করিয়াছে তাহাই সে নিজের উপার্জ্জন বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। এই দৃষ্টান্তটি যদি আমরা আর একটু বিস্তারিত করি তাহা হইলেও বিষয়বস্তুর মূল কথা একই থাকিয়া যায়। একজন ব্যক্তি মাসের প্রথমে বেতন পাইয়া তাহার সাংসারিক প্রয়োজনে যাহা কিছু ব্যয় করিল সে সকলই অন্য কেহ না কেহ তাহার আয়রূপে পাইল। সুতরাং তাহার ব্যয় হইতে অন্য সকলে আয় করিল ; আবার ঐ ব্যক্তি মাসের প্রথমে যে বেতন পাইয়াছে উহা অন্য কেহ তাহার কার্য্য ক্রয় করিয়া মূল্যস্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছে, অর্থাৎ তাহার আয় অন্য কাহারও ব্যয়। সুতরাং সকল ব্যক্তির আয় যোগ করিলে যাহা দাঁড়াইবে, সকল ব্যক্তির ব্যয় যোগ করিয়াও তাহাই দাঁড়াইবে।

জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয় না হয় সমানই দাঁড়াইল কিন্তু তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায়, যে একদিকে জাতীয় আয় (বা ব্যয়) এবং অপর দিকে জাতীয় উৎপাদন (National Product) যে পরস্পরের সহিত সমান হইবে তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? জাতীয় আয় বা ব্যয় বলিতে বুঝাইতেছে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত সামগ্রী বা কার্য্য ভোগ করা হইয়াছে তাহাদের মূল্য সমষ্টি এবং জাতীয় উৎপাদন বলিতে বুঝাইতেছে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত সামগ্রী বা কার্য্য উৎপাদন করা হইয়াছে তাহাদের মূল্য সমষ্টি। এখন, আমরা যাহা আয় করি তাহার কিছু অংশ ব্যয় করি এবং কিছু অংশ সঞ্চয় করি। যে অর্থ ব্যয় করি তাহা ভোগ সামগ্রীর ক্রয়ে ব্যয়িত হয় ; সুতরাং উহা হইল উৎপাদিত ভোগ সামগ্রীর মূল্যের সমান। অপর পক্ষে আয়ের যে অংশ সঞ্চয় করি উহার দ্বারা পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়, অর্থাৎ উহার পরিমাণ হইল পুঁজি সামগ্রীর মূল্যের সমান। উৎপাদন হইল পুঁজি সামগ্রী এবং ভোগসামগ্রীর উৎপাদনের যোগফল এবং আয় হইল সঞ্চয় এবং ব্যয়ের যোগফল। যেহেতু ব্যয় হইল উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মূল্যের সমান এবং সঞ্চয় হইল উৎপাদিত পুঁজি সামগ্রীর মূল্যের সমান, সেহেতু সমগ্র জাতীর আয় মোট জাতীয় উৎপাদনের সমান। এই বিষয়টিকে এইভাবে ব্যক্ত করিতে পারা যায়ঃ

জাতীয় আয়=জাতীয় ব্যয়+জাতীয় সঞ্চয়

জাতীয় ব্যয়=উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মূল্য

জাতীয় সঞ্চয়=উৎপাদিত পুঁজি সামগ্রীর মূল্য

অতএব জাতীয় আয়=উৎপাদিত ভোগ সামগ্রীর মূল্য+উৎপাদিত পুঁজি সামগ্রীর মূল্য (=জাতীয় উৎপাদন)

অতএব **জাতীয় আয়=জাতীয় উপাদান**

ইহা আর একভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদক উপাদানগুলি পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিয়া যে সম্পদ উৎপাদন করে তাহাই জাতীয় উৎপাদন। আবার এই জাতীয় উৎপাদন বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়। ভূস্বামী পায় খাজনা, শ্রমিক পায় মজুরী, পুঁজিপতি পায় স্থদ এবং অঁাত্রেপ্রণা-ব্যবস্থাপক পায় মুনাফা। খাজনা, মজুরী, স্থদ এবং মুনাফা হইল সংশ্লিষ্ট উৎপাদক উপাদানের আয়। মোট আয় হইল এই চারিটির সমষ্টি। আবার মোট উৎপাদন এই চারিটি পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়া চারিটি উৎপাদক উপাদানের নিকট চলিয়া গিয়াছে। স্থতরাং জাতীয় উৎপাদনের মূল্য= উৎপাদক উপাদানগুলির আয়=জাতীয় আয়।

জাতীয় আয় ও জাতীয় উৎপাদনের সমতার পুনর্বিবেচনা—Equality of National Income & National Product Reconsidered

অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাতীয় আয় ও জাতীয় উৎপাদন সমান হইবার নিশ্চয়তা আর এক দৃষ্টি ভঙ্গি হইতে অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে দেশের মধ্যে যাহা কিছু উৎপাদন হইবে তাহাই যে লোকে ক্রয় করিয়া লইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। আমি যাহা কিছু উৎপাদন করিতেছি সব কিছুই বিক্রয় হইয়া যাইবে অর্থাৎ সব কিছুই লোকে ক্রয় করিয়া লইবে, বলিয়া যদি নিশ্চয়তা থাকে তাহা হইলে আমার পক্ষে, এবং কাহারও পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্যে নামিতে কোনই ঝুঁকি থাকে না। উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় না হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ব্যবসা বাণিজ্যে ঝুঁকি থাকে। বস্তুতঃ পক্ষে দেশের মধ্যে যাহা কিছু উৎপাদিত হইতেছে সব কিছুই ক্রয় করিয়া লইবার মত যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি জনগণের নাই, স্থতরাং উৎপাদিত পণ্যের একাংশ অবিক্রীত থাকিয়া যায়। সেক্ষেত্রে যাহার সামগ্রী অবিক্রীত থাকিয়া গেল তাহার উপার্জ্জন হইল না এবং তাহার যখন উপার্জ্জন হইল না তখন সে শ্রমিকের কার্য্য

লইয়া মজুরী দিতে পারিবে না ও অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের কার্য্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের কার্য্যের মূল্য প্রদান করিতে পারিবে না। সুতরাং দেশের মধ্যে যতখানি উৎপাদন হইয়াছে দেশের জনসমষ্টির উপার্জ্জন ততখানি হইতে পারে না।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন যে এই ধরণের যুক্তির মধ্যে আপত দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে ঐ যুক্তি ভ্রান্ত। কি ভাবে ভ্রান্ত ধারণার পোষণ হইতে এই ধরণের যুক্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন যে একজন উৎপাদনকারী যখন একটি সামগ্রী উৎপাদন করিয়াছে তখনই সে শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করিয়াছে। সে যাহা ক্রয় করিয়াছে তাহাই অন্যের উৎপাদন এবং নিজের পণ্য উৎপাদনের জন্য সে অপরের উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করিয়া উপার্জ্জন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। সুতরাং উ'পাদিত সামগ্রী ক্রয় করিবার মত উপার্জ্জন পূর্ব্বেই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

তবে কি উৎপাদিত সামগ্রী অবিক্রীত থাকিতে পারে না! অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন, নিশ্চয়ই পারে কিন্তু উহা চাহিদা হ্রাসের কারণে। কোন কারণে সমাজে সঞ্চয় অধিক হইয়া গেলে ভোগ সামগ্রী ক্রয়ের চাহিদা কমিয়া যায়। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতি বিশিষ্ট সুসংগঠিত সমাজে লোকে যাহা সঞ্চয় করে তাহা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিশেষত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পুঁজি সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনের লাভে ভোগসামগ্রী উৎপাদনের লোকসান পূরিত হইবে।

এই আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে আমরা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি না করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে পারি না। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল না অথচ আয় বৃদ্ধি পাইল—ইহা সম্ভব নহে। আমরা যদি আয় বৃদ্ধি করিতে চাই, তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশের মধ্যে যদি মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলেই মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইবে না —অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের আয় বৃদ্ধি হইবে না। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শুধুমাত্র তাহা হইলেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। অন্যথায় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং মূল্যের দিক হইতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে। জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যাইবে, জাতীয় ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যাইবে। সুতরাং মুদ্রার অঙ্কে সবই বৃদ্ধি পাইল বটে কিন্তু আসলে কিছুই বৃদ্ধি হইল না।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ—Measurement of National Income

জাতীয় আয় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বিভিন্ন দেশেই উহার পরিমাপের

আয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু জাতীয় আয়ের পরিমাপ যাহাতে সঠিক হয় তাহার জন্য কতিপয় ভ্রান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ কি কি বিষয় জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হইবে এবং কি কি বিষয় উহাতে অন্তর্ভূক্ত করা হইবে না সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, যে সকল সামগ্রী এবং কার্য্য সাধারণতঃ মুদ্রার দ্বারা বিনিময় করা হইয়া থাকে সেইগুলিকেই জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। গৃহস্থ জীবনে যে সকল কার্য্য প্রদত্ত হয় সেগুলি প্রয়োজনীয় হইলেও অর্থনৈতিক ভাবে উহাদের কোন মূল্য থাকে না, উহারা ক্রয় বিক্রয় যোগ্য নহে বলিয়া উহাদিগকে কাহারও উপার্জ্জনের মধ্যে ধরা হয় না। সুতরাং জাতীয় আয়ের মধ্যেও উহাদিগকে অন্তর্ভূক্ত করা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় আয়ের মধ্যে আমরা যদি যাবতীয় আয় অন্তর্ভূক্ত করি তাহা হইলে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। পুঁজি ব্যবহারের দ্বারা উপার্জ্জন করা হইয়া থাকে কিন্তু একই পুঁজি সামগ্রী বারংবার ব্যবহারের দ্বারা প্রতি বৎসরেই তাহার ক্ষয়ক্ষতি হইতেছে; সুতরাং উহার ব্যবহারের দ্বারা যে উপার্জ্জন ঘটিতেছে তাহার মধ্যে এই ক্ষয়ক্ষতি রহিয়া গিয়াছে। অতএব পুঁজি সামগ্রী সমূহের ক্ষয়ক্ষতি (depreciation) পূরণের জন্য যে ব্যয় আবশ্যক উহা জাতীয় উপার্জ্জন হইতে বাদ দিয়া হিসাব করাই সঙ্গত।

তৃতীয়তঃ, সরকার জনগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া সাধারণ হিতার্থে ব্যয় করে—ইহাতে এক শ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া অপর এক শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। 'ক' আয় করিয়াছে বলিয়া তাহার উপার্জ্জন হইতে সরকারকে আয় কর প্রদান করিল, সরকার ঐ অর্থ 'খ'-কে পেন্সন রূপে প্রদান করিল। এক্ষেত্রে ঐ অর্থ 'ক'-এরও আয় 'খ'-এরও আয় এইরূপ হিসাব করিলে একই মুদ্রা দুইবার হিসাব করা হইবে; ইহাতে হিসাবের ভুল হইবে। কারণ যে টাকা ক-এর নিকট হইতে সরকারের হাত দিয়া খ-এর নিকট যাইল তাহা উপার্জ্জন করা হইয়াছে মাত্র একবার। কিন্তু সরকার তাহার কর্ম্মচারীদিগকে যে বেতন প্রদান করিয়া থাকে উহা সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদিগের উপার্জ্জন; কারণ উহা পাইবার জন্য তাহারা কার্য্য প্রদান করিয়াছে এবং এই কার্য্য সরকার ক্রয় করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, সরকার যখন সামগ্রীর উপর কর আরোপ করিয়া পরোক্ষভাবে কর সংগ্রহ করে তখন সামগ্রীর উৎপাদক বা বিক্রেতা উহার দামের মধ্যে ঐ কর

অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। সরকার যদি এক মন চিনির উপর ৩৲ টাকা কর আরোপ করে এবং এক মণ চিনির দাম যদি ৩৫৲ টাকা হয় তাহা হইলে চিনির উৎপাদক একমণ চিনির দাম খরিদ্দারের নিকট হইতে ৩৮৲ টাকা লইবে। কিন্তু এই ৩৮৲ টাকা চিনির উৎপাদকের উপার্জ্জন রূপে গণ্য হইতে পারে না—উহা হইতে সরকারকে প্রদেয় ৩৲ টাকা কর বাদ দিতে হইবে। সুতরাং জাতীয় আয়ের হিসাব রচনায় সরকারের দ্বারা সংগৃহীত পরোক্ষ কর মোট উপার্জ্জন হইতে বাদ দিতে হইবে।

জাতীয় আয় হিসাবের পদ্ধতি—Method of Computing National Income

জাতীয় আয়ের হিসাব প্রণয়নে মোটামুটি দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। একটি হইল আয়-হিসাবের পদ্ধতি (Income Method) আর একটি হইল উৎপাদন হিসাবের পদ্ধতি (Inventory method)।

আয়-হিসাবের পদ্ধতি হইল জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন সূত্রে কত উপার্জ্জন করিয়াছে তাহার হিসাব রচনা করা। সাধারণতঃ যে সকল বিভিন্ন সূত্র হইতে জনসাধারণ উপার্জ্জন করিয়া থাকে সেই সকল বিভিন্ন সূত্রের প্রত্যেকটি হইতে মোট কত উপার্জ্জন করা হইয়াছে তাহার হিসাব করা হয়। অতঃপর ইহাদের সবগুলিকে যোগ করিলে যাহা দাঁড়াইবে তাহাই হইবে মোট "জাতীয় উপার্জ্জন।" যেহেতু পুঁজির ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিয়াই উপার্জ্জনের হিসাব করা হয় সেহেতু এই যোগফলই যথার্থ জাতীয় আয় রূপে গণ্য হইতে পারিবে। এই পদ্ধতি অনুসরণে দেশের আয়-কর বিভাগের (income-tax department) সাহায্য লওয়া হয়। আয় করের পরিসংখ্যা (income tax statistics) হইতে জনগণের বৃহদংশের আয় সম্পর্কেই সঠিক তথ্য পাওয়া যাইবে—ইহার সহিত আয়কর প্রদান করে না এরূপ অন্যান্য শ্রমিকদিগেরও গড় আয় যোগ করা যাইবে। শ্রমিকদিগের এই আয় মালিকদিগের দ্বারা প্রদত্ত বেতনের হিসাব হইতেই পাওয়া যাইবে। তবে যে দেশে আয় কর প্রদান করে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম সেদেশে এইভাবে রচিত জাতীয় আয়ের হিসাব সঠিক হইবে না।

জাতীয় আয় হিসাবের অপর পদ্ধতি হইল, বাজার দামে কত সামগ্রী এবং কার্য্য ভোগ করা হইয়াছে তাহার হিসাব রচনা করা। এইগুলি যদি ভোগ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে উৎপাদন করাও হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয়

আয় হিসাব করিতে গেলে উৎপাদনের হিসাব, বেতনের হিসাব এবং ভোগের হিসাব প্রয়োজন।*

জাতীয় আয়,—কি পরিমাণে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঠিক পরিমাপক ?—National Income—How far a Correct Measure of the Economic Progress ?

ব্যক্তিজীবনে যেরূপ আয় বৃদ্ধির দ্বারা অর্থ নৈতিক উন্নতি সূচিত হয় সমষ্টিগত জীবনে সেইরূপ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। সেই কারণে আধুনিক সকল সভ্য দেশই জাতীয় আয় সম্পর্কে খুব সচেতন এবং রাষ্ট্র অর্থনৈতিক জীবনে কার্য্যকরী সহায়তা প্রদান করিয়া জাতীয় আয় যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য চেষ্টিত হইয়া থাকে।

কিন্তু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি যথার্থ অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিচয় কি পরিমাণে প্রদান করিয়া থাকে তাহা বিচার করিবার সময়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। পূর্ব্বেকার তুলনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখিলেই উহার দ্বারা তদনুপাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না। ইহার একাধিক কারণ সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয় টাকার অঙ্কে কিন্তু টাকার হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে যথার্থ ধনসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা আবার কোনরূপ ধনসম্পদ বৃদ্ধি না ঘটিয়া নিছক দামস্তর বৃদ্ধির দ্বারাও উহা ঘটিতে পারে। সুতরাং দামস্তর যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে জাতীয় আয়ে যথার্থ কোন বৃদ্ধি না ঘটিলেও টাকার অঙ্কে বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু উহা আসলে কোনই বৃদ্ধি নহে।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে যদি দেশের লোক সংখ্যা কম থাকিয়াছিল এরূপ হয় এবং পরে যদি সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি আনুপাতিক

---

* এই পদ্ধতি স্মরণ করিয়াই কলিন ক্লার্ক জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন এই ভাবে; "Money value of the goods and services becoming available for consumption during that period, reckoned at the current selling value plus additions to capital reckoned at the prices actually paid for the new capital goods, minus depreciation and obsolescence of existing capital goods, and adding the net accretion of or deducting the net drawings upon stocks also reckoned at current prices."—Colin Clark.

ভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষণ রূপে গ্রাহ্য নহে। কারণ লোক সংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ অনেক বেশী সংখ্যক লোকে কার্য্য করিয়াছে এবং সম্পদ উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়াছে; সুতরাং বর্দ্ধিত জাতীয় আয় বর্দ্ধিত জনসংখ্যার মধ্যে বণ্টিত হইবে এবং উহার দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের ভরণপোষণ সম্ভব হইতে হইবে। অতএব মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইলেও গড়ে মাথাপিছু আয়—অর্থাৎ প্রতিজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অবকাশ,—বৃদ্ধি পাইবে না।

তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বে লোকে যে সমস্ত কার্য্য নিজেরাই ঘরে করিয়া লইত সেই সকল কার্য্য প্রদানের জন্য ব্যবসাবাণিজ্য সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের আয় বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখা যাইবে। কিন্তু উহার দ্বারা কোন বাড়তি ধনসম্পদ সৃষ্টি ঘটে নাই—সুতরাং উহা যথার্থ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি নহে। যথা, এরূপ যদি হয় যে পূর্ব্বেকার তুলনায় এক্ষণে বহু হোটেল স্থাপিত হইয়াছে এবং বহু লোকে ঘরের রন্ধন না খাইয়া হোটেল হইতে আহার ক্রয় করিয়া খাইতেছে—তাহা হইলে হোটেল মালিকদিগের আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভূক্ত হইয়া জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি প্রদর্শন করিবে কিন্তু উহার দ্বারা বাড়তি সম্পদ উৎপাদন সূচিত হইবে না।

চতুর্থতঃ, যুদ্ধের মধ্যে জাতীয় প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে—কিন্তু জাতীয় আয়ের এই বৃদ্ধি ঘটাইতে গিয়া সমাজ নানা ভাবে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে; যথা অবকাশ বিসর্জ্জন দিয়া বা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া। ইহা ভবিষ্যতের কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস করিয়া দিবে, এবং জাতীয় আয় তখন আর জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ সূচনা করিবে না।

এই সকল কারণেই কেয়ার্ণক্রশ বলেন, "নিছক জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতেছে এই ঘটনার দ্বারাই দেশ উন্নততর হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।" ["The mere fact that the National Income is increasing is no proof that the country is better off"—Cairncross]

Questions & Hints

1· "Most of the major problems in Economics involve the conception of the national income and an understanding of the factors governing it." Examine the statement. (Cal. B. Com. 1953) [পৃষ্ঠা ২৪৭—৫০]

2. How would you define and measure the National Income of a Country ? (B. A. 1956) [পৃষ্ঠা ২৪৭—৫০ ; ২৫৫—৫৬]

বিংশ অধ্যায়

খাজনা

Rent

খাজনা কাহাকে বলে—Meaning of Rent

খাজনা এবং "ভাড়া" এই দুইটি শব্দ বহু ক্ষেত্রে অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে কিন্তু খাজনা বলিতে বুঝায় নিছক ভূমির ব্যবহার হইতে লভ্য উপার্জ্জন। ভাড়ার মধ্যে পুঁজি এবং ভূমি উভয়ের উপার্জ্জনই অন্তর্ভূক্ত থাকিতে পারে কিন্তু খাজনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে কেবল মাত্র ভূমির ব্যবহার হইতে লভ্য উপার্জ্জন। একখণ্ড ভূমিতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া—অর্থাৎ উৎপাদিত সামগ্রীর দাম হইতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া যে অবশিষ্ট উপার্জ্জনটুকু থাকে—তাহাই হইল খাঁটি বা অর্থনৈতিক খাজনা (pure or economic rent)। উৎপাদনকারী স্বীয় ব্যবস্থাপনার কার্য্যের জন্য যে দাম অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে সেই দাম অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ভূমিতে যে উৎপাদন হইবে উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে শ্রম, পুঁজি ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রদেয় দাম বাদ দিলে অবশিষ্টাংশ থাকে অর্থনৈতিক খাজনা। "কৃষিকার্য্যের সকল খরচা প্রদান করিবার পর এবং নিজের উৎপাদন প্রচেষ্টার দরুণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবার পর কৃষকের নিকট যে উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায় তাহাই হইল অর্থনৈতিক খাজনা।"

রিকার্ডো প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞা—Ricardo's Definition of Rent

প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডোর নাম খাজনা-তত্ত্বের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। রির্কাডো খাজনার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন এইভাবেঃ "মাটির আদিম ও অক্ষয় ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য ভূমি হইতে উৎপাদনের যে অংশটুকু ভূস্বামীকে প্রদান করা হয় তাহাকেই খাজনা বলে"। ["Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil"—Ricardo.]

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ রিকার্ডোর প্রদত্ত সংজ্ঞার বিবিধ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা বলেন প্রাচীন দেশে যে-ক্ষেত্রে ভূমিতে বহুবার পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা উন্নতি বিধান করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে ঐ ভূমির আদিম ক্ষমতা

কতখানি তাহার বিচার করা সাধ্যাতীত। সুতরাং ভূমির ব্যবহারের দরুণ প্রদেয়-দামের মধ্যে কতখানি দাম হইবে উহার আদিম শক্তির দরুণ এবং কতখানি হইবে উহার উপর নিয়োজিত পুঁজির দরুণ তাহা নির্ণয় করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়তঃ, মাটির শক্তি অর্থাৎ উর্ব্বরতা অক্ষয় নহে; যে রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে মাটির উর্ব্বরতা শক্তি নিহিত তাহা ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে; শুধু ক্রমাগত ব্যবহারই নহে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণেও উহার ক্ষয় হইতে পারে। সুতরাং মাটির অক্ষয় শক্তির ব্যবহারের মূল্য রূপে খাজনাকে বিবেচনা করিতে পারা যায় না।

তৃতীয়তঃ, রিকার্ডো মাটি ও ভূমি এই দুইটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; অর্থনীতিতে কিন্তু "ভূমি" শব্দটি মাটি অপেক্ষা ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা কিছু প্রকৃতির দান তাহাই ভূমি, এবং খাজনা হইল এইরূপ ভূমির আয়,—নিছক মাটির আয় নহে।

যে সকল অর্থনীতিবিদ্ রিকার্ডো-প্রদত্ত "খাজনার" সংজ্ঞার বিরূপ সমালোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের অনেকেই ভুলিয়া যান যে রিকার্ডো তাঁহার প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞার মাধ্যমে খাজনার মূল বৈশিষ্ট্যটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন। রিকার্ডো বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে খাজনার মধ্যে পুঁজির ব্যবহারের জন্য কোন মূল্য অন্তর্ভূক্ত নাই। রিকার্ডো প্রদত্ত খাজনার সংজ্ঞার ত্রুটি পরিহার করিয়া এবং উহার গুণ গ্রহণ করিয়া মার্শাল খাজনার সংজ্ঞাস্বরূপ বলিলেন "ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দানের মালিকানা হইতে যে আয় হয়, তাহাকে সাধারণতঃ খাজনা বলে"। ["The income derived from land and other free gifts of nature is commonly called rent"—Marshall]

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব—Ricardo's Theory of Rent

রিকার্ডো শুধুই যে খাজনার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহাই নহে, খাজনার প্রকৃতি এবং উদ্ভব সম্পর্কে তিনি যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বণ্টন তত্ত্বের মধ্যে তাহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

রিকার্ডো বলেন যে জমির আদিম ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহার হইতে উদ্ভূত আয় হইল খাজনা, ইহার মধ্যে পুঁজি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম বা প্রাপ্তব্য আয় অন্তর্ভূক্ত নহে। নিছক জমি ব্যবহারের জন্য এই আয়ের উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন ভূমি খণ্ডের উৎপাদনের পার্থক্য ঘটিবার জন্য, বিভিন্ন সমপরিমাণ ভূমি খণ্ডে একই পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়। সমপরিমাণের দুইটি

ভূমিখণ্ডের মধ্যে সমপরিমাণ উৎপাদন খরচার দ্বারা যে বিভিন্ন পরিমাণ শস্য উৎপাদন হয়—শস্য উৎপাদনের সেই পার্থক্যটুকু হইবে অর্থনৈতিক খাজনা (Economic rent)। ["Rent is always the diffrence between the produce obtained by the employment of two equal quantities of capital and labour"—Ricardo]

একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ভূখণ্ডের উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যের হেতু কোন জমি হয় উৎকৃষ্ট এবং কোন জমি হয় নিকৃষ্ট। একই খরচায় উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক উৎপাদন হয় এবং নিকৃষ্ট জমিতে কম উৎপাদন হয়। যে জমিতে কম ফসল উৎপন্ন হয় সেই জমিতে প্রতিমাত্রা ফসল (ধরা যাউক প্রতি মণ) উৎপাদন করা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ ; ধরা যাউক দুইটি জমি আছে, উহাদের বিস্তৃতি একই এবং উভয় জমিতেই সমপরিমাণ শ্রম ও পুঁজি,—যথা ১০০৲ টাকার সমান —নিয়োগ করা হইয়াছে। ধরা যাউক উৎপাদিকা শক্তির পার্থক্যের দরুণ উৎকৃষ্ট জমিতে ৫০ মণ এবং নিকৃষ্ট জমিতে ৪০ মণ শস্য উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট জমিতে প্রতিমণ শস্য উৎপাদনের খরচা হইল ২৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন খরচা হইল ২॥০ আনা। অনুমান করা যাউক সমাজের প্রয়োজন হইল উভয় জমিতেই উৎপাদিত শস্যের সমান; এই অনুমান অসঙ্গতও নহে কারণ তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হইত না। দাম নির্দ্ধারণের পদ্ধতির মধ্যে দেখিয়াছি যে সামগ্রীর নিয়মিত দাম নির্দ্ধারিত হয় উৎপাদন খরচার দ্বারা। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই জমিতে দুই প্রকার উৎপাদন খরচা—শস্যের দাম কোন্ জমির উৎপাদন খরচার সমান হইবে? শস্যের দাম হইবে নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন খরচার সমান; নচেৎ নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হইবে না এবং শস্যের যোগান হ্রাস পাইয়া উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ["The exchange value of all commodities is always regulated by—the greater quantity of labour necessarily bestowed on their production—by those who continue to produce them under the most unfavourable circumstances"—Ricardo] কিন্তু শস্যের দাম নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন খরচার সমান হইলে, চাষী চাষ করিবে কেন? তাহার কারণ শ্রমিকের মজুরী এবং পুঁজির সুদ যেমন উৎপাদন খরচার অন্তর্ভূক্ত, সেইরূপ উৎপাদকের ন্যায্য প্রত্যাশিত মুনাফা ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিকরূপে উৎপাদন খরচার অন্তর্ভূক্ত থাকে। বাজারে একই সামগ্রীর একই দাম হইবে; সুতরাং নিকৃষ্ট জমির শস্যের দাম যদি উহার উৎপাদন খরচার সমান অর্থাৎ ২॥০ আনা হয়, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদিত শস্যের

দামও ২॥০ আনা হইবে। ইহা কিছু নূতন কথা নহে, কারণ সামগ্রীর দাম নির্ভর করে নিছক উৎপাদন খরচার উপর নহে—উহা নির্ভর করে প্রান্তিক্ উৎপাদন খরচার উপর। সুতরাং নিকৃষ্ট জমিতে শস্য উৎপাদন করিয়া যে আয় হইবে সমপরিমাণ উৎকৃষ্ট জমিতে শস্যোৎপাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক আয় হইবে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, ২॥০ আনা দামে ৪০ মণ শস্য বিক্রয় করিয়া আয় হইবে ১০০৲ টাকা কিন্তু ২॥০ আনা দামে উৎক্রুষ্ট জমির ৫০ মণ শস্য বিক্রয় করিয়া আয় হইবে ১২৫৲ টাকা—অথচ উভয় জমিতেই উৎপাদন খরচা সমান। এক্ষেত্রে নিকৃষ্ট জমির আয়ের উপরে উৎকৃষ্ট জমির আয়ের এই আধিক্য হইল উৎকৃষ্ট জমির খাজনা (২৫৲)।

রিকার্ডো বলেন, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে এবং উৎকৃষ্ট জমির তুলনায় লোক সংখ্যা যখন অল্প থাকে তখন খাজনার কোনই অস্তিত্ব থাকে না। লোক সংখ্যা যখন কম থাকে তখন শস্যের চাহিদা থাকে কম এবং উৎকৃষ্ট জমির চাষই যথেষ্ট হয়—অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় উৎকৃষ্ট জমির প্রাচুর্য্য থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় যাহার প্রাচুর্য্য থাকে, তাহার জন্য কেহই দাম দেয় না—অর্থাৎ এক্ষেত্রে খাজনা বলিয়া কিছু থাকে না। কিন্তু লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট জমিতেই উৎপন্ন শস্যে কুলায় না, সেই কারণে নিকৃষ্ট জমি চাষের প্রয়োজন হয়। শস্যের দাম নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন খরচার সমান হইবে। এক্ষণে প্রয়োজনের তুলনায় উৎকৃষ্ট জমির প্রাচুর্য্য নাই বলিয়াই নিকৃষ্ট জমির চাষ হইবে এবং উৎকৃষ্ট জমির খাজনার উদ্ভব হইবে। সে খাজনা হইবে, কি পরিমাণ? সে খাজনা হইবে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমির আয়ের পার্থক্যের সমান।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির দ্বারা শুধুই যে খাজনা উদ্ভব হয়, তাহা নহে, উহার দ্বারা খাজনার বৃদ্ধি ঘটে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সহিত পূর্ব্বে যে জমির খাজনা ছিল না, সে জমির খাজনার উদ্ভব হয় এবং যে জমির খাজনা ছিল, তাহার খাজনা বৃদ্ধি পায়। নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হইবার পর (২নং জমি) যখন জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় তখন অধিকতর নিকৃষ্ট জমিতে (৩নং জমি) চাষের প্রয়োজন হয়। ধরা যাউক অধিকতর নিকৃষ্ট জমিতে ১০০৲ টাকা ব্যয়ে ২৫ মণ শস্য উৎপন্ন হয়—প্রতি মণ উৎপাদন খরচা হইল ৪৲ টাকা। এই অধিকতর নিকৃষ্ট জমিতে যদি চাষ করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বাজারে শস্যের দাম ৪৲ টাকা হইতেই হইবে। এক্ষেত্রে নিকৃষ্ট জমি (২নং) চাষ করিয়া ৪০ মণ ধান ১৬০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ৬০৲ টাকা উপরি পাওয়া যাইবে—অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমিতে ৬০৲ টাকা খাজনার উদ্ভব হইল। আর উৎকৃষ্ট জমিতে (১নং জমি) চাষ করিয়া প্রাপ্ত ৫০ মণ শস্য ৪৲ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া

১০০৲ টাকা উপরি—অর্থাৎ খাজনা, পাওয়া যাইবে। শুধুমাত্র ১নং জমি যখন চাষ হইয়াছিল, ২নং জমি চাষ হয় নাই তখন খাজনার অস্তিত্ব ছিল না; ২নং জমি যখন চাষ হইল তখন ২নং জমির কোন খাজনা হইল না, কিন্তু ১নং জমির খাজনার উদ্ভব হইল; ৩নং জমি যখন চাষ হইল তখন ৩নং জমির কোন খাজনা হইল না, কিন্তু ২নং জমির খাজনার **উদ্ভব** হইল ৬০৲ টাকা, এবং ১নং জমির খাজনা **বৃদ্ধি** হইল ২৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকায়। "জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি পদক্ষেপেই একটি দেশ যখন উহার প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য নিকৃষ্ট গুণের জমি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে, তখন অপর যে সকল জমি উহা অপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বর তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি পাইবে"। ["With every step in the progress of population, which shall oblige a countıy to have recourse to land of a worse quality, to enable it to raise its supply of food, rent on all the more fertile land will rise"—Ricardo]

লক্ষ্য করা প্রয়োজন, যখন যে জমিতে উৎপাদিত শস্যের উৎপাদন খরচা শস্যের দামের সহিত সমান হয়, তখন সেই জমিটিই হয় প্রান্তিক্ জমি (Marginal land)। প্রান্তিক্ জমি হইল খাজনা-বিহীন জমি; কিন্তু যতই অধিকতর নিকৃষ্ট জমি চাষ হইতে থাকে ততই পূর্ব্বেকার প্রান্তিক্ জমি আর প্রান্তিক্ থাকে না। সব শেষে যে জমি চাষ করা হইল তাহা প্রান্তিক্ খাজনা-বিহীন জমি (Marginal no rent land) এবং পূর্ব্বেকার প্রান্তিক্ জমি খাজনা বিশিষ্ট জমিতে পরিণত হয়। কোন্ জমির খাজনা কিরূপ তাহা প্রান্তিক্ জমির সহিত তুলনায় হিসাব করা হয়। খাজনা হইল প্রান্তিক্ জমির আয় এবং প্রান্তোর্দ্ধেস্থিত জমির আয়ের পার্থক্য (difference between the income of the marginal land and that of the intra-marginal lands.)

রিকার্ডোর তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য্য—Social Implications of Ricardian Theoy

ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম ও অন্যান্য উৎপাদক উপাদান ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম—ইহাদের মধ্যে, সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, একটি মৌলিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির একটি যোগান দাম আছে, ঐ যোগান দামের মত পারিশ্রমিক পাওয়া না যাইলে, উহাদের যোগানই হইবে না। অপরাপর উৎপাদক উপাদানগুলিকে মূল্য প্রদান করিলে তবেই তাহাদের যোগান হইবে—এমন কি ঐ মূল্য প্রদান না করিলে উহাদের উৎপাদন ক্ষমতার অভাব দেখা

যাইবে। আঁত্রেপ্রণা যদি ব্যবস্থাপনা বা ঝুঁকি বহনের জন্য পারিশ্রমিক না পায় তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি বহনের জন্য সে মোটেই আগ্রহান্বিত হইবে না এবং আঁত্রেপ্রণার কার্য্যের যোগান হইবে না; পুঁজির দরুণ যদি সুদ প্রদান করা না হয় তাহা হইলে লোকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয় না এবং সঞ্চয় করিলেও উহা অপর কাহাকেও বিনিয়োগার্থে প্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হইবে না। শ্রমিককে যদি মজুরী প্রদান করা না হয় তাহা হইলে শ্রমিক তাহার শ্রম-শক্তি প্রদান করিবে না—শুধু তাহাই নহে, মজুরী যেহেতু জীবন ধারণের উপায়, সেহেতু মজুরী না পাইলে শ্রম প্রদানের ক্ষমতাই থাকিবে না।

কিন্তু ভূমির যোগান এইরূপ খাজনা প্রদানের উপর নির্ভর করে না, একটি দেশের মধ্যে যে পরিমাণ ভূমি আছে তাহা নির্দ্ধারিত, উহা হ্রাসও পাইবে না, বৃদ্ধিও পাইবে না। সুতরাং খাজনা অধিক হইলে, ভূমির যোগান বৃদ্ধি পাইবে, অথবা খাজনা কম হইলে ভূমির যোগান হ্রাস পাইবে এইরূপ ঘটা সম্ভব নহে। প্রয়োজনের তুলনায় উৎকৃষ্ট ভূমির যোগান যখন অধিক থাকে, উহার ব্যবহারের জন্য তখন কেহই খাজনা প্রদান করে না; প্রয়োজনের তুলনায় যখন উহার অপ্রাচুর্য্য ঘটে, তখন কতিপয় সৌভাগ্যশালী মালিক প্রান্তিক জমির তুলনায় প্রান্তোর্দ্ধ জমির (Intra-marginal land) যে উদ্বৃত্ত ঘটে, তাহা আদায় করিয়া লয়। স্বয়ং চাষ করিলে উহা অপর কাহারও নিকট হইতে লাভ করে না, নিজের উৎপাদন হইতে সংগ্রহ করে। এ ক্ষেত্রে খাজনা হইল সম্পূর্ণ অনর্জ্জিত, ভূমির মালিকের পক্ষে ভূমি সরবরাহের জন্য কোনরূপ ব্যয় করিতে হয় না এবং উহার দরুণ যে আয় হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপেই উপরি আয়।

ইহাই হইল খাজনার সামাজিক তাৎপর্য্য; দেশের সরকার খাজনার এই সামাজিক তাৎপর্য্য উপলব্ধির দ্বারা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ সহায়তা পাইবেন। দাম পাওয়া না যাইলেও যাহার যোগান হইবে, যাহার যোগান কোনক্রমেই সঙ্কুচিত বা অন্তর্হিত হইতে পারে না, যাহার আয় সম্পূর্ণ অনর্জ্জিত সেই সামগ্রীর আয় হইতেই সরকারের পক্ষে সর্ব্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা বিধেয়। অন্য যদি কোন উপার্জ্জনের সূত্র থাকে, যাহার প্রকৃতি খাজনার অনুরূপ, তাহা হইতেও সরকার অধিক পরিমাণে কর আদায় করিতে পারেন। শুধু কর আদায়ই নহে, সরকার সমগ্র সমাজের হিতার্থে দেশের সকল ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে উহাতে দেশের উপকার সাধিত হইবে। প্রকৃতি যে ভূমি প্রদান করিয়াছে উহা হইতে প্রাপ্ত আয় গ্রহণ করিয়া থাকে দেশের মধ্যেকার জনকয়েক মাত্র ব্যক্তি; সুতরাং খাজনার উপর অধিক

পরিমাণে কর আরোপই যথেষ্ট নহে, সরকার যদি সমগ্র ভূমি স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং সমগ্র খাজনা যদি সরকারের তহবিলেই জমা হইয়া সমগ্র জনসমষ্টির কল্যাণে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে যথার্থ সামাজিক ন্যায় বিচার (social justice) করা হইবে।

✓খাজনা ও দাম—Rent and Price

অর্থনৈতিক খাজনা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার সহিত জমিতে উৎপন্ন শস্যের দামের বিচিত্র সম্পর্কই পরিলক্ষিত হয়। শস্যের দাম নির্দ্ধারিত হইবে সেই জমির উৎপাদন খরচার দ্বারা যে জমি ঠিক প্রান্তিক্। যখন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন শস্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার দরুণ উহার দাম বৃদ্ধি পাইলে ক্রমশঃই অধিকতর নিকৃষ্ট জমি চাষ করা প্রয়োজন হয় এবং পোষায়। এইভাবে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে করিতে এইরূপ অবস্থায় পৌছানো হয় যেখানে এক ধরণের জমিতে উৎপাদন খরচা শস্যের ঠিক দামের সমান হয়। এই উৎপাদন খরচার মধ্যে শ্রমিকের পারিশ্রমিক, পুঁজির সুদ এবং ব্যবস্থাপনার প্রাপ্য অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে জমির উৎপাদন খরচা শস্যের বাজার দামের সমান সেই জমিই হইল প্রান্তিক্ জমি; যে সকল জমি প্রান্তিক্ জমির উর্দ্ধে, অর্থাৎ যে জমির শস্য প্রান্তিক্ জমির উৎপাদিত শস্যের সহিত সমান দামে বিক্রীত হইবে অথচ যে জমিতে শস্য উৎপাদনের খরচা প্রান্তিক্ জমির খরচা অপেক্ষা কম, উহার ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া একটা নীট উদ্বৃত্ত থাকিবে।

এই নীট উদ্বৃত্তই হইল অর্থনৈতিক খাজনা। এই খাজনা কি ভাবে হিসাব করা হয়? উহা হিসাব করা হয় শস্য বিক্রয় হইবার পরে। শস্য বিক্রয় করিয়া যেরূপ দাম পাওয়া যাইবে তাহার উপরেই নির্ভর করিবে ঐ উদ্বৃত্তের পরিমাণ। (১) প্রান্তিক্ জমির উৎপাদন খরচা যদি বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে দাম বৃদ্ধি পায় অথবা (২) আকস্মিক ভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার দরুণ যদি শস্যের দাম বৃদ্ধি পায়—তাহা হইলে প্রথম ক্ষেত্রে প্রান্তিক্ জমির কোন খাজনা থাকিবে না কিন্তু প্রান্তোর্দ্ধ সকল জমিরই খাজনা বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অপর সকল জমির খাজনা তো বৃদ্ধি পাইবেই উপরন্তু প্রান্তিক্ জমি আর প্রান্তিক্ জমি থাকিবে না, উহা খাজনা-বিশিষ্ট জমিতে পরিণত হইবে। অনুরূপ ভাবে শস্যের দাম যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে দাম হ্রাস পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহা প্রান্তিক্ জমি ছিল তাহা চাষ করা পোষাইবে না বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, ঠিক উহার উপরে যে জমি ছিল তাহা প্রান্তিক্ জমিতে পরিণত হইবে এবং অপরাপর সকল জমির খাজনা হ্রাস পাইবে। অতএব খাজনা নির্ভর করে শস্যের দামের উপরে; শস্যের দামের বৃদ্ধিতে খাজনা বৃদ্ধি এবং শস্যের

দামের হ্রাসে খাজনার হ্রাস ঘটিবে। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, খাজনা অধিক বলিয়াই শস্যের দাম অধিক এইরূপ বলা অসঙ্গত।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে খাজনা এবং শস্যের দামের মধ্যে এই সম্পর্কের বিশ্লেষণ উৎপাদন খরচার মধ্যে খাজনা অন্তর্ভূক্ত না হইবার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। খাজনা উৎপাদন খরচার বহির্ভূত হইবার কারণ হইল যে জমির কোন যোগান দাম নাই। বস্তুত ক্ষেত্রে কোন সামগ্রীর বা উৎপাদক উপাদানের যোগান দাম নির্ভর করে বিকল্প ব্যবহারের সুযোগের উপর, অর্থনীতিবিদ্‌গণ যাহাকে বলেন সুযোগ দাম (opportunity price)। একটি উৎপাদক উপাদান অপর কোন সামগ্রী উৎপাদন করিলে উহা হইতে যে আয় করিতে পারিত তাহাই হইবে কোন একটি সামগ্রী উৎপাদন কালে ঐ উপাদানের ন্যূনতম যোগান দাম। জমির এইরূপ ন্যূনতম যোগান দাম নাই কারণ একদিকে উহার উৎপাদন করিতে কোনও খরচা পড়ে নাই; অপরদিকে জমি ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা (alternative) হইল উহা ব্যবহার না করা। কিন্তু একখণ্ড জমি ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া কোনই লাভ নাই; সেইজন্যই জমির যোগান দাম বলিয়া কিছুই নাই এবং যোগান দাম নাই বলিয়াই জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় দাম উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নহে।

পরিবর্ত্তন প্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে খাজনা ও দামের সম্পর্ক—Relation between Price and Rent in the back-ground of Margin of Transferance

সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে, খাজনা ও দামের মধ্যে ঐরূপ সম্পর্কই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ঐরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া বিবেচনা করা হইবে, শুধু এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যে জমি কেবলমাত্র একপ্রকার ফসলই উৎপাদন করিতে পারে। কারণ যখনই একটি জমি একাধিক বস্তু উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া উপলব্ধি করা হইবে, তখনই হিসাব করা হইবে, কোন্ বস্তু উৎপাদন করিলে ঐ জমি কত আয় করিতে পারিত। একটী বস্তু উৎপাদনের দ্বারা একটি জমি যে পরিমাণ উপার্জ্জন করিতে পারিত (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত) তাহা অপর বস্তু উৎপাদনের খরচার অংশীভূত হইবে। অর্থাৎ জমির যোগান দামের উদ্ভব ঘটিবে। জমির যোগান দামের উদ্ভব ঘটিলেই খাজনা উৎপাদন খরচার অন্তর্ভূক্ত হইবে এবং দাম যেহেতু উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে সেহেতু খাজনা দামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাইবে।

এই বিষয়টি যথাযথ অনুধাবনের জন্য আর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

একখণ্ড জমি একাধিক ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এক এক রূপ ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে উহার এক এক রূপ উদ্বৃত্ত আয় হইবে। বিশেষ এক প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য যদি জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এই বৰ্দ্ধিত চাহিদা অপর কোন ফসল উৎপাদন হইতে জমি টানিয়া লইয়া মিটাইতে হইবে। ধরা যাউক এইরূপ অনেক জমির খণ্ড আছে যেগুলিতে ধানও উৎপন্ন হইতে পারে, গমও উৎপন্ন হইতে পারে। এক্ষেত্রে ধান উৎপাদনের জন্য কোন জমি চাহিলে, ঐ জমি গম উৎপাদন হইতে যে আয় করিতে পারিত, অন্ততঃ সম পরিমাণ খাজনা প্রদান করিতে হইবে। ঐ পরিমাণ খাজনা প্রদান না করিলে গমের জমি ধানের জমিতে পরিবর্ত্তন হইবে না এবং ধান চাষের জন্য জমির যোগান হইবে না। সুতরাং গম উৎপাদন করিয়া যে আয় হয় তাহা হইবে ধান উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত হইবার জন্য জমির ন্যূনতম যোগান দাম। যে ব্যক্তি ধান উৎপাদনের জন্য জমি চাহিবে তাহাকে ঐ জমির জন্য এরূপ খাজনা অবশ্য প্রদান করিতে পূর্ব্ব হইতেই প্রতিশ্রুত থাকিতে হইবে, যে খাজনা প্রদান করিলে তবেই একখণ্ড জমি পরিবর্ত্তন প্রান্ত (margin of transferance) অতিক্রম করিয়া গম জমি হইতে ধান জমিতে পরিণত হইবে। উহার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি যখনই পূর্ব্ব হইতেই একটি খাজনা দিতে প্রতিশ্রুত থাকিবে, তখনই সে ঐ খাজনাকে উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইলে খাজনা দামের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এক্ষেত্রে ফসলের দাম নির্দ্ধারিত হইবে প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচার দ্বারা নহে, পরিবর্ত্তন প্রান্তে অবস্থিত জমির সুযোগ দামের দ্বারা (opportunity price of land on the margin of transferance)। সেই জমি পরিবর্ত্তন প্রান্তে (margin of transference) অবস্থিত যাহার বিকল্প ব্যবহার হইতে লভ্য আয় বর্ত্তমান ব্যবহার হইতে লভ্য খাজনার সমান বা অতিসামান্যই কম। বর্ত্তমান ব্যবহার হইতে প্রাপ্ত আয় যদি সামান্য একটু হ্রাস পায়, তাহা হইলে উহা অপর ব্যবহারে পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। যথা, ধান চাষ হয় এরূপ জমির মধ্যে যে জমি গম, পাট তামাক বা যে কোন অপর ফসল উৎপাদন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, সেই জমিকে ধান চাষের মধ্যে রাখিয়া দিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাজনা দিতে পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুত হইতে হইবে ; নচেৎ ঐ জমি পরিবর্ত্তন প্রান্ত অতিক্রম করিয়া অপর ফসল উৎপাদনে চলিয়া যাইবে। এই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত খাজনা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য এবং সেহেতু দামের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুতরাং খাজনা শস্যের দামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় না বরং দামের উপর খাজনার পরিমাণ নির্ভর করে—যাঁহারা ইহা বলেন, তাঁহারা সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিয়াই ইহা বলেন, অর্থাৎ সমগ্র জনসমষ্টির অধিকারভূক্ত সমগ্র পরিমাণ জমিকে একটি অভিন্ন ইউনিট (homogeneous unit) রূপে বিবেচনা করেন। এইদিক হইতে বিচার করিয়াই তাঁহারা বলেন যে জমির কোন যোগান-দাম নাই এবং সেহেতু পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত খাজনা নাই। যাহা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত নাই তাহা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নাই এবং দাম যেহেতু উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্দ্ধারিত সেহেতু দামের মধ্যে খাজনা ধরা নাই। কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হয় তখনই দেখা যায় যে (১) একজন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে জমি গ্রহণ করিবে এবং জমি গ্রহণ করিবার সময়েই একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে প্রস্তুত থাকিবে (২) ঐ জমি অপর কোন কার্য্যে ব্যবহার করিলে যে আয় পাওয়া যাইত উহা হইবে জমির মালিকের পক্ষ হইতে উহার ন্যূনতম যোগান দাম (৩) যে ব্যক্তি জমি ভাড়া লইল সে এই ন্যূনতম যোগান দামের মত খাজনা দিতে বাধ্য এবং সেই কারণে সে উহা শস্যের দামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করিবে।

খাজনা ও উর্ব্বরতার সমতা—Rent and Equal Fertility

উর্ব্বরতার পার্থক্যের দরুণ খাজনার উদ্ভব হয় বলিয়াই অনেকে ধারণা করিয়া থাকে। প্রান্তিক্ ভূমি সম্পর্কিত ধারণাই এইরূপ ধারণার কারণ। যে জমির উর্ব্বরতা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সেই জমির উৎপাদন খরচা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাই হইল প্রান্তিক্ জমি এবং এই প্রান্তিক্ জমির উৎপাদন খরচার দ্বারাই শস্যের দাম নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং যে সকল জমি প্রান্তের উর্দ্ধে অবস্থিত অর্থাৎ যে সকল জমির উর্ব্বরতা প্রান্তিক্ জমি অপেক্ষা অধিক সেই সকল জমিতে উৎপাদন খরচা প্রান্তিক্ জমিরই সমান কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ প্রান্তিক্ জমি অপেক্ষা অধিক। প্রান্তিক্ জমির তুলনায় প্রান্তোর্দ্ধ জমির এই অধিক উৎপাদন ক্ষমতার কারণ হইল প্রান্তিক্ জমির তুলনায় প্রান্তোর্দ্ধ জমির উর্ব্বরতার আধিক্য। খাজনা হইল এই আধিক্যের সমান ; সুতরাং বিভিন্ন জমির উর্ব্বরতার পার্থক্য হইতেই খাজনা উদ্ভব হয় বলিয়া ধারণা করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উর্ব্বরতার পার্থক্য শুধু একমাত্র পার্থক্য নহে। দুইটি জমির মধ্যে বিভিন্ন কারণে পার্থক্য থাকিতে পারে। সুতরাং উর্ব্বরতার পার্থক্য না থাকিলেও দুইটি জমির মধ্যে প্রভেদ মূলক উদ্বৃত্ত (differential surplus) উদ্ভূত হইতে পারে এবং এই প্রভেদমূলক উদ্বৃত্তই হইবে খাজনা।

প্রথমতঃ, অবস্থানের পার্থক্য (difference in situation) ; দুইটি জমির মধ্যে যদি উর্ব্বরতায় সমতা থাকে কিন্তু অবস্থানের পার্থক্য থাকে তাহা হইলেই একটিতে উৎপাদন করিয়া অপরটি অপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। ধরা যাউক একটি জমি এরূপ জায়গায় অবস্থিত যেখান হইতে সহজেই বাজারে শস্য চালান দেওয়া যাইতে পারে এবং অপরটি এরূপ স্থানে অবস্থিত যেখান হইতে শস্য বাজারে উপস্থাপিত করা অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে দুইটি জমির একই উর্ব্বরতা হওয়া সত্ত্বেও বিক্রয় খরচা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরিলে (এবং সাধারণতঃ তাহাই ধরা হইয়া থাকে) প্রথম জমিতে উৎপাদন খরচা কম এবং দ্বিতীয় জমিতে উৎপাদন খরচা অধিক। দ্বিতীয় জমিটি হইবে প্রান্তিক্ জমি—উর্ব্বরতার পার্থক্যের দরুণ নহে, অবস্থানের পার্থক্যের দরুণ।

ফসলের দাম এই প্রান্তিক্ জমির উৎপাদন খরচার সমান হইতেই হইবে; এক্ষেত্রে প্রথম জমিটি হইতে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে এবং এই উদ্বৃত্ত হইবে খাজনা।

দ্বিতীয়তঃ, "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস নিয়ম" (law of diminishing returns) এর ক্রিয়া। একই জমিতে অধিক প্রচেষ্টা সমন্বিত কৃষির দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রম ও পুঁজির বিনিয়োগ হইতে পরবর্ত্তী শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ অপেক্ষা অধিক আয় হইয়া থাকে ; এই অধিক আয়কেও খাজনা বা উদ্বৃত্তরূপে গণ্য করা হয়। একই জমিতে ধরা যাউক, প্রথমবার ১০০৲ টাকার সমান শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিয়া ৫০ মণ শস্য উৎপাদন করা হইল কিন্তু দ্বিতীয় বার ১০০৲ টাকার সমান শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিয়া ৪০ মণ শস্য উৎপাদন হইল ; দ্বিতীয়বার উৎপাদন হ্রাস হইল ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস নিয়মের ক্রিয়ার দ্বারা। ইহা হইল একই জমিতে অধিক প্রচেষ্টা সমন্বিত কৃষি (intensive cultivation); সমাজের যদি ৯০ মণ শস্যের প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে শস্যের দাম ২॥০ আনা হইতেই হইবে—অর্থাৎ দ্বিতীয়বার উৎপাদন খরচার (১০০ ÷ ৪০) সমান। সেক্ষেত্রে প্রথম বারের উৎপাদন হইতে ২৫৲ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

তৃতীয়তঃ, উর্ব্বরতার পার্থক্য না থাকিলেও, আন্তঃ-শিল্প খাজনা (intra-industrial rent) উদ্ভব হইতে পারে। জমির সুযোগ দামের পার্থক্য হইতে এই উদ্বৃত্তের উদ্ভব হয় (surplus that arises out of differences in the opportunity price of land) অথচ এই উদ্বৃত্ত যে উর্ব্বরতার পার্থক্যের দরুণ হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দুইটি জমি হয়তো উর্ব্বরতায় অভিন্ন অথচ উহার মধ্যে একটি জমি গম উৎপাদনের পক্ষে যেরূপ উপযোগী, ধান উৎপাদনের জন্য সেরূপ উপযোগী নহে।

ঐ জমিটি ধান উৎপাদন করিলে যেরূপ আয় করিতে পারিত, গম উৎপাদনের দ্বারা তাহা অপেক্ষা যে অধিক আয় করে—সেই অধিক আয় হইবে তাহার আন্তঃ শিল্প খাজনা। [The rent that arises because of differences in the opportunity price of land might be called an intra-industrial rent. It is a surplus which can be earned by using the land in this industry rather than in the next most valuable use."—Meyers. Elements of Modern Economics.]

খাজনা ও অর্দ্ধ খাজনা—Rent and Quasi-Rent

স্থায়ী পুঁজি সামগ্রীতে বিনিয়োগের দ্বারা অনেক সময়ে খাজনার অনুরূপ আয় হইয়া থাকে। এই আয় জমির ব্যবহার জনিত আয় নহে, সেই জন্য উহাকে ঠিক খাজনারূপে অভিহিত করা যায় না। অথচ খাজনার ন্যায়ই ইহা উদ্বৃত্ত আয়, অর্থাৎ ঐ উদ্বৃত্ত আয় করিবার জন্য কোন বাড়তি খরচা করিতে হয় না। সেই কারণে উহা খাজনার প্রকৃতি বিশিষ্ট। খাজনার অনুরূপ এই আয়কে মার্শাল অর্দ্ধ-খাজনা রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

খাজনার উদ্ভব হয় জমির উদ্বৃত্তের উদ্ভবে, কিন্তু একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত জমির যোগান যদি বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে ঐ উদ্বৃত্ত অর্থাৎ খাজনা হ্রাস পাইবে। সমান গুণের জমি যদি সমান খরচায় অধিক যোগান দেওয়া যায় (সমান বলিতে বুঝায় যদি অধিক যোগান দিবার জন্য সুযোগ দাম—opportunity price—বৃদ্ধি না পায়) তাহা হইলে খাজনা হ্রাস পাইবে এবং এইরূপ হ্রাস প্রাপ্তি এরূপ অবস্থায় আসিয়া যাইবে যখন আর খাজনার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। এইরূপ ঘটে না বলিয়াই খাজনার অস্তিত্ব থাকে—খাজনার অস্তিত্ব থাকে কারণ জমির যোগান দাম অর্থাৎ opportunity price বৃদ্ধি না করিয়া জমির যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। এই সীমাবদ্ধ যোগানের জন্য খাজনার অস্তিত্ব।

কোন যন্ত্র সামগ্রীর অধিকার হইতেও তাহার মালিক এইরূপ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারে। যন্ত্রসামগ্রীগুলির পরিমাণ জমির ন্যায় চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত নহে—ইহাদের যোগান বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু ঐ যোগান বৃদ্ধি করা সময় সাপেক্ষ। কোন যন্ত্রে উৎপাদিত সামগ্রীর যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ঐ যন্ত্রের প্রয়োজন অধিক করিয়া অনুভূত হইবে। যন্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং যন্ত্র উৎপাদনকারীগণ উহা উৎপাদন করিতে যাহা খরচা পড়ে তাহা অপেক্ষা অধিক দাম আদায় করিতে পারিবে। একজন ক্রেতা কোন একটি সামগ্রী উহার

প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা কম দামে ক্রয় করিতে পারিলে যেরূপ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত (consumer's surplus) লাভ করে সেইরূপ একজন যন্ত্র বিক্রেতা যন্ত্রের অধিক চাহিদা হইবার দরুণ উহার উৎপাদন খরচার অপেক্ষা অধিক দামে উহা বিক্রয় করিতে পারে এবং তাহা হইবে উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত বা খাজনা। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত লাভের আশায় যখন যন্ত্র উৎপাদনকারী অধিক যন্ত্র উৎপাদন করিবে ও যোগান দিবে তখন যন্ত্রের দাম হ্রাস পাইবে এবং উদ্বৃত্ত বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং এইরূপ উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত হইল অর্দ্ধ-খাজনা (Quasi-rent)।

অন্যান্য উৎপাদক উপাদানে খাজনার অংশ—Element of Rent in other Factors of Production

উৎকৃষ্ট জমির তুলনায় নিকৃষ্ট জমির যে প্রভেদমূলক উদ্বৃত্তের উদ্ভব ঘটে,—যে প্রভেদমূলক উদ্বৃত্ত লাভের জন্য জমির মালিককে কোন বাড়তি খরচা করিতে হয় নাই অথবা যাহার উদ্ভবের জন্য জমির মালিককে অন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতে হয় নাই—ইহাই যদি হয় খাজনার মৌলিক প্রকৃতি তাহা হইলে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের মধ্যেও এই প্রকৃতির অল্প বিস্তর উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ধরা যাউক, শ্রমের জন্য মজুরী। যে সকল শ্রমিক নিছক জীবনধারণের মত পারিশ্রমিক পায়, তাহারা প্রান্তিক শ্রমিকের সমতুল্য। ইহাদের আয়ের দ্বারা জীবন ধারণের ব্যয় কোন প্রকারে সঙ্কুলান হয়, কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। কিন্তু যে সকল শ্রমিক উৎকৃষ্ট গুণ,স্বাভাবিক মানসিক বা কায়িক ক্ষমতার আধিক্যের দরুণ অধিকতর পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারে, তাহারা তাহাদের শ্রম হইতে একটি উদ্বৃত্ত উপার্জ্জন করিতে পারে। এই উদ্বৃত্ত অনেকটা খাজনার ন্যায়।

পুঁজি হইতে লব্ধ উপার্জ্জনের মধ্যেও অনেক সময়ে খাজনার প্রকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া, অল্প সময়ের হিসাবে স্থির পুঁজি হইতে লব্ধ উপার্জ্জন প্রায়শঃই খাজনার অনুরূপ হয়। কোন একটি স্থির পুঁজির দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে যদি উহার দাম বৃদ্ধি ঘটে, তাহা হইলে ঐ স্থির পুঁজির ব্যবহার হইতে উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদনকারীগণ ঐ পুঁজি অধিক পরিমাণে দাবী করিবে। যাহারা স্থির পুঁজির মালিক, তাহারা ঐ স্থির পুঁজির ভাড়া দিতে অভ্যস্ত থাকিলে, অধিক ভাড়া আদায় করিতে পারিবে অথবা যদি উহা বিক্রয় করে তাহা হইলে অধিক বিক্রয় দাম আদায় করিতে পারিবে। ভাড়া বা বিক্রয় দামের ঐ আধিক্য খাজনার প্রকৃতিবিশিষ্ট। আর একদিক হইতেও, পুঁজির মধ্যে খাজনার উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। একই পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন গুণের

পুঁজি সামগ্রী থাকিতে পারে—কোনটী উৎকৃষ্ট কোনটী ততটা উৎকৃষ্ট নহে, কোনটী অধিক নিকৃষ্ট। এক্ষেত্রে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পুঁজি সামগ্রী—অর্থাৎ যাহার উৎপাদন ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা কম, পণ্যের দাম হইবে সেই পুঁজি সামগ্রীতে উৎপাদন খরচার সমান এবং উহা হইবে প্রান্তিক্ পুঁজি সামগ্রী। স্থতরাং যে সকল পুঁজি সামগ্রী উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (এইগুলিকে আন্তঃ প্রান্তিক্ পুঁজি বলা চলে)—সেইগুলিকে ব্যবহার করিয়া উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে।

শিল্পপতিদিগের শিল্প পরিচালন দক্ষতার স্বভাবতঃই পার্থক্য থাকে এবং এই পার্থক্যের দরুণ খাজনার অনুরূপ উৎপাদকের উদ্বৃত্ত লাভ ঘটে। যে ব্যবস্থাপক শিল্প-ব্যবস্থাপনা হইতে কেবলমাত্র সেই পরিমাণ উপার্জ্জন করে, যাহাতে পণ্যের প্রচলিত দামে খাজনা, সুদ, মজুরী প্রভৃতি দিয়া তাহার পারিশ্রমিকরূপে লাভ করে শুধু সেই পরিমাণ অর্থ যাহা সে অন্য কাহারও বেতনভোগী কর্ম্মচারীরূপেও উপার্জ্জন করিতে পারিত, সেই ব্যবস্থাপককে প্রান্তিক্ ব্যবস্থাপকরূপে গণ্য করা যায়। অপরাপর যে সকল দক্ষ শিল্প পরিচালক অধিকতর দক্ষতা সহকারে শিল্প পরিচালনা করিতে পারে, তাহারা উদ্বৃত্ত মুনাফা লাভ করে। ইহা স্বাভাবিক ক্ষমতার পার্থক্য হইতেই উদ্ভূত। "যেহেতু এইগুলি (দুষ্প্রাপ্য স্বাভাবিক ক্ষমতা হইতে প্রাপ্ত লাভ) দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন উৎপাদক উপাদানের মধ্যে মানুষের প্রচেষ্টা বিনিয়োগের ফল নহে, সেহেতু এইগুলিকে প্রকৃতির দ্বারা প্রদত্ত উৎপাদনের উদ্বৃত্তরূপে গণ্য করিবার আপাত দৃষ্টিতে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।" (মার্শাল)

Questions & Hints

1. "Land rent is a differential or surplus product." Explain the statement and point out the chief social implications of the Ricardian theory of Rent. (B. Com. 1941) [পৃঃ ২৫৯—৬৩]

2. Discuss Ricardo's theory that rent is paid for the original and indestructible powers of the soil. (Agra 1941) [পৃঃ ২৫৮—৬২]

3. Consider the effects of an increase in the population upon rent. (B. Com. 1943, 1948) [পৃঃ ২৬১—৬২]

4. Explain the origin and significance of rent (B. A. 1939). Explain the concept of economic rent and discuss its implications for the theory of taxation. (B. Com 1950) Consider the social implications of the theory of rent. (B. Com. 1945). Explain why the distinction between the economic rent and other kinds of income

is of importance to the Finance Ministers. (B. Com. 1946) [পৃঃ ২৫৯ --৬৩]

5. State and explain the relation between agricultural rents and agricultural prices. (B. A. 1936). "Corn is not high because a rent is paid but rent is paid because corn is high." Discuss this statement of Ricardo. (B. Com. 1949.) [পৃঃ ২৬৪—৬৭]

6. Show how (a) the quality of land (b) the margin of cultivation and (c) the price of the produce affect the amount of economic rent (B. A. 1942). [পৃঃ ২৫৯—৬২ ; ২৬৪]

7. What is rent ? Can rent arise in a country where all lands are equally fertile ? (B. A. 1945) [পৃঃ ২৫৮ ; ২৬৭—৬৯] Explain fully the factors which lead to the emergence of rent in the case of agricultural land. (B. Com. 1951) [পৃঃ ২৫৯—৬২ ; ২৬৭—৬৯]

8. Distinguish between rent and quasi rent and examine the influence of progress on rent (B. A. 1937 ; All. 1946 ; Dac. 1930 ; Nag 1942) [পৃঃ ২৬৯—৭০]

9. "Rent is not an element in the cost of production. The difficulty that is usually experienced in grasping this principle is due to the difference between the individual and social points of view." Elucidate the statement (B. Com. 1939) [পৃঃ ২৬৪—৬৫]

10. Show that there is a rent element in wages, interests and profits. (B. Com 1938) "The rent of land is seen not as a thing by itself but as the leading species of a large genus." Amplify the statement. (B. Com. 1942) "Rent of the land is the most obvious but not the only case in which an income is derived from differences in the productivity of an agent in production which are not due to the persons who supply that agent of production."—Elucidate (B. Com. 1944.) [পৃঃ ২৭০—৭১]

11. Explain how the economic rent of land is determined. Discuss the relation between rent and price of agricultural products. (B. Com. 1956) [পৃঃ ২৬৪—৬৭]

12. What is rent ? Explain the relation between rent and economic progress (B. A. 1955) [পৃঃ ২৫৮—৬২

অর্থনৈতিক অগ্রগতির দরুণ জমিতে উৎপাদিত শস্যের চাহিদা বাড়ে—জনসংখ্যাও বাড়ে। সেইজন্য দেশে যতই অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয় তত খাজনা বৃদ্ধি পায়।]

13. How does the rent of land arise? Will there be any rent if all plots of land are equally fertile and equally favourably situated? (Cal B. Com. 1955)

[সাধারণতঃ খাজনার উদ্ভব হয় নির্দ্দিষ্ট জমি চাষ করিবার প্রয়োজনে; জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত অধিক শস্য উৎপাদনের প্রয়োজন হয়—ইহার জন্য উৎকৃষ্ট জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও খাজনার উদ্ভব ঘটে : পৃষ্ঠা ২৬১]

খাজনার মূলকথা হইল একই খরচা করিয়া উৎপাদনের পার্থক্য পাওয়া যাইল। ইহা উর্ব্বরতার পার্থক্যের জন্য হইতে পারে অবস্থানের পার্থক্যের জন্যও হইতে পারে আবার উর্ব্বরতা এবং অবস্থানের কোনরূপ পার্থক্য না থাকিলেও হইতে পারে। ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়মানুযায়ী পূর্ব্বেকার পুঁজি ও শ্রমে পরবর্তী পুঁজি ও শ্রম অপেক্ষা অধিক উৎপাদন ঘটে-সুতরাং পরবর্ত্তী উৎপাদনের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উৎপাদনের যে পার্থক্য তাহাও উদ্বৃত্ত—অতএব খাজনা [পৃষ্ঠা ২৬৮]

একবিংশ অধ্যায়

মজুরী

Wages

মজুরীর অর্থ—Meaning of Wages

আঁত্রেপ্রণার দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিককে তাহার শ্রমের জন্য যে দাম প্রদান করা হয়। তাহাকেই বলা হয় মজুরী। এই শ্রম মস্তিকজীবির শ্রম হইতে পারে অথবা নিছক কায়িক শ্রমও হইতে পারে। "একজন শ্রমিককে তাহার কার্য্যের পরিবর্ত্তে মালিকের দ্বারা চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রাকে মজুরীরূপে অভিহিত করা যায়।" ["A wage may be defined as a sum of money paid under contract by employer to a worker in exchange for services rendered."—Benham.]

মুদ্রা মজুরী (আপাত মজুরী) এবং প্রকৃত মজুরী—Money Wages (nominal wages) and Real wages

একই স্তরের একজন শ্রমিক কলিকাতায় মজুরী লাভ করে মাসিক ১০০৲ টাকা অপর একজন শ্রমিক বোম্বাইতে মাসিক পারিশ্রমিক পায় ১১০৲ টাকা,—ইহার দ্বারা কিন্তু এইরূপ বুঝায় না যে বোম্বাইয়ের শ্রমিকটি কলিকাতার শ্রমিক অপেক্ষা ঠিক ১০৲ টাকার সমান অধিক মজুরী পাইতেছে। আবার একজন জমিদারের নায়েব বেতন পায় ৫০৲ এবং একজন শিক্ষক বেতন পায় ১০০৲ টাকা কিন্তু ইহার দ্বারা এইরূপ বুঝায় না যে একজন শিক্ষক জমিদারের নায়েব অপেক্ষা ঠিক দ্বিগুণ পারিশ্রমিক লাভ করে। ইহার কারণ হইল, আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহা মজুরী বলিয়া মনে হয় তাহাই প্রকৃত মজুরী না হইতে পারে। একজন শ্রমিক যে পরিমাণ মুদ্রা উপার্জ্জন করে উহা হইবে তাহার আপাত মজুরী (Nominal wages) বা মুদ্রা মজুরী (Money wages)। কিন্তু একজন শ্রমিক যে পরিমাণ মুদ্রা উপার্জ্জন করে ঠিক উহাই তাহার প্রকৃত উপার্জ্জন (Real income) নহে। প্রকৃত উপার্জ্জন হইল একজন শ্রমিক তাহার কার্য্যের বিনিময়ে মোট যে পরিমাণ সামগ্রী ও কার্য্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লাভ করিবার অধিকারী হয়। আমরা বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবা সংগ্রহের

জন্য অপরকে আমাদের কার্য্য প্রদান করি ; ঐ কার্য্য প্রদানের সার্থকতা উহার বিনিময়ে প্রাপ্ত মুদ্রার পরিমাণের নহে—উহার সার্থকতা থাকে আমরা আমাদের কার্য্যের বিনিময়ে মোট কত পরিমাণ সামগ্রী ও সেবা সমগ্র সমাজের নিকট হইতে লাভ করিতে পারি তাহাতেই। এই বিষয়টি হইল প্রকৃত মজুরী (Real wages)। প্রকৃত মজুরী যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে সেগুলি হইল এইরূপঃ

প্রথমতঃ, সামগ্রীর দাম-স্তর (Price level)। দাম স্তর যদি অধিক থাকে, যে সকল সামগ্রীর উপর আমরা মুদ্রা ব্যয় করি উহাদের দাম যদি চড়া থাকে, তাহা হইলে একই মুদ্রা উপার্জ্জনের দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ সামগ্রী ও কার্য্য সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে। অপরপক্ষে দাম-স্তর যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে সমপরিমাণ মুদ্রা উপার্জ্জনের দ্বারা অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা যাইবে। সুতরাং কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইতে সামগ্রীর দাম-স্তর যদি অধিক হয় অর্থাৎ জীবন ধারণের ব্যয় যদি অধিক হয় তাহা হইলে মুদ্রা মজুরীর পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মজুরীর পার্থক্য নাও থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকগণ নিছক মুদ্রা উপার্জ্জন ব্যতীত কতিপয় বিশেষ সুবিধা লাভ করিতে পারে। মজুরী যে শুধু মুদ্রার মাধ্যমেই প্রদান করা হয় তাহা নহে, পরোক্ষভাবে ইহা করা যাইতে পারে কোন একজন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকার প্রদান করিয়া অথবা প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে কতিপয় এইরূপ সামগ্রী প্রদান করিয়া যাহা অন্যথায় তাহাকে ক্রয় করিয়াই সংগ্রহ করিতে হইত। নায়েব বেতন কম পাইতে পারে কিন্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সে বেতন ব্যতীত লাভ করিতে পারে। সুতরাং মুদ্রা উপার্জ্জন তাহার যতটা কম প্রকৃত উপার্জ্জন ততটা নহে।

তৃতীয়তঃ, কোন কোন পেশায় ঠিক সময়ানুযায়ী যে বেতন পাওয়া যায় তাহা ব্যতীত উপরি আয় করিবার সুবিধা থাকিতে পারে। যে পেশায় এইরূপ উপরি আয় করিবার অবকাশ থাকে সেই পেশায় প্রকৃত উপার্জ্জন হইল অধিক।

চতুর্থতঃ, একজন ব্যক্তি একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উপার্জ্জনের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় করিতে বাধ্য হয় সেই পরিমাণ ব্যয় তাহার উপার্জ্জন হইতে বাদ দিয়া তবেই তাহার প্রকৃত উপার্জ্জন হিসাব করিতে হয়। দুইজন ব্যক্তি যদি সম পরিমাণ মুদ্রা উপার্জ্জন করে কিন্তু একজন ব্যক্তির ঐ উপার্জ্জনের জন্য কোনই ব্যয় করিতে হয় না এবং অপর ব্যক্তির কিছু ব্যয় করিতে হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তির প্রকৃত মজুরী অধিক।

প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—"Marginal Productivity" Theory

শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারিত হয়, একাধিক অর্থনীতিবিদ্ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আঁত্রেপ্রণা শ্রমের চাহিদা করে কারণ শ্রম হইল উৎপাদনক্ষম,—একজন ভোগকারী যেরূপ একটি সামগ্রী চাহিদা করে, সামগ্রীটির প্রয়োজনীয়তার দরুণ। শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতাই হইল তাহার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু আঁত্রেপ্রণা তো একটি মাত্র শ্রমিক নিয়োগ করে না, শ্রমিক নিযুক্ত হয় একাধিক। একই কার্য্যে যে ক্ষেত্রে একাধিক শ্রমিক নিযুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে উহার উৎপাদন ক্ষমতার তারতম্য ঘটাই স্বাভাবিক। সুতরাং কোন্ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে, এই প্রশ্ন উত্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। উত্তর হইল, শ্রমিকের মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে প্রান্তিক্ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। প্রান্তিক্ শ্রমিকের এই উৎপাদন ক্ষমতার নাম শ্রমের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা।

একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে অথবা একজন শ্রমিক বাদ দিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ হ্রাস পাইবে তাহাই হইবে শ্রমের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা। ধরা যাউক, একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি ও ভূমির সহিত একজন আঁত্রেপ্রণা ৫০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বছরে ১০,০০০ কলম উৎপাদন করে; আঁত্রেপ্রণা হয়তো আর একজন শ্রমিক বৃদ্ধি করিল, ৫০১ জন শ্রমিকের উৎপাদন হইল ১০,০১৮টি কলম; এক্ষেত্রে সর্ব্বশেষ শ্রমিক হইল প্রান্তিক্ শ্রমিক এবং তাহার উৎপাদন ক্ষমতা হইল ১৮টি কলম এবং তাহার মজুরীও হইবে ১৮টি কলমের দামের সমান। প্রান্তিক্ শ্রমিক যে মজুরী পাইবে অপর সকল শ্রমিকও সেই মজুরী পাইবে কারণ একই পর্য্যায়ের শ্রমিকের মধ্যে প্রান্তিক্ ও অ-প্রান্তিক্‌রূপে কোনরূপ স্বাভাবিক পার্থক্য নাই। ঠিক যেরূপ একজন ক্রেতা একই সামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয় করিলে সামগ্রীটির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় এবং ক্রেতা উহার চাহিদা দাম স্থির করে প্রান্তিক্ সামগ্রীটির প্রয়োজনীয়তার হিসাবে। এক্ষেত্রে অবশ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কোন আঁত্রেপ্রণা আধুনিক বৃহৎ পরিধির কারবারের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা একটি একটি করিয়া বৃদ্ধি করে না; সুতরাং প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করা হইবে মোট উৎপাদন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল তাহাকে যত সংখ্যক শ্রমিক অতিরিক্ত নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিয়া। যথা—আঁত্রেপ্রণা

শ্রমিকের সংখ্যা ৫০০ হইতে ৬০০তে বৃদ্ধি করিল এবং কলমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল ১০,০০০ হইতে ১১,৮০০তে; এক্ষেত্রে ১০০ বাড়তি শ্রমিকের দ্বারা ১৮০০ বাড়তি কলম উৎপাদিত হইল, স্বতরাং একজন শ্রমিকের উৎপাদন হইল ১৮টি। এক্ষেত্রে ১০০ শ্রমিককে প্রান্তিক শ্রমিক ধরিয়া উহাদের মোট উৎপাদন হইতে গড় (average) বাহির করিয়া, শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার হিসাব করা হইল।

সমালোচনা—(১) প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব কেবলমাত্র শ্রমের চাহিদা সম্পর্কেই অবহিত করে, উহার যোগানের উপর কিছুমাত্র আলোক সম্পাত করে না প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতাকে আঁত্রেপ্রণার পক্ষ হইতে শ্রমের চাহিদা-দাম রূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাই যে শ্রমিকের শ্রমের প্রকৃত দাম হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

(২) অন্যান্য উৎপাদক উপাদান যখন অপরিবর্ত্তিত থাকে তখন শ্রমের পরিমাণ পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা পরিবর্ত্তন, করিতে পারা যায় ইহাই এই তত্ত্ব অনুমান করে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু কোন আঁত্রেপ্রণা একটি একটি করিয়া শ্রমিক বৃদ্ধি করে না, সাধারণতঃ একসাথে একাধিক শ্রমিক লওয়া হয় এবং শ্রমিকের এইরূপ বৃদ্ধির সহিত অন্যান্য উৎপাদক উপাদানেরও বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়। কিন্তু এইরূপ একাধিক উৎপাদক উপাদানের একত্রিত বৃদ্ধির দ্বারা নিছক একজন শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার হিসাব সম্ভব নহে।

(৩) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যখন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় তখন ঠিক একই পর্য্যায়ের শ্রমিক যে অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সকল শ্রমিকের অভিন্নতা অনুমান করা অবাস্তব। সকল শ্রমিক যেক্ষেত্রে অভিন্ন (homogenous) নহে সে ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে নিয়োগ যোগ্য প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার হিসাব প্রণয়ন সম্ভব নহে।

(৪) একটি সামগ্রীর বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে যে মাত্রাটির প্রয়োজনীয়তা ক্রেতার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সেই মাত্রাটির প্রয়োজনীয়তার দ্বারাই ক্রেতা সামগ্রীটির চাহিদা দাম নির্দ্ধারিত করে। ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে যে চাহিদার দাম নির্দ্ধারিত হয় তাহা নির্ভর করে প্রয়োজনীয়তার ক্রমিক হ্রাস ঘটে এই বিষয়টির উপর। এই সাদৃশ্যের উপর ভর করিয়াই প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব প্রচার করা হয়,—শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশঃই হ্রাস পায় এবং ন্যূনতম উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরী নির্দ্ধারিত হয়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এই তত্ত্বটি "প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা" (marginal utility) এবং

"প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার" (marginal productivity) মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে তাহার যথাযথ বিবেচনা করে নাই। একই সামগ্রীর ক্রমশঃই অধিক পরিমাণ ভোগ করিলে উহার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় কিন্তু শিল্পোৎপাদনের বহু ক্ষেত্রেই অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগের দ্বারা ক্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়মানুযায়ী শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাহা যদি ঘটে তাহা হইলে প্রান্তিক্ শ্রমিকের অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদনকারীর উৎপাদন অনুযায়ী কি আঁত্রেপ্রণা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদান করিবে? এইরূপ ধারণা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

"বাট্টা সমন্বিত প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার" তত্ত্ব—Theory of Discounted Marginal Productivity of Labour

প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্বটি অধ্যাপক টাউজিগ কর্ত্তৃক কিছুটা স্বতন্ত্র ধরণে ব্যক্ত হইয়াছে। টাউজিগের এই তত্ত্বটি হইল বাট্টাসমন্বিত প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব। আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রক্রিয়া হইল পরোক্ষ—পূর্ব্বে যাহাকে ঘোরালো প্রক্রিয়ারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বহু স্তর অতিক্রম করিয়া এবং বহুবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া তবেই আধুনিক শিল্পে উৎপাদনের কার্য্য হয়। সহজেই অনুমান করা যায় যে এইরূপ উৎপাদনের কার্য্য যেরূপ জটিল সেইরূপ সময় সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি উৎপাদনের জন্য ভূমি প্রদান করে অথবা পুঁজি প্রদান করে, সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা পারিশ্রমিকের জন্য অধিককাল অপেক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু শ্রমিকের পক্ষে পারিশ্রমিক লাভের জন্য অধিক কাল অপেক্ষা করা সম্ভব নহে। সুতরাং আঁত্রেপ্রণার পক্ষে প্রয়োজন হয় শ্রমিককে তাহাদের পারিশ্রমিক অগ্রিম প্রদান করিয়া যাওয়া।

টাউজিগ বলেন, এই পারিশ্রমিক প্রদান করা হইবে শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে অথচ একজন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিকের সমগ্র অংশটুকুই তাহাকে প্রদান করা হয় না। শ্রমিক সামগ্রীটি বিক্রয় করিবার সময় পর্য্যন্ত এমন কি উৎপাদন শেষ হইবার সময় পর্য্যন্তও অপেক্ষা করে না। সুতরাং মালিক শ্রমিককে মজুরী প্রদান করে শ্রমিকের উৎপাদন হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে নহে, নিজস্ব তহবিল হইতে। নিজস্ব তহবিল হইতে এইরূপ অগ্রিম মজুরী প্রদান করিবার জন্য মালিক, উৎপাদন শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করিলে প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রমিক যে পারিশ্রমিক লাভ করিতে পারিত, তাহা হইতে কিছুটা কাটিয়া রাখিয়া দেয়। অগ্রিম প্রদানের জন্য যেন

মজুরীটিকে বাট্টা (discount) করা হইল; এই বাট্টা করা হইল প্রচলিত সুদের অনুপাতে। সুদের হার যদি অধিক হয় তাহা হইলে অগ্রিম মজুরী প্রদান করিয়া মালিককে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, সুতরাং বাট্টার হারও অধিক হইবে অর্থাৎ মজুরী হইতে অধিক কাটা যাইবে। অপর পক্ষে সুদের হার যদি কম হয় তাহা হইলে মালিকের পক্ষে অগ্রিম দেওয়া কম ক্ষতিকর, সুতরাং বাট্টার হার কম হইবে অর্থাৎ মজুরী হইতে কমই কাটিয়া রাখা হইবে।

জীবন যাত্রার মান ও মজুরী—Standard of Living and Wages

শ্রমিকের জীবন যাত্রার মানের দ্বারা তাহার মজুরী নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ অভিমত প্রদান করেন। যে শ্রমিকদলের জীবন যাত্রার মান উঁচু, সে শ্রমিকদিগের পক্ষে তদনুযায়ী উচ্চ বেতন না পাইলে, কার্য্য গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না, উহার কম মজুরী দিলে তাহারা শ্রম দিতে অগ্রসর হইবে না। অপরপক্ষে যে সকল শ্রমিকের জীবন যাত্রার মান নীচু, যাহাদের অভাব অল্প এবং ব্যয়ও অল্প তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরীতেও শ্রমের যোগান দিবে, মজুরীর হার সে ক্ষেত্রে কমই হইবে।

জীবন যাত্রার মানের সহিত মজুরীর হারের সম্পর্ক ঠিক এইরূপ প্রত্যক্ষ নহে। ইচ্ছাকৃত ভাবে জীবন যাত্রার মান নীচু করা হইবে না বলিয়া শ্রমিকগণ ঐ মানের সমান অপেক্ষা কম মজুরীতে কোন ক্রমেই শ্রম প্রদান করিবে না এবং সেহেতু জীবন যাত্রার মানের দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে, ইহা সকল সময়ে অভ্রান্ত সত্যরূপে কার্য্যকরী হয় না। শ্রমিকের পক্ষে শ্রম বিক্রয় না করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শ্রম প্রত্যাহার করিয়া রাখা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অভ্যস্ত জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী মজুরী আদায় করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব হইত। বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমিকের পক্ষে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শ্রম প্রত্যাহার করিয়া রাখা সম্ভব হয় না এবং একদল শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইবার দরুণ অথবা অন্য যে কোন কারণে শ্রমের চাহিদা হ্রাস পাইলে, মজুরী হ্রাস পাইতে বাধ্য। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য শ্রমিকগণ তাহাদের অভ্যস্ত জীবন যাত্রা মানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবহার করা প্রথমেই উঠাইয়া দিবে না; পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় কার্য্য করিয়া সম পরিমাণ উপার্জ্জন রাখিবার জন্য সে চেষ্টিত থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্বের জীবন যাত্রার মানের জন্য প্রয়োজনীয় দু একটি সামগ্রী অপেক্ষা কিছু পরিমাণ অবকাশ যে তাহাদের পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয় তাহা শ্রমিকগণ অচিরেই উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইবে এবং তখন পূর্ব্বাপেক্ষা নীচু জীবন যাত্রার মানের সহিত তাহারা নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইবে।

এইরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকিলেও, মজুরীর সহিত যে জীবনযাত্রার মানের কিছুটা সম্পর্ক আছে তাহা অনস্বীকার্য্য। দুইদিক হইতে ইহাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, জীবন যাত্রার মানের সহিত লোকসংখ্যা ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত থাকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং লোক সংখ্যার উপর যে শ্রমিকের সংখ্যা নির্ভরশীল তাহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। যে কোন দেশে, জনসমষ্টির যে শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান খুব নীচু সেই শ্রেণীর মধ্যে জনসংখ্যা হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অপর পক্ষে যে শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উঁচু সেই শ্রেণীর সংখ্যা হয় অপেক্ষাকৃত অধিক। সুতরাং সমষ্টি-গতভাবে ধরিতে গেলে শ্রমিকদিগের জীবনযাত্রার মান যদি উঁচু হয় তাহা হইলে শ্রমিকের সংখ্যা অর্থাৎ শ্রমিকের যোগান কম হইবে এবং যোগান কম হইলেই মজুরী বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান যদি নীচু হয় তাহা হইলে শ্রমিকের যোগান হইবে অধিক এবং যোগান অধিক হইবার দরুণ মজুরী হইবে কম। অবশ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মজুরীর সহিত জীবনযাত্রায় মানের এই সম্পর্ক যথেষ্ট দীর্ঘকালের ব্যবধানে স্থাপিত হইতে পারে কারণ জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী শ্রমিকের যোগানের পরিবর্ত্তন সময় সাপেক্ষ।

দ্বিতীয়তঃ, জীবনযাত্রার মানের সহিত মজুরীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা চলে শ্রমিকের কর্ম্ম দক্ষতার (efficiency) ভিত্তিতে। জীবনযাত্রার মান উঁচু হইলে শ্রমিকের কর্ম্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবার দরুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলিয়া শ্রমিক অধিক মজুরী দাবী করিতে পারে এবং আঁত্রেপ্রণাও ঐ দাবী পূরণ করিতে সক্ষম হয় ; উচ্চ হারে প্রদত্ত মজুরী সেই কারণে উৎপাদন খরচাকে বৃদ্ধি না করিয়া প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন খরচার হ্রাস ঘটাইতে পারে।

উচ্চমজুরী ব্যয়-সঙ্কোচ—Economy of High Wages

কোন কোন সময়ে শিল্পপতি তাহার শ্রমিকদিগকে যে পরিমাণ মজুরী দিলেও তাহারা কার্য্য করিবে তাহার অপেক্ষাও অধিক মজুরী দিতে অগ্রসর হয় বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় ; অর্থাৎ যে পরিমাণ মজুরী না দিলেও চলে, শিল্প-মালিক সেই পরিমাণ মজুরীও প্রদান করে। ইহা শিল্পপতি কিন্তু নিছক দানের জন্যই করে না, উহা করে নিজের স্বার্থে। আপাত দৃষ্টিতে কম মজুরী প্রদান করাই মালিকের স্বার্থানুকূল বলিয়াই মনে হয়—কারণ কম মজুরী প্রদান করিলে তবেই মালিকের ব্যয় হইবে কম এবং ব্যয় কম হইলে তবে তাহার নিজের আয় থাকিবে বেশী। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে শিল্প মালিকের

পক্ষে ব্যয় যথাসম্ভব কম করিয়া রাখা প্রয়োজন বটে কিন্তু উহা মোট ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, উহা প্রযোজ্য প্রতি-মাত্রা উৎপাদনের হিসাবে। আমি যত কম উৎপাদন করিব ততই আমার মোট ব্যয় কম হইবে, সুতরাং উৎপাদন কমাইলেই মোট ব্যয় কমিয়া যাইবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইখানেই শিল্প মালিকের নিকট **মজুরী (Wage) এবং মজুরী খরচার (Wage-cost) পার্থক্য** আসিয়া যায়। মালিক শ্রমিককে দিন, বা সপ্তাহ, বা মাসের হিসাবে টাকার অঙ্কে তাহার কার্য্যের বিনিময়ে, যে নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছে বলিয়া হিসাব করে, তাহাই হইল মজুরী (Wage)। কিন্তু তাহার উৎপাদিত প্রতিটি সামগ্রীর অনুপাতে মজুরী হিসাবে তাহার যে খরচা পড়িয়াছে বলিয়া মালিক হিসাব করিতে পারে, উহাই হইল মালিকের দ্বারা নির্ব্বাহিত মজুরী-খরচা (Wage-cost)। মজুরী অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও মজুরী-খরচার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, একই শ্রমিক যদি একই মজুরী লইয়া অধিক উৎপাদন করিয়া দেয়, তাহা হইলে মালিকের পক্ষে প্রতিটি সামগ্রী উৎপাদনের গড় খরচা কমিয়া যাইবে। সুতরাং অন্যান্য উৎপাদক-উপাদানে খরচা বৃদ্ধি না করিয়া মালিক যদি মজুরী বৃদ্ধি করে এবং বর্দ্ধিত মজুরী পাইয়া শ্রমিকগণ মজুরী বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী উৎপাদন করিয়া দেয় তাহা হইলে মালিকের নিকট মজুরীর জন্য ব্যয় বাড়িল বটে কিন্তু মজুরী-খরচা কমিল। যথা ৫ জন শ্রমিককে ৫০০৲ টাকা বেতন দিয়া মালিক ৫০০ টি কলম উৎপাদন করিল; এক্ষেত্রে প্রতিটি কলম পিছু মালিকের মজুরী ব্যয় হইল ১৲ টাকা। কিন্তু পাঁচটি শ্রমিককে ১০০০৲ টাকা মজুরী দেওয়ায় ২০০০টি কলম উৎপাদিত হইল, এক্ষেত্রে মজুরী বৃদ্ধি হইলেও প্রতিটি কলমের জন্য প্রদত্ত মজুরী ১৲ টাকা হইতে ॥০ আনায় হ্রাস পাইল। মজুরী বৃদ্ধি হইল কিন্তু মালিকের মজুরী খরচা হ্রাস পাইল।

সুতরাং মালিকের স্বার্থ যে কম মজুরী প্রদানে এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মালিকের আসল স্বার্থ হইল কম মজুরী খরচায়—অর্থাৎ মজুরীর হিসাবে প্রতিমাত্রা উৎপাদনের খরচা হ্রাসে—অর্থাৎ মজুরী অনুপাতে উৎপাদনের বৃদ্ধিতে। সুতরাং মজুরী কম দিলেই যে মালিকের লাভ হইবে এবং মজুরী বেশী দিলেই যে মালিকের লোকসান হইবে—এরূপ ধারণা করা ভুল। সস্তার সামগ্রী যেমন আখেরে লোকসানের সামগ্রীতে পরিণত হইতে পারে, সস্তার শ্রমিকও সেইরূপ প্রকৃত পক্ষে লাভজনক না হইয়া লোকসানই ঘটাইয়া দিতে পারে। অল্প মজুরী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান (standard of living) নিচু রাখিয়া

দেয় এবং এই নিচু জীবনযাত্রার মান কর্মক্ষমতার (efficiency) স্বল্পতা ঘটায়। অন্ন বস্ত্রহীন এবং অবকাশ বঞ্চিত শ্রমিক অধিক বেতনভোগী শ্রমিকের সহিত সমানভাবে উৎপাদনক্ষম হইতে পারে না। ততটা সহজভাবে তাহারা আধুনিক শিল্পের কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, ততটা উদ্যোগ-প্রতিভা বা ততটা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের পক্ষে উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে পারে না। যে দেশের শ্রমিকদের মজুরী কম সে দেশে পণ্য উৎপাদনের খরচাও যে কম এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; অধিক মজুরী বিশিষ্ট দেশ যে অল্প মজুরী বিশিষ্ট দেশের সহিত শিল্প প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তাও নাই।

ইহা হইতে কিন্তু এরূপ উপসংহার করাও ভূল হইবে যে অল্প মজুরী বিশিষ্ট দেশে যদি সহসা মজুরীর হার বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে এই মজুরীর বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্ম ক্ষমতার বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হইবে এবং কর্ম্ম ক্ষমতার বৃদ্ধি প্রতিফলিত হইবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে। মজুরী বৃদ্ধির দ্বারা জীবনযাত্রার মান উঁচু করা সময়-সাপেক্ষ এবং জটিল মনস্তত্ত্বের সহিত সম্পর্কিত; এইরূপ দীর্ঘ সময়ের হিসাব মালিকরা করে না এবং সেই কারণে ইচ্ছাকৃত ভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বর্ত্তমান উৎপাদন ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক মজুরী দিতে মালিকগণ নিজ হইতে অগ্রসর হয় না।

উচ্চ মজুরীর হার আরও দুইভাবে মালিকের পক্ষে লাভ জনক হইতে পারে। প্রথমতঃ, কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক অন্যান্য অনুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নিজের প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর হারে মজুরী প্রদান করিলে শ্রমিকের বাজার হইতে ভাল ভাল শ্রমিক নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবে। দক্ষ শ্রমিকগণ অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে না যাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠানে আসিবে—সুতরাং উচ্চ মজুরীর জালে দক্ষ শ্রমিকদিগকে সে ছাঁকিয়া তুলিয়া লইতে পারিবে। সুতরাং তাহার উৎপাদিত সামগ্রী অন্যান্য উৎপাদনকারীদিগের তুলনায় গুণের দিক হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইবে এবং পরিমাণে অনেক বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অধিক মজুরী প্রদান করিয়া শ্রমিকদিগের নিকট হইতে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনুগত্য পাওয়া যাইবে তাহা মালিকের পক্ষে কম লাভজনক নহে। ইহাতে শ্রমিকগণ সন্তুষ্ট চিত্তে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে মালিকের জন্য পরিশ্রম করিবে এবং মালিক লাভবান হইবে।

জীবনধারণ তত্ত্ব, অবশিষ্টাংশ দাবী তত্ত্ব এবং মজুরী তহবিল তত্ত্ব—Subsistence Theory, Residual Claimant Theory and Wages Fund Theory

(ক) **জীবনধারণ তত্ত্ব**—(Subsistence Theory)—জীবন ধারণের ন্যূনতম

ব্যয়ের দ্বারাই মজুরী নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া যে তত্ত্ব ভূম্যৈকবাদী নামে অভিহিত প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌গণ প্রচার করিতেন তাহাই জীবন ধারণ তত্ত্বরূপে পরিচিত। শুধু যে ভূম্যৈকবাদীগণই এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে, এ্যাডাম স্মিথ্‌ এবং ডেভিড রিকার্ডোর নামও এই তত্ত্বের সহিত জড়িত আছে। এই তত্ত্বের মূল কথা হইল যে সামগ্রীর নিয়মিত দাম যেরূপ উহার উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, সেইরূপ শ্রমের নিয়মিত দামও, অর্থাৎ মজুরীও শ্রমিকের ন্যূনতম জীবন ধারণের ব্যয়ের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়; শ্রমিকের জীবন ধারণের ব্যয় যেন শ্রমের উৎপাদন খরচা। মজুরী যদি কখন উহার অধিক হয় তাহা হইলে অধিক উপার্জ্জনের দরুণ শ্রমিককুল অধিক সন্তান সন্ততি ভরণ পোষণে সক্ষম হইবে এবং শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধির দরুণ মজুরীর হ্রাস প্রাপ্তি ঘটিবে। অপর পক্ষে মজুরী যদি জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় অপেক্ষাও কম হয় তাহা হইলে ভরণপোষণের উপায় অভাবে লোকসংখ্যার হ্রাসের দ্বারা শ্রমিকের যোগান হ্রাস হইবে এবং মজুরী বৃদ্ধি পাইয়া জীবন ধারণের ব্যয়ের সহিত সমতা লাভ করিবে।

সমালোচনা—(১) জীবন ধারণের তত্ত্ব অত্যধিক মাত্রায় নৈরাশ্যবাদী (pessimistic); উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। ইহার মধ্যে যেন নিয়মিত কঠোরতা অনুভব করা হয়, তাই ইহার আর একটি নাম দেওয়া হয় লৌহ নিয়ম (Iron law of wages)। ম্যালথাসের জনসংখ্যা সম্পর্কিত নিয়মের সহিত ইহার কিছুটা সম্পর্ক লক্ষ্য না করিয়া উপায়ান্তর থাকে না।

(২) মজুরীর বৃদ্ধি উন্নত জীবন যাত্রার মান আনয়ন করিয়া এবং সেই কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিয়া নিজের ধারাবাহিকতা (Continuity) বজায় রাখিতে সক্ষম হয়, ইহা এই তত্ত্ব বিবেচনা করে না।

(৩) অনেক সময়ে সাধারণতঃ যাহাকে ন্যূনতম জীবন ধারণের ব্যয় রূপে গণ্য করা হয় তাহা না পাইয়াও একদল শ্রমিক শ্রম প্রদান করিতেছে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

(৪) এই তত্ত্ব সকল শ্রমিককেই এক পর্য্যায়ের বলিয়া গণ্য করে এবং বিভিন্ন পেশায় বা কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকের মধ্যে মজুরীর হারের কি কারণে পার্থক্য থাকে তাহার কোন সন্তোষজনক বিবরণ প্রদান করিতে পারে না।

(খ) **অবশিষ্টাংশ দাবীদার তত্ত্ব**—(Residual Claimant theory)—মজুরী সম্পর্কে আর একটি তত্ত্ব আছে, ইহার নাম অবশিষ্টাংশ দাবীদার তত্ত্ব। এই তত্ত্ব একটি অবশিষ্টাংশের কল্পনা করে এবং এই

অবশিষ্টাংশের উপর শ্রমিকগণের দাবী ব্যাখ্যা করে। একটি শিল্পে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হইতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদান যথা—ভূমি, পুঁজি এবং ব্যবস্থাপনার দরুণ প্রদেয় খাজনা সুদ এবং মুনাফা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, শ্রমিকগণ মজুরীর জন্য ঐ অবশিষ্টাংশ দাবী করিতে পারে। জেভন্স বলেন "খাজনা, কর এবং পুঁজির সুদ বাদ দিলে তাহার উৎপাদনের অবশিষ্টাংশ যাহা থাকে শ্রমিকের মজুরী চূড়ান্তভাবে তাহারই সমান হয়"। ["The wages of a working man are ultimately coincident with what he produces after the deduction of rent, taxes and the interest on capital"—Jevons.] জীবন ধারণ তত্ত্বের ন্যায় এই তত্ত্ব ততটা নৈরাশ্যবাদী নহে; এই তত্ত্ব মজুরী বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রদর্শন করে, মজুরী বৃদ্ধি ঘটিতে পারে শ্রমিক যদি যে অবশিষ্টাংশের উপর তাহার দাবী আছে সেই অবশিষ্টাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে পারে।

সমালোচনা ঃ—(১) অবশিষ্টাংশ দাবীদার তত্ত্ব শ্রমের যোগানের দিক সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে। শ্রমের যোগান কিসের উপর নির্ভর করে সে সম্পর্কে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ নীরব।

(২) অবশিষ্টাংশ কেন যে শ্রমিকের প্রাপ্যের সহিত সম্পর্কিত হইবে এ সম্পর্কেও এই তত্ত্ব কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে না। বরং শ্রমিকের মজুরী পূর্ব্বেই প্রদান করা হয় এবং শুধু মজুরীই নহে, খাজনা ও সুদ প্রদান করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা আঁত্রেপ্রণার পারিশ্রমিক অর্থাৎ মুনাফারূপে বিবেচনা করাই যুক্তি সঙ্গত।

(৩) চাহিদার পরিবর্ত্তনের দ্বারা সামগ্রীর দাম যদি এরূপ ভাবে হ্রাস পায় যাহাতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলিকে পারিশ্রমিক প্রদান করিবার পর কিছু অবশিষ্টাংশ না থাকে, তাহা হইলে কি ইহাই বুঝাইবে যে শ্রমিকগণ কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়াই শ্রম প্রদান করিয়াছে?

(৪) খাজনা, সুদ এবং মুনাফা যে অপরিবর্ত্তিত থাকিবেই এইরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা যদি অবশিষ্টাংশের বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে সে উৎপাদন বৃদ্ধিতে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলি কোনরূপ অতিরিক্ত অবদান বহন করে নাই এইরূপ ধারণা করা যুক্তি বিরুদ্ধ ও অবাস্তব।

(গ) **মজুরী তহবিল তত্ত্ব**—(**Wages Fund Theory**) মজুরী—তহবিল তত্ত্বের দ্বারা ইহাই প্রচার করা হয় যে মজুরী প্রদানের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট তহবিল থাকে এবং এই তহবিলের পরিমাণের দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারিত হয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের

নাম এই তত্ত্বের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। জনসংখ্যা এবং পুঁজির অনুপাতের উপর মজুরী নির্ভরশীল; প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক ভাড়া করিবার জন্য চল্‌তি পুঁজির (circulating capital) যে অংশ ব্যয়িত হয় তাহাই মজুরী তহবিল এবং এই মজুরী তহবিলের সমষ্টি এবং ভাড়া খাটিতে ইচ্ছুক শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা, এই দুইটির অনুপাতের দ্বারাই মজুরী নির্দ্ধারিত। আরও সরলভাবে বলিতে গেলে ইহাই বলা চলে যে শিল্প মালিকগণ চল্‌তি পুঁজির একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমিকের মজুরী দিবার জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া দেয়। চলতি পুঁজির এই পৃথক ভাবে রক্ষিত অংশ হইল মজুরী তহবিল এবং এই তহবিল হইল বহুলাংশে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ। এই পরিমাণই মালিকের শ্রম ক্রয়-ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করে; সুতরাং অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিলে মজুরী তহবিলের উপর অধিক চাপ পড়িয়া মজুরী হ্রাস পায়; অপর পক্ষে শ্রমিকের যোগান হ্রাস পাইলে একই মজুরী তহবিল হইতে অধিক পরিমাণ মজুরী দেওয়া সম্ভব হয়।

সমালোচনাঃ—(১) বিভিন্ন শ্রমিক সমষ্টির মধ্যে মজুরীর পার্থক্য কেন ঘটে তাহা মজুরী তহবিল তত্ত্ব (**wages fund theory**) ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(২) মজুরী তহবিল রূপে কোনও স্থির নির্দ্দিষ্ট তহবিল থাকিতে পারে না। যে জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে মজুরী প্রদান করা হয় তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ভাণ্ডার নহে; তাহা চলমান প্রবাহ। অপরিবর্ত্তনীয় তো দূরের কথা বরং পরিবর্ত্তনযোগ্যতাই উহার বৈশিষ্ট্য।

(৩) উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা মুনাফা বৃদ্ধির পরিপূর্ণ সম্ভাবনা আছে জানিয়াও একটি নির্দ্দিষ্ট মজুরী তহবিল আঁকড়াইয়া মালিকগণ শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করিবে না অথচ ঐ শিল্পে অন্যান্য শিল্প হইতে শ্রমিক অধিকতর সংখ্যায় আসিয়া যোগদান করিবে ইহার নিশ্চয়তা নাই। এই তত্ত্ব অনুমান করে যে শ্রমের চাহিদা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে সুতরাং যোগান বৃদ্ধি হইলে মজুরী কমিবে। বাস্তবক্ষেত্রে যখনই সুস্পষ্ট লাভের আশা থাকিবে তখনই মালিক ঋণের জন্য প্রস্তুত হইয়াও শ্রমিকের চাহিদা করে অধিক এবং অধিক লাভ হইবে এই আশায় অধিক মজুরী প্রদান করিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়।

(৪) লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি হইলে মজুরী হ্রাস পাইবে, মজুরী তহবিল তত্ত্বের মধ্যে এইরূপ ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহা কিন্তু বিশেষ ভাবেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা উৎপাদন

বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ মানুষ শুধু খাইতেই আসে না, উৎপাদন করিতেও আসে।

মজুরী, শ্রমের চাহিদা ও যোগান—Wages, Demand and Supply of Labour

মজুরী হইল শ্রমের জন্য প্রদেয় দাম; শ্রমিক তাহার শ্রম বিক্রয় করে ও মালিক ঐ শ্রম ক্রয় করে। ক্রয় বিক্রয়যোগ্য এই কার্য্যের দাম, সাধারণ ক্রয় বিক্রয় যোগ্য সামগ্রীর দাম যে ভাবে নির্দ্ধারিত হয় সেই ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়াই স্বাভাবিক। সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারিত হয় যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যে ভারসাম্য উপস্থিত হয় সেই ভারসাম্যের স্তরে। সময়ানুযায়ী এই ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কখন চাহিদা অধিক ক্রিয়াশীল হয়, কখন বা যোগান অধিক ক্রিয়াশীল হয়। শ্রমের ক্ষেত্রেও যোগান চাহিদার এই ক্রিয়া উপস্থিত থাকে। শ্রমের যোগান ও শ্রমের চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রমের চাহিদা—শ্রমের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা (Derived demand)। সাধারণ একজন ক্রেতা যখন সাধারণ একটি ভোগ সামগ্রী ক্রয় করে তখন ঐ সামগ্রীটির জন্যই সামগ্রী ক্রয় করে। তাহার নিকট সামগ্রীটির চাহিদা হইল চূড়ান্ত চাহিদা (Ultimate demand)। মালিক কিন্তু শ্রমের চাহিদা করে নিছক শ্রমের জন্যই নহে। সে শ্রমিকের চাহিদা করে শ্রমিকের দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইবে তাহার জন্যই। শ্রমিকের এই কার্য্য পরিমাপ করা হইবে নিছক কতখানি সে প্রচেষ্টা করিল তাহার দ্বারা নহে—মালিকের মোট উৎপাদন অর্থাৎ মালিকের মোট উপার্জ্জনে কতখানি সে যোগ সাধন করিল তাহার দ্বারাই। অর্থাৎ মালিক শ্রমিকের চাহিদা করিবে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী।

শ্রমিকের এই উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণতঃ প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার গণ্ডীতে স্থাপন করিয়াই বিচার করা হয়। মোট যতপরিমাণ অপরাপর উৎপাদক উপাদান এবং শ্রমিক একজন মালিক নিয়োগ করিয়াছে তাহার উপর একজন শ্রমিক অতিরিক্ত নিয়োগ করিলে অথবা তাহা হইতে একজন শ্রমিক বাদ দিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে অথবা হ্রাস পাইবে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা রূপে গণ্য করা হইবে। শ্রমিকের এই প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারাই মালিক শ্রমিকের চাহিদা স্থির করে, ঠিক যেরূপ প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তার (Marginal utility) দ্বারা একজন ক্রেতার নিকট কোন একটি সামগ্রীর চাহিদা নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রমের যোগান—শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে শ্রমিকের সংখ্যার উপর।

শ্রমিকের সংখ্যা আবার নির্ভর করে দেশের মোট জন সংখ্যার উপর। দেশের জনসংখ্যার একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ হয় শ্রমিকের সংখ্যা। সাধারণতঃ এই অংশ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ বলিয়া গণ্য করা যায়। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি হয় এবং জনসংখ্যা হ্রাস হইলে শ্রমিকের যোগান হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু নিছক এই দিক হইতে বিচার করিলেই শ্রমিকের যোগানের নির্ভরশীলতার বিচার বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। জনসংখ্যার উপর শ্রমিকের যোগানের এই নির্ভরশীলতার আলোচনা শুধু সেই ক্ষেত্রেই ফলপ্রদ হয় যেক্ষেত্রে সমগ্র দেশের মোট শ্রমিক সংখ্যা বিবেচিত হইবে এবং যেক্ষেত্রে সকল শ্রমিকই অভিন্ন পারিশ্রমিক লাভ করিবে বলিয়াই অনুমান করা হইবে। কারণ মোট জনসংখ্যার উপর শ্রমিকের সংখ্যার নির্ভরশীলতার তত্ত্ব "জীবন ধারণ তত্ত্বের" (Subsistence theory) সহিত অতিরিক্ত ভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকের মজুরীর হার বিভিন্ন। ইহার কারণ এক একটি শিল্পে শ্রমের যোগান-দাম এক একপ্রকার। সুতরাং বিশেষ শিল্প ধরিয়াই শ্রমের যোগান দাম বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক শিল্পের একটি ন্যূনতম যোগান দাম আছে ; এই ন্যূনতম যোগান দাম নির্ভর করে বিকল্প শিল্পের আকর্ষণের উপর। একজন শ্রমিক কোন একটি শিল্পে শ্রম দিবার কালে হিসাব করিবে, ঐ শিল্পে শ্রম না দিয়া অপর কোন শিল্পে তাহার শ্রম দিলে কত উপার্জ্জন করিতে পারিত। এই অপর শিল্প হইতে বা তাহার পক্ষে উপযুক্ত অপর যে কোন পেশা হইতে যে আয় একজন শ্রমিক ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রত্যাশা করিতে পারে, কোন একটি বিশেষ শিল্পে শ্রম দিবার কালে ঐ সম্ভাবিত বিকল্প আয়টিকেই সে তাহার ন্যূনতম যোগান দামরূপে বিবেচনা করিবে।

অথচ এই ন্যূনতম যোগান দামের হিসাব ঐখানেই শেষ হইবে না। কোন কোন শিল্পে কার্য্য করিতে হইলে অধিকতর শিক্ষা বা পারদর্শিতা অর্জ্জন করিতে হয় এবং অধিকতর সময় ও অধ্যবসায় প্রয়োগ করিতে হয়। কোন কোন শিল্পে শ্রম অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ এবং সম্মানার্হ। কোনও শিল্পে বা শ্রম করা বিশেষ আয়াসসাধ্য এবং প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্মানজনক নহে। শ্রমিক তাহার ন্যূনতম যোগান দাম নির্দ্ধারণে এই বিষয়গুলিকেও বিবেচনা করিতে বাধ্য হয়।

মালিক বিবেচনা করে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা, সঠিক ভাবে বলিতে গেলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা এবং উহাই হইবে মালিকের পক্ষে শ্রমের চাহিদা

দাম। শ্রমিক বিবেচনা করে তাহার শ্রমের বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত বিকল্প দাম এবং উহাই হয় শ্রমিকের যোগান দাম। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে দর কষাকষির দ্বারা যে স্থানে শ্রমের চাহিদা যোগানের মধ্যে ভারসাম্য উপস্থিত হয় সেই স্থানে মজুরী নির্দ্ধারিত হইবে।

মজুরীর হারে পার্থক্যের কারণ—Causes of Difference in Wage-rates

সকল শ্রমিক একই হারে মজুরীর পায় না। মজুরীর হারে কেন পার্থক্য থাকে তাহার মোটামুটি কারণ নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা চলে :

(১) শিক্ষার দ্বারা শ্রমিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জ্জন করে কিন্তু সকল ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ নাই। সুতরাং উন্নত শিক্ষা আহরণ যাঁহারা করিতে পারে তাহাদের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা থাকে এবং এই আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ যে সকল কার্য্যের ক্ষেত্রে উন্নত শিক্ষার প্রয়োজন হয় সে সকল ক্ষেত্রে ইহারা অধিকতর মজুরী লাভ করে। অবশ্য এ সম্পর্কেও যোগানের পরিমাণ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ যদি কোন একটি বিশেষ পেশায় অত্যধিক সংখ্যায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে তেমন শিক্ষা প্রয়োজন হয় না এরূপ পেশা অপেক্ষা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে উহাতে কম উপার্জ্জন হইতে পরে। একজন সাধারণ ট্যাক্সি চালক একজন সাধারণ উকিল অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে।

(২) কোন কোন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষমতা ও যোগ্যতায় এরূপ পার্থক্য থাকে যে পার্থক্য কোন শিক্ষা প্রদানেও দূরীভূত হয় না। সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারাও স্বাভাবিক বুদ্ধি বা স্বাভাবিক ক্ষমতাজনিত এই দুষ্প্রাপ্যতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা যায় না। যথা, প্রতি বৎসর একাধিক ছাত্র ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করে কিন্তু ইহাদের মধ্যে কতিপয় মাত্র আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা অসামান্য দক্ষতা অর্জ্জন করে এবং তদনুপাতে উচ্চতর হারে উপার্জ্জন করে।

(৩) বিভিন্ন পেশায় মজুরীর হারের পার্থক্যের আর একটি কারণ হইল ঐ সকল পেশায় নিযুক্ত হইবার সামাজিক সম্মান বা অসম্মান। সমান ক্ষমতা বা শিক্ষা প্রয়োজন হয় এইরূপ দুইটি পেশার মধ্যে একটি যদি সমাজে অধিক সম্মানার্হ হয় তাহা হইলে ঐ পেশাতেই লোকে অধিক নিযুক্ত হইতে প্রণোদিত হইবে। এই কারণেই অনেক সময় ঘটিয়া থাকে, অধিকতর শিক্ষার প্রয়োজন হয় এইরূপ পেশাতে বেতনের হার অপেক্ষাকৃত কম অথচ উহা অপেক্ষা অনেক কম শিক্ষা প্রয়োজন হয়

এইরূপ পেশায় শ্রমিকগণ অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরী লাভ করিতে পারে ; একজন ছুতারের উপার্জ্জন একজন শিক্ষকের উপার্জ্জন অপেক্ষা সেই কারণেই অধিক।

(৪) কোন কোন কার্য্য স্বাস্থ্যের পক্ষে এমন কি জীবনের পক্ষেও বিপজ্জনক হইতে পারে। এইরূপ বিপদ সঙ্কুল কার্য্যে সাধারণতঃ শ্রমিকগণ আগাইয়া আসে না, শুধু অধিক পরিমাণ মজুরী প্রদানের দ্বারাই এইরূপ কার্য্যে যোগদানের অনিচ্ছা অতিক্রম করিতে পারা যায়। আর একভাবে বলিতে গেলে এইরূপ কার্য্যে যোগদানেচ্ছু শ্রমিকের যোগান এতই অল্প হয় যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরী প্রদান করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

(৫) কোন কোন পেশায় যাহারা সাফল্য অর্জ্জন করে তাহারা খুবই অধিক উপার্জ্জন করে। বিশেষ সাফল্য লাভ করিলে এইরূপ উপার্জ্জন সম্ভব এই প্রলোভন বহুব্যক্তিকে ঐ পেশায় আকর্ষণ করে; কোন পেশায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাবে যে তাহার মধ্যে কিছু অসাধারণ দক্ষতা আছে এবং অসাধারণ সাফল্য তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ পেশায় দু একজন ব্যক্তির অত্যধিক উপার্জ্জন থাকিলেও অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির উহাতে প্রবেশ ঘটার দরুণ সাধারণ উপার্জ্জনের স্তর হয় কম, যথা দু একজন আইনজীবীর উপার্জ্জন এত অধিক হয় যে উহার দ্বারা এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি আইনজীবীর পেশা গ্রহণে অগ্রসর হয় যাহাতে সাধারণ আইনজীবীর উপার্জ্জন হয় কম, এমন কি অনেকে ঐ পেশা পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য হয়।

(৬) কোন কোন পেশায় বৎসরের বারো মাসেই কার্য্য থাকে না। যে ক্ষেত্রে কর্ম্মসংস্থান অনিশ্চিত ও অনিয়মিত সে ক্ষেত্রে মজুরীর হার সাধারণতঃ অধিক হয় কারণ নিয়মিত কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরীতেও লোকে কার্য্য গ্রহণে অগ্রসর হয়।

(৭) কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকের পক্ষে বাড়তি উপার্জ্জনের সম্ভাবনা বা সুযোগ থাকে। এইরূপ পেশাও থাকিতে পারে যেখানে শ্রমিক স্বয়ং অল্প মজুরী পায় কিন্তু শ্রমিকের পরিবারভুক্ত অপরাপর ব্যক্তির পক্ষে কিছু না কিছু উপার্জ্জনের অবকাশ থাকে। কখন কখন আবার এইরূপও হয় যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করিলে ভবিষ্যতে জীবনে উন্নতিলাভের নানারূপ সুযোগ সুবিধা ঘটে। ঐ স্থানে থাকিবার জন্যই শ্রমিক আপাততঃ কম মজুরীতেও কার্য্য গ্রহণে অগ্রসর হয়।

বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার তুলনা করিয়া বিভিন্ন কারবারে ও পেশায় শ্রমিকের যোগান হয় এবং কোন একটি কারবার বা পেশার আকর্ষণযোগ্যতা নির্দ্ধারিত হয়

উহা হইতে লভ্য মজুরীর দ্বারা নহে, উহার নীট স্থবিধার (Net advantages) দ্বারা। সকল শ্রমিক যদি দক্ষতাতে সমান হয় এবং সকল শ্রমিক যদি একটি কার্য্য ত্যাগ করিয়া অপর কার্য্যে যাইতে সক্ষমও হয় তাহা হইলেও সকল স্থানে এবং সকল পেশাতে প্রতিযোগিতার দ্বারা মজুরীর হার সমান স্তরে উপনীত হইবে না। যাহা সমতার দিকে ধাবিত হইবে তাহা হইল প্রত্যেক স্থান এবং পেশার নীট স্থবিধা।

মজুরীর 'সমান্তারাল' এবং 'উর্দ্ধাধো' পার্থক্য—'Horizontal' and 'Vertical' Difference in Wages

কেয়ার্ণক্রশ মজুরীর পার্থক্যকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন; এক ধরণের পার্থক্যকে তিনি সমান্তরাল পার্থক্যরূপে (horizontal difference) এবং অপর এক ধরণের পার্থক্যকে উর্দ্ধাধো পার্থক্য (vertical difference) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

যখন একই শ্রেণীর শ্রমিকদিগের মধ্যে বিভিন্ন হারে মজুরী দেখিতে পাওয়া যায় তখন উহা মজুরীর সমান্তরাল পার্থক্য। একই শ্রেণীর শ্রমিক বলিতে বুঝাইতেছে এরূপ শ্রমিক যাহাদের দক্ষতা, কর্ম্মক্ষমতা বা শিক্ষার দিক হইতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। রামও যে ধরণের শ্রমিক, শ্যামও যদি সেই ধরণের শ্রমিক হয়,—উহাদের কর্ম্মক্ষমতা বা দক্ষতা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণে বিশেষ যদি কোন পার্থক্য না থাকে অথচ রাম যে চাকুরী করে তাহাতে বেতন পায় ১০০৲ টাকা কিন্তু শ্যাম যে চাকুরী করে তাহাতে বেতন পায় ১৫০৲ টাকা, তাহা হইলে রাম ও শ্যামের বেতনের পার্থক্য হইল সমান্তরাল পার্থক্য। সাধারণতঃ মজুরীর সমান্তরাল পার্থক্য থাকে আপাত মজুরীর মধ্যে (Nominal wages)—হয়তো দেখা যাইবে আপাত মজুরীর যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে কিন্তু প্রকৃত মজুরী (Real wages) প্রায় সমান। স্থতরাং যেখানে দক্ষতা এবং কর্ম্মক্ষমতার দিক হইতে একদল শ্রমিকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না, সেখানে আপাত মজুরীতে পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃত মজুরী সমান হইবারই সম্ভাবনা। আপাত মজুরী স্থচিত হয় টাকার অঙ্কে যে মজুরী পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই,—কিন্তু প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে অন্যান্য বিবিধ স্থযোগ স্থবিধা এবং বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর *।

* ২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কেয়ার্ণক্রশ মজুরীর সমান্তরাল পার্থক্য বর্ণনার ক্ষেত্রেই "আপাত মজুরী" এবং "প্রকৃত মজুরীর" পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "প্রকৃত মজুরীর সমতার সহিত, বিভিন্ন পেশা এবং স্থানের মধ্যে আপাত মজুরীর পার্থক্য যথেষ্টই সঙ্গতিপূর্ণ।" ["Differences in nominal wage between occupations and places may be quite consistent with equality of wages."]

যখন বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরীর হারে বা মোট উপার্জ্জনে পার্থক্য থাকে তখন উহাকে মজুরীর বা উপার্জ্জনের উর্দ্ধাধো পার্থক্যরূপে (vertical difference) গণ্য করিতে পারা যায়। সাধারণ একজন কেরাণী বেতন পাইবে ১৫০৲ টাকা, বড়বাবু পাইবে ৪০০৲, ম্যানেজার পাইবে ১০০০৲ টাকা, একজন ভাল ব্যাঙ্ক ম্যানেজার পাইবে ৫০০০৲ টাকা, একজন চিত্রাভিনেতা পাইবে ১০,০০০ টাকা—এই ভাবে কেহ খুব বেশী পারিশ্রমিক পায় কেহ বা খুব কম পারিশ্রমিক পায়। আবার যাহারা বেশী পারিশ্রমিক পায় তাহারাই যে দৈনন্দিন পরিশ্রম করে খুব বেশী অথবা তাহারাই যে অধিক কষ্টকর পরিবেশের মধ্যে কার্য্য করে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং যাহারা উচ্চতর পারিশ্রমিকের পর্য্যায়ে উঠিয়া গিয়াছে তাহারা সাধারণ শ্রমিকের তুলনায় অনেক কম আয়াসে অধিক উপার্জ্জন করে এবং স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর পরিবেশের মধ্যে কার্য্য করে। সুতরাং পারিশ্রমিকের যে উর্দ্ধাধো পার্থক্য থাকে তাহা পরিশ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী বা পারিপার্শ্বিকের অসহনীয়তা অনুযায়ী সৃষ্ট হয় না। এই উর্দ্ধাধো পার্থক্যের তিনটি কারণ নির্ণয় করিতে পারা যায়ঃ

(ক) সকলের পক্ষে সমান যোগ্যতার অভাব—মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই যোগ্যতায় এবং ক্ষমতায় অনেক পার্থক্য থাকে। প্রকৃতিই মানুষকে মৌলিক গুণের পার্থক্য দিয়াই সৃষ্টি করে। কেহ অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কেহ বা একান্ত স্থূলবুদ্ধি, কাহারও অত্যন্ত প্রখর স্মৃতি শক্তি, কেহ বা কিছুই স্মরণ রাখিতে পারে না। স্বাভাবিক ক্ষমতার এই পার্থক্যের দরুণ কোন কোন শ্রমিক তাহার কার্য্যের উপযুক্ত দক্ষতা সহজেই প্রদর্শন করে এবং কোন কোন শ্রমিক উহাতে সক্ষম হয় না। আবার উহার জন্য কোন কোন শ্রমিক সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা অনেক সহজেই অধিকতর কার্য্যের চাকুরী সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতার পার্থক্যের দরুণ উপার্জ্জনের পার্থক্য থাকিবেই—সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্র এই পার্থক্যের সীমা নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিবে মাত্র। স্বাভাবিক ক্ষমতার এই পার্থক্য কিন্তু উপার্জ্জনের পার্থক্যের অন্যতম কারণ মাত্র।

(খ) সকলের পক্ষে সমান শিক্ষা প্রাপ্তির অভাব—যে সকল কার্য্যের জন্য কঠিন, দীর্ঘকালীন এবং ব্যয় বহুল শিক্ষার প্রয়োজন হয়,—এই ধরণের শিক্ষা না পাইলে ঐ কার্য্য সম্পাদন করা যদি সম্ভব না হয়,—তাহা হইলে উহার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরী প্রদান না করিলে উহার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাওয়া সম্ভব নহে।

(গ) সকলের পক্ষে সমান সুযোগ প্রাপ্তির অভাব—নিছক অধিকতর স্বাভাবিক গুণ সম্পন্ন হইলেই বা বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রাপ্তিতে অধিকতর ব্যয় করিলেই যে

একজন শ্রমিক অধিক পারিশ্রমিকের কার্য্য লাভ করিতে পারিবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই। বর্ত্তমান সামাজিক কাঠামোতে যথাযথ সুযোগ লাভ করাই এক সমস্যা। সকল শ্রমিক উচ্চতর বেতনের চাকুরী সংগ্রহের সুযোগই পায় না, বা উহার পক্ষে যোগ্যতা অর্জ্জনেরও সুযোগ পায় না।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও মজুরী—Increase of Population and Wages

মজুরীর হার মূলতঃ শ্রমিকের যোগান ও চাহিদার উপরেই নির্ভশীল। চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি হইলেই মজুরীর হার হ্রাস পাইবে, অপরপক্ষে যোগানের তুলনায় চাহিদার বৃদ্ধি হইলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রমিকের সংখ্যা বা যোগান এক একটি পেশার ক্ষেত্রে এক একটি বিষয়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় যদিও প্রত্যেক পেশাতেই শ্রমিকের চাহিদা নির্দ্ধারিত হয় শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। এক এক ব্যবসা বা পেশাতে শ্রমিকের এক একরূপ দক্ষতা, জ্ঞান ও পারদর্শিতা প্রয়োজন হয়। সুতরাং এইরূপ প্রয়োজনের দ্বারা সংশ্লিষ্ট পেশায় শ্রমিকের যোগান সীমায়িত থাকে। কোন কোন পেশায় আবার বিশেষ আকর্ষণীয় বা লোভণীয় সুযোগ সুবিধার অস্তিত্বের দরুণ ঐরূপ পেশায় শ্রমিকের যোগান ঘটে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায়।

এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগান বর্দ্ধিত হইবার বা হ্রাস প্রাপ্ত হইবার বিশেষ বিশেষ কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশের মধ্যে শ্রমিকের যোগান মূলতঃ নির্ভর করে দেশের জনসংখ্যার উপর। জনসংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং জনসংখ্যা হ্রাস পাইলে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যাও হ্রাস পায়।

কোন দেশের কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যাকে মোট জনসংখ্যার একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাত রূপে গণ্য করা যায়। কুড়ি হইতে ষাট বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিরূপে বিবেচনা করিলে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ হওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে উপার্জ্জনেচ্ছু ব্যক্তির সংখ্যার বৃদ্ধি অপরিহার্য্য এবং সমগ্রভাবে শ্রমিকের যোগান বর্দ্ধিত হইবার জন্য সাধারণ উপার্জ্জনের হার অপেক্ষাকৃত কম হইতে বাধ্য। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তির উপার্জ্জনে যে পার্থক্য থাকে তাহা জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা বিলুপ্ত হইবে না, কিন্তু উহার দ্বারা প্রত্যেক পেশাতেই শ্রমিকের অধিক যোগান হইতে বাধ্য এবং সেই কারণে মজুরীর হার হ্রাস পাইতে বাধ্য।

Questions & Hints

1. Define wages and bring out clearly the distinction between real wages and nominal wages. (All. 1945, Agra 1941 ; Nag. 1941) [পৃঃ ২৭৪—৭৫]

2. What do you understand by the marginal productivity of labour ? How does it affect the rate of wages ? (B. Com. 1937) Discuss the value and limitations of the marginal productivity theory of wages. (B. Com. 1947) Explain the marginal productivity theory of wages. How far do you regard it as a complete explanation of the level of wages in a country ? (B. Com. 1942) State and explain the productivity theory of wages (B. Com. 1944) Discuss the relation between the rate of wages and the productivity of labour (B. Com. 1950 [পৃঃ ২৭৬—৭৮]

3. How are wages determined ? What relation do they have to the standard of life of the worker ? (Cal. B. A. 1940; B. Com 1938, 1943 ; Punj 1945) The theory that wages are determined by the workers' standard of life is not inconsistent with the theory that wages correspond with the workers' efficiency." Discuss the statement (B. Com. 1946) [পৃঃ ২৭৯—৮০]

4. Wages have been described as the "discounted marginal productivity of labour" (Agra 1931) [পৃঃ ২৭৮—৭৯]

5. Examine the following theories of wages :—(a) subsistence theory (b) residual claimant theory (c) wages fund theory. (All 1944 ; Punj 1937 ; Agra 1942 ; Pat 1945) [পৃঃ ২৮২—৮৬]

6. Show how wages are determined by the demand for and supply of labour. (B.A. 1948) Elucidate the forces that set higher and lower limits to wages. (B.A. 1942) [পৃঃ ২৮৬—৮৮]

7. Account for differences of wages in different employments within a country. (B. Com. 1941 ; Dac. 43 ; Bom. 40 ; Agra 37 : Nag' 41) [পৃঃ ২৮৮—৯১]

8. Analyse the effect of an increase of population on wages (B. Com. 1948.) Explain why an increase of population tends to lower wages but not rent (B. A. 1941) [পৃঃ ২৯২]

[জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্বারা মজুরী হ্রাস পায় কারণ উহাতে শ্রমিকের সরবরাহ

অধিক হয়। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে খাজনা বৃদ্ধি পায়; তাহার কারণ একদিকে উহার দ্বারা শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া শস্যের দাম বৃদ্ধি পায়, অপর দিকে অধিক জনসংখ্যার দরুণ জমির ও শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যার বৃদ্ধি শ্রমের অধিক যোগান ঘটায় এবং শস্যের ও জমির অধিক চাহিদা ঘটায়। সেইজন্য প্রথম ক্ষেত্রে মজুরী হ্রাস পায় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি পায়]

৭. Examine the marginal productivity theory of wages (Cal. B. A. 1956) [পৃষ্ঠা]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সুদ

Interest

সুদ কাহাকে বলে—What Interest is

ঋণ-পুঁজি ভাড়া লইবার দরুণ যে মূল্য প্রদান করা হয় তাহাই হইল সুদ। সংক্ষেপে, সুদ হইল ঋণের জন্য প্রদেয় দাম। এই দাম ব্যক্ত করা হয় ঋণের আসলের (principal) একটা শতকরা অংশ হিসাবে। ১০০৲ ঋণ লইয়া ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতাকে ১ বৎসর পরে ১০৫৲ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে তাহা হইলে বলা হয় বাৎসরিক ৫৲ টাকা হারে সুদ প্রদান করা হইতেছে।

সাকুল্য সুদ ও নীট সুদ—Gross Interest and Net Interest

ঋণ প্রদান করিলে, অনেক সময়ে ঋণ-প্রদাতাকে একাধিক কারণে অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়। ঋণ পরিশোধের যখন সময় উপস্থিত হইবে তখন খাতকের (debtor) ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকিবে কিনা, ক্ষমতা থাকিলেও তাহার সাধুতার অংশ ঋণ গ্রহণের সময়ে যেরূপ ছিল ঋণ পরিশোধের সময়েও সেরূপ থাকিবে কিনা প্রভৃতি নানারূপ বিষয় সম্পর্কে প্রাপকের অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি বহন করিতে হয়। এইরূপ অনিশ্চয়তার অবকাশ যেখানে থাকে, ঋণ দাতা সেখানে নিছক ঋণ প্রদানের মূল্য অপেক্ষাও অধিক সুদ খাতকের নিকট দাবী করিতে প্রণোদিত হয়। এই অনিশ্চয়তা যত অধিক হয় সুদের হারও হয় তত অধিক। উপরন্তু, একদিকে ঋণ প্রাপ্তি এবং অপর দিকে সুদ প্রাপ্তি ও আসল পরিশোধ—এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান থাকিতে পারে; ঋণদাতার পক্ষে পরিশ্রম করিয়া এই ব্যবধান পূরণ করিবার প্রয়োজন হয়। কোন কোন খাতকের নিকট হইতে সুদ এবং আসল আদায় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য, উহার জন্য প্রাপককে (creditor) বাড়তি আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার, খাতকের অক্ষমতার জন্য ঋণদাতাকেই ঋণ সংক্রান্ত সকল হিসাব পত্র রাখিতে হয় এবং কিছুকাল অন্তর হয়তো খাতককে হিসাব বুঝাইয়া দিতে হয়। এই বাড়তি পরিশ্রমের জন্যও ঋণদাতা বাড়তি মূল্য দাবী করিবে। ঋণ প্রদানের মধ্যে ঐ অনিশ্চয়তা এবং পরিশ্রমের জন্য সুদের মধ্যে অতিরিক্ত মূল্য

ধরিয়া লওয়া হইলে, ঐ সুদকে বলা হয় সাকুল্য সুদ (Gross Interest)। ঋণের ক্ষেত্রে যখন কোন অনিশ্চয়তা থাকে না এবং ঋণ প্রদাতার কোন অতিরিক্ত পরিশ্রম থাকে না, তখন উহার জন্য যে সুদ প্রদেয় থাকে, তাহাই হইল নীট সুদ (Net interest)।

উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—Productivity Theory of Interest

সুদ নির্দ্ধারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্বটি হইল অন্যতম। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সুদ নির্দ্ধারিত হয় পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা যদি অধিক হয় তাহা হইলে সুদও হয় অধিক এবং উৎপাদন ক্ষমতা কম হইলে সুদও কম হইবে। কোন একটি পুঁজি সামগ্রী হইতে লভ্য উৎপাদন এবং পুঁজির মূল্যের মধ্যে একটি রেশিও স্থির করা হয় এবং ইহাই উহার হার রূপে গণ্য হয়। সুতরাং এই তত্ত্ব অনুযায়ী, পুঁজির সহযোগে শ্রম যে অধিক উৎপাদনক্ষম হয় তাহাই হইল সুদের কারণ। একমাত্রা পুঁজির ব্যবহার না করিয়া যে পরিমাণ উৎপাদন লাভ করা যায় তাহার উপরে একমাত্র পুঁজি ব্যবহারের দ্বারা যে অধিক পরিমাণ উৎপাদন ঘটে সেই অধিক উৎপাদনটুকুই হইল সংশ্লিষ্ট পুঁজির প্রাপ্য সুদ।

সমালোচনা—(১) একজন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির নিকট হইতে ভোগ কার্য্যের নিমিত্তও ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে সুদ আদায় করা হইবে, অন্যথায় তাহাকে ঋণ প্রদান করিবে না ; ইহার কারণ হইল, যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে সে ঐ ঋণের অর্থ যে কার্য্যেই ব্যবহার করুক না কেন, যে ব্যক্তি ঐ ঋণ প্রদান করিল তাহার নিকট ঐ অর্থ হইল পুঁজি, উহা হইতে সে উপার্জ্জন আশা করে। এইরূপ ভোগ কার্য্যের জন্য গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে কেন সুদ প্রদান করা হয় এবং সে সুদের হার কি বিষয়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

(২) নিছক উৎপাদনের ক্ষেত্রে হইলেও উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব পুঁজির শুধু চাহিদার দিকই বিবেচনা করে। পুঁজির চাহিদা হয় উহার উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা, ইহা কিছু পরিমাণ সত্য হইলেও পুঁজির যোগান কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় সে সম্পর্কে ঐ তত্ত্ব কোন ইঙ্গিত প্রদান করে না ; সুতরাং এই তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ।

(৩) পুঁজি-সামগ্রীর মূল্য এবং উহা হইতে লভ্য উৎপাদনের মূল্য—সুদ হইল এই দুইটির রেশিও। কিন্তু এইরূপ যুক্তিতে পরস্পর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয় কারণ পুঁজি সামগ্রী হইতে লভ্য উৎপাদনের মূল্য পুঁজি সামগ্রীটির

মূল্যের উপরে নির্ভর করিবে আবার পুঁজি সামগ্রীটির মূল্যও নির্ভর করে বলা চলে উহার দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের উপর। এক্ষেত্রে কিসের মূল্য কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে এবং সুদের হার নির্দ্ধারিত হইবে কি ভাবে?

ভোগ সংযম তত্ত্ব—Theory of Abstinence

সিনিয়র এবং কেয়ারসের সুদ সম্পর্কে ভোগ সংযমের তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। সঞ্চয় হইতে পুঁজির উদ্ভব ঘটে কিন্তু সঞ্চয় করা কষ্টকর। মানুষের ভোগ প্রবৃত্তি তাহাকে অর্থ ব্যয় করিতেই প্রণোদিত করে—সঞ্চয় করিতে হইলে অর্থব্যয়ের এই আকাঙ্খা প্রতিরোধ করিতে হইবে। অর্থব্যয়ের আকাঙ্খা প্রতিরোধ করিবার অর্থই হইল ভোগের আকাঙ্খা প্রতিরোধ করা। ইহার নাম abstinence বা ভোগ সংযম। পুঁজির যোগান করিতে হইলেই এই ভোগ সংযম করিতে হইবে; একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজিসঞ্চয়ের জন্য যে ক্লেশ স্বীকার বা কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইবে উহার দরুণ ক্ষতিপূরণ না পাইলে কেহই উহা যোগান করিতে অগ্রসর হইবে না। সুদ হইল এই ক্ষতিপূরণ—অর্থাৎ ভোগ সংযমের জন্য প্রদত্ত মূল্য বা পারিশ্রমিক।

ভোগ সংযমের মধ্যে যেন কিছু ক্লেশ স্বীকার বা কৃচ্ছ্রসাধনের ভাব বর্ত্তমান থাকে—কিন্তু সঞ্চয় মাত্রই যে কৃচ্ছ্রসাধন হইতে উদ্ভূত, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বিশেষ ধনী ব্যক্তি যে সঞ্চয় করে তাহাতে ক্লেশ স্বীকারের উপাদান কিছুই নাই। সেই কারণে মার্শাল 'ভোগ সংযম' শব্দটীর পরিবর্ত্তে 'অপেক্ষা' (waiting) শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। পুঁজি সঞ্চয় করিতে হইলে আপনার সঙ্গতি ভোগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। সুদ হইল, এই অপেক্ষা করিবার জন্য মূল্য প্রদান। মার্শাল বলেন "প্রান্তিক অপেক্ষা কার্য্যের" (marginal waiting) দ্বারা সুদ নির্দ্ধারিত হইবে। কোন কোন অপেক্ষা কার্য্য অর্থাৎ সঞ্চয় সুদ প্রদান না করিলেও সম্পন্ন হইতে পারে এবং হইবেও, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এইরূপ সঞ্চয় অপ্রচুর হওয়াই স্বাভাবিক। সেই জন্য সুদের উদ্ভব এবং বৃদ্ধি ঘটিবে; এই বৃদ্ধি ঘটিবে ততক্ষণ যতক্ষণ না চাহিদার সহিত সমান হইবে এইরূপ পুঁজির শেষ মাত্রাটির যোগান ঘটে। পুঁজির ঐ শেষ মাত্রাটি হইবে, প্রান্তিক অপেক্ষা কার্য্য (marginal waiting) এবং সুদের হার এই প্রান্তিক অপেক্ষা কার্য্যের সমান হইবে।

সমালোচনা—(১) ভোগ সংযম বা অপেক্ষা তত্ত্ব পুঁজির যোগানের দিকটিই মাত্র আলোচনা করে। এই তত্ত্ব পুঁজির যোগান কিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ ইহার উপরেই আলোক সম্পাতের প্রচেষ্টা করে; কিন্তু নিছক যোগানের দ্বারা

যেরূপ কোন বস্তুর দাম নির্দ্ধারণ ঘটে না, সেরূপ পুঁজির কেবল মাত্র যোগানের দ্বারাই সুদ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

(২) প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের মধ্যেই 'অপেক্ষা' বর্ত্তমান আছে। ভূস্বামীকে খাজনা পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, শ্রমিককে অপেক্ষা করিতে হইবে মজুরী লাভের জন্য, আঁত্রেপ্রণাকেও অপেক্ষা করিতে হইবে মুনাফার জন্য। বর্ত্তমানের প্রচেষ্টা হইতে বর্ত্তমানেই আমি যাহা লাভ করিতে পারিতাম তাহা পরিত্যাগ করিয়াই ভবিষ্যৎ লাভের প্রচেষ্টা করিয়া থাকি। অপেক্ষা কার্য্যের জন্যই যদি সুদ প্রদান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক উৎপাদক উপাদানের মূল্যের মধ্যেই সুদের অংশ থাকে ; ইহা অবাস্তব।

অষ্ট্রীয় তত্ত্ব (বর্ত্তমান পছন্দ)—The Austrian Theory (Time Preference)

অষ্ট্রিয় চিন্তাবিদ্‌দিগের মধ্যে ব'ম বার্ক (Bawm Bawerk) এর নাম সুপ্রসিদ্ধ। সুদ সম্পর্কে অষ্ট্রিয় অর্থনীতিবিদ্‌দিগের অভিমত বর্ত্তমান পছন্দ তত্ত্ব রূপেও (time preference) পরিচিত। মানুষ স্বভাবতঃই ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্ত্তমানকেই অধিক পছন্দ করে। বর্ত্তমানের ভোগ হইল একটি সুনিশ্চিত ঘটনা আর ভবিষ্যতের ভোগ হইল কতকাংশে অনিশ্চিত সম্ভাবনা। সেই কারণে বর্ত্তমানের ভোগ-ইচ্ছা মানুষকে অধিকতর আকর্ষণ করে। বর্ত্তমানে যে সকল সামগ্রীর অস্তিত্ব থাকে সেগুলি ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিবার আগ্রহ বর্ত্তমানে ভোগ করিবার আগ্রহ অপেক্ষা কম। সেই জন্য বর্ত্তমানের সামগ্রীর একটি বাড়তি দাম বা প্রিমিয়াম আছে ; সুদ হইল এই প্রিমিয়াম। অধিকন্তু বর্ত্তমান সামগ্রীর উৎপাদন-উৎকর্ষও (technical superiority) রহিয়াছে; বর্ত্তমানের সামগ্রী ব্যবহারের দ্বারা ভবিষ্যতে যে অধিক সামগ্রী উৎপাদিত হয়, তাহাই হইল ভবিষ্যৎ সামগ্রীর উপরে বর্ত্তমান সামগ্রীর অধিকতর উৎকর্ষ। পুঁজি সহযোগে উৎপাদন হইল ঘোরালো উৎপাদন প্রক্রিয়া (round-about process of production); এই ঘোরালো উৎপাদন প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইবার কারণ হইল, উহা অধিক উৎপাদনক্ষম। অধিক উৎপাদন উপলব্ধির জন্য ঘোরালো প্রক্রিয়া প্রয়োজন, আবার ঘোরালো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য বর্ত্তমানে সামগ্রী প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ সামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য বর্ত্তমান সামগ্রীর এই যে উপযোগিতা তাহাই হল বর্ত্তমান সামগ্রীর উৎপাদন উৎকর্ষ (technical superiority) এবং ইহার জন্য ঋণ গ্রহীতা সুদ প্রদানের ক্ষমতা অর্জ্জন করে এবং বর্ত্তমান সামগ্রী সমষ্টির চাহিদা করে।

অধ্যাপক ফিশার প্রায় অনুরূপ একটি সুদ তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন; ইহা সময় পছন্দ তত্ত্বরূপে (time preference theory) পরিচিত। আমরা ভবিষ্যৎকালের সামগ্রী অপেক্ষা বর্ত্তমান কালের সামগ্রী অধিক পছন্দ করি; পরে ভোগ করিব এইরূপ সামগ্রী অপেক্ষা বর্ত্তমানে ভোগ করা যায় এইরূপ সামগ্রীই অধিক আকাঙ্খা করি। সেই জন্য আমার নিকট হইতে বর্ত্তমান সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইলে উহার নিমিত্ত সুদ প্রদান করিতে হইবে। *একজন ব্যক্তির সময় পছন্দ মোটামুটি পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (১) উপার্জ্জনের পরিমাণ—বর্ত্তমানে একজন ব্যক্তির উপার্জ্জন যত অল্প হয় বর্ত্তমান সামগ্রীর আগ্রহ তাহার হয় তত অধিক; (২) সময়ানুযায়ী বণ্টন—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে উপার্জ্জনের বণ্টন কিরূপ হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়, ভবিষ্যৎ উপার্জ্জন বর্ত্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে না হ্রাস পাইবে তাহার উপরেও বর্ত্তমান সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণের উগ্রতা নির্ভর করে; (৩) উপার্জ্জনের বিভিন্ন উপাদান—একজন ব্যক্তির প্রকৃত উপার্জ্জনের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান থাকে (different elements in the real income), এই উপাদানগুলির হ্রাস বৃদ্ধি "সময় পছন্দের" উপর প্রতিক্রিয়া ঘটাইতে পারে; (৪) উপার্জ্জনের সম্ভাবনা—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের উপার্জ্জনের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির অনুপাত অনুযায়ী সময় পছন্দের (time preference) তারতম্য ঘটে। বর্ত্তমানের উপার্জ্জন নিশ্চিত এবং ভবিষ্যতের উপার্জ্জন অনিশ্চিত—এইরূপ হইলে ভবিষ্যতের প্রতি আকর্ষণ জাগে অধিক, বিপরীত ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের প্রতিই অধিক আকর্ষণ জাগে; (৫) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য—একজন ব্যক্তির এক একরূপ মানসিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সময় পছন্দের তারতম্য ঘটিতে পারে।

সমালোচনা:—(১) ভবিষ্যতের অভাব অপেক্ষা বর্ত্তমানের অভাব মানুষ অধিকতর তীব্রভাবে অনুভব করে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু কীন্স্ অষ্ট্রিয় তত্ত্বের এই বলিয়া বিরূপ সমালোচনা করেন যে ভবিষ্যতের অভাব কম অনুভূত হইলেও কোন সঞ্চয় কার্য্যের জন্য যে সুদ প্রদান করিতেই হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

(২) বর্ত্তমান সামগ্রীর "উৎপাদন উৎকর্ষ" (technical superiority) সম্পর্কেও একাধিক বিরূপ সমালোচনা হইয়া থাকে। উৎপাদন

* "The essence of interest is impatience, the desire to obtain gratifications earlier than we can get them, the preference for present over future goods. It is a fundamental attribute of human nature and as long as it exists, so long will there be a rate of interest"—I. Fisher.

উৎকর্ষের ব্যাখ্যায় যে "গড় উৎপাদন কাল" (average production period) ধরা হয় তাহাতে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে। অধিকন্তু উৎপাদন কালের দৈর্ঘ্য মাত্রই উৎপাদনের পরিমাণ সীমাহীনভাবে বর্দ্ধিত করিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং সুদের হার অনুযায়ী উৎপাদন কালের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়।

ঋণের চাহিদা ও যোগান (নিওক্লাশিকাল তত্ত্ব)—Demand and Supply of Loan (Neo-classical theory)

ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ্গণ পুঁজির যোগান ও চাহিদার উপর ভিত্তি করিয়া সুদের তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। মার্শাল, ক্যাসেল, ফ্র্যাঙ্ক, ওয়ালরাস্ প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্গণ সুদের হার নির্দ্ধারণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ভাবে পুঁজির যোগান ও চাহিদা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও একাধিক অর্থনীতিবিদ্ এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন।

পুঁজির যোগান—সুদ প্রদানের অব্যবহিত কারণ হইল যে ঋণ প্রদান যোগ্য পুঁজির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। যে পরিমাণ মুদ্রা অপরকে ঋণ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকে সুদ না থাকিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ ঋণের চাহিদা করা হইত। সুতরাং সুদ হইল সীমাবদ্ধ পুঁজির বণ্টনের উপায়, মূল ঘটনা যে পুঁজির দুষ্প্রাপ্যতা তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দুষ্প্রাপ্যতার কারণ হইল প্রথমতঃ, সঞ্চয়ের কষ্ট স্বীকার না করিয়া কেহই ঋণ প্রদান করিতে পারে না অথচ সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছার নির্দ্দিষ্ট সীমা বর্ত্তমান।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নিজেদের সঞ্চয় নিজেরা ভোগ করিব না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে তবেই অপরকে ঋণ প্রদান করা চলে। অধিক সঞ্চয় করিলেই যে অধিক ঋণ প্রদান সম্ভব হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সঞ্চয়কারী নিজের সঞ্চয় সম্পদ বৃদ্ধিতে নিয়োজিত করিতে পারে। অপরকে ঋণ প্রদান না করিয়া আমরা নিজদিগকেই উহা প্রদান করিতে পারি, সঞ্চয়কে ঋণের আকারে গ্রথিত না করিয়া সামগ্রীর আকারে পরিণত করিতে পারি। সাধারণতঃ, অবশ্য ধরিয়া লওয়া হয় যে অধিক সঞ্চয়ের দ্বারা অধিক ঋণের যোগান হইয়া থাকে। পুঁজির যোগান সম্পর্কে মার্শাল "অপেক্ষা" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন—"পুঁজির মোট পরিমাণ শ্রম এবং অপেক্ষা হইতে উদ্ভূত" ("The general fund of capital is the product of labour and waiting."—Marshall)

পুঁজির চাহিদা—পুঁজির চাহিদা করা হয় কারণ পুঁজির ব্যবহার হইতে উপকার লাভ সম্ভব হয়। পুঁজি উৎপাদনকারীকে সময়ের উপকারিতা প্রদান করে।

ঋণ গ্রহণ করিলে বর্ত্তমানেই মূল্য প্রদানের বাধ্যকতা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। আপনার সুযোগমত ভবিষ্যতে মূল্য প্রদানের এই সুবিধার অর্থই হইল যে ঋণ গ্রহণের দ্বারা আমরা সময় ক্রয় করিলাম। এই সময় প্রাপ্তির দ্বারা উপকার প্রাপ্তি ঘটে এবং ঋণ গ্রহণকারী সেই কারণে সুদ প্রদান করিতে প্রস্তুত হয়। ঋণ যে সময়ের সুবিধা প্রদান করে তাহা শুধু এই দিক হইতেই বিচার্য্য নহে, উহার আর একটি দিক আছে। পুঁজির দ্বারা উৎপাদনের কার্য্য হইল ঘোরালো প্রক্রিয়ার উৎপাদন। যতই অধিকতর জটিল পুঁজির বিনিয়োগ হইবে উৎপাদনকাল ততই দীর্ঘায়িত হইবে [Period of production will be lengthend]; ইহাই হইল ঘোরালো প্রক্রিয়ার উৎপাদন এবং ইহার উৎপাদনগত উৎকর্ষ (technical superiority) বিদ্যমান। সরলভাবে বলিতে গেলে পুঁজির সহযোগে উৎপাদন করিলে উৎপাদনের পরিমাণ হয় অনেক অধিক; যদিও উৎপাদনের সময়ও হয় অধিকতর দীর্ঘ। সেই কারণেই পুঁজির ব্যবহারকারী পুঁজির চাহিদা করে এবং উহার নিমিত্ত সুদ প্রদানে অগ্রসর হয়।

ইহা ব্যতীত আরও দু একটি বিষয়ের দ্বারা পুঁজির চাহিদা ঘটিয়া থাকে। অনেক সময়ে কোনরূপ অতিরিক্ত প্রচেষ্টার প্রয়োগ না ঘটিলেও কোন কোন সামগ্রীর নিছক কালক্ষেপের দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। কালের অতিক্রমণ এই সকল ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তিকে ক্রিয়া করিতে সাহায্য করে এবং তদ্দ্বারা সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ঘটায়। এক্ষেত্রে পুঁজি কালক্ষেপে সহায়তা করে এবং সেই কারণে সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পুঁজির এই কালক্ষেপে সহায়তা আর এক দিক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচুর্য্যের সময় হইতে দুষ্প্রাপ্যতার সময় পর্য্যন্ত মাল ধরিয়া রাখিয়া কাল-প্রয়োজনীয়তা (time-utility) উৎপাদন করা যায়। পুঁজি এই কাল-প্রয়োজনীয়তা উৎপাদনে সহায়তা করে।

যে সকল সামগ্রীর আমাদের জরুরী প্রয়োজন সেই সকল সামগ্রী শীঘ্র লাভ করিবার পক্ষে পুঁজির সহায়তা লাভ করা যায়। নিজের যথেষ্ট পুঁজি না থাকিবার দরুণ অন্যের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারি এবং ঐ উপকারের জন্য সুদ প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকি।

টাউজিগ, সেলিগম্যান প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌গণ সুদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রান্ত সম্পর্কীয় ধারণার (concept of margin) অবতারণা করিয়াছেন। সামগ্রীর দাম যেরূপ প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা (Marginal utility) এবং প্রান্তিক উৎপাদন খরচার (Marginal cost of production) সমতার বিন্দুতে নির্দ্ধারিত হয়, সুদও

সেইরূপ নির্দ্ধারিত হয়, প্রান্তিক্ ভোগ সংযম (Marginal forbearance) এবং উৎপাদন ক্ষমতার (Marginal productivity) সমতার বিন্দুতে। পুঁজির একমাত্রা বৃদ্ধির দ্বারা উৎপাদনের মোট পরিমাণ যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় তাহাই হইল পুঁজির প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা। যদিও সুদ না থাকিলেও কিছু পরিমাণ সঞ্চয় হইবে তথাপি এইরূপ সঞ্চয়ের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। পুঁজির প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা থাকিবার দরুণ পুঁজির চাহিদা যতই হইয়া থাকে ততই ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সঞ্চয় করিতে এবং ঋণ প্রদান করিতে প্রণোদিত করিবার জন্য সুদের হার বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজন হয়। এই ভাবে ঠিক যে সঞ্চয়ের মাত্রাটির (unit of saving) দ্বারা ততখানি সঞ্চয়ের যোগান হয় যতখানি সঞ্চয়ের প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে চাহিদা থাকে,ঠিক সেই সঞ্চয়ের মাত্রাটির জন্য প্রদেয় সুদই বাজারে প্রচলিত থাকে। সুতরাং বাজারের এই যে সুদ নির্দ্ধারিত হয় তাহা একদিকে পুঁজির প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা এবং অপরদিকে প্রান্তিক্ ভোগসংযম বা সঞ্চয়ের পরিমাপক। এইদিক হইতে বিচার করিয়া অধ্যাপক সেলিগম্যান বলিয়াছেন "আমরা সুদকে প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাপক বলিব না প্রান্তিক ভোগসংযমের পরিমাপক বলিব—বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই" [It makes no difference whether we say that the interest is the measure of marginal productivity or the measure of marginal forbearance"—Seligman.] অর্থাৎ সুদ হইল ভারসাম্যের বিন্দু,—যে বিন্দুতে পুঁজির যোগান দাম এবং চাহিদা দাম সমতা লাভ করে। এই বিষয়টি টাউজিগ্ এইভাবে ব্যক্ত করিলেন: "সুদের হার সেই বিন্দুতে নির্দ্ধারিত হয় যে স্থানে পুঁজির প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা সঞ্চয়ের প্রান্তিক্ মাত্রাকে আকর্ষণ করিবার পক্ষে যথোপযুক্ত হয়।" ["The rate of interest settles at a point where the marginal productivity of capital suffices to bring out the marginal instalment of saving"—Taussig.]

কীন্‌সের সুদ তত্ত্ব (নগদ আসক্তি)—Keynes' Theory of Interest (Liquidity-preference)

প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিদ কীন্‌স্ সুদ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের বিভিন্ন কারণে বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন এবং ঐ সম্পর্কে নিজস্ব তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। কীন্‌সের প্রদত্ত এই তত্ত্ব মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা "কর্ম্মসংস্থানের" (employment)

সহিত জড়িত এবং আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কীন্‌স্ বলেন, সুদ সম্পর্কিত অন্যান্য তত্ত্বগুলি "মনস্তাত্ত্বিক সময় পছন্দের" (psychological time preference) মধ্যে যে বর্ত্তমান ভোগের আসক্তি আছে তাহার উপরেই সকল গুরুত্ব আরোপ করে; উহা ব্যতীতও নগদ পছন্দের (liquidity preference) যে একটি মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া রহিয়াছে তাহা ঐ মতবাদগুলির দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই অবহেলিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের কিছুটা বিস্তারিত সমালোচনা তিনি করিয়াছেন। ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের মূল কথাই হইল যে বিনিয়োগ হইল বিনিয়োগযোগ্য সঙ্গতির চাহিদা এবং সঞ্চয় হইল উহার যোগান—সুদ হইল বিনিয়োগযোগ্য সঙ্গতির দাম, যে দামে উহার যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য উপস্থিত হইবে। মার্শাল, ক্যাসেল, কার্ভার, ফ্রাঙ্ক, টাউজিগ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ বিভিন্ন ভাষায় ও ভঙ্গীতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার মূল কথা হইল ইহাই, সুদ হইর দাম বিশেষ, যে দামে সঞ্চয়ের যোগান এবং পুঁজির চাহিদার সমতা উপলব্ধি হয়।

কিন্তু 'উপার্জ্জন' সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রদান করে, তাহা কোন ক্রমেই বাস্তবধর্ম্মী নয়; জনসাধারণের উপার্জ্জন অপরিবর্ত্তিত থাকে—এই অনুমান ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের ভিত্তি, অথচ এই অনুমান অবাস্তব। ঐ তত্ত্ব মনে করে, পুঁজির চাহিদা রেখা (demand curve) যদি পরিবর্ত্তন হয় অথবা একটি নির্দ্দিষ্ট উপার্জ্জন হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণের সহিত যে রেখা সুদের হারের সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহার যদি পরিবর্ত্তন ঘটে অথবা উভয় রেখাই যদি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে দুইটী রেখার নূতন অবস্থিতির অতিক্রম বিন্দুর দ্বারাই সুদের হার প্রদত্ত হইবে। কীন্‌স্ বলেন, ইহা সম্পূর্ণ অর্থহীন তত্ত্ব; ঐ দুইটী রেখা পরস্পরের সহিত সম্পর্ক শূন্যভাবে পরিবর্ত্তন হইতে পারে এইরূপ ধারণার সহিত উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তন হইবে না, এই ধারণার সঙ্গতি নাই।* ঐ দুইটী রেখার যে কোন একটি পরিবর্ত্তন

* The classical theory of the rate of interest seems to suppose that, if the demand curve of capital shifts or if the curve relating the rate of interest to the amount saved out of a given income shifts or if both these curves shift, the new rate of interest will be given by the point of intersection of the positions of the two curves. But this is a nonsense theory. For the assumption that income is

হইলেই সাধারণতঃ উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তন ঘটিবে ; ফলে নির্দ্দিষ্ট উপার্জ্জনের ভিত্তিতে যে মতবাদ গঠন করা হইয়াছে তাহা ধ্বসিয়া যাইবে। অবশ্য সঞ্চয় যে উপার্জ্জনের উপর নির্ভরশীল এই সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল মতবাদ অবহিত ছিল ; কিন্তু উহা বিবেচনা করে নাই যে উপার্জ্জন এরূপ ভাবে বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল যাহাতে বিনিয়োগের পরিবর্ত্তন ঘটিলে উপার্জ্জনের অবশ্যই পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং উহা পরিবর্ত্তন হইবে ঠিক সেই অনুপাতে যে অনুপাতে উহার পরিবর্ত্তন হইলে তবেই সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তন বিনিয়োগের পরিবর্ত্তনের সমান হইবে। [The traditional analysis has been aware that saving depends upon income but it has overlooked the fact that income depends on investment, in such fashion that, when investment changes, income must necessarily change in just that degree which is necessary to make the change in saving equal to the change in investment"—Keynes].

কীন্‌স্ অভিমত দিলেন, সুদের হার সঞ্চয় বা 'অপেক্ষার' জন্য প্রদেয় মূল্য হইতেই পারে না। কারণ একজন ব্যক্তি যদি তাহার সঞ্চয় নগদ হিসাবে জমাইয়া রাখে, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সঞ্চয় করিলেও কোন সুদ সে অর্জ্জন করে না। সুদ হইল প্রকৃত-পক্ষে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নগদ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিবার পুরস্কার। ব্যক্তির "মনস্তাত্ত্বিক সময়পছন্দের' দ্বারা দুইটী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন হয়,—প্রথমতঃ, ভোগ আগ্রহ (propensity to consume) দ্বিতীয়তঃ, নগদ পছন্দ (liquidity preference) ।

মানুষ মাত্রেরই ভোগ-আগ্রহ (propensity to consume) আছে কিন্তু এই ভোগাগ্রহের অপরিবর্ত্তনীয়তা নাই। ভোগাগ্রহ পরিবর্ত্তনশীল এবং এই পরিবর্ত্তনশীল ভোগাগ্রহের উপরেই নির্ভর করে, একজন ব্যক্তি তাহার মোট উপার্জ্জনের কতখানি বর্ত্তমানেই ভোগ করিবে এবং কতখানি ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য রাখিয়া দিবে। ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিবার নামই সঞ্চয়; সুতরাং সঞ্চয় এবং ভোগাগ্রহ বিপরীত-

---

constant is inconsistent with the assumption that these two curves can shift independently of one another. If either of them shift, then in general, income will change ; with the result that the whole schematism based on the assumption of a given income breaks down"—*Keynes,—General Theory.*

মুখী। ভোগাগ্রহ যদি অধিক হয় তাহা হইলে ব্যয় হইবে অধিক এবং সঞ্চয় হইবে কম, ভোগাগ্রহ কম হইলে ব্যয় হইবে কম এবং সঞ্চয় হইবে অধিক। যে প্রধান বিষয়গুলির দ্বারা ভোগাগ্রহ প্রভাবান্বিত হয় সেগুলি হইলঃ (১) বেতন মাত্রার পরিবর্ত্তন (change in wage unit)—বেতন মাত্রা যদি পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারি যে একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসংস্থানের স্তরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ভোগ কার্য্যের উপর ব্যয়ও আনুপাতিকভাবে পরিবর্ত্তন হইবে, দাম যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়। (২) উপার্জ্জন এবং নীট উপার্জ্জনের মধ্যে পার্থক্যের পরিবর্ত্তন (change in the difference between income and net income)—একজন ব্যক্তির ভোগকার্য্য নিছক উপার্জ্জনের উপরেই নির্ভরশীল নহে, উহা প্রকৃতপক্ষে নীট উপার্জ্জনের উপর নির্ভরশীল ; নীট উপার্জ্জনের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই উপার্জ্জনের এইরূপ কোন পরিবর্ত্তন ভোগাগ্রহের বিচারে গণ্য নহে; অপরপক্ষে উপার্জ্জনের উপর প্রতিফলিত হউক বা না হউক নীট উপার্জ্জনের যে কোন পরিবর্ত্তন এক্ষেত্রে অবশ্যই বিচার্য্য। (৩) পুঁজিমূল্যের সেই ফালতো পরিবর্ত্তন নীট উপার্জ্জনের হিসাবে যাহা বিচার করা হয় নাই (wind fall changes in capital values not allowed for in calculating net income) (৪) সময় বাট্টার হারের পরিবর্ত্তন অর্থাৎ বর্ত্তমান সামগ্রীর এবং ভবিষ্যৎ সামগ্রীর মধ্যে বিনিময় হারে পরিবর্ত্তন (changes in the rate of time discounting i. e. in the ratio of exchange between present goods and future goods) (৫) রাজস্ব নীতির পরিবর্ত্তন (changes is fiscal policy) (৬) বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের উপার্জ্জন স্তরের সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্ত্তন (changes in expectations of the relation between the present and the future level of income)। কীন্‌স্ বলেন, "নির্দ্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ভোগাগ্রহকে একটি স্থির বিষয়রূপে বিবেচনা করা চলে" ; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই ভোগাগ্রহের দ্বারা সঞ্চয় নির্দ্ধারিত হয়।

কিন্তু ভবিষ্যতের ভোগকার্য্যের জন্য যে সঙ্গতি রাখিয়া দেওয়া হয়, কি আকারে উহা রাখিয়া দেওয়া হইবে এ সম্পর্কেও সঞ্চয়কারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সঞ্চয়কারী তাহার সঞ্চয় এরূপ তরল আকারে রাখিয়া দিতে পারে যাহাতে যখনই প্রয়োজন তখনই সে উহা হইতে ব্যয় করিতে সক্ষম হইবে—অর্থাৎ যে কোন সময় ব্যবহার্য্য নগদরূপে সে তাহার সঞ্চয় রাখিয়া দিতে পারে ; অপর পক্ষে সে তাহার সঞ্চিত সঙ্গতিকে এরূপ আকারে পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিয়া দিতে পারে যাহাতে স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী উহা ব্যবহার করা তাহার পক্ষে সকল সময় সম্ভব হইবে না।

নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিজের সঞ্চয় অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিলে সঞ্চয় কারীর পক্ষে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে; তাহার সঞ্চয়ে তরলতার পরিবর্ত্তে কাঠিন্যের উদ্ভব ঘটে, যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার্য্য নগদে না থাকিয়া উহা কিছুকাল পরে পাওয়া যাইবে এইরূপ ঋণে পরিবর্ত্তিত থাকে। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিই চাহে যে তাহার সঞ্চয় তরল আকারে অর্থাৎ নগদরূপে তাহার নিকট থাকুক। সঞ্চয়কারীর নগদের প্রতি এই আসক্তিকেই কীন্‌স্ নগদ পছন্দ রূপে (liquidity perference) অভিহিত করিয়াছেন।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভোগাগ্রহের দ্বারা যে সঞ্চয় সাধিত হয়, সুদের হার কেবলমাত্র উহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইতে পারে না—সঞ্চয়কারীর নগদ পছন্দের ক্রিয়া অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্চয়কারীদিগের নগদ পছন্দ যদি অধিক হয় তাহা হইলে ঋণ প্রদানের আগ্রহ হ্রাস পাইবে এবং পূর্ব্বেকার সুদের হারে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইবে না; বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ নগদ পছন্দ কোন কারণে হ্রাস পাইলে ঋণ দিবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কম সুদে ঋণ প্রাপ্তি সম্ভব হইবে। কীন্‌স্ বলেন যে এই পছন্দ নির্ভর করে মোটামুটি তিনটি বিষয়ের উপর। এই বিষয়-গুলিকে তিনি বিভিন্ন পর্য্যায়ের অভিপ্রায় রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন: (১) **কারবার অভিপ্রায়** (Transactions motive)—নিজ লেনদেন কার্য্য পরিচালনার জন্য কিছু নগদ রাখিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই থাকে। এই অভিপ্রায় আবার দুই প্রকারের আছে (ক) উপার্জ্জন সম্পর্কিত অভিপ্রায় (income motive) এবং (খ) ব্যবসায় সম্পর্কিত অভিপ্রায় (business motive)। হাতের নিকট নগদ রাখিয়া দিবার অন্যতম কারণ হইল উপার্জ্জনের সময় এবং ব্যয়ের সময়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু পূরণ করা; অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে বেতন পায় কিন্তু সারা সপ্তাহ ধরিয়া বা সারা মাস ধরিয়া তাহাকে কিছু কিছু খরচা করিতে হয় (income motive)। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেও প্রয়োজন হয় ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় খরচা করিয়া যাওয়া যতদিন না উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হইতে অর্থাগম ঘটে (business motive)। (২) **সাবধানতার অভিপ্রায়** (Precautionery motive)—কখন্ কি ব্যয়ের প্রয়োজন উদ্ভূত হইবে এ সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয় না। অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হইলে যাহাতে অসুবিধা না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে নিজের নিকট নগদ মুদ্রা রাখিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই পোষণ করে। (৩) **স্পেকুলেশনের অভিপ্রায়** (Speculative motive)—ফালতো লাভের উদ্দেশ্যে সঞ্চয়কারী নগদ টাকা রাখিয়া দিতে প্রণোদিত হইতে

পারে। সুদের হারের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের সহিত স্পেক্যুলেশন অভিপ্রায় চরিতার্থের নিমিত্ত মুদ্রার মোট চাহিদারও পরিবর্ত্তন হয়।

এই সকল অভিপ্রায়ের সমন্বয়ে নগদ পছন্দ গঠিত হয়, ঋণ প্রাপ্তির জন্য সেই নগদ পছন্দ অতিক্রম করা প্রয়োজন, এই নগদ পছন্দ অতিক্রম করিবার জন্যই সুদ প্রদান প্রয়োজন। বিভিন্ন অভিপ্রায় উপলব্ধি করিবার জন্য হাতের কাছে নগদ মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া বিশেষ সুবিধাজনক। সঞ্চয়কারীকে এই সুবিধা পরিত্যাগ করিতে রাজী করাইবার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়। "বিভিন্ন শব্দ সম্ভারের মধ্য দিয়া সুদের হারের নিছক সংজ্ঞাটি আমাদিগকে ইহাই বলিয়া দেয় যে সুদের হার হইল নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ পরিত্যাগ করিবার পুরস্কার।" [The mere definition of the rate of interest tells us in so many words that the rate of interest is a reward for parting with liquidity for a specified period"—*Keynes.*]

যেহেতু সুদ হইল নগদ পরিত্যাগের পুরস্কার, সেহেতু ইহা নগদ মুদ্রার উপর যদৃচ্ছ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিত্যাগ করিবার অনিচ্ছার পরিমাপক। যে 'দামে' (১) মুদ্রা বিনিয়োগের চাহিদা এবং (২) বর্ত্তমান ভোগকার্য্য হইতে বিরত হইবার প্রস্তুতি সমতা লাভ করে—সুদকে সেই দামরূপে বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহা হইল সেই 'দাম' যে দামে একদিকে নগদ আকারে সম্পদ ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা এবং অপরদিকে নগদের প্রাপ্তব্য পরিমাণ এক দুইটির মধ্যে ভারসাম্য উপস্থিত হইবে। ইহার তাৎপর্য্য হইল, সুদের হার যদি অপেক্ষাকৃত কম হয় (নগদ পরিত্যাগ করিবার পুরস্কার যদি হ্রাস প্রাপ্ত হয়) তাহা হইলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে নগদ ধরিয়া রাখিবার চাহিদা নগদের যোগান অপেক্ষা অধিক হইবে। অপর পক্ষে সুদের হার যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কেহই ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক নহে এরূপ উদ্বৃত্ত পরিমাণ নগদের অস্তিত্ব দেখা যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে, কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে প্রকৃত সুদের হার নির্দ্ধারণে নগদ পছন্দের (liquidity preference) সহিত আরও একটি বিষয় ক্রিয়া করে—সেই বিষয়টি হইল মুদ্রার পরিমাণ (Quantity of Money)। "নগদ পছন্দ হইল সম্ভাবনা বা কার্য্যকরী প্রবণতা যাহার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সুদের হারে জনসাধারণ কত পরিমাণ মুদ্রা ধরিয়া রাখিবে তাহা নির্দ্ধারিত হয়।...এই স্থানে এবং এইভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোতে মুদ্রার পরিমাণ প্রবেশ করিয়া থাকে"। [Liquidity preference is a potentiality or functional tendency, which fixes the quantity of money which the public will hold when the rate of interest is

given. This is where and how, the quantity of money enters into the economic scheme". *Keynes*] মুদ্রার পরিমাণের সহিত স্থদের হারের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া যদি একটি "নগদ পছন্দ তালিকা", (Schedule of liquidity preference) রচনা করা হয়, তাহা হইলে ঐ তালিকা এরূপ একটি পরিষ্কার বক্ররেখার আকার ধারণ করিবে যাহাতে দেখা যাইবে যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত স্থদের হারে ক্রমশঃই হ্রাস ঘটিতেছে। প্রথমতঃ, স্থদের হারে হ্রাস ঘটিলে লেন-দেন অভিপ্রায় (transactions motive) জনিত নগদ পছন্দের দ্বারা অধিকতর পরিমাণ মুদ্রা শোষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যৎ স্থদের হার কিরূপ হইবে এ সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তি প্রচলিত অভিমত হইতে স্বতন্ত্র অভিমত গঠন করিতে পারে এবং সেই কারণে অধিক পরিমাণে মুদ্রা হাতে রাখিয়া দিতে ইচ্ছুক হইতে পারে।

কীন্‌স প্রদত্ত "নগদ পছন্দ তত্ত্বের" সমালোচনা—Criticism of Keynes' Liquidity Preference Theory

কীন্‌স্ যখন স্থদ সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের এই বলিয়া সমালোচনা করিলেন যে উহা সঞ্চয়ের (অর্থাৎ পুঁজির) যোগানের উপর উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তনের ফলাফল বিবেচনা করে না, তখন তাঁহার সেই সমালোচনা যথার্থই হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও অনস্বীকার্য্য যে কীন্‌স্ তাঁহার নূতন স্থদতত্ত্বে, পূর্ব্বে অবহেলিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া মুদ্রানীতি ও স্থদ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ কীন্‌সের স্থদতত্ত্বে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া থাকেন :

(১) মুদ্রার চাহিদা বলিতে যদি বুঝায় নগদ বা অলস ব্যালান্সের চাহিদা এবং স্থদ যদি নগদ পরিত্যাগ করিবার দামরূপেই বিবেচিত হয় তাহা হইলে যে বস্তুর যোগানের দ্বারা নগদ ধরিয়া রাখার বাসনা চরিতার্থ হয় তাহার মধ্যে "নগদ ব্যালান্স" (cash balance) ব্যতীত আর কিছুই অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নহে। কিন্তু কীন্‌স্ তাঁহার স্থদ তত্ত্বের মধ্যে অলস ব্যালান্সের এরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন যাহাতে উহার মধ্যে "চল্‌তি পুঁজি"কেও (working capital) অন্তর্ভূক্ত করা চলে। কখন কখন চল্‌তি পুঁজির দরুণ স্থদ দীর্ঘ মেয়াদী স্থদ (long term rate) অপেক্ষা অধিক হয়। স্থতরাং কীন্‌সের নিজের যুক্তি অনুযায়ীই এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে একজন ব্যক্তি নগদ না পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও চড়া হারে স্থদ লাভ করিতে পারে।

(২) কীনস্ বলেন যে "কারবার অভিপ্রায়" (Business motive) সম্পর্কিত যে

নগদ পছন্দের অস্তিত্ব রহিয়াছে সেই নগদ পছন্দের তাৎপর্য্য হইল কারবারের ব্যয় নির্ব্বাহের সময় এবং বিক্রয়লব্ধ মুদ্রা প্রাপ্তির সময়,—এই দুইটির ব্যবধান পূরণের জন্য নগদ মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া। কীন্‌স্ এক্ষেত্রেও দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য উপেক্ষা করিয়াছেন, কারণ ক্যাশব্যালান্স এবং কারবারের চল্‌তি পুঁজি অর্থাৎ working capital স্বতন্ত্র বস্তু।

(৩) স্থদ যে নগদ পরিত্যাগের দাম—ইহা কতকাংশে সত্য কিন্তু স্থদ নির্দ্ধারক অপর সকল বিষয়গুলিকে বাদ দিয়া কীন্‌সের তত্ত্ব একদেশদর্শী মতবাদে (one sided theory) পরিণত হইয়াছে। "স্থদের হার যে অলস ব্যালান্স ধরিয়া রাখিবার প্রান্তিক্ স্থবিধার পরিমাপ করে তাহার দ্বারা ভোগ হইতে বিরত হইবার প্রান্তিক্ অস্থবিধা পরিমাপের ক্ষমতা উহার ব্যাহত হয় নাই।" ["...The fact that the rate of interest measures the marginal convenience of holding idle balance need not prevent it from measuring also the marginal inconvenience of abstaining from consumption"—*Robertson*] অর্থাৎ স্থদ নগদ পরিত্যাগের জন্য মূল্য প্রদান বলিয়া উহা যে 'অপেক্ষার' বা ভোগ সংযমের জন্য মূল্যপ্রদান হইতে পারে না এরূপ নিশ্চয়তা নাই।

(৪) কীন্‌সের প্রদত্ত এই তত্ত্ব দীর্ঘকালীন স্থদের হার (long term rate of interest) ব্যাখ্যা করিতে পারে না। যদি ধরা যায় যে অলস সঞ্চয়ে বহুদিন ধরিয়া কোন পরিবর্ত্তন হইল না এবং উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক কাঠামোয় লেন দেনের জন্য প্রয়োজনীয় নগদের চাহিদা মিটাইবার নিমিত্ত ঠিক যথোপযুক্ত মুদ্রার পরিমাণ সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কীন্‌সের যুক্তি অনুযায়ী স্থদ অন্তর্হিত হওয়া উচিত!

স্থদের হারের পার্থক্য—Differences in Interest rates

একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ঋণের ক্ষেত্রে স্থদের বিভিন্ন হার দেখিতে পাওয়া যায়। স্থদের হারের এই পার্থক্য বিভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে এবং এই কারণগুলির অস্তিত্বের দরুণ, স্থদের হারের আইনগত নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য হয়।

প্রথমতঃ, ঋণের সহিত যে সময় সংশ্লিষ্ট থাকে বিভিন্ন ঋণের ক্ষেত্রে তাহা বিভিন্ন প্রকার থাকিতে পারে। ঋণ মাত্রই সময় সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করা হয় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর; কিন্তু সকল ঋণের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান সমান নহে। যে ব্যক্তি ছয় মাসের জন্য ১০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করিবে এবং যে ব্যক্তি ছয় বৎসরের জন্য ১০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করিবে ইহাদের উভয়ে সমপরিমাণ স্থদ লইবে না। প্রথম ব্যক্তি অল্প সময়ের জন্য তাহার সঞ্চয়

নিজের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত করিতেছে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প সুদেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজেকে তাহার সঞ্চয় ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য করিতেছে, অপেক্ষাকৃত অধিক সুদের হার প্রদান না করিলে সে ইহা করিতে সম্মত হইবে না। একজন ব্যক্তি যত অধিক কাল তাহার নিজের সঞ্চয় ভোগ করিবার জন্য বা নিজের সঞ্চয়ের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব পুনর্স্থাপিত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইবে ততই অধিক সুদের হার প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, নচেৎ প্রয়োজনীয়কাল অনুযায়ী ঋণের যোগান হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, ঋণ পরিশোধ হইবে কিনা এসম্বন্ধে ঋণদাতা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত থাকিতে পারে না। ঋণ প্রদান করা এবং উহা ফিরৎ পাওয়া—এই দুইটির মধ্যে অনিশ্চয়তার ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক। অনেক কিছু ঘটিতে পারে যাহার দরুণ ঋণ গ্রহীতার পক্ষে ঋণ পরিশোধের সময়ে উহা পরিশোধ করা সম্ভব না হইতেও পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদাতা এই অনিশ্চয়তার হাত হইতে নিজেকে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য অধিক সুদের হার দাবী করে; অর্থাৎ অধিক সুদ পাইলে অনিশ্চয়তা তাহার পক্ষে বহন করা পোষাইবে বলিয়া সে মনে করে। এইরূপ অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কিন্তু সমতা নাই; কোন ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকে অধিক, কোন ক্ষেত্রে কম; অনিশ্চয়তার পরিমাণ অনুযায়ী সুদের হারে পার্থক্য থাকে।

তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমানকালে অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বন্ধক লইবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সকলেই উপযুক্ত বন্ধক বা সিক্যুরিটি দিতে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে বন্ধকের মূল্য অনুযায়ী সুদের হারের পার্থক্য হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, পুঁজির বাজারে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা বা খুঁত থাকিবার জন্য (Market imperfections) সুদের হারের পার্থক্য ঘটে। পুঁজির বাজার বিভিন্ন উপবাজারে (sub markets) বিভক্ত হইতে পারে এবং এইরূপ উপবাজারগুলি পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে; এই বিচ্ছিন্ন অবস্থানের কারণও থাকিতে পারে বহু।

Questions and Hints

1. What is interest? Distinguish between gross interest and net interest. (Dac. 1942; Nag. 1942; Agra 1941) [পৃঃ ২৯৫—৯৬]

2. Examine the following theories of interest; (a) theories of abstinence and waiting, (b) theory of time preference (c) margi-

nal productivity theory, and (d) socialist and exploitation theory. (Agra 1938) [পৃঃ ২৯৬—৯৯]

3. Show how the law of supply and demand determines interest in the same way as value of a commodity. (B.A. 1941). Is interest a price? Explain how it is determined. (B. A. 1949). Indicate the influences that determine the demand for and supply of loans and show how the market rate of interest is determined. (B. A. 1946). Discuss the chief factors that determine the rate of interest. (B. Com. 1937). "Interest is the value of the use of capital and like any other value depends on the relation of supply to demand." Elucidate the propositition. (B.Com. 1945). "Interest is paid for the same season as all other payments are made—because a loan confers a service"—Elucidate the statement (B. Com. 1947) [পৃঃ ৩০০—২]

4. Expound Keynes' theory of interest. (B.A. 1950). [পৃঃ ৩০২—৭]

5. What is the economic justification for the payment of interest on capital? Point out the difficulties in the way of regulation of the rate of interest by legislation. (B. Com. 1940)

6. Discuss the nature of interest and the necessity for paying it. (B. A. 1951 ; B. Com. 1952) [পৃঃ ২৯৪—৯৬]

7. Discuss the statement that the rate of interest is determined by the demand for and supply of money. (Cal. .B. Com. 1955) [পৃঃ ৩০০—৩০২]

8. Discuss the Keynesian theory of interest. (Cal. B. A. 1956). [পৃঃ ৩০২—৭]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মুনাফা

Profit

মুনাফা—সাকুল্য ও নীটমুনাফা—Profit,—Gross and Net Profit

মুনাফা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা হইল কোন সামগ্রী উৎপাদন করিতে যে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয় এবং উহা বিক্রয় হইতে যে মূল্য পাওয়া যায় ঐ দুইটির মধ্যে পার্থক্য। মুনাফা হইল অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত। সামগ্রীর বিক্রয় হইতে আঁত্রেপ্রণা যে মোট মূল্য পাইয়া থাকে ঐ মূল্যের মধ্যে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিক অন্তর্ভুক্ত থাকে; অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য পারিশ্রমিক আঁত্রেপ্রণা বণ্টন করিয়া দেয় এবং উহা করিবার পর তাহার নিজের নিকট যে অবশিষ্টাংশ থাকে তাহাই হইল আঁত্রেপ্রণার প্রাপ্য মুনাফা।

মুনাফা সাকুল্য মুনাফা (Gross profit) বা নীট মুনাফা (Net profit) হইতে পারে। সাধারণভাবে মুনাফা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সাকুল্য মুনাফারই নামান্তর কিন্তু মুনাফা বলিতে নীট মুনাফাকেই বুঝানো উচিৎ। যাহাকে সাকুল্য মুনাফা বলা হয় তাহার মধ্যে অনেক কিছু উপাদান থাকিতে পারে যাহা যথার্থ মুনাফা পদবাচ্য নহে। এই উপাদানগুলিকে বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই যথার্থ মুনাফা, অর্থাৎ নীট মুনাফা (Net proflt)। এই উপাদানগুলির প্রথম হইল ব্যবস্থাপনার উপার্জ্জন (Earning of management); যেক্ষেত্রে শিল্পের মালিক স্বয়ং ব্যবস্থাপক বা পরিচালক সে ক্ষেত্রে তাহার মালিকানা হইতে উদ্ভূত আয় এবং ব্যবস্থাপনা হইতে উদ্ভূত আয় এই দুইটির মধ্যে কোনও পার্থক্য বিধান সাধারণতঃ সে করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি নিজের মালিকানাভুক্ত শিল্পে ব্যবস্থাপনার পরিশ্রম প্রয়োগ না করিয়া অপর কোন শিল্পে কর্ম্মচারীরূপে ঐ শ্রম বিক্রয় করিত তাহা হইলে উহার দরুণ সে নিয়মিতভাবে বেতন লাভ করিতে পারিত, সুতরাং ব্যবস্থাপনা হইতে লব্ধ আয় একরকম শ্রমলব্ধ আয় বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে যৌথপুঁজি কারবারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার কার্য্য সম্পূর্ণই বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় আঁত্রেপ্রণা নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া থাকে। এই পুঁজি নিজের

শিল্পে বিনিয়োগ না করিয়া যদি সে অপর কোন শিল্পে বিনিয়োগ করিতে দিত তাহা হইলে উহার দরুণ সে নিছক স্থদ লাভ করিত অথবা নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ না করিয়া অপর কাহারো নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বিনিয়োগ করিত তাহা হইলে অপর কাহাকেও স্থদ প্রদান করিয়া দিতে হইত। স্থতরাং আঁত্রেপ্রণার নিজস্ব কারবারে নিজস্ব পুঁজির দরুণ যে আয়টুকু উহা সে সাধারণতঃ মুনাফার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করিয়া লয় তাহা প্রকৃতপক্ষে উহাকে মুনাফা হইতে বাদ দিয়া স্থদের পর্য্যায়ে স্থাপন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, আঁত্রেপ্রণা অনুরূপভাবে নিজস্ব কারবারে নিজস্ব জমি ব্যবহার করিতে পারে এবং মোট মুনাফার মধ্যে জমি হইতে প্রাপ্য আয়ও অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইতে পারে। কিন্তু এই অন্তর্ভূক্তির দ্বারা যথার্থ মুনাফার হিসাব সম্ভব নহে স্থতরাং আঁত্রেপ্রণার স্বীয় ভূমির আয় তাহার মোট মুনাফা হইতে বাদ দিয়া তবেই খাঁটি মুনাফার হিসাব করিতে হইবে। নীট্ মুনাফাই হইল খাঁটি মুনাফা আর সাকুল্য মুনাফা হইল নীট্ মুনাফার সহিত যথার্থ মুনাফা নহে এরূপ কতিপয় আয়ের সংযোগ।

মুনাফার উৎপত্তি, খরচার সহিত সম্পর্ক—Origin of Profit, relation with Cost

যে দাম বর্ত্তমান এবং নিশ্চিত এবং যে দাম ভবিষ্যৎ এবং অনিশ্চিত, মুনাফা হইল এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য। প্রত্যেক আঁত্রেপ্রণা যন্ত্রপাতির দাম প্রদান করিবে, উহাদিকে চালু রাখিবার ব্যয় বহন করিবে; উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই মজুরদিগকে চুক্তিমত মজুরী দিয়া যাইবে; খাজনার ক্ষেত্রেও চুক্তিমত খাজনা দিতে আঁত্রেপ্রণা নিজেকে চুক্তিবদ্ধ করিয়া রাখে। আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিবিধ খরচাও আঁত্রেপ্রণা করিতে বাধ্য থাকে যথা কাঁচা মাল ক্রয়, কারখানার বীমার প্রিমিয়াম প্রদান, সরকারের কর প্রদান ইত্যাদি। আঁত্রেপ্রণার পক্ষে এইসকল খরচাই নিশ্চিত খরচা। এইগুলি হইল সে যে স্থযোগ স্থবিধা ও কার্য্যগ্রহণ করিতেছে তাহার জন্য প্রদেয় দাম। এই দাম প্রদান নিশ্চিত অর্থাৎ এই দাম অবশ্যই প্রদেয় এবং উহার দরুণ ব্যয় বর্ত্তমানেই নির্ব্বাহযোগ্য। কিন্তু আঁত্রেপ্রণা বর্ত্তমানে এইরূপ খরচা করিয়া ফেলে, ইহার কারণ হইল সে ভবিষ্যতে একটি আয় আশা করে, যদিও ঐ আয় কিরূপ হইবে তাহা পূর্ব্বে সঠিক সে বলিতে পারে না। তাহার বর্ত্তমানের খরচা হইল নিশ্চিত এবং ভবিষ্যতের উপার্জ্জন হইল অনিশ্চিত। এই নিশ্চিত বিলাইয়া দিয়া অনিশ্চিতের দিকে হস্তপ্রসারিত করাই হইল মুনাফার সন্ধান। স্থতরাং মুনাফার উৎপত্তি অনিশ্চয়তায়।

পরিবর্ত্তনমুখী জগতে ভবিষ্যতের সঠিক হিসাব সম্ভব নহে—কাহারও পক্ষে সচ্ছল ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ধারণা করা অবাস্তব। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক আঁত্রেপ্রণার কার্য্যের মধ্যে অনিশ্চয়তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে প্রত্যেক আঁত্রেপ্রণাকে কিছু না কিছু অনিশ্চয়তার পরিবেশের মধ্যে কার্য্য করিতে হয় এবং উহার দরুণ ঝুঁকি বহন করিতে হয়। ভবিষ্যৎ যদি সঠিকভাবে গণনা করা চলিত তাহা হইলে এইরূপ অনিশ্চয়তার অবকাশ থাকিত না, ঝুঁকি গ্রহণের প্রয়োজন উদ্ভব হইত না, মুনাফার অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। বাস্তবক্ষেত্রে তো দুনিয়া একেই ত্রুটিবহুল, তদুপরি অর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত এবং উহা হইতে উদ্ভূত সমস্যা অধিকতর জটিল। সুতরাং কেহ না কেহ অনিশ্চয়তার বোঝা বহন করিতে বাধ্য থাকিবেই। এই অনিশ্চয়তার বোঝা মালিক শ্রেণীর উপর আরোপিত থাকে। তাহারাই ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং ইহা যে করে তাহার কারণ হইল তাহাদের সম্মুখে মুনাফা প্রাপ্তির প্রয়োজন থাকে; লাভের আশায় লোকসানের সম্মুখীন হইবার নামই ঝুঁকি গ্রহণ। লাভ যে হইবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; লোকসানও হইতে পারে; কিন্তু লাভের নিশ্চয়তা না থাকিলেও উহার প্রত্যাশা থাকে।

মুনাফা যদি প্রত্যাশিত হয় তাহা হইলে উহা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হইবে কিনা, স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তর হইল যে মুনাফার মধ্যে দুইটি ভাগ করা যাইতে পারে—একটি হইল ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফা (prospective profit) এবং অপরটি হইল উপলব্ধ মুনাফা (realised profit)। প্রত্যাশিত মুনাফা খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় ঠিক যেরূপ মজুরী, সুদ বা চুক্তি-খাজনা খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে। কোন কারবার সংগঠন করিবার প্রারম্ভেই আঁত্রেপ্রণা কিছুটা মুনাফা অগ্র হিসাব (anticipate) করিয়া থাকে—প্রত্যাশার ভিত্তিতেই ইহা করা হয় এবং লোকসানের ভীতি অতিক্রম করিবার জন্যই এই প্রত্যাশা করা হয়। এইরূপ কিছু পরিমাণ প্রত্যাশিত মুনাফা হইল প্রয়োজনীয় আকর্ষণ বা প্ররোচনা—যাহার নিমিত্ত আঁত্রেপ্রণা কারবার সংগঠন করিতে প্রণোদিত হয়। সেই কারণে উৎপাদিত সামগ্রীর যোগানের মধ্যে "প্রত্যাশিত মুনাফা" অন্তর্ভূক্ত থাকে। "উপলব্ধ মুনাফা" হইল সামগ্রী উৎপাদিত হইয়া বিক্রয় হইবার পরে যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা। সামগ্রী বিক্রয় করিবার পরে এই মুনাফা উপলব্ধি করা হইয়া থাকে। "উপলব্ধ মুনাফা" তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে; উহা নির্ভর করে আংশিকভাবে ভাগ্যের উপর, আংশিকভাবে উত্তম বিচার শক্তির উপর এবং আংশিকভাবে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি পরিহারের দক্ষতার উপর। অবশ্য দীর্ঘ সময়ের

দিক হইতে, উপলব্ধ মুনাফার দ্বারা প্রত্যাশিত মুনাফা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ মানুষ প্রত্যাশা করে তাহার পূর্ব্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

নিয়মিত মুনাফা এবং নিয়মিত উৎপাদন খরচা—Normal Profit and Normal Cost of Production.

কোন ব্যক্তি নিজে ব্যবসা করিতে গেলে, অর্থাৎ আঁত্রেপ্রণারূপে নিজে উৎপাদন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, অন্যের প্রাপ্য সে মিটাইয়া দিবার জন্য দায়ী থাকিবে কিন্তু উহার সহিত নিজেরও একটা প্রাপ্য সে আশা করিবে। আঁত্রেপ্রণা ভূস্বামীর খাজনা, অপরের নিকট হইতে যদি পুঁজি লইয়া থাকে তাহার সুদ এবং শ্রমিকের মজুরী মিটাইয়া দিবে এবং ঐ সকল খরচখরচার উপরেও তাহার নিজের কিছু প্রাপ্য থাকিবে বলিয়া সে আশা করিবে। তাহার লভ্য এই উপার্জ্জন ঠিক কতখানি হইবে তাহা সে পূর্ব্ব হইতে সঠিক বলিতে পারিবে না বটে কিন্তু তথাপি একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকিবে যাহা সে আশা করিবে এবং আশা করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু আত্রেপ্রণা যাহা প্রত্যাশা করে তাহার সবটাই যে পাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, আবার উহার অধিকও যে পাইবে না তাহারও কোন স্থিরতা নাই তথাপি আত্রেপ্রণার নিজস্ব যাহা প্রাপ্য তাহার মধ্যে, অর্থাৎ "নীট মুনাফার" মধ্যে, একাংশ থাকে যাহাকে আঁত্রেপ্রণা তাহার নিয়মিত উপার্জ্জন বলিয়া মনে করে। নিয়মিত মুনাফা হইল আঁত্রেপ্রণার সেইরূপ আয় যাহা নিয়মিত ভাবেই সে তাহার ব্যবসায় হইতে উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায় হইতে কতখানি আয় হইলে উহাকে তাহার নিয়মিত মুনাফা বলিয়া মনে করিবে উহার কোন ন্যূনতম পরিমাণ নাই—উহা ব্যবসায়ের প্রকৃতি এবং ব্যবসায়ীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তবে কীন্‌স্ (Keynes) নিয়মিত মুনাফার প্রকৃতি বিশ্লেষণে বলিয়াছেন উহা হইল সেই পরিমাণ মুনাফা যাহার দ্বারা ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ের আয়তন হ্রাস করিতেও বাধ্য হইবে না, বৃদ্ধি করিতেও উৎসাহিত হইবে না। কীন্‌স্ এর ভাষায়, "আত্রেপ্রণাদের নিয়মিত উপার্জ্জন বলিতে বুঝায় সেই পারিশ্রমিকের হার যাহা তাহাদিগকে তাহাদের কারবারের পরিধি বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত করিতে প্রণোদিত করে না। "[...that rate of remuneration which...would leave them under no motive either to decrease or increase their scale of operatoins."] অর্থাৎ ব্যবসায়ী যদি শুধু এই নিয়মিত মুনাফাই পাইতে থাকে তাহা হইলে তাহার কারবার ঠিক পূর্ব্ববৎই চালাইয়া যাইবে।

উৎপাদন খরচার সহিত এই নিয়মিত মুনাফার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয় কেন তাহা স্মরণ করিলেই, নিয়মিত মুনাফার সহিত উৎপাদন খরচার সম্পর্ক বুঝিতে পারা যাইবে। অন্যান্য উৎপাদক উপাদানগুলির প্রাপ্য আমরা উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করি, কারণ ঐ প্রাপ্য না মিটাইলে, এমন কি মিটাইতে পূর্ব্ব হইতেই স্বীকৃত না হইলে উহাদের যোগান হইবে না এবং উৎপাদন সম্ভবই হইবে না। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই আঁত্রেপ্রণা যে ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া গিয়াছে —যে ব্যয় তাহাকে করিতেই হইবে—সেই ব্যয়ের মত অর্থ তাহাকে সামগ্রীটি বিক্রয় করিয়া তুলিতেই হইবে। ঐ ব্যয় সামগ্রীটির উৎপাদন খরচার (cost of production) অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে। প্রায় অনুরূপ কারণেই ব্যবসায়ী তাহার নিয়মিত মুনাফাকে তাহার পণ্যের উৎপাদন খরচার মধ্যে হিসাব করিয়া লইতে প্রণোদিত হয়। ইহার কারণ একজন ব্যক্তি তাহার নিজের ব্যবসা পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধানের জন্য যে শারীরিক এবং মানসিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া থাকে তাহা সে বৃথা যাইতে দিতে চাহিবে না; উহার জন্য সে মনে মনে একটি ন্যূনতম দাম হিসাব করিয়া লইবে। এই হিসাব করিবে,—তাহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অন্য কাহারও বেতন ভোগী হইয়া অন্য কাহাকেও প্রদান করিলে কি পরিমাণে পারিশ্রমিক পাওয়া যাইবে তাহার ভিত্তিতে; অর্থাৎ নিজে ব্যবসা না করিয়া অন্য কাহারও ব্যবসা পরিচালনা করিয়া দিলে কত উপার্জ্জন করিতে পারিত তাহার একটা আন্দাজ সে মনে মনে করিয়া লইবে। তখন সে মনে করিবে যে তাহার নিজের ব্যবসা হইতে অন্ততঃ এই পরিমাণ উপার্জ্জন তাহাকে করিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, একজন ব্যক্তি নিজেই যখন একটি ব্যবসায়ের মালিক তখন ঐ ব্যবসায়ের ঝুঁকি তাহাকে সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে—এই ঝুঁকি (risk) অন্য কেহ লইবে না। কিন্তু আমি যদি কোনরূপ ঝুঁকি না লইয়া নিশ্চিন্ত আরামে একটি নির্দ্দিষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারি,তাহা হইলে মিছামিছি ঝুঁকি লইতে যাইব কেন? এমনিই তো ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন নানা সমস্যাসঙ্কুল, তাহার উপর আবার ঝুঁকি কেন? সুতরাং স্বীয় ব্যবসার ঝুঁকির প্রকৃতি এবং ব্যাপকতা অনুযায়ী ব্যবসায়ী তাহার ঝুঁকি গ্রহণের দাম স্বরূপ একটি ন্যূনতম উপার্জ্জন হিসাব করিবে। এই ন্যূনতম উপার্জ্জন না পাইলে তাহার পক্ষে ব্যবসায়ের ঝুঁকি গ্রহণ করা পোষাইবে না বলিয়াই সে মনে করিবে।

অতএব ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসা পরিচালনার পরিশ্রমের জন্য এবং উহার ঝুঁকি গ্রহণের জন্য নিজের একটি ন্যূনতম প্রাপ্য মনে মনে হিসাব করিবে। ইহা

পাইলে সে ঐ কারবার চালাইয়া যাইবে উহা বন্ধ করিয়া দিবে না। ইহা হইল তাহার নিয়মিত মুনাফা। উৎপাদন খরচার মধ্যে এই নিয়মিত মুনাফা অন্তর্ভূক্ত থাকিবে। সামগ্রীর নিয়মিত দাম উহার উৎপাদন খরচার সমান; নিয়মিত মুনাফা উৎপাদন খরচার অন্তর্ভূক্ত না হইলে, ব্যবসায়ী তাহার পণ্য বিক্রয় করিয়া নিয়মিত মুনাফা তুলিতে পারিবে না এবং নিয়মিত মুনাফা তুলিতে না পারিলে ঐ ব্যবসায়ে সে টিকিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য ইহা দীর্ঘকালীন বিবেচনার ভিত্তিতে। অল্প সময়ের বিবেচনায়, দামের দ্বারা নিয়মিত মুনাফা নাও সংগৃহীত হইতে পারে। বাজারের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ী তাহার পণ্য কম দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে পারে। সেক্ষেত্রে তাহার নিয়মিত মুনাফা হয়তো উঠিল না; সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়ী তাহার কারবার বন্ধ করিয়া দিবে না। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া সে উহা সহ্য করিতে পারিবে না। স্থায়ী ভিত্তিতে তাহাকে নিয়মিত মুনাফা উৎপাদন খরচার অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইয়া পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা উহা উসুল করিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় ব্যবসায় জগৎ হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ের বিবেচনায় ব্যবসায়ীর নিয়মিত মুনাফা নিয়মিত উৎপাদন খরচার অন্তর্ভূক্ত।

মুনাফার বৈশিষ্ট্য—Distinguishing Features of Profit

(১) অপরাপর উৎপাদক উৎপাদনের জন্য প্রদেয় দাম পূর্ব্বেই চুক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে এবং এইরূপ পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত হইবার কারণে উহাদের মধ্যে সুস্পষ্টতা এবং নিশ্চয়তা থাকে। কত পরিমাণ মজুরী প্রদান করা হইবে, কি হারে সুদ প্রদান করা হইবে—এইগুলি চুক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে। সুতরাং ঐগুলির মারফতে যাহারা উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহাদের উপার্জ্জনের মধ্যে বহু পরিমাণ নিশ্চয়তা বিদ্যমান। এই নিশ্চয়তার অভাবই হইল মুনাফার প্রধান বৈশিষ্ট্য। উৎপাদনের নিমিত্ত আঁত্রেপ্রণা যে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছে, উৎপাদিত সামগ্রীর দাম যদি উহা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে আঁত্রেপ্রণার দ্বারা লভ্য উদ্বৃত্ত অর্থাৎ মুনাফা থাকিবে, অপর পক্ষে দাম যদি উৎপাদন খরচা অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে উদ্বৃত্তের পরিবর্ত্তে ঘাঁটতি হইবে। উদ্বৃত্ত হইবে কিনা, হইলে কি পরিমাণ হইবে তাহা একান্তই অনিশ্চিত।

(২) অপরাপর উৎপাদক উৎপাদনের জন্য প্রদেয় মূল্য কখনই ঘাঁটতিমূলক (negative) হইতে পারে না। মজুর কোনদিন পারিশ্রমিক না লইয়া শ্রম দিবে না, ভূস্বামী খাজনা ব্যতিরেকে ভূমি প্রদান করিবে না, পুঁজিপতি সুদ ব্যতিরেকে

পুঁজি ব্যবহার করিতে দিবে না। আর ইহাদের পক্ষে ঘর হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া নিজস্ব কার্য্য অপরকে প্রদান করা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। ইহাদের সহিত তুলনায় মুনাফার বৈশিষ্ট্য হইল যে মুনাফার পরিবর্ত্তে লোকসান হইতে পারে এবং লোকসান (সাময়িকভাবে) হইলেও আন্ত্রেপ্রণার কার্য্যের যোগান হইতে পারে।

(৩) অন্যান্য উপার্জ্জনের সহিত তুলনায় মুনাফার বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। সমৃদ্ধির সময় এবং মন্দার সময়ের মধ্যে মজুরীর হার বা সুদের হার বা খাজনা, ইহাদের পরিবর্ত্তন ঘটে অপেক্ষাকৃত অল্প; পরিবর্ত্তনের যাহা কিছু উগ্রতা তাহা মুনাফার উপরেই বর্ত্তায়। দামের পরিবর্ত্তন ঘটিলেই মুনাফার পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু অন্যান্য উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তন ঘটে কম উগ্রতা ও কম দ্রুততার সহিত।

(৪) কীন্‌স্ বলেন, "মুনাফা হইল অবশিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার ফল—অর্থাৎ অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের প্রাপ্য মিটাইয়া দিবার পর যে অবস্থা থাকে তাহারই ফল। সেই কারণে মুনাফাকে উপার্জ্জনের পর্য্যায়ভুক্ত করা অসঙ্গত। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও, একবার উদ্ভূত হইবার পরে ইহা পরবর্ত্তী অর্থনৈতিক ঘটনা সমূহের কারণে পর্য্যবসিত হয়—প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ইহাই হয় পরিবর্ত্তনের প্রধান উপকরণ" ["Profits are the effect of the rest of the situation rather than a cause of it. For this reason it will be anomalous to add profits to income. But profits having once come into existence become a cause of what subsequently ensues; indeed the main-spring of change in the existing economic system"—Keynes.] অর্থাৎ মুনাফা অধিক হইলে উৎপাদন হয় অধিক, উৎপাদন অধিক হইলে অধিক কর্ম্মসংস্থান (employment) হয় ও জনসাধারণের উপার্জ্জন বৃদ্ধি পায়। সাধারণ দামস্তর উহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। অপর পক্ষে মুনাফার হ্রাস ঘটিলে উৎপাদনের হ্রাস ঘটে, উহাতে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া জনসাধারণের আয় কমিয়া যায় এবং দামস্তর কমিয়া যায়।

সমতা ও ন্যূনতম পরিমাণের দিকে প্রবণতা—Tendency to Equality and to a Minimum

সমতা—কোন কোন অর্থনীতিবিদ অভিমত প্রকাশ করেন, ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মুনাফার উদ্ভব ঘটে প্রথমদিকে উহাতে পার্থক্য দেখা

যাইতে পারে বটে কিন্তু ক্রমশঃ মুনাফার হারের পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবশেষে ঐ পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে সমান মুনাফা পরিলক্ষিত হয়। মালিকগণ তাহাদের পুঁজি এবং সংগঠন ক্ষমতা যে বিশেষ কোন একটি শিল্পেই চিরকালের জন্য নিয়োগ করিয়া রাখিবে এইরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। যৌথ পুঁজি কারবারের আওতায় সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ যে একটি বিশেষ শিল্পের অংশপত্রেই (share) তাহাদের পুঁজি অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে সকল সময়েই নিয়োগ করিয়া রাখিবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বস্তুতঃপক্ষে মালিকগণ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ সকল সময়েই অধিক মুনাফার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। কোন একটি শিল্পে নিযুক্ত আঁত্রেপ্রণা যখনই দেখিবে যে তাহার শিল্প অপেক্ষা অপর কোন শিল্পে অধিক মুনাফা অর্জ্জন সম্ভব হইতেছে,—হয় ঐ অপর শিল্পজাত সামগ্রীর কোন কারণে দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে অথবা উৎপাদন খরচা হ্রাস পাইয়াছে,—তাহা হইলে স্বভাবতঃই ঐ আঁত্রেপ্রণা তাহার ক্রিয়াকলাপ ঐ অপর শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন করিবে। এইভাবে যেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক মুনাফা ঘটে সেইখানেই অধিক সংখ্যক আঁত্রেপ্রণার সমাগম ঘটে। ঐ আধিক্যের দরুণ সংশ্লিষ্ট শিল্পে উৎপাদন হইবে অধিক এবং মুনাফা আর পূর্ব্ববৎ থাকিবে না, উহা হ্রাস পাইবে। অপরপক্ষে যে সকল শিল্প হইতে আঁত্রেপ্রণাগণ চলিয়া যায় সেই সকল শিল্পের প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা মুনাফার বৃদ্ধি ঘটাই স্বাভাবিক। এইভাবে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যের মধ্যে আঁত্রেপ্রণার ক্রিয়াকলাপ পরিবর্ত্তনের দ্বারা মুনাফার হারে পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া সমতায় উপনীত হইবার প্রবণতা দেখা যায়।

ন্যূনতম পরিমাণ—সেলিগ্‌ম্যান, ক্লার্ক প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ অভিমত প্রদান করেন যে মুনাফা যথাসম্ভব কম পরিমাণ হইবে এইরূপই প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। মুনাফা হইল এইরূপ বস্তু যাহা স্বীয় পরিমাণের দ্বারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতি কখন ত্বরান্বিত করিবে এবং কখন শিথিল করিবে; উহা কখন অর্থনৈতিক উদ্যম আকর্ষণ করে এবং কখন বিতাড়িত করে। সুতরাং যখনই কোন শিল্পে মুনাফার বৃদ্ধি হয় তখনই নূতন পুঁজি ও ব্যবস্থাপনা ঐ শিল্পে প্রযুক্ত হয়। উহার দ্বারা উৎপাদন বর্দ্ধিত হয় এবং এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে সামগ্রীর দাম হ্রাস অপরিহার্য্য হয় বলিয়া মুনাফারও হ্রাস ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যে ন্যূনতম পরিমাণ মুনাফা থাকিলে তবে আঁত্রেপ্রণাগণ শিল্পের ক্ষেত্রে তাহাদের সংগঠনী ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, প্রকৃত মুনাফা যখনই সেই ন্যূনতম পরিমাণের উপরে উঠিবে তখনই শিল্পের

ক্ষেত্রে নূতন অঁাত্রেপ্রণার প্রবেশ ঘটিবে এবং নূতন সঙ্গতির বিনিয়োগ ঘটিবে। উহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মুনাফার হ্রাস অপরিহার্য্য। উপরোক্ত অর্থনীতিবিদ্গণের মতে প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে মুনাফা নিছক শূন্যেও পরিণত হইতে পারে, যে প্রতিযোগিতায় সামগ্রীর দামের দ্বারা কেবল উৎপাদন খরচাই উসুল হইবে এবং উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকিবে নিছক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রদেয় দাম।

সমালোচনা—মুনাফার এই প্রবণতা সম্পর্কিত অভিমতগুলি বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যথার্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। প্রথমতঃ, বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ মুনাফার উদ্ভব ঘটে, এই অভিমত যাঁহারা প্রদান করেন তাঁহারা একটি নিখুঁত অবস্থার কল্পনা করেন যাহা কল্পনাতীত নহে বটে তবে বাস্তবে রূপায়িতও নহে। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ে মুনাফার হারে তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে পরিবর্ত্তন করা যতটা সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয় বাস্তবক্ষেত্রে ততটা সহজসাধ্য হয় না—উহার বহুপ্রকার কার্য্যকরী অন্তরায় থাকে। অঁাত্রেপ্রণার পক্ষে মুনাফার একটু তারতম্যের দরুণ নিজের পরিচিত শিল্প পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে যাওয়া সকল সময়ে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে না। উপরন্তু এক এক শিল্পে এক একরূপ বিশেষত্বশীল পুঁজি (specialised capital) থাকিতে পারে। এই বিশেষত্বশীল পুঁজিকে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না অথচ উহাকে মুদ্রায় পরিণত করিতে গেলে উহার যথার্থ দাম পাওয়া সম্ভব নাও হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত লাভের জন্য নিশ্চিত লোকসান সহিতে হইবে, উপরন্তু নূতন ব্যবসায় প্রবেশ করিয়া ব্যবসায় সম্পর্ক গড়িয়া তোলাও কষ্টকর। সুতরাং যে শিল্পে অধিক মুনাফা হইতেছে সেই শিল্পে কোন অঁাত্রেপ্রণা নূতন প্রবেশ করিবা মাত্রই সফলতা অর্জ্জন করিবে এবং ঐ শিল্পে নিযুক্ত অঁাত্রেপ্রণাদিগের মুনাফা কমিয়া যাইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণ বিনিয়োগকারীদিগের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে সঠিক মুনাফার তারতম্যের ভিত্তিতে বিনিয়োগের তারতম্য ঘটিবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ বিনিয়োগ মনস্তত্বের (investment psychology) উপরে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিনিয়োগের ধারা যে স্পেক্যুলেশনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয় অন্ততঃ ইহাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, মুনাফার ন্যূনতম পরিমাণের দিকে গতি থাকে এমন কি উহা

শূন্যেও (zero) পরিণত হইতে পারে, এই অভিমত সর্ব্বক্ষেত্রে গ্রাহ্য নহে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন যে মুনাফা কখনই শূন্যে পরিণত হইতে পারে না; সকল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই মুনাফার অস্তিত্ব থাকে। ইহা হইল নিয়মিত মুনাফা (normal profit) এবং এই নিয়মিত মুনাফা সামগ্রীর নিয়মিত যোগান দামের (normal supply price of the commodity) মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। মুনাফা যে ন্যূনতম পরিমাণে পর্য্যবসিত হয় না, তাহা আর একদিক হইতে বিচার করিলেও অনুধাবন করা সম্ভব। সামগ্রীর দাম প্রান্তিক্ উৎপাদকের উৎপাদন খরচার সমান হইয়া থাকে। এই প্রান্তিক্ উৎপাদকের (marginal producer) কোন মুনাফা না থাকিতেও পারে বা থাকিলেও উহা খুবই কম হইতেও পারে। কিন্তু যাহারা আন্তঃ-প্রান্তিক্ উৎপাদক (intramarginal producer)—অর্থাৎ যাহারা প্রান্তিক উৎপাদক অপেক্ষা অধিক দক্ষ তাহারা অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন করিতে সক্ষম এবং সেই কারণে তাহারা অধিক মুনাফা অর্জ্জন করিতেও সক্ষম। বস্তুতঃপক্ষে আঁত্রেপ্রণাগণ নূতন উৎপাদন প্রক্রিয়া অবিষ্কারের প্রচেষ্টা করিয়া এবং নূতন ব্যয়সঙ্কোচ সাধনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া যথাসম্ভব অধিক মুনাফা অর্জ্জনের জন্য নিয়তই সচেষ্ট থাকে। অধিকন্তু মুনাফা যদি সকল সময়ে শূন্যেই (zero) পরিণত থাকে অথবা ন্যূনতম স্তরেই অবস্থান করে তাহা হইলে অর্থনীতিবিদ্‌গণ ব্যবসাচক্র (trade cycle) বলিতে যে অর্থনৈতিক ঘটনাকে বুঝাইয়া থাকেন সেই অর্থনৈতিক ঘটনা কখনই ঘটিতে পারিত না ; অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণ সকল সময় ন্যূনতম থাকিলে কখন মন্দা ও কখনও সমৃদ্ধি, এইরূপ ঘটিতে পারিত না।

মুনাফার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব—Marginal Productivity Theory of Profits

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে মুনাফা হিসাবের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কার্ভার এবং চ্যাপমান এই অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে প্রধান। ইঁহারা বলেন যে মুনাফা হইল শিল্প ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিক এবং এই পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হয় "প্রান্তিক্ নীট উৎপাদনের" দ্বারা। কার্ভার বলেন যে প্রান্তিক্ নীট উৎপাদন হইল, একজন আঁত্রেপ্রণা ব্যতিরেকে সমাজ যে পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে তাহা অপেক্ষা যত অধিক একজন আঁত্রেপ্রণার সাহায্যে সমাজ উৎপাদন করিতে পারে, তাহাই। একজন আঁত্রেপ্রণার দ্বারা প্রাপ্য মুনাফা এইরূপ প্রান্তিক্ নীট উৎপাদনের সমান হইবে।

শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে "প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্বের" প্রয়োগ মার্শাল আর একভাবে করিয়াছেন। তিনি বলেন, শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব পরোক্ষভাবে প্রযুক্ত হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে অবিরত যোগ্য-অযোগ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন চলিতেছে। প্রাকৃতিক এই নির্ব্বাচনে অযোগ্য-দিগের স্থানচ্যুতি ঘটিতেছে। এইভাবে আঁত্রেপ্রণা যেরূপ অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের নিয়োগযোগ্য মাত্রা নির্দ্ধারণ করে, প্রকৃতি বা প্রতিযোগিতার দুর্লজ্ঞ শক্তি সেইরূপ অযোগ্য ব্যবসায়ীকে বাদ দিয়া সফল ব্যবসায়ীকে নির্ব্বাচন করিয়া দেয়।

মুনাফা সম্পর্কে প্রান্তিক্ উৎপাদনক্ষমতার তত্ত্ব একাধিক বিরূপ সমালোচনার অধীন হয়। কোন উৎপাদক উপাদানের মোট যে পরিমাণ পূর্ব্বেই নিয়োজিত থাকে, তাহার সহিত বাড়তি একমাত্রা যোগ করিলে অথবা তাহা হইতে একমাত্রা বাদ দিলে উৎপাদনের মোট পরিমাণ সামান্য একটু বৃদ্ধি পায় অথবা সামান্য একটু হ্রাস পায়, এই বৃদ্ধি ও হ্রাসের পরিমাণ হইবে প্রান্তিক্ উৎপাদন। আঁত্রেপ্রণার যোগান কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন খণ্ডে বিভাজ্য নহে। আঁত্রেপ্রণারূপ উৎপাদক উপাদানটির সামান্য পরিমাণ প্রয়োগ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া এবং উহার দ্বারা মোট উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া উহার প্রান্তিক্ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। একটি শিল্প সংগঠনের মধ্য হইতে আঁত্রেপ্রণা প্রত্যাহার করার অর্থ হইল সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রচেষ্টাটির ধ্বংস—নিছক উৎপাদনের সামান্য কিছু হ্রাস মাত্র নহে। অধিকন্তু চ্যাপম্যান নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "নিয়োগকারীর পারিশ্রমিকের উপর যে শক্তি সমূহ প্রভাব বিস্তার করে তাহারা ক্রিয়াশীল হয় পরোক্ষভাবে এবং অপেক্ষাকৃত ধীরে।" [..."the forces bearing upon the employer's remunerations operate indirectly and more tardily"—Chapman] এই দিক হইতে বিচার করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে আঁত্রেপ্রণার "প্রান্তিক্ নীট উৎপাদন" হিসাব করা অতিশয় দুরূহ।

বর্ত্তমানে অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ আঁত্রেপ্রণার "প্রান্তিক্ নীট উৎপাদন হিসাবের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। মিসেস রবিনসন এবং ক্যা'ন এর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলেন যে প্রান্তিক্ উৎপাদন নিছক সামগ্রীর হিসাবে হিসাব করা যায় অথবা মূল্যের হিসাবে হিসাব করা যায়। কোন একটি বিশেষ শিল্পে একজন বাড়তি আঁত্রেপ্রণার প্রবেশ ঘটিলে অপর শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া যাইতে পারে কারণ অপর শিল্প হইতে উৎপাদক উপাদানসমূহ ঐ আঁত্রেপ্রণার নিকট চলিয়া আসিতে পারে। সেই কারণে বস্তু-হিসাবী প্রান্তিক্

উৎপাদন ক্ষমতার যথার্থ পরিমাপ সম্ভব নহে। কিন্তু আঁত্রেপ্রণার বস্তুগত প্রান্তিক্ উৎপাদনের মূল্য হিসাব করা দুঃসাধ্য নহে। একজন আঁত্রেপ্রণার বাড়তি উৎপাদনের মূল্য হইতে, অপর যে শিল্প হইতে উৎপাদক উপাদান চলিয়া আসিয়াছে তাহার লোকসানের মূল্য বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই হইবে সংশ্লিষ্ট আঁত্রেপ্রণার "মূল্যগত প্রান্তিক্ উৎপাদন।"

মুনাফার হিসাব—Calculation of Profit

মুনাফার মধ্যে সাকুল্য মুনাফা (gross profit) এবং নীট মুনাফা এইরূপ বিভাগ করা হইয়া থাকে। নিছক ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি গ্রহণের জন্য যে উপার্জ্জন তাহা নীট মুনাফা এবং উহা ব্যতীত শিল্পোদ্যোগীর নিজস্ব জমি, পুঁজি ও শ্রম প্রযুক্ত হইলে ঐগুলি বাবদ উপার্জ্জন অন্তর্ভূক্ত করিয়া সাকুল্য মুনাফা হিসাব করা হয়। বিশেষ কোন ব্যক্তির শিল্প প্রচেষ্টা হইতে কত মুনাফা হইয়াছে তাহা হিসাব করা হয় নীট মুনাফার ভিত্তিতে। একজন ব্যক্তি কোন সামগ্রী উৎপাদনে মোট কত পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে; উৎপাদিত সামগ্রীর মোট পরিমাণ বিক্রয় করিয়া কত মুদ্রা সে পাইয়াছে তাহাও হিসাব করিতে হইবে। তাহার মধ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের এবং উহা চালু রাখিবার ব্যয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়—আরও অন্তর্ভূক্ত থাকে শ্রমিকের জন্য প্রদেয় মজুরী, জমির খাজনা এবং অপরের নিকট হইতে সংগৃহীত পুঁজির সুদ, কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয় এবং উৎপাদিত সামগ্রীকে বাজারস্থ করিবার ব্যয়। ব্যক্তিগতভাবে আঁত্রেপ্রণার নিজস্ব ভূমি, পুঁজি ও শ্রম থাকিলে উহা তিনি অপরকে দিলে যে পারিশ্রমিক লাভ করিতে পারিতেন, তাহাও ব্যয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখেন এবং উহা তাঁহার অন্য সূত্র হইতে আয় বলিয়া ধরিয়া রাখেন। এইরূপে তিনি তাঁহার মুনাফার (নীট মুনাফা) হিসাব করেন।

যৌথ পুঁজি কারবারের মুনাফার হিসাবের বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার ক্ষেত্রে নীট মুনাফারূপে যাহা ব্যক্ত করা হয়, তাহা অর্থনীতির বিচারে মূলতঃ সাকুল্য মুনাফা (gross profit)। যৌথপুঁজি কারবারে পুঁজি সংগৃহীত হয় অংশীদারদিগের নিকট অংশ-পত্র বা share বিক্রয় করিয়া এবং বাহির হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া। ঋণ গ্রহণ করা হয় সরাসরিভাবে অথবা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া। ঋণের জন্য প্রদেয় সুদ যথারীতি সুদরূপে ব্যয়ের খাতে ধরা হয় কিন্তু অংশীদারদিগকে যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়—তাহা সুদ এবং মুনাফা এইরূপে ভাগ করা হয় না। অংশীদারগণ যে মুনাফার অংশ পায় তাহার মধ্যে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সুদ নিহিত থাকে—উহা শুধু

ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রাপ্য পারিশ্রমিক নহে, পুঁজি প্রদানের জন্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণও উহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। উপরন্তু যৌথপুঁজি কারবারের নিজস্ব জমি, গৃহাদি থাকিতে পারে, ঐ বাবদ উহার কোন খরচা করিতে হয় না। উহাও মুনাফার তহবিলে জমা হইয়া থাকে। যৌথপুঁজি কারবারের ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে থাকে অপরের নিকট হইতে গৃহাদির জন্য প্রদেয় খাজনা, ঋণ হিসাবে গৃহীত অর্থের জন্য প্রদেয় সুদ, কাঁচা মালের দাম, শ্রমিকদিগের মজুরী, অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের বেতন, সরকারকে প্রদেয় কর, সামগ্রীর বিক্রয় খরচা (marketing cost)। ইহা ব্যতীত ব্যয়ের মধ্যে থাকে যন্ত্রাদি চালু রাখিবার খরচা এবং ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় (depreciation expenses)। উহার আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় বিক্রীত পণ্যের দাম। ঐরূপ আয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ রিজার্ভ ফাণ্ডরূপে পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাই মুনাফা বখ্রা (dividend) রূপে অংশীদারদিগের মধ্যে বণ্টিত হয়।

বুল্ডিং যৌথপুঁজি কারবারের মুনাফা হিসাব করিবার একটি প্রক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বৎসরের মধ্যে পুঁজি মূল্যের যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা মুনাফার হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা বিধেয়। এই হিসাব প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হইল প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে, কোম্পানীর সম্পত্তিও মূল্য উহার ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বৎসরের শেষে যে সম্পত্তি উহার থাকিবে উহার মূল্য কোম্পানীর আয়ের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, কোম্পানী প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে নিজ মালিকানাভূক্ত যে বস্তুসমূহ থাকিবে, তাহা অপরাপর যথার্থ ক্রীত সামগ্রীসমূহের সহিত নিজে ক্রয় করিয়া লইতেছে; উহা হইবে তাহার ব্যয়। মনে করিতে হইবে যে বৎসরের শেষে কারবারটী তাহার মালিকানাভূক্ত সকল সম্পত্তি ও বস্তু এবং তাহার উৎপাদিত, কিন্তু মালিকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত, সকল সামগ্রী নিজের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতেছে; উহার সহিত যোগ করিতে হইবে, তাহার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হইতে লব্ধ নগদ। উহাই হইবে কারবারটির আয়। এই আয় হইতে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় হিসাবকৃত ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্টাংশ হইল কারবারটির মুনাফা।

Questions & Hints

1. What are the different elements that constitute the profit of an entrepreneur's business? (B. A. 1939) [পৃঃ ৩১৩—১৪]

2. How would you define profit ? How would you find out profit according to your definition (a) in the case of private firm and (b) in the case of joint stock company ? (B. A. 1944, '46, '48) [পৃঃ ৩১২ ; ৩২৩—২৪]

3. How does profit differ from other kinds of income ? (B. Com. 1951., 1954) [পৃঃ ৩১৭—১৮]

4. Define normal profit and explain why it is included in the normal cost of production. (B. A. 1954.) [পৃঃ ৩১৫—১৭]

5. Define profits. How would you determine profits in (a) one man business, and (b) joint stock company ? (Cal. B. Com. 1953) [পৃঃ ৩১২ ; ৩২৩—২৪]

6. What are the different elements of profit ? How would you determine profits in the case of (a) individual firms and (b) joint stock companies ? (B. Com. 1956) [পৃঃ ৩১৩ ; ৩২৩—২৪]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মুদ্রা

Money

মুদ্রা ও ইহার কার্য্যকারিতা—Money and its Functions

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিনিময়ের সমধিক প্রসার লাভের দরুণ মুদ্রার উদ্ভব এবং ব্যাপক ব্যবহার হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের পর মুদ্রার মাধ্যমে ঐগুলি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। প্রত্যেক দেশেই সরকারের দ্বারা প্রচলিত এবং আইনের দ্বারা সমর্থিত ধাতুখণ্ড ও কাগজখণ্ড থাকে যেগুলি আইন চালু মুদ্রা (legal tender) রূপে অভিহিত হয়। আমাদের দেশে টাকা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ডলার, ইংলণ্ডের ষ্ট্যার্লিং বা সোভিয়েট রাশিয়ার রুব্‌ল্ এইরূপ আইন চালু মুদ্রা। এই সঠিক আইন চালু মুদ্রা ব্যতীত একাধিক বস্তু আছে যেগুলি মুদ্রার অনুরূপ কার্য্য প্রদান করিয়া থাকে। মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল গ্রহণযোগ্যতা এবং এই গ্রহণযোগ্যতার মধ্য দিয়া ব্যাপকভাবে বিনিময়ের বাহনরূপে ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা। সুতরাং ব্যাপক অর্থে, যাহা কিছু মূল্যের সাধারণ পরিমাপ হিসাবে এবং বিনিময়ের সাধারণ উপকরণ হিসাবে জনসাধারণের দ্বারা অকুণ্ঠিতচিত্তে গৃহীত হয় আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণের অনেকেই তাহাকে মুদ্রারূপে অভিহিত করিবার পক্ষপাতী। মুদ্রার সংজ্ঞা প্রদানে টমাস বলিয়াছেন, "মুদ্রা হইল এইরূপ একটি বস্তু যাহা মূল্যের পরিমাপরূপে এবং অপরাপর সকল সামগ্রীর মধ্যে বিনিময়ের উপকরণরূপে কার্য্য করিবার জন্য সাধারণ সম্মতির দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছে"। ["Money is a commodity chosen by common consent to be a measure of value and a means of exchange between all other commodities"—S. E. Thomas.] সামগ্রী ক্রয় করিয়া মূল্য প্রদান করিবার এবং ঋণ গ্রহণ করিলে উহা পরিশোধ করিবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ উদ্দেশ্যে যে বস্তুর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে তাহাই মুদ্রারূপে গণ্য। রবার্টসন এইরূপ অভিমত প্রদান করিয়া মুদ্রার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। * রবার্টসন বলেন মুদ্রা হইল "যাহা কিছু সামগ্রীর মূল্য

---

* কেয়ার্ণক্রস মুদ্রার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন রবার্টসনের অনুসরণেই। "যাহা কিছু, প্রথা বা আইন অনুযায়ী, বিনা প্রশ্নে সামগ্রী বা কার্য্যের মূল্য প্রদান অথবা

প্রদানের ক্ষেত্রে এবং অপরাপর ব্যবসা হইতে উদ্ভূত বাধ্যকতা মিটাইবার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়া থাকে"। ["Anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of other kinds of business obligations"—Robertson.]

মুদ্রার কার্য্যকারিতা—(১) বিনিময়ের বাহনরূপে (medium of exchange) —বিভিন্ন ব্যক্তি মুদ্রার মাধ্যমে স্ব স্ব উৎপাদিত সামগ্রী বিনিময় করিয়া থাকে; মুদ্রার পক্ষে ইহাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য। অর্থনৈতিক ইতিহাসে একসময় ছিল যখন মুদ্রা ছিল না কিন্তু বিনিময় ছিল; বিনিময় হইত সামগ্রী-গুলির মধ্যে সরাসরিভাবে। ইহাকে বলা হইত সামগ্রী বিনিময় বা বার্টার। সামগ্রী বিনিময় ব্যবস্থার একাধিক ত্রুটি এবং অসুবিধার দরুণ মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী বিনিময়ের বাহন উদ্ভাবনে যত্নশীল হইয়াছিল, তদ্দ্বারাই মুদ্রা ব্যবহারের উদ্ভব এবং প্রসার ঘটিয়াছে। একজন ব্যক্তি কতিপয় মুদ্রা লইয়া তাহার সামগ্রী বিক্রয় করিয়া দেয়, সে জানে প্রত্যক্ষভাবে সে এই মুদ্রা ব্যবহার করিতে পারে না —মুদ্রা পরিধেয়ও নহে, খাদ্যও নহে। তবুও তাহার পক্ষে উহা গ্রহণ করিবার কারণ হইল যে সে জানে তাহার ভোগকার্য্যের জন্য সকল প্রকার সামগ্রী মুদ্রার সাহায্যে অনায়াসেই লাভ করিতে পারা যায়। এইরূপে মুদ্রা বিশেষত্বশীল উৎপাদনে বিশেষ-ভাবেই সহায়তা করে। কারণ "মানুষ তখনই বিশেষত্বশীল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে যখন তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর সীমাবদ্ধ সমষ্টির বিনিময়ে তাহারা ভোগ করিতে ইচ্ছা করে এইরূপ বহু বিচিত্র সামগ্রী দ্রুত এবং সুবিধাজনকভাবে লাভ করিতে পারে।"—(কেয়ার্ণক্রস্) *

(২) মূল্যের সাধারণ পরিমাপরূপে ক্রিয়া (measure of value)—মুদ্রার সাহায্যে বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য পরিমাপ করা হইয়া থাকে।

ঋণের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে গৃহীত হইয়া থাকে বাস্তব ক্ষেত্রে তাহাই হইল মুদ্রা" ["Money is in fact, anything which by custom or law, is generally acceptable without question in payment for goods and services or in final settlement of debt'—Cairncross]

* Men will specialise......only if the limited range of goods which they produce can be exchanged quickly and conveniently for the much wider variety of goods which they wish to consume."—Cairncross.

বিনিময়ের কার্য্য মাত্রেই দুইটী সামগ্রীর মূল্যের পরিমাপ করা প্রয়োজন হয়—আপেক্ষিক মূল্য তুলনা করিয়া, বিনিময় কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সমীচীন হইবে কিনা তাহা বিচার করিবার জন্যই এই পরিমাপের প্রয়োজন ঘটে। মূল্যের সাধারণ পরিমাপরূপে কার্য্য করিয়া, এ বিষয়ে মুদ্রা বিশেষ উপকারিতা প্রদর্শন করে। মুদ্রার ব্যবহার না থাকিলে একটি সামগ্রী পৃথিবীর যত বিভিন্ন সামগ্রীর বিভিন্ন পরিমাণের সহিত বিনিময় করা যায়, উহার মূল্য হিসাব করিতে গেলে তত বিভিন্ন সামগ্রীর বিভিন্ন পরিমাণের সম্পূর্ণ তালিকা মুখস্ত করিয়া রাখিতে হইবে। এই কঠিন প্রয়োজনীয়তার হাত হইতে মুদ্রা মানুষকে অব্যাহতি দিয়াছে। গজ ফুট যেরূপ দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপিবার সাধারণ পরিমাপ মুদ্রা সেইরূপ বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য হিসাবের সাধারণ পরিমাপ। মুদ্রার সাহায্যে সেই কারণে যে কোন সামগ্রীর মূল্য অক্লেশে হিসাব করা যায় এবং যে কোন দুইটী সামগ্রীর মূল্য অক্লেশে তুলনা করা যায়। সেইজন্য একজন ব্যক্তি তাহার উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময়ে তাহার প্রয়োজনীয় অপরাপর সামগ্রী কত পরিমাণে পাইবে মুদ্রার পরিমাপের দ্বারা তাহা সে পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া লইতে পারে।

(৩) ভবিষ্যৎ মূল্য প্রদানের মানরূপে ক্রিয়া (standard of deferred payment)—মুদ্রা শুধু যে দামের পরিমাপ তাহাই নহে উহা ঋণেরও পরিমাপ—ঋণকেই ভবিষ্যতে প্রদেয় মূল্যরূপে অভিহিত করা হয়। ঠিক যেরূপ মূল্যের সাধারণ গ্রাহ্য পরিমাপের অস্তিত্ব না থাকিলে সামগ্রীর লেন-দেন কার্য্য দুরূহ হইত ঠিক সেইরূপ ঋণের সাধারণ পরিমাপ ব্যতীত ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান হইত খুবই জটিল। মুদ্রা এরূপ একটী বস্তু যাহার দ্বারা ঋণের পরিমাপ করা সহজসাধ্য হয়, সেই কারণে কর্জ্জ প্রদান ও গ্রহণের কার্য্য বিশেষ সুসাধ্য হইয়াছে। দেনা-পাওনার লেন-দেন যদি মুদ্রার মাধ্যমে হয় তাহা হইলে ঋণ গ্রহণের সময়ে একব্যক্তি যে পরিমাণ মূল্যের সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছিল ঋণ পরিশোধের সময় সে সমপরিমাণ মূল্য প্রত্যর্পণ করিতে পারে। উপরন্তু মুদ্রার দরুণই পুঁজি-বাজারের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে; সামগ্রীর বাজারে যেরূপ সামগ্রীর লেন-দেন হয়, পুঁজির বাজারে সেইরূপ ঋণের লেন-দেন হইয়া থাকে। এইরূপ পুঁজির বাজারের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়াই আধুনিক যুগের বিশেষত্বশীলতা এবং বৃহৎ পরিধির উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

(৪) মূল্যবান সামগ্রীর সঞ্চয়রূপে ক্রিয়া (store of value)—সাধারণ উপার্জ্জনকারী বর্ত্তমানের উপার্জ্জনের সম্পূর্ণ পরিমাণই ভোগ করে না। উহা হইতে কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সে সচেষ্ট হয়। সকল প্রকার

ব্যয়ই বর্ত্তমানের ব্যয় নহে, ভবিষ্যতে নির্ব্বাহযোগ্য বহু প্রকার ব্যয়ও থাকে। কোন কোন ব্যয় আমরা পূর্ব্ব হইতে কল্পনা করি, কোন কোন ব্যয়ের প্রয়োজন অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ভূত হইতে পারে বলিয়া ধরিয়া লই। এই সঞ্চয় কার্য্যে মুদ্রা বিশেষ সহায়তা করে। সাধারণ সামগ্রীর সঞ্চয় করিলে ঐ সঞ্চিত মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণ সামগ্রীর তুলনায় মুদ্রা হইল অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বস্তু; সুতরাং সঞ্চিত মূল্য যদি সামগ্রীর আকারে না রাখিয়া মুদ্রার আকারে রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা দীর্ঘ সময় যাবৎ রক্ষিত হইতে পারে।

মুদ্রার প্রকার ভেদ—Classification of Money

(১) **মান মুদ্রা** (Standard money)—মান মুদ্রা হইল সেই প্রকার মুদ্রা যাহার উপরে লিখিত মূল্য (face value) এবং অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value) সমান, যাহার মাধ্যমে সকল ব্যক্তি আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে, যাহার অনুপাতে দেশের অপর সকল মুদ্রার বিনিময় মূল্য ধার্য্য থাকে এবং যাহা অসীম আইন চালু। উপরিভাগে লিখিত মূল্য এবং অন্তর্নিহিত মুল্য সমান বলিতে বুঝায় যে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করিলে উহার যে দাম, যে বস্তুর দ্বারা উহা নিৰ্ম্মিত সেই বস্তু হিসাবে বিক্রয় করিলেও উহার সেই দাম। দেশের মধ্যে অন্যান্য যে সকল মুদ্রা থাকে তাহাদের মূল্য, অর্থাৎ বিনিময়যোগ্যতা, এই মুদ্রার হিসাবেই নির্দ্ধারিত। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে যে-ব্যক্তি যত মূল্যেরই দ্রব্য ক্রয় করুক ঐ মূল্যের সমস্তটাই সে এই মুদ্রার সাহায্যে পরিশোধ করিতে পারে। বিক্রেতা এই মুদ্রা যে কোন পরিমাণেই লইতে বাধ্য। পাউণ্ড ষ্টার্লিং, ডলার প্রভৃতি এইরূপ মানমুদ্রা। বর্ত্তমান মানমুদ্রার বিচারে, উহা যে অপর সকল মুদ্রার সাধারণ পরিমাপ —এই বৈশিষ্ট্যের উপরেই সমধিত গুরুত্ব আরোপ করিতে পারা যায়!

(২) **প্রতিনিধিমূলক মুদ্রা** (Representative money)—প্রতিনিধিমূলক মুদ্রা হইল সেই মুদ্রা যাহা প্রকৃত মুদ্রার সহিত সমান মূল্য-সম্পন্ন অথচ উহার সহিত সমান-মর্য্যাদা সম্পন্ন নহে। স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ সার্টিফিকেট (gold certificate) প্রচলন করিলে, প্রতিনিধিমূলক মুদ্রার প্রচলন হইল বলা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী স্বর্ণ জমা রাখিয়া উহার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ সার্টিফিকেট প্রচলন করিত—এইগুলি প্রতিনিধিমূলক মুদ্রা।

* "মুদ্রার ব্যবহারে চার কাজ হয় "Money is a matter of functions four বাহন ও পরিমাপ, মান, সঞ্চয়"। "A medium, a measure, a standard, a store."

(৩) **কর্জ্জ মুদ্রা** (Credit money)—কর্জ্জ মুদ্রা হইল সেই মুদ্রা যাহার বিনিময়ে মানমুদ্রা লাভ করিতে পারা যায় এবং যাহার প্রচলন নির্ভর করে প্রচলনকারী কর্তৃপক্ষের উপর জনসাধারণের আস্থার উপরে। কর্জ্জমুদ্রা প্রচলন করিলে প্রচলনকারীকে সমমূল্যের মানমুদ্রা রিজার্ভ রাখিতে হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে সমমূল্যের না হইলেও কর্জ্জমুদ্রাকে মানমুদ্রায় পরিণত করিতে পারা যায় এরূপ পরিমাণ মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

(৪) **সরকারী নোট** (Government notes)—সরকার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মানমুদ্রার সহিত সমমূল্যের কাগজী নোট ছাপাইতে পারে। আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে একাধিক দেশের সরকার এইরূপ নোট প্রচলন করিত। ফেয়ারচাইল্ড প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ সরকারী নোটের সংজ্ঞা প্রদানে বলিয়াছেন; "চাহিবামাত্রই বাহককে মানমুদ্রা অথবা অপর কোন মুদ্রা প্রদান করিবার সরকারী প্রতিশ্রুতিই হইল সরকারী নোট"। ["Government note is the Government's promise to pay standard money or some other kind of money to the bearer on demand"—Fairchild, Furniss and Buck.]

(৫) **ব্যাঙ্ক নোট** (Bank notes)—ব্যাঙ্ক নোট হইল সরকারী নোটের অনুরূপ কাগজী মুদ্রা তবে কোন ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রচলিত। চাহিবামাত্রই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবার ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইল ব্যাঙ্ক নোট। এক সময় ছিল যখন যে কোন সাধারণ ব্যাঙ্কই এইরূপ নোট প্রচার করিত; বর্ত্তমান কালে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নোট প্রচলন করিবার অধিকারী থাকে এবং এই নোট সরকার আইন চালুরূপে ঘোষণা করিয়া সমর্থন করিয়া থাকেন।

(৬) **হুকুম মুদ্রা** (Fiat Money)—হুকুম মুদ্রা বলিতে বুঝায় অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা, যাহার বৈধতা সম্পূর্ণরূপেই রাষ্ট্রের হুকুমের উপর নির্ভরশীল। যে সকল কাগজী মুদ্রা মানমুদ্রাতে পরিশোধনীয় তাহাদের বৈধতা বা প্রচলন যোগ্যতা বহুপরিমাণে ঐ পরিবর্ত্তনযোগ্যতার উপরে নির্ভরশীল, কারণ উহার দ্বারাই জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিতে পারা যায়। অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার কোন নিজস্ব মূল্য নাই, স্বীয় সুবিধার জন্য রাষ্ট্র ইহার বাধ্যতামূলক গ্রহণযোগ্যতার বিধান দেয় এবং সেই কারণে উহার প্রচলন থাকে।

(৭) **নিদর্শক মুদ্রা** (Token Money)—নিদর্শক মুদ্রা হইল সেই মুদ্রা যাহার নিছক বস্তু হিসাবে যে মূল্য তাহা অপেক্ষা উপরিভাগে লিখিত মূল্য অর্থাৎ

বিনিময় মূল্য অধিক। এইরূপ মুদ্রার মূল্য অর্থাৎ অপরাপর সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপেই মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করে।

আইন চালু মুদ্রা—সসীম ও অসীম—Legal tender,—Limited and Unlimited

একাধিক বস্তু আছে যেগুলি বিনিময়ের বাহনরূপে ক্রিয়া করিতে পারে এবং মুদ্রার ব্যাপক সংজ্ঞার দ্বারা উহাকে মুদ্রারূপে গণ্য করিতে পারা যায়। কিন্তু কেহই তাহার সামগ্রী বিক্রয় করিয়া অথবা অপর কোন প্রাপ্য গ্রহণের কালে এই ধরণের মুদ্রা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। এই ধরণের মুদ্রা হইল আইন নিরপেক্ষ (non legal tender)। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিবিধ মুদ্রা থাকে যেগুলি রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের বিক্রীত সামগ্রীর বিনিময়ে অথবা কোনরূপ ঋণ পরিশোধ গ্রহণের সময়ে গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকে। রাষ্ট্রের আইন নাগরিকদিগের উপর এই বাধ্যকতা আরোপ করে। এই পর্য্যায়ের মুদ্রাকে বলা হয় আইন চালু (Legal Tender money)। চেক হইল আইন নিরপেক্ষ এবং নোট, টাকা, আধুলী, সিকি প্রভৃতি হইল আইন চালু মুদ্রা।

যে মুদ্রা আইন চালু, কিন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অবধি, তাহা হইল সসীম আইন চালু মুদ্রা (limited legal tender); যথা আনি, দুয়ানি, সিকি ১৬ আনা অবধি আইন চালু। অপর পক্ষে যে মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা অসীম আইন চালু (unlimited legal tender); যথা, টাকা।

কাগজী মুদ্রা—পরিশোধনীয় ও অপরিশোধনীয়—Paper Money—Convertible and Inconvertible

মুদ্রা ব্যবহারের প্রথম যুগে, মুদ্রা বলিতে কেবল ধাতু মুদ্রাই বুঝাইত; বর্ত্তমানে মুদ্রা সমষ্টির মধ্যে কাগজী মুদ্রার স্থান লাভ ঘটিয়াছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে এই স্থানই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র যেরূপ ধাতুমুদ্রা প্রচার করে সেইরূপ কাগজী মুদ্রাও প্রচার করিতে পারে; আবার রাষ্ট্র ব্যতীত আরও এক পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠান আছে যাহা দ্বারা কাগজী মুদ্রা প্রচারিত হয়, উহা হইল দেশের মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্যোগ আয়োজনে স্থাপিত অথবা বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

যে কোন ব্যক্তি মুদ্রা প্রচারক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কাগজী মুদ্রা উপস্থাপিত করিলে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে যদি ঐ কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে সমমূল্যের ধাতু বা ধাতুমুদ্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত থাকে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কাগজী মুদ্রা পরিশোধনীয়

(convertible) রূপে গণ্য হয়। প্রথম যখন কাগজী মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল তখন স্বভাবতঃই জনসাধারণ উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না—কাগজী মুদ্রা প্রচারক প্রতিষ্ঠানকে উহার পরিবর্ত্তে যখন যাহার প্রয়োজন তাহাকে ধাতু-মুদ্রা প্রদান করিয়া কাগজী মুদ্রার উপর আস্থা অর্জ্জন করিয়া লইতে হইত। কালক্রমে যখন উপলব্ধি করা হইল যে কাগজী মুদ্রাকে নিছক ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্ত সামগ্রীরূপেই নহে, ধাতুর ব্যয়সঙ্কোচমূলক উপকরণরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তখন কাগজী মুদ্রার পিছনে ধাতু মুদ্রার সমর্থন রাখিবার প্রথা প্রত্যাহারের প্রয়োগ পরীক্ষা (experiment) হইল এবং ঐ প্রয়োগ পরীক্ষা হইতে অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার (Inconvertible Paper Money) উদ্ভব হইল। মুদ্রার প্রকৃত ভিত্তি হইল জনসাধারণের আস্থা, ধাতুর প্রতি নিছক বালকসুলভ আকর্ষণ নহে,—ইহা যতই উপলব্ধি হইতে লাগিল অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ততই প্রসার লাভ ঘটিল। যে কাগজী মুদ্রাকে ধাতু মুদ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ অঙ্গীকারবদ্ধ না থাকেন, তাহাই "অপরিশোধনীয়" কাগজী মুদ্রারূপে গণ্য।

কাগজী মুদ্রার গুণাগুণ—Merits and Demerits of Paper Money

গুণ ঃ (১) বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সামগ্রীকে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য পরীক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে,—কোথাও বলদ, কোথাও ছাগচর্ম্ম, কোথাও চা, কোথাও কড়ি, কোথাও লবণ ইত্যাদি। এইরূপ পরীক্ষা হইতেই সভ্য সমাজে মুদ্রারূপে ধাতুর ব্যবহারের উদ্ভব ঘটে—কারণ মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইবার ইহার কতিপয় বিশেষ গুণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, যথা বহন যোগ্যতা (portability), অভিজ্ঞেয়তা (cognisability), আত্মগুণ্য (homogeneity) তাড়নবর্দ্ধনীয়তা (malleability)। কাগজী মুদ্রার গুণ হইল যে যে-সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য মুদ্রারূপে ধাতুর ব্যবহার হইয়াছে সেই সকল বৈশিষ্ট্য আরও অধিক পরিমাণে কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

(২) ধাতু মুদ্রা অপেক্ষা কাগজী মুদ্রার ব্যবহার অধিক ব্যয়সঙ্কোচজনক (economical)। কাগজী মুদ্রার প্রচলন থাকিলে মুদ্রা-কর্তৃপক্ষ মূল্যবান ধাতু সংগ্রহের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করে—ইহাতে মুদ্রা প্রচলনের খরচা অনেক কমিয়া যায়। অধিকন্তু মূল্যবান ধাতুর ক্রমাগত ব্যবহার হইতে যে ক্ষয় ঘটে, সমাজ সেই ক্ষয়ের হাত হইতেও নিস্তার পায়। অবশ্য কাগজী মুদ্রা যদি পরিশোধনীয়

(convertible) হয়, তাহা হইলে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষকে সকল সময়েই পরিশোধনীয়তা বজায় রাখিবার জন্য ধাতু মুদ্রা লইয়া প্রস্তুত থাকিতে হয়—এক্ষেত্রে ধাতুমুদ্রার কিছু ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা লাভ ঘটে পরিপূর্ণ।

(৩) মুদ্রার ব্যবহার মূলতঃ বিনিময়ের বাহন রূপে। বিনিময়ের পরিমাণ দেশের মধ্যে যতই বৃদ্ধি পায়, মুদ্রার প্রয়োজনও ততই বৃদ্ধি পায়। দেশের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের যতই প্রসার লাভ হইবে বিনিময় কার্য্যের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই অনুপাতে মুদ্রার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ যদি বর্দ্ধিত করিতে না পারা যায় তাহা হইলে উহা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইবে। কাগজী মুদ্রার গুণ হইল যে প্রয়োজন অনুযায়ী উহার পরিমাণ সহজেই বৃদ্ধি করিতে পারা যায়—কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া বাহির করা অল্প ব্যয় সাপেক্ষ। এক্ষেত্রেও পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা অপেক্ষা অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার সুবিধা অধিক, কারণ কিছু পরিমাণে অতিরিক্ত ধাতু সংগ্রহ না করিলে পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা অতিরিক্ত পরিমাণে ছাপা সম্ভব নহে। অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার পরিমাণ ধাতু নিরপেক্ষ ভাবেই বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়।

অপগুণ ঃ (১) বিদেশ হইতে আমরা যে সকল সামগ্রী ক্রয় করি উহার দরুণ বৈদেশিকদিগকে মূল্য প্রদান করিতে হয়; কাগজী মুদ্রার দ্বারা এই মূল্য প্রদান করা দুরূহ। অবশ্য কাগজী মুদ্রা এবং ধাতুমুদ্রা—এই দুইটির মধ্যে কোনটিই বিদেশে মুদ্রা হিসাবে চলিবে না, কিন্তু ধাতুমুদ্রার সুবিধা হইল, মুদ্রা হিসাবে না হইলেও অন্ততঃ ধাতু হিসাবে উহার একটি মূল্য থাকে এবং বৈদেশিকদিগকে ধাতু-মুদ্রা দিয়া সেই কারণে সহজেই মূল্য প্রদান করা সম্ভব হয়। পরিশোধনীয় কাগজী-মুদ্রার ক্ষেত্রে এই অসুবিধার স্বল্পতা এবং অপরিশোধনীয় কাগজীমুদ্রার ক্ষেত্রে উহার আধিক্য সহজেই অনুমেয়। তবে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার বিশেষত্বশীল পদ্ধতির উদ্ভব ও আবিষ্কারের সহিত কাগজীমুদ্রার বৈদেশিক মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে বলা চলে।

(২) কাগজ মুদ্রণ করিয়া অতিরিক্ত কাগজীনোট ছাপা সহজসাধ্য বলিয়া সামান্য অসুবিধা বোধ হইলেই অতিরিক্ত কাগজ ছাপাইয়া অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টি করিবার একটি সহজ প্রলোভন থাকে। দেশের মধ্যে প্রাপ্তব্য সামগ্রীর তুলনায় মুদ্রার পরিমাণ যদি অতিরিক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে জিনিসপত্রের দাম অহেতুক বৃদ্ধি পাইয়া অসুবিধা সৃষ্টি হয়। পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের

উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকে, কিন্তু অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ কিছুই থাকে না।

গ্রেশামের নিয়ম—Gresham's Law

ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে সার্ টমাস্ গ্রেশাম ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং অদ্যাপি বিদ্যমান রয়েল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। এলিজাবেথের পিতা অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে, নানাকারণে ইংলণ্ডের ধাতু মুদ্রাগুলি নিকৃষ্ট হইয়া যায়। নিকৃষ্ট মুদ্রার অস্তিত্ব উদীয়মান জাতির পক্ষে অসম্মানজনক মনে করিয়া এলিজাবেথ ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ নূতন মুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়া বাজারে ছাড়িলেন। কিন্তু যতই তাঁহারা নূতন মুদ্রা ছাড়িলেন ততই দেখা গেল, বাজারে চলিতেছে সেই পুরাতন মুদ্রাগুলিই, নূতন মুদ্রাগুলি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাঁহারা স্যার টমাস গ্রেশামের পরামর্শ চাহিলে, গ্রেশাম তাঁহার প্রদত্ত বিবরণীতে আলোচ্য নিয়মটি ব্যাখ্যা করেন—সেই কারণে ইহা গ্রেশামের নিয়মরূপে পরিচিত।

গ্রেশামের নিয়মের তাৎপর্য্য হইল কোন একটি দেশের মুদ্রা সমষ্টির মধ্যে যদি গুণের ভিত্তিতে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট এইরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তাহা হইলেই কিছু কালের মধ্যেই দেখা যাইবে যে উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলি প্রচলন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র নিকৃষ্ট মুদ্রাগুলিই দৈনন্দিন লেনদেনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। যখনই উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং নিকৃষ্ট মুদ্রা পাশাপাশি অবস্থান করিবে, তখনই নিকৃষ্ট মুদ্রার অবস্থান হইবে স্থায়ী এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রার অবস্থান হইবে অস্থায়ী। যেন প্রতীয়মান হয় নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে প্রচলন হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে। এই নিয়মটির পরিচয় প্রদানে অধ্যাপক **যাইড** বলেন "দুই প্রকারের আইন সঙ্গত মুদ্রা প্রচলিত আছে এরূপ প্রত্যেক দেশেই নিকৃষ্ট মুদ্রা সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়িত করে"। ["...In every country where two kinds of legal money are in circulation bad money always drives out good"—Gide.]

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা

(১) দুইটী সমমূল্যের ধাতু মুদ্রার মধ্যে একটি যদি নূতন চক্‌চকে এবং ওজনে সমান থাকে এবং আর একটী যদি পুরাতন হইবার দরুণ এবং বহুবার ব্যবহৃত হইবার দরুণ ময়লা এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে প্রথম মুদ্রাটি উৎকৃষ্ট এবং দ্বিতীয় মুদ্রাটি নিকৃষ্টরূপে গণ্য হয়।

(২) অনুরূপভাবে দুইটি সমমূল্যের কাগজীমুদ্রার মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট এবং অপরটি নিকৃষ্টরূপে গণ্য হইতে পারে। যে কাগজীমুদ্রা নূতন এবং পরিষ্কার তাহা উৎকৃষ্ট এবং যেটী পুরাতন এবং ময়লা তাহা নিকৃষ্ট।

(৩) সমমূল্যের কাগজী মুদ্রা এবং ধাতু মুদ্রার মধ্যে উৎগুষ্ট নিকৃষ্ট ভেদের উদ্ভব হইতে পারে। ধাতু মুদ্রার তুলনায় কাগজী মুদ্রা যখন মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় (depreciate) তখন ধাতু মুদ্রাটি উৎকৃষ্ট মুদ্রারূপে গণ্য হয় এবং কাগজী মুদ্রাটি নিকৃষ্ট মুদ্রায় পরিণত হয়। মুদ্রার প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া যদি মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ কাগজী মুদ্রা অতিরিক্ত পরিমাণে ছাপাইয়া ফেলে তাহা হইলে, অন্যান্য সামগ্রীর সহিত মূল্যবান ধাতুরও দাম বাড়িয়া যায়; ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে, কাগজী মুদ্রার তুলনায় ধাতুমুদ্রা অধিক আকর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়।

(৪) "দ্বিধাতুমান" (Bimetallism) এর মধ্যে, বাজার রেশিও (market (ratio) এবং টেঁকশাল রেশিওর (Mint ratio) ভিতর অসমতা উপস্থিত হইলে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভেদ উদ্ভূত হইতে পারে। দ্বিধাতুমানের মধ্যে বাজার রেশিও ও টেঁকশাল রেশিওর পার্থক্য ঘটিলে একটি মুদ্রা হইবে অধিক মূল্য আরোপিত (over valued) এবং অপরটি হইবে অল্প মূল্য আরোপিত (under valued)। অধিক মূল্য আরোপিত মুদ্রা হইবে নিকৃষ্ট এবং অল্প মূল্য আরোপিত মুদ্রা হইবে উৎকৃষ্ট। *

উৎকৃষ্ট মুদ্রা অন্তর্হিত হইবার পদ্ধতি :

(১) **ওজন হিসাবে বিক্রয়**—ধাতুর মূল্যে উৎকৃষ্ট মুদ্রা বিক্রীত হইতে পারে। উৎকৃষ্ট মুদ্রা গলাইলে, নিকৃষ্ট মুদ্রার তুলনায় অধিক ধাতু পাওয়া যায়, সুতরাং অনেক সময়ে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যখন ধাতুমুদ্রাকে মুদ্রারূপে ব্যবহার না করিয়া ধাতুরূপে বিক্রয় করা অধিক লাভজনক হইবে। এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে, উৎকৃষ্ট মুদ্রাকেই গলানো হইবে, নিকৃষ্ট মুদ্রাকে নহে; নিকৃষ্ট মুদ্রা পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে।

(২) **সঞ্চয়**—সঞ্চয় করিতে হইলে, উৎকৃষ্ট বস্তু দিয়াই সকলে সঞ্চয় করে, নিকৃষ্ট বস্তু দিয়া কেহই সঞ্চয় করিতে চাহে না। সুতরাং যাহারা মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা উৎকৃষ্ট মুদ্রাই সঞ্চয় করিবে নিকৃষ্ট মুদ্রা সঞ্চয় করিবে না।

* এই বিষয়টী যথাযথ অনুধাবনের জন্য নিম্নে "দ্বিধাতুমান" (Bimetallism) সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(৩) **লোকসানের সম্ভাবনা পরিহার**—কাহারও নিকট নিকৃষ্ট মুদ্রা আসিলেই সে লোকসানের সম্ভাবনায় অল্প বিস্তর ভীত হয় ; এই লোকসানের সম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্য সে প্রথম সুযোগেই কোন না কোন মূল্য প্রদানের সময়ে নিকৃষ্ট মুদ্রা অপর কাহারও নিকট চালাইয়া দেয়। উৎকৃষ্ট মুদ্রায় লোকসানের সম্ভাবনা নাই বলিয়া উহা ধরিয়া রাখিতে পারে।

(৪) **বিদেশীদিগকে প্রদান**—প্রত্যেক দেশের লোকেই বিদেশীদিগের নিকট হইতে সামগ্রী বা কার্য্য ক্রয় করে এবং উহার দরুণ মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকে। বিদেশীগণ কাগজী মুদ্রা গ্রহণ করে না। একমাত্র ধাতু মুদ্রাই গ্রহণ করে। ধাতু-মুদ্রার মধ্যে আবার তাহারা নিকৃষ্ট ধাতু মুদ্রা গ্রহণ করিবে না, কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট ধাতু-মুদ্রাই গ্রহণ করিবে, কারণ বিদেশীগণ ধাতু মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারে মুদ্রা হিসাবে নহে, ধাতু হিসাবে। তাহাদের দেশে মুদ্রা হিসাবে উহার কোনই মূল্য থাকিতে পারে না, যেটুকু মূল্য ধাতু হিসাবেই।

ইহার ক্রিয়াশীলতার প্রতিকূল অবস্থা—গ্রেশামের নিয়ম সাধারণতঃ ক্রিয়া করে কিন্তু সকল সময়ে এবং সর্ব্ব অবস্থাতেই ইহা যে অভ্রান্তরূপে ক্রিয়া করিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বিশেষ করিয়া দুইটী ক্ষেত্রে গ্রেশামের নিয়মের ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হয়। পাওনাদার ব্যবসায়ীগণ যদি ব্যাপকভাবে নিকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট মুদ্রা যাহারা ধরিয়া রাখিবে তাহারা উহা বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন সূত্রে হয় পাওনাদার অথবা ব্যবসাদার ; সুতরাং পাওনাদার ও ব্যবসায়ীগণ নিকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যেই এই অস্বীকৃতি ধ্বনিত হইবে ; সে ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, উভয় মুদ্রারই প্রচলন থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিসরের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একটি ন্যূনতম পরিমাণে মুদ্রাসমষ্টির প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র নিকৃষ্ট মুদ্রার সংখ্যা যদি এই ন্যূনতম মুদ্রা সংখ্যা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে ব্যবসা বাণিজ্য চালু রাখিবার জন্য জনসাধারণ নিকৃষ্ট মুদ্রার সহিত উৎকৃষ্ট মুদ্রা ব্যবহার করিতে বাধ্য থাকিবে। শুধু প্রয়োজনীয় মুদ্রা সংখ্যার দিক হইতেই নহে, আরও একদিক হইতে এই বিষয়টির বিচার প্রয়োজন। নিকৃষ্ট মুদ্রা যদি অতিশয় নিকৃষ্ট হয়,—যাহাতে উহার দ্বারা ব্যবসায় চলিতে পারে না,—তাহা হইলে নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়িত না করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইবে। কেয়ার্ণক্রস বলেন এই নিয়মটি ততক্ষণ অবধি কার্য্যকরী থাকে যতক্ষণ অবধি না নিকৃষ্ট মুদ্রা এতই নিকৃষ্ট হয় যাহাতে উহা ব্যবসায়ের লেনদেন

অসম্ভব করিয়া তুলে। তিনি জার্ম্মানীর ১৯২৩ সালের মুদ্রা-স্ফীতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে ঐ সময়ে বিদেশের নূতন মুদ্রার দ্বারা দেশীর নিকৃষ্ট মুদ্রাই বরং বিতাড়িত হইতেছিল। *

মুদ্রা মূল্যের অর্থ—Meaning of Value Money

মুদ্রার দ্বারা অপরাপর সামগ্রী ক্রয় করা হয়—অপরাপর সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতার মধ্যেই মুদ্রা ব্যবহারের সার্থকতা নিহিত। সুতরাং মুদ্রার মূল্য নির্ভর করে মুদ্রার অপরাপর সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতার উপরে। একমাত্রা মান মুদ্রার (one unit of standard money) বিনিময়ে অন্যান্য সামগ্রী যে পরিমাণে পাওয়া যাইবে তাহাই মুদ্রার মুল্যরূপে বিবেচ্য। "রুটি বা বস্ত্র, এইরূপ অন্য যে কোন জিনিষেরই মূল্য বলিতে যাহা বুঝি, মুদ্রার মূল্য বলিতেও ঠিক তাহার অনুরূপ কিছুই বুঝি—অর্থাৎ সাধারণ যে সামগ্রীগুলি একমাত্রা মুদ্রার বিনিময়ে প্রদত্ত হইবে"। ["By the value of money we mean somethtng exactly analogous to what we mean by the value of anything else, say bread or cloth ; that is to say, we mean the amount of things in general which will be given in exchange for a unit of money"—Robertson.)

দামস্তর ও মুদ্রামূল্য—Price level and Value of Money

মুদ্রার বিনিময়ে যে সকল সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয়, তাহাদের দামের উপরেই মুদ্রার মূল্য নির্ভরশীল। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কোন একটি দুইটি সামগ্রীর দামের উপর মুদ্রা মূল্যের নির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হয় না, কারণ মুদ্রা দুই একটি সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ে ব্যবহৃত হয় না। আধুনিক যে কোন জনসমষ্টির মধ্যে সকল সামগ্রীই মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। অথচ সকল সামগ্রীর দাম একই রূপ নহে ; দাম পরিবর্ত্তন হইলে সকল সামগ্রীর দাম একইরূপে পরিবর্ত্তন হয় না। সেই জন্য আমরা মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য সাধারণ সামগ্রীগুলির পড়পড়তা দাম (average price) বাহির করি। বিভিন্ন সামগ্রীর দাম যোগ করিয়া উহাকে সামগ্রীর সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল যাহা দাঁড়ায়, তাহাই

*"This law...is true only so long as the bad money is not so bad that it makes business dealings practically impossible. In the German inflation of 1923, for example, it was these depreciated notes that began to be driven out of circulation by good foreign money." Cairncross.

হইল সামগ্রীগুলির গড়পড়তা দাম। এই গড়পড়তা দামই দামস্তর (price level) রূপে পরিচিত। দামস্তরে পরিবর্ত্তন হইলে মুদ্রা মূল্যের পরিবর্ত্তন হইবে ; দামস্তরের পরিবর্ত্তন হইবার অর্থই হইল সমপরিমাণ মুদ্রার দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অথবা অল্প সামগ্রী কিনিতে পারা যাইবে। মুদ্রা মূল্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা তাহা দামস্তরের পরিবর্ত্তনের দ্বারাই বিচার্য্য। দামস্তর বর্দ্ধিত হইলে মুদ্রামূল্য হ্রাস পায় এবং দামস্তর হ্রাস পাইলে মুদ্রা মূল্য বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় আমাদের দেশে এক্ষণে দামস্তর অনেক অধিক,—ইহার অর্থ হইল মুদ্রা-মূল্য এক্ষণে কম। দামস্তর যখন হ্রাস পাইবে, তখন মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি পাইবে। মুদ্রার মূল্য যখন হ্রাস পায়, তখন উহাকে বলা হয় depreciation (মুদ্রামূল্য হ্রাস) এবং মুদ্রার মূল্য যখন বৃদ্ধি পায় তখন উহাকে বলা হয় appreciaton (মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি)।

মুদ্রা মূল্যপরিবর্ত্তন (মুদ্রার পরিমাণ বাদ)—Changes in the Value of Money (Quantity Theory of Money)

একটি দেশের মধ্যে মোট যত সংখ্যক মুদ্রা আছে তাহাই হইল মুদ্রার পরিমাণ। মুদ্রার পরিমাণের সহিত সামগ্রীর দামস্তরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিগুমান। "মুদ্রার পরিমাণ বাদ" নামে একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব মুদ্রার পরিমাণ এবং দামস্তরের এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। এই তত্ত্বের সার কথা হইল মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইবে ; অপর পক্ষে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইলে দামস্তর হ্রাস পাইবে এবং মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য ইহা ঘটিবে "অন্যান্য বিষয়গুলি " সমান থাকিলে ("other things being equal")। এই অন্যান্য বিষয়গুলি হইল মুদ্রার প্রচলন-ক্ষিপ্রতা (velocity of circulation of money) এবং সামগ্রীর সমষ্টি।

দামস্তর নির্দ্ধারণে অংশ গ্রহণ করে সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয়ভাবে, তিনটি বিষয়,—মুদ্রার পরিমাণ, মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা এবং বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর সমষ্টি।

(ক) **মুদ্রার পরিমাণ**—রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ মুদ্রা একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়া বাজারে প্রচার করে তাহা মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্ধারণে অংশ গ্রহণ করে। রাষ্ট্র সাধারণতঃ মানমুদ্রা (standard money) এবং সহায়ক ধাতু মুদ্রা (subsidiary metallic money) নির্ম্মাণ করে এবং কাগজী মুদ্রা মুদ্রণ এবং প্রচারের দায়িত্ব থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর—অবশ্য এ বিষয়ে রাষ্ট্র পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে অল্প বিস্তর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। জি, এন্, হাম এই পর্য্যায়ের মুদ্রাকে "সাধারণ মুদ্রা"রূপে অভিহিত করিয়াছেন—"সাধারণ মুদ্রা হইল সেই মুদ্রা যাহা বিশেষ বন্দোবস্ত ব্যতিরেকেই প্রত্যেকের দ্বারা গৃহীত হইবে"।

কিন্তু এই সাধারণ মুদ্রা ব্যতীত আর এক প্রকারের মুদ্রা আছে যাহা মোট মুদ্রার পরিমাণ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা কর্ত্তব্য ; ইহা "ব্যাঙ্ক মুদ্রা" (bank money) বা "আমানত মুদ্রা" (deposit money) রূপে পরিচিত। "ব্যাঙ্ক মুদ্রা" বা "আমানত মুদ্রা" বলিতে বুঝায় জনসাধারণের নামে ব্যাঙ্কে রক্ষিত সেই আমানত যাহা চেকের দ্বারা উঠাইয়া লওয়া যায়, হয় নিজের জন্য অথবা অপর কাহাকেও প্রদানের জন্য। প্রত্যেক আধুনিক দেশেই এই আমানত সাধারণ মুদ্রার ন্যায় হাতে হাতে ঘুরিয়া বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করে। ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের মধ্যে কর্জ্জ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে কর্জ্জ দিবার সময় তাহাদের নামে খাতায় পত্রে আমানত লিখিয়া ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি বলিতে শুধু "সাধারণ মুদ্রার" হ্রাস বৃদ্ধিই বুঝায় না, ব্যাঙ্ক মুদ্রার হ্রাস বৃদ্ধি বুঝাইতেও পারে। বস্তুতঃপক্ষে, আধুনিক যে কোন দেশে মোট মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণই অধিক।

(খ) **প্রচলন ক্ষিপ্রতা**—"পুনঃ ব্যয়িত হওয়াই হইল মুদ্রার মূল প্রকৃতি"*—অর্থাৎ মুদ্রার সহিত উহার প্রচলন ক্ষিপ্রতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রচলন ক্ষিপ্রতা বলিতে বুঝায় এক একটি মুদ্রা গড়ে কতবার হাত বদল করিতেছে। একটি মুদ্রা হয়তো মাত্র একবার হাত বদল করিল অর্থাৎ একবার বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করিল—আর একটি মুদ্রা হয়তো পাঁচবার হাত বদল করিল। এক্ষেত্রে দুইটি মুদ্রা মোট ছয়বার, অর্থাৎ প্রতি মুদ্রা গড়ে তিনবার, হাত বদল করিয়াছে। ইহাই হইল মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা (velocity of circulation)। মুদ্রার পরিমাণ বাদের মধ্যে উহার প্রচলন ক্ষিপ্রতা বিবেচনা করা হয়, কারণ মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার দ্বারা উহার পরিমাণ প্রভাবান্বিত হয়। যে ব্যক্তির তিনটি ভৃত্য আছে এবং উহার মধ্যে একজন ভৃত্য একাই দুইজনের সমান কার্য্য করে, তাহার নিকট নিছক মাথাপিছু গণনায় তিনটি ভৃত্য থাকিলেও কার্য্যের দিক হইতে চারিটি ভৃত্য আছে বলা চলে! মুদ্রার কার্য্যই হইল বিনিময় করা—এই বিনিময়ের মধ্য দিয়াই মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা উপলব্ধি হয়। অধিক প্রচলন ক্ষিপ্রতার অর্থই হইল অধিক বিনিময়ের বাহন।

অধ্যাপক জি, এন হাম মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার এই বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন : "কোন এক অর্থনৈতিক সংগঠনে মুদ্রার **মোট সমষ্টি,** সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ধরিয়া রাখা "মুদ্রা রিজার্ভের" (ব্যাঙ্ক সমূহের অভ্যন্তরস্থ ও বহিঃস্থ উভয়তঃই) মোট পরিমাণের সমতুল হইবে। মুদ্রার **প্রচলন ক্ষিপ্রতা,** একটি মুদ্রা একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর এই রিজার্ভগুলির মধ্যে কতবার যাতায়াত করে তাহার

* It is essence of money to be re-spent"—G. N. Halm.

দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়"। ["The total stock of money in an economy equals the sum total of all money reserves (both inside and outside of the banks) held by individuals and organisations. The velocity of circulation of money is determined by the number of times a unit of money passes between these reserves during a given period." —G. N. Halm].

(গ) **বিনিময় যোগ্য সামগ্রীর সমষ্টি**—মুদ্রা প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্যবস্তু নহে, কিন্তু মুদ্রার মাধ্যমেই অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রার কার্য্য হইল বিভিন্ন বস্তুকে বিনিময় করিয়া দেওয়া—উহার জন্যই মুদ্রার চাহিদা করিয়া থাকি। বার্টার ব্যবস্থা যতদিন পরিপূর্ণভাবে বজায় থাকে ততদিন মুদ্রার কোন কার্য্য থাকে না এবং মুদ্রার কোন চাহিদা থাকে না। কিছু সামগ্রীর ক্ষেত্রে যদি বার্টার ব্যবস্থা থাকে (অর্থাৎ সরাসরিভাবে সামগ্রীর দ্বারা সামগ্রী বিনিময়, মুদ্রার মাধ্যমে নহে) তাহা হইলে মুদ্রার চাহিদা থাকিত কিন্তু অল্প। যতই অধিক সংখ্যক সামগ্রী মুদ্রার দ্বারা বিনিময় করা হইবে মুদ্রার চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব মুদ্রার চাহিদা বলিতে বুঝায় মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ। দেশের মধ্যে যে সামগ্রীর পরিমাণ লইয়া মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন হয় তাহাকে বাণিজ্য পরিমাণ বা volume of trade রূপে ব্যক্ত করা হয়। বাণিজ্য পরিমাণের বৃদ্ধিতে মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য পরিমাণ হ্রাসে, মুদ্রার চাহিদা হ্রাস ঘটে।

মুদ্রার পরিমাণ এবং প্রচলন ক্ষিপ্রতাকে যদি বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণের দ্বারা ভাগ করা হয় তাহা হইলে দামস্তর পাওয়া যাইবে। এক্ষেত্রে "প্রচলন ক্ষিপ্রতা" এবং "বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণ" যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে মুদ্রার পরিমাণের দ্বারা সরাসরি দামস্তর নির্দ্ধারিত হইবে। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে, মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইলে দামস্তর হ্রাস পাইবে।

এই তত্ত্বটি অধ্যাপক ফিশার একটি সমীকরণের আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন —ইহা **ফিশারের সমীকরণ** (Fisher's equation) রূপে পরিচিত। ধরা যাউক

মুদ্রার যোগান বা পরিমাণ—M

মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা—V

বাণিজ্য পরিমাণ—T

দামস্তর—P

তাহা হইলে MV = PT, কারণ MV = সমগ্র সমাজের মোট মুদ্রা ব্যয়
এবং PT = সমাজের মোট বিক্রীত সামগ্রীর মূল্য

সমগ্র সমাজের মোট মুদ্রা ব্যয় (money outlay) = সমাজে মোট বিক্রীত সামগ্রীর মূল্য (value of sales)।

অর্থাৎ P (দামস্তর) $= \frac{MV}{T}$ $\left(\frac{\text{মুদ্রার পরিমাণ + প্রচলনক্ষিপ্রতা}}{\text{বাণিজ্য পরিমাণ}}\right)$

M যদি হয় "সাধারণ মুদ্রা" ও V উহার প্রচলন ক্ষিপ্রতা

M_1 যদি হয় "ব্যাঙ্ক মুদ্রা" ও V^1 ব্যাঙ্ক মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা,

তাহা হইলে, পরিপূর্ণ সমীকরণটী হইবে $P = \frac{MV + M_1 V_1}{T}$

V, V_1 এবং T যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে M যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে P ঠিক সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে। P পরিবর্ত্তন হইবার অর্থ হইল M-এর মূল্যের (অর্থাৎ মুদ্রামূল্যের) পরিবর্ত্তন।

কেম্ব্রীজ সমীকরণ—Cambridge Equation

প্রসিদ্ধ কেম্ব্রীজ অর্থনীতিবিদ্ **মার্শাল** ও **পিগু**, মুদ্রার পরিমাণ বাদ সম্পর্কে যে সমীকরণ প্রদান করিয়াছেন, কীন্‌স্ উহাকে "কেম্ব্রীজ সমীকরণ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই সমীকরণের মূল কথা হইল যে জনসাধারণ তাহাদের চল্‌তি আয়ের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ যে কোন সময়েই নিজেদের নিকট ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক। ইহার কারণ প্রথমতঃ তাহারা বিনা কষ্টে সাধারণ লেনদেন কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে চাহে; দ্বিতীয়তঃ, অপ্রত্যাশিত খরচার সম্মুখীন হইবার জন্য তাহারা যথাসম্ভব প্রস্তুত থাকিতে চাহে।

ধরা যাউক K হইল সামগ্রী সমষ্টির সেই পরিমাণ যাহা কিনিবার জন্য জনগণ একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা ধরিয়া রাখে। তাহা হইলে, K-এর মূল্য (value of K units of goods) = PK (P = Pricelevel) = মোট মুদ্রার চাহিদা (demand for money)। মুদ্রার চাহিদা এবং মুদ্রার যোগান যেহেতু সমান হ'বে সেহেতু

$$PK = M \text{ (Quantity of money)}$$

অর্থাৎ
$$P = \frac{M}{K}$$

এক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ যদি পূর্ব্বেকার সম-পরিমাণ মুদ্রাই ধরিয়া রাখিতে চাহে (অর্থাৎ K যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে) তাহা হইলে দাম স্তরের বৃদ্ধি ঘটিবে। বর্দ্ধিত দামস্তরে K সামগ্রী-সমষ্টি ক্রয় করিতে অধিক ব্যয়

পড়িবে, সেহেতু জনসাধারণের পক্ষে অধিক পরিমাণ মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইবে। মুদ্রা যোগানের বৃদ্ধি চাহিদার বৃদ্ধির দ্বারা পূরিত হইবে—এবং মুদ্রার চাহিদার এই বৃদ্ধি ঘটিবে দামের বৃদ্ধির দরুণ।

জনগণের দ্বারা রক্ষিত মুদ্রা কিছু আইন চালু মুদ্রার (legal tender) আকারে এবং কিছু ব্যাঙ্ক আমানতের আকারে রাখা হয় ধরিয়া অধ্যাপক পিগু এই সমীকরণটি এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

$$P = \frac{KR}{M}\left\{ c + h(1 - c) \right\}$$

R = মোট সঙ্গতি বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মোট উপার্জ্জন

c – মুদ্রার যে পরিমাণ জনগণ আইন চালু মুদ্রার আকারে রাখে

h = ব্যাঙ্কগুলি আমানতের পিছনে যে পহিমাণে আইন চালু মুদ্রা রিজার্ভ রাখে।

মুদ্রার চাহিদার পরিমাপ—Measure of Demand for Money

দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুদ্রার চাহিদার পরিমাপ করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ পরিমাণ বাদ পদ্ধতিতে (quantity theory way), দ্বিতীয়তঃ নগদ পছন্দ পদ্ধতিতে (liqudity preference way)।

(ক) **পরিমাণ বাদ পদ্ধতিতে**—কেম্ব্রীজ সমীকরণ অনুযায়ী প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, Kতে কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা—প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা জনসাধারণ অধিক পরিমাণে ধরিয়া রাখিতেছে কিনা। এই প্রশ্নের প্রকৃত তাৎপর্য্য হইল, সামগ্রীর দাম কম হইয়াছে কিনা; কারণ সামগ্রীর দাম কম হইলে একই পরিমাণ মুদ্রা ধরিয়া রাখিয়া অধিক পরিমাণ ক্রয় ক্ষমতা ধরিয়া রাখা হইবে। M যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে K-র বৃদ্ধি ঘটা শুধু তখনই সম্ভব যখন Pর হ্রাস ঘটিবে। জনসাধারণ অধিক মুদ্রা ধরিয়া রাখিতে চাহিলে, নিছক উহার দ্বারা মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। সেইজন্য বলা হইল দামস্তরের হ্রাস ঘটিলে তবেই মুদ্রার বিনিময়ে লভ্য সামগ্রী সমষ্টির (K) বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। কারণ

$$M = PK$$

সুতরাং দামস্তরের পরিবর্ত্তন পরিমাপ করিয়া মুদ্রামূল্যের পরিবর্ত্তন পরিমাপ করিতে পারি।

(খ) **নগদ পছন্দ পদ্ধতিতে**—অন্য কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করিয়া মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার পছন্দের উগ্রতা অনুযায়ী, মুদ্রার চাহিদা পরিমাপ করিতে পারা যায়। নগদ মুদ্রা ধরিয়া না রাখিয়া যদি উহা বিনিয়োগ করি তাহা হইলে উহা

হইতে সুদ লাভ করিতে পারা যায়। সুতরাং নগদ মুদ্রা ধরিয়া রাখিলে, সুদ প্রাপ্তি হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার চাহিদা যতই অধিক হইবে, ততই অধিক সুদ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদিগকে শেয়ার ক্রয় করিতে অথবা ঋণ প্রদান করিতে প্রণোদিত করিবার জন্য সুদের হারকে ততই উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এইরূপ চিন্তাধারা অনুসারে "নগদ পছন্দের" ধারণা আসিয়া পড়ে। মুদ্রার চাহিদা সামগ্রীর দাম নির্দ্ধারিত না করিয়া শেয়ার বা বণ্ডের দাম নির্দ্ধারিত করিতেছে দেখা যায়।

পরিমাণ বাদ অনুযায়ী পরিমাপ-কৃত মুদ্রার চাহিদা এবং নগদ পছন্দ পদ্ধতিতে পরিমাপ-কৃত মুদ্রার চাহিদা—এই দুইটি সমান নহে।* অথচ ইহাদের মধ্যে সংযোগের অভাব নাই। প্রথম পরিমাপ পদ্ধতি 'বিনিয়োগ' বিবেচনা না করিয়া মুদ্রা ধরিয়া রাখিবার "লেনদেন অভিপ্রায়ের" (transactions motive) উপর নজর রাখে, দ্বিতীয় পরিমাপ পদ্ধতি লেনদেন কার্য্য বিবেচনা না করিয়া "স্পেক্যুলেশন অভিপ্রায়" (speculative motive) এবং "সাবধানতার অভিপ্রায়" (precautionary motive) এই দুইটির উপর নজর রাখে। নগদ পছন্দের বৃদ্ধি হইলে সুদের হার বৃদ্ধি হয় এবং সুদের হার বৃদ্ধি হইলে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাহত হয়, ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাহত হইলে দামস্তর হ্রাস পায়, দামস্তর হ্রাস পাইলে K (মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়যোগ্য সামগ্রী সমষ্টি) বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে দুইপ্রকার মুদ্রার চাহিদা দেখিয়াছি, উহারা একই দিকে পরিবর্ত্তন হয়।

মুদ্রার পরিমাণবাদের সমালোচনা—Criticism of the Quantity Theory of Money

(১) মুদ্রার পরিমাণবাদ একটি মাত্র সাধারণ দামস্তর সম্পর্কেই আলোচনা করে—ইহা ধরিয়া লয় যে দামস্তর শুধু একটিই আছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিশেষ বিশেষ পর্য্যায়ের বিভিন্ন দামস্তর থাকিতে পারে—এক এক পর্য্যায়ের দামস্তর এক এক পর্য্যায়ের সামগ্রী সমষ্টির (group of commodities) সহিত সম্পর্কিত। †

* "It is clear that the demand for money as measured in the quantity theory way is not the same as the demand for money measured in the second way ; there are, however, links between the two"—Cairncross.

† The greatest danger in the use of the equation of exchange is that it draws too much attention to general magnitudes. It pur-

দামস্তর (P) বলিতে আমরা সর্ব্বপ্রকার সামগ্রীর সাধারণ দামস্তর বুঝাইতে পারি বা কল্পনা করিতে পারি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উহার উপকারিতা বা গুরুত্ব থাকিতে পারে না। সকল ব্যক্তি সকল বিষয় সম্পর্কে সমভাবে স্বার্থসম্পন্ন বা আগ্রহান্বিত নহে,—আদার ব্যাপারী জাহাজের মাশুল বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিবার হেতু পাইবে না। দামস্তর বলিতে বুঝান উচিত কেবলমাত্র সম্পূর্ণ তৈয়ারী সামগ্রীসমূহের দামস্তর অর্থাৎ যে সামগ্রীসমূহের উপরে ভোগকারী হিসাবে আমরা আমাদের উপার্জ্জন ব্যয় করি। সে ক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ বলিতে বুঝানো উচিৎ, উপার্জ্জনকারীগণ সামগ্রী বা কার্য্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে মুদ্রা ধরিয়া রাখে, তাহাই। সুতরাং M এর মধ্যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে রক্ষিত মুদ্রা অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ নহে।

(২) দামস্তরের উপর যাহা প্রতিক্রিয়া ঘটায় তাহা মোট মুদ্রার পরিমাণ বা মোট মুদ্রার ক্রিয়াকলাপ নহে—উহার অংশমাত্র দামস্তরের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায়; এই অংশ কতটুকু তাহারও সঠিক পরিমাপ দুষ্কর। মোট কথা, মুদ্রার যোগানে বিশেষ অধিক বৃদ্ধি ঘটিলেও, সম্পূর্ণ তৈয়ারী সামগ্রীর (finished goods) ক্রয়ে ব্যবহৃত মুদ্রার পরিমাণ খুব কমই বর্দ্ধিত হইতে পারে। সুতরাং মুদ্রার মোট পরিমাণ যে অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়, দামস্তর ঠিক সেই অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয় না।

(৩) মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব বলে $P = \frac{MV}{T}$ কিন্তু M, V, T ও P—এগুলির মধ্যে কি কার্য্যকারণ সম্পর্ক (casual connection) আছে তাহা এই তত্ত্ব বলিতে পারে না। P যেরূপ M অথবা V অথবা T এর উপর নির্ভর করিতে পারে M, V, T-ও সেইরূপ P এর উপর নির্ভর করিতে পারে।

(৪) অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ দাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে অনেক বর্দ্ধিত পরিমাণে মুদ্রা প্রচার করিয়াছেন, তবুও এই মুদ্রা গ্রহণের লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই এবং দামস্তর বর্দ্ধিত হয় নাই। "অশ্বকে জলপান হইতে

---

ports to establish a direct causal connection between the total stock of money, the average velocity of circulation, the total volume of trade and the general price level, without considering the important fact that it is only through many single price-making processes that the monetary factor can influence the economy"—G.N.Halm. 'Monetary Theory'. P 23.

বিরত করা যাইবে কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত না হইলে জলের দিকে তাহাকে যতই টানাটানি করা হউক না কেন, জলপানে বাধ্য করা যাইবে না।" মন্দা (depression) উপস্থিত হইলে, আশাহীনতার আবহাওয়ার মধ্যে নিছক মুদ্রার অনুপ্রবেশের দ্বারা সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব হয় না।

(৫) ক্রাউথার বলেন, "অর্থনৈতিক চিন্তার আধুনিক প্রবণতা হইল মুদ্রা মূল্য নির্দ্ধারক হিসাবে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের নির্দ্ধারক উপকরণ হিসাবে, মুদ্রার পরিমাণের পুরাতন ধারণা পরিহার করা এবং নিছক ফলাফলরূপেই উহাকে বিবেচনা করা। ঘটনার প্রবাহ আনিয়া দেয় অপর কিছু এবং মুদ্রা উহার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। ...বাস্তব ক্ষেত্রে, মুদ্রামূল্য হইল উপার্জ্জনের সমষ্টির ফলাফল, মুদ্রার পরিমাণের ফলাফল নহে"। ["The modern tendency of economic thinking is to discount the old notion of the quantity of money as a causative factor in the state of business and a determinant of the value of the money and to regard it as a consequence. Something else sets the pace of events and the quantity of money accommodates itself to it...The value of money, in fact,is a consequence of the total of incomes rather than of the quantity of money."—Crowther.]

মুদ্রামূল্য (বা দামস্তরের) পরিবর্ত্তনের যথার্থ কারণ—Real Reasons for Changes in Value of Money (or Price level)

মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব যে উদ্দেশ্যে অর্থনীতিবিদ্দিগের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, সঠিক সেই উদ্দেশ্যের দিক হইতে ইহার বিফলতা নিঃসন্দেহ ; ঠিক মুদ্রার পরিমাণ অনুযায়ী দামস্তর পরিবর্ত্তিত হয় না। তবুও দামস্তর নির্দ্ধারণে মুদ্রার পরিমাণের যে কোনরূপ প্রভাবই নাই, এরূপ ধারণাও অমূলক। মুদ্রার পরিমাণে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে একদিন না একদিন সাধারণ ব্যবহার্য্য সামগ্রীসমূহের দাম বৃদ্ধি হইবেই এবং মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইবেই। কিন্তু দামস্তর বৃদ্ধিতে বা হ্রাসে মুদ্রার পরিমাণ একমাত্র ক্রিয়াশীল বিষয় নহে। সাধারণ ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে সমৃদ্ধি (boom) এবং মন্দার (depression) যে চক্র ঘুরিতে থাকে, মুদ্রার পরিমাণের উপর উহা মূলতঃ নির্ভরশীল নহে। মুদ্রার পরিমাণ যদি সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্ত্তিত থাকে তাহা হইলেও সমৃদ্ধি ও মন্দা ব্যবসায় জগত হইতে অন্তর্হিত হইবে না।

মজুরীর হারের বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। সাধারণতঃ পূরাপূরি সমৃদ্ধির সময়ে শ্রমিকদিগের পক্ষ হইতে মজুরী বৃদ্ধির দাবী উত্থিত হয় এবং সে দাবী

প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এইরূপ মজুরী বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয় এবং উহার দ্বারা দামস্তরের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। যতই দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে ততই নূতন করিয়া মজুরী বৃদ্ধির দাবী উত্থিত হইবে এবং ঐ দাবী স্বীকৃত হইলে, দামস্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে মজুরীর হারে হ্রাসের দ্বারা দামস্তর হ্রাস পাইতে পারে। মন্দার সময়ে মালিকদিগের পক্ষ হইতে মজুরী হ্রাসের প্রচেষ্টা হয় এবং মন্দার সময়ে বেকার সমস্যার উগ্রতার দরুণ মালিকদিগের এই প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা শ্রমিকদিগের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু মজুরীর হার হ্রাস পাইয়া জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাইলে, দামস্তর আরও হ্রাস পাইবে। দামস্তর যতই হ্রাস পাইবে, মজুরীর হার ততই কমান হইবে,দামস্তরও ততই নিম্নগামী হইবে।

সমাজের প্রয়োজনে বর্দ্ধিত পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে। এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে যদি "হ্রাসমান খরচা" (decreasing cost) ক্রিয়া করে—অর্থাৎ যতই উৎপাদন বর্দ্ধিত হইবে ততই উৎপাদনের খরচা হ্রাস পাইবে,—তাহা হইলে দামস্তরের হ্রাস ঘটিবে। অপর পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধিতে যদি "বর্দ্ধিত খরচা" (increasing cost) ক্রিয়া করে—অর্থাৎ উৎপাদন বর্দ্ধিত হইলে উৎপাদন খরচা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। পরন্তু সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও যদি উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে দামস্তর হ্রাস পাইবে।

কোন কারণে সমাজের মধ্যে যদি অধিক করিয়া ব্যয় করা হয় তাহা হইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। এখানে আলোচ্য বিষয় হইল, জনসাধারণের উপার্জ্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও কখন কখন ব্যয় বৃদ্ধি হইতে পারে। সমাজের মধ্যে ব্যয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) ভোগ সামগ্রীর (consumable goods) উপর ব্যয় এবং (২) পুঁজি সামগ্রীর (capital goods) উপর ব্যয়। ভোগ সামগ্রীর উপর ব্যয় অনেকটা স্থির—অভ্যাস, রীতি বা পরিচিত পদ্ধতির দ্বারা নির্দ্ধারিত; উহার পরিবর্ত্তন ঘটে হয় উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তনে অথবা মিতব্যয়িতার প্রেরণার পরিবর্ত্তনে। পুঁজি সামগ্রীর উপর ব্যয়ের ক্ষেত্রে এইরূপ স্থিরতা নাই, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আশা বা প্রত্যাশার পরিবর্ত্তন অনুযায়ী ইহার পরিবর্ত্তন ঘটে। সকল সময় ধীর স্থির ভাবে হিসাব করিয়াও পুঁজি-ব্যয় করা হয় না অথচ জনসমষ্টির উপার্জ্জনের হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা এই ব্যয় নির্ব্বাহের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কিন্তু এই ব্যয়ের দ্বারা দামস্তরে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্ট হইতে পারে।

সরকার তাঁহাদের ব্যয় এবং আয়ে যদি সমতা আনিতে না পারেন, আয় অপেক্ষা যদি অধিক ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জনসাধারণের নিকট হইতে

যত মুদ্রা লইতেছেন, জনসাধারণের মধ্যে তাঁহারা তাহা অপেক্ষা অধিক মুদ্রা প্রদান করিবেন। ইহাকে বলা হয় ঘাঁটতি খরচা (deficit financing)। এইরূপ ঘাঁটতি খরচা করিলে, দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহাদের ব্যাঙ্ক রেট (bank rate) এবং ওপেন মার্কেট নীতি (open market policy) পরিবর্ত্তন করিলেও দামস্তরের পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

দামস্তর পরিবর্ত্তনের পরিমাপ (সূচক সংখ্যা)—Measuring Changes in Price level (Index number)

দামস্তর হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাপের জন্য অর্থনীতিবিদ্‌গণ একটি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহার নাম সূচক সংখ্যা (index number)। ইহার দ্বারা বিভিন্ন বৎসরের সামগ্রী সমূহের দাম কি পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে অথবা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা হিসাব করা সম্ভব হয়। যে কোন একটি বৎসরকে মূল বৎসর হিসাবে ধরিতে হয় এবং সেই বৎসরে সাধারণ ব্যবহার্য্য সামগ্রী সমূহের কিরূপ দাম ছিল তাহার একটি গড় পড়তা হিসাব করিতে হয়; যে দাম এইভাবে হিসাব করা হইল উহাকে "১০০" সংখ্যাটির দ্বারা ব্যক্ত করিতে হয়। অপর কোন বৎসরের সামগ্রীর গড় পড়তা দাম এই "১০০" সংখ্যার পরিমাণে হিসাব করিয়া প্রথম বৎসরের সংখ্যার সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে প্রথম বৎসরের দামস্তরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরের দামস্তর কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে বা হ্রাস পাইয়াছে। প্রথম বৎসরটিকে অর্থাৎ যে বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া পরবর্ত্তীকালের দামস্তরের হ্রাস বৃদ্ধি হিসাব করা হয় তাহাকে ভিত্তিমূলক বৎসর (base year) রূপে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন বৎসরের দামস্তর (price level) তুলনার জন্য এরূপ শতকরা সংখ্যার সন্নিবেশকে সূচক সংখ্যা (index number) বলা হয়। কীন্‌স্ বলেন "কোন ধরণের ব্যয়ের প্রতিনিধিমূলক সামগ্রী সমষ্টির দামকে আমরা দামস্তররূপে অভিহিত করিব; এবং কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দামস্তরের পরিবর্ত্তনসূচক সংখ্যার সন্নিবেশকে আমরা সূচক সংখ্যারূপে অভিহিত করিব"। ["The price of a composite commodity which is representative of some type of expenditure we shall call a price level; and the series of numbers indicative of changes in a given price level we shall call index numbers."—Keynes.]

ধরা যাউক ১৯৩৯ সালের সামগ্রীর দাম লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল যে চাউলের (প্রতিমণ) দাম ছিল ৫৲ টাকা। এই ৫৲ টাকা ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হইল।

বস্ত্র (প্রতি জোড়া) দাম ছিল ২৲ টাকা। এই ২৲ টাকা ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হইল। চিনি (প্রতিমণ) দাম ছিল ৮৲ টাকা। এই ৮৲ টাকা ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হইল। তৈল (প্রতি মণ) দাম ছিল ২০৲ টাকা। এই ২০৲ টাকা ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হইল। চা (প্রতি পাউণ্ড) দাম ছিল ১৲ টাকা। এই ১৲ টাকা '১০০' সংখ্যার সমান ধরা হইল।

৫টি সামগ্রীর মোট দাম যাহাই হউক উহাকে মোট ৫০০ সংখ্যার দ্বারা ব্যক্ত করা হইল; গড় পড়তা দাম অর্থাৎ দামস্তর হইল (৫০০ ÷ ৫টা সামগ্রী) = ১০০ সংখ্যার সমান।

এইবার অপর একটি বৎসরে ঐ সামগ্রীগুলির দাম হিসাব করিয়া প্রত্যেক সামগ্রীর দাম প্রথম বৎসরের তুলনায় শতকরা কি পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে বা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা হিসাব করিতে হয়। অতঃপর প্রথম বৎসরের ঐ সামগ্রীর যে সূচক রহিয়াছে (অর্থাৎ ১০০), তাহাকে সেই পরিমাণে কমাইয়া বা বাড়াইয়া ধরিতে হইবে। যথা ১৯৪৮ সালে হয়তো চাউলের দাম বৃদ্ধি পাইয়া ৪০৲ টাকায় উঠিল ; এক্ষেত্রে ১৯৩৯ সালের তুলনায় উহা বাড়িল ৮গুণ (৪০ ÷ ৫ = ৮); ৫৲ টাকাকে যদি ১০০ সংখ্যার সমান ধরা হয় তাহা হইলে ৪০৲ টাকাকে ৮০০ সংখ্যার সমান ধরা হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বৎসরের প্রত্যেক সামগ্রীর মূল্য কত পরিমাণ বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে তাহা হিসাব করিতে হয় ও সামগ্রীগুলি গড়পড়তা দাম কত হইয়াছে ১০০ সংখ্যার হিসাবে তাহা বাহির করিতে হয়। তাহার পর এই হিসাব ফলকে প্রথম বৎসরের দামের সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে দ্বিতীয় বৎসরে সামগ্রীর দাম কি অনুপাতে পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবর্তনের এই অনুপাতকে শতকরা হিসাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

যথা ধরা যাউক ১৯৪৮ সালে সামগ্রীর দাম লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল যে চাউলের (প্রতিমণ) দাম হইয়াছে ২০৲ টাকা। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২০৲ টাকা হইবে ৪০০। বস্ত্র (প্রতি জোড়া) দাম হইয়াছে ৮৲ টাকা। ১৩৩৯ সালের তুলনায় ৮৲ টাকা হইবে ৪০০। চিনি (প্রতিমণ) দাম হইয়াছে ৪০৲ টাকা। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৪০৲ টাকা হইবে ৫০০৲। তৈল (প্রতি মণ) দাম হইয়াছে ৮০৲ টাকা। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৮০৲ টাকা হইবে ৪০০। চা (প্রতি পাউণ্ড) দাম হইয়াছে ৩৲ টাকা। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩৲ টাকা হইবে ৩০০। ৫টা সামগ্রীর মোট দামকে ব্যক্ত করা হইল ২০০০ সংখ্যার দ্বারা।

অতএব গড়পড়তা দাম অর্থাৎ দামস্তর হইবে ২,০০০ ÷ ৫ = ৪০০ সংখ্যা।

এইবার লক্ষ্য করিতে হইবে যে ১৯৩৯ সালের দামস্তর ছিল ১০০ সংখ্যা, কিন্তু ১৯৪৮ সালে দামস্তর হইয়াছে ৪০০ সংখ্যা। অতএব দামস্তর শতকরা ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সূচক সংখ্যা প্রণয়নের অসুবিধা—Difficulties of Constructing an Index number

(১) যে বৎসরটিকে ভিত্তি করিয়া সূচক সংখ্যা প্রণয়ন করা হয়, অর্থাৎ যে বৎসরের তুলনায় অপর কোন বৎসরের দামস্তর হিসাব করা হয় উহার যথাযথ নির্ব্বাচন সূচক-সংখ্যা প্রণয়নের প্রথম অসুবিধা। ভিত্তিমূলক বৎসর (base year) নির্ব্বাচনে ত্রুটি হইলে, সূচক সংখ্যা প্রণয়নের সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে ; এরূপ একটি বৎসর স্থির করিতে হইবে যে বৎসরে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম নিজেদের মধ্যে মোটামুটি নিয়মিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছে এবং বৎসরে বিভিন্ন সামগ্রীর উপর মোটামুটি নিয়মিতভাবেই আমরা ব্যয় করিয়াছি। এই "নিয়মিত ভোগ-কার্য্যের" সহিতই অপর কোন বৎসরের ভোগ কার্য্যের তুলনা সূচক-সংখ্যার দ্বারা করিতে হয়। এইরূপ নিয়মিত বৎসরকে বাছাই করাই হইল দুরূহ ; কোন একটী বিশেষ বৎসরে এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যাইতে পারে, যাহার দ্বারা উহার ভিত্তিতে প্রণীত সূচক সংখ্যার তাৎপর্য্য ব্যাহত হইয়া যাইবে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য অনেক সময়ে একাধিক বৎসরের গড় দামস্তরকে (average price level of a number of years) ভিত্তিমূলক বৎসরের দামস্তর রূপে গণ্য করা হয়।

(২) বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন সামগ্রীর দামস্তরকে সূচক সংখ্যার দ্বারা তুলনা করা হয়। কিন্তু এইরূপ একাধিক বৎসরে যে সামগ্রীগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করা হয় সেই সামগ্রীগুলি গুণের দিক হইতে ঠিক একই রূপ থাকিয়াছে এরূপ কোনই নিশ্চয়তা নাই। যথা ১৯৩৯ সালের তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে ঘৃত এবং দুগ্ধের দাম অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু শুধু দামের বৃদ্ধির হিসাব করিলেই চলিবে না, তখনকার ঘৃত দুগ্ধের সহিত তুলনায় বর্ত্তমানে বিক্রীত ঘৃতদুগ্ধ গুণের দিক হইতে অনেক নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার, এক বৎসরের তুলনায় অপর কোন বৎসরে, অধিকতর উৎকৃষ্ট সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে।

(৩) সকল বস্তুর দাম যদি একই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইত, সূচক সংখ্যা প্রণয়নের তাহা হইলে কোনই প্রয়োজন হইত না ; কারণ এরূপ ক্ষেত্রে কোন একটি মাত্র সামগ্রীর দাম পরিবর্ত্তন অনুযায়ী সমগ্র দামস্তরের পরিবর্ত্তন পরিমাপ করা যাইত। কিন্তু অসুবিধা হইল সকল সামগ্রীর দাম একই ভাবে পরিবর্ত্তন হয় না ;

কোনটির দাম হয়তো অধিক বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পাইয়াছে, কোনটির দাম হয়তো অল্প বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পাইয়াছে। দাম পরিবর্ত্তন হারের এই বিভিন্নতার অসুবিধা আমরা গড় দাম হিসাব করিয়াই দূরীভূত করি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীর দামের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন বিভিন্ন ব্যক্তির উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটায়। মোটর গাড়ীর দাম বৃদ্ধি পাইলে সকল শ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিবে না আবার চাউলের দাম বৃদ্ধি পাইলে ধনী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর জীবন যাত্রার ব্যয় অধিক অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সমগ্র জনসমষ্টিকে উপার্জ্জন অনুযায়ী বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া এইরূপ প্রত্যেক দলের পক্ষে একটি পৃথক সূচক সংখ্যা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যে সূচক সংখ্যার দ্বারা মজুর শ্রেণীর জীবন যাত্রার ব্যয়ের পরিবর্ত্তন পরিমাপ করা হয় তাহার দ্বারা উচ্চশ্রেণী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন যাত্রার ব্যয়ে পরিবর্ত্তন পরিমাপ করা যায় না।

(৪) আবার একই শ্রেণীর মধ্যেও দেখা যাইবে যে এক একটি সামগ্রীর দামের পরিবর্ত্তনের এক এক প্রকার গুরুত্ব ; সুতরাং সকল সামগ্রীর দামের গড় বাহির করিয়া যে তুলনা করা হয়, তাহা ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যথা একজন মজুরের নিকট চাউলের দামে পাঁচগুণ বৃদ্ধি এবং লৌহের দামে পাঁচগুণ বৃদ্ধি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে না, কারণ লৌহজাত সামগ্রী সে ক্রয় করে খুব কম কিন্তু চাউলের নিত্য প্রয়োজন। সুতরাং উভয়ের দামের সমান বৃদ্ধিতে সে সমানভাবে ব্যথিত হইবে না —বাস্তবক্ষেত্রে উহা তাহার ব্যয় সমভাবে বৃদ্ধি করিবে না। এই অসুবিধা দূর করিবার প্রচেষ্টা করা হয়, পারস্পরিক গুরুত্ব (re ative importance) অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তুকে যথারীতি ওজন (weight) প্রদান করিয়া দামস্তর পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণ করা।

(৫) সূচক সংখ্যার আর একটি অসুবিধা হইল জনসাধারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে—তাহাদের পছন্দ এবং অভ্যাস পরিবর্ত্তনশীল, সঠিকভাবে বলিতে গেলে,বিবর্ত্তনশীল। ভোগকার্য্যের মধ্যে নূতন সামগ্রীর আবির্ভাব এবং পুরাতন সামগ্রীর অন্তর্দ্ধান ঘটে। কালের গতিতে কোন সামগ্রীর অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্যতা এবং কোন সামগ্রীর অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্য ঘটে। বিভিন্ন বৎসরে দামস্তরের সঠিক তুলনা করিতে পারি শুধু সেই ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে একই সামগ্রী সমষ্টির উপর মুদ্রা ব্যয় করা হইয়া থাকে।

মুদ্রাস্ফীতি—Inflation

মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির দরুণ একদিকে মুদ্রা এবং অপরদিকে মুদ্রার দ্বারা বিনিময়

সাপেক্ষ সামগ্রীর মধ্যে অসমতার উদ্ভব হইয়া দামস্তর বৃদ্ধির যে প্রবণতা ঘটে, তাহাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলা হইয়া থাকে। ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর সহিত মুদ্রার পরিমাণের পার্থক্য ঘটিয়া প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির আধিক্য ঘটিতে পারে। সাধারণ মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যদি মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহা হইলে, উহাকে "মুদ্রাগত মুদ্রাস্ফীতি" (monetary inflation) বলা হয় ; এবং ব্যাঙ্কগুলি অধিক ঋণ প্রদান করিয়া অধিক আমানত সৃষ্টি করিবার দরুণ যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ অধিক ব্যাঙ্কমুদ্রা সৃষ্টির জন্য যদি উহা ঘটে তাহা হইলে উহাকে ব্যাঙ্ক কর্জ্জ মুদ্রাস্ফীতি (Bank credit inflation) বলা হইয়া থাকে। মুদ্রাগত স্ফীতি ঘটে সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অধিক পরিমাণে আইন চালু মুদ্রা (legal tender) প্রচার করিলে, ব্যাঙ্ক-কর্জ্জ-মুদ্রাস্ফীতি ঘটে অধিক পরিমাণ ব্যাঙ্ক মুদ্রা (Bank money) সৃষ্টির দ্বারা।

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল

(১) **দামস্তর** (Price Level)—নূতন অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টি হইতে থাকিলে ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর তুলনায় উহার আধিক্য অনুভূত হইবে। জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতার বৃদ্ধির দ্বারা দাম বৃদ্ধির গতি আরও বর্দ্ধিত হইবে। জনসাধারণ দেখিবে মুদ্রা ক্রমশঃই উহার মূল্য হারাইয়া ফেলিতেছে সুতরাং তাহারা মুদ্রা ধরিয়া না রাখিয়া মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করিয়া রাখিতে যত্নবান হইবে। জনসাধারণ যতই অধিক সামগ্রী ক্রয় করিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইবে, ততই তাহারা অধিক মুদ্রা ব্যয় করিবে এবং ততই সামগ্রীর স্বল্পতা এবং মুদ্রার আধিক্য অনুভূত হইয়া দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। শুধু জনসাধারণই নহে সরকারও এই সমস্যার সম্মুখীন হইবেন—সরকার দেখিবেন তাঁহাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইতেছে এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য তাঁহারা অধিক পরিমাণে নোট ছাপাইবেন। এই অতিরিক্ত নোট ছাপাইবার দরুণ অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ব্যাঙ্ক সমূহের হাতে অধিক রিজার্ভ আসিলে তাহারা অধিক কর্জ্জ প্রদান করিবে ; অধিক কর্জ্জ পাওয়া যাইলে অধিক ব্যয় হইবে, অধিক ব্যয় হইলে দামস্তর অধিক বৃদ্ধি পাইবে। আবার দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে, জনসাধারণের অধিক কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন হইবে—কারণ সাধারণ ব্যক্তির ও ব্যবসায়ীর খরচা বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে দামস্তর ও মুদ্রা পরস্পরকে তাড়া করিয়া চলিবে। মুদ্রার বৃদ্ধিতে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে আবার দামস্তর বৃদ্ধির দ্বারা সরকারের উপর অধিক মুদ্রা ছপোইতে এবং ব্যাঙ্কের উপর অধিক কর্জ্জ প্রদান করিতে চাপ পড়িবে।

(২) **উৎপাদন** (Production)—উৎপাদনকারীগণ কি পরিমাণ মুনাফা প্রত্যাশা করেন, তাহার উপরে উৎপাদনের প্রচেষ্টা নির্ভরশীল। অধিক মুনাফার প্রত্যাশা থাকিলে উৎপাদনের প্রচেষ্টা হয় অধিক এবং প্রত্যাশিত মুনাফা যদি কম হয় তাহা হইলে উৎপাদনকারীগণ কম পরিমাণেই উৎপাদন করিয়া থাকে। মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে মুনাফার বৃদ্ধি ঘটে; তদ্বারা অধিক উৎপাদন উৎসাহিত হয়। অবশ্য দেশের মধ্যে নিয়োগযোগ্য শ্রমিকের পূর্ণ কর্ম্মসংস্থান হইয়া যাইবার পর উৎপাদন বৃদ্ধি সেরূপ সম্ভব নহে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির গোড়ার দিকে—যখন উৎপাদক সঙ্গতির প্রাচুর্য্য থাকে তখন উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়তা লাভ করিয়া থাকে। উৎপাদক সঙ্গতি পরিপূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইবার পরেও অবশ্য হ্রাসমান অথবা পরিবর্ত্তন-বিহীন দামস্তর অপেক্ষা, বর্দ্ধমান দামস্তর উৎপাদনের পরিমাণকে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে রাখিয়া দিতে সক্ষম হয়। অবশ্য ইহার আর একটি দিকও আছে। সহজে অধিক মুনাফা পাইলে মালিকগণ উৎপাদন দক্ষতা সর্ব্বোচ্চস্তরে বজায় রাখিতে অমনোযোগী হইয়া পড়ে। ব্যবসা বাণিজ্য যখন খুব অধিক চালু, তখন যে টেক্‌নিক ও সংগঠনের দিক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি সাধিত হয় তাহা নহে।

(৩) **বণ্টন** (Distribution)—মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা সমাজের এক শ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণীর নিকট উপার্জ্জন হস্তান্তরিত হয়। দেশের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের উপার্জ্জন হইল অপেক্ষাকৃত স্থায়ী; উহাদের উপার্জ্জন পরিবর্ত্তন হয় না, হইলেও উহা সময় সাপেক্ষ। যে অনুপাতে মুদ্রামূল্য পরিবর্ত্তন হয় সেই অনুপাতে ইহাদের উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তন হওয়া অন্ততঃ দুরূহ। যে সকল ব্যক্তি মাস মাহিয়ানায় চাকুরী করে তাহাদের আয় সহজে বৃদ্ধি পায় না—বিশেষ আবেদন নিবেদন আন্দোলনের দ্বারা তাহাদের বেতন বৃদ্ধি আদায় করিতে হয়; কিন্তু পরিপূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি উপস্থিত হইয়া অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিলে তবেই এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। সাফল্য লাভও হয় আংশিক। কারণ যে অনুপাতে সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায় সেই অনুপাতে মজুরী বৃদ্ধি হয় না। কতিপয় বিশেষ পর্য্যায়ের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই (ইহাদের সংখ্যা অল্প) দামস্তর বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরী বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। যাহারা খাজনা পাইয়া থাকে, তাহাদিগের আয় অল্প বিস্তর স্থায়ী—খাজনা সম্পর্কিত চুক্তির মেয়াদ শেষ না হইলে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। আবার খাজনার বৃদ্ধিতে বহু প্রথাগত বাধা বিদ্যমান। অনুরূপ ভাবে যাহারা নির্দ্দিষ্ট সুদ পায় তাহাদের আয়ও নির্দ্দিষ্ট। বরং মুদ্রাস্ফীতির সময়ে মুদ্রার প্রাচুর্য্যের দরুণ সুদের হার হ্রাস পাইতেই দেখা যায়। অপর পক্ষে ব্যবসায়ীদিগের আয় মুদ্রাস্ফীতির সময়ে

বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়—সামগ্রীর দাম যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় উৎপাদন খরচা সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং ব্যবসায়ী শ্রেণী যত ধনী হইতে থাকে, চাকুরীজীবী ও শ্রমিকশ্রেণী তত দরিদ্র হইতে থাকে। সমাজের সঙ্গতি একশ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণীর নিকট চলিয়া যায়। ব্যবসায়ীগণ আর একদিক দিয়াও অর্থাৎ খাতক (debtor) হিসাবে, লাভবান হন। ব্যবসায় বাণিজ্যের একটি প্রকাণ্ড অংশ ঋণের দ্বারা সাধিত হয়। দাম বৃদ্ধি পাইলে খাতকগণ লাভবান হয়, কারণ এক্ষণে অল্প পরিমাণ সামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা সমপরিমাণ ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া যায়।

মুদ্রা সঙ্কোচ—Deflation

বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর তুলনায় যদি মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পায় এবং মুদ্রার এই আপেক্ষিক স্বল্পতার দরুণ দামস্তরের যদি হ্রাস ঘটে, তাহা হইলে উহাকে "মুদ্রা সঙ্কোচ" (deflation) বলা হয়।

দামস্তর হ্রাসের (মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধির) ফলাফল—Effects of fall in price level

যে সকল ব্যক্তি স্থায়ী মাস মাহিয়ানা পায় যথা শ্রমিক, কেরাণী ইত্যাদি—তাহারা সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইলে লাভবান হয়। কারণ দাম হ্রাস পাইবার দরুণ তাহারা সমপরিমাণ উপার্জ্জন দ্বারা অধিক পরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে অথবা পূর্ব্বের ন্যায় সমপরিমাণ সামগ্রী যদি তাহারা ক্রয় করিতে থাকে, তবে সঞ্চয় ক্ষমতা তাহাদের বৃদ্ধি পায়। তবে নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী ব্যক্তিদের পক্ষে এই সুবিধা লাভ অতিরঞ্জিত করা উচিৎ নহে; স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে দামস্তর হ্রাসের দরুণ ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইলে, বেকার সমস্যা উগ্র আকার ধারণ করে, কর্ম্মচারী ছাঁটাই হইতে থাকে এবং মজুরীর হারও অবশেষে হ্রাস পায়।

দামস্তর হ্রাসের দরুণ উৎপাদনকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামগ্রীর মূল্য হ্রাস পাইলে উৎপাদনকারীদিগের মুনাফা হ্রাস পায় এবং কখনও কখনও মুনাফা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। দামস্তরের সবিশেষ হ্রাস ঘটিলে লোকসানও হইতে পারে। অথচ উৎপাদনকারীর যে খরচা—তাহার মধ্যে অনেকগুলি খরচা থাকে যাহা সহসা হ্রাস করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। মার্শাল যাহাকে স্থিতি খরচা (supplementary cost) রূপে অভিহিত করিয়াছেন, ঐ খরচা লোকসান হইলেও করিয়া যাইতে হয়। অধিকন্তু বর্ত্তমান জগতে, শ্রমিক সমিতির সংগঠন ক্ষমতা শ্রমিক ছাঁটাই এবং মজুরীর হার হ্রাস করিবার পক্ষে একটি প্রবল অন্তরায়।

ব্যবসায়ীগণ আর এক দিক দিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়. অর্থাৎ খাতক (debtor) হিসাবে। সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইলে পূর্ব্বে গৃহীত সমপরিমাণ ঋণ পরিশোধের জন্য অধিক পরিমাণ সামগ্রী বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। ধরা যাউক, একজন ব্যবসায়ী কলম উৎপাদন করে এবং প্রতিটি কলমের দাম ৫০৲ টাকা। গত বৎসর সে ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে খাটাইয়াছিল এবং হিসাব করিয়াছিল যে কলম উৎপাদনের পর ১,০০০টী কলম বিক্রয় করিয়াই সে তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এ বৎসর দাম যদি ২৫৲ টাকায় হ্রাস পায়, তাহা হইলে তাহাকে ৫০,০০০৲ টাকা পরিশোধ করিবার জন্য ২০০০টী কলম বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে।

দ্বিধাতুমান—Bimetallism

একই দেশের মধ্যে যখন দুইটী ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত দুইটী মান মুদ্রা থাকে এবং উহাদের মধ্যে একটী রেশিও নির্দ্ধারিত থাকে, তখন উহাকে দ্বিধাতুমান বলা হয়। দ্বিধাতুমানের মধ্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত দুই প্রকার মুদ্রা থাকে। প্রত্যেক মুদ্রাই অসীম আইন চালু ; একজন ব্যক্তি কোন সামগ্রী ক্রয় করিয়া মূল্য প্রদানের সময়ে অথবা কোন ঋণ পরিশোধের সময়ে দুই পর্য্যায়ের মুদ্রার যে কোন একটীর দ্বারা উহা করিতে পারে। কতগুলি রৌপ্যমুদ্রা একটি স্বর্ণমুদ্রার সমান হইবে, তাহাও নির্দ্ধারিত করা থাকে,—ইহাকেই বলা হয় রেশিও নির্দ্ধারণ। মুদ্রা কর্তৃপক্ষও এই নির্দ্ধাবিত হারে এক পর্য্যায়ের মুদ্রার পরিবর্ত্তে অপর পর্য্যায়ের মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন। ১৭৯২ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিধাতুমান গৃহীত হইয়াছিল তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে আইনগত রেশিও ধার্য্য হইয়াছিল। ১ স্বর্ণ : ১৫ রৌপ্য হারে ; ১৮৩৪ সালে উহা পরিবর্ত্তন করিয়া ১৬ : ১ করা হইয়াছিল। ফ্রান্সে ১৮০৩ সালে দ্বিধাতুমানের আওতায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে রেশিও ধার্য্য হইয়াছিল ১৫॥ : ১। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে "ল্যাটিন মানেটারী ইউনিয়ন" নামক মুদ্রা সঙ্ঘের মধ্যে অবস্থিত দেশগুলিতে (ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইটালী) দ্বিধাতুমান প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশেও ঐ দ্বিধাতুমান লইয়া পরীক্ষা চলিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি কালে একের পর এক দেশ দ্বিধাতুমান পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ভারতেও নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে দ্বিধাতুমানের পরীক্ষা সাফল্যজনক হয় নাই—যদিও অনেকদিন যাবৎ এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ আন্তর্জ্জাতিক দ্বিধাতুমানের পুনরুত্থানের আশায় কালক্ষেপ করিয়াছিলেন।

দ্বিধাতুমানের সুবিধা

(১) দ্বিধাতুমানের পক্ষে দাবী করা হয় যে নিছক একটি মাত্র ধাতু নির্ম্মিত মান মুদ্রা থাকিলে, মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তরে যে অস্থিরতা প্রকাশ পায়, তাহা তুইটি ধাতু নির্ম্মিত মান মুদ্রা থাকিলে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। যদি শুধু স্বর্ণ মুদ্রা থাকে, তাহা হইলে একমাত্র স্বর্ণ উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারাই মুদ্রার পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিবে এবং দামস্তরের স্থিরতা ব্যাহত হইবে। শুধুমাত্র রৌপ্য মুদ্রা থাকিলেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু যদি তুইটি ধাতু থাকে, তাহা হইলে একটির উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস অপরটির উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধির দ্বারা কাটাকুটি হইয়া যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে মোট মুদ্রার পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া দামস্তর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা বিদূরিত হইবে।

(২) শুধু রৌপ্যমুদ্রা অথবা শুধু স্বর্ণমুদ্রা থাকিলে মুদ্রার পরিমাণ যাহা হইবে, উভয় পর্য্যায়ের মুদ্রা থাকিলে মুদ্রার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে। সুতরাং কখনও স্বর্ণের উৎপাদন অধিক হইলে অথবা রৌপ্যের উৎপাদন অধিক হইলে, মোট মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে অতি অল্পই। সেই দিক হইতে বিচার করিয়াও দ্বিধাতুমান অপেক্ষাকৃত স্থির দামস্তর (relatively stable price level) সম্ভব করে বলিয়া দাবী করা হয়।

(৩) পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে—যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের যোগান সম্ভব হইবে না এবং সকল দেশেই মুদ্রা সঙ্কোচের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে; ইহাতে পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য গুরুতররূপে ব্যাহত হইবে। দ্বিধাতুমান এই সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করে।

(৪) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের মধ্যে স্থিরতা থাকা একান্তই প্রয়োজন। দ্বিধাতুমান স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহারকারী এবং রৌপ্য-মুদ্রা ব্যবহারকারী দেশের মুদ্রা বিনিময় হারে স্থিরতা আনয়ন করিয়া এ বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। স্বর্ণমুদ্রার ও রৌপ্যমুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য স্বর্ণমুদ্রার আন্তর্জ্জাতিক মূল্য এবং রৌপ্যমুদ্রার আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।

দ্বিধাতুমানের অসুবিধা ঃ

(১) এক ধাতুমান অপেক্ষা দ্বিধাতুমান যে দামস্তর স্থির রাখিতে অধিক কার্য্যকরী হইবে এরূপ কোন ।নশ্চয়তা নাই। দামস্তর স্থির রাখিবার সম্ভাবনা সম্পর্কে দাবী করা হয় যে একটি ধাতুর উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি অপর ধাতুর উৎপাদন

বৃদ্ধি বা হ্রাসের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে—এবং মোট মুদ্রার পরিমাণ তাহাতে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। কিন্তু এইরূপ ঘটনা শুধু অনুমানের; ইহার স্থির নিশ্চয়তা কিছুই নাই। যথা, স্বর্ণ উৎপাদন যখন হ্রাস পাইতেছে তখন রৌপ্য উৎপাদন যে বৃদ্ধি ঘটিবে এরূপ কোনই নিশ্চয়তা নাই।

(২) দুইটি ধাতুমুদ্রা থাকিলে, মুদ্রার পরিমাণে আধিক্য ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে অধিক। কারণ এক্ষণে একটিমাত্র ধাতুর প্রাপ্তব্যতার (availability) দ্বারা মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় না, উহা নির্দ্ধারিত হয় দুইটি ধাতুর প্রাপ্তব্যতার দ্বারা। সুতরাং দুইটি ধাতুর মিলিত সহযোগে মুদ্রার পরিমাণে আধিক্য ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) দুইটি ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত দুইটি মানমুদ্রাকে পাশাপাশি প্রচলিত রাখা কষ্টকর। দুইটি মুদ্রার অস্তিত্ব থাকিলেই উহাদের মধ্যে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা স্থিরীকৃত একটি রেশিও থাকিতে হইবে—ইহাকে মিণ্ট রেশিও বলা হয়। কিন্তু যে ধাতু হইতে এই মুদ্রা দুইটি নির্ম্মিত হয় উহার (অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য) সাধারণ বাজারেও ক্রয় বিক্রয় হয় এবং সেই কারণে উহাদের সাধারণ বাজার দামও থাকে। সুতরাং বাজারে স্বর্ণের ও রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্য (relative price) অনুযায়ী, উহার মূল্যের একটি বাজার রেশিও (market ratio) থাকে। দুইটি ধাতুমুদ্রার মধ্যে মিণ্ট রেশিও এবং বাজার রেশিও যতদিন সমান থাকে, ততদিন দুইটি মুদ্রাই সমভাবে প্রচলিত থাকিবে; যখনই বাজারে স্বর্ণ বা রৌপ্যের দামের পরিবর্ত্তনের দরুণ দুইটি ধাতুর বাজার রেশিও মিণ্ট্ রেশিও হইতে পৃথক হইয়া যাইবে, তখনই দেখা যাইবে যে বাজার দামের তুলনায় মুদ্রা ব্যবস্থার মধ্যে একটি ধাতুমুদ্রা অধিক মূল্যারোপিত (over-valued) এবং অপর মুদ্রাটী অল্প মূল্যারোপিত (under valued) হইয়া যাইবে; এবং জনসাধারণের মধ্যে লাভের স্বাভাবিক প্রলোভনের দরুণ, অধিক মূল্যারোপিত ধাতুমুদ্রাটিই মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকিবে এবং অল্প মূল্যারোপিত ধাতুমুদ্রাটি মুদ্রা ব্যবস্থা হইতে অন্তর্হিত হইবে। ধরা যাউক, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে মিণ্ট-রেশিও হইল ১ : ১৬ কিন্তু বাজারে স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়া বাজার রেশিও হইয়া গিয়াছে ১ : ১৫। এক্ষেত্রে বাজারে রৌপ্যের তুলনায় স্বর্ণের দাম হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বর্ণের দাম অধিকই রাখা হইয়াছে (gold is overvalued in the mint)। এক্ষেত্রে মুদ্রা হিসাবে সকলেই স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিবে—কেহই মুদ্রা প্রদানকালে রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিবে না; কারণ আসলে বাজারে স্বর্ণের দাম কম, রৌপ্যের দাম অধিক। অধিকন্তু

জনসাধারণ **বাজারে** ১৫টি রৌপ্যখণ্ডে একটি স্বর্ণ খণ্ড পাইবে এবং ঐ একটি স্বর্ণখণ্ডের দ্বারা **মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের** নিকট হইতে ১৬টী রৌপ্যখণ্ড পাইয়া, নীট একখানি রৌপ্যখণ্ড লাভ করিবে; মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্বর্ণমুদ্রা জমা হইতে থাকিবে এবং রৌপ্যমুদ্রা বাহির হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ অধিক মূল্যারোপিত মুদ্রা হইবে নিকৃষ্ট মুদ্রা এবং রৌপ্য (অল্প মূল্যারোপিত মুদ্রা) হইবে উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়িত করিয়াছে দেখা যাইবে।

মিণ্ট-রেশিও ও বাজার রেশিওর মধ্যে পার্থক্য ঘটিলে ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে বিশেষ অনিশ্চয়তা ও গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। প্রত্যেক খরিদ্দার এবং দেনাদার অধিক মূল্যারোপিত মুদ্রার দ্বারা (বাজারে ঐ মুদ্রার দাম কম) মুদ্রা প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইবে; অপর পক্ষে প্রত্যেক দোকানদার এবং প্রত্যেক পাওনাদার অল্প মূল্যারোপিত মুদ্রার দ্বারা (বাজারে ঐ মুদ্রার দাম অধিক) মুদ্রা গ্রহণের দাবী করিবে। আবার মুদ্রা লইয়া স্পেক্যুলেশনও স্বরু হইবে। কারণ অনেকেই মনে করিতে পারে, আজ যে মুদ্রার মূল্য অধিক, ভবিষ্যতে উহার মূল্য কমিতে পারে এবং বর্ত্তমানে যাহার মূল্য কম, ভবিষ্যতে উহার মূল্য অধিক হইতে পারে।

দ্বিধাতুমানের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা—

বাজার রেশিও ও মিণ্ট্ রেশিওর পার্থক্যের যে সম্ভাবনা প্রদর্শিত হইয়া থাকে—প্রকৃতপক্ষে ঐ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে দুইটি ভিন্ন দেশের মধ্যে। একই দেশের মধ্যে বাজার রেশিও ও মিণ্ট রেশিওর পার্থক্য ঘটিতে পারে না।* কারণ একই দেশের মধ্যে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ যতদিন একটি স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে ১৬টী রৌপ্যমুদ্রা দিতে প্রস্তুত থাকিবেন, ততদিন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যবসায়ী অপর কাহাকেও ১৫টী রৌপ্যমুদ্রা লইয়া একটি স্বর্ণমুদ্রা দিবে না (কারণ সে তো সরকারের নিকট হইতেই ১টি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ১৬টী রৌপ্যমুদ্রা লাভ করিতে পারিবে)। কিন্তু দুইটী ভিন্ন দেশের মধ্যে রেশিওর পার্থক্যের উদ্ভব হওয়া খুবই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মুদ্রা একটি দেশ হইতে অপর দেশে চালান হইয়া যাইবে। ধরা যাউক 'ক' দেশে মিণ্ট্ রেশিও হইল ১ : ১৬ কিন্তু 'খ' দেশে ঐ রেশিও হইল ১ : ১৫ ; এক্ষেত্রে 'খ' দেশের তুলনায় 'ক' দেশে রৌপ্যের হিসাবে স্বর্ণের দাম অধিক। এমতাবস্থায় 'খ' দেশ হইতে স্বর্ণ 'ক' দেশে চালান হইয়া যাইবে। কিছুকাল পরেই 'খ' দেশে স্বর্ণমুদ্রার অস্তিত্ব আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই

* Monetary Theory—G. N. Halm. P. 109.

(CHOUDHURI & CHOUDHURI) (Class - X) (Roll No - 42)

প্রতীয়মান হয় যে দ্বিধাতুমান সাফল্যজনকভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উহা একসাথে গৃহীত হয় এবং যদি প্রত্যেক দেশে একই মিণ্ট্-রেশিও ধার্য্য হয়।*

স্বর্ণমান—Gold standard

দেশের মানমুদ্রার মূল্য যখন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সহিত সমান রাখা হয়, তখন মুদ্রা ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান (gold standard) বলা হয়। মানমুদ্রার মূল্যের সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের এই সমতা রক্ষা করিবার দায়িত্ব মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ (সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) গ্রহণ করিয়া থাকেন মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ এই দায়িত্ব পালন করেন, একটি নির্দ্দিষ্ট বিনিময় হারে, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে স্বর্ণ এবং মুদ্রার মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া; স্বর্ণের বিনিময়ে তাঁহারা মুদ্রা প্রদান করেন এবং মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ প্রদান করেন।

বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান—Different types of gold standard

(১) **স্বর্ণ প্রচলন মান** (Gold Circulation Standard)—স্বর্ণ প্রচলন মানে মানমুদ্রা স্বর্ণ দ্বারাই নির্ম্মিত থাকে—মুদ্রা স্বয়ং যখন স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হয় তখন উহার মূল্যের সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমতা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। ইংলণ্ডের সভ্রেণ ১২৩,২৭৪৪৭ গ্রেণের সমান ছিল এবং ফ্রান্সের ফ্রাঁক্ ছিল ৪,৯৭৩২ গ্রেণের সমান, অর্থাৎ ঐ মুদ্রাগুলিতে ঐ পরিমাণ স্বর্ণ ছিল। দেশের মধ্যে অপর যে সকল মুদ্রা থাকে সেগুলি এই স্বর্ণ মুদ্রায় পরিবর্ত্তনযোগ্য—যে কেহ কাগজীমুদ্রা লইয়া যাইবে তাহাকেই মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ উহার পরিবর্ত্তে সমমূল্যের ধাতুমুদ্রা অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবেন। মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ স্বর্ণধাতুকে স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত করিতে এবং স্বর্ণমুদ্রাকে স্বর্ণধাতুতে পরিণত করিতে বাধ্য থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা ক্রয় করিবেন আবার মুদ্রার দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করিবেন। যে কেহ মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আসিয়া স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা লইতে পারিবে (এক্ষেত্রে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন) অথবা মুদ্রা দিয়া স্বর্ণ লইতে পারিবে (এক্ষেত্রে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ স্বর্ণ বিক্রয় করিতেছেন)। এরূপ ক্ষেত্রে সরকার স্বর্ণ ও মুদ্রার মধ্যে যে বিনিময় হার নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন

*"Assuming, however, the international adoption of bimetallism on a common mint ratio would be secured anyhow, since divergencies between market and mint ratio would now be impossible for the world as a whole."—G. N. Halm,—Monetary Theory P, 111.

স্বর্ণধাতুর (gold bullion) মূল্য তাহা হইতে পৃথক হইতে পারে না—অর্থাৎ স্বর্ণের মূল্য স্থির থাকিবে, বৃদ্ধিও পাইবে না হ্রাসও পাইবে না। অবশ্য মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ যে মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিবেন এবং যে মূল্যে স্বর্ণ বিক্রয় করিবেন উহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে—তবে এই পার্থক্য খুবই সামান্য। ইংলণ্ডে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ স্বর্ণ ক্রয় করিতেন আউন্স প্রতি ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ৯ পেঃ দরে এবং স্বর্ণ বিক্রয় করিতেন ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০॥ পেঃ দরে—ক্রয় দর অপেক্ষা বিক্রয় দর ছিল মাত্র ১॥ পেন্স অধিক। কিন্তু উহার দ্বারা দেশের মধ্যে স্বর্ণের মূল্য মোটামুটি স্থির থাকিত, স্বর্ণের দাম আউন্স প্রতি ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ৯ পেন্সের কম অথবা ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০॥ পেন্সের অধিক হইতে পারিত না। অধিকন্তু এই মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বর্ণের অবাধ রপ্তানী ও আমদানী থাকে, যে কেহ বিদেশে স্বর্ণ চালান দিতে পারে অথবা বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী করিতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে স্বর্ণ মান এই স্বর্ণ প্রচলন মানরূপে (Gold Circulation Standard) বর্ত্তমান ছিল।

(২) **স্বর্ণধাতু পিণ্ডমান** (gold bullion standard)—স্বর্ণধাতু পিণ্ডমানের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকে না, স্বর্ণমুদ্রা নির্ম্মাণ করাই প্রয়োজন হয় না। আভ্যন্তরীণ লেনদেনে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হয় না; নিদর্শক মুদ্রাই ব্যবহৃত হয়; দেশের মধ্যে প্রচলিত থাকে কাগজী মুদ্রা বা নোট এবং বিভিন্ন খুচরা ধাতুমুদ্রা (subsidia coins)। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত না হইলেও স্বর্ণের সহিত মান মুদ্রার সমতা রক্ষিত হয়। অর্থাৎ মান মুদ্রাকে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমানরূপে ঘোষণা করা হয়। দেশের মুদ্রা-কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সমতার হারে কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণধাতু পিণ্ডে এবং স্বর্ণ ধাতু পিণ্ডকে কাগজী মুদ্রাতে পরিণত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত থাকেন এবং সেইরূপ ব্যবস্থা রাখেন। স্বর্ণ এবং মুদ্রার মধ্যে পরিবর্ত্তন যোগ্যতা থাকে এবং কত পরিমাণ স্বর্ণ কত সংখ্যক মুদ্রার সমান বিবেচিত হইবে তাহার একটি নির্দ্ধারিত হার থাকে। অর্থাৎ স্বর্ণ ধাতুপিণ্ড মানেও মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ একটি নির্দ্ধারিত হারে মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করেন, তবে সে মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রা নহে কাগজী মুদ্রা এবং সে স্বর্ণও স্বর্ণমুদ্রা নহে, স্বর্ণ ধাতুর খণ্ড। তবে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ একটি ন্যূনতম পরিমাণ স্বর্ণ উল্লেখ করিয়া ঘোষণা করিতে পারেন, যে উহার কম পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় হইবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার কয়েক বৎসর পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, কিন্তু স্বর্ণ প্রচলনমান নহে, স্বর্ণধাতুপিণ্ডমানে। ১৯২৫ সালে ইংলণ্ড স্বর্ণ ধাতুপিণ্ডমান গ্রহণ করিয়াছিল—ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড ন্যূনপক্ষে ৪০০

শত আউন্স স্বর্ণ ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০॥ পেন্স (আউন্স প্রতি) দরে বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

স্বর্ণ ধাতুপিণ্ডমানের সুবিধা হইল যে অকিঞ্চিৎকর দৈনন্দিন লেন-দেনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া দেশের স্বর্ণ সঙ্গতির ক্ষয় প্রাপ্তি ঘটে না। দেশের মুদ্রার উপরে জনসাধারণের আস্থা এক্ষণে আর স্বর্ণ সমর্থনের (gold backing) উপর নির্ভরশীল নহে। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে কাগজী মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রার সহিত সমান ভাবে কার্য্যকরী। শুধু বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন হয়—বিদেশে প্রেরণ করিবার জন্য কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রয়োজন হয় অথবা বিদেশ হইতে আনীত স্বর্ণকে কাগজী মুদ্রাতে পরিণত করিবার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্য স্বর্ণ ধাতুপিণ্ডমান সুষ্ঠুভাবেই সাধন করে।

(৩) **স্বর্ণ বিনিময় মান**—(Gold Exchange Standard)—প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে কোন কোন দেশে আর এক পর্য্যায়ের স্বর্ণমান গৃহীত হইয়াছিল। উহা স্বর্ণ বিনিময় মানরূপে পরিচিত। স্বর্ণ বিনিময় মানের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না, দেশের মধ্যে লেন-দেনের জন্য যাহা প্রচলিত থাকে তাহা হইলে নিদর্শক মুদ্রা। কিন্তু এই আভ্যন্তরীণ মুদ্রা স্বর্ণে পরিবর্ত্তন যোগ্য; আবার এই পরিবর্ত্তন যোগ্যতা থাকে প্রত্যক্ষভাবে নহে, পরোক্ষভাবে। দেশের মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ আভ্যন্তরীণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে এরূপ একটি বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করেন যাহা সংশ্লিষ্ট বিদেশে সরাসরিভাবে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন যোগ্য। কাহারও যদি বৈদেশিক সামগ্রীর মূল্য পরিশোধের জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে দেশের মুদ্রার বিনিময়ে একটি বৈদেশিক মুদ্রা পাইবে এবং ঐ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ পাইবে। অবশ্য কত পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার দ্বারা কত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহা নির্দ্ধারিত করা থাকে এবং এ সম্পর্কে সেই বৈদেশিক মুদ্রাই নির্দ্ধারিত হয় যে মুদ্রা সংশ্লিষ্ট বিদেশে নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন যোগ্য। সুতরাং স্বর্ণ বিনিময় মানের মধ্যে, দেশীয় মুদ্রার দ্বারা স্বর্ণ পাওয়া যায়, তবে সরাসরিভাবে নহে, অপর কোন একটি স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে।*

স্বর্ণ বিনিময় মানের সুবিধা হইল দৈনন্দিন ব্যবহারে স্বর্ণের কোন অপচয়

*অন্যান্য দেশে স্বর্ণ বিনিময় মান যুদ্ধোত্তর যুগের ব্যবস্থা হইলেও আমাদের দেশে এই মুদ্রামান যুদ্ধের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল; প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে ইহার অবসান ঘটিয়াছিল। লেখক প্রণীত "ভারতীয় অর্থনীতি" দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৮৩-৯০।

ঘটে না, বৃহৎ পরিমাণ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। যে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করা হইবে, ঐ বৈদেশিক মুদ্রা কিছু পরিমাণে রিজার্ভ রাখিয়া দিলেই হইবে।

স্বর্ণমানের গুণাপগুণ—Merits and Defects of Gold Standard

গুণ :—(১) স্বর্ণমান আভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিরতা (stability of the internal pricelevel) বজায় রাখে। স্বর্ণ হইল বহুকাল স্থায়ী, অথচ প্রতিবৎসর স্বর্ণের যে উৎপাদন ঘটে তাহা মোট স্বর্ণ পরিমাণের একটি নগন্য অংশ মাত্র। সুতরাং বাৎসরিক স্বর্ণোৎপাদনের তারতম্যে মোট স্বর্ণ পরিমাণে উল্লেখযোগ্য কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। স্বর্ণের পরিমাণে পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে বলিয়া মুদ্রার পরিমাণ ইচ্ছামত হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে এবং সেই কারণে দামস্তরের হ্রাস বৃদ্ধি জনিত বিবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না। দামস্তর স্থির রাখা সম্পর্কে স্বর্ণমানের এই বিশেষ সুবিধা দামস্তর বৃদ্ধির প্রতিরোধ ক্ষেত্রেই অধিকতর অনুভূত হয়; অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচার করিয়া বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টি করা মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের একটি স্বাভাবিক প্রলোভন। স্বর্ণমানের আওতায় এই প্রলোভন ক্রিয়া করিবার যথেষ্ট অবকাশ পায় না। স্বর্ণমানে দেশের মুদ্রাকর্ত্তৃপক্ষ আভ্যন্তরীণ মুদ্রাকে—সে আভ্যন্তরীণ মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাই হউক বা কাগজী মুদ্রাই হোক—স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত থাকেন। কাগজী মুদ্রা ছাড়িলে, উহার স্বর্ণের পরিবর্ত্তন যোগ্যতা বজায় রাখিবার জন্য (to maintain its convertibility into gold) উহার সমর্থনে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ না পাইলে অধিক পরিমাণে মুদ্রা সৃষ্টি করিতে মুদ্রাকর্ত্তৃপক্ষ কিছুতেই সক্ষম হন না।

(২) একটি দেশের মুদ্রা অপর দেশে অচল; অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় এবং কর্জ্জ লেন-দেন হইয়া থাকে এবং সেই কারণে একাধিক দেশের মুদ্রার মধ্যে পরস্পর বিনিময় করিবার প্রয়োজন হয়। দুইটি দেশের মুদ্রা বিনিময় করিবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দুইটি মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হারের উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার যদি পরিবর্ত্তন হইতে থাকে তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) এবং আন্তর্জ্জাতিক কর্জ্জ লেন দেন (International Loans) গুরুতর ভাবে ব্যাহত হয়। স্বর্ণমানের গুণরূপে দাবী করা হয় যে ইহা বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার সমান রাখে। স্বর্ণ হইল একটি আন্তর্জ্জাতিক সামগ্রী—বহন খরচা (cost of transport) বাদে পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের মূল্য প্রায় সমান। স্বর্ণমানের আওতায় প্রত্যেক দেশের

মুদ্রা স্বর্ণের সহিত সম্পর্কিত ; দুইটি বস্তু যদি কোন একটি অভিন্ন বস্তুর সমান হয় তাহা হইলে উহারা নিজেদের মধ্যেও সমান হইবে। আমেরিকার একটি ডলার যতটুকু স্বর্ণের সমান ফ্রান্সের ৫টী ফ্রাঁঙ্ক যদি তত পরিমাণ স্বর্ণের সমান হয়, তাহা হইলে ডলার ও ফ্রাঁঙ্কের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১ ডঃ ঃ ৫ ফ্রাঁঃ।

(৩) স্বর্ণমানের সুবিধারূপে আরও দাবী করা হয় যে বিভিন্ন দেশের স্বর্ণমান থাকিলে উহাদের আভ্যন্তরীণ দামস্তরে সমতা উপস্থিত হয় এবং স্বর্ণমান একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থারূপে নিজেকেই নিজে পরিচালিত করে। ধরা যাউক দুইটি স্বর্ণমান বিশিষ্ট দেশ আছে **'ক'** এবং **'খ'** ; ইহাদের প্রত্যেকের মোট মুদ্রাসমষ্টি স্বর্ণ অথবা স্বর্ণ রিজার্ভের দ্বারা নির্দ্ধারিত। ধরা যাউক **'ক'** দেশে সামগ্রীর দামস্তর **'খ'** দেশের তুলনায় বৃদ্ধি পাইল, এক্ষেত্রে **'খ'** দেশ **'ক'** দেশে মাল অধিক রপ্তানী করিবে এবং **'ক'** দেশ হইতে কম মাল আমদানী করিবে (যেখানে দাম বেশী সেখানে সকলে বিক্রয় করিতে চাহে, সেখান হইতে কেহ কিনিতে চাহে না)। সুতরাং দেনাদার দেশরূপে **'ক'** দেশ **'খ'** দেশে অধিক স্বর্ণ অর্থাৎ মুদ্রা, প্রেরণ করিবে ; এক্ষেত্রে **'ক'** দেশে মুদ্রা কমিবার দরুণ দামস্তর কমিবে এবং **'খ'** দেশে মুদ্রা বৃদ্ধি পাইবার দরুণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ব্বেকার সমতার অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

অপগুণ ঃ

(১) স্বর্ণমান যে আভ্যন্তরীণ দামস্তর অপরিবর্ত্তিত রাখিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই—স্বর্ণের সহিত মুদ্রাসমষ্টির সংযোগ স্থাপিত থাকিলেই যে মুদ্রা পরিমাণের যথেচ্ছ পরিবর্ত্তনের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। মোট স্বর্ণের পরিমাণ মোটামুটি অপরিবর্ত্তিত এবং স্বর্ণের বাৎসরিক উৎপাদন প্রচলিত পরিমাণের একটি নগণ্য অংশ মাত্র, ইহা সত্য। কিন্তু মুদ্রাসমষ্টি যাহার উপর নির্ভরশীল তাহা স্বর্ণের মোট পরিমাণ নহে, কেবলমাত্র মুদ্রারূপে ব্যবহৃত স্বর্ণের পরিমাণ। সুতরাং স্বর্ণের মোট পরিমাণ অপরিবর্ত্তিতই আছে অথচ মুদ্রাহিসাবে ব্যবহারযোগ্য স্বর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, এরূপ ঘটা একান্তই স্বাভাবিক এবং ঐরূপ ঘটিলে স্বর্ণমান সত্ত্বেও মুদ্রার পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অধিকন্তু স্বর্ণ উৎপাদনের ইতিহাস দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে গত একশত বৎসরের মধ্যে উহা এক এক সময়ে এক এক রূপ হইয়াছে এবং প্রয়োজনের সহিত উহা তাল রাখিতে পারে নাই। আর যদিই বা স্বর্ণের পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত থাকিত, তাহা হইলেও উহা দেশের পক্ষে হিতকর হইত না, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতে পরিবর্ত্তনশীল মুদ্রাসমষ্টির প্রয়োজন ; স্বর্ণমান কিন্তু মোটামুটি অপরিবর্ত্তনশীল মুদ্রাসমষ্টিরই ব্যবস্থা করে। অথচ বৎসরে যে অনুপাতে মুদ্রার

চাহিদা বৃদ্ধি পায় স্বর্ণের পরিমাণ যদি সে ঠিক অনুপাতে বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে মুদ্রা সমষ্টির হয় বাড়তি অথবা ঘাঁটতি হইবে এবং সেই কারণে দামস্তরের বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের প্রবণতা দেখা যাইবে। [..."an expanding progressive world needs an expanding supply of currency, and if the annual percentage increment to the gold stock does not equal the annual percentage increase in the demand for currency, there will tend to be either an excess or a deficiency of currency, and hence a tendency to rising or falling prices." Crowther]

(২) স্বর্ণমান যে বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা বজায় রাখিবে এরূপও কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বর্ণমানের আওতায় বিনিময় হারের স্থিরতা থাকিবার হেতু হইল যে যদি কোন বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এরূপ হয় যে স্বর্ণানুপাতিক বিনিময়হারে (mint par) চাহিদা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে না তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রার ঐ বাড়তি চাহিদা মিটাইবার দায়িত্ব বিনিময় বাজারের (Exchange market) নিকট হইতে সাধারণ স্বর্ণের বাজার চলিয়া যায়। এই ভাবেই বৈদেশিক বিনিময় বাজারে (foreign exchange market) কোন বিশেষ মুদ্রার চাহিদা ও যোগানে সমতা রাখা হয়। কিন্তু এই ক্রিয়া পদ্ধতি নির্ভর করে একটি বিষয়ের উপর,—মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ যে কোন পরিমাণে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দামে স্বর্ণ বিক্রয় করিতে নিয়তই প্রস্তুত থাকিবেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে মৌলিক পার্থক্য ঘটিলে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষের উপর যেরূপ ক্রমাগত স্বর্ণের দাবী পড়িবে, কোন দেশের মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষই অধিককাল সেই ক্রমাগত স্বর্ণের দাবী সহ্য করিবার ক্ষমতা রাখেন না। ঐরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে স্বর্ণমান হইতে বিচ্যুত হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।

(৩) স্বর্ণমান ততক্ষণ সাফল্যজনক চলিবে যতক্ষণ দেশের মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ অপর সকল বিবেচনা এবং সকল উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া একান্তমনে কেবলমাত্র স্বর্ণমানেরই ভজনা করিবে। ["But the Gold standard is a jealous gold. It will work provided it is given exclusive devotion"—Crowther] কিন্তু স্বর্ণমান বজায় রাখিবার জন্য যে কার্য্য করা প্রয়োজন সে কার্য্য হয়তো দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। স্বর্ণমান ক্রীড়ার সঠিক নিয়মানুযায়ী কোন দেশই ক্রীড়ায় যোগদান করিতে সম্মত হয় না—কোন দেশের মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বিকারভাবে স্বর্ণ আমদানী এবং রপ্তানী নিরীক্ষণ করে না।

Questions & Hints

1. What is money ? (B.A. 1950) 'Money is what money does." Explain the statement (B.A. 1950 ; All 1940 ; Pat '45). What is money ? Give an account of its different functions. (Cal. B.A. 1954) [পৃঃ ৩২৬—২৮]

2. The following classification of money is given in your text book—1. Standard Money 2. Representative Money 3. Credit Money (a) Token Money (b) Government Money (c) Bank notes. 4. Fiat Money. Explain and illustrate this classification. (B.A. 1942 ; 1952) Give a brief accoun t of the different forms of currency. (B.Com. 1949) [পৃঃ ৩২৯—৩০]

3. What is Gresham's Law ? Point out the different forms of its application and the conditions essential to its operation. (B.A. 1943, 1948 ; Agra '42. Nag '41) [পৃঃ ৩৩৪—৩৬]

4. What is inconvertible paper money ? What are its defects ? (Al l. 1940 ; Nag '42) [পৃঃ ৩৩১—৩৩]

5. What do you understand by value of money ? How is the value of money determined ? (B.A. 1939) [পৃঃ ৩৩৭ ; ৩৩৮—৪১ ; ৩৪৫ —৪৬]

6. Explain what is meant by the quantity theory of money ? (B.A. 1938) Discuss the relation between supply of money and the level of prices. (B.Com. 1939). Give a critical estimate of the quantity theory of money. (Dac. '41 ; Agra '42 Nag. '43) [পৃঃ ৩৩৮ —৪১ ; ৩৪৩—৪৫]

7. Why does the value of money fluctuate from time to time ? (B.Com. 1938) Examine the factors on which the value of money depends. (Cal. B. Com. 1954) [পৃঃ ৩৩৮—৪১ ; ৩৪৫—৪৬]

8. Indicate the factors that determine the general price level in a country. (B.A. 1944 ; B. Com. 1952). Examine the factors on which the value of money depends. (Cal· B. Com. 1953 ; B.A. 1953) [পৃঃ ৩৩৮—৪১ ; ৩৪৫—৪৬]

9. "It is clear that the demand for money as measured in the quantity theory way is not the same as the demand for money measured in the liquidity preference way. There are however links between the two,"—(Cairncross) Explain the statement. [পৃঃ ৩৪২-৪৩]

10. Analyse the causes which determine the velocity of circulation of money. (Cal. B. Com. 1953) [পৃঃ ৩৩৮—৪১]

11. How would you measure changes in the general level of prices ? (B.Com. 1941,'47) What are Index Numbers ? Point out their usefulness (B.A· 1955) [পৃঃ ৩৪৭—৪৮]

12. Examine the difficulties you have to face in constructing an index number showing changes in the purchasing power of money. (B.Com. 1951 ; 1955) [পৃঃ ৩৪৯—৫০]

13. What is inflation ? Discuss its effects. (B. A. 1946 ; 1956) When does Inflation occur ? Discuss the effects of inflation on the production and distribution of income. (B.Com. 1955) [পৃঃ ৩৫০—৫৩]

14. What are the evils of inflation ? What measures would you recommend to check it effectively ? (B.A. 1949) [পৃঃ ৩৫০—৫৩]

15. What is meant by inflation of currency ? Examine the effect in inflation on pricelevel, production and distribution. (B.Com. 1941, 1948, 1952 ; B.A. 1951) [পৃঃ ৩৫০—৫৩]

16. Explain what you understand by inflation and deflation : (Discuss the i nfluence of unbalanced budget on price.) (B.A.1939) [পৃঃ ৩৫০—৫৩]

17. Carefully examine the economic effects of rising anp falling prices. (B.A. 1937 ; Dac. '40 Agra '41) [পৃঃ ৩৫০—৫৪]

18. What do you understand by Bimetallism ? Examine its advantages and disadvantages . (B.A. 1937). Explain the difficulties off maintaining in circulation together two metals at a Mint ratio different from their bullion ratio. (B. Com. 1939) [পৃঃ ৩৫৪—৫৭]

19. When is a country said to be on the gold standard ? "There are degrees of gold standard." Illustrate the statement (B. Com. 1939, 1940, 1942,1947) [পৃঃ ৩৫৭—৬০]

20. What do you understand by the Gold Bullion standard and the Gold Exchange standard ? (B.A. 1940,1947) [পৃঃ ৩৫৭-৬৩]

21. Discuss the merits and defects of the Gold standard (B.Com. 1944,1946) [পৃঃ ৩৬০—৬৩]

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও কর্জ্জ

Banking and Credit

ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে—What a Bank is

যে প্রতিষ্ঠানের নিকট জনসাধারণ তাহাদের সঞ্চিত মুদ্রা গচ্ছিত রাখে এবং জনসাধারণের মধ্যে কর্জ্জ-ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যাহার নিকট হইতে কর্জ্জ—গ্রহণের জন্য মুদ্রা লইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যাঙ্ক বলা হয়। এক শ্রেণীর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া অপর শ্রেণীকে ঐ ঋণ সরবরাহ করা ইহার কার্য্য; কিন্তু এই কার্য্যই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য নহে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণ কার্য্য হইল মুদ্রা সৃষ্টি; এক্ষেত্রে মুদ্রা শব্দটী ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে—অর্থাৎ এরূপ কিছু যাহা ঋণ পরিশোধের বস্তুরূপে ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। অধ্যাপক **সেয়ার্স** বলেন "ব্যাঙ্ক নিছক মুদ্রার প্রদাতা নহে, পরন্তু গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ইহা মুদ্রার স্রষ্টাও বটে"। ["Banks are not merely purveyors of money, but also, in an important sense, manufacturers of money"--Sayers]

ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ—Functions of a Bank

(১) জনসাধারণ তাহাদের সঞ্চিত মুদ্রা ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে পারে—জনসাধারণের সঞ্চয় আমানতরূপে গ্রহণ করা হইল ব্যাঙ্কের কার্য্য। ব্যাঙ্ক যে আমানত গ্রহণ করে উহা পরিশোধ করিবার দায়িত্ব তাহাকে বহন করিতে হয়। পরিশোধের পদ্ধতি অনুযায়ী আমানতের মধ্যে বিভাগ করা হইয়া থাকে। এক পর্য্যায়ের আমানত আছে যাহা সময় নির্দ্ধারিত বা স্থায়ী আমানত (time or fixed deposit)। এই ধরণের আমানত আমানতকারী একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর তবেই উঠাইয়া লইতে পারিবে; উহা উঠাইবার জন্য পূর্ব্বে নোটিশ প্রদান করিতে হয়। আর এক পর্য্যায়ের আমানত আছে, যাহা আমানতকারী নিজ অভিরুচি অনুযায়ী উঠাইয়া লইতে পারে। দাবী মাত্রই উহা প্রত্যার্পণ করিতে ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুত থাকে। ইহাকে বলা হয় চল্‌তি বা দাবী আমানত current or Demand Deposit.

(২) জনসাধারণের মধ্যে কর্জ-ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক কর্জ দিয়া থাকে। কোন কোন ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণ সরবরাহ করে আবার কোন কোন ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ ঋণ প্রদান করে সরকারকে। কোন ব্যাঙ্ক হয়তো শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং সরকার উভয়কেই ঋণ প্রদান করে। ব্যক্তিবিশেষকেও ঋণ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(৩) ঋণ প্রদান করা হইয়া থাকে প্রধানতঃ হুণ্ডি বাট্টা করিয়া (discounting bills of exchange)। ব্যবসায়ের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মাল বিক্রেতাগণ মালের ক্রেতাকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে মাল বিক্রয় করে—ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর মাল ক্রয়কারী বিক্রেতাকে উহার মূল্য প্রদান করিবে। যে দলিলের মাধ্যমে কর্জ বিক্রয়ের এই বন্দোবস্ত পাকা করা হয়—যে দলিলটি মাল ক্রয়কারীর ঋণ পরিশোধের বাধ্যকতা বহন করে, তাহাই হুণ্ডিরূপে পরিচিত। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই মাল বিক্রয়কারীর যদি অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে হুণ্ডিখানি লইয়া ব্যাঙ্কের নিকট যায়। ব্যাঙ্ক ঐ হুণ্ডিটি রাখিয়া দিয়া উহাতে লিখিত মুদ্রার পরিমাণ মাল ক্রয়কারীকে প্রদান করে—অবশ্য উহা হইতে নিজের পারিশ্রমিকরূপে কিছু পরিমাণ মুদ্রা কাটিয়া রাখে। এই কাটিয়া রাখা অংশ হইল ব্যাঙ্কের প্রাপ্য সুদ। ব্যাঙ্ক এইভাবে হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া দেয়, হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার মধ্য দিয়া উহা প্রকৃতপক্ষে ঋণ প্রদান করিয়া থাকে।

(৪) "দাদন" রূপেও (advance) ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। সাধারণতঃ কোন মূল্যবান সামগ্রী বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করিতে পারে অথবা শুধু ব্যক্তিগত জামিনে দাদন করা যাইতে পারে। 'বাড়তিটান' (overdraft) প্রদান করাও ব্যাঙ্কের কার্য্য ; বাড়তিটান ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদানের একটি রূপ। একজন আমানতকারী যত পরিমাণ মুদ্রা আমানত রাখিয়াছে ব্যাঙ্ক তাহাকে উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ মুদ্রা উঠাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারে। এই বাড়তি মুদ্রা উঠাইবার ক্ষমতার নাম হইল 'বাড়তিটান' (overdraft)।

(৫) কাগজী নোট প্রচার করা ব্যাঙ্কের অন্যতম কার্য্য। এক সময় ছিল যখন যে কোন সাধারণ ব্যাঙ্কই কাগজী নোট প্রচার করিতে পারিত, কিন্তু কাগজী নোট প্রচারের ক্ষমতা অপব্যবহৃত হইবার দরুণ সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের উপর এই ক্ষমতা বর্ত্তমানে অর্পিত থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে বিশেষ মর্য্যাদার অধিকারী যে ব্যাঙ্ক গঠিত হয় তাহার উপরেই অধুনা নোট প্রচারের ক্ষমতা অর্পিত থাকে।

(৬) নোট প্রচার করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, আধুনিক ব্যাঙ্কগুলি আর

একভাবে মুদ্রা সৃষ্টি করিতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি শুধুই যে অপরের নিকট হইতে মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া আমানত তৈয়ারী করে তাহা নহে, অপরকে ঋণ দিয়াও উহার আমানত সৃষ্টি করে। এই আমানত যাহাদের নামে সৃষ্ট হয়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্কের নিকট খাতক (debtor)। কিন্তু যেহেতু খাতকগণ এই আমানত কিছু কিছু করিয়া উঠাইয়া লইয়া ব্যয় করিতে পারে, সেহেতু উহা সমাজের মধ্যে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতারূপে কার্য্যকরী হয়। ব্যাঙ্ক যে শুধুই 'ক' এর অর্থ 'খ'কে প্রদান করে তাহাই নহে, উহারা ঋণ সৃষ্টির দ্বারা মুদ্রা—সৃষ্টি করিতে পারে; অবশ্য ব্যাঙ্কের মুদ্রা সৃষ্টির এই ক্ষমতা সীমাহীন নহে।

(৭) উপরোক্ত কার্য্যগুলি ব্যতীত কয়েকটি বিবিধ কার্য্যও ব্যাঙ্কের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণ পত্র বিক্রয় এবং সরকারী ঋণের তত্ত্বাবধান করে; অপরাপর ব্যাঙ্কসমূহ মক্কেলদের পক্ষ হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয় বিক্রয় করে, জনসাধারণের মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে রক্ষা করে।

বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীট—Balance sheet of Commercial Bank

ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ এবং মূল প্রকৃতি, উহার ব্যালান্স শীটের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি হইতে যথাযথ উপলব্ধি করা যায়। বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীটের মধ্যে এক দিকে থাকে দায় (liabilities) আর এক দিকে থাকে সম্পত্তি (assets)। 'দায়' হইল সেই বিষয়গুলি যেগুলির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাঙ্ককে কাহাকেও না কাহাকেও মুদ্রা প্রদান বা প্রত্যার্পণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সম্পত্তির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে সেই বিষয়গুলি যেগুলির জন্য ব্যাঙ্ক অপর কাহারও নিকট হইতে মুদ্রা পাইবার অধিকারী থাকে। ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির বিষয়গুলি হইল এইরূপ:

দায় (Liabilities)	সম্পত্তি (Assets)
আদায়ী মূলধন (Paid-up capital)	হাতে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে নগদ (Cash in hand and central bank)
রিজার্ভ ফাণ্ড (Reserve funds)	চাহিবার মাত্রই প্রাপ্য এবং স্বল্প মেয়াদী মুদ্রা (Money at call and short notice)
অবণ্টিত মুনাফা (Undivided profits)	বাট্টাকৃত হুণ্ডি (Bills discounted)
	দাদন ঋণ (Advances, loan etc.)

দায় (Liabilities)	সম্পত্তি (Assets)
হুণ্ডী স্বীকার (Acceptances)	সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ (Investments in government securities)
আমানত (Deposit)	বণ্ড, ষ্টক প্রভৃতিতে বিনিয়োগ (Other investments in bonds, stocks etc.)
	হুণ্ডি স্বীকৃত পরিপূরক (Cover for Acceptances)
	গৃহাদি এবং বিবিধ (Premises and sundry)

দায়—সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক যে সঙ্গতির দ্বারা প্রথমে কারবারে লিপ্ত হয়, তাহা ব্যাঙ্ক সংগ্রহ করে কিছুটা অংশীদার এবং কিছুটা আমানতকারীদিগের নিকট হইতে। অংশীদারগণ ব্যাঙ্কে যে পুঁজি সরবরাহ করে তাহাই আদায়ী মূলধনরূপে পরিচিত—যে পুঁজি প্রকৃতপক্ষে অংশীদারদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে, নিছক প্রতিশ্রুত নহে। অংশীদারদিগের দ্বারা প্রদত্ত পুঁজি, যে কোন যৌথপুঁজি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই, অংশীদারদিগের নিকট প্রতিষ্ঠানটির ঋণরূপে গণ্য করা হয় ; ব্যাঙ্কের পক্ষেও উহাই প্রযোজ্য। রিজার্ভ ফাণ্ড যাহাকে বলা হয় তাহা ব্যাঙ্ক পূর্ব্বেকার মুনাফা হইতে জমাইয়া রাখে—সুতরাং উহাই হইল সেই পরিমাণ মুদ্রা যাহা অংশীদারদিগের প্রাপ্য কিন্তু তাহাদিগকে প্রদত্ত হয় নাই। অবণ্টিত মুনাফাও ভবিষ্যতে অংশীদারদিগের মধ্যে বণ্টনযোগ্য, সুতরাং উহাও অংশীদারদিগের নিকট ব্যাঙ্কের দায়। হুণ্ডি স্বীকার করিয়াও ব্যাঙ্ক দায় বহন করে। মাল বিক্রেতা যখন মাল ক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করিয়া হুণ্ডী কাটে তখন ঐ হুণ্ডী কেবল ক্রেতাই স্বীকার করে না, ক্রেতার পক্ষ হইতে কোন ব্যাঙ্কেও উহাতে স্বীকৃত সূচক স্বাক্ষর প্রদান করিতে হয়। ব্যাঙ্ক এইরূপে হুণ্ডি স্বীকারের দ্বারা হুণ্ডিতে লিখিত পরিমাণমত দায় গ্রহণ করে কারণ মাল ক্রেতা যদি ঋণ পরিশোধ করিতে অর্থাৎ হুণ্ডির পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে উহা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমানতকারীদিগের নিকট ব্যাঙ্কের দায়ই, মোট দায়ের মধ্যে সর্ব্বাধিক অংশ। ব্যাঙ্ক যখন আমানত গ্রহণ করে, তখন সে আমানত প্রত্যার্পণেরও দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সম্পত্তি—অংশীদার এবং আমানতকারীর নিকট হইতে যে অর্থ ব্যাঙ্ক লাভ করে তাহার কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহাই ব্যাঙ্কের সম্পত্তির হিসাব প্রদর্শন করে। আমানতকারীগণ, বিশেষ করিয়া চল্‌তি আমানতকারীগণ যে কোন সময়েই আমানত উঠাইয়া লইতে পারে, সুতরাং উহার জন্য ব্যাঙ্ককে সর্ব্বদাই প্রস্তুত

থাকিতে হয়। কিছু পরিমাণ নগদ মুদ্রা ব্যাঙ্ক সেই কারণে হাতে রাখিয়া দেয়, বিপদের সময়ে আত্মরক্ষার উহাই তাহার প্রধান হাতিয়ার। অবশ্য প্রতিদিন যেরূপ কিছু পরিমাণ মুদ্রা আমানতকারীগণ টানিয়া লইতেছে, সেইরূপ কিছু পরিমাণ মুদ্রা অপর আমানতকারীগণ প্রদান করিতেছে। ব্যাঙ্ক এই আদান প্রদানের অনুপাত অনুমান করিয়া হাতে নগদ রাখিয়া দেয়। ইহা হইল ব্যাঙ্কের সর্ব্বাপেক্ষা তরল সঙ্গতি—অর্থাৎ যাহার উপর ব্যাঙ্কের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে। উহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট প্রত্যেক যৌথপুঁজি ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ আমানত রাখিয়া দেয়। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত মুদ্রা আমানতকারী চেকের সাহায্যে অপর কাহাকেও প্রদান করিতে পারে; যাহাকে প্রদান করা হইল সে উহা তাহার নামে তাহার ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিতে পারে। যে ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটা হইল এবং যে ব্যাঙ্কে উহা জমা দেওয়া হইল ঐ দুইটি ভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে পারে। এই ভাবে একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক জমা করিতেছে, আবার অপর ব্যাঙ্কটিও প্রথম ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক্ জমা করিতেছে। ক্লীয়ারিং হাউসে ব্যাঙ্কসমূহের পরস্পরের উপর এই দাবী কাটাকুটি করিয়া লওয়া হয় এবং নীট দেনাদার ব্যাঙ্ক তাহার পাওনাদার ব্যাঙ্ককে অবশিষ্ট মুদ্রা প্রদান করিয়া দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত তাহার আমানতের উপর চেক্ কাটিয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত মুদ্রা নগদ মুদ্রারূপেই গণ্য। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানত—ইহাকে "রিজার্ভ-রেশিও" (Reserve ratio) বলা হয়; সাধারণতঃ এই রিজার্ভ রেশিও থাকে মোট আমানতের শতকরা ১০।১১ ভাগ। সম্পত্তির আর এক পর্য্যায় হইল চাহিবামাত্র প্রাপ্য এবং স্বল্পমেয়াদী নোটিশে প্রাপ্য মুদ্রা। চাহিবামাত্র প্রাপ্য মুদ্রা দিন হিসাবে ঋণ দেওয়া থাকে—প্রধানতঃ বিল ব্রোকারদের এই ঋণ প্রদান করা হয়। যেদিন এই ঋণ দেওয়া হয়, পরের দিনই উহা ফেরৎ চাওয়া যাইতে পারে এবং উহার সুদের হারও থাকে খুব অল্প। আর এক প্রকারের ঋণ ব্যাঙ্কগুলি দিয়া থাকে যেগুলির মেয়াদ অনধিক দুই সপ্তাহের জন্য; ইহা স্বল্প নোটিশে প্রাপ্তব্য মুদ্রা (money at short notice)। বাট্টাকৃত হুণ্ডিও (discounted bills) ব্যাঙ্কের সম্পত্তি-সমষ্টির অন্যতম উপকরণ, কারণ ব্যাঙ্ক যে হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিয়াছে সেই হুণ্ডির মেয়াদ সম্পূর্ণ হইলে সে উহা মাল ক্রয়কারী খাতকের নিকট উপস্থাপিত করিয়া উহার দরুণ মুদ্রা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। দাদন ও ঋণ (advance and loans) হইল ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ঋণ—সাধারণতঃ ওভারড্রাফ্‌টের মাধ্যমে এইরূপ ঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণ খুব বেশীদিনের জন্য প্রদান করা হয় না—ইহার মেয়াদ

সাধারণতঃ ছয় মাস। প্রয়োজন বোধে নূতনীকরণের (renewals) দ্বারা ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সরকারী এবং বেসরকারী সিকিউরিটিতে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সঙ্গতি বিনিয়োগ করিয়া থাকে—এই বিনিয়োগ তাহাদের সম্পত্তি। এই সিকিউরিটি ও বণ্ড হইতে আয় হইয়া থাকে ; আবার প্রয়োজন বোধে এইগুলিকে বিক্রয়ও করা যায়। ব্যাঙ্কের নিজস্ব গৃহ যদি থাকে তাহা এবং আসবাবপত্র সরঞ্জামাদিও তাহার সম্পত্তির পর্য্যায়ভূক্ত। ব্যাঙ্ক তাহার মক্কেলের পক্ষ হইতে যে হুণ্ডি স্বীকার করে, তাহার দায় পোষাইবার জন্য জামিন রাখিয়া দেয়—উহা তাহার সম্পত্তি।

কর্জ্জের অর্থ—Meaning of Credit

কর্জ্জ বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ সম্পদের মালিকানার বিনিময়ে বর্ত্তমান সম্পদের মালিকানা প্রদান। একজন ব্যক্তি অপর কোন একজনকে সামগ্রী বিক্রয় করিলে উহার দাম সে কিছুকাল পরে পাইবে এরূপ বন্দোবস্ত যদি হয়, তাহা হইলে লেনদেন কার্য্যটি হইল সেই পর্য্যায়ের যেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সম্পদ পাওয়া যাইবে, এই আশায় বিক্রেতা বর্ত্তমানের সম্পদ প্রদান করিতেছে। আবার এরূপও হইতে পারে যে একজন ব্যক্তি অপর কাহাকেও কিছুপরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিল এবং উহার গ্রহীতা প্রতিশ্রুত রহিল যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে সে ঐ মুদ্রা যাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিল তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবে। এক্ষেত্রেও যে ব্যক্তি মুদ্রা প্রদান করিল, ভবিষ্যতে সম্পদ লাভ হইবে এই জানিয়াই উহা সে করিল। সুতরাং সামগ্রী দিয়াই হউক অথবা মুদ্রা দিয়াই হউক, ভবিষ্যতে প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বর্ত্তমানের সম্পদ প্রদান করিতে পারা যায় ; উহাই হইবে কর্জ্জ।

ব্যাঙ্ককে বলা হয় dealer in credit অর্থাৎ কর্জ্জের কারবারী। লক্ষ্য করা প্রয়োজন ইংরাজীতে credit শব্দটীর দ্বিবিধ অর্থ। Credit বলিতে প্রথমতঃ বুঝায় ঋণ এবং দ্বিতীয়তঃ বাজার সুনাম। কিন্তু কর্জ্জই হউক বা বাজার সুনামই হউক উভয়ের ভিত্তিই হইল "বিশ্বাস" (trust)। ব্যাঙ্ক কর্জ্জের কারবারী,—ইহা যেরূপ "ঋণের" কারবারী রূপে বলা যায়, সেইরূপ "বিশ্বাস"এর কারবারীরূপে বলা যায়। ব্যাঙ্ক যখন আমানত গ্রহণ করে, তখন ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারীর বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া আমানতকারীর অর্থ এবং ব্যাঙ্কের বাজার সুনামের মধ্যে বিনিময় করা হয় ; অপর পক্ষে ব্যাঙ্ক যখন কাহাকেও ঋণ প্রদান করে তখন ঋণ গ্রহীতার উপর ব্যাঙ্কের বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া ব্যাঙ্কের অর্থ এবং ঋণ গ্রহীতার বাজার সুনামের মধ্যে বিনিময় ঘটে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক যখন ঋণ প্রদান করে) অনেক

সময়ে এরূপও ঘটে যে নিছক ব্যাঙ্কের বাজার সুনাম এবং ঋণ গ্রহীতার বাজার সুনামের মধ্যেই বিনিময় হইল। এক্ষেত্রে ঋণের আসল বস্তু অর্থাৎ মুদ্রা কোথা হইতে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে ব্যাঙ্কের মুদ্রা সৃষ্টির ক্ষমতার মধ্যে।

কর্জ্জপত্র—Credit Instruments

কর্জ্জদাতাকে কর্জ্জের পরিমাণ (মুদ্রা) পরিশোধ করিবার কর্জ্জগ্রহীতার বাধ্যকতা যে দলিল বহন করে এবং যাহার বলে, কর্জ্জদাতার ইচ্ছানুযায়ী অথবা একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে, কর্জ্জদাতা স্বয়ং অথবা তাহার নিকট হইতে অধিকার প্রাপ্ত অপর কেহ কর্জ্জগ্রহীতার নিকট হইতে কর্জ্জের পরিমাণ আদায় করিতে পারিবে, তাহাকেই কর্জ্জপত্র বলা হইয়া থাকে। কর্জ্জ দিবার বিভিন্ন পদ্ধতি থাকে এবং কর্জ্জগ্রহীতার বাধ্যকতার মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। সেই কারণে বিভিন্ন প্রকার কর্জ্জপত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

(১) **প্রমিসরি নোট** —(Promissory notes)—ঋণ গ্রহীতা প্রমিসরি নোট লিখিয়া ঋণদাতাকে দিয়া থাকে। ইহা হইল এরূপ একটি দলিল যাহাতে ঋণ গ্রহীতা বিনাসর্ত্তে ঋণদাতাকে অথবা ঋণদাতার মনোনীত কোন ব্যক্তিকে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। ইহা ঋণ দাতার পক্ষ হইতে মুদ্রা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি।

(২) **হুণ্ডি** Bill of exchange)—কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করা হউক, এই মর্ম্মে মাল ক্রয়কারীর উপর মাল বিক্রয়কারীর নির্দ্দেশ সম্বলিত দলিলকে হুণ্ডী বলা হইয়া থাকে। ক্রয়কারী ও বিক্রয়কারী একই দেশের অধিবাসী হইলে, অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় কার্য্য একই দেশের মধ্যে সম্পন্ন হইলে, হুণ্ডিটি হইবে একদেশীয় হুণ্ডি (inland bill) এবং উহারা ভিন্ন দেশের অধিবাসী হইলে হুণ্ডিটি হইবে বৈদেশিক হুণ্ডি (foreign bill) মাল বিক্রেতা ধারে মাল বিক্রয় করিয়া ঐ লেনদেন কার্য্যটি একটি দলিলে লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে লিখিয়া দেয় মাল ক্রেতা একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পরে কাহাকে সংশ্লিষ্ট মুদ্রার পরিমাণ প্রদান করিলে মাল বিক্রেতা নিজের পাওনা আদায় হইল বলিয়া বিবেচনা করিবে। প্রাপকের নামের স্থানে মাল বিক্রেতা নিজের নাম অথবা অপর কাহারও নাম বসাইতে পারে, অথবা নিছক 'বাহক' শব্দটী যোগ করিতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিই দলিলটি মালক্রেতার নিকট উপস্থাপিত করিবে, মাল ক্রেতা তাহাকেই মূল্য পরিশোধ করিবে। এই দলিলটি মাল ক্রেতা স্বীকার

করিয়া লয় এবং সাধারণতঃ মাল ক্রেতার সমর্থনকারী কোন ব্যাঙ্কেরও উহাতে স্বীকৃতি প্রদান (acceptance) প্রয়োজন হয়। "হুণ্ডি হইল এরূপ একটি কর্জ্জপত্র যাহা এন্‌ডোর্সমেন্টের দ্বারা হস্তান্তর যোগ্য এবং একজন ব্যক্তিকে (যাহার নামে হুণ্ডি কাটা হয়) একটি নির্দ্ধারিত দিনে অপর ব্যক্তিকে (যে হুণ্ডি কাটে) একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য করে"। ["A bill of exchange is a credit instrument, transferable by endorsement, and requiring one person (the drawee) to pay a certain sum of money to another person (drawer) at a specified date"—Cairncross]

(৩) **চেক** (Cheque)—চেক হইল চাহিবামাত্রই একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবার জন্য আমানতকারীর দ্বারা ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত নির্দ্দেশ। কোন ব্যক্তির ব্যাঙ্কে আমানত থাকিলে, চেক দ্বারা উহা উঠাইতে পারা যায়। আমানতকারী নিজের প্রয়োজনে মুদ্রা উঠাইতে চাহিলে অথবা অপর কাহাকেও মুদ্রা প্রদান করিতে চাহিলে, ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া উহা করিতে পারে। যতক্ষণ না চেকে লিখিত পরিমাণ ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত হইতেছে ততক্ষণ চেকটি কর্জ্জপত্র রূপে ক্রিয়া করিবে।

(৫) **ব্যাঙ্ক নোট** (Bank note)—ব্যাঙ্ক নোট হইল চাহিবামাত্রই আইন চালু মুদ্রার একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রদান করিবার ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যাঙ্কগুলিই এইরূপ ব্যাঙ্ক নোট প্রচার করিতে পারে এবং ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা যতদিন বজায় থাকে ততদিন ইহাদের যথারীতি প্রচলন থাকে। বর্ত্তমানে সকল দেশেই নোট প্রচারের কার্য্য অল্প বিস্তর আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপরেই এই ক্ষমতা অর্পিত থাকে। কখনও কখনও সরকারও নোট প্রচার করিতে পারেন, এইগুলি সরকারী নোট।

(৫) **ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট** (Bankers' draft)—ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট হইল চেকের অনুরূপ দলিল—তবে এই পর্য্যায়ের দলিল একটি ব্যাঙ্ক অপর একটি ব্যাঙ্কের উপর কাটে; অর্থাৎ ইহার দ্বারা একটি ব্যাঙ্ক অপর একটি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করে। প্রয়োজনের সময়ে একটি ব্যাঙ্ক যখন অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে তখন এই ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টের মাধ্যমে মুদ্রা প্রদত্ত হইতে পারে। সাধারণ ব্যক্তিও ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট ক্রয় করিয়া একস্থান হইতে অপরস্থানে মুদ্রা প্রেরণ করিতে পারে।

কৰ্জ্জের উপকারিতা—Utility of Credit

(১) **উৎপাদনে**—সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থাকে ; সঞ্চিত সম্পদ মাত্রই যে উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বহু ব্যক্তি আছে যাহাদের আয় ব্যয়ের পার্থক্যের দরুণ সঞ্চয় ক্ষমতা থাকে, কিন্তু ব্যবসায় স্পৃহার অভাবের দরুণ সে সঞ্চয় বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয় না। অপর দিকে বহু ব্যক্তি থাকে যাহাদের নিজস্ব সঞ্চয় থাকে না, বিনিয়োগ যোগ্য সঙ্গতি হইতে যাহারা বঞ্চিত অথচ যাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবেশ করিবার মত সাহস ও বুদ্ধি রহিয়াছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে এই ব্যবধান কর্জ্জের দ্বারা বিলুপ্ত হয় ; সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় আমানতরূপে গ্রহণ করিয়া উহা ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করে। এইভাবে কর্জ্জ সম্পদ উৎপাদনে বিশেষ ভাবেই সাহায্য করে।

(২) **বিক্রয়ে**—উৎপাদিত সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও কর্জ্জ হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করা যায়। সম্পদ সম্পর্কিত সকল সার্থকতা শুধু উৎপাদনের মধ্যেই নিহিত নাই উহার যথাযথ বিক্রয় ব্যবস্থাও প্রয়োজন, ভোগকারীর নিকট উহাকে পৌছাইতে হইবে। এইদিক হইতেও কর্জ্জের বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করা যায়। যাহারা পণ্য বিক্রয়ের কার্য্যে লিপ্ত থাকে যথেষ্ট পরিমাণে মাল মজুদ করিবার মত যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ তাহাদের নাও থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া তাহারা মাল মজুদ করে এবং উহা বিক্রয়ের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে। এইভাবে কর্জ্জের তৈলসিঞ্চনে ব্যবসায় জগতের চক্র ঘূর্ণায়মান থাকে। আবার, এই কর্জ্জ শুধুই যে ব্যাঙ্ক প্রদান করে এরূপ নহে, ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে হুণ্ডি নামক দলিলের মাধ্যমে এইরূপ কর্জ্জের আদান প্রদান হয়। মাল বিক্রয় করিয়া বিক্রেতা হুণ্ডি কাটে, মাল ক্রেতা উহা স্বীকার করিয়া লয় এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে হুণ্ডির অর্থ পরিশোধ করিতে হয়। ঋণ পরিশোধের এই নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিবার দরুণ খুচরা ব্যবসায়ীগণ বিশেষ ভাবেই উপকৃত হয় ; তাহারা পাইকারী মাল ধারে ক্রয় করিয়া উহা জনসাধারণের নিকট খুচরা বিক্রয় করিবার সুযোগ লাভ করে এবং খুচরা বিক্রয় হইতে উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারে। খুচরা বিক্রয়ের এই সুবিধা পরোক্ষভাবে উৎপাদনকারী ও পাইকারীগণও লাভ করিয়া থাকে কারণ উৎপাদনই হউক বা পাইকারী ব্যবসায়ই হউক, উহাদের সকল সাফল্য নির্ভর করে খুচরা ব্যবসায়ের উপর।

(৩) **মুদ্রা প্রেরণে**—দূরবর্ত্তী স্থানে অল্প ব্যয়ে মুদ্রা প্রেরণ করিবার পক্ষে কর্জ্জ পত্রগুলি বিশেষ ভাবেই সহায়ক। চেকের মাধ্যমে যে কোন পরিমাণ মুদ্রা এক

স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করা যায়; একখানি চেকপত্রে যে কোন পরিমাণ মুদ্রা প্রেরণ করা যায় এবং চেক ক্রশ করিয়া দিলে (অর্থাৎ উহার উপর দুইটি সমান্তরাল রেখা অঙ্কণ করিয়া দিলে) কোন ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই কেবল উহা ভাঙ্গানো যাইবে, আবার account payee লিখিত থাকিলে যাহার নামে উহা প্রদান করা হইয়াছে কেবলমাত্র তাহার ব্যাঙ্ক হিসাবে উহা ভাঙ্গানো যাইবে। চেকের দ্বারা মুদ্রা প্রেরণ অল্প ব্যয় সাধ্য এবং নিরাপদ। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টও এই কার্য্য প্রদান করে; একজন ব্যক্তি কোন স্থানে যত পরিমাণ মুদ্রা প্রেরণ করিতে চাহে তাহা নিকটস্থ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিয়া ড্রাফ্‌ট ক্রয় করিয়া উহা পাঠাইয়া দেয়। প্রাপক ড্রাফ্‌টখানি যে ব্যাঙ্কের উপর কাটা আছে সেই ব্যাঙ্কে লইয়া গিয়া ড্রাফটে লিখিত মুদ্রা গ্রহণ করে। হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারাও দূরবর্ত্তী স্থানে মুদ্রা প্রেরণ সহজ হয়।

(৪) **স্বর্ণ ব্যবহারের ব্যয় সঙ্কোচ**—স্বর্ণ একটি মূল্যবান সামগ্রী এবং ইহা সকল সময়ে সহজ লভ্য নহে; সুতরাং ইহার ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজন ঘটে। কর্জ্জ পত্রগুলি স্বর্ণ ব্যবহারের এই ব্যয় সঙ্কোচ সাধনে বিশেষ ভাবেই সহায়তা করে। ব্যাঙ্ক যে সকল কাগজী মুদ্রা প্রচার করে তাহা মূলতঃ কর্জ্জপত্র, কারণ ব্যাঙ্ক কাগজী মুদ্রাকে মানমুদ্রায় পরিণত করিতে পারিবে এই আশায় এবং আস্থায় জনসাধারণ এইগুলি গ্রহণ করিয়া থাকে। কাগজী মুদ্রা ব্যবহার করিলে স্বর্ণের ব্যবহার বাঁচিয়া যায়। পরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে স্বর্ণ রিজার্ভ থাকে বটে কিন্তু উহা থাকে মোট মুদ্রার একটি অংশমাত্র এবং স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন না থাকায় নিত্যকার ব্যবহার জনিত ক্ষয় ক্ষতি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনও থাকে না, স্বর্ণের রিজার্ভও প্রয়োজন হয় না। চেকের দ্বারাও স্বর্ণ ব্যবহারের সাশ্রয় ঘটে। চেকের দ্বারা মূল্যপ্রদান করিলে স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু জনসমষ্টির বিভিন্ন ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, সুতরাং প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই অপর ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেক কিছু না কিছু জমা হইতেছে। প্রতিদিনের শেষে ব্যাঙ্কগুলির পাওনা ও দেনা চেকের দ্বারা কাটাকুটি হইয়া শুধু নীট প্রদেয় মুদ্রা একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্ককে প্রদান করে—এবং তাহাও করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের যে জমা থাকে তাহার উপর চেক কাটিয়া। সুতরাং মূল্যবান ধাতুমুদ্রা আদান প্রদান করিবার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। হুণ্ডি ব্যবহারের দ্বারাও বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ চলাচল হ্রাস পায়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মূল্য প্রদানের উপকরণরূপে স্বর্ণ ব্যবহৃত হয় এবং একদেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ চলাচল প্রয়োজন হয় কিন্তু হুণ্ডির ব্যবহার স্বর্ণ প্রেরণের প্রয়োজন হ্রাস করে। আমদানীকারক যে দেশ হইতে আমদানী করিল

তাহার স্বদেশবাসীর মধ্যে যদি কেহ সেই দেশে রপ্তানী করিয়া থাকে এবং হুণ্ডি কাটিয়া থাকে, উহার নিকট হইতে আমদানী কারক হুণ্ডিটি কিনিয়া লয় এবং তাহার পাওনাদারকে পাঠাইয়া দেয়।

ব্যাঙ্ক ঋণ ও বাণিজ্য ঋণ—Bank Credit & Commercial Credit

ব্যাঙ্কের কার্য্য হইল ঋণ প্রদান করা ; এই ঋণ সে প্রদান করিতে পারে অপরের মুদ্রা গ্রহণ করিয়া অথবা কিছু নগদ মুদ্রার উপর নির্ভর করিয়া ঋণ সৃষ্টির দ্বারা। ব্যাঙ্ক এই ঋণপ্রদান করিতে পারে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এবং সাধারণতঃ ব্যবসাদার দিগকেই এই ঋণ প্রদত্ত হয়। কখন কখন সাধারণ ব্যক্তিকে অর্থাৎ ব্যবসাদার নহে, এরূপ ব্যক্তিকেও ব্যাঙ্ক যে ঋণ প্রদান না করে তাহা নহে। ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত এই সকল ঋণকে ব্যাঙ্ক ঋণ (bank credit) রূপে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু একজন ব্যবসাদার যে শুধু ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই ঋণ গ্রহণ করে তাহা নহে—একজন ব্যবসাদার অপর একজন ব্যবসাদারের নিকট হইতে ও ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসাদারদিগের মধ্যে এইরূপ ঋণের আদান প্রদান অবিরতই চলিতেছে। দেশের মোট ব্যবসাবাণিজ্যের একটি বিশেষ অংশ এই আন্তঃব্যবসায়ী কর্জ্জের আদান প্রদানের উপর ভিত্তি করিয়া পরিচালিত হয়। বিশেষ করিয়া মাল উৎপাদনকারী মালমজুতকারীকে বা পাইকারী ব্যবসায়ীকে এবং পাইকারী ব্যবসায়ী খুচরা ব্যবসায়ীকে ধারে যে মাল প্রদান করে—ব্যবসাবাণিজ্য জগতে তাহার গুরুত্ব সমধিক। ব্যবসাদারদিগের মধ্যে যে কর্জ্জের আদান প্রদান ঘটিয়া থাকে তাহাকেই বাণিজ্য ঋণ (commercial credit) রূপে অভিহিত করিতে পারা যায়।

ব্যাঙ্ক মুদ্রা—Bank Money

অগ্রসর দেশগুলিতে মোট মুদ্রা সংখ্যার অধিক পরিমাণ থাকে ব্যাঙ্ক মুদ্রার আকারে; ব্যাঙ্ক আমানতকেই ব্যাঙ্কমুদ্রা রূপে অভিহিত করা হয়। ব্যাঙ্ক আমানত (bank deposit) হইল কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘের নিকট ব্যাঙ্কের ঋণ। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন কিছু পাইয়া, ব্যাঙ্ক নিজের কাছে উহার হিসাবে কিছু পরিমাণ মুদ্রা জমা করিয়া রাখে। যাহার নামে এইরূপ জমা করা হয় সে, অর্থাৎ আমানতকারী, তাহার আমানতের অংশের দ্বারা তাহার পাওনাদারের নিকট দেনা মিটাইতে পারে। একটু বেশী পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিতে হইলে এইভাবেই উহা করা হইয়া থাকে—আমানতকারী কোন এক বিশেষ কর্জ্জপত্রের

(credit instrument) দ্বারা আমানতের একটি অংশ অপরকে প্রদান করিয়া দেয় এবং যে অনুপাতে সে আমানতের অংশ অপরকে প্রদান করে সেই অনুপাতে ব্যাঙ্কের নিকট তাহার আমানত হ্রাস পায়। যে কর্জ্জপত্রের মাধ্যমে ইহা করা হইয়া থাকে, তাহাই চেক রূপে পরিচিত। চেক প্রদান করিয়া মুদ্রা প্রদাতা মুদ্রা গ্রহীতাকে ব্যাঙ্কঋণের অংশ হস্তান্তরিত করিয়া (আমানত হইল আমানতকারীর নিকট ব্যাঙ্কের ঋণ) মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চেক পাইল সে উহা এন্‌ডোর্স করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্য বা সামগ্রীর মূল্য প্রদান স্বরূপ দিয়া দিতে পারে অথবা নিজের হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা করিয়া সেই জমার উপর চেক কাটিতে পারে। চেকের দ্বারা হস্তান্তর যোগ্য এই ব্যাঙ্ক ঋণ (ব্যাঙ্কের আমানত) যেহেতু সাধারণ ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যম রূপে ক্রিয়া করিতে পারে সেহেতু অর্থনীতিবিদ্‌গণ উহাকে ব্যাঙ্ক মুদ্রা রূপে অভিহিত করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্কমুদ্রা ব্যবহারের প্রচুর সুবিধা আছে এবং এ সুবিধা এতই বেশী যে সাধারণ মুদ্রা ব্যতিরেকেই কাজ কারবার চালাইতে পারা যায়—মজুরী বা বেতন পাওয়া যাইবে চেক দ্বারা এবং খরচা করা হইবে চেক দ্বারা। আমার খরচা অপরের আয়, সুতরাং সকল আয় ও ব্যয় হইবে চেক দ্বারা। এরূপ ক্ষেত্রে নগদ মুদ্রার আদান প্রদানের প্রয়োজন হইবে না,—একজনের ব্যাঙ্ক আমানত কমিবে অপরের ব্যাঙ্ক আমানত বাড়িবে। দেশের অর্থনীতি এরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে শুধু ব্যাঙ্ক মুদ্রারই অস্তিত্ব থাকিত। কিন্তু সকল ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্যে চেক ব্যবহৃত হয় না, কিছু নগদ মুদ্রা প্রয়োজন হয়; সেইজন্য নগদমুদ্রার অস্তিত্ব এখনও অপরিহার্য্য। তবে মুদ্রা বলিতে যদি এরূপ সামগ্রী বুঝায় যাহা বিনা বাক্যব্যয়ে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অথবা সামগ্রী বা কার্য্যের মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে যে কোন অগ্রসর দেশে, মোট-মুদ্রা সমষ্টির মধ্যে অধিকাংশই দেখা যাইবে ব্যাঙ্ক মুদ্রা এবং নগণ্য অংশ দেখা যাইবে সাধারণ বা নগদ মুদ্রা।

চেক কি মুদ্রারূপে গণ্য?—Is Cheque Money?

কীন্‌স্‌ "ট্রীটিজ অব্‌ মানি" শীর্ষক পুস্তকে "যথার্থ মুদ্রা" (money proper) এবং ব্যাঙ্ক মুদ্রার (bank money) মধ্যে পার্থক্য বিধান করিয়াছেন। এই পার্থক্য বিধান স্বীকার করিলে মুদ্রার (অর্থাৎ যথার্থ মুদ্রার) সহিত চেকের বৈসাদৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠেঃ

(১) মুদ্রা হইল আইন চালু (legal tender)। যখন কোন ব্যক্তি তাহার দ্বারা গৃহীত কোন ঋণ পরিশোধের জন্য অথবা তাহার দ্বারা ক্রীত কোন সামগ্রীর

দাম প্রদানের জন্য মুদ্রা প্রদান করিবে, তখনই যাহাকে উহা প্রদান করা হইল, সে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে। অন্য কিছুর মাধ্যমে তাহাকে উহা প্রদান করা হউক, ইহা সে দাবী করিতে পারিবে না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি চেকের দ্বারা তাহার বাধ্যকতা পরিশোধ করিতে চাহে, তাহা হইলে যাহাকে চেক প্রদান করা হইতেছে, সে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে। চেক আইন চালু নহে।

(২) ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের মধ্যে পরিচিত হউক বা না হউক, যথার্থ মুদ্রা বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহীত হইবে। চেক কিন্তু গৃহীত হইবে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে চেক্-প্রদাতার উপর চেক্-গ্রহীতার আস্থা আছে। সুতরাং পরিচিত পরিসরের মধ্যেই চেকের প্রচলন সীমাবদ্ধ থাকে। ইহার কারণ হইল, চেক্ গ্রহণের দ্বারা গ্রহীতাকে অনেক ঝুঁকি লইতে হয়। চেক্ হইল চেক্-প্রদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের ঋণের নিদর্শক (evidence of the banker's debt to the drawer) কিন্তু সত্যই যে তাহার নিকট ব্যাঙ্কের ঐ ঋণ আছে, তাহার স্থির নিশ্চয়তা কি? চেক্ প্রদাতার উপর অটুট আস্থাই চেকের শক্তি, মুদ্রার শক্তি মুদ্রা স্বয়ং।

(৩) পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে চেকের আদান প্রদান হইলেও, উহার দ্বারা লেন-দেন কার্য্যটি সম্পূর্ণ হয় না। চেক্ গ্রহীতার মনে চেকের দ্বারা যে নগদ মুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহাই প্রকৃত কাম্যরূপে ভাসমান থাকে। এই মুদ্রা পাওয়া যাইলে, তবেই লেন-দেন কার্য্যটি সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া সে মনে করিবে। চেকের সমাপ্তি করণের ক্ষমতা (liquidating power) নাই, নগদ মুদ্রার উহা আছে।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন, চেক্ ও মুদ্রার মধ্যে এই পার্থক্য নির্ভর করে "যথার্থ মুদ্রা" ও "ব্যাঙ্ক মুদ্রার" মধ্যে পার্থক্য বিধানের উপর। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ মুদ্রার ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণের পক্ষপাতী; মুদ্রাকে যদি সাধারণ গ্রাহ্য বিনিময়ের বাহন রূপে গ্রহণ করা হয়—নিছক আইন চালু মুদ্রাতেই যদি মুদ্রার সংজ্ঞা নিবদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে চেক্ও মুদ্রার মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে। দেশের মধ্যে অপরিচিতের ভিতরে এবং ছোটখাটো লেন-দেনের কার্য্য অবশ্য চেকের মাধ্যমে না হয় নগদ মুদ্রার মাধ্যমে হয়, কিন্তু যে কোন অর্থনৈতিক ভাবে অগ্রসর দেশে, মোট যত বিনিময়ের বাহন (medium of exchange) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ হইল চেকের দ্বারা প্রদেয় ব্যাঙ্ক মুদ্রা এবং অবশিষ্ট হইল নগদ মুদ্রা মাত্র।

ব্যাঙ্ক মুদ্রার সৃষ্টি ("ঋণ আমানত সৃষ্টি করে")—Creation of Bank Money ("Loans create Deposit")

জনসাধারণ নগদ মুদ্রা লইয়া ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং ব্যাঙ্ক ঐ নগদ মুদ্রা নিজের কাছে জমা রাখিয়া যে মুদ্রা আনিল তাহার নামে আমানত সৃষ্টি করে। ইহা ব্যাঙ্কের দ্বারা নিষ্ক্রিয় ভাবে আমানত সৃষ্টি (passive creation of deposit) —যেখানে ব্যাঙ্কের কিছুই কারবার নাই, জনসাধারণ মুদ্রা আনিয়া দিলে ব্যাঙ্ক উহা আমানত আকারে রাখিয়া দেয়। আমানত সৃষ্টির আর একটি পদ্ধতি আছে, ইহা হইল ব্যাঙ্কের দ্বারা সক্রিয় ভাবে আমানত সৃষ্টি (active creation of deposit)। একজন ব্যক্তি নগদ মুদ্রা না লইয়া আসা সত্বেও, ব্যাঙ্ক তাহার নামে নিজ খাতায় হিসাব লিখিয়া আমানত সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে। ব্যাঙ্ক এই সক্রিয় আমানত সৃষ্টি করে ঋণ প্রদানের সময়ে—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে আসে তাহাকে ঋণ দিতে রাজি হইলে ব্যাঙ্ক নগদ মুদ্রা তাহাকে প্রদান না করিয়া তাহার নামে নিজের নিকট আমানত আছে বলিয়া লিখিয়া রাখে। এইরূপ আমানত যাহার নামে লিখিয়া রাখা হইল সে চেকের সাহায্যে ঐ আমানত তুলিতে পারিবে এবং উহার দ্বারা অপরকে মুদ্রা প্রদান করিতে পারিবে।

ধরা যাউক, কোন এক ব্যক্তি একটি ব্যাঙ্কের নিকট গিয়া ১০০৲ টাকা ঋণ চাহিল। ঋণের আসল পরিশোধ এবং সুদ প্রদানের জন্য সে সক্ষম, ব্যাঙ্ক নিরাপত্তার সহিতই তাহাকে ঋণ প্রদান করিতে পারে,—ইহা সে ব্যাঙ্ককে বুঝাইতে সক্ষম হইল এবং ব্যাঙ্ক তাহাকে ঋণ প্রদান করিল। ব্যাঙ্ক কিন্তু এই ঋণের টাকা তাহার সিন্দুক হইতে নগদ বাহির করিয়া প্রদান করিবে না। ব্যাঙ্ক ঋণ-গ্রহীতার নামে নিজের খাতায় ১০০৲ টাকা জমা, অর্থাৎ আমানত, লিখিয়া রাখিবে এবং ঋণ গ্রহীতাকে চেক-বুক দিয়া তাহার টাকা চেকের দ্বারা উঠাইতে বলিবে। (পূর্ব্বে যখন সাধারণ ব্যাঙ্ক নোট প্রচার করিবার অধিকারী ছিল তখন তাহারা ঋণ গ্রহীতাকে ১০০৲ টাকার নোট ছাপাইয়া দিয়া দিত)। এই ১০০৲ টাকা ব্যাঙ্ক তাহার "দায়"-খাতে (on the side of liabilities) প্রদর্শন করিবে 'আমানত' হিসাবে এবং 'সম্পত্তি' খাতে (on the side of assets) প্রদর্শন করিবে প্রদত্ত ঋণ হিসাবে। এক্ষেত্রে ঋণ আমানত সৃষ্টি করিল, এই আমানত আবার মুদ্রারূপে ক্রিয়া করিল। ঋণ গ্রহীতা তাহার প্রাপকদিগকে ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া টাকা প্রদান করিল; যাহারা এই চেক পাইল, ব্যাঙ্কের উপর আস্থা থাকিবার দরুণ, চেকের পরিবর্ত্তে

নগদ লইবার জন্য তাহারা ছুটিয়া যায় না। তাহারা ঐ চেক নিজেদের নামে তাহাদের ব্যাঙ্কের জমা করিয়া দেয় এবং নিজেদের খরচার প্রয়োজন হইলে উহাতে চেক কাটে। ঋণ গ্রহীতার প্রাপকগণ যদি একই ব্যাঙ্কের খরিদ্দার হয় তাহা হইলে ঋণ গ্রহীতার আমানত কমিয়া ঠিক সেই অনুপাতে তাহার প্রাপকদিগের ঐ ব্যাঙ্কে আমানত বৃদ্ধি পাইবে। ঋণ গ্রহীতার প্রাপকগণ যদি অপর ব্যাঙ্কের খরিদ্দার হয় তাহা হইলে ঋণ প্রদাতা ব্যাঙ্কের ঋণ গ্রহীতার আমানত যে অনুপাতে কমিবে ঋণ গ্রহীতার প্রাপকদিগের তাহাদের নিজ নিজ আমানত তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। মোট কথা, সমগ্র ব্যাঙ্কগুলির হিসাব করিলে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। দেশে ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক মুদ্রা) বৃদ্ধি পাইল কেন ? ইহার কারণ ঋণ গ্রহীতা তাহার প্রাপকদিগকে আমানত-মুদ্রা (চেক) প্রদান করিয়াছে। ঋণ গ্রহীতা এই বাড়তি আমানত মুদ্রা প্রদান করিতে সক্ষম হইল কি ভাবে ? সক্ষম হইল, কারণ প্রথম ব্যাঙ্কটি তাহার নামে আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে তাহাকে ঋণ প্রদান করিয়াছিল। সুতরাং ব্যাঙ্কের দ্বারা ঋণপ্রদান আমানত সৃষ্টি করিতেছে—অর্থাৎ ব্যাঙ্ক মুদ্রা বৃদ্ধি করিয়াছে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন এই ব্যাঙ্ক মুদ্রাও ক্রয় ক্ষমতা রূপে ব্যবহৃত হয় ; এইরূপ ভাবে ব্যাঙ্ক-মুদ্রার বৃদ্ধি ঘটিলে, মোট মুদ্রার পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে। ব্যাঙ্ক শুধুই যে একজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া আর একজনকে প্রদান করে তাহাই নহে, নিজের বাজার সুনামকে কাজে লাগাইয়া ব্যাঙ্ক ঋণ তৈয়ারী করিয়াও দিতে পারে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ এই তত্ত্ব শ্রবণ করিলে সাধারণতঃ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে এই ঋণ সৃষ্টি করিয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। একদল ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট যে আমানত রাখে, শুধু তাহাই তাঁহারা অপর এক দলকে ঋণ রূপে প্রদান করিতে পারেন। দেশের মধ্যে একাধিক ব্যাঙ্ক থাকে ; কোন একটি বিশেষ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে যত পরিমাণ মুদ্রা আমানত পাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা হিসাবপত্রে অধিক আমানত সৃষ্টি করিয়া ঋণ গ্রহীতাকে চেকবই প্রদান করিলে, চেকগুলি অপর ব্যাঙ্ক সমূহে জমা হইবে। এ ক্ষেত্রে অপর ব্যাঙ্ক সমূহ প্রথম ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ মুদ্রা দাবী করিবার অধিকারী হইবে, কিন্তু সে দাবী ঋণদাতা ব্যাঙ্ক কি ভাবে মিটাইবে ? ধরা যাউক, একটি দেশে ক, খ, গ, ঘ, ঙ পাঁচটি ব্যাঙ্ক আছে ; ক ব্যাঙ্ক ১০৲ টাকা আমানত পাইয়াছে কিন্তু ঋণ প্রদানের মারফৎ আমানত সৃষ্টি করিয়াছে ১০০৲ টাকা। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাগণ অপরকে চেক্ প্রদান করিতে থাকিবে (অপরকে মুদ্রা প্রদান করিবার

জন্যই লোকে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে)। চেক প্রাপকগণ, ধরা যাইক, তাহাদের চেকগুলি খ, গ, ঘ এবং ঙ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিল। কিছু চেক অবশ্য **ক** ব্যাঙ্কেই জমা হইতে পারে; ধরা যাউক ৮০৲ টাকা অপর চারিটি ব্যাঙ্কে জমা হইল। এবং ঐ ব্যাঙ্কগুলি ৮০৲ টাকা **ক** ব্যাঙ্কের নিকট হইতে চাহিবে। সুতরাং **ক** ব্যাঙ্ক যে নগদ ১০৲ টাকা জমা পাইয়াছিল তাহা তো ছাড়িতে হইবেই, উপরন্তু তাহাকে ৭০৲ টাকা বাড়তি ছাড়িতে হইবে। সুতরাং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ বলেন, অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টি বা আমানত সৃষ্টির তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন "ব্যাঙ্কগুলি মুদ্রা সৃষ্টি করিতে পারে না; শুধুমাত্র আমানতকারীগণ যে মুদ্রা তাহাদিগকে কর্জ দিয়াছে সেই মুদ্রাই তাহারা অপরকে কর্জ দিতে পারে।"

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া থাকে—১৲ টাকা নগদ আমানত পাইলে তবেই ১৲ টাকা ঋণ দিতে পারিবে এইরূপ অসহায় অবস্থা তাহাদের নহে। ইহার কারণ হইল ব্যাঙ্ক তাহার বাজার সুনাম,—অর্থাৎ তাহার উপর জনসাধারণের আস্থা ভাঙ্গাইয়া কারবার করে। ব্যাঙ্কের উপর আস্থা থাকিবার দরুণ, ব্যাঙ্কের চেক্ পাইবামাত্র চেক্ প্রাপক নগদের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট ছুটিয়া যায় না; এই চেক্ দিয়াই সে অপরকে মূল্য প্রদান করিয়া দিতে পারে অথবা এই চেক্ নিজের ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিতে পারে। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, '**ক**' ব্যাঙ্কের দ্বারা সৃষ্ট ঋণ অর্থাৎ ব্যাঙ্ক মুদ্রা অপর ব্যাঙ্কগুলির নিকট গিয়াছে এবং তাহারা **ক** ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা চাহিতেছে, এইরূপ দেখানো হইতেছে; কিন্তু '**ক**' ব্যাঙ্ক যেরূপ মুদ্রা সৃষ্টি করিবে, অপর ব্যাঙ্কগুলিও সেইরূপ আমানত সৃষ্টি করিবে এবং অপর ব্যাঙ্কগুলির উপর প্রদত্ত চেক্ **ক** ব্যাঙ্কেও জমা হইবে। পরস্পরের দাবী দাওয়া কাটাকুটি হইয়া যাইবে অথচ সমগ্র দেশে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্তু ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ব্যাঙ্কের দ্বারা সৃষ্ট আমানতের উপরেও জনসাধারণ কত নগদ আমানত রাখিবে তাহা নির্ভর করে। কীন্স্ বলেন, "স্পষ্টই বুঝা যায়, ব্যাঙ্ক যে হারে নিষ্ক্রিয় আমানত সৃষ্টি করে (অর্থাৎ জনসাধারণ নগদ মুদ্রা আনিয়া ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে) তাহা উহার সক্রিয় আমানত সৃষ্টির হারের (অর্থাৎ ঋণের দ্বারা আমানত সৃষ্টি) উপর নির্ভর করে। যদিও ঋণ গ্রহীতাগণ তাহাদের ঋণের অর্থ অপরকে যথাশীঘ্র সম্ভব দিয়া দিবে, তবুও এই অপর ব্যক্তিগণ ঐ একই ব্যাঙ্কের খরিদ্দার বা আমানতকারী হইতে পারে। যে অনুপাতে এইরূপ ঘটে সেই অনুপাতে, নিষ্ক্রিয় আমানত হইতে সক্রিয় আমানত উদ্ভূত হওয়া তো দূরের কথা, বরং ঠিক ইহার বিপরীত ঘটিবে। সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় যাহা ঘটে, ইহা

তাহার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত; ঋণ গ্রহীতা যে অনুপাতে তাহার আমানত অপর ব্যাঙ্কের খরিদ্দারের নিকট প্রদান করে, অপর ব্যাঙ্কগুলি সেই অনুপাতে নগদ আমানত লাভ করিয়া শক্তিশালী হয় যেরূপ প্রথম ব্যাঙ্কটি দুর্ব্বল হয়; ঠিক অনুরূপ ভাবে যখনই অপর ব্যাঙ্ক সমূহ সক্রিয় আমানত সৃষ্টি করিবে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক শক্তি অর্জ্জন করিবে। অতএব ইহার নিষ্ক্রিয় সৃষ্ট আমানতের (অর্থাৎ নগদ প্রাপ্ত আমানতের) একটি অংশ, নিজের সক্রিয় সৃষ্ট আমানত হইতে উদ্ভূত না হইলেও, অন্ততঃ অপর ব্যাঙ্ক সমূহের সক্রিয় সৃষ্ট আমানত হইতে উদ্ভূত হয়"।

ঋণ সৃষ্টি ক্ষমতার সীমা—Limits to the Power of Creating Credit

ব্যাঙ্ক যে ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে, ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা যে অসীম নহে, ইহাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, দেশের মধ্যে সকল কাজ করিবার চেকের দ্বারা সাধিত হয় না, উহার জন্য কিছু পরিমাণ নগদ মুদ্রা প্রয়োজন হয়। আমানতকারীগণ প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা পরোক্ষ ভাবে, কিছু পরিমাণ নগদ মুদ্রা তুলিবেই। ব্যাঙ্ক তাহার অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচার করে, (সঠিক ভাবে বলিতে গেলে অনুমান করে) আমানত-কারীগণ তাহাদের মোট আমানতের কত অংশ নগদ মুদ্রায় তুলিবে। এই অনুমিত অংশ তাহারা নগদ মুদ্রায় রাখিয়া দেয়,—ইহা হইল তাহাদের নগদ রিজার্ভ (cash reserve)। সুতরাং নগদ রিজার্ভের অংশ বৃদ্ধি না পাইলে ঋণ দিয়া আমানত বৃদ্ধি করা ব্যাঙ্কের পক্ষে সবিশেষ অবিবেচনার কার্য্য হইবে। এই নগদ রিজার্ভের পরিমাণ কত হইবে তাহা নির্ভর করে ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতির উপরে, আমানত-কারীদিগের অভ্যাসের উপরে এবং সংশ্লিষ্ট সময়ের উপরে। সাধারণতঃ এই নগদ রিজার্ভের অংশ মোট আমানতের শতকরা ১০ ভাগ হইয়া থাকে। সুতরাং ১০৲ টাকা নগদ আমানত পাইলে, ব্যাঙ্ক মোট আমানতের পরিমাণকে ১০০৲ টাকায় দাঁড় করাইতে পারে—অর্থাৎ ঋণ সৃষ্টি করিয়া। রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মোট আমানতের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পাইলে আমানতের পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়। "জনসমষ্টির কিছু পরিমাণ নগদ মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং তাহারা উহা ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইবে। অধিকন্তু, আমানত নিয়তই এক ব্যাঙ্ক হইতে অপর ব্যাঙ্কে যাইতেছে। প্রতিদিন এক ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের নিকট ধারে এইরূপ নীট ব্যালান্স থাকিবে এবং ঋণী ব্যাঙ্ককে উহা মিটাইয়া দিতে

প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অতএব ব্যাঙ্ককে দুইটি ক্ষেত্রের দাবী মিটাইতে হইবে (১) জনসাধারণের নিকট হইতে, যাহারা নিত্যকার বেচাকেনার জন্য নগদ মুদ্রা চাহিবে এবং (২) সহযোগী ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে,—যাহাদিগকে ক্লিয়ারিং হাউস স্থিরীকৃত ব্যালান্স মিটাইতে হইবে"। এই জন্যই নগদ রিজার্ভ প্রয়োজন। কোন দেশে এই নগদ রিজার্ভ প্রথার দ্বারা নির্দ্ধারিত—যথা ইংলণ্ড, কোন দেশে উহা আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত—যথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। ইংলণ্ডে নগদ রিজার্ভের অংশ হইল শতকরা ১০।১১ ভাগ ; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আমানতের প্রকৃতি অনুযায়ী নগদ রিজার্ভ রাখা হয়—মেয়াদী আমানতের (time deposits) শতকরা ৩ ভাগ এবং অন্যান্য আমানতের শতকরা ৭ হইতে ১৩ ভাগ।

দ্বিতীয়তঃ, সকল ব্যাঙ্কগুলির সম্মিলিত কার্য্যের দ্বারা কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান বা আমানত সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়। কীন্‌স্ ইহাকে "সকল ব্যাঙ্ক সমূহের গড়পড়তা ক্রিয়া কলাপ" (average behaviour of the banks as a whole) রূপে অভিহিত করিয়াছেন। অপর ব্যাঙ্ক সমূহের ঋণ প্রদানের গড়পড়তা নীতি দ্বারা কোন একটি বিশেষ ব্যাঙ্কের (ঋণ প্রদানের দ্বারা) আমানত সৃষ্টি নির্দ্ধারিত হইবে কারণ অপর ব্যাঙ্ক সমূহ সাধারণভাবে যেরূপ হারে ঋণ প্রদান করিতেছে, একটি বিশেষ ব্যাঙ্ক যদি তাহা অপেক্ষা অধিক ঋণ প্রদান করে, তাহা হইলে দেখা যাইবে অপর ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেক্ তাহার নিকট যত পরিমাণে জমা হইতেছে তাহা অপেক্ষা তাহার উপর প্রদত্ত চেক অপর ব্যাঙ্কের নিকট অধিক পরিমাণে জমা হইতে থাকিবে ; এক্ষেত্রে তাহার রিজার্ভ নিঃশেষিত হইতে থাকিবে এবং রিজার্ভ হ্রাসমান হইলে, ব্যাঙ্ক তাহার আমানত হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপের দ্বারাও সাধারণ ব্যাঙ্কের আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা সীমায়িত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সাধারণতঃ নোট প্রচারক কর্ত্তৃপক্ষরূপে অবস্থান করে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের মোট রিজার্ভ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নোট প্রচার ক্ষমতার দ্বারা সীমায়িত হইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি নোট প্রচার কমাইয়া দেয়, তাহা হইলে সাধারণ ব্যাঙ্ক গুলির হস্তে রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট পরিবর্ত্তন করিয়া সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করিয়া অথবা সরাসরি ভাবে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ রেশিও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। (অবশ্য শুধু সেই দেশেই ইহা ঘটিতে পারে,যেদেশে এইরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করিবার মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আইনতঃ ক্ষমতা আছে)।

চতুর্থতঃ দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থার উপর ব্যাঙ্কসমূহের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা

নির্ভর করে। ব্যবসায়ে মন্দা উপস্থিত হইলে অথবা মন্দার অবস্থা আশঙ্কা করা হইলে ব্যবসায়ীগণ বাড়তি ঋণ গ্রহণের বিশেষ কোন সার্থকতা দেখিবে না; সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সুদের হার কমাইয়া দিয়াও অধিক আমানত সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

ব্যাঙ্ক সমূহের ঋণ সৃষ্টির দ্বারা আমানত সৃষ্টি করিতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে কীন্‌স্ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া, এইরূপ উপসংহার প্রদান করিয়াছেন: "যে আমানতের জন্য প্রয়োজন হইল, আমানতকারীগণ নিজ উদ্যোগে নগদ অথবা চেক্ লইয়া আসিবে, শুধু সেইরূপ আমানত সৃষ্টির কার্য্যেই ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—ইহা অবশ্যই সত্য নহে। কিন্তু ইহাও সমভাবে প্রতীয়মান যে, বিশেষ কোন একটি ব্যাঙ্ক যে হারে নিজ উদ্যোগে আমানত সৃষ্টি করে, তাহা কতিপয় নিয়ম ও সীমাবদ্ধতার অধীন;—ইহা অবশ্যই অপর ব্যাঙ্কগুলির সহিত সমতালে চলিবে এবং ব্যাঙ্কব্যবসায়ের মধ্যে তাহার অংশ অপেক্ষা অধিক হইয়া যায় এইরূপ ভাবে মোট আমানতের তুলনায় নিজের আমানত বৃদ্ধি করিতে পারে না। শেষতঃ, সকল সদস্য ব্যাঙ্কগুলির চলিবার তাল তাহাদের রিজার্ভ সঙ্গতির মোট সমষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।"*

কর্জ্জ ও দাম—Credit and Prices

দামের উপর মুদ্রার পরিমাণের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে—অর্থাৎ দামের সহিত মুদ্রার সম্পর্ক, সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ্‌গণ আলোচনা করিয়া থাকেন। কর্জ্জও মুদ্রার ন্যায় ক্রিয়া করে। সুতরাং কর্জ্জের সহিত দামের কিরূপ সম্পর্ক ইহাও অর্থনীতিবিদ্‌দিগের দ্বারা আলোচিত হয়।

এ সম্পর্কে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সম্মুখীন হইতে হয়। ওয়াকার, লাফ্‌লিন প্রমুখ এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্ অভিমত প্রদান করেন যে কর্জ্জের সহিত দামের কোনই সম্পর্ক নাই। দামের সহিত সম্পর্ক আছে কেবলমাত্র মুদ্রার কিন্তু কর্জ্জ এবং মুদ্রা অভিন্ন বস্তু নহে। ব্যাঙ্ক যখন ঋণ প্রদান করে তখন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহীতার নিকট ক্রয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইল বটে কিন্তু উহা আমানতকারীর মুদ্রা ব্যাঙ্ক এক হস্তে লইয়া অপর হস্তে প্রদান করিল। আবার ব্যাঙ্ক যাহাকে ঋণ প্রদান করিল সে যখন ঐ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে তখন ঋণ গ্রহীতার নিকট হইতে ব্যাঙ্কের নিকট ক্রয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে। অর্থাৎ আমানতকারীর যে মুদ্রা ব্যাঙ্ক হস্তান্তরিত করিয়াছিল তাহা পুনরায় ব্যাঙ্কের নিকট ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং কর্জ্জ হইল শুধু মুদ্রার হস্তান্তর—ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এক শ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণীর

* A Treatise on Money—Keynes, P. 30

নিকট এই হস্তান্তর ঘটে। সুতরাং ইহার দ্বারা মুদ্রার পরিমাণে কোনরূপ তারতম্য, এবং সেহেতু দামস্তরে উহার কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে না। উপরন্তু কর্জ্জপত্রের নিজস্ব ক্রয় সমাপ্তি ঘটাইবার (liquidating power i.e. power to close a transaction) ক্ষমতা নাই—উহার পরিবর্ত্তে মুদ্রা লাভ ঘটিলে তবেই ক্রয় সমাপ্তি ঘটিবে। যাহার ক্রয় সমাপ্তি ঘটাইবার ক্ষমতা নাই, দামের উপর তাহার কোনই প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

অপর পক্ষে মিল প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ অভিমত প্রদান করেন যে দেশের দামস্তরের উপর কর্জ্জের পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ঘটে। কর্জ্জের দ্বারা জনসমষ্টির মধ্যে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতার অনুপ্রবেশ হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক যখনই নূতন কর্জ্জ দিবে তখনই সমাজের বাড়তি ক্রয় ক্ষমতার যোগ হইবে এবং যতদিন না কর্জ্জটী ব্যাঙ্ককে পরিশোধ করা হইতেছে ততদিন উহা বাড়তি ক্রয় ক্ষমতারূপে দামস্তরের উপর পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে। এই যুক্তির ভিত্তিই হইল যে ব্যাঙ্ক আপনার অভিরুচি অনুযায়ী নিজের বাজার সুনাম কাজে লাগাইয়া কর্জ্জ বৃদ্ধি করিয়া আমানত বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে এবং এই আমানতের চেকগুলি বিনিময়ের বাহনরূপে ক্রিয়া করিবে এবং এই আমানত অপর ব্যাঙ্কে অথবা ঐ ব্যাঙ্কে নূতন আমানত সৃষ্টি করিয়া দিবে। নগদ মুদ্রার দ্বারা যে ক্রয় বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হয় সেইরূপ চেক্ মারফৎ প্রত্যাহার যোগ্য আমানতের দ্বারাও সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিতে পারা যায়। সুতরাং যে অনুপাতে কর্জ্জ বৃদ্ধি পাইবে, সেই অনুপাতে বিনিময়ের মাধ্যমের বৃদ্ধি ঘটিবে এবং তদনুপাতেই দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটিবে।

সুতরাং এক পক্ষের অভিমতে, দামস্তরের উপর কর্জ্জের কোনই প্রতিক্রিয়া নাই ; একজন ব্যক্তি কর্জ্জ করিবে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এবং পুনরায় ঐ কর্জ্জের অর্থ পরিশোধ করিয়া দিবে, উহাতে দামস্তরের কোনই বৃদ্ধি ঘটিবে না। অপর পক্ষের অভিমতে, দামস্তরের উপর কর্জ্জের পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ঘটে; ব্যাঙ্ক আপনার সুনামের বলে কর্জ্জের মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতার সৃজন করে। এই পরস্পর বিরোধী দুইটী অভিমতের কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে, আবার কোনটিই নিছক মিথ্যা নহে। ব্যাঙ্ক যখন ঋণ প্রদান করে তখন আমানত সৃষ্টি করিয়া ঋণ প্রদান করে। ব্যাঙ্কের দ্বারা সক্রিয় ভাবে সৃষ্ট এই আমানত ঐ ব্যাঙ্কেই অথবা অপরাপর ব্যাঙ্কে নিষ্ক্রিয় আমানতরূপে জমা হইতে থাকে। যাহাদের হাত হইতে ব্যাঙ্ক এই নিষ্ক্রিয় আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট ঐ আমানত নগন মুদ্রার সহিত সম্পূর্ণ সমান। দামস্তরের উপর নগদ মুদ্রার ন্যায়ই উহার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু ব্যাঙ্কের ঋণের মাধ্যমে

আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা অসীম নহে, সর্ব্বপ্রধান সীমাবদ্ধতা হইল রিজার্ভ রেশিও। শতকরা একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ নগদ রিজার্ভ রাখিয়া তবেই ব্যাঙ্ক বাড়তি কর্জ্জ প্রদান (অর্থাৎ আমানত সৃষ্টি) করিতে পারে। এই নির্দ্দিষ্ট অংশ যদি শতকরা ১০৲ টাকা হয় তাহা হইলে নগদ মুদ্রা প্রচলন হইতে ১০৲ টাকা টানিয়া লইয়া তবেই ব্যাঙ্ক ১০০৲ টাকা আমানত সৃষ্টি করিতে পারিবে। সুতরাং ১০০৲ টাকার নূতন আমানত সৃষ্টি করিলে, দামস্তরের উপর ১০০৲ টাকার মতন প্রতিক্রিয়া ঘটিবে না প্রতিক্রিয়া ঘটিবে (১০০৲ – ১০৲) ৯০৲ টাকার সমান।

ব্যাঙ্কব্যবসায় পরিচালনার কলাকৌশল—Art of Banking

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনার জন্য বিশেষ বিচার বুদ্ধি এবং সুস্থ বিবেচনা প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক অপরের সম্পত্তি নিজের নিকট গচ্ছিত রাখে—অপরের সম্পত্তি নিরাপদে রাখিবার জন্য সে প্রতিশ্রুত; আবার নিজের উপর জনসাধারণের আস্থাকে কাজে লাগাইবার পরিপূর্ণ সঙ্গতি না থাকা সত্ত্বেও উহা অপরকে ঋণ প্রদান করে ঋণ গ্রহীতার নামে নিজের খাতায় আমানত লিখিয়া রাখিরা। ব্যাঙ্ক পরের ধনে পোদ্দারী করিবে এবং নিজের বাজার সুনাম ও জনসাধারণেব বাজার সুনামে বিনিময় করিবে।

অথচ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত অপরাপর সকল ব্যাঙ্ক,—বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক রূপে যেগুলি পরিচিত,—মূলতঃ মুনাফা সন্ধানী প্রতিষ্ঠান। সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ইহাদেরও মালিক থাকে, যথা যৌথ পুঁজি কারবারের শেয়ারহোল্ডার বা অংশীদার। ংশীদারদিগের স্বার্থও ব্যাঙ্ককে দেখিতে হইবে; ইহার কারবার এরূপ ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে যাহাতে অংশীদারদিগের পক্ষে মুনাফা অর্জ্জন সম্ভব হয়। পুঁজির অপচয় বা অপকর্ম্মের দ্বারা তাহারা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে বিশেষ সন্ধানী দৃষ্টি তো রাখিতেই হইবে।

ব্যাঙ্ক উহার সঙ্গতি মোটামুটি দুইভাবে ব্যবহার করে—ঋণ প্রদান এবং বিনিয়োগ। ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ইহা ঋণ প্রদান করে এবং সরকারী কাগজ বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা জমিগৃহাদি ক্রয় করিয়া ইহা বিনিয়োগ করিতে পারে। ঋণ এবং বিনিয়োগ, ব্যাঙ্কের পক্ষে উভয়ই উপার্জ্জন-প্রসূ সম্পত্তি। কিন্তু দুইটার মধ্যে ঋণের অনুপাতই অধিক—ব্যাঙ্ক মূলতঃ কর্জ্জের কারবারী। কর্জ্জ যে প্রদান করে কর্জ্জের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাহাকে সর্ব্বদাই অবহিত থাকিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে কর্জ্জদাতার ধ্বংস অনিবার্য্য। কর্জ্জের নিরাপত্তার অর্থ

হইল কর্জ্জকারীর ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে কর্জ্জদাতাকে নিশ্চিত থাকিতে হইবে। কর্জ্জকারী তাহার কর্জ্জের পরিমাণ যদি পরিশোধ করিতে না পারে তাহা হইলে কর্জ্জদাতার কারবার অচল হইবে। সেই কারণে কর্জ্জ প্রদান করিলে কর্জ্জকারীর কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কর্জ্জদাতা ঋণের অর্থ আদায় করিতে না পারিলে, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে। সুতরাং লোকসানের সম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্য বন্ধক বা মর্টগেজ করা হইয়া থাকে ; ব্যাঙ্কও ইহা করে।

কিন্তু ব্যাঙ্ক যদি উত্তম সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ প্রদান করিতে থাকে, তাহা হইলেই সে তাহার কারবারে সাফল্য লাভ করিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই i ব্যাঙ্কের প্রধান অবলম্বন ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থা। জনসাধারণ ব্যাঙ্কের আমানত গ্রহণ করে কারণ তাহারা মনে করে, ঐ আমানত নগদ মুদ্রারই সমান। চাহিবামাত্রই ব্যাঙ্ক উহার আমানতকে নগদ মুদ্রায় পরিণত করিয়া দিবে। এই আস্থার বলেই ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি করে এবং এই আস্থাই লইল তাহার মুনাফা অর্জ্জনের সম্ভাবনার মূল ভিত্তি। এই আস্থা কোন ব্যাঙ্ক যদি কোন দিন বজায় রাখিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে যত উৎকৃষ্ট মর্টগেজ রাখিয়াই সে ঋণ দিয়া থাকুক না কেন, তাহার পতন আসন্ন হইয়া উঠিবে। এই আস্থা বজায় রাখিবার উপায় কি ? উপায় হইল আমানতের পরিবর্ত্তে নগদ মুদ্রা প্রদানের জন্য সে সর্ব্বদাই নিজেকে সক্ষম করিয়া রাখিবে।

প্রশ্ন উঠে, এই সক্ষমতা বজায় রাখিবারই বা পদ্ধতি কি ; তবে কি ব্যাঙ্ক যত মুদ্রা আমানত পাইবে সবই নিজের কাছে তরল আকারে (in liquid form) অর্থাৎ নগদ মুদ্রায় নিজের সিন্ধুকে রাখিয়া দিবে ? ইহা কখনই হইতে পারে না। কারণ ১০০৲ টাকার আমানত সৃষ্টি করিতে হইলে যদি ১০০৲ টাকা নগদ নিজের কাছে রাখিয়া দিতে হয় তাহা হইলে আমানত সৃষ্টি করা—অর্থাৎ ঋণ প্রদান করা, ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হইবে না ; ঋণ প্রদান করিতে না পারিলে ব্যাঙ্ক মুনাফা অর্জ্জন করিতে পারিবে না ও স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না। মুনাফা অর্জ্জন তাহাকে করিতেই হইবে, অন্যথায় তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক। সুতরাং ব্যাঙ্কের হাতে যে নগদ মুদ্রা আছে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমানত সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্যাঙ্ক জানে, যে-সকল ব্যক্তি নগদ মুদ্রা আনিয়া আমানত লইয়াছে এবং যাহারা ঋণ হিসাবে আমানত লইয়াছে—ইহারা তাহাদের আমানতের একটি অল্প অংশ নগদ মুদ্রায় দাবী করিবে। আমানতের যেরূপ অংশ ব্যাঙ্ক নগদ মুদ্রায় দাবী করা হইবে

বলিয়া অনুমান করে, শুধু সেইরূপ নগদ রিজার্ভ রাখিবার প্রথা ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রচলিত আছে ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রথা হইল মোট আমানতের শতকরা নয় ভাগ নগদ রিজার্ভ রাখা।

কিন্তু আমানতকারীরা যে উহার অধিক নগদ মুদ্রা দাবী করিবে না, এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ব্যাঙ্ককে তাহার সঙ্গতির তরলতা বজায় রাখিবার জন্য (to maintain the liquidity of its resources) সকল সময়েই চেষ্টিত থাকিতে হইবে। সেই জন্য ব্যাঙ্ক যে ঋণ প্রদান করিবে সেই ঋণ, যত উত্তম মর্টগেজ থাকুক, অধিক দিনের জন্য প্রদান করিতে পারিবে না। তাহার সঙ্গতিকে উপার্জ্জন-প্রসূ কার্য্যে সে ব্যবহার করিবে, এই চিন্তা তাহার থাকে বটে,—থাকা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজন। কিন্তু উহা অপেক্ষা অধিক স্বাভাবিক এবং অধিক প্রয়োজন হইল যে তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে কি ভাবে কোন ক্ষতি স্বীকার না করিয়া যথাসম্ভব সত্বর সে তাহার প্রদত্ত ঋণকে নগদে পরিণত করিয়া লইতে পারিবে। সে তাহার ঋণের একটি বিশেষ অংশ এরূপ আকারে রাখিয়া দিবে যাহাতে উহা প্রয়োজনের সময়ে সহজেই অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া নগদ মুদ্রা তুলিয়া লওয়া যাইবে। বিল হইল ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদানের এই ধরণের উপকরণ। বলি ভাঙ্গাইয়া দিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করে কিন্তু ইতিমধ্যে যদি ব্যাঙ্কের মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক সহজেই ঐ বিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিতে পারে ; ইহাকে পুন র্বাট্টা (rediscounting) বলা হয়। ব্যাঙ্ক যে চাহিবামাত্রই আদায় যোগ্য ঋণ (call loan) এবং অল্পকালীন নোটিশে আদায় যোগ্য ঋণ প্রদান করে, তাহাও বিল অর্থাৎ হুণ্ডি রাখিয়া দিয়া। মর্টগেজ হইতেই এই আশ্বাস পাওয়া যায় যে উহা থাকিবার দরুণ ঋণ গ্রহিতা ঋণ পরিশোধের জন্য চেষ্টিত থাকিবে এবং ঋণ পরিশোধ না হইলে মর্টগেজ বিক্রয় করিয়া লওয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের যেদিন নগদ মুদ্রার প্রয়োজন হইবে সেই দিনই মর্টগেজ বিক্রয় করিয়া নগদ মুদ্রা তুলিয়া লওয়া যাইবে না, উহা সময় সাপেক্ষ এবং আয়াস সাধ্য । বিলের সুবিধা হইল যে উহা যে কোন সময়েই নগদে পরিণত করা যায়। মর্টগেজ এবং বিলের এই পার্থক্য উপলব্ধির উপর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভরশীল, কারণ ব্যাঙ্ককে উপার্জ্জন করিতে হইবে। অথচ সঙ্গতির তরলতা (liquidity of resources) বজায় রাখিতে হইবে। ইংলণ্ডে তরলতা বজায় সম্পর্কে প্রথা হইল (১) মোট আমানতের শতকরা ৯ ভাগ থাকে নগদ এবং ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে রক্ষিত আমানতের (ইহা নগদেরই সমান) আকারে এবং (২) তরল সম্পত্তি এবং নগদে মিলিয়া মোট আমানতের শতকরা ৩০ ভাগ থাকিবে। তরল

সম্পত্তি এবং নগদের মিলিত পরিমাণ যদি শতকরা ৩০ ভাগের অধিক হয়, তাহা হইলে শুধু নগদের অনুপাত ৯% অপেক্ষা কম করা যাইতে পারে এবং যদি শতকরা ৩০ ভাগের কম হয়, তাহা হইলে শুধু নগদের অনুপাত ৯% অপেক্ষা অধিক করিতে হইবে।

ক্লীয়ারীং পদ্ধতি—Clearing System

কোন ব্যক্তির পক্ষে অপর কাহাকেও মুদ্রা প্রদানের প্রয়োজন হইলে সে তাহার ব্যাঙ্কে রক্ষিত আমানত হস্তান্তর করিয়া মুদ্রা প্রদান করিতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির আমানতের অংশ যে চেকখানির দ্বারা পাইল, সেই চেকখানি নিজের হিসাবে জমা করিয়া দিতে পারে। উহারা দুইজনে যদি একই ব্যাঙ্কের খরিদ্দার হয়, তাহা হইলে নগদ মুদ্রা স্থানান্তর হইবার কোনই প্রয়োজন উদ্ভূত হয় না; ব্যাঙ্ক তাহার নিজের খাতায় প্রথম ব্যক্তির আমানত কমাইয়া দিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির আমানত বৃদ্ধি করিয়া দিবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু দেশের মধ্যে একাধিক ব্যাঙ্ক থাকে, সুতরাং সকল ব্যক্তি কোন একটি মাত্র ব্যাঙ্কের খরিদ্দার হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ ঘটাই স্বাভাবিক যে একজন ব্যক্তি অপর একব্যক্তিকে স্বীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটিয়া মূল্য-প্রদান করিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ চেক্‌খানি স্বতন্ত্র একটি ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিল—শেষের ব্যাঙ্কটী প্রথম ব্যাঙ্কটীর নিকট হইতে ঐ চেকের মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া লইবে। ধরা যাউক, রাম ক ব্যাঙ্কের উপর একখানি চেক্ কাটিয়া যদুকে প্রদান করিল; যদুর একাউণ্ট আছে খ ব্যাঙ্কে এবং ঐ চেকখানি যদু খ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিল। এক্ষণে খ ব্যাঙ্ক যদুর পক্ষ হইতে ক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা সংগ্রহ করিবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, উহাতে জটিলতা কি আছে? প্রকৃতপক্ষে জটিলতা কিছুই থাকিত না যদি এইরূপ হইত যে কেবলমাত্র খ ব্যাঙ্কই ক ব্যাঙ্কের চেক পাইতেছে এবং ক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা সংগ্রহ করিতেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু রাম ক ব্যাঙ্কের একমাত্র খরিদ্দার নহে, এবং খ ব্যাঙ্কেরও যদু একমাত্র খরিদ্দার নহে। ক ব্যাঙ্কের নিকট বহু ব্যক্তির আমানত আছে এবং খ ব্যাঙ্কের নিকটও বহু ব্যক্তির আমানত আছে। ক ব্যাঙ্কের একজন খরিদ্দার যেরূপ খ ব্যাঙ্কের একজন খরিদ্দারকে ক ব্যাঙ্কের চেক প্রদান করিতেছে, সেইরূপ খ ব্যাঙ্কের খরিদ্দারও ক ব্যাঙ্কের খরিদ্দারকে খ ব্যাঙ্কের চেক প্রদান করিতে দেখা যাইবে। সুতরাং ক ব্যাঙ্কের লোক যাইবে

খ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা আনিতে, আবার খ ব্যাঙ্কের লোক যাইবে ক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা আনিতে।

জটিলতার শেষ এইখানেই নহে; দেশের মধ্যে বহু ব্যাঙ্ক আছে এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের বহু আমানতকারী বা খরিদ্দার আছে এবং প্রতিদিন বহু পরিমাণ চেক প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রত্যেক অপর ব্যাঙ্কের নিকট যাইতেছে। অতএব একাধিক ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট বহু পরিমাণ চেক লইয়া যাইয়া উহার সমপরিমাণ মুদ্রা চাহিবে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রত্যেক অপর ব্যাঙ্কে প্রতিদিন বহু পরিমাণ মুদ্রা চলাচল করিবে। ইহা বিশেষ অসুবিধাজনক রূপে অনুভূত হইবে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ক্লীয়ারিং পদ্ধতির প্রবর্ত্তন এবং ক্লীয়ারিং হাউস নামে বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে।

ক্লীয়ারিং হাউসের প্রকৃতি এবং প্রয়োজন বিশ্লেষণে অধ্যাপক **সেয়ার্স** বলেন: "প্রত্যেকদিন সমগ্র দেশের ব্যক্তিবর্গ এক ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেক অপর ব্যাঙ্ক সমূহে জমা রাখে এরূপ ব্যক্তিদের নিকট প্রেরণ করিতেছে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই অপর ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেকের অবিরত স্রোত আসিবে। এই চেকগুলি হইল অপর ব্যাঙ্কে রক্ষিত আমানতের উপর দাবী এবং সেহেতু চেক প্রাপক ব্যাঙ্ক অপর প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পাওনাদারে পরিণত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অপর ব্যাঙ্কগুলির প্রত্যেকটি, আমাদের আলোচ্য ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেক স্বীয় খরিদ্দারের হিসাবে জমা করিবার জন্য পাইতেছে। এই চেকের পরিমাণ মত প্রথম ব্যাঙ্কটী অপর ব্যাঙ্কগুলির নিকট ঋণী হইয়া পড়িতেছে। ইহার বিরুদ্ধে অপর ব্যাঙ্কগুলির এই চেকের পরিমাণ মত দাবীর উদ্ভব হইতেছে। এইভাবে বিরুদ্ধ ব্যাঙ্কের নিকট যে সকল চেক গিয়াছে সেগুলি প্রতিদিন দুইবার করিয়া সংগৃহীত হয় এবং ক্লীয়ারিং হাউসে লইয়া যাওয়া হয়। বিভিন্ন পরিমাণগুলি যোগ করা হয় এবং পরস্পরের মধ্যে কাটাকুটি করিয়া লওয়া হয়"।

ক্লীয়ারিং হাউসের কার্য্য হইল, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পরস্পরের মধ্যে এই দাবী দাওয়া খাতায় পত্রে কাটাকুটি করিয়া লওয়া। কাটাকুটি হইবার পর নীট পরিমাণ বাহির করিয়া লওয়া হইবে। এই নীট পরিমাণ একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্ককে প্রদান করিয়া দিবে। সাধারণতঃ এই নীট পরিমাণ একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্ককে প্রদান করে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যে আমানত থাকে সেই আমানতের উপর চেক্ কাটিয়া। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে নগদ মুদ্রার আদান প্রদান নিষ্প্রয়োজন করাই হইল ক্লীয়ারিং হাউসের গুরুত্ব। "সমগ্র প্রক্রিয়াটি হইল একটি হস্তান্তর—ইহার

কোনই মুদ্রাগত তাৎপর্য্য নাই"। ["The entire process is a transfer having no monetary significance"—R. S. Sayers.]

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—Central Bank

বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি বিশেষ পর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক; সাধারণ যৌথপুঁজি, অর্থাৎ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্ক হইতে ইহার স্থান ও মর্য্যাদা স্বতন্ত্র। দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে সাধারণ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কের ন্যায়, সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা অর্জ্জন করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিশেষ অর্থনৈতিক নীতি কার্য্যকরী করিবার গুরুদায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত। এই দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য, অপরাপর সাধারণ বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা উহার উপর অর্পিত এবং সেই উদ্দেশ্য উপলব্ধি নিমিত্ত কতিপয় পদ্ধতি ইহার আয়ত্বাধীন থাকে। এই সকল বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ এবং প্রভাব বিস্তার করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের আর্থিক কাঠামো সম্পর্কিত নীতি বহু পরিমাণে কার্য্যকরী করে। এই সকল বিষয় হইতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য ও দায়িত্ব এতই গুরুত্ব অর্জ্জন করে, যে উহাকে সম্পুর্ণ স্বায়ত্ত শাসনভোগী প্রতিষ্ঠান রূপে (autonomous institution) রাখিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সেই কারণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়; এই নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের কঠোরতা বা শিথিলতা বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কঠোরই হউক বা শিথিলই হউক, স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে রাষ্ট্রের দ্বারা নির্দ্ধারিত মুদ্রা সংক্রান্ত মৌলিক নিয়মের গণ্ডীর মধ্যেই থাকিয়াই সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালিত হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ—Functions of the Central Bank

বিস্তারিত ভাবে বলিতে গেলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ এইরূপ বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে;

(১) **বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ**—(Controlling the Commercial Banks)—বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম কার্য্য। বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কের উপর ইহার নিয়ন্ত্রণ দুইটী বিষয়ের উপর

নির্ভর করে—প্রথমতঃ, বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণ প্রদানের কার্য্য পরিচালনা করে তাহাদের নগদ রিজার্ভের পরিমাণ অনুযায়ী এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ নগদের যোগানের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ থাকে। নগদের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ কিভাবে থাকে তাহা দেখিতে হইলে নগদের পর্য্যায়-ভেদ পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। নগদ বলিতে বুঝায় দেশের মধ্যে আইনের বলে যে মুদ্রা প্রচলিত থাকে তাহা,—অর্থাৎ সরকারের দ্বারা প্রচারিত ধাতুমুদ্রা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রচারিত কাগজী মুদ্রা ; ইহা ব্যতীত সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত আমানত কার্য্যতঃ নগদ রূপে গণ্য, কারণ সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি জানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহাদের নিকট গচ্ছিত আমানতকে যে কোন সময়েই নগদে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে প্রস্তুত থাকে। কাগজী নোট, যাহা আইন চালু মুদ্রার পর্য্যায়ে পড়ে, তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রচারিত, সুতরাং এইগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই দায় (liability) ; উহার নিকট রক্ষিত ব্যাঙ্কগুলির আমানতও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়। মোট নগদের মধ্যে অধিক অংশই হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিজের দায়, সরকারের দ্বারা প্রচারিত ধাতু-মুদ্রার পরিমাণ মোট মুদ্রার মধ্যে অকিঞ্চিতকর। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়ের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে—উহার বৃদ্ধি ঘটিলে (সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের বৃদ্ধি দ্বারা) কর্জ্জ বৃদ্ধি ঘটিয়া মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে ; উহার হ্রাস ঘটিলে (সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের হ্রাসের দ্বারা) কর্জ্জ হ্রাস ঘটিয়া মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। অতএব সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নিজদিগের মধ্যে রক্ষিত কাগজী নোটের পরিমাণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নিকট রক্ষিত ব্যাঙ্কগুলির আমানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে সমগ্র ব্যাঙ্ক আমানতের সমষ্টিই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। বস্তুতঃ পক্ষে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিজের সম্পত্তি (assest) পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের দায়ের (liabilities) পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা নগদ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

(২) **সরকারের ব্যাঙ্করূপে ক্রিয়া**—(acting as government banker) সাধারণ ব্যবসায়ীর নিকট যেরূপ ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রয়োজন হয় সরকারের পক্ষেও সেইরূপ উহা প্রয়োজন হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্করূপে ক্রিয়া করিয়া এই প্রয়োজন মিটায়। করধার্য্যের দ্বারা সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং ঐ রাজস্ব সরকারী কার্য্য পরিচালনায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। সরকারের আদায়ী রাজস্ব সরকারী আমানতরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা হয় এবং

প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে। কখন কখন রাজস্ব সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেই ব্যয় নির্ব্বাহের প্রয়োজন ঘটে; এরূপ ক্ষেত্রে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ঋণ "পন্থা ও পদ্ধতি দাদন" (ways and means advances) রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে ইহা পরামর্শও দিয়া থাকে।

সরকারের ব্যাঙ্করূপে ক্রিয়া করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সঙ্গত কিনা, কখন কখন এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে। এই প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হইল, সরকারী আমানতের পরিবর্ত্তনের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মোট আমানতের বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতের পরিবর্ত্তন সাধন করা যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত অপর কাহারও ক্ষমতাধীন থাকে, তাহা হইলে মোট মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অনর্থক অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়ের খাতে (on the side of liabilities) "সরকারী আমানত"রূপে (public deposits) যে আমানত থাকে উহা একটি মাত্র অথচ অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) আয়ত্তাধীন—সুতরাং এইরূপ আমানতের সামান্য পরিবর্ত্তনে নগদ ভিত্তির (cash basis) ব্যাপক পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়ের খাতে যে আমানত পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নগদের ভিত্তি স্বরূপ। অপর পক্ষে সরকারী ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিবার যৌক্তিকতা স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সরকারের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে দেশের সকল ব্যবসা বাণিজ্য প্রভাবান্বিত করিবার এইরূপ বিপুল ক্ষমতা থাকে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত সরকারের নিয়ত আলোচনা পরামর্শ প্রয়োজন হয়; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা সংক্রান্ত নীতি অনুসরণের উপর সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্রিয়া কলাপের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারে এ সম্পর্কে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে নিয়তই আলাপ আলোচনা এবং সহযোগিতার স্পৃহা বিদ্যমান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সরকারী আমানতের পরিবর্ত্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে বটে কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীভূত করা যায়। যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন বলিতে বুঝায় ট্রেজারী বিল ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা। সরকারের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সমগ্র বৎসর ব্যাপী সকল সময়ই সম্ভব নহে —প্রায়শঃই ইহাদের মধ্যে অসমতার উদ্ভব অপরিহার্য্য। কিন্তু এই অসমতার সহিত খাপ খাওয়াইয়া যদি ট্রেজারী বিলের কাল সমাপ্তি (maturity) এবং নূতন প্রচার (new issue) সাজাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে রাজস্ব সংগ্রহ এবং

ব্যয় নির্ব্বাহের ঘাঁট্তি দূরীভূত করা যায় এবং সরকার মোটামুটি সমান ব্যালান্স রাখিয়া দিতে পারিবে।*

(৩) **শেষ উপায়ের কর্জ্জদাতারূপে ক্রিয়া**—(to act as lender of last resort) সমগ্র দেশের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চূড়ান্ত কর্জ্জদাতা রূপে ক্রিয়া করে। যখন ঋণ পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে জনসাধারণ তাহাদের আমানত উঠাইয়া লইতে থাকে বা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি যখন বিলের দালাল (bill broker) বা বাট্টা প্রতিষ্ঠানের (discount houses) নিকট ঋণ প্রত্যর্পণের দাবী করে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমগ্র দেশের মধ্যে চূড়ান্ত কর্জ্জদাতারূপে অবস্থান করে। বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি অথবা বিলের দালাল বা বাট্টা প্রতিষ্ঠানরূপ অর্থ বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ জরুরী অবস্থার উদ্ভব ঘটিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। "উৎকৃষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিবার পক্ষে শেষ উপায়ের কর্জ্জদাতারূপে ক্রিয়া করিবার প্রস্তুতি অবশ্যই প্রয়োজন।" জনসাধারণের মুদ্রা ব্যয়ের পদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অর্থনৈতিক ঘটনাকে প্রভাবান্বিত করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ; জনসাধারণ যেভাবে মুদ্রা রাখিতে চাহে তাহার পরিবর্ত্তন যাহাতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাইতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার মত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অবশ্য থাকা প্রয়োজন। জনসাধারণ যদি ব্যাঙ্ক আমানত অল্প এবং নগদ অধিক রাখিতে চাহে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তাহা হইলে অধিক নগদ সরবরাহের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নগদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান রূপে অবস্থান করে, এই চেতনা এবং আস্থা সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ প্রয়োজনের সময় অত্যল্পকালের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ মুদ্রা ধার পাওয়া যাইবে, এই চেতনা হইতে সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি এবং অন্যান্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি (bill brokers and discount houses) সাহস সঞ্চয় করিয়া থাকে। ঐ সাহস এবং আস্থা না থাকিলে যে কোন বিরাট দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা সামান্য গুজবের দ্বারাই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।

* "By arranging the gap between maturity and the new issue to equal and be in the opposite direction to any discrepancy between current revenue and current expenditure, the Treasury can arrange to keep its balance approximately stable."—Sayers, Modern Banking.

তবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ব্যণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলিকে বা বিল দালাল ও বাট্টা প্রতিষ্ঠানকে কর্জ দিতে বাধ্য হইলেও কি সুদে ঐ কর্জ প্রদত্ত হইবে তাহা স্থির করায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

(৪) **স্বর্ণমান পরিচালনা**—(Managing the gold standard)—যে দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তথায় স্বর্ণমান সম্পর্কিত একাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়। স্বর্ণমানের রীতি অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দামে মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মুদ্রা জনসাধারণকে প্রদান করা প্রয়োজন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত থাকে। উপরন্তু আধুনিক জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বর্ণের আমদানী এবং রপ্তানীর দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে (automatically) মুদ্রার পরিমাণ যথাক্রমে বৃদ্ধি এবং হ্রাস প্রাপ্ত হয় না; স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত ভাবে মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাইবার জন্য চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন। ঋণের এইরূপ প্রসার বা সঙ্কোচ সাধনের দ্বারা স্বর্ণমান বজায় রাখিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই পালন করিতে হয়।

(৫) **নোট প্রচার**—(Note issue)—এক সময় ছিল যখন কর্জ ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে স্বীয় নোট প্রদান করিয়া সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি কর্জ প্রদান করিত। বর্ত্তমানে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে নোট প্রচারের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বিশেষ মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য নোট প্রচারের একচ্ছত্র ক্ষমতার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। যেহেতু জনসাধারণ এক এক সময়ে এক এক পরিমাণ নোট চাহিদা করে এবং সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিও যেহেতু নিজেদের নিকট রাখিয়া দিবার জন্য নোটের চাহিদা করে সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের সহিত নোট প্রচারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি নগদ রিজার্ভ অনুযায়ী (cash reserve) আমানতের পরিবর্ত্তন করে এবং আমানতের পরিবর্ত্তন অনুযায়ী নোটের চাহিদার পরিবর্ত্তন করে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলি কখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে তাহাদের আমানত কমাইয়া নোট লইয়া আসে আবার কখন নোট লইয়া গিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের আমানত বৃদ্ধি করে। সুতরাং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে নোট প্রচারের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন হয়। "ব্যাঙ্কগুলির আমানত নিয়ন্ত্রণ কালে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হয় যে ব্যাঙ্কগুলির আমানতের

বৃদ্ধিতে নোটের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ব্যাঙ্কগুলির আমানতের হ্রাসে নোটের চাহিদা হ্রাস ঘটা অপরিহার্য্য”—**সেয়ার্স।**

নোট প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতি—Different Systems of Note issue

(১) **স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি**—(Fixed Fiduciary System)—স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাগজী নোট ছাপিতে পারে; তবে এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ না থাকিলেও, সিকিউরিটি রিজার্ভ থাকে। সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং অপরাপর সরকারী ঋণপত্র যাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে,—এইগুলি সিকিউরিটি পর্য্যায়ভুক্ত। উহা ব্যতীত, অপর দেশের সরকারের বা সুপ্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ-পত্র সিকিউরিটি রূপে রক্ষিত হইতে পারে। এইরূপ সিকিউরিটি রিজার্ভ রাখিয়া কত পরিমাণ নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাপিবার অধিকারী, তাহা স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতিতে আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত থাকে; নোট প্রচারের ঐ অংশকে ফিডিউশিয়ারী অংশ বলা হইয়াথাকে। এই ফিডিউশিয়ারী অংশ অপেক্ষা অধিক-নোট যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রচার করিতে চাহে, তাহা হইলে প্রত্যেক নোটের রিজার্ভ হিসাবে সমমূল্যের স্বর্ণ তাহাকে রিজার্ভ রাখিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে স্বর্ণের একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারিত করা থাকে।

ইংলণ্ডে ১৮৪৪ সালের “ব্যাঙ্ক চার্টার এ্যাক্ট” দ্বারা এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ বিধি দ্বারা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ১৪ মিলিয়ন (১ কোটি ৪০ লক্ষ) পাউণ্ড অবধি, স্বর্ণ রিজার্ভ ব্যতিরেকেই, নোট প্রচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ ফিডিউশিয়ারী অংশ পরে ক্রমশঃই বর্দ্ধিত করা হইয়াছে; ১৯২৮ সালে ২৬০ মিলিয়ন (২৬ কোটি) পাউণ্ডে এবং ১৯৩১ সালে ২৭৫ মিলিয়ন (২৭৷৷০ কোটি) পাউণ্ডে উহা বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। স্বর্ণ ব্যতিরেকে ফিডিউশিয়ারী অংশ বর্দ্ধিত করিতে পারা যাইত, সরকারের অর্থদপ্তর বা ট্রেজারী যদি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইত। ১৯৩৯ সালের কারেন্সি ও ব্যাঙ্ক নোট বিধি দ্বারা এ বিষয়ে আরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল—এই বিধি ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডকে স্বর্ণের মূল্য স্বয়ং স্থির করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল। সুতরাং বর্দ্ধিত মূল্য স্থির করিয়া অধিক নোট প্রচারের সুযোগ ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড লাভ করিয়াছিল। এই পদ্ধতির গুণ হইল, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আপনার খেয়াল খুশীমত নোট প্রচারের আধিক্য ঘটাইতে পারে না; নোটের পরিবর্ত্তন

যোগ্যতা বজায় রাখিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রিজার্ভের ব্যবস্থা এই পদ্ধতি করিয়া থাকে। ইহার অপগুণ স্বরূপ বলা হয়, যে প্রয়োজনানুযায়ী মুদ্রা সমষ্টির প্রসার ইহার দ্বারা ব্যাহত হয়। সঠিক অর্থনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিচার করিলে দেখা যায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সহিত মুদ্রা সমষ্টির বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনানুযায়ী মুদ্রা সমষ্টির বৃদ্ধি ঘটিলে, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হইতে বাধ্য। স্থির ফিডিউশিয়ায়ী পদ্ধতির আওতায় প্রয়োজন মত মুদ্রা সমষ্টির বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। অধিক পরিমাণ স্বর্ণ সংগ্রহের উপর এই বৃদ্ধি নির্ভরশীল।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন, স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতির এই অপগুণ ইংলণ্ডে মুদ্রা সংক্রান্ত বিধির ক্রমিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। আইনের বাহিরের কাঠামো পূর্ব্ববৎ থাকিলেও উহার আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বর্ত্তমানে "নোট প্রচার এবং সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্য্যকলাপ নামে মাত্র স্বর্ণের সহিত সংযুক্ত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ফিডিউশিয়ারী অংশ এতই প্রসারক্ষম যে স্বর্ণ সরবরাহের সহিত উহার সংযোগ আমরা প্রায় ভুলিয়াই যাই"। (**সেয়ার্স**)

(২) **উর্দ্ধতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি (**Maximum Fiduciary System)— ফ্রান্সে ১৯২৮ সাল অবধি উর্দ্ধতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি অনুযায়ী নোট প্রচার নিয়ন্ত্রিত হইত। এই পদ্ধতি অনুযায়ী নোট প্রচারের একটি উর্দ্ধতম পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় এবং নোট প্রচারক কর্ত্তৃপক্ষকে, কোন স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া, উর্দ্ধতম পরিমাণ অবধি নোট প্রচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই উর্দ্ধতম সীমা যে চিরকালের জন্য অপরিবর্ত্তনীয়, তাহাও নহে, প্রয়োজন মত এই সীমা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে তত্ত্বমূলক (theoretical) আপত্তি থাকিতে পারে, কোন স্বর্ণ রিজার্ভ না থাকায় মুদ্রা সমষ্টির উপর জনসাধারণের আস্থা কম হইতে পারে এবং নির্দ্ধারিত উর্দ্ধতম সীমা থাকিবার দরুণ ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের সহিত মুদ্রা সমষ্টির যথাযথ প্রসার ব্যাহত হইতে পারে। অপর দিক হইতে লক্ষ্য করিলে এই পদ্ধতির গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহাতে অনাবশ্যক রূপে স্বর্ণ আটক করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না এবং রিজার্ভের প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিবেচনাধীন থাকে। উপরন্তু, সাধারণতঃ গড়ে যত পরিমাণ নোট প্রচলিত থাকে, নোট প্রচারের উর্দ্ধতম সীমা তাহা অপেক্ষাও উর্দ্ধে রক্ষিত হয় বলিয়া, মুদ্রার অপ্রাচুর্য্য অনুভূত না হইবারই কথা, এবং উর্দ্ধতম সীমা বর্দ্ধিত করা সম্ভব বলিয়া, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের সহিত মুদ্রা সমষ্টির বৃদ্ধির অবকাশ থাকে।

(৩) **আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি** (Proportional Reserve System)—আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতিতে নোট প্রচারের সহিত স্বর্ণ রিজার্ভের একটি অনুপাত নির্দ্ধারিত করা থাকে; শতকরা হারের হিসাবে এই অনুপাত নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ, এই অনুপাত থাকে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ। অনুপাত যদি শতকরা ৪০ ভাগ হয়, তাহার অর্থ হইবে যে ৪০৲ টাকার মত স্বর্ণ রিজার্ভে রাখিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১০০৲ টাকার নোট প্রচার করিতে পারিবে। স্বর্ণ রিজার্ভ হ্রাস পাইলে (বা বৃদ্ধি পাইলে) সেই অনুপাতে (সেই পরিমাণে নহে) নোটের সংখ্যা হ্রাস (বা বৃদ্ধি) পাইবে। এক টাকার মত স্বর্ণ মুদ্রা রিজার্ভে আসিলে আড়াই টাকার মত অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা ছাপানো হইবে; এক টাকার মত কাগজী মুদ্রা রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়া গেলে আড়াই টাকার সমান কাগজী মুদ্রা নাকচ করিতে হইবে। এই পদ্ধতিকে শতকরা পদ্ধতি রূপেও অভিহিত করা হয়।

আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির গুণ রূপে দাবী করা হয় যে উহার আওতায় মুদ্রা ব্যবস্থা সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা অর্জ্জন করে। যে পরিমাণে রিজার্ভে স্বর্ণ যোগ করিতে পারা যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নোট প্রচার করা সম্ভব; আবার রিজার্ভ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া গেলে অধিক পরিমাণ নোট বাতিল হইয়া যাইবে এবং রিজার্ভ-ক্ষয়ের ফলাফল খুব শীঘ্রই অনুভূত হইবে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ কিন্তু এই পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করেন। অধ্যাপক **রবার্টসন** বলেন কোন মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ যদি নির্দ্দেশ দেন যে যাত্রীদিগের সুবিধার্থে ষ্টেশনে একটি ঘোড়ার গাড়ী সকল সময়েই থাকিবে, তাহা হইলে ঐ নির্দ্দেশ যেরূপ নিরর্থক হয়, আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতিও সেইরূপ নিরর্থক। স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার যৌক্তিকতা হইল কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন যোগ্য করিয়া রাখা, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সঠিক অনুপাতটি বজায় রাখে—উহা অপেক্ষা অধিক না রাখে,—তাহা হইলে কোন কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে, উহা করিতে গেলে আইন ভঙ্গ করা হয়। অধিকন্তু, মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যদি স্বর্ণ রিজার্ভের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এই পদ্ধতির দ্বারা সঠিক ভাবে উহা সাধিত হইতে পারে না কারণ রিজার্ভের হ্রাস বৃদ্ধির তুলনায় মুদ্রার পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে বহুগুণ অধিক। **কীন্‌স্** বলেন "কাগজী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সমূহের সকল সম্ভাব্য ত্রুটী ইহাতে নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়"। ["It appears to combine all the possible defects of systems of note regulation"—Keynes]

(৪) **বিনিময় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি**—(Exchange Management System)

বিনিময় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির একটি পর্য্যায়। ইহাতে, মোট কাগজী মুদ্রার একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাত রিজার্ভ রাখা হয়, তবে এই রিজার্ভ আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্গতির আকারে রাখিতে পারা যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়-সঙ্কোচ মূলক, কারণ ইহার দ্বারা স্বর্ণ রাখিবার প্রয়োজন হ্রাস পায় ; কিন্তু উহা ব্যতীত, আনুপাতিক পদ্ধতির অপরাপর অপগুণ সমূহ ইহাতে বর্ত্তমান থাকে।

ব্যাঙ্করেট,—ইহার প্রয়োগ—Bank rate,—its application

ব্যাঙ্ক যে কর্জ্জ প্রদান করে তাহার দ্বারাও মুদ্রার সৃষ্টি হয় কারণ কর্জ্জের দ্বারা আমানতের সৃষ্টি হয় এবং ঐ আমানত, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক মুদ্রা বিনিয়ের বাহন রূপে ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহ কর্জ্জের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা ঘটে ; বিপরীত ক্ষেত্রে দামস্থর হ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, সর্ব্বপ্রকার মুদ্রার মোট সমষ্টির মধ্যে, ব্যাঙ্ক মুদ্রার অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দামস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে কর্জ্জ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়—কর্জ্জ নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝাইতেছে সাধারণ ব্যাঙ্ক সমূহ যে কর্জ্জ প্রদান করে তাহার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ; অবস্থা অনুযায়ী ব্যাঙ্করেট ব্যবহার ইহাদের অন্যতম।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সুদের হার লইয়া হুণ্ডি পুনর্বাট্টা (re-discount) করে তাহাই ব্যবসায় জগতে ব্যাঙ্করেট রূপে পরিচিত। ধারে মাল ক্রয় বিক্রয় হইতে হুণ্ডি উদ্ভূত হয় ; মাল বিক্রেতা মাল ক্রয়কারীর উপর হুণ্ডি কাটে, দ্বিতীয় ব্যাক্তি হুণ্ডিটি স্বীকার করাইয়া লয় এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে (সাধারণতঃ তিনমাস) উহাতে লিখিত মুদ্রার পরিমাণ, অর্থাৎ মালের দাম পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত থাকে। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে মাল বিক্রেতার যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঐ হুণ্ডিখানা সে সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের নিকট অথবা আর এক প্রকার বিশেষত্বশীল প্রতিষ্ঠান, ডিস্‌কাউণ্ট হাউসের নিকট, বিক্রয় করিয়া অগ্রিম টাকা তুলিয়া হইতে পারে। বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক বা ডিস্‌কাউণ্ট হাউস হুণ্ডির টাকা কর্জ্জগ্রাহকের (মালক্রেতার) নিকট হইতে উহার লিখিত সময় অতিবাহিত হইবার পর আদায় করিয়া লইবে; সুতরাং হুণ্ডির পরিবর্ত্তে এই অগ্রিম মুদ্রা দানের প্রক্রিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে কর্জ্জ প্রদানেরই নামান্তর। হুণ্ডির পরিবর্ত্তে এইরূপ অগ্রিম মুদ্রা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক অথবা

ডিস্‌কাউন্ট হাউস) একটি কমিশন গ্রহণ করিয়া থাকে। হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া দিবার এই কার্য্যকে 'বাট্টা কার্য্য' (discount) বলা হইয়া থাকে এবং যে কমিশন লইয়া ব্যাঙ্ক বা ডিস্‌কাউন্ট হাউস এই বাট্টা কার্য্য করিয়া থাকে তাহা বাট্টার হার (rate of discount) রূপে অভিহিত হয়। বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াও ডিস্‌কাউন্ট হাউসগুলি হুণ্ডি বাট্টা করিয়া থাকে আবার বাণিজ্য মূলক ব্যাঙ্কগুলি নিজেরাও হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দেয়। কিন্তু সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদের প্রয়োজন হইলে তাহারা কি করিবে ? তাহারা দুইটি কার্য্য করিতে পারে, প্রথমতঃ তাহারা যে হুণ্ডিগুলি একবার বাট্টা করিয়া দিয়াছে, সেগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট লইয়া ঐগুলির পরিবর্ত্তে কিছু কমিশন দিয়া নগদ মুদ্রা চাহিতে পারে; এক্ষেত্রে হুণ্ডিগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনর্বাট্টা (re-discount) করিয়া লওয়া হইল। অথবা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি ডিস্‌কাউন্ট হাউসগুলিকে প্রদত্ত ঋণ ফিরৎ চাহিতে পারে—এই ধরণের ঋণ সাধারণতঃ স্বল্প মেয়াদী (money at call and short notice)। এক্ষেত্রে ডিস্‌কাউন্ট হাউসগুলিকে ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের ঋণ পরিশোধের জন্য মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহারা তাহাদের হুণ্ডিগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গিয়া পুনর্বাট্টা (re-discount) করিয়া লইবে। যে হারে কমিশন লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিয়া দেয়, তাহাই ব্যাঙ্ক রেট রূপে পরিচিত। এই ব্যাঙ্ক রেট সাধারণ বাজারের সুদের হার অপেক্ষা সাকান্য একটু বেশী। ইহাকে "শাস্তিমূলক সুদের হার" (penal rate) আখ্যা দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করিয়া দিলে সাধারণ বাজারের সুদও বৃদ্ধি পাইবে কারণ সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি এবং ডিস্‌কাউন্ট হাউসগুলি এক্ষণে পূর্ব্বেকার কমিশনে অর্থাৎ সুদের হারে হুণ্ডি বাট্টা করিয়া দিবে না—অর্থাৎ ঋণ দিবে না। তাহারা জানে, দরকারে পড়িয়া হুণ্ডি লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পূর্ব্বাপেক্ষা চড়া পুনর্বাট্টার হার দাবী করিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, বাজারের সুদের হার হ্রাস পাইবে, কারণ ব্যাঙ্করেট কমিলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি হুণ্ডি অধিক বাট্টা করিয়া দিতে অর্থাৎ অধিক ঋণ প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিবে। আবার সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি বাট্টার হার বৃদ্ধি করিলে, মাল বিক্রেতাগণ হুণ্ডি কাটিবার সময়ে উহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সুদ ধরিয়া (হুণ্ডিতে মালের দামের মধ্যে সুদ ধরা থাকে) রাখিবে; বিপরীত ক্ষেত্রে কম সুদ ধরিবে।

ব্যাঙ্করেট শুধু যে কর্জ্জ নিয়ন্ত্রণ করে তাহাই নহে; কর্জ্জ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জনসমষ্টির মুদ্রা উপার্জ্জন এবং দামস্তর নিয়ন্ত্রণ করাই ব্যাঙ্করেটের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যাঙ্করেট পরিবর্ত্তন করিয়া অঁত্রেপ্রণাদিগের কার্য্য দুরূহ করিয়া ফেলা হয় অথবা

সহজসাধ্য করা হয় এবং তদনুযায়ী আঁত্রেপ্রণাদিগের প্রচেষ্টা সঙ্কুচিত হয় অথবা প্রসারিত হয়। আবার আঁত্রেপ্রণাদিগের ক্রিয়াকলাপের প্রসার বা সঙ্কোচের দ্বারা সমগ্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিমাণ প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়।

সকল অর্থনীতিবিদ্ই স্বীকার করেন যে ব্যাঙ্করেট ব্যবহারের দ্বারা দামস্তর এবং উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায়, কিন্তু ঠিক কি পদ্ধতিতে ব্যাঙ্করেট ক্রিয়া করে, এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্দিগের মধ্যে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। একটি মতের প্রধান ব্যাখ্যাতা হইলেন **হ'ট্রে** (Hawtrey) এবং অপর মতের পরিপোষক হইলেন **কীন্‌স্**। উভয় মতের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং উপসংহার অভিন্ন। উভয়েই মনে করেন, ব্যাঙ্করেটের দ্বারা পণ্য মজুদ করিবার খরচা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায়। সুদ ব্যতীতও পণ্য মজুদ করিবার বিবিধ খরচা আছে বটে, কিন্তু সুদ যে মাল ধরিয়া রাখিবার মোট খরচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাহা নিঃসন্দেহ। ব্যাঙ্ক সুদ বাবদ ঐ খরচার অংশ প্রভাবান্বিত করিয়া মোট খরচাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবসায়ীগণ কত পরিমাণে মাল ধরিয়া রাখিবে তাহার সিদ্ধান্ত করে। ব্যাঙ্করেট কমাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মাল ধরিয়া রাখার কার্য্যকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তুলে (সুদের হার কম হইলে ব্যবসায়ীগণ অধিক মাল মজুদ করিয়া রাখিতে উৎসাহিত হইবে)—সেক্ষেত্রে সাধারণ চাহিদার বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে; জনসাধারণের উপার্জ্জন এবং সামগ্রীর দাম বর্দ্ধিত হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে ঠিক ইহার বিপরীত ফল লাভ ঘটিবে। এই অবধি **হ'ট্রে** এবং **কীন্‌সের** মতের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে; উহাদের মতের বৈসাদৃশ্য ঘটে, সামগ্রী ধরিয়া রাখিবার কোন্ ধরণের খরচা পরিবর্ত্তনের দ্বারা ঐ প্রক্রিয়া সাধিত হয় তাহার বিচারে।

হ'ট্রের মতে, স্বল্প কালীন ঋণের হার পরিবর্ত্তনের দ্বারাই ব্যাঙ্করেট তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে। বেপারীগণ (dealers) সকল সময়েই অল্প বিস্তর সমাপ্ত বা অর্দ্ধ সমাপ্ত মাল ধরিয়া রাখে; মাল মজুদ করিয়া রাখিলে বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা প্রাপ্তি ঘটে বলিয়াই, বেপারীগণ নিজেদের নিকট সকল সময়েই মাল রাখিয়া দেয়। মাল ধরিয়া রাখিবার খরচা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বেপারীগণ বর্দ্ধিত খরচা পরিহার করিবার জন্য মাল ধরিয়া রাখিবার সুবিধা কিছুটা ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ মজুদের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মাল ধরিয়া রাখিবার খরচা হ্রাস পাইলে, বেপারীগণ উহার সুযোগ গ্রহণ করিবে এবং মজুদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। মজুদ করিবার খরচার নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের দ্বারা মজুদের

পরিমাণ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা নির্ভর করে, বেপারীগণ ঐ খরচায় মাল মজুদ করিবার কার্য্যকে কতখানি গুরুত্ব প্রদান করে তাহার উপর। **হ'ট্রে** বলেন, ব্যাঙ্করেট বর্দ্ধিত হইলে, স্বল্প মেয়াদী ঋণের সুদ বর্দ্ধিত হইবে এবং স্বল্প মেয়াদী সুদের হার বর্দ্ধিত হইলে মাল মজুদ করিবার খরচা বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে বেপারীগণ তাহাদের মজুদ কমাইয়া দিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বেকার মাল বিক্রয়ের তুলনায় নূতন মাল ক্রয় করিবে কম। তাহারা সামগ্রীকে মুদ্রায় পরিণত করিবে এবং এই মুদ্রা হয় নগদ রূপে ধরিয়া রাখিবে অথবা পূর্ব্বেকার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে ব্যবহার করিবে। "বেপারীগণ যে মুদ্রা অন্যথায় উৎপাদনকারীদিগকে মালের মূল্য প্রদানের জন্য প্রদান করিত তাহা এক্ষণে তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের ঋণ-গ্রস্ততা হ্রাস করিবার জন্য ব্যবহার করিবে"। ("The money which the dealers would otherwise have been using to pay the manufacturers for goods, they are using to extinguish their indebtedness to the bankers"—Hawtrey) ইহাতে উৎপাদনকারীগণ তাহাদের মালের কম কাট্‌তি হইয়াছে দখিতে পাইবে। তাহারা যথাসম্ভব মালের দাম কমাইতে এবং তাহার সহিত উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হইবে। উৎপাদন হ্রাস পাইলে, উৎপাদক উৎপাদনগুলির নিয়োগের পরিমাণ কমিতে বাধ্য। কাঁচামালের (raw meterials) চাহিদা কমিবে, সুতরাং যাহারা কাঁচামাল উৎপন্ন করে এবং সরবরাহ করে তাহাদের উপার্জ্জন কমিবে। পূর্ব্বেকার সমসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে না, সুতরাং শ্রমিকের নূতন নিয়োগ হইবে না এবং পূর্ব্বেকার নিযুক্ত শ্রমিক ছাঁটাই হইতে থাকিবে। বেকার সমস্যার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং লোকের উপার্জ্জন কমিবে। প্রথমে নিয়োগযোগ্য শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাসের দ্বারা অর্থাৎ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের দ্বারা— জনসমষ্টির মুদ্রা উপার্জ্জন (money income) কমিবে, পরে মজুরীর হার হ্রাস পাইয়াও মুদ্রা উপার্জ্জনের হ্রাস ঘটিবে। জনসাধারণের উপার্জ্জন কমিলে, তাহাদের ব্যয় কমিবার ক্ষমতাও কমিবে, তাহারা কম করিয়া ক্রয় করিতে থাকিলে খুচরা বিক্রয় আরও হ্রাস পাইবে এবং বেপারীগণ তাহাদের মজুদের পরিমাণ আরও কমাইয়া দিবে। বেপারীগণ যেরূপ মজুদের পরিমাণ হ্রাস করিবে উৎপাদনকারীগণ সেইরূপ উৎপাদন হ্রাস করিবে এবং জনসাধারণের উপার্জ্জনও, তদনুপাতে কমিবে। উপার্জ্জন হ্রাসের দরুণ মালের কাট্‌তি কমিবে এবং মালের কাট্‌তি কমিবার দরুণ উপার্জ্জন হ্রাস পাইবে; এই দূষিত চক্র যতই ঘুরিবে, দামস্তর ততই কমিতে থাকিবে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য ততই অচল অবস্থায় উপনীত হইবে।

অপর পক্ষে, ব্যাঙ্করেট কমিলে, স্বল্প মেয়াদী ঋণের সুদ কমিবে এবং উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীতপ্রক্রিয়া কার্য্যকরী হইবে ; মজুদ বৃদ্ধি পাইবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইবে, মালের কাট্‌তি বৃদ্ধি পাইবে, পুনরায় মজুত বৃদ্ধি পাইবে, পুনরায় উৎপাদন ও উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইবে, মালের কাট্‌তি বৃদ্ধি পাইবে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে ইত্যাদি।

কীন্‌সের অভিমত হইল, ব্যাঙ্করেটের যাহা কিছু ফলাফল তাহা দীর্ঘকালীন সুদের হারের মাধ্যমে (long term rate of interest) সংঘটিত হয়। স্বল্প মেয়াদী সুদের হারে সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিলে, দীর্ঘকালীন সুদের হারও উহার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইবে। একটির দ্বারা অপরটির পরিবর্ত্তন সাধিত হইবার কারণ হইল অল্পকালীন পুঁজির বাজার এবং দীর্ঘকালীন পুঁজির বাজারের মধ্যে ঘনিষ্ট সংযোগ বিদ্যমান। ধরা যাউক ব্যাঙ্করেট হ্রাস করা হইল এবং অল্পকালীন সুদের হারও হ্রাস পাইল ; এক্ষেত্রে জনসাধারণ এবং ব্যাঙ্কসমূহ অধিক করিয়া সিকিউরিটি ক্রয় করিতে থাকিবে। জনসাধারণ অধিক পরিমাণে সিকিউরিটি ক্রয় করিবে কারণ ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া কম সুদ পাওয়া যাইবে এবং ব্যাঙ্কের নিকট যাহারা ঋণী তাহারা ঋণ আপাততঃ পরিশোধ না করিলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি সিকিউরিটি ক্রয় করিবে কারণ ব্যাঙ্করেটকে ফলপ্রদ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহে সম্মত বা সচেষ্ট হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট নগদ রেশিও থাকায় ব্যাঙ্কগুলির নগদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ; ব্যাঙ্কগুলি তখন অধিক পরিমাণে সিকিউরিটি ক্রয় করিতে থাকিবে। জনসাধারণ এবং যৌথপুঁজি ব্যাঙ্ক, উভয়ের কার্য্যে সিকিউরিটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে। সিকিউরিটির দাম বৃদ্ধি পাইবার অর্থ হইল সিকিউরিটি হইতে লভ্য আয় কমিয়া যাইবে। একশত টাকার একখানি সিকিউরিটির যদি বাৎসরিক ডিভিডেণ্ড হয় ৬৲ টাকা এবং ঐ সিকিউরিটির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া যদি ২০০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে শতকরা ডিভিডেণ্ডের হার ৩৲ টাকায় পরিণত হইল। সিকিউরিটি হইল দীর্ঘকালীন পুঁজি সংগ্রহের উপকরণ—সুতরাং যাহারা নূতন করিয়া দীর্ঘকালীন পুঁজি সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইবে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা কম সুদে পুঁজি সংগ্রহে সক্ষম হইবে।

অল্প সুদে দীর্ঘকালীন ঋণ সংগ্রহে সক্ষম হইলে, আঁত্রেপ্রণাগণ পুঁজি বৃদ্ধিতে যত্নবান হইবে—পুঁজি সামগ্রীর অধিক উৎপাদন প্রয়োজন হইবে। পুঁজি সামগ্রী অধিক উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণে কাঁচামাল এবং অন্যান্য উৎপাদক উপাদান, বিশেষ করিয়া শ্রমিক প্রয়োজন হইবে। কাঁচামালের অধিক চাহিদা হইবার দরুণ

উহার উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন উৎপাদক উপাদান অধিক পরিমাণে নিয়োগ করে। ইহাতে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি উপার্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করে, কারণ কর্ম্মসংস্থান (employment) বৃদ্ধি পাইবে। কর্ম্মসংস্থান যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই বেকারের সংখ্যা হ্রাসের দরুণ, শ্রমিকের মজুরীর হারও বৃদ্ধি পাইবে। উভয় কারণেই,—লোকে অধিক চাকুরী পাইবার দরুণ, এবং পূর্ব্বেকার নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির দরুণ, জনসমষ্টির উপার্জ্জন পূর্ব্বেপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। উপার্জ্জন বৃদ্ধি পাইলে ব্যয়ের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসাধারণ অধিক ব্যয় করিতে থাকিবে। এই ব্যয় করা হইবে ভোগ সামগ্রীর উপর—ভোগের স্পৃহাই জনসাধারণকে অধিক ব্যয়ে প্রণোদিত করে; যখন ব্যয়-ক্ষমতা থাকে না, তখন ব্যয় করে না, ব্যয়ের ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেই অধিক ব্যয় করে। এক্ষেত্রে ভোগ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উহার দাম বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে; ভোগ সামগ্রীর উৎপাদনকারীদিগের মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে, জনসমষ্টির উপার্জ্জন ও ব্যয় ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইবে; এইভাবে চক্র ঘুরিতে থাকিবে এবং দামস্তর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি করা হইলে, ঠিক উহার বিপরীত প্রক্রিয়া কার্য্যকরী হইবে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ও জনসাধারণ সিকিউরিটি বিক্রয় করিবে এবং সিকিউরিটির দাম কমিবে। সিকিউরিটির দাম কমিলে, প্রাপ্য ডিভিডেণ্ডের হার বর্দ্ধিত হইল, সুতরাং দীর্ঘকালীন সুদের হার বর্দ্ধিত হইবে।

ওপেন মার্কেট কারবার—Open Market Operation

"ওপেন মার্কেট কারবারের" দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ, এবং সেহেতু মোট মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ওপেন মার্কেট প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে, বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ হ্রাস বৃদ্ধি করা, কারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের রিজার্ভ হ্রাস করিয়া দিতে পারিলে, উহারা তাহাদের ঋণ প্রদান হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে; অপরপক্ষে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ বৃদ্ধি করিতে পারিলে, আপন স্বার্থেই তাহারা কর্জ্জ প্রদান বৃদ্ধি করিবে। খোলা বাজারে কোন একটি বিশেষ সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া থাকে,এই বিশেষ সামগ্রীটি হইল সিকিউরিটি, সাধারণতঃ সরকারী সিকিউরিটি। সিকিউরিটিগুলি সাধারণতঃ স্বল্প মেয়াদী সরকারী ঋণপত্র। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন দেখে যে দেশের মধ্যে দামস্তর যেরূপ হওয়া উচিৎ তাহার তুলনায় মুদ্রার পরিমাণ কম, তখন উহা সাধারণ ব্যাঙ্ক যাহাতে অধিক পরিমাণে কর্জ্জ প্রদান

করিতে উৎসাহিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে সিকিউরিটি ক্রয় করিতে সুরু করে। সিকিউরিটি হইল এরূপ ঋণ পত্র যাহার বাজার দাম অপেক্ষা সামান্য একটু অধিক দাম দিলে, বহু ব্যক্তিই উহা বিক্রয় করিতে আসিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিতে সুরু করিলে (১) সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি এবং (২) জনসাধারণ উহা বিক্রয় করিতে সুরু করিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহা ক্রয় করিয়া উহার মূল্য প্রদান করিলে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যায়। নগদ রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, রিজার্ভ রেশিও অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণ প্রদান করিবে। সিকিউরিটি বিক্রেতা যদি ব্যাঙ্ক না হইয়া সাধারণ ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মুদ্রা পাইবে সাধারণ ব্যক্তি কিন্তু উহা তাহাদের এ্যাকাউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা হইবে এবং সেক্ষেত্রেও সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে, প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভ বৃদ্ধির দ্বারা কর্জ্জদানের বৃদ্ধি ঘটিবে। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষভাবে হ্রাস পাইবে; সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি স্বয়ং যদি সিকিউরিটি ক্রয় করে, তাহা হইলে উহার দরুণ মূল্য প্রদান করিতে গিয়া তাহাদের নগদ রিজার্ভ কমিবে; আর জনসাধারণ যদি উহা ক্রয় করে তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট হইতে টাকা তুলিয়া সিকিউরিটির মূল্য প্রদান করিবে। এক্ষেত্রেও সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ কমিয়া যাইবে। রিজার্ভের হ্রাসের দরুণ ব্যাঙ্কসমূহ কর্জ্জ প্রদান হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা সিকিউরিটি ক্রয়—সাধারণ ব্যাঙ্কের রিজার্ভ বৃদ্ধি—ঋণ প্রদান বৃদ্ধি—মুদ্রা বৃদ্ধি; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা সিকিউরিটি বিক্রয়—সাধারণ ব্যাঙ্কের রিজার্ভ হ্রাস—ঋণ প্রদান হ্রাস—মুদ্রা হ্রাস।

রিজার্ভ রেশিওর পরিবর্ত্তন—Variation of the Reserve Ratio

ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের আমানতের জন্য যে নগদ রিজার্ভ রাখে, তাহা কোন আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত নহে, উহা সম্পূর্ণরূপেই প্রথার দ্বারা নির্দ্ধারিত। কিন্তু সকল দেশেই অনুরূপ অবস্থা নহে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি (ইহাদিগকে সদস্য ব্যাঙ্করূপে অভিহিত করা হয়) তাহাদের আমানতের জন্য কত পরিমাণ রিজার্ভ রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত আছে এবং এই রিজার্ভ রেশিও পরিবর্ত্তন করাইবার ক্ষমতা তথাকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (ফেডারেল রিজার্ভ সিষ্টেম) উপর অর্পিত আছে। কীন্‌স্ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্ক প্রয়োজনের সময় অধিক নগদ রেশিও রাখিবার নির্দেশ দান করিয়া অথবা কম নগদ রেশিও রাখিবার অনুমতি দান করিয়া, কর্জ্জের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে অধিক নগদ রেশিও রাখিবার নির্দেশ প্রদান করে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের কর্জ্জের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হইবে। অপর পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি তাহাদিগকে কম নগদ রেশিও রাখিবার অনুমতি প্রদান করে, তাহা হইলে উহারা কর্জ্জ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে এবং আপন স্বার্থেই কর্জ্জদান বৃদ্ধিতে অগ্রসর হইবে। বাস্তব ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একাধিকবার সদস্য ব্যাঙ্কদিগের নগদ রিজার্ভ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে রিজার্ভ রেশিও ১৩ : ১০ : ৭ হইতে ২৬ : ২০ : ১৪০*—তে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, আবার ১৯৪২ সালে নিউইয়র্ক ও শিকাগোতে রিজার্ভ রেশিও ২৬ হইতে ২০তে হ্রাস করা হইয়াছিল—পরে আবার উহা ২২এ পরিণত করা হইয়াছে।

নৈতিক উপরোধ—Moral Persuation

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত সাধারণ ব্যাঙ্ক সমূহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে। আইনগত মর্য্যাদা যাহাই হউক না কেন, এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ কেহই পরিহার করিতে পারে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি চাহে তাহা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে বুঝাইয়া দিতে পারে উহার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং নৈতিক চাপ দিয়া উহার নেতৃত্ব অনুসরণ করিতে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে প্রণোদিত করিতে পারে।

Questions & Hints

1. What is a Bank? What are its services to society for which you consider it useful? (B.A.1950) [পৃঃ ৩৬৬—৬৮]

2. Describe the useful functions of a Modern Bank (B.A.1937; Dac. 1941, '42). Discuss the functions of the joint stock banks in the London money market. (B.Com. 1948) [পৃঃ ৩৬৬—৬৮]

3. Draw up an imaginary balance sheet of a commercial bank and explain the items mentionad therein. (B. Com. 1942, '46) [পৃঃ ৩৬৮—৭১]

* এইগুলি শতকরা হিসাবের সংখ্যা; ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের স্থান অনুযায়ী ব্যাঙ্কের নগদ রেশিও নির্দ্ধারিত আছে। নিউইয়র্ক এবং শিকাগোতে অবস্থিত ব্যাঙ্কগুলির নগদ রেশিও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ২৬ অর্থ হইল নিউইয়র্ক ও শিকাগোতে অবস্থিত ব্যাঙ্ক শতকরা ২৬ ভাগ নগদ রিজার্ভ রাখিবে। উহাদের অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত ব্যাঙ্ক ২০% রিজার্ভ রাখিবে, অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ব্যাঙ্ক ১৪% রিজার্ভ রাখিবে।

4. What is credit ? Show how credit can be used as medium of exchange. (B.A. 1941) [পৃঃ ৩৭১—৭৫]

5. Distinguish between credit and cash and explain how credit effects an economy of cash. (B.Com. 1949) [পৃঃ ৩৭১ ; ৩৭৫—৭৬]

6. Point out the influence of credit on production. (B.A. 1954) [পৃঃ ৩৭৪]

7. What are credit instruments ? Discuss their utility. (B. A. 1945, Pat. 1944, All. 19 3) [পৃঃ ৩৭২—৭৩]

8. Mention some instruments of credit and show how they economise the use of gold. (B.A. 1939) [পৃঃ ৩৭২—৭৩ ; ৩৭৫]

9. Point out the utility of credit. Distinguish between bank credit and commercial credit. (B.A. 1944, '49. '53) [পৃঃ ৩৭৪—৭৬]

10. What is money ? Are cheques money ? Give reasons for your answer. (B.A. 1950). "Both notes and cheques form part of our currency. There are differences, however". Discuss. (B. Com. 1943, Pat. 1944) [পৃঃ ৩৭৭—৭৮]

11. "Banks can only lend what t..e depositors have entrusted to them". Examine thi, view of the origin of the bank loans. (B.Com. 1945). "Every new loan by a bank creates an equivalent deposit" (B.Com. 1947) [পৃঃ ৩৭৯—৮২]

12. Discuss the limits to the power which banks have of manufacturing credit. (B.Com. 1938, '40) [পৃঃ ৩৮২—৮৪]

13. Examine the influence of credit on prices. (B.A. 1938 ; Delhi '40 ; Dac. '37) [পৃঃ ৩৮৪—৮৬]

14. "The art of banking, lies in being able to distinguish between Bill of exchange and Mortgage." Explain and illustrate (B.Com. 1944) [পৃঃ ৩৮৬—৮৯]

15. Indicate the importance of the Clearing House System to modern banking. (B.Com. 1941 ; B. A. 1951) [পৃঃ ৩৮৯—৯১]

16. Describe the functions of Central Banks. (B.A. 1938, '48 ; Dac. '42, '43 ; All. '46, '48). What are the functions of. Central Bank ? Discuss briefly the importance of the proper performance of these functions. (B.Com. 1951, '40) [পৃঃ ৩৯১—৯৬]

17. Give a critical account of the different methods of controlling the issue of currency notes. (B.Com. 1946). Explain and comment on the fixed fiduciary system of note issue. Point out the

modificatioas introdued in Great Britain by the Currency and Bank Note Act of 1928 (B. Com. '43) [পৃঃ ৩৯৬—৯৯]

18. Describc the effects of a rise in the Bank rate of discount on the trade and industry of the country. (B. Com. 1939). Describe the effects on trade and industry of change in the rate of discount (B.A. 1939, '40) [পৃঃ ৩৯৯—৪০৪]

19. Discuss the aims and cbjects of bank rate manipulation and Open Market operation by the Central Banking Authorities (Punj. 1939) [পৃঃ ৩৯৯—৪০১ ; ৪০৩—৪০৫]

20. Discuss the functions of Central Banks. (B.A. 1955). Enumerate the functions of Central Banks. What methods do they adopt to control credit? (B.Com. 1956) [পৃঃ ৩৯১—৯৬ ; ৩৯৯—৪০১ ; ৪০৩ ; ৪০৫—৪০৬]

ষড়বিংশ অধ্যায়

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিময়

International Trade and Foreign Exchange

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য—International Trade

পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমষ্টি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে অবস্থান করে কিন্তু নিছক রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে মাল ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য সীমায়িত থাকে না। বিভিন্ন জনসমষ্টির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করিয়া যখন নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া থাকে তখন উহা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যরূপে অভিহিত হয়। কোন একটি রাষ্ট্রের দিক হইতে বিচার করিলে, যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে উহা লিপ্ত হয়, উহা তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া কোন একটি দেশের অধিবাসীগণ অপর দেশের নিকট হইতে মাল ক্রয় করে আবার অপর দেশগুলিতে তাহাদের মাল বিক্রয় করে। বৈদেশিক মাল ক্রয় করিবার সময়ে তাহারা অপর দেশ হইতে মাল আনয়ন করে—ইহা হইল তাহাদের আমদানী (imports)। অপরপক্ষে বিদেশে মাল বিক্রয় করিবার কালে তাহারা বিদেশে মাল প্রেরণ করে—উহা হইল তাহাদের রপ্তানী (exports)। যে বস্তু একটি দেশের আমদানী তাহা অপর কোন দেশের রপ্তানী এবং যাহা একটি দেশের রপ্তানী তাহা অপর কোন দেশের আমদানী বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় যোগ্য বস্তুর আমদানী রপ্তানীই হইল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র পর্য্যালোচনা প্রয়োজন হয়, কারণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিস্থিতির সহিত তুলনায় আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ঃ

(১) পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বসবাসের পদ্ধতি দ্বারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ধারা নিয়ন্ত্রিত। উৎপাদক উপাদনগুলির একই দেশের মধ্যে যেরূপ গতিশীলতা থাকে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে তদ্রূপ থাকে না। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিকের গতিশীলতা (mobility of labour) আচার ব্যবহার, ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্যের দরুণ, ব্যাহত হইয়া থাকে এবং সেই

কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মজুরীর হারে বিশেষ পার্থক্য থাকিয়া যায়। মজুরীর হারের পার্থক্য থাকিবার দরুণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রা উপার্জ্জনের স্তরে পার্থক্য থাকে এবং দামস্তরের পার্থক্য থাকে।

(২) বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং পারিপার্শ্বের মধ্যে পরিচালিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সরকার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আইন প্রণয়ন এবং নীতি অনুসরণ করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ সুবিধা জনসমষ্টিকে প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং বিভিন্ন দেশে সামগ্রী উৎপাদনের খরচা বিভিন্ন।

(৩) সকল দেশে মুদ্রা ব্যবস্থা সমান নহে—ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণে মাল আমদানী রপ্তানীর সহিত বৈদেশিক মুদ্রা সমূহের মধ্যে বিনিময়ের প্রয়োজন উদ্ভুত হয়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের যে জটিল প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে, উহা প্রত্যেক দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যকে কিছু পরিমাণে নূতন তাৎপর্য্য প্রদান করে।

"বিভিন্ন দেশগুলি নিছক ভৌগোলিক এলাকাই নহে; ইহারা হইল নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমন্বিত এলাকা এবং সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাহাদের প্রতিবেশী দিগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হইতে রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা পৃথকীকৃত। তাহাদের অবশ্যই স্বীয় মুদ্রা ব্যবস্থা এবং স্বীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকে। তাহাদের সামগ্রীর বাজার বাণিজ্যমূলক এবং কাষ্টম অফিসারদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত। পুঁজি রপ্তানীতে বাধা এবং দূরস্থিত শিল্পোদ্যোগে বৈদেশিক সরকারকে পুঁজি প্রদানে অনিচ্ছা—এই বিষয়গুলির দ্বারা তাহাদের পুঁজির বাজার অন্যান্য পুঁজির বাজার হইতে আংশিক ভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে। দেশান্তর গমনের পক্ষে সুযোগ সম্পর্কে জ্ঞানাভাব, যাতায়াতের খরচা, ভাষাগত অসুবিধা প্রভৃতি যে সকল সাধারণ অন্তরায় থাকে, তাহার উপরেও অনুমতি পত্র এবং কোটা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তাহাদের শ্রমের বাজার বহিরাগমনের হাত হইতে রক্ষিত থাকে। সর্ব্বোপরি প্রত্যেক দেশের নিজস্ব সরকার থাকে এবং এই সরকার জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে জাতীয় ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদক সঙ্গতির যাতায়াতে যে আপেক্ষিক গতিহীনতা আছে তাহা বিবেচনা করা এবং কার্য্যে নিয়ামক রূপে জাতীয় কার্য্যক্রমের সাধারণ নীতি প্রদান করা*—এই উভয় কার্য্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্বের প্রয়োজন আছে"। (কেয়ার্ণ ক্রস্)

*"We need a separate theory of international trade therefore. both to take account of the comparative immobility of pro-

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি – Basis of International Trade

উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতাই হইল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি অর্থাৎ এক এক দেশের এক এক পর্য্যায়ের সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শিতা থাকে। তবে কোন একটি দুইটি সামগ্রী উৎপাদনে পারদর্শিতা বলিতে, অপর সকল সামগ্রী উৎপাদনে অক্ষমতা বুঝায় না। এখানে পারদর্শিতার বিচার করা হয়, খরচার ভিত্তিতে; একটি দেশ কতিপয় সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে অল্প খরচায় এবং অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারিলেও, উহা করিতে তাহার অধিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। অবশ্য একটি দেশ কোন একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং সেহেতু অপর দেশ হইতে উহা আমদানী করিতেছে—অথবা আর একভাবে বলিলে,—কোন একটি বিশেষ সামগ্রী কোন একটি দুইটি দেশেই মাত্র উৎপাদিত হইতে পারে এবং সেহেতু সংশ্লিষ্ট দেশগুলি ঐ বিশেষ সামগ্রী রপ্তানীর উপরেই বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে,—এইরূপ দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিরল নহে; যথা চা, তামাক, পাট পৃথিবীর কয়েকটি সীমাবদ্ধ এলাকায় মাত্র উৎপাদিত হয়। কিন্তু শুধু এইরূপ একচেটিয়া সামগ্রীর আদান প্রদানের ক্ষেত্রেই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সীমাবদ্ধ থাকিলে উহার পরিসর খুবই সঙ্কুচিত থাকিত। এক একটি দেশের পক্ষে কোন একটি দুইটি সামগ্রী উৎপাদনে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ,—ইহা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম ভিত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বিস্তৃত আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, এই ভিত্তি অপেক্ষাকৃত কম।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে একই সামগ্রী বিভিন্ন দেশ উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু উহাদের উৎপাদনে যে খরচা পড়ে বিভিন্ন কারণে সেই খরচায় পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। খরচার এই পার্থক্যই বাস্তবক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান ভিত্তি। আসল বিবেচ্য হইল, একটি দেশ একাধিক সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে—কিন্তু যে সামগ্রী সমূহ সে স্বয়ং উৎপাদন করিতে পারে সেগুলির মধ্যে কতিপয় সামগ্রী সে স্বয়ং উৎপাদন করে এবং কতিপয় সামগ্রী স্বয়ং উৎপাদন না করিয়া অপর দেশের নিকট হইতে আমদানী করিয়া লয়। স্বয়ং উৎপাদন করিতে পারে এইরূপ সামগ্রী সমূহের কোন্‌গুলি সংশ্লিষ্ট দেশ প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন করিবে এবং কোন্‌গুলি স্বয়ং উৎপাদন না করিয়া অপর দেশের নিকট

ductive resources between one country and another, and in order to furnish general principles of national policy as a guide to action."— Cairncross.

হইতে ক্রয় (আমদানী) করিয়া লইবে—ইহা নির্দ্ধারিত করা হইবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের খরচা বিবেচনার দ্বারা।

উৎপাদন খরচার পার্থক্য তিন প্রকারের হইতে পারে—সম-পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা (equal difference in cost), চূড়ান্ত পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা (absolute difference in cost) এবং আপেক্ষিক-পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা (comparative difference in cost)।

(ক) **সমপার্থক্য বিশিষ্ট খরচা—(Equal different in cost)**—দুইটি দেশের মধ্যে প্রত্যেকটি, ধরা যাউক, দুইটি সামগ্রী উৎপাদন করে; একটি দেশ অপর দেশ অপেক্ষা উভয় সামগ্রীই অধিক উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু তবুও সংশ্লিষ্ট সামগ্রী দুইটির মধ্যে আনুপাতিক খরচা উভয় দেশেই সমান হইতে পারে। ধরা যাউক ভারত এবং পাকিস্থান এই দুইটি দেশের প্রত্যেকটি চাউল এবং পাট উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু সমপরিমাণ খরচার ভিত্তিতে হিসাব করিলে চাউল এবং পাট উভয় সামগ্রীই পাকিস্থান ভারত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে। যথা (শ্রমের পরিমাণের ভিত্তির উৎপাদন খরচা হিসাব করিয়া)

পাকিস্থানে	৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৬০ মণ পাট
	৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৩০ মণ চাউল
ভারতে	৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৪০ মণ পাট
	৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ২০ মণ চাউল

এক্ষেত্রে পাকিস্থানে ১ মন চাউল = ২ মণ পাট (৬০ ÷ ৩০ = ২)

এবং ভারতের ১ মণ চাউল = ২ মণ পাট (৪০ ÷ ২০ = ২)

এইরূপ অবস্থায়, কোন দেশই অপর দেশে চাউল (অথবা পাট) প্রেরণ করিয়া উহার পরিবর্ত্তে অপর দেশের নিকট হইতে পাট (অথবা চাউল) গ্রহণ করিয়া লাভবান হইবে না, কারণ উভয় দেশই প্রত্যেক সামগ্রীর অনুপাতে অপর সামগ্রীর উৎপাদন খরচা, এবং সেহেতু, দাম সমান। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীগুলিকে লইয়া সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব নহে।

(খ) **চূড়ান্ত পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা—(Absolute difference in cost)**—বিভিন্ন সামগ্রীর আনুপাতিক উৎপাদন খরচায় দুইটি দেশের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে একটি দেশ কোন বিশেষ সামগ্রী অপর দেশ অপেক্ষা চূড়ান্ত ভাবে কম খরচায় উৎপাদন করিতে পারে। ধরা যাউক

পাকিস্থানে	৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৬০ মণ চাউল
	৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৩০ মণ চা
ভারতে	৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৩০ চাউল
	৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন হয় ৬০ মণ চা

এক্ষেত্রে পাকিস্থানে ৩০ মণ চা=৬০ মণ চাউল কিন্তু ভারতের ৩০ মণ চা=১৫ মণ চাউল। এইরূপ হইলে ভারত হইতে চা প্রেরণ করা এবং ভারতে চাউল আমদানী করা লাভজনক হইবে এবং এই ব্যবসা ততদিন চলিবে যতদিন ৩০ মণ চা প্রেরণ করিয়া ভারত পাকিস্থানের নিকট হইতে ১৫ মণের অধিক চাউল আমদানী করিতে পারিবে; পাকিস্থানের পক্ষে ভারতে চাউল প্রেরণ করিয়া চা আমদানী করাই লাভজনক এবং এই লাভ জনকতা বজায় থাকিবে যতক্ষণ পাকিস্থান ৬০ মণের কম চাউল দিয়া ৩০ মণ চা পাইতেছে। এক্ষেত্রে ব্যবধান এতই অধিক (পাকিস্থানে ১ মণ চা=২ মণ চাউল এবং ভারতের ১ মণ চা=১/২ মণ চাউল) যে ভারত হইতে পাকিস্থানে চা প্রেরণ এবং পাকিস্থান হইতে ভারতে চাউল প্রেরণ—এই ব্যবসা চিরকালই চলিতে থাকিবে। খরচার এই চূড়ান্ত পার্থক্যের দরুণ ভারত এবং পাকিস্থান প্রত্যেকে চা এবং চাউল উভয় সামগ্রীই উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেও, চা উৎপাদন না করিয়া চাউল উৎপাদনে সকল সঙ্গতি প্রয়োগ করা পাকিস্থানের স্বার্থের অনুকূল এবং ভারতের স্বার্থের অনুকূল হইল চাউল উৎপাদন না করিয়া চা উৎপাদনে সকল সঙ্গতি নিয়োগ করা।

(গ) **আপেক্ষিক পার্থক্য বিশিষ্ট খরচা (Comparative difference in cost)**—উৎপাদন খরচায় চূড়ান্ত পার্থক্য থাকিবার দরুণ দুইটি দেশের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রচলনের বহু দৃষ্টান্ত আছে বটে, কিন্তু উহা অপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল আপেক্ষিক খরচার পার্থক্য। প্রত্যেক দেশের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন খরচার রেশিও হিসাব করা হয় এবং বিভিন্ন দেশের এই রেশিও তুলনা করা হয়। এই রেশিও তুলনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি দেশ একাধিক সামগ্রীর প্রত্যেকটিই অপর কোন একটি দেশ অপেক্ষা কম খরচায় উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু তবুও উহাদের মধ্যে কতিপয় সামগ্রী সে স্বয়ং উৎপাদন করে এবং কতিপয় সামগ্রী ঐ অপর দেশ হইতে আমদানী করিয়া আনে। ইহার কারণ হইল আলোচ্য দেশটী সব সামগ্রীগুলি অপর দেশ অপেক্ষা কম খরচে উৎপাদনে সক্ষম হইলেও, উহাদের মধ্যে আবার দুই একটি বিশেষ সামগ্রী

অপর দেশের তুলনায়, অপেক্ষাকৃত কম খরচে, উৎপাদন করিতে পারে। সেই কারণে অপেক্ষাকৃত কম খরচে যে সামগ্রীগুলি উৎপাদন করিতে পারে, উহার উৎপাদনেই সকল সঙ্গতি সংশ্লিষ্ট দেশটী নিয়োগ করে এবং অপর সামগ্রীগুলি অপর দেশ অপেক্ষা কম খরচে উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেও, ঐগুলি অপর দেশ হইতে আমদানী করিয়া লয়। ধরা যাউক :—

পাকিস্থানে {
৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করা হয় ৬০ মণ গম
৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করা হয় ৬০ মণ চাউল

ভারতে {
৩০ দিনের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করা হয় ২০ মণ গম
৩০ দিন শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করা হয় ৩০ মণ চাউল

সমপরিমাণ শ্রম ধরিয়া লইয়া খরচার অভিন্নতা ধরিয়া লওয়া হইতেছে তবে এই খরচার অভিন্নতা ধরিয়া লওয়া হইতেছে প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে ; পাকিস্থানে এবং ভারতে উভয় দেশেই যে শ্রমিকের মজুরী সমান এইরূপ অনুমান করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, পাকিস্থানে একই খরচায় ৬০ মণ গম ও ৬০ মণ চাউল উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ পাকিস্থানের মধ্যে ১ মণ গম = ১মণ চাউল। অপর পক্ষে ভারতবর্ষে, একই খরচায়, গম উৎপাদন করিলে ২০ মণ পাওয়া যাইবে এবং চাউল উৎপাদন করিলে ৩০ মণ পাওয়া যাইবে—অর্থাৎ একই খরচায় চাউল উৎপাদন হইবে গম অপেক্ষা দেড়গুণ অধিক। (সুতরাং ভারতে ১$\frac{1}{2}$ মণ গম = ১ মণ চাউল)।

কিন্তু পাকিস্থানে ১ মণ চাউল = ১ মণ গম

অতএব পাকিস্থান ভারতে গম প্রেরণ করিয়া ভারত হইতে চাউল ক্রয় করিবে, যতক্ষণ সে ১ মণ গমের পরিবর্ত্তে ১ মণের অধিক চাউল পাইবে এবং ভারত পাকিস্থানে চাউল চালান দিয়া গম আমদানী করিবে, যতক্ষণ সে দেড় মণের কম চাউল দিয়া এক মণ গম পাইবে। ১ মণ গমের পরিবর্ত্তে ১॥ মণ চাউল দিতেও ভারত সক্ষম, কারণ ভারতের অভ্যন্তরে ১ মণ গম = ১॥ চাউল। এরূপ ক্ষেত্রে পাকিস্থান হইতে ভারতে গম চালান যাইবে এবং ভারত হইতে পাকিস্থানে চাউল চালান যাইবে।

ইহাকে "আপেক্ষিক খরচার নিয়ম" (law of comparative cost) বলা হয়।

ইহার কারণ হইল আলোচ্য দৃষ্টান্তে, গমই হউক বা চাউলই হউক, পাকিস্থান উভয় সামগ্রীই ভারত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে। ভারত গম

ও চাউল উভয় সামগ্রীই পাকিস্থান অপেক্ষা কম উৎপন্ন করিবে বটে কিন্তু গমের তুলনায় চাউল উৎপাদনে অধিকতর স্থবিধা তাহার রহিয়াছে—ইহাই হইল তাহার আপেক্ষিক স্থবিধা। উহার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিলে পাকিস্থানের অধিকতর স্থবিধা দেখিতে পাওয়া যায় গম উৎপাদনে।

এইরূপ আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যের দরুণই আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতি রূপে যাহা বোধ হয়, সেইরূপ বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি দেশ কোন একটি সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে, অথচ তাহা উৎপাদন না করিয়া অপর দেশ হইতে আমদানী করিতেছে। ইহার কারণ হইল ঐ দেশ ঐ সামগ্রীটি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিলেও, অপর কোন দেশের তুলনায় অপর কোন সামগ্রী উৎপাদনে তাহার আপেক্ষিক স্থবিধা আছে অধিক। *যে দেশের যে সামগ্রী উৎপাদনে আপেক্ষিক স্থবিধা অধিক, সেই দেশ সেই সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা (specialisation) অর্জ্জনে যত্নবান হয়; তাহার উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি অন্য সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োগ না করিয়া, যে সামগ্রী সমূহের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্থবিধা আছে অধিক শুধু সেই সামগ্রী সমূহের উৎপাদনে নিয়োজিত হয়।

আন্তর্জ্জাতিক বিশেষত্বশীলতার বাধা—Hindrances to International Specialisation

"চূড়ান্ত খরচার পার্থক্য" অথবা "আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যের" ভিত্তিতে বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষত্বশীলতা বিধান যতখানি অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু ততখানি অগ্রসর হইতে পারে না। ইহার কারণ বিশেষত্বশীলতার পক্ষে বহুবিধ অন্তরায় :—

প্রথমতঃ, উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি হইলে, উহা বিশেষত্বশীলতার অন্তরায় হইতে পারে। অধিক উৎপাদনের দ্বারা উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইলে, একই সামগ্রীর অধিক উৎপাদনে শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করিলে, খরচা বৃদ্ধির দ্বারা আপেক্ষিক স্থবিধা অন্তর্হিত হইবে। এক্ষেত্রে যে সামগ্রীতে আপেক্ষিক স্থবিধা কম এবং যেহেতু যে সামগ্রী কম উৎপাদন হইয়াছে তাহার উৎপাদন বৃদ্ধির অধিক অবকাশ থাকিতে পারে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, পাকিস্থানে গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমিক খরচার বৃদ্ধির

*"It is the proportion of the [productive] factors in a region which determines its fitness for specific industries"—B. Ohlin.—Inter-regional and International Trade.

নিয়ম ক্রিয়া করিলে, অধিক গম উৎপাদন না করা এবং কিছু পরিমাণ চাউল উৎপাদন করা পাকিস্থানের স্বার্থানুকূল হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিবহন খরচা বিশেষত্বশীলতার অন্যতম প্রতিবন্ধক। পরিবহন খরচা যদি অধিক হয় তাহা হইলে একই সামগ্রীর অধিক উৎপাদনে নিয়োজিত থাকিয়া যে বিশেষত্বশীলতা বিধানের সুবিধা অর্জ্জন করা যাইত, তাহা অন্তহিত হয়।

তৃতীয়তঃ, আপেক্ষিক সুবিধাসম্পন্ন সামগ্রীটির দেশের অভ্যন্তরেই এরূপ চাহিদা থাকিতে পারে যে সংশ্লিষ্ট দেশ উহা অপর কোন দেশকে প্রদান করিতে পারে না। ভারতের মধ্যে যদি চাউলের এরূপ চাহিদা হয় যে, ভারত পাকিস্থানকে চাউল প্রদান করিতে পারিবে না, তাহা হইলে পাকিস্থান নিছক গম উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, কোন সামগ্রীর হয়তো এরূপ বিশেষ গুণ থাকিতে পারে যাহাতে, আপেক্ষিক সুবিধা সম্পন্ন দেশের নিকট হইতে প্রতিযোগিতা লাভ করিয়াও ইহা বিক্রীত হইবে। এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদন পরিত্যাগ করা হইবে না।

এই সকল কারণেই "বাস্তব জগতে, বিশেষত্বশীলতা বিধান পরিপূর্ণতা হইতে বহুদূরে অবস্থিত"। ["In the real world, at all events, specialisation is far from complete"—Cairncross]

আন্তর্জ্জাতিক মূল্যতত্ত্ব—Theory of International Value

আন্তর্জ্জাতিক মূল্য তত্ত্বের অর্থ হইল, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশের উৎপাদিত সামগ্রী অপর দেশের উৎপাদিত সামগ্রীর সহিত কি অনুপাতে বিনিময় হইবে সেই সম্পর্কিত তত্ত্ব—অর্থাৎ একটি দেশ তাহার রপ্তানী সামগ্রী কি পরিমাণ প্রদান করিয়া তাহার আমদানী সামগ্রীর কি পরিমাণ অপর দেশের নিকট হইতে লাভ করিবে। একটি দেশ এক পর্য্যায়ের সামগ্রী অপর দেশে প্রেরণ করিতেছে এবং অপর এক পর্য্যায়ের সামগ্রী অপর দেশ হইতে গ্রহণ করিতেছে—এক্ষেত্রে অপর দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কত পরিমাণ পাইবার জন্য নিজের উৎপাদিত সামগ্রীর সঠিক কত পরিমাণ প্রদান করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন—এই নির্ণয় কার্য্যই হইল আন্তর্জ্জাতিক মূল্যতত্ত্ব।

আপেক্ষিক খরচা তত্ত্ব (law of comperative cost) বিনিময়ে দুইটি সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়—সঠিক ভাবে বলিতে গেলে দুইটি সীমানার ইঙ্গিত প্রদান করে। সঠিক বিনিময়ের অনুপাত (exact proportion of exchange)

কিন্তু ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না—সেই জন্য একটি দেশের আনুপাতিক মূল্যতত্ত্ব নির্দ্ধারণের জন্য মূল্যতত্ত্ব প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

উপরে প্রদত্ত আপেক্ষিক খরচার দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে যতক্ষণ পাকিস্থান ভারতে একমণ গম প্রেরণ করিয়া একমণের অধিক চাউল পাইবে ততক্ষণ পাকিস্থান ভারতে গম প্রেরণ করিয়া ভারত হইতে চাউল গ্রহণে সম্মত হইবে। ভারতও পাকিস্থানে চাউল প্রেরণ করিয়া পাকিস্থান হইতে গম আমদানী করিতে সম্মত হইবে যতক্ষণ ভারত ১৷৷০ মণের কম চাউল দিয়া ১ মণ গম লাভ করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং পাকিস্থানের গম এবং ভারতের চাউলের মধ্যে বিনিময় হার ১ মণ গম : ১৷৷ মণ চাউল,—ইহার অধিক বা অল্প হইতে পারে না।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, ঐ দুইটি সামগ্রীর সঠিক বিনিময়ের হার নির্দ্ধারিত হইবে কিসের দ্বারা? উহা নির্দ্ধারিত হইবে, একটি দেশের পক্ষে অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদার উগ্রতার দ্বারা—অর্থাৎ চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার দ্বারা। যে দেশের পক্ষে, অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা (elasticity of demand) খুবই অল্প—অর্থাৎ তাহার পক্ষে অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদা বিশেষ উগ্র—সে দেশ নিজের সামগ্রী অপেক্ষাকৃত অধিক দিয়া অপর দেশের সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। ভারতের পক্ষে পাকিস্থানের গমের চাহিদা যদি কম সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয়—অর্থাৎ ভারতের পক্ষে পাকিস্থানের গমের চাহিদা যদি বিশেষ উগ্র হয়, তাহা হইলে পাকিস্থানের ১ মণ গম লইয়া ভারত উহার পরিবর্ত্তে অধিক, অর্থাৎ প্রায় ১৷৷০ মণের কাছাকাছি, চাউল প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

অপর পক্ষে, কোন দেশের পক্ষে অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদা যদি অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয়, অর্থাৎ অপর দেশের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা যদি তাহার নিকট সেইরূপ উগ্র না হয় তাহা হইলে অপর দেশের সামগ্রীর বিনিময়ে সে তাহার নিজের সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণই দিবে। ভারতে যদি পাকিস্থানের চাউলের চাহিদা অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম হয়, তাহা হইলে ১ মণ পাকিস্থানী গমের বিনিময়ে ভারত নিজের চাউল ১৷৷০ মণ অপেক্ষা যথাসম্ভব কম প্রদান করিবে।

অনুরূপভাবে পাকিস্থানের পক্ষে ভারতের চাউলের চাহিদা কিরূপ সঙ্কোচ প্রসারক্ষম তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। এইরূপ হইতে পারে যে ভারতে পাকিস্থানী গমের চাহিদা কম, কিন্তু পাকিস্থানে ভারতীয় চাউলের চাহিদা আরও কম। এক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক চাউল দিতে ভারত বাধ্য হইবে।

সুতরাং প্রত্যেক দেশের পক্ষে অন্য দেশের সামগ্রীর কিরূপ চাহিদা তাহারই পারস্পরিক অনুপাতের দ্বারা দুই দেশের আমদানী রপ্তানীর সঠিক বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইবে। আমদানী রপ্তানীর এই বিনিময় হার হইল "বাণিজ্য হার" (term of trade) ।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনক্ষম সঙ্গতির আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity) এবং বিভিন্নতার (diversity) জন্যই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে। প্রত্যেক দেশেই উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি (productive resources) থাকে সীমাবদ্ধ পরিমাণে এবং কোন না কোন দিক হইতে বিচারে, বিভিন্ন দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতির মধ্যে কিছু না কিছু বিভিন্নতা বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা প্রত্যেক দেশ উহার সঙ্গতির পরিধি বৃহত্তর করে—দেশজ সামগ্রী ব্যবহারেই নিবদ্ধ না থাকিয়া অপর দেশের উৎপাদন-আধিক্যের সুযোগ গ্রহণ করে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে কোন দেশ যদি অস্বীকার করে, উহার অর্থ হইবে যে ঐ দেশ অকারণে নিজের যাহা নাই, অথবা খুব সীমাবদ্ধ পরিমাণে আছে তদ্রূপ বস্তু হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিতেছে। শুধু প্রাকৃতিক সঙ্গতি বা কাঁচামালের ক্ষেত্রেই নহে, শ্রম ও পুঁজির ক্ষেত্রেও উহা প্রয়োজ্য। এক দেশে যদি পটু শ্রমিকের প্রাচুর্য্য থাকে এবং অপর ক্ষেত্রে যদি থাকে অপটু শ্রমিকের প্রাচুর্য্য তাহা হইলে যথাক্রমে পটু শ্রমিকের উৎপাদিত সামগ্রী এবং অপটু শ্রমিকের উৎপাদিত সামগ্রীর মাধ্যমে উহাদের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চলিলে উভয় দেশই লাভবান হইবে। অনুরূপ ভাবে এক দেশে যদি পুঁজির তুলনায় শ্রমিক অধিক দুষ্প্রাপ্য হয় এবং অপর দেশে যদি শ্রমিকের তুলনায় পুঁজি দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের দ্বারা প্রত্যেক দেশই লাভবান হইবে।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম, পুঁজি এবং ভূমির আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতাতেই যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে, তাহাই নহে ; বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষ ধরণের শ্রমে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ের শ্রমিকের), বিশেষ ধরণের পুঁজিতে এবং বিশেষ ধরণের ভূমিতে আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার দিক হইতেও পার্থক্য আছে। এইরূপ এক একটি উৎপাদক উপাদানের (factor of production) পৃথক পৃথক পর্য্যায় (type) থাকিবার এবং এক একটি পর্য্যায়ের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার থাকিবার দরুণ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা প্রত্যেক দেশই লাভবান হয়। এইরূপ লাভের অবকাশ থাকে বলিয়াই একটি কৃষিগত দেশ অপর একটি কৃষিগত দেশের সহিত বা একটি শিল্পোন্নত দেশ অপর একটি শিল্পোন্নত দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া

থাকে। যেখানেই কোন উপাদান (বা কোন উপাদানের একটি বিশেষ পর্য্যায়) অপেক্ষাকৃত প্রচুর পরিমাণে থাকিবে সেখানেই যে উহা অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং প্রধানতঃ ঐ উপাদানের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে। এই যুক্তি অনুসারেই, প্রধানতঃ দুষ্প্রাপ্য উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত সামগ্রী অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ হইবে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট দেশটি প্রথম ধরণের সামগ্রী (অর্থাৎ দেশের মধ্যে যাহা সস্তা) রপ্তানী করিবে এবং দ্বিতীয় ধরণের সামগ্রী (অর্থাৎ দেশের মধ্যে যাহা দুর্ম্মূল্য) আমদানী করিবে। এইরূপ আমদানী রপ্তানী হইতে দেশটি সুনিশ্চিত লাভ পাইবে কারণ আমদানীর দ্বারা উহা অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য উপাদানের উপর চাপ লাঘবে সহায়তা পাইবে এবং রপ্তানীর দ্বারা উহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রাপ্তব্য উপাদানের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর বাহিরে যাইবার পথ লাভ করিবে।

বিভিন্ন দেশের উৎপাদক উপাদানের আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যের উপরেই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের লাভ নির্ভরশীল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যই হইল আপেক্ষিক সস্তার (comparative cheapness) সুবিধা গ্রহণ করা—উৎপাদক উপাদানগুলির মূল্য যদি সকল দেশেই সমান হয় তাহা হইলে কোন একটি সামগ্রী এক দেশ অপেক্ষা অপর দেশে সস্তা হইবে না। উৎপাদক উপাদানগুলির মূল্যের পার্থক্যের দরুণই একটি দেশে কতিপয় সামগ্রী সস্তা এবং অপর একটি দেশে অপর কতিপয় সামগ্রী সস্তা—সুতরাং দুই দেশের মধ্যে যে সামগ্রীগুলি সস্তা সেগুলি পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের দ্বারা উভয় দেশই লাভবান হয়। বাণিজ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং উহার বৃদ্ধির সহিত বিভিন্ন দেশের দামস্তরের মধ্যে সমতা উপস্থিত হয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশের উৎপাদক উপাদানের পারিশ্রমিকের যে সমতা উপস্থিত হইবে, তাহা নহে; উৎপাদক উপাদানগুলি যদি অবাধে এক দেশ হইতে আর এক দেশে যাইতে পারিত তাহা হইলে ঐরূপ ঘটিত বটে কিন্তু উহার পথে বহুবিধ বাস্তব অন্তরায়। সামগ্রী চলাচলের দ্বারা উৎপাদক উপাদান চলাচলের অভাব পুরণ করা হয়।

"সমগ্রভাবে কোন একটি জনসমষ্টির নিকট বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা সুস্পষ্ট। সম্পূর্ণভাবে দেশজ সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে যে ক্ষতি ইহাকে ভোগ করিতে হইত—অর্থাৎ উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি, রপ্তানী সামগ্রীর উৎপাদন হইতে আমদানী সামগ্রীর পরিবর্ত্ত সামগ্রী (substitutes) উৎপাদনে পরিবর্ত্তন করিলে যে ক্ষতি ইহাকে পাইতে হইত—তাহার দ্বারাই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য হইতে ইহার

দ্বারা লব্ধ সুবিধা পরিমাপ করা যায়। অধিকাংশ দেশের পক্ষেই এই ক্ষতি খুব অধিক হইত এবং সেই অনুপাতে বাণিজ্য হইতে যে সুবিধা তাহারা পায় তাহা খুবই অধিক, এতই অধিক যে জনসমষ্টির কোন অংশের পক্ষেই ইহার অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকা যে বিরল, তাহা অনায়াসেই বলা চলে"

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ—Free Trade and Protection

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মালের আদান প্রদানে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিতে পারে। এই নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বনের দ্বারা রাষ্ট্র কোন সামগ্রীর আমদানীতে অথবা কোন সামগ্রীর রপ্তানীতে কোনরূপ কৃত্রিম বাধা প্রদান করে না অথবা উৎসাহও প্রদান করে না। আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক এই নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বনকে "অবাধ বাণিজ্য" (free trade) রূপে অভিহিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন রাষ্ট্র এই নিরপেক্ষতার নীতি পরিহার করিয়া থাকে; নিরপেক্ষতার নীতি পরিহার করিবার তাৎপর্য্যই হইল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ধারার যে অংশের সহিত দেশটি সংশ্লিষ্ট, তাহার কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ; অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ। এই উদ্দেশ্য হইল দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করা। সাধারণতঃ যে উপায়ে সংরক্ষণকে কার্য্যকরী করা হয় তাহা হইল আমদানী সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করিয়া। অবশ্য সংরক্ষণ না থাকিলেও প্রত্যেক দেশের সরকারই বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সামগ্রীর উপর শুল্ক বসাইয়া থাকেন—কিন্তু উহার উদ্দেশ্য থাকে নিছক রাজস্ব সংগ্রহ। নিছক রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আরোপিত শুল্ক ঠিক সংরক্ষণ নহে। সংরক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে সরকার সাধারণ রাজস্ব শুল্ক অপেক্ষাও অধিক শুল্ক আরোপ করিয়া থাকেন। বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সামগ্রী যদি অধিক শুল্ক প্রদান করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে যে দামে উহা বিক্রয় হইবে তাহার বৃদ্ধি ঘটাই স্বাভাবিক। অতিরিক্ত শুল্ক আমদানীকারী প্রদান করে না বা রপ্তানীকারী প্রদান করে না,—উহা দামের সহিত যোগ করিয়া সাধারণ ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হয়। এইভাবে আমদানী সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইলে উহার চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং দেশীয় পণ্যের কাটতি হইবে অধিক।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Free Trade

(১) অবাধ বাণিজ্যের নীতি গৃহীত হইলে 'আঞ্চলিক শ্রম বিভাগের' সুবিধা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন খরচার পার্থক্যের উপরই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অস্তিত্ব মূলতঃ নির্ভরশীল। অবাধ

বাণিজ্য নীতি গ্রহণের দ্বারাই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এই মৌলিক সুবিধার পরিপূর্ণ প্রাপ্তি লাভ সম্ভব।

(২) অবাধ বাণিজ্য থাকিলে কৃত্রিম ভাবে প্রতিযোগিতা ব্যাহত করা হয় না। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কৃত্রিম ভাবে যদি ব্যাহত করা না হয় তাহা হইলে দেশীয় শিল্পপতিগণ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া যথাসম্ভব কম খরচায় সর্ব্বাধিক দক্ষতা সহকারে উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইবে। পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইলে শিল্পপতিগণকে সর্ব্বদাই দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। ইহাতে উৎকৃষ্ট সামগ্রী সস্তায় ক্রয় করিবার সুযোগ লাভ করিয়া জনসাধারণ লাভবান হইবে।

(৩) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ নির্দ্ধারণে বাধা যে শুধুই একতরফা হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; উহা পারস্পরিক বা দুইতরফা হইতে পারে। দেশের মধ্যে বিদেশী সামগ্রী বিক্রয়ে যদি কৃত্রিম বাধা আরোপিত হয়, তাহা হইলে বিদেশগুলিও তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় এদেশের সামগ্রী বিক্রয়ে বাধা দিবে। যে অনুপাতে এইরূপ বাধা ও প্রতিবাধা আরোপিত হইবে, তদনুপাতেই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি সঙ্কুচিত হইবে। অবাধ বাণিজ্যের মধ্যেই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত হয়।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Protection

(১) দেশের মধ্যে নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিলে তবেই দেশে সম্পদ সৃষ্টির প্রাচুর্য্য ঘটিবে। আবার, বর্ত্তমানের সম্পদ উৎপাদনের মধ্যেই সকল প্রচেষ্টার সার্থকতা নিহিত নাই—জনসমষ্টির উপার্জ্জনের ক্রমবর্দ্ধমান অবকাশ সৃষ্টিরও প্রয়োজন; সেই দিক হইতেও পুরাতন শিল্পের প্রসার এবং নূতন শিল্পের স্থাপন প্রয়োজন। শিল্পের যত প্রসার হইবে, ততই কর্ম্ম-সংস্থান (employment) বৃদ্ধি পাইবে। এই দিক হইতে বিচার করিয়া সংরক্ষণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয়। সংরক্ষণের দ্বারা বিদেশী পণ্যের বিরুদ্ধে কৃত্রিম অন্তরাল সৃষ্টি করিলে দেশের মধ্যে সম্পদ সৃষ্টি হইবার এবং কর্ম্ম সংস্থান বৃদ্ধি পাইবার অধিকতর অবকাশ সৃষ্টি হইবে।

(২) শিল্পের প্রসার এবং শিল্পের বলিষ্ঠতা নির্ভর করে শিল্পজাত সামগ্রীর বাজারের উপর। পণ্যের বাজার যদি সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে বলিষ্ঠ সংগঠন যুক্ত শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয় না—সঙ্কুচিত বাজারে বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রেরণা থাকে না, বিস্তারিত শ্রম বিভাগ রূপ উৎকৃষ্ট সংগঠন ব্যবস্থা অবলম্বনের অবকাশ থাকে না। কিন্তু দেশের পণ্যের বিদেশীয় বাজার নানা কারণে অনিশ্চিত—নানা কারণে আকস্মিক

ভাবে বৈদেশিক বাজার হইতে দেশীয় পণ্য বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং দেশীয় পণ্যের জন্য যতটা সম্ভব দেশীয় বাজার সংরক্ষণ করিয়া রাখা প্রয়োজন।

(৩) শিল্পের বৈচিত্র্য বিধান প্রয়োজন; সেই উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের প্রয়োজন থাকিতে পারে। একটি দেশের মধ্যে কেবল এক ধরণের মাত্র শিল্প গঠিত থাকিলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবন ঐ এক প্রকার শিল্পের উপর মূলতঃ নির্ভরশীল থাকিবে। এইরূপ পরিস্থিতি কিন্তু দেশের পক্ষে বিপজ্জনক কারণ কোন কারণে ঐ বিশেষ শিল্পে মন্দা উপস্থিত হইলে, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৪) কেহ কেহ অভিমত প্রদান করেন, আধুনিক জগতের অস্থির পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মপর্য্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। জনসমষ্টির জীবনে যে সকল সামগ্রীর অবশ্য প্রয়োজন সেগুলিকে দেশের মধ্যেই যথাসম্ভব উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সময় থাকিতে দেশের মধ্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের উৎপাদন ব্যবস্থা না করিলে আকস্মিক কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাহত হইলে সমগ্র জনসমষ্টিকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে; আপৎকালে পরমুখাপেক্ষী থাকিবার অভ্যাস সমগ্র দেশকে বিশেষ বিপদে ফেলিতে পারে। সুতরাং আপাততঃ কষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের দ্বারা দেশের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সকল শিল্প গড়িয়া উঠিয়া যাহাতে দেশকে স্বাবলম্বী করিতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া বিধেয়।

(৫) বহু দেশ আছে যেগুলিকে বর্ত্তমানে অনগ্রসর দেশরূপেই বিবেচনা করা হয় কিন্তু অগ্রসর দেশে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ইহাদের থাকে। ইহারা শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর নহে, কিন্তু শিল্পোন্নতির জন্য যে যে উপাদান প্রয়োজন, তাহার অধিকাংশই ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রতিযোগিতায় এই সকল অনগ্রসর দেশগুলি তাহাদের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা পরিপূর্ণ উপলব্ধির সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হয়: শিল্পে অগ্রসর দেশগুলি হইতে যে মাল আমদানী করা হয় স্বভাবতঃই তাহার দাম সস্তা হয়; উহার সহিত অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া যথাযথ ভাবে গড়িয়া উঠা দেশীয় শিল্পের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার কারণ হইল, একটি নূতন শিল্প পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের ন্যায় সমভাবে দক্ষতা সহকারে এবং কম খরচায় সামগ্রী উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না। নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে শিশুর সহিত তুলনা করিয়া শিশু শিল্পরূপে অভিহিত করা হয়। শিশুর মধ্যে যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বাবলম্বী হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং এই

সম্ভাবনা উপলব্ধির জন্য প্রথম দিকে তাহার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন—অনগ্রসর দেশে একাধিক শিল্পেরও সেইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকিতে পারে এবং সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের দ্বারা উহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

(৬) বৈদেশিক ডাম্পিং প্রতিরোধ করিবার জন্য সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করা সমর্থন যোগ্য হইতে পারে। কোন বিশেষ সামগ্রীর কোন একটি দেশে অতি-উৎপাদন (over production) ঘটিয়া যাইতে পারে, অথচ উৎপাদনকারী উহা দেশের মধ্যে বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারে; এই কুণ্ঠার কারণ হইল, অতি-উৎপাদনের দরুণ দামহ্রাস পায় কিন্তু সেই দামে দেশের বাজারে বিক্রয় করিলে, দেশের বাজার নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সামগ্রী সস্তায় বিক্রয় করা হয়, দেশের মধ্যে নহে—বাহিরের বাজারে অর্থাৎ বিদেশে। ইহার দ্বারা তাহারা দেশের বাজার বজায় রাখে অথচ বিদেশের বাজার দখল করে; ইহাকে বলা হয় ডাম্পিং। যে দেশে এইরূপ ডাম্পিং-সামগ্রী প্রবেশ লাভ করে, সে দেশের অনুরূপ সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং ডাম্প-সামগ্রীর প্রবেশে বাধা দিবার জন্য সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করা যাইতে পারে।

বৈদেশিক বিনিময়—Foreign Exchange

একই দেশের অধিবাসী নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করিলে, তাহাদের নিজেদের দেশের মুদ্রার দ্বারা দেনা পাওনা মিটাইয়া থাকে—এক্ষেত্রে মুদ্রার পার্থক্য জনিত কোন সমস্যার উদ্ভব ঘটে না। কিন্তু যখনই দুইটি বা ততোধিক ভিন্ন দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয়, তখনই মুদ্রার পার্থক্য জনিত সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এক দেশের মুদ্রা মুদ্রা-হিসাবে অপরাপর দেশে চলিবে না, সুতরাং যে দেশ হইতে মাল ক্রয় করা হয়, সেই দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তবেই উহার মূল্য প্রদান করা হইবে। 'ক' যদি 'খ' এর নিকট হইতে কিছু ক্রয় করে এবং 'ক' ও 'খ' যদি একই দেশের অধিবাসী হয়, তাহা হইলে যে মুদ্রা দ্বারা 'ক' 'খ' কে মূল্য প্রদান করিবে, উহা 'ক' এরও মুদ্রা 'খ' এরও মুদ্রা; কিন্তু 'ক' ও 'খ' যদি দুইটি ভিন্ন দেশের অধিবাসী হয়, তাহা হইলে 'ক' তাহার দেশের মুদ্রাকে 'খ' দেশের মুদ্রায় পরিণত করিয়া তবেই 'খ' কে মূল্য প্রদান করিবে।* একটি দেশের সীমানার বাহিরে উহার পণ্যের প্রচলন থাকে কিন্তু মুদ্রার আইনগ্রাহ্য প্রচলন থাকে না—সেই জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহিত আন্তর্জাতিক মূল্য প্রদানের সমস্যা ওতপ্রোতভাবে

* অথবা 'খ' 'ক'এর দেশের মুদ্রা গ্রহণ করিবে কিন্তু উহা নিজ দেশের মুদ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে।

জড়িত থাকে। এক দেশ হইতে অপর দেশে মূল্য প্রদান ঘটিলেই, দেশীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন ঘটে। দেশীয় ক্রেতার বা বিক্রেতার দৃষ্টিতে যে বৈদেশিক মুদ্রা, তাহাই বৈদেশিক বিনিময় (foreign exchange) রূপে পরিচিত ; নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দেশীয় মুদ্রার পরিবর্ত্তে যতগুলি বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে, তাহা বৈদেশিক বিনিময় হার (foreign exchange rate) রূপে অভিহিত হয়।

বৈদেশিক বিনিময় বাজার—Foreign Exchange Market

বৈদেশিক বিনিময় বাজারের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রা এবং বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে বিনিময় কার্য্য সাধিত হয়। এক সময়ে "বৈদেশিক বিনিময় বাজার" বলিতে বৈদেশিক হুণ্ডির বাজারই বুঝাইত—বৈদেশিক হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা বৈদেশিক মূল্য গ্রহণ বা প্রদান করা হইত। বর্ত্তমানেও অবশ্য বিনিময় বাজারে হুণ্ডির ক্রয় বিক্রয় ঘটে তবে বিনিময় বাজার এক্ষণে প্রধানতঃ একটি মুদ্রার সহিত অপর একটি মুদ্রার প্রত্যক্ষ বিনিময়ের সহিতই সম্পর্কিত। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, বৈদেশিক বিনিময় বাজারে, 'বাজার' শব্দটির কোন স্থানগত তাৎপর্য্য নাই—বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায়ীগণ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরস্পরের সম্মুখীন হয় না। কোন নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যেও এই বাজার সীমাবদ্ধ নহে—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থিক কেন্দ্রের (financial centres) মধ্যে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা, অতিদ্রুত বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা বলিতে নিছক বৈদেশিক ব্যাঙ্কনোটই বুঝায় না। একই দেশের মধ্যে মূল্য প্রদানে যেরূপ নগদের পরিবর্ত্তে চেক্ ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ এক দেশের মুদ্রার দ্বারা অপর দেশের মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় কালে, চেক্ (অথবা উহার অনুরূপ দলিলের) দ্বারা লেনদেন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক দেশের ব্যাঙ্ক আমানতের দ্বারা আর এক দেশের ব্যাঙ্ক আমানত ক্রয় করা হয় এবং মূল্য প্রদান করা হয় চেকের দ্বারা। ডলারের পরিবর্ত্তে যদি পাউণ্ড বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে পাউণ্ড বিক্রেতা তাহার লণ্ডন ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটিয়া দেয় এবং উহার বিনিময়ে নিউ-ইয়র্ক ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত চেক্ পায়। কিন্তু চেক্ যাতায়াতের সময় লাগে বলিয়া বর্ত্তমানে টেলিগ্রাফিক হস্তান্তরের (telegraphic transfer) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, ডলারের বিক্রেতা পাউণ্ডের মালিককে চেক্ প্রদান না করিয়া তাহার নিউইয়র্কস্থিত ব্যাঙ্ককে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ডলার প্রদান করিবার জন্য টেলিগ্রাফ মারফৎ নির্দ্দেশ প্রদান করিবে।

উচ্চ ও নিম্ন বিনিময় হার—High and LowRates of Exchange

কোন সামগ্রীর দাম যেরূপ সকল সময়েই অপরিবর্ত্তিত থাকে না, কোন দেশের বৈদেশিক বিনিময় হারও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নহে। সামগ্রীর দামে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কোন একটি সামগ্রীর দাম বলিতে দুইটি বিষয়ের মধ্যে রেশিও বুঝায়, একটী বস্তু হইল সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটি এবং অপর বস্তুটি হইল ঐ সামগ্রীটির বিনিময়ে প্রাপ্তব্য বা প্রদেয় মুদ্রা। অনুরূপভাবে, কোন একটি দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারও হইল দুইটি বস্তুর মধ্যে রেশিও, একটি হইল সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রা অপরটি হইল কোন বৈদেশিক মুদ্রা। সাধারণ সামগ্রীর দামে যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, অপর কোন দেশের মুদ্রার অনুপাতে সেরূপ একটি দেশের মুদ্রার মূল্য পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

'**ক**' দেশের একটি মুদ্রার দ্বারা যদি '**খ**' দেশের তিনটি মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার হইল ১ : ৩। কিন্তু '**ক**' দেশের একটি মুদ্রার দ্বারা যে '**খ**' দেশের তিনটি মুদ্রাই চিরকাল পাওয়া যাইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই,—বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি অনুযায়ী, কখন উহার অধিক পাওয়া যাইতে পারে, কখন উহা অপেক্ষা অল্প পাওয়া যাইতে পারে; অর্থাৎ বিনিময় হার কখনও ১ : ৪ হইতে পারে আবার কখনও ১ : ২ হইতে পারে। '**ক**'এর দিক হইতে দেখিলে, বিনিময় হার যখন ১ : ৪ হইবে, তখন '**ক**'এর বিনিময় হার উচ্চতর হইল (ইহা ক এর পক্ষে অনুকূল); অপর পক্ষে বিনিময় হার যখন ১ : ২ হইবে তখন '**ক**' এর বিনিময় হার হইল নিম্ন (ইহা '**ক**' এর পক্ষে প্রতিকূল)। উচ্চ বিনিময় হারে (high rate of exchange) দেশের সমপরিমাণ মুদ্রার দ্বারা বিদেশের অধিক পরিমাণ মুদ্রা পাওয়া যায়; নিম্ন বিনিময় হারে দেশের সমপরিমাণ মুদ্রার দ্বারা বিদেশের মুদ্রা পাওয়া যায় কম পরিমাণে।

বাণিজ্য ব্যালান্স—Balance of Trade

একটি দেশ মোট যত পরিমাণ মাল রপ্তানী করিয়াছে তাহার মূল্য এবং মোট যত পরিমাণ মাল আমদানী করিয়াছে তাহার মূল্য—এই দুইটির তুলনামূলক হিসাবকে "বাণিজ্য ব্যালান্স" (balance of trade) রূপে অভিহিত করা হয়। আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় প্রত্যেক দেশেই অপর দেশে সামগ্রী প্রেরণ করে এবং অপর দেশ হইতে সামগ্রী আনয়ন করে। একটি দেশ অপর দেশসমূহে যে মাল প্রেরণ (অর্থাৎ রপ্তানী) করে উহার মূল্য হিসাবে ঐ দেশ অপর দেশসমূহের নিকট হইতে মুদ্রা পাইবে। অপর পক্ষে একটি দেশ অপরাপর দেশ হইতে যে

মাল আনয়ন (অর্থাৎ আমদানী) করে উহার মূল্য হিসাবে ঐ দেশ অপরাপর দেশ গুলিতে মুদ্রা প্রদান করিবে। মাল রপ্তানী করিলে একটি দেশ পাওনাদারে পরিণত হইবে এবং মাল আমদানী করিলে উহা দেনাদারে পরিণত হইবে। প্রত্যেক দেশই রপ্তানী ও আমদানী করিয়াছে—সুতরাং প্রত্যেক দেশই একই সঙ্গে পাওনাদার ও দেনাদার।

আমদানী এবং রপ্তানীর তুলনামূলক হিসাব হইল, বাণিজ্য ব্যালান্স। একটি দেশ যত মূল্যের মাল আমদানী করিয়াছে এবং যত মূল্যের মাল রপ্তানী করিয়াছে উহা যদি সমান হয়, তাহা হইলে ঐ দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স হইবে সমতুল (even balance of trade)। কিন্তু রপ্তানী যদি আমদানী অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উহার বাণিজ্য ব্যালান্স হইবে অনুকূল (favourable balance of trade) ; অপর পক্ষে আমদানী যদি রপ্তানী অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে বাণিজ্য ব্যালান্স হইবে প্রতিকূল (unfavourable balance of trade)।

বাণিজ্য ব্যালান্স ও বৈদেশিক বিনিময় হার—Balance of Trade and Foreign Rate of Exchange

যে কোন দেশের বাণিজ্য ব্যালান্সের সহিত উহার মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্ক পারস্পরিক, নিছক একতরফা নহে। বাণিজ্য ব্যালান্সের দ্বারা বিনিময় হার নিয়ন্ত্রিত হয়, আবার বিনিময় হারের দ্বারাও বাণিজ্য ব্যালান্স প্রভাবান্বিত হয়।

বাণিজ্য ব্যালান্স কি ভাবে বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে

একদিকে আমদানী মূল্য এবং অপর দিকে রপ্তানীর মূল্য—ইহাদের তুলনা মূলক হিসাব হইল বাণিজ্য ব্যালান্স। একটি দেশ অপর দেশ সমূহ হইতে যে মাল আমদানী করিবে, সেই মালের মূল্য সে অপর দেশকে প্রদান করিতে বাধ্য ; কিন্তু এই মূল্য প্রদান করা হইবে কি ভাবে? এই মূল্য প্রদান করা হইবে দেশীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিণত করিয়া—অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রা প্রদান করিয়া উহার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিয়া। এক্ষেত্রে দেশীয় মুদ্রার যোগান দেওয়া হইবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা করা হইবে। ধরা যাউক ইংলণ্ড এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চলিতেছে এবং ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট হইতে মাল আমদানী করিয়াছে। এক্ষেত্রে ইংলণ্ড আমেরিকাকে মূল্য প্রদান করিবে, এই মূল্য প্রদানের জন্য ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার পাউণ্ড বিক্রয় করিয়া আমেরিকার ডলার ক্রয় করা প্রয়োজন হইবে ; অর্থাৎ পাউণ্ডের যোগান হইবে এবং ডলারের চাহিদা হইবে।

অপর পক্ষে একটি দেশ অপরাপর দেশসমূহে যে মাল রপ্তানী করিবে সেই মালের মূল্য ঐ দেশের পক্ষে অপর দেশের নিকট হইতে পাওনা হইবে। কিন্তু এই মূল্য আদায় হইবে কি ভাবে? এই মূল্য আদায় হইবে ঐ দেশের মুদ্রাতেই। যে দেশে ঐ দেশ রপ্তানী করিয়াছে সেই দেশ মালের ক্রেতা। মাল ক্রয়কারী দেশ স্বীয় মুদ্রার বিনিময়ে মাল রপ্তানীকারী দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করিবে; অর্থাৎ নিজ মুদ্রা প্রদান করিয়া মাল রপ্তানীকারী দেশের মুদ্রা ক্রয় করিবে। ধরা যাউক ইংলণ্ড আমেরিকায় মাল প্রেরণ করিল—উহা ইংলণ্ডের রপ্তানী। আমেরিকা ইংলণ্ডকে ঐ মালের মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে—এবং উহা সে করিবে তাহার নিজস্ব মুদ্রা ডলারকে ইংলণ্ডের পাউণ্ডে পরিণত করিয়া। এক্ষেত্রে ডলারের বিনিময়ে পাউণ্ড ক্রয় করা হইবে—ডলারের যোগান হইবে এবং পাউণ্ডের চাহিদা হইবে।

এরূপ যদি হয় যে একটি দেশ অপর দেশে যতমূল্যের মাল রপ্তানী করিয়াছে অপর দেশ হইতে ঠিক ততমূল্যের মাল আমদানী করিয়াছে—অর্থাৎ উহার বাণিজ্য ব্যালান্স যদি সমতা বিশিষ্ট হয় (balance of trade is even)—তাহা হইলে ঐ দেশ অপর :দেশের মুদ্রা যে পরিমাণে চাহিদা করিবে অপর দেশও ঐ দেশের মুদ্রা সেই পরিমাণেই চাহিদা করিবে। একটি দেশ অপর দেশের মুদ্রা চাহিদা করিলে, উহার জন্য নিজের মুদ্রা যোগান দিবে। উভয়ের পারস্পরিক মুদ্রার চাহিদা যদি সমান হয় তাহা হইলে পারস্পরিক মুদ্রার যোগানও সমান হইবে। এক্ষেত্রে বিনিময় হার অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

কিন্তু বাণিজ্য ব্যালান্স যদি সমতা বিশিষ্ট না হইয়া অনুকূল (favourable) অথবা প্রতিকূল (unfavourable) হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট দেশের বৈদেশিক বিনিময় হারে পরিবর্ত্তন ঘটাই স্বাভাবিক। ধরা যাউক, ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে যত মূল্যের মাল ক্রয় (আমদানী) করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের মাল আমেরিকাকে বিক্রয় (রপ্তানী) করিয়াছে। এক্ষেত্রে ইংলণ্ড তাহার আমদানীর মূল্য মিটাইবার জন্য পাউণ্ড দিয়া ডলার চাহিবে, এবং আমেরিকা তাহার আমদানীর মূল্য (আমেরিকার যাহা আমদানী তাহাই ইংলণ্ডের রপ্তানী) মিটাইবার জন্য ডলার দিয়া পাউণ্ড চাহিবে। কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে, ইংলণ্ডের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক সেহেতু ইংলণ্ড তাহার প্রয়োজনীয় ডলার সংগ্রহের জন্য যত পরিমাণ পাউণ্ড যোগান দিবে, আমেরিকা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পাউণ্ড ডলারের বিনিময়ে চাহিদা করিবে। সুতরাং ডলারের বিনিময় প্রাপ্তব্য পাউণ্ডের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যাইবে। আরও সরল ভাবে বলিতে গেলে, ইংলণ্ড যে পরিমাণে আমেরিকার

ডলার চাহিদা করিবে, আমেরিকা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডের পাউণ্ড চাহিদা করিবে। সুতরাং ডলারের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে ; পূর্ব্বে যদি ১ পাউণ্ড : ৩ ডলার ছিল অনুমান করি, এক্ষণে উহা হয়তো ১ পাউণ্ড : ৪ ডলার হইল। এক্ষেত্রে ইংলণ্ডের বৈদেশিক বিনিময় হার বৃদ্ধি হইল (rise in the foreign exchange)।

বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যালান্স যদি প্রতিকূল (unfavourable blance of trade) হয়, তাহা হইলে আমেরিকা যত পরিমাণ ডলার দিয়া ইংলণ্ডের পাউণ্ড চাহিবে, ইংলণ্ড তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ডলার চাহিবে এবং উহার জন্য আমেরিকার প্রয়োজনাতিরিক্তও পাউণ্ডের যোগান দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ফলে ডলারের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস পাইবে। পূর্ব্বে যদি ১ পাউণ্ড=৩ ডলার ছিল, এক্ষণে হয়তো ১ পাউণ্ড=২ ডলার হইল।

অতএব সমতা বিশিষ্ট বাণিজ্য ব্যালান্স=বিনিময় হার অপরিবর্ত্তিত
অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স=বিনিময় হার বৃদ্ধি
প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স=বিনিময় হার হ্রাস

বিনিময় হার কি ভাবে বাণিজ্য ব্যালান্স নিয়ন্ত্রণ করে

আমরা যখন নিজ দেশের মুদ্রার দ্বারা অপর দেশের মুদ্রার বিনিময় করি, তখন ঐ বিনিময়ের অন্তরালে সামগ্রীর আদান প্রদান লুকায়িত থাকে—কত পরিমাণ সামগ্রী আমরা অপর দেশ হইতে ক্রয় করিতে পারি অথবা কত পরিমাণ সামগ্রী আমরা অপর দেশে বিক্রয় করিতে পারি। বিনিময় হার নির্দ্ধারিত করে আমাদের দেশের কত পরিমাণ মুদ্রার দ্বারা অপর দেশের কত পরিমাণ মুদ্রা লাভ করিতে পারিব এবং স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমরা অপর দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করি অপর দেশ হইতে মাল ক্রয় করিবার জন্য ও বিদেশীগণ আমাদের মুদ্রা সংগ্রহ করে আমাদের দেশ হইতে মাল ক্রয় করিবার নিমিত্ত। সুতরাং আমরা বিদেশ হইতে কত পরিমাণ মাল ক্রয় করিব এবং বিদেশীগণ আমাদের নিকট হইতে কত পরিমাণ মাল ক্রয় করিবে, তাহা আমাদের ও তাহাদের মুদ্রার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিনিময় হারের দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবান্বিত হওয়া স্বাভাবিক।

সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা লাভ করিতে হইলে, যদি দেশের মুদ্রা অধিক পরিমাণে প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে বিদেশী মুদ্রার তুলনায় দেশীয় মুদ্রা হইবে সস্তা ; উহাকে বলা হয় মুদ্রাপকর্ষ (depreciation of currency)। একটি দেশের মুদ্রাপকর্ষ বলিতে বুঝায়, উহার বিনিময় হারের স্বল্পতা (low rate of exchange)।

যে দেশের মুদ্রাপকর্ষ ঘটে, বিদেশীগণ সেই দেশের মাল অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে প্রণোদিত হয়; কারণ মুদ্রাপকর্ষ ঘটিলে, বিদেশীগণ তাহাদের দেশের সমপরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিয়া এদেশের মুদ্রা অধিক পরিমাণে পাইবে এবং অধিক পরিমাণে এদেশের মুদ্রা পাইবে বলিয়া এদেশের মাল অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। ধরা যাউক, ১টি মাকিণ ডলার ৩টী ভারতীয় টাকার সমান ছিল, অর্থাৎ বিনিময় হার ছিল ১ ডলার=৩ টাকা; কিন্তু বিনিময় হার পরিবর্ত্তনের দ্বারা ১টি ডলার ৫টী টাকার সমান হইল অর্থাৎ বিনিময় হার হ'ল ১ ডলার=৫ টাকা। এক্ষেত্রে টাকার অপকর্ষ (depreciation of rupee) ঘটিল। এক্ষেত্রে দেখা যাইবে, একজন আমেরিকাবাসী পূর্ব্বে তাহার নিজের একটি ডলার দিয়া ভারত হইতে ৩৲ টাকা মূল্যের সামগ্রী ক্রয় করিয়া লইতে পারিত, এক্ষণে সেই একই ডলার দিয়া ভারত হইতে ৫৲ টাকা মূল্যের সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিবে। মাকিণ দেশের অধিবাসীদিগের নিকট ভারতীয় পণ্যের দাম হ্রাস পাইবে এবং সেহেতু ঐ দেশে ভারতীয় পণ্যের কাট্‌তি হইবে অধিক। এদেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে কিন্তু মুদ্রাপকর্ষের দ্বারা আমদানী হ্রাস পাইবে; কারণ পূর্ব্বে এদেশের ৩৲ টাকার দ্বারা ওদেশের ১ ডলার পাওয়া যাইত—অর্থাৎ এক ডলারের সমান মাল ক্রয় করিতে পারা যাইত; এক্ষণে ১ ডলার মূল্যের মাল মাকিণ দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনিতে গেলে ৫৲ টাকা দিতে হইবে। সুতরাং মুদ্রাপকর্ষ হইতেছে যে দেশের, সে দেশের নিকট অপর দেশের দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইবে এবং সেই কারণে অপর দেশ হইতে উহা কম পরিমাণেই মাল ক্রয় করিয়া আনিবে—অর্থাৎ আমদানী কমিবে। অতএব, কোন দেশের বিনিময় হারের পতন ঘটিলে, উহার রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স সৃষ্টির দিকে প্রবণতা ঘটে।

অপর পক্ষে বিনিময় হারের উত্থান ঘটিলে উহার বিপরীত ফলাফল সংঘটিত হইবে। আমাদের দেশে সমপরিমাণ মুদ্রার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা যদি অধিক পরিমাণে লাভ করা যায় তাহা হইলে বিনিময় হারের বৃদ্ধি (appreciation of the exchange) ঘটিয়াছে বলা হয়। এক্ষণে যদি ৫৲ টাকা দিয়া ১ ডলার পাওয়া যায় এবং পরে যদি ৫৲ টাকা দিয়া ১৷৹ ডলার পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা হইবে। বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইলে, আমরা আমাদের মুদ্রার একই পরিমাণের দ্বারা বিদেশী মুদ্রা পাইব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ঐ বিদেশী মুদ্রার দ্বারা বিদেশী সামগ্রী ক্রয় করিলে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করিতে

পারিব। সুতরাং আমাদের দেশের মুদ্রার যদি বিনিময় হার বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আমরা আমাদের দেশের সমপরিমাণ মুদ্রার দ্বারা বিদেশী সামগ্রী অধিক পরিমাণে পাইব; অর্থাৎ আমাদের নিকট বৈদেশিক পণ্যের দাম সস্তা হইবে। বিদেশ হইতে সামগ্রীর আমদানী আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আমদানী যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে, রপ্তানী সেরূপ হ্রাস পাইবে। রপ্তানী হ্রাস পাইবার কারণ হইল, আমাদের মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইলে, বৈদেশিক ব্যবসায়ীগণ আমাদের দেশের সমপরিমাণ মুদ্রা পাইবার জন্য তাহাদের দেশের মুদ্রা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে ১ ডলার দিয়া যেখানে ৫৲ টাকা পাওয়া যাইত, সেখানে ৫৲ টাকা পাইতে হইলে বিদেশীকে ১৷৹ ডলার দিতে হইবে—অর্থাৎ বিদেশীগণ আমাদের দেশের ৫৲ টাকার মতন সামগ্রী ১ ডলার দিয়া ক্রয় করিতে পারিত এক্ষণে সেই একই ৫৲ টাকার মতন সামগ্রী তাহাদিগকে ১৷৹ ডলার দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। আমাদের দেশের সামগ্রী বিদেশের নিকট দুর্মূল্য হইবে—সুতরাং বিদেশীগণ উহা কম করিয়া ক্রয় করিবে। আমাদের সামগ্রী বিদেশে কম কাট্‌তি হইবার দরুণ, আমাদের রপ্তানী হ্রাস পাইবে। অতএব কোন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইলে উহার আমদানী বৃদ্ধি এবং রপ্তানী হ্রাস পাইয়া প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স (unfavourable balance of trade) সৃষ্টির দিকে প্রবণতা ঘটে।

দীর্ঘকালীন ফলাফল

দীর্ঘকালের দিক হইতে, বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর বিনিময় হারের যে প্রতিক্রিয়া ঘটে উহার দ্বারা বাণিজ্য ব্যালান্সের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হইয়া যায়। বিনিময় হার হ্রাস হইলে রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হ্রাস হইবে বটে কিন্তু উহা হইবে সাময়িক ভাবে কিছু কালের জন্য মাত্র। অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্সের জন্য বিদেশ হইতে দেশের মধ্যে যে স্বর্ণ আসিবে এবং সাধারণ মুদ্রা বা ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির দরুণ, দেশের মধ্যে সামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে; আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে, রপ্তানী কমিয়া এবং আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া রপ্তানী ও আমদানীর সমতা উপলব্ধি হইবে। অপর পক্ষে বিনিময় হার যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে রপ্তানী হ্রাস পাইবে এবং আমদানী বৃদ্ধি পাইবে এবং উহাও হইবে সাময়িক মাত্র; কারণ প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স হইবার নিমিত্ত ঐ দেশের দেনা মিটাইবার জন্য ঐ দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবে; উহাতে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস ঘটিয়া দামস্তরের হ্রাস ঘটিবে। দামস্তরের হ্রাস ঘটিলে রপ্তানী বৃদ্ধি হইয়া এবং আমদানী হ্রাস হইয়া আমদানী ও রপ্তানীর সমতা ঘটিবে।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্দ্ধারণ—Determination of Exchange Rate under Gold Standard

স্বর্ণমান ব্যবস্থার উপস্থিতি এবং স্বর্ণমান ব্যবস্থার অনুপস্থিতি—ইহার দ্বারা বিনিময় হার নির্দ্ধারণ পদ্ধতির পার্থক্য ঘটে।

দুইটী দেশে যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক দেশের মুদ্রার সহিত স্বর্ণের নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত থাকে। কোন একটি অভিন্ন বস্তুর সহিত দুইটী পৃথক বস্তুর যদি পৃথক ভাবেও সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে ঐ দুইটী পৃথক বস্তুর মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্দ্ধারণে এই নীতিই কার্য্যকরী হয়। ক দেশ এবং খ দেশ উভয় দেশেই যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে ক দেশের মুদ্রার সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সম্পর্ক থাকে, আবার খ দেশের মুদ্রার সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সম্পর্ক থাকে—সুতরাং স্বর্ণের মাধ্যমে ঐ দুইটি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়।

দুইটী স্বর্ণমান বিশিষ্ট দেশের মধ্যে বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হয় দুইটী দেশের মুদ্রার স্বর্ণসমতার রেশিওর দ্বারা। ধরা যাউক ইংলণ্ডের একটি পাউণ্ড ততখানি স্বর্ণের সমান যতখানি স্বর্ণের সমান হইল ফ্রান্সের ২৫টী ফ্রাঙ্ক। এক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১ পাউণ্ড=২৫ ফ্রাঁঙ্ক। স্বর্ণ সমতার রেশিওর দ্বারা নির্দ্ধারিত এই বিনিময় হারকে "ধাতুগত বিনিময় সমতা" (Mint par of Exchange) রূপে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ঐ দুইটী দেশের মধ্যে বিনিময় হার যে সকল সময়েই ঐ ধাতুগত সমতার (Mint par) বিন্দুতেই অবস্থান করিবে এরূপ কোনই নিশ্চয়তা নাই ; উহা হইবে শুধু তখন যখন ঐ দুইটী দেশের মধ্যে একটি দেশ অপর দেশের মুদ্রা ঠিক তত পরিমাণ চাহিদা করিবে যত পরিমাণে অপর দেশটী চাহিদা করিবে তাহার মুদ্রার—অর্থাৎ যখন দুইটী দেশের প্রত্যেকের অপরের নিকট হইতে আমদানীর এবং অপরের নিকটে রপ্তানীর মূল্য সমান হইবে। সুতরাং আমদানী রপ্তানীর অসমতার দরুণ ঐ দুইটী দেশের মধ্যে বিনিময় হার, স্বর্ণমান থাকা সত্ত্বেও "ধাতুগত সমতার" (Mint par) বিন্দু হইতে বিচ্যুত হইতে পারে।

কিন্তু প্রকৃত বিনিময় হার ধাতুগত সমতার বিন্দু হইতে কতখানি বিচ্যুত হইতে পারে তাহার দুইটী সীমা আছে ; এই সীমাকে বলা হয় স্বর্ণ বিন্দু। একটি হইল "উর্দ্ধতর স্বর্ণবিন্দু" (Upper Gold Point) অপরটি হইল "নিম্নতর স্বর্ণবিন্দু" (Lower Gold Point)। এই দুইটি "স্বর্ণবিন্দুর" কিন্তু "ধাতুগত বিনিময় সমতার

(Mint par of Exchange) সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে—"ধাতুগত বিনিময় সমতার" সহিত একদেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ প্রেরণের খরচা যোগ বা বিয়োগ দিয়া "স্বর্ণ বিন্দু" দুইটীর হিসাব করা হয়। প্রকৃত বিনিময় হার "ধাতুগত সমতা" (Mint par) হইতে যতই বিচ্যুত হউক, ঐ দুইটী স্বর্ণ বিন্দুকে উহা অতিক্রম করিবে না। কারণ বিনিময় হার স্বর্ণ বিন্দু অতিক্রম করিতে যাইলেই ব্যবসায়ীগণ দেখিবে যে বিনিময় বাজারে দুইটী মুদ্রার মধ্যে বিনিময় না করিয়া সরাসরি স্বর্ণধাতু আমদানী বা রপ্তানী করা অধিক সুবিধাজনক বা ব্যয় সঙ্কোচজনক হইবে।

ধরা যাউক, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আমদানী ও রপ্তানী সমান এবং উহাদের "ধাতুগত সমতার বিন্দু" হইল ১ পাঃ=২৫ ফ্রাঙ্ক। হঠাৎ কোন কারণে ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইল—অর্থাৎ ইংলণ্ড ফ্রান্স হইতে যত মূল্যের সামগ্রী আমদানী করিত, তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের সামগ্রী রপ্তানী করিল। সুতরাং ইংলণ্ড ফ্রান্সের মুদ্রা যত পরিমাণে চাহিদা করিবে ফ্রান্স ইংলণ্ডের মুদ্রা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাহিদা করিবে। ফ্রাঙ্কের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, ১ পাউণ্ড পাইতে হইলে ২৫ ফ্রাঙ্কের অধিক দিতে হইবে। কিন্তু কত অধিক দিতে হইবে? উহা নির্ভর করিবে, ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে স্বর্ণধাতু প্রেরণ করিতে যেরূপ খরচা পড়ে তাহার উপর। ধরা যাউক, ঐ খরচা হইল এক ফ্রাঙ্ক। এক্ষেত্রে বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank) যদি ১ পাউণ্ডের জন্য ২৭ ফ্রাঙ্ক দাবী করে তাহা হইলে ফ্রান্সের ব্যবসায়ী বিনিময় ব্যাঙ্কের নিকট না যাইয়া সরাসরি ২৫টি ফ্রাঙ্ক ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেই ১ পাউণ্ড মূল্য প্রদান করিয়া দিতে পারিবে। উহার খরচা অবশ্য ১ ফ্রাঙ্ক; সুতরাং বিনিময় ব্যাঙ্ক যদি ১ পাউণ্ডের জন্য (২৫+১)=২৬ ফ্রাঙ্ক অধিক চাহে, তাহা হইলেও ব্যবসায়ীগণ বিনিময় ব্যাঙ্কের নিকট ফ্রাঙ্ক দিয়া পাউণ্ড ক্রয় করিবে। কিন্তু ২৬ ফ্রাঙ্কের অধিক চাহিলেই, কেহ আর বিনিময় ব্যাঙ্কের নিকট যাইবে না, সরাসরি স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিবে। সুতরাং ১ পাঃ=২৬ ফ্রাঙ্ক হইল সেই বিন্দু যাহা অতিক্রান্ত হইলেই ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে স্বর্ণ প্রেরিত হইবে। এই বিন্দুটি হইল একটী "স্বর্ণ বিন্দু"। ইংলণ্ডের পক্ষে উহা "স্বর্ণ আমদানী বিন্দু"; (gold import point) এবং ফ্রান্সের পক্ষে উহা "স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু" (gold export point)।

বিপরীতভাবে ধরা যাউক ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে আমদানী বৃদ্ধি পাইল—অর্থাৎ ইংলণ্ড ফ্রান্সকে যত মূল্যের সামগ্রী রপ্তানী করিত তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের সামগ্রী আমদানী করিল। সুতরাং ফ্রান্স ইংলণ্ডের মুদ্রা যত পরিমাণে চাহিদা করিবে,

ইংলণ্ড ফ্রান্সের মুদ্রা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাহিদা করিবে। পাউণ্ডের অনুপাতে ফ্রাঙ্কের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ২৫ ফ্রাঙ্কের কম পাওয়া যাইবে। কিন্তু কত কম পাওয়া যাইবে—উহা নির্ভর করিবে ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে স্বর্ণধাতু প্রেরণ খরচার উপর। (ঐ খরচা যদি ১ ফ্রাঙ্ক হয়, তাহা হইলে) বিনিময় ব্যাঙ্ক ১ পাউণ্ডের জন্য যদি ২৪ ফ্রাঙ্কের কম দিতে চাহে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের আমদানীকারীগণ, সরাসরি ১ পাউণ্ডের স্বর্ণ ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিয়া অন্ততঃ ২৪ফ্রাঙ্কের মতন মূল্য পাঠাইয়া দিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে কেহই বিনিময় ব্যাঙ্কের নিকট যাইবে না। সুতরাং ১ পা=২৪ ফ্রাঙ্ক হইল সেই বিন্দু যাহা অতিক্রান্ত হইলেই ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে স্বর্ণ প্রেরিত হইবে। এই বিন্দুটি হইল অপর স্বর্ণ বিন্দু—ইংলণ্ডের পক্ষে উহা "স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু" (gold export point) এবং ফ্রান্সের পক্ষে উহা "স্বর্ণ আমদানী বিন্দু" (gold inport point)।

অতএব বিনিময়হার ১ পাঃ=২৬ ফ্রাঙ্ক এবং ১ পাঃ=২৪ফ্রাঃ—এই দুইটি সীমার মধ্যে অবস্থান করিবে।

অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে বিনিময়হার নির্দ্ধারণ—Determination of Exchange rate under Inconvertible Paper Money.

অপরিশোধনীয় কাগজীমুদ্রা থাকিলে দুইটি দেশের মুদ্রার মধ্যে কোন "ধাতুগত" সমতার হার (Mint Par) থাকে না, কারণ এইরূপ অবস্থায় মুদ্রার সহিত স্বর্ণের কোন সমতা প্রতিষ্ঠিত থাকে না। সুতরাং এক্ষেত্রে এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ প্রেরণের খরচার দ্বারা বিনিময় হারের সীমা নির্দ্ধারিত হয় না। এরূপ দেশের মুদ্রা স্বর্ণে পরিবর্ত্তনযোগ্য নহে বলিয়া স্বর্ণ আদান প্রদানের দ্বারা মূল্য গ্রহণ বা প্রদান সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থায় বিনিময় হার কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় এ সম্পর্কে **ক্যাসেল** (Cassel) একটি তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। এই তত্ত্বটির নাম "ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব" (Purchasing Power Parity Theory)।

ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্বের মূল বক্তব্য হইলে যে দুইটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারণ হয় ঐ দুইটি দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরের পারস্পরিক অবস্থিতির দ্বারা (relative position of the internal price level)। দুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে মুদ্রায় আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা (internal purchasing power) যেরূপ, তাহায় দ্বারাই উহাদের বৈদেশিক বিনিময় হার স্থিরীকৃত হইয়া যাইবে। ইংলণ্ডের একখানি

১ পাউণ্ড কাগজীমুদ্রার যদি ইংলণ্ডের মধ্যে সেইরূপ ক্রয়ক্ষমতা থাকে যেরূপ ক্রয়ক্ষমতা আছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৫টি ডলার কাগজীমুদ্রার, তাহা হইলে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১ পাঃ=৫ ডলার। বিনিময়হারের উত্থান পতন যে ঘটিবে না তাহা নহে; এই তত্ত্বের মূল কথা হইল যে বিনিময় হারের উত্থানপতন ঘটিবে আভ্যন্তরীণ দামস্তরের আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন দ্বারা। যথা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দামস্তর যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, কিন্তু ইংলণ্ডের দামস্তর যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ইংলণ্ডের আমদানী বৃদ্ধি এবং রপ্তানী হ্রাস পাইবে; অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে এবং ইংলণ্ডের নিকট হইতে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী হ্রাস পাইবে। ফলে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং পাউণ্ডের চাহিদা হ্রাস পাইবে, ডলারের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য কমিবে। ইংলণ্ডের পক্ষে বিনিময়হারের পতন হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিনিময় হারের বৃদ্ধি ঘটিবে।

ইহা তো উত্থান পতনের কথা; বিনিময় হারের যে মৌলিক নির্দ্ধারণ আভ্যন্তরীণ দামস্তরের দ্বারা ঘটিয়া থাকে বলা হইলে, উহা সম্ভব হয় কি প্রক্রিয়ায়?

ধরা যাউক, ইংলণ্ডে ও যুক্তরাষ্ট্রে গম হইল সাধারণ সামগ্রী সমূহের প্রতিনিধি মূলক বস্তু যাহার উপর মুদ্রা ব্যয় করা হয় (অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়)। ধরা যাউক, ইংলণ্ডে ৫ পাউণ্ডে ১০ মণ গম পাওয়া যায় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১০ মণ গমের দাম ২৫ ডলার। তাহা হইলে মুদ্রার আভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে বিনিময় হার হইবে ৫ পাউণ্ড=২৫ ডলার (অর্থাৎ ১ পাঃ=৫ ডলার)। যতদিন ঐ দুই দেশে মুদ্রার আভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা ঐ স্তরে থাকিবে ততদিন সাময়িক কোন কারণে বিনিময় হারের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলেও দামস্তর-নির্দ্ধারিত হারে উহা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য। ধরা যাউক কোন কারণে হঠাৎ ৪ পাউণ্ড=২৫ ডলার হইল; এক্ষেত্রে পাউণ্ডের তুলনায় ডলারের দাম সস্তা হইল এবং সেই কারণে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া (দাম কমিলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়) পাউণ্ডের অনুপাতে ডলারের দাম পুনরায় বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ঘটিবে এই ভাবে: ব্যবসায়ীগণ ৪টি পাউণ্ড দিয়া ২৫টি ডলার লইবে, এই ২৫ ডলার দিয়া আমেরিকায় ১০ মণ গম কিনিবে এবং ঐ গম ইংলণ্ডে বিক্রয় করিয়া ৫ পাউণ্ড পাইবে। এইরূপ প্রত্যেক কারবার হইতে ১ পাউণ্ড করিয়া লাভ হইলে এত অধিক লোক এই কারবারে নামিবে যে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া পাউণ্ডের অনুপাতে ডলারের দাম হ্রাস পুনরায় ৫পাঃ=২৫ ডলার হইবে। ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি হইবার কারণ হইল যে উক্তরূপ লাভ পাইবার জন্য সকলেই পাউণ্ড দিয়া ডলারের চাহিদা করিবে। অথবা ধরা যাউক কোন কারণে ৬ পাউণ্ড

=২৫ ডলার হইল। এক্ষেত্রে ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের দাম হ্রাস পাইল এবং সেই কারণে পাউণ্ডের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ডলারের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ঘটিবার প্রক্রিয়া হইল, ব্যবসায়ীগণ ৫ পাউণ্ড দিয়া ইংলণ্ডে ১০ মণ গম কিনিবে এই গম আমেরিকায় ২৫ ডলারে বিক্রয় করিয়া ঐ ২৫ ডলার দিয়া ৬টি পাউণ্ড চাহিবে কারণ এইরূপ প্রত্যেক কারবারে ১ পাউণ্ড করিয়া লাভ হইবে। এত অধিক লোকে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবে যে পাউণ্ডের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উহার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে "ক্রয়ক্ষমতা সমতার তত্ত্বের" (Purchasing Power Parity Theory) একাধিক ত্রুটি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, বিনিময় হারের উপর শুধু আভ্যন্তরীণ দামস্তরেরই নহে, অপরাপর বহুবিধ বিষয়েও প্রভাব থাকিয়া যায়। অপর দেশে ঋণ প্রদান করিলে, বা অপর দেশ হইতে গৃহীত ঋণের আসল বা সুদ প্রদান করিলে অথবা বিদেশীদিগের ব্যাঙ্কের কার্য্য অথবা জাহাজের কার্য্য অথবা অপর যে কোন কার্য্য গ্রহণ করিলে, বিদেশীদিগকে মূল্য প্রদান করিবার প্রয়োজন হয় এবং উহার দরুণ দেশীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিণত করিবার চাহিদা হয়। সমতার তত্ত্ব এই বিষয়টি বিবেচনা করে না। দ্বিতীয়তঃ, সকল সামগ্রী বিদেশে প্রেরিত হয় না; অনেক বস্তু আছে যেগুলি কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরেই ব্যবহৃত হয়—বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে না। দেশের অভ্যন্তরেই ব্যবহৃত সামগ্রীর মূল্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবেশকারী সামগ্রীর মূল্য ভিন্নরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

বিভিন্ন কারণ আছে যাহাতে একটি দেশ অপর দেশের মুদ্রা চাহিদা করিতে পারে। এই সকল কারণের যে কোনটি পরিবর্ত্তনের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এবং দেশীয় মুদ্রার যোগান পরিবর্ত্তন হইতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার সমগ্র যোগান ও চাহিদার দ্বারাই দেশীয় মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইবে। দেশীয় মুদ্রার অনুপাতে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও চাহিদা যতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন ততদূর হইবে—উহার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই।

রপ্তানী ও আমদানী, শুধু সামগ্রীরই নহে—Exports and Imports,—not of goods alone

একটি দেশ অপর দেশের নিকট হইতে শুধুই যে মাল আমদানী করিয়া উহার মূল্য প্রদানের জন্য দায়ী হয় তাহা নহে, অপর দেশের নিকট হইতেও উহা নানাবিধ কার্য্য বা সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। অনুরূপ ভাবে একটি দেশ অপর

দেশের নিকট শুধুই যে মাল প্রেরণ করিয়া মূল্য গ্রহণের অধিকারী হয় তাহা নহে, উহা অপর দেশের নিকট নানাবিধ কার্য্য বা সাহায্য প্রদান করিতে পারে এবং উহার দরুণ মূল্য গ্রহণের অধিকারী হয়। "বাণিজ্য ব্যালান্স" (balance of trade) রূপে যাহা অভিহিত হইয়া থাকে, উহার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় শুধু মালের আমদানী ও মালের রপ্তানী ; সামগ্রী ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যের আদান প্রদান উহার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় না। এই সকল কার্য্য বা সাহায্যের আদান প্রদানকেও আমদানী রপ্তানী রূপে গণ্য করা যায়—কারণ যাহা কিছুর নিমিত্ত অপর দেশকে মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে তাহা আমদানী এবং যাহা কিছুর নিমিত্ত অপর দেশের নিকট হইতে মুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহাই রপ্তানী। তবে এই ধরণের রপ্তানী ও আমদানী মালের ন্যায় দৃষ্টি-গোচর হয় না বলিয়া এইগুলিকে অদৃশ্য রপ্তানী (invisible exports) বা অদৃশ্য আমদানী (invisible imports) রূপে গণ্য করা যায়। একটি দেশের মোট আমদানী হইল দৃষ্ট এবং অদৃশ্য আমদানীর সমষ্টি এবং মোট রপ্তানী হইল দৃষ্ট এবং অদৃশ্য রপ্তানীর সমষ্টি ; মোট আমদানী এবং মোট রপ্তানীর তুলনামূলক হিসাবকে বলা হয় "হিসাব ব্যালান্স" (balance of account) বা মূল্য প্রদান ব্যালান্স (balance of payment)।

মালের আমদানী রপ্তানী ব্যতীত যে সকল কার্য্যের বা সাহায্যের আদান প্রদান হইতে পারে, সেগুলি হইল ঃ

(ক) একটি দেশের অধিবাসীগণ বিদেশের মাল আমদানী করিতে বা বিদেশে মাল রপ্তানী করিতে বৈদেশিক জাহাজের কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে। ইহার জন্য বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীকে মূল্য প্রদান করিতে হয়।

(খ) এক দেশের অধিবাসীগণ ভ্রমণের জন্য বা কোন কার্য্যব্যপদেশে অপর দেশে গমন করিতে পারে ; উহার দরুণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হয়।

(গ) এক দেশের অধিবাসীগণ অপর দেশে চাকুরী করিয়া অথবা অপর দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া নিজ দেশে মুদ্রা প্রেরণ করিতে পারে ; উহার দরুণ ঐ অপর দেশের মুদ্রার প্রয়োজন হইবে।

(ঘ) যখন কোন দেশ অপর দেশকে ঋণ প্রদান করিবে তখন ঐ দেশ হইতে অপর দেশে মুদ্রা প্রেরণের প্রয়োজন হইবে ; আবার যখন কোন দেশ অপর দেশের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিবে বা ঋণের নিমিত্ত সুদ প্রদান করিবে তখন ঐ দেশের নিকট হইতে মুদ্রা প্রাপক (creditor) দেশের নিকট যাইবে ; অর্থাৎ ঐ দেশের পক্ষ হইতে প্রাপক দেশের মুদ্রার চাহিদা হইবে।

(ঙ) একটি দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান অপর দেশে নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিতে পারে; এক্ষেত্রে উহার পক্ষে ঐ দেশে মুদ্রা প্রেরণের প্রয়োজন হইতে পারে।

(চ) একটি দেশের সরকার অপর কোন দেশের সরকারকে কোন কারণে মুদ্রা প্রদান করিতে পারে।

(ছ) বিদেশী ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর কার্য্য গ্রহণ করিলে, বিদেশীদিগকে মুদ্রা প্রদান করিবার প্রয়োজন হয়।

এই সকল বিষয়ের সন্নিবেশ হইতে একটি দেশের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে নিছক বাণিজ্যরূপে গণ্য না করিয়া পরিপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের সহিত সমানরূপে গণ্য করা যায়। কোন দেশের আন্তর্জ্জাতিক দেনাপাওনার অবস্থা সঠিক বিবেচনার জন্য মালের রপ্তানী আমদানীর সহিত অপর সকল বিষয়ের রপ্তানী আমদানী বিবেচনা করা প্রয়োজন। আন্তর্জ্জাতিক দেনাপাওনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের দেনা ও পাওনা চূড়ান্তভাবে সমান হইতেই হইবে—প্রত্যেক দেশের মোট আমদানী (মাল এবং অন্যান্য কার্য্য) এবং মোট রপ্তানী (মাল এবং অন্যান্য কার্য্য) সমান হইবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন দেশ আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী করিতেছে অধিক আবার কোন দেশ রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী করিতেছে অধিক।

বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের আমদানী রপ্তানীর এই অসমতা দেখা যায় শুধুমাত্র মালের আমদানী রপ্তানীর দিক হইতে; অন্যান্য কার্য্য গ্রহণ এবং তাহার দরুণ মূল্য প্রদান যখন বিবেচনা করা না হয়, তখনই এইরূপ আমদানী রপ্তানীর অসমতা দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ইহা বিশেষভাবেই লক্ষ্যণীয় যে যে-দেশ মাল আমদানী অপেক্ষা মাল রপ্তানী অধিক করিতেছে সে দেশ যে প্রকৃতপক্ষে পাওনাদার দেশ এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, আবার যে দেশ মাল রপ্তানী অপেক্ষা মাল আমদানী করিতেছে অধিক সে দেশ যে দেনাদার দেশ এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ একটি দেশ হয়তো অপর কোন একটি দেশের নিকট হইতে মাল আমদানী করিয়াছে অল্প, কিন্তু অন্যান্য কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে অধিক, সুতরাং ঐ অন্যান্য কার্য্য গ্রহণ করিবার দেনা ঐ দেশ নিজের মাল রপ্তানীর দ্বারা পরিশোধ করিবে। অপর পক্ষে যে দেশ মাল প্রেরণ করিয়াছে অল্প এবং কার্য্য প্রদান করিয়াছে অধিক সেই দেশ তাহার পাওনা আদায় করিতে পারে দেনাদার দেশের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে মাল ক্রয় করিয়া। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স

অনুকূল হইত—মাল আমদানী অপেক্ষা ভারত মাল রপ্তানী করিত অধিক। কিন্তু ইহার কারণ ছিল যে ভারত বিদেশের কার্য্য গ্রহণ করিত অধিক এবং সেই দেনা পরিশোধের জন্য অধিক মাল রপ্তানী না করিয়া তাহার কোন গত্যন্তর ছিল না।

রপ্তানী ও আমদানীর সমতা—Equality of Exports and Imports

কোন একটি দেশের আমদানী এবং রপ্তানী সমমূল্যের হইয়া থাকে; প্রত্যেক দেশ যতমূল্যের আমদানী করিয়া থাকে, ততমূল্যেরই রপ্তানী করিয়া থাকে। অবশ্য শুধু সামগ্রী আমদানী রপ্তানীর দিক হইতে এই সমতা উপলব্ধি হয় না; সামগ্রী এবং কার্য্য—এই দুয়ের মোট আমদানী এবং রপ্তানী প্রত্যেক দেশের পক্ষে সমান হইতে হইবে। সাময়িকভাবে কোন একটি দেশের পক্ষে (সামগ্রী ও কার্য্যের) মোট আমদানী এবং (সামগ্রী ও কার্য্যের) মোট রপ্তানীর মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে—কিন্তু চূড়ান্তভাবে অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের দিক হইতে মোট আমদানী এবং রপ্তানীর মধ্যে পার্থক্য বিদূরিত হইবে। সাময়িকভাবে মোট আমদানী এবং মোট রপ্তানীর অসমতা অসম্ভব নহে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে উহাদের মধ্যে সমতা অবশ্যম্ভাবী। ইহার কারণ দুইদিক হইতে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে—আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের সামর্থ্যের দিক হইতে এবং বিনিময় হার পরিবর্ত্তনের প্রতিক্রিয়ার দিক হইতে।

(১) আমদানী হইল একটি দেশের ক্রয় এবং রপ্তানী হইল উহার বিক্রয়। ঐ দেশের যাহা ক্রয় তাহা অপর কোন দেশের বিক্রয় এবং উহার যাহা বিক্রয় তাহা অপর কোন দেশের ক্রয়। সুতরাং একটি দেশ অপর দেশে যে সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে, তাহা অপর দেশটি ক্রয় করিতেছে কিন্তু ঐ অপর দেশ ক্রয়ের ক্ষমতা লাভ করিবে কোথা হইতে? উহা ক্রয়ের ক্ষমতা লাভ করিবে উহার বিক্রয় হইতে —সুতরাং উহা যদি নিজস্ব পণ্য,—সামগ্রীরই হউক বা কার্য্যেরই হউক,—বিক্রয় করিতে না পারে তাহা হইলে বিদেশের পণ্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা উহার থাকিবে না। একটি দেশ অপরাপর দেশসমূহের নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করিলে তবেই অপরাপর দেশ সমূহ তাহার নিকট পণ্য ক্রয় করিবার আর্থিক সামর্থ্য অর্জ্জন করিবে। অনুরূপ ভাবে অপরাপর দেশসমূহ একটি দেশের পণ্য কি পরিমাণে ক্রয় করিতেছে তাহার উপর নির্ভর করিবে ঐ দেশের পক্ষে অপরাপর দেশ সমূহ হইতে পণ্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা। প্রত্যেকেই যদি ক্রয় অপেক্ষা বিক্রয় অধিক করিতে চাহে—তাহা হইলে প্রত্যেকের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে—আমার সামগ্রী অপরে ক্রয় না করিলে অপরের সামগ্রী আমি ক্রয় করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিব কোথা হইতে? ষোড়শ ও সপ্তদশ

শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে মার্কেন্টাইল নীতি (mercantilism) অনুসরণের প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহার মূল কথাই ছিল যেমন করিয়াই হউক আমদানী কমাইয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইবে, কিন্তু নিছক নীতি হিসাবে উহার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পৃথিবীতে বহু দেশ আছে—কোন একটি দেশের আমদানী এবং রপ্তানী প্রত্যেক দেশের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে সমান হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; কোন দেশের নিকটে উহা কম রপ্তানী করিতে পারে, কোন দেশের নিকটে উহা অধিক রপ্তানী করিতে পারে; কোন দেশের নিকট হইতে কম আমদানী করিতে পারে এবং কোন দেশের নিকট হইতে অধিক আমদানী করিতে পারে; কোন দেশের নিকট সে প্রাপক এবং কোন দেশের নিকট সে খাতক। কিন্তু সমগ্র ভাবে অপরাপর দেশ সমূহের নিকট হইতে তাহার মোট রপ্তানী এবং অপরাপর দেশ সমূহ হইতে তাহার মোট আমদানী—ইহাদের মোট মূল্য সমান হইবে।

(২) আমদানী মূল্যের এবং রপ্তানী মূল্যের এই সমতা চূড়ান্ত ভাবে উপলব্ধি হইবে—কিন্তু সাময়িকভাবে এই সমতা উপস্থিত নাও থাকিতে পারে। আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে পার্থক্য সাময়িক ভাবে ঘটা সম্ভব এবং নিয়তই এইরূপ ঘটিতেছে। কিন্তু এই সাময়িক পার্থক্যের গুরুত্ব অপেক্ষা চূড়ান্ত সমতার গুরুত্ব অধিকতর; কারণ এই সাময়িক পার্থক্যের মধ্যে এইরূপ উপাদান নিহিত থাকিবে যাহার ক্রিয়ার দ্বারা ভবিষ্যতে সমতা উপস্থিত হইতে বাধ্য। এই উপাদানটি হইল বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন এবং আমদানী রপ্তানীর উপর সেই পরিবর্ত্তিত বিনিময়হারের প্রতিক্রিয়া। যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী দ্বারা মুদ্রাসমষ্টির যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবে; এবং মুদ্রাসমষ্টির বৃদ্ধি বা হ্রাসের দ্বারা দামস্তরেরও বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটিবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণমানের আওতায়, একটি দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হইলে বিনিময়হার ঐ দেশের স্বর্ণ আমদানী বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে এবং ঐ দেশে স্বর্ণ আমদানী হইবে; এইরূপ রপ্তানী বৃদ্ধিকারী দেশে স্বর্ণ সমষ্টির বৃদ্ধি মুদ্রা সমষ্টির বৃদ্ধি ঘটাইবে এবং দামস্তর উহার সহিত বৃদ্ধি পাইবে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে উহার আমদানী বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং রপ্তানী হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং উহা মধ্যে সমতা উপস্থিত হইবে; স্বর্ণ আমদানীও তখন থামিয়া যাইবে। অপর পক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশের রপ্তানী অপেক্ষা যদি আমদানী অধিক হয় তাহা হইলে দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইয়া দামস্তর কমিয়া যাইবে—দামস্তর কমিলে আমদানী কমিবে কিন্তু রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে এবং অবশেষে আমদানী ও রপ্তানীর সমতা উপস্থিত হইবে।

যদি স্বর্ণমান না থাকে, তাহা হইলে একটি দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হইলে উহার মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইবে—কারণ উহার মুদ্রার আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইলে রপ্তানী কমিবে এবং আমদানী বৃদ্ধি পাইবে—এবং একের হ্রাস এবং অপরের বৃদ্ধি দ্বারা উভয়ে সমতায় উপনীত হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যদি রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী অধিক হয়, সংশ্লিষ্ট দেশের বিনিময় হার হ্রাস পাইবে (depreciation of exchange); বিনিময় হার হ্রাসের দ্বারা রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে এবং আমদানী হ্রাস পাইবে।

Questions & Hints

1. Discuss the basis of international trade. Why does not each country concentrate on the production of one article only and secure all other goods it needs by exchange? (B. A. 1943) [পৃঃ ৪১১—১৫]

2. State the principle of comparative cost as applied to foreign trade and illustrate your answer with examples. (B. A. 1944, '46, '50 ; B. Com. 1939, '45, '49, '51) [পৃঃ ৪১৩—১৫]

3. Examine the theory of International values. (B. A. 1938) [পৃঃ ৪১৬—২০]

4. Discuss the nature of gains obtained from international trade. (B. A. 1948) How would you estimate the gains a country derives from international trade? (B. A. 1954) [পৃঃ ৪১৮—২০]

5. Do you advocate Free Trade or Protection? Give reasons in support of your answer (1959). Discuss the various arguments in favour of free trade and protection respectively. (B.A.1937 ; All '46 ; Nag. '41) Indicate the c rcumstances in which a country would gain more by protection than by free trade. (B.A. 19 2 ; Dac. '43 [পৃঃ ৩৮২—৮৪] Examine the validity of the different arguments that have been advanced in favour of the policy of protection. (Cal. B. Com. 1955)[পৃঃ ৪২০—২৩]

6. Show how the balance of trade influences the foreign exchange rates. (B. Com. 1945) [পৃঃ ৪২৬—২৮]

7. When is exchange said to be favourable to a country? (B. Com. 1937) [পৃঃ ৪২৩ ; ৪২৫]

8. What is meant by unfavourable exchange? Discuss the influence of international balance of account on foreign exchange rates. (B.Com. 1947) [পৃঃ ৪২৬—২৮]

9. Discuss the effect on foreign trade of an alteration in the rate of exchange. Distinguish between the immediate and the long period effect. (B.Com. 1940) [পৃঃ ৪২৮—৩০]

10. Show how a depreciating currency stimulates exports. (B.Com. 1937) Examine the effect of depreciating currency to (a) foreign trade (b) inland trade. (B.Com. 1943) [পৃঃ ৪২৮—৩০]

11. Disscuss the limits of the fluctuation of the retes of foreign exchange under (a) gold standard and (b) paper standard. (B. A. 1944, '47, '49, '51 ; B. Com. 1945, '48) [পৃঃ ৪৩১—৩৫]

12. Show how the rate of exchange between two currencies is determined under a system of in convertible paper standard. (B. Com. 1953). [পৃঃ ৪৩৩—৩৫]

13. Explain what is meant by mint par exchange. (B. A. 1936) What do you understand by specie points ? How are they arrived at ? (B.A. 1938) [পৃঃ ৪৩১—৪৩২]

14. Explain with examples why certain countries export more than they import while others import more than they export. (B.A. 1940. '47) [পৃঃ ৪৩৫—৪৩৭]

15. Explain the statement "imports pay for exports" (B. A. 1940). Explain how an excess of either imports or exports tends to correct itself. (B.A. 1941, '53) "Our exports pay for our imports." In what sense and with what limitations is his statement true ? (B. Com. 1938). Comment on the following (a) 'Imports are paid for by exports,' (b) "The totals of the recorded imports and exports of any country rarely balance' (B.Com. 1946) In what sense is it true to say that a country's exports pay for its imports ? How is a difference between the values of exports and imports corrected ? (B.A. 1950 ; B. Com. 1952, '54) [পৃঃ ৪৩৮—৪৪০]

16. In what circumstances and for how long should protection be given to an industry ? Give reasons for your answer. (B.A. 1952). [পৃঃ ৪২১—৪২৩]

17. Explain how foreign exchange rates are determined between two countries with inconvertible paper currencies. [পৃঃ ৪৩৩—৩৫]

18. "Our imports are paid for by our exports"—Elucidate. What are the methods that are usually adopted for correcting adverse balance of payments. (Cal. B.Com. 1956 [পৃঃ ৪৩৮—৪০ ; ৪২১]

সপ্তবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রিয় আয় ব্যয়

Public Finance

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়, ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের সহিত পার্থক্য—Public Finance Distinction between Public and Private Finance

অর্থনীতির যে বিষয়-বস্তু রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের আয় ব্যয়ের সহিত সম্পর্কিত উহাই রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থা (public finance) রূপে পরিচিত। সমষ্টিগত জীবন সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের রক্ষামূলক এবং উন্নয়নমূলক বিবিধ ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় এবং উহার জন্য জনসমষ্টির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় ; এই অর্থ ব্যয় ও সংগ্রহের সহিত বিবিধ ক্রিয়া পদ্ধতি এবং নীতি অনুসরণের প্ররোজন সংশ্লিষ্ট থাকে। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থার অধ্যয়নে এই সকলের পর্য্যালোচনা অন্তর্ভূক্ত থাকে।

ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের সহিত পার্থক্য—ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় পদ্ধতির সহিত রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় পদ্ধতির পার্থক্য নিরূপণ করা হইয়া থাকে। এই পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য নিহিত রহিয়াছে।একজন ব্যক্তির ব্যয়ক্ষমতা নির্ভর করিবে তাহার আয়ের পরিমাণের উপর ; তাহার যেরূপ আয় সেই অনুযায়ী তাহাকে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্র তাহার প্রয়োজনীয় ব্যয় কিরূপ পরিমাণের হইবে তাহা প্রথমে নির্দ্ধারণ করিবে, অতঃপর উহা ঐ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিবে।ব্যক্তি আয় অনুযায়ী ব্যয় করে, সমষ্টি ব্যয় অনুযায়ী আয় করে। অবশ্য এই প্রভেদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ আয় অনুযায়ী ব্যয় করিবার প্রয়োজনও রাষ্ট্রের হয় এবং ব্যয় অনুযায়ী আয় করিবার প্রয়োজন ব্যক্তিরও যে না ঘটে তাহা নহে।

সাধারণ ব্যক্তি তাহার পরিমিত পরিমাণ আয় বিভিন্ন বস্তু বা কার্য্য ক্রয়ের মধ্যে এরূপ ভাবে বণ্টন করে যাহাতে সকল বস্তু বা কার্য্য হইতে সে সমান সন্তুষ্টি লাভ

করিতে পারে। ইহাই হইল সমপ্রান্তিক প্রাপ্তি বা তৃপ্তির নিয়ম (Doctrine of Equimarginal Returns or Satisfaction)। রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ সমপ্রান্তিক প্রাপ্তির ভিত্তিতেই যে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঐ দিকে প্রবণতা থাকে।

রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের ধারা তাহার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। শুধু ব্যয়ের ক্ষেত্রেই নহে, আয়ের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের কার্য্যের দ্বারা সমগ্র জনসমষ্টির অর্থনৈতিক ক্রিয়ার উপর নানাবিধ ফলাফল ঘটিয়া থাকে। রাষ্ট্র তাহার আয়ের এবং ব্যয়ের পদ্ধতির দ্বারা সমগ্র জনসমষ্টির আয় ব্যয়ের পরিমাণ প্রভাবান্বিত করিতে পারে। কোন সাধারণ ব্যক্তির আয় ব্যয়ের দ্বারা ঐরূপ ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী ফলাফল ঘটা সম্ভব নহে।

উপরন্তু, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যখন আয়ের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান হয় না—তখন তাহার পক্ষে ঋণ গ্রহণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে। রাষ্ট্রের পক্ষে আয়ের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান না হইলে, ঋণ গ্রহণ ব্যতীত যে গত্যন্তর থাকে না এরূপ নহে ; কারণ অধিক মুদ্রার সৃষ্টির দ্বারা আয় ব্যয়ের পার্থক্য পূরণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব নহে, বিশেষ করিয়া অস্বাভাবিক কোন সময়ে ঐ পন্থা অবলম্বন করা রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। আর, রাষ্ট্র যদি ঋণ গ্রহণই করে তাহা হইলে উহা অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে করিতে পারে অথবা স্বীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে (অর্থাৎ নিজের নিকট হইতে) করিতে পারে।

"সমাজের সর্ব্বধিক সুবিধা"—"Maximum Social Advantage"

এক সময়ে অনেকের মধ্যেই এই ধারণা বর্ত্তমান ছিল যে সরকার যত অল্প কর আদায় করিবেন এবং যত অল্প ব্যয় করিবেন জনসাধারণের ততই মঙ্গল সাধিত হইবে। এইরূপ ধারণা শুধু সাধারণ ব্যক্তিদেরই যে ছিল তাহা নহে—একাধিক প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। সহজেই বুঝা যায় যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের আওতাতেই এইরূপ অভিমত পোষণ করা হইত ; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল কথাই হইল সরকারের অধিক ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তির হিতের অন্তরায়। কেহ কেহ আবার সরকারী ব্যয়কে "অনুৎপাদনশীল" (unproductive)রূপে গণ্য করিতেন এবং মনে করিতেন যে ব্যক্তির অর্থ ব্যক্তির নিকট থাকিলেই উহা যথাসম্ভব উৎপাদনশীল ব্যয়ে নিয়োজিত হইবে।

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন

হইয়াছে। সরকারের দ্বারা কর সংগ্রহের কার্য্য যে অনিষ্টকর নহে, তাহা স্বীকৃত হওয়াই উচিত। করদাতার পক্ষে কর প্রদান করা অসুবিধাজনক বোধ হইতে পারে কিন্তু কর ধার্য্যের মাধ্যমে যে সামাজিক হিত সাধিত হইতে পারে, ইহা একটু চিন্তা করিলেই অনুধাবন করা যাইবে। যথা যে সকল সামগ্রীর ভোগ হইতে লোকের অপকার সাধিত হয়, সেই সকল সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিলে উহাদের দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসাধারণ কম পরিমাণে উহা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়া পরোক্ষভাবে উপকৃত হইবে। আমদানী সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিলে উহা দ্বারা দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ পাইয়া স্বীয় প্রসার লাভের সুবিধা পাইবে। অনুরূপ ভাবে সরকারের ব্যয়ও জনসাধারণকে উপকার প্রদান করিতে পারে। যথা, সরকার বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলে সমগ্র জনসমষ্টি উপকৃত হইবে—এমন কি উহা দ্বারা সমগ্র জনসমষ্টি অধিক সম্পদ উৎপাদন করিতে এবং সেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করিতে সক্ষমতা অর্জ্জন করিবে।

অবশ্য ইহা সত্য যে সরকার যে করই আদায় করিবেন এবং ব্যয়ই নির্ব্বাহ করিবেন তাহাই যে মঙ্গলজনক হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। ক্ষতিকর করও আছে আবার অনুৎপাদনশীল সরকারী ব্যয়ও আছে। তবে সরকারের কর আদায় এবং ব্যয় নির্ব্বাহ এরূপ হওয়া উচিৎ যাহাতে সমাজের সর্ব্বাধিক মঙ্গল হয়। যখন কর সংগ্রহ করিয়া বা ঋণ গ্রহণ করিয়া উহা ব্যয় করা হইয়া থাকে, তখন জনসমষ্টির এক শ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ লইয়া অপর কোন এক শ্রেণীকে প্রদান করা হয়—উহা দ্বারা ক্রয় ক্ষমতার হস্তান্তর (transfer of purchasing power) ঘটে। দেশের হিতের উপর এইরূহ হস্তান্তরের প্রতিক্রিয়া আছে। দেশের হিত নির্ভর করে মোটামুটি তিনটি বিষয়ের উপর—(১) দেশকে বাহিরের শত্রুর হাত হইতে এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগের হাত হইতে রক্ষা করা (২) অধিক সম্পদ উৎপাদন করা এবং (৩) উৎপাদিত সম্পদের ন্যায় সঙ্গত বণ্টন করা। এই তিনটি বিষয়ই সরকারের আয় ব্যয়ের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। সরকার তাঁহাদের যথাযথ আয় ব্যয়ের মাধ্যমে দেশকে যথাযথ রক্ষা করিতে এবং সম্পদের অধিক উৎপাদন এবং ন্যায় সঙ্গত বন্টন করিতে সক্ষম হন। ঐ কার্য্যগুলি করিতে সরকার যতই সক্ষম হইবেন সমগ্র সামাজিক হিত ততই বর্দ্ধিত হইবে। সমাজের সর্ব্বাধিক হিতই, রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের প্রধান লক্ষ্য হওয়া বিধেয়।

কর কাহাকে বলে?—What is a Tax

জনসাধারণের দ্বারা রাষ্ট্রকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ হইল কর—তবে ইহার

দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ কর প্রদান করা হয় বাধ্যতামূলক ভাবে—উহা প্রদান করা বা না করা কর-দাতার ইচ্ছাধীন নহে, রাষ্ট্র কর ভিক্ষা করে না, আদায় করে। একজন ব্যক্তি কর প্রদান করে উহা দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে সে কতখানি উপকার লাভ করিবে তাহার হিসাব করিয়া নহে—করের পরিবর্ত্তে কর প্রদাতাকে সমমূল্যের ব্যক্তিগত কোন সুবিধা প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সরকার কর আদায়ে অগ্রসর হয় না।* সমাজের সাধারণ মঙ্গলজনক কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য রাষ্ট্র কর আদায় করিয়া থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পাদিত সাধারণ মঙ্গলজনক কার্য্যবলীর জন্য উহার অধিবাসীরা তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পদের যে অংশ রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করে তাহাকেই কর বলা হয়।

কর ধার্য্যের মূলসূত্র—Canons of Taxation

কর ধার্য্য সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ **এ্যাডাম স্মিথ** কতিপয় মূলসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই মূলসূত্র অনুযায়ী কর ধার্য্য হইলে কর ব্যবস্থা হইবে উৎকৃষ্ট।

(১) **সমতার সূত্র (canon of equality**)—রাষ্ট্রের পক্ষে কর প্রদানকারী অধিবাসীদিগের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া কর আদায় করা উচিৎ। প্রত্যেক ব্যক্তি যখন স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিবে—তখনই এইরূপ সমতার বাস্তব উপলব্ধি সম্ভব হইবে। "সামর্থ্য বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা প্রদানে এ্যাডাম স্মিথ বলিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার উপার্জ্জন অনুযায়ী কর প্রদান করিলে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে। যাহার অধিক উপার্জ্জন সে অধিক কর প্রদান করিবে এবং যাহার অল্প উপার্জ্জন সে অল্প কর প্রদান করিবে।

(২) **নিশ্চয়তার সূত্র (canon of certainty)** —অযথা কর দাতার অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রের কোনই লাভ নাই। কর সংগ্রহের উদ্দেশ্য হইল নিছক কর সংগ্রহ, শাস্তি প্রদান নহে। কর দাতার যথা সম্ভব সুবিধার জন্য কোন্ সময়ে কর দিতে হইবে, কাহার নিকট কোথায় গিয়া উহা দিতে হইবে, ঠিক কত পরিমাণ কর দিতে হইবে—এ সম্বন্ধে সঠিক নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। কর ব্যবস্থার মধ্যে যতই অনিশ্চয়তা থাকিবে, কর প্রদাতার ততই অসুবিধা হইবে এবং কর আদায়ও সেক্ষেত্রে অল্প হইবে।

*"The essence of a tax as distinguished from other charges of government is the absence of any-direct quid pro quo between the tax payer and the public authority"—Taussig.

(৩) **সুবিধার সূত্র (canon of convenience)**—রাষ্ট্র যে কর সংগ্রহ করিবে উহা সংগ্রহ করিবার সময় ও পদ্ধতি এরূপ ভাবে নির্দ্ধারণ করা উচিত যাহাতে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করা কর প্রদানকারীর পক্ষে যথা সম্ভব সুবিধাজনক হয়। জনসাধারণের আয়ের সময়ে কর সংগ্রহ না করিয়া যখন তাহাদের ব্যয়ের সময় তখন কর আদায় করিতে গেলে উহাতে করদাতাদিগের বিশেষ অসুবিধা হইবে।

(৪) **ব্যয় সঙ্কোচের সূত্র** (**canon of economy**)—কর আদায় করিবার খরচাই যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে নীট আদায়ের পরিমাণ অত্যধিক হয়; উহাতে জনসাধারণের নিকট হইতে যে পরিমাণে কর আদায় করা হয় তাহার বিরাট অংশই সরকারের হাতে আসিয়া পৌঁছায় না। সুতরাং যথাসম্ভব ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা কর আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

এ্যাডাম স্মিথের এই সূত্রগুলির সহিত আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দিগের দ্বারা প্রদত্ত আরও দুইটী সূত্র যোগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ অল্প অল্প রাজস্ব সংগ্রহ করে এইরূপ বহু সংখ্যক কর স্থাপন করা সঙ্গত নহে, উহাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে অধিক। সুতরাং অধিক রাজস্ব উৎপাদন করিতে সক্ষম এইরূপ কতিপয় কর আদায় করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, অধিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষম কর ধার্য্য করা কর্ত্তব্য। এইরূপ কর আরোপ করাই বিধেয় যাহার হার (rate) বৃদ্ধির দ্বারাই প্রয়োজনের সময়ে অধিক অর্থ আদায় হয়—নূতন নূতন কর বসানো প্রয়োজন হইবে না। আবার উহার হার হ্রাসের দ্বারাই করভার লাঘব করা যাইতে পারে।

করধার্য্যের প্রধান নীতিসমূহ—Main Principles of Taxation

সমষ্টিগত স্বার্থ উপলব্ধির জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব; সুতরাং করধার্য্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে অধিবাসীদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতমূলক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই অপক্ষপাতমূলক ব্যবহারের মূলকথা হইল ন্যায় ব্যবহার (Equity)। বিভিন্ন অধিবাসীদিগের মধ্যে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ন্যায় ব্যবহার প্রয়োজন। কিন্তু আসল প্রশ্ন হইল, বাস্তবক্ষেত্রে কি নীতি অনুসরণ করিলে রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ ন্যায় ব্যবহার করা সম্ভব হইবে। এসম্পর্কে তিনটী নীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় (ক) কার্য্য প্রদানের খরচার নীতি (খ) ব্যক্তিগত করপ্রদাতার উপকারের নীতি এবং (গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি।

(ক) **কার্য্যপ্রদানের খরচার নীতি** (Cost of Service Principle)—এই নীতি অনুযায়ী, জনসাধারণকে বিবিধ কার্য্য প্রদান করিবার নিমিত্তই

রাষ্ট্র কর সংগ্রহ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট হইতে যেরূপ কার্য্য গ্রহণ করে তাহার নিকট হইতে সেইরূপ কার্য্যপ্রদানের খরচা সংগ্রহ করাই ন্যায়-সঙ্গত।

একটু চিন্তা করিলেই কিন্তু দেখা যাইবে যে রাষ্ট্রের পক্ষে এই নীতি অনুযায়ী কার্য্য করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে ; রাষ্ট্রের কতিপয় দপ্তর আছে যেখান হইতে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে এবং তদনুযায়ী তাহাদের নিকট হইতে মূল্য আদায় করা যাইতে পারে—যথা ডাক ও তার বিভাগ, রেলপথ ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র যে কার্য্য প্রদান করে তাহা সমষ্টিগত, ব্যক্তি বিশেষকে ঐ কার্য্য প্রদান করিতে রাষ্ট্রের কত খরচা পড়িয়াছে তাহা হিসাব করা সম্ভব নহে।

(খ) **কার্য্যপ্রদানের উপকারের নীতি** (Benefit of Service Principle)—রাষ্ট্রের কার্য্য হইতে যে ব্যক্তি যেরূপ উপকার ও সুবিধা ভোগ করিতেছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে সেই অনুপাতে কর আদায় করা উচিত—ইহাই এই নীতি ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের বিবিধ কার্য্য হইতে সকল ব্যক্তিই কিছু না কিছু সুবিধা ভোগ করে অর্থাৎ উপকার লাভ করে। এই উপকার লাভ অনুযায়ী প্রত্যেকের নিকট হইতে কর সংগৃহীত হওয়া উচিত।

কিন্তু এই নীতিকেও বাস্তবরূপ প্রদান করা সম্ভব হয় না। দরিদ্রগণই রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিক উপকারের প্রত্যাশী—সঙ্গতিশীল ব্যক্তিগণ নিজেদের উপকার নিজেরাই করিতে অনেকাংশে সক্ষম। সুতরাং এই নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে যাইলে ন্যায়-সঙ্গত ব্যবহার তো দূরের কথা বরং অত্যধিক অন্যায় ব্যবহারই করা হইবে।

(গ) **কর প্রদান ক্ষমতার নীতি** (ability to pay principle)—আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ কার্য্য প্রদানের খরচা অনুযায়ী বা কার্য্য প্রদানের উপকার অনুযায়ী কর আদায় করিবার নীতি সমর্থন করেন না ; আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দিগের অভিমতে, কর ব্যবস্থায় নাগরিকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করা চলে যদি প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিতে বলা যায়। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করিবার দায়িত্ব সকল নাগরিকের এবং এই দায়িত্ব সকলেই পালন করিবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী।

সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদানের নীতির কোন বিরোধিতা নাই,—কিন্তু বিরোধিতা না থাকিলেও উহার বাস্তব রূপ প্রদানে জটিলতা রহিয়াছে। কারণ ব্যক্তিগত সামর্থ্য কিসের দ্বারা বিচার করা হইবে ? অর্থাৎ ব্যক্তির কোন্ কার্য্য হইতে বুঝা যাইবে তাহার সামর্থ্য অধিক না অল্প ?

কেহ কেহ বলেন "সম্পত্তিকে" ব্যক্তিগত সামর্থ্যের মানরূপে বিচার করা উচিত। সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সামর্থ্য অধিক এবং সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তির সামর্থ্য কম —সুতরাং যাহার অধিক সম্পত্তি আছে সে অধিক কর প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে এবং যাহার সম্পত্তি আছে অল্প, সে অল্প কর প্রদান করিবার সামর্থ্য রাখে। সম্পত্তি বিহীন ব্যক্তির কোন কর প্রদানের সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা অসঙ্গত।

আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু, সঙ্গত মনে হইলেও, সম্পত্তির ভিত্তিতে কর আদায় করিলে ঠিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা হইবে না; বহু ব্যক্তি আছে যাহাদের সম্পত্তি খুব অল্প কিন্তু যাহারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করে এবং যথেষ্ট আরাম ও বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করে। সম্পত্তি নাই বলিয়া ইহাদের কর প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই বলিলে হাস্যস্কর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

কেহ কেহ অভিমত দিলেন, লোকের ব্যয় অনুযায়ী তাহাদের সামর্থ্য বিচার করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অধিক ব্যয় করিতেছে, বুঝা উচিত যে তাহার অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য আছে এবং সেহেতু অধিক কর প্রদানের সামর্থ্য আছে। যাহার ব্যয় কম তাহার ব্যয় করিবার সামর্থ্য কম বলিয়াই ধরিতে হইবে এবং সেহেতু তাহার কর প্রদানের ক্ষমতাও অল্প রূপে গণ্য করাই বিধেয়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যয়কে কর প্রদান ক্ষমতার পরিচায়করূপে গণ্য করা যে উচিত নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই অনুধাবন করা সম্ভব। একজন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি অপেক্ষা যে অধিক ব্যয় করিতেছে—তাহার কারণ হইতে পারে যে তাহার অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পোষ্যবর্গ পালন করিতে হয়। যাহাকে অধিক সংখ্যক পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে সে অধিক বিব্রত—তাহার কর প্রদানের সামর্থ্য অধিক নহে।

এই সকল কারণেই সম্পত্তি বা ব্যয়কে কর প্রদান ক্ষমতার পরিচায়করূপে গণ্য না করিয়া, ব্যক্তির উপার্জ্জন অনুযায়ী কর প্রদান ক্ষমতা বিচার করা উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। উপার্জ্জন বলিতে এখানে মুদ্রাগত উপার্জ্জনই (money income) বুঝায়। প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জ্জনকে যথাযোগ্য বিচার বিবেচনার দ্বারা সঠিক পরিমাণে দাঁড় করাইয়া উহার উপর কর ধরিতে হইবে। এই বিবেচনা হইল প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট উপার্জ্জনটী যে সময়ের মধ্যে করা হইয়াছে সেই সময়ের ব্যাপ্তি; দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ীদিগের উপার্জ্জন হইতে পুঁজির ক্ষয় ক্ষতিজনিত খরচা বাদ দেওয়া উচিন; তৃতীয়তঃ, উপার্জ্জনটী সম্পত্তি হইতে না ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দ্বারা করা

হইয়াছে তাহাও বিচার করিতে হইবে ; চতুর্থতঃ, কর প্রদাতার পরিবারের মধ্যে পোষ্য সংখ্যা বিচার করা উচিত ; পঞ্চমতঃ, আয়ের মধ্যে কতখানি উদ্বৃত্ত আছে তাহা বিচার করিতে হইবে।

আনুপাতিক এবং ক্রম বর্দ্ধমান কর ধার্য্য—Proportional and Progressive Taxation

করদাতাদিগের নিকট হইতে যখন তাহাদের আয়ের উপর একটি সমান অনুপাতে কর আদায় করা হয় তখন উহাকে আনুপাতিক কর ধার্য্য বলা হয়। সমান অনুপাত বলিতে স্বভাবতঃই সমান পরিমাণ বুঝায় না—সমান অনুপাত বলিতে বুঝায় যে যেরূপ আয় করে সেই অনুপাতে সে কর দিবে। অতএব সমান অনুপাতের মধ্যে কর ধার্য্যের পরিমাণ (amount) সমান থাকে না কিন্তু করের হার (rate of taxation) সমান থাকে। যদি বলা হয়, প্রত্যেকে তাহার আয়ের শতকরা ১০ ভাগ কর প্রদান করিবে তাহা হইলে যাহার ১০০৲ টাকা উপার্জ্জন সে ১০৲ টাকা দিবে, যাহার ১০০০৲ টাকা উপার্জ্জন সে ১০০৲ টাকা দিবে, যাহার ১০,০০০৲ টাকা উপার্জ্জন সে ১০০০৲ টাকা দিবে ইত্যাদি। ইহা হইল আনুপাতিক কর ধার্য্য—এক্ষেত্রে অনুপাত সমান কিন্তু পরিমাণ পৃথক।

যখন উপার্জ্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হারে উপার্জ্জনের উপর কর ধার্য্য করা হয়, তখন উহা ক্রমবর্দ্ধমান কর ধার্য্য (progressive taxation) রূপে গণ্য। এক্ষেত্রে উপার্জ্জনের বৃদ্ধির সহিত শুধুই যে পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে তাহা নহে, যে হারে (rate) কর প্রদান করা হয় তাহারও বৃদ্ধি ঘটে—অর্থাৎ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হারে পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে। যথা, এরূপ ব্যবস্থা যদি করা হয় যে ১০০৲ টাকার উপার্জ্জনের উপর ১০% কর হইবে, ১০০০৲ টাকা উপার্জ্জনের উপর ১১% করা হইবে, ১০,০০০৲ টাকার উপার্জ্জনের উপর ১২% কর হইবে তাহা হইলে উহা ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর ধার্য্য রূপে গণ্য।

ক্রমবর্দ্ধমান কর ধার্য্যের যৌক্তিকতা :

(১) কর প্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি কর সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর সংগ্রহের দ্বারাই উহা সম্ভব হইবে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন, কর দাতার নিকট হইতে কর চাহিবার অর্থ হইল তাহাকে কিছু ত্যাগ করিতে বলা—করের দাবী মাত্রই কিছু ত্যাগের দাবী। প্রত্যেককে সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে আহ্বান করিতে হইবে এবং এই সমান ত্যাগ স্বীকার করাইতে পারা যায় ক্রমবর্দ্ধমান

হারে কর ধার্য্য করিয়া, কারণ যে ব্যক্তির যত অধিক উপার্জ্জন মুদ্রার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা তাহার নিকট তত কম। সুতরাং মুদ্রার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা যত কমিয়া যাইতেছে করের হার ততই বর্দ্ধিত করিলে তবেই সমান ত্যাগ স্বীকার হইবে।

(২) চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন হিতের জন্য জনসাধারণের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের যথাসম্ভব সমতা (equality in the distribution of wealth) আনয়নের পক্ষপাতী। সম্পদ বণ্টনের সমতার মধ্যে উপার্জ্জনের সমতা বিধান অঙ্গীভূত। ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর ধার্য্য করিলে ধনীর নিকট হইতে কর আদায় করিয়া সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিলে ধনবণ্টনে সমতা আনা সহজ ও সম্ভব হইবে।

(৩) উপার্জ্জনের পরিমাণ যত অধিক হয় তাহার মধ্যে উদ্বৃত্তের অংশ থাকে তত অধিক। যাহার উপার্জ্জন কম, তাহার উপার্জ্জনের অধিক অংশ ব্যয় হয় জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর। যাহার উপার্জ্জন অধিক, তাহার উপার্জ্জনের কম অংশই জীবন ধারণের জন্য ব্যয়িত হয়। সুতরাং উপার্জ্জনের পরিমাণ অনুযায়ী ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর আদায় করিলে ক্রমাগত অধিক উদ্বৃত্ত হইতেই সরকারের কর সংগৃহীত হইবে। ইহাতে সমাজের ক্ষতি হইবে সর্ব্বাপেক্ষা কম।

ক্রমবর্দ্ধমান করের অসুবিধা ঃ

(১) অত্যধিক হারে কর প্রদান করিতে হইলে ধনী ব্যক্তিগণ কর প্রদানের দায়িত্ব পরিহারের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বনে অধিক প্রণোদিত হয়। ইহাতে সরকারের কর সংগ্রহ আশানুরূপ হয় না।

(২) সম্পদ অধিকতর উৎপাদনের জন্য অধিকতর বিনিয়োগ (investment) প্রয়োজন। যাহাদের উপার্জ্জনের মধ্যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহারাই বিনিয়োগ করে। সুতরাং ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর সংগ্রহ করিলে পুঁজির সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বাধা প্রাপ্ত হয়।

(৩) উপার্জ্জনের বৃদ্ধির সহিত মুদ্রার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়, ইহা যদি স্বীকার করাও যায় তাহা হইলেও উপার্জ্জনের কোন্ স্তরে উহার প্রান্তিক্ প্রয়োজনীয়তা কি পরিমাণে হ্রাস পাইল তাহার কোন সঠিক মাপকাঠি নাই—সুতরাং উপার্জ্জনের কোন স্তরে করের হার ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত—ইহার সঠিক নির্দ্ধারণ হইতে পারে না।

কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও আধুনিক প্রত্যেক দেশেই ক্রমবর্দ্ধমান করের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়—অবশ্য ব্যবসা বাণিজ্যের উপর অর্থাৎ বিনিয়োগের উপর উহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রত্যেক সরকারই সচেতন থাকে। ক্রমবর্দ্ধমান কর

ধার্য্যের এই জনপ্রিয়তার কারণই হইল যে ইহার দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী ভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করিতে পারা যায়।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর—Direct and Indirect Taxes

প্রত্যক্ষ কর হইল সেই কর যাহার ক্ষেত্রে কর প্রদানকারী এবং প্রকৃত করভার বহনকারী একই ব্যক্তি। এইরূপ ক্ষেত্রে যাহার উপর কর ধার্য্য করা হইল সে উহা অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। রাষ্ট্র যদি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার উপার্জ্জনের একটি অংশ কর হিসাবে আদায় করে এবং ঐ ব্যক্তি ঐ পরিমাণ মুদ্রা তাহার নিজস্ব উপার্জ্জন হইতেই প্রকৃতপক্ষে দেয়, অপর কাহারও নিকট হইতে কোন সূত্রে উহা আদায় করিয়া লইতে না পারে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি শুধু আপাতদৃষ্টিতেই ঐ করের প্রদাতা নহে, প্রকৃতপক্ষেও সে ঐ করের প্রদাতা। ইহা প্রত্যক্ষ কর (direct taxes)। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে রাষ্ট্র কর আদায় করিলে সে প্রথমে উহা নিজের সঙ্গতি হইতে রাষ্ট্রকে দিয়া দিল বটে কিন্তু কোন সুযোগে অপর কাহারও নিকট, সে উহা আদায় করিয়া লইল। এক্ষেত্রে কর প্রদান করিল এক ব্যক্তি কিন্তু প্রকৃত করভার বহন করিল ভিন্ন ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর প্রদান করিল, তবে সরাসরি নহে—প্রথম ব্যক্তির মাধ্যমে। ইহাকে পরোক্ষ কর (indirect tax) বলা হয়—যথা বিক্রয় কর।

কর-বোঝা হস্তান্তরকরণ ও শেষস্থিতি—Shifting & Incidence of Taxation—এক্ষণে করবোঝার হস্তান্তরকরণ এবং প্রকৃত বোঝা সম্পর্কে আর একটি বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। সরকার যখন কোন ব্যক্তিকে কর প্রদানের জন্য আদেশ দান করেন তখন কর প্রদানের চাপ তাহার উপরেই পড়িল বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এই কর প্রদানের চাপকে বলা হয় আপাত বোঝা (impact)—সরকার যাহার নিকট হইতে এই করের টাকা আদায় করিবেন সেই ব্যক্তির উপরে এই আপাত বোঝা (impact) আরোপিত হইল। কিন্তু যে ব্যক্তি এই আপাত বোঝা আপাততঃ বহন করিল তাহার পক্ষে উহা অপর কাহারও উপরে চাপাইয়া দিবার স্বাভাবিক প্রলোভন আসিবে—যে টাকা সে সরকারকে প্রদান করিতে বাধ্য হইল সে টাকা সে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে কিনা তাহা দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। অপরের নিকট নিজের করের বোঝা সরাইয়া দিবার এই কার্য্যকে বলা হয় বোঝা হস্তান্তরকরণ (shifting the burden

কিন্তু শুধু চাহিদার প্রকৃতির উপরেই উহা নির্ভর করে না—উহা যোগানের প্রকৃতির (nature of supply) উপরেও নির্ভর করে ; অর্থাৎ যোগান সঙ্কোচ-প্রসারক্ষম (elastic supply) না, সঙ্কোচ প্রসারবিহীন (inelastic supply)। যোগান যদি সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয়, তাহা হইলে সামগ্রীর উৎপাদনকারী যোগান কমাইয়া দিয়া খরিদ্দারদিগকে বেশী দাম (দাম+কর) দিতে বাধ্য করিতে পারে ; কিন্তু যোগান যদি সঙ্কোচপ্রসারবিহীন হয়, তাহা হইলে উৎপাদনকারী সামগ্রীটির যোগান কমাইতে বাড়াইতে পারিবে না, সুতরাং যোগান কমাইয়া দাম বাড়ানো তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। প্রথম ক্ষেত্রে (=সঙ্কোচপ্রসারক্ষম যোগান) প্রকৃত বোঝা সরানো যাইবে কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (=সঙ্কোচপ্রসারবিহীন যোগান) উহা সরানো যাইবে না।

কিন্তু যোগান সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হইলেই যে প্রকৃত করবোঝা (incidence) সরানো যাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; ক্রেতার যদি কিনিবার গরজ না থাকে তাহা হইলে বিক্রেতা যোগান কমাইয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা এবং চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার বিহীনতা (Elastic Supply & Inelastic Demand) এই দুইটি যদি একসঙ্গে থাকে, তবেই প্রকৃত করবোঝা বিক্রেতার উপর হইতে ক্রেতার উপর সরানো সম্ভব হইবে। এই দুইটির পারস্পরিক অনুপাতের উপরেই সব কিছু নির্ভর করিতেছে ; এমন হইতে পারে যে যাহার উপর আপাত কর-বোঝা (impact) চাপিল সে প্রকৃত কর বোঝা খানিকটা অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারিল এবং খানিকটা নিজেই বহন করিতে বাধ্য হইল। কতটা বিক্রেতা অপরের উপর চাপাইতে পারিয়াছে এবং কতটা নিজে বহন করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা নির্ভর করিবে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক গরজের অনুপাতের উপরে ; অর্থাৎ চাহিদা এবং যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতার পারস্পরিক অনুপাতের উপরে। যাহার গরজ বেশী সে বেশী বহন করিবে, যাহার গরজ কম সে কম বহন করিবে।

প্রত্যক্ষ করের গুণাগুণ – Merits and Demerits of Direct Taxes

গুণ : (১) প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কর প্রদানকারী ঠিক কত পরিমাণ কর দিতেছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত বা সচেতন থাকে ; কর হ্রাস বৃদ্ধির দরুণ সুবিধা অসুবিধা তাহারা সহজেই অনুধাবন করিতে পারে। ইহার দ্বারা নিজেদের কর বোঝা সম্পর্কে এবং রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় সম্পর্কে নাগরিকগণ অবহিত এবং সচেতন থাকে—নাগরিক-বৃন্দের মধ্যে ইহার দ্বারা পৌর চেতনা জাগরূক থাকে।

(২) প্রত্যক্ষ করের দ্বারা বিভিন্ন আর্থিক সঙ্গতির নাগরিকদের মধ্যে তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা চলে। ইহার মাধ্যমে যাহাদিগের উপার্জ্জন অল্প তাহাদিগের নিকট হইতে অল্প কর আদায় করা সম্ভব এবং যাহাদিগের উপার্জ্জন অধিক তাহাদিগের নিকট হইতে অধিক কর আদায় করা সম্ভব। ক্রমবর্দ্ধমান কর ধার্য্য (progressive taxation) যদি কর প্রদাতাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায়ের পদ্ধতি হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ করের দ্বারাই ঐ পদ্ধতির অনুসরণ বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব।

(৩) প্রত্যক্ষ করের দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কর আদায় করা সম্ভব হয়; রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুযায়ী রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে অধিকতর সুবিধাজনক।

অপগুণ :—(১) সাধারণ লোকে তাহাদিগের অর্থপ্রাপ্তি এবং অর্থ ব্যয় হইতে—আর্থিক সুবিধা অসুবিধা হইতে তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ধারণা করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ভাবে কর প্রদান করিতে বাধ্য হইলে কর প্রদাতা রাষ্ট্রকে তাহার অর্থের অংশ দিয়া দিতে হইতেছে এ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন থাকিবে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার যখনই কর প্রদাতাকে অধিক কর দিতে আহ্বান করিবে তখনই সরকারের বিরুদ্ধে করদাতার অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে।

(২) কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কর থাকিলে দেশের সকল ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের নিকট হইতে সরাসরি কর আদায় করিতে গেলে কর আদায় করিবার খরচা এরূপ অত্যধিক হইবে যে ঐরূপ ভাবে কর আদায় রাষ্ট্রের পক্ষে পোষাইবে না। অথচ রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হইতে সুফল লাভ করিয়া থাকে এবং সকলের পক্ষেই উচিত দেশ শাসনের ব্যয় বহনে কিছু কিছু সাহায্য করা।

(৩) প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক করদাতাকে নানাবিধ বাড়তি কার্য্য করিতে হইবে এবং ঝঞ্ঝাট বহন করিবে—যথা বিস্তারিত হিসাব প্রণয়ন এবং হিসাব দাখিল। উপরন্তু এরূপ ক্ষেত্রে অসাধুতা অবলম্বনের অবকাশ থাকে অধিক। আবার এই অসাধুতা প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের খেয়াল খুসীমত কার্য্য করিবার অবকাশ ঘটে অধিক।

পরোক্ষ করের গুণাপগুণ—Merits and Demerits of Indirect Taxes

গুণ :—(১) সমাজ-কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন করা আধুনিক যুগে প্রত্যেক

সরকারেরই কর্ত্তব্য ; পরোক্ষ করের সাহায্যে জনসাধারণের শারীরিক ও নৈতিক অবনতি প্রতিরোধ করিয়া জনকল্যাণকর কার্য্য করা সরকারের পক্ষে সম্ভব। যে সকল সামগ্রীর ব্যবহার হইতে জনসমষ্টির অপকার ঘটে সেই সকল সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিলে উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ব্যবহার হ্রাস পাইবে।

(২) রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হইতে উপকার লাভ করে—সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের যথাযথ সম্পাদন যাহাতে সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু কর প্রদান করা কর্ত্তব্য। দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে পরোক্ষ করের দ্বারাই কর আদায় করা সম্ভব হয়। নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর উপর কর স্থাপন করিলে তবেই সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় সম্ভব।

(৩) পরোক্ষ ভাবে কর প্রদান করিলে, কর প্রদান করা হইতেছে এ সম্পর্কে কর প্রদানকারী সকল সময়ে সচেতন থাকে না ; সামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর স্থাপিত হইলে উহা দামের মধ্যে ধরিয়া লইয়া ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করা হয়। ইহা অচেতন রুগীর উপর অস্ত্রোপচারের ন্যায় সুবিধাজনক।

অপগুণ :—(১) কর ধার্য্য সম্পর্কে, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে, জনসাধারণ সকল সময়ে সচেতন থাকে না এবং সেক্ষেত্রে ঐ সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিবার তাহার অবকাশ ঘটে কম। ইহা নাগরিকের সঠিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনের প্রতিবন্ধক।

(২) যে যাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিবে—ইহাই যদি কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে ন্যায় সঙ্গত ব্যবহারের মূল সূত্র হয়, তাহা হইলে পরোক্ষ করের মধ্যে এই ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। ক্রয় বিক্রয় যোগ্য সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য করিয়া পরোক্ষ ভাবে কর আদায় করিলে যে ব্যক্তি অধিক ক্রয় করিতে বাধ্য তাহাকে অধিক কর প্রদান করিতে হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক সামগ্রী ক্রয় করে তাহারই যে অধিক কর প্রদানের ক্ষমতা আছে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

(৩) অনেক ক্ষেত্রে সামগ্রীর উপর কর ধার্য্যের দ্বারা দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে যে অসুবিধা এবং জটিলতার সৃষ্টি হয় তাহাতে জনসমষ্টির কর প্রদান ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

করবহন সামর্থ্য—Taxable Capacity

জনগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতে গিয়া সরকার এরূপ অধিক কর আদায়ের জন্য চেষ্টিত হইয়া পড়িতে পারেন যাহাতে ঐ পরিমাণকর প্রদান করিয়া সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। এরূপ ঘটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। লোকের নিকট হইতে অত্যধিক কর আদায় করিলে তাহারা যদি অত্যধিক ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হয় এবং সঞ্চয় করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের শ্রম শক্তি কমিয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে পুঁজি-বিনিয়োগ ঘটিবে না,—সুতরাং সম্পদ উৎপাদন ব্যাহত হইবে। সমাজ দরিদ্র হইয়া পড়িবে এবং তখন আর সরকারের পক্ষে কর আদায় করা সম্ভব হইবে না। অপর পক্ষে সরকার যদি খুব কম পরিমাণ কর আদায় করেন তাহা হইলেই যে দেশের লোকে খুব লাভবান হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; কারণ লোকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া সকলের হিতার্থে ব্যয় করিলে সর্ব্বসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মান উন্নত হইতে পারে। সুতরাং জনগণের নিকট হইতে ন্যূনতম কর আদায় না করিয়া তদপেক্ষা বেশী কর আদায় করা উচিত—আবার এত বেশী কর আদায় করা উচিত নহে, যাহাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

ইহার অর্থ হইল যে দেশের জনসমষ্টির নিকট হইতে কর সংগ্রহের একটি সীমা আছে ; ইহাকে জনসমষ্টির কর বহন ক্ষমতারূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। অর্থনীতিবিদ্গণ সেই কারণে "কর বহন সামর্থ্যের" (taxable capacity) কথা বলিয়া থাকেন। শুধু ব্যক্তিগত ভাবে কর প্রদাতাদিগের নিকট হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করিলেই চলে না, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র দেশের মধ্য হইতে সমগ্র জনসমষ্টির "করবহন ক্ষমতা" হিসাব করিয়া কর সংগ্রহ করা উচিত। তবে একটি দেশের পক্ষে কর বহন ক্ষমতা বলিতে কি বুঝানো উচিত —অর্থাৎ কর বহন ক্ষমতার কি সংজ্ঞা প্রদান করা চলে,—সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্-গণ বিভিন্ন মত প্রদান করিয়া থাকেন। লর্ড ষ্ট্যাম্প বলিয়াছেন যে জাতির মোট উৎপাদন হইতে, নিছক বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জনসংখ্যার যে ব্যয় প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইল জনসমষ্টির করবহন সামর্থ্য। ষ্ট্যাম্প কর্ত্তৃক প্রদত্ত করবহন সামর্থ্যের এই ব্যাখ্যা বেশ সন্তোষজনক নহে, কারণ করবহন সামর্থ্য বলিতে বুঝায় যে অবধি কর আদায় করিতে পারা যায়। কিন্তু জনসমষ্টিকে নিছক জীবন ধারণের স্তরে রাখিয়া বাকী অংশ কররূপে গ্রহণযোগ্য—অর্থাৎ

বাকী অংশ জনগণ কররূপে দিয়া দিতে পারে—এইরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে। "করবহন সামর্থ্য" (taxable capacity) এবং "সঞ্চয় করিবার সামর্থ্য"—এই দুইটি একই বস্তু নহে, কিন্তু ষ্ট্যাম্প এরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন যাহার দ্বারা সঞ্চয় করিবার সামর্থ্যই বুঝাইতেছে—অর্থাৎ নিছক জীবন ধারণের জন্য খাইয়া পরিয়া বাকী যাহা থাকে। সিলভারম্যান বলেন যে ভবিষ্যতে জনসমষ্টির উপার্জ্জন বজায় থাকে এরূপ ভাবে উহার উপার্জ্জন হইতে যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বাদ দেওয়া যাইতে পারে সেই পরিমাণকে করবহন সামর্থ্য বলা যাইতে পারে ("the maximum amount that can be deducted from a community's income consistent with the maintenance of that income in years to come")। এই সংজ্ঞাও খুব সুস্পষ্ট নহে ; ভবিষ্যতে উপার্জ্জনের ক্ষমতা না কমাইয়া কত সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বর্ত্তমানে টানিয়া লওয়া যায় তাহার কোন সঠিক মাপকাঠি পাওয়া সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতের উপার্জ্জন শুধু বজায় রাখিলে চলিবে না, উহা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উৎপাদন এবং উপার্জ্জনের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহার দ্বারা কর প্রদান সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। ফিণ্ড্‌লে সিরাজ কর বহন সামর্থ্যের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন যে ইহা হইল "একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরের উপার্জ্জনের জন্য যে ন্যূনতম ভোগকার্য্য প্রয়োজন সেই ন্যূনতম ভোগকার্য্যের উপরে উৎপাদনের যে বাড়তি অংশটুকু থাকে তাহাই—অবশ্য জীবন যাত্রার মান অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।" ["total surplus of production over the minimum consumption required to produce that volume of production the standard of living remaining unchanged"] এই সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও অসুবিধা রহিয়াছে প্রধান অসুবিধা হইল যে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের উপর সব কিছুই কর হিসাবে আদায়-যোগ্য হইতে পারে না। অধিকন্তু জাতির সঙ্কট কালে জাতির প্রয়োজনের সময়ে জীবন যাত্রার মান কমাইয়াও কর বহন সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে হয়।

কর প্রদান সামর্থ্যের বিভিন্ন সংজ্ঞার বিভিন্ন অসুবিধা থাকিলেও কর প্রদান সামর্থ্যের মোটামুটি তাৎপর্য্য বুঝিতে অসুবিধা হয় না। সরকার যদি কর প্রদান সামর্থ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারেন, তাহা হইলে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকার ও জনসমষ্টির উভয়েরই সুবিধা হয়। অধিকন্তু করবহন সামর্থ্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে ঐক্যমত না থাকিলেও, যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে তাহা বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। করবহন সামর্থ্য নিম্ন প্রদত্ত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

(ক) **জীবনযাত্রার মান**—জীবনযাত্রার মান যদি উঁচু হয়, তাহা হইলে জনসমষ্টির দক্ষতা উচ্চস্তরে বজায় রাখিবার জন্য মোট উৎপাদন হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ বাদ দিয়া রাখিতে হইবে। অধিকন্তু, জীবনযাত্রার মান উঁচু হইলে শ্রমদক্ষতা হয় বেশী—সুতরাং উহার দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং কর বহনের সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়।

(খ) **দেশের শিল্পের অবস্থা**—শিল্পের কাঠামো এবং অবস্থা অনুযায়ীও কর বহন সামর্থ্য নির্দ্ধারিত হয়। উহার দ্বারা বুঝা যাইবে শিল্পের উন্নতির জন্য কতখানি পুঁজি প্রয়োজন—অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের কতখানি অংশ শিল্পের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

(গ) **প্রচলিত কর ব্যবস্থার ধাঁচ**—বর্ত্তমানে যে ধরণের কর আরোপিত আছে উহাও ভবিষ্যতের কর প্রদানের সামর্থ্য নির্দ্ধারিত করে। জীবন ধারণ এবং কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য যে সকল দ্রব্য অত্যন্ত প্রয়োজন উহাদের উপর যদি অধিক হারে কর আরোপিত থাকে তাহা হইলে উহার দ্বারা জনসমষ্টির ভবিষ্যতের সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা কমিয়া যাইবে, সুতরাং করবহন সামর্থ্য কমিয়া যাইবে।

(ঘ) **জাতীয় আয়ের বণ্টন পদ্ধতি**—একজন ব্যক্তির উপার্জ্জন যত বৃদ্ধি পায় তত তাহার কর প্রদান করিবার ক্ষমতা আনুপাতিকভাবে বেশী বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বেশী উপার্জ্জন করে এরূপ লোকের সংখ্যা যত বেশী হইবে ততই সমাজের কর প্রদানের সামর্থ্য হইবে বেশী। ধরা যাক্, একজন ব্যক্তি মাসে ৩,০০০৲টাকা আয় করে এবং দশজন ব্যক্তির প্রত্যেকে মাসে ৩০০৲ টাকা করিয়া আয় করে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত একজন ব্যক্তির কর প্রদানের ক্ষমতা শেষোক্ত দশজনের ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং একটি দেশের মধ্যে ধনী-দরিদ্র পার্থক্য যত উগ্র হইবে,—অর্থাৎ ধন বণ্টনের বৈষম্য যত অধিক হইবে—ততই সরকারের পক্ষে বেশী কর আদায় করা সম্ভব হইবে। কিন্তু উহা আপাততঃ। ধনী-দরিদ্রের উগ্র পার্থক্য ঘটিলেই জাতির উৎপাদন ক্ষমতা বা কর্ম্মশক্তি কমিয়া যায়—সুতরাং ভবিষ্যতে করবহন সামর্থ্যও কমিয়া যায়।

(ঙ) **লোক সংখ্যা**—সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা বা প্রয়োজনের তুলনায় লোক সংখ্যা যদি বেশী হইয়া থাকে তাহা হইলে মাথা পিছু আয় কম হইবে—সেক্ষেত্রে কর প্রদানের সামর্থ্যও কম হইবে।

(চ) **সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি**—সরকারী ব্যয়ের ধাঁচও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সরকার যদি গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কার্য্যে অধিক করিয়া ব্যয় করেন

তাহা হইলে সমৃদ্ধিশালী অর্থনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ গড়িয়া উঠে। উহার দ্বারা লোকের আয় বৃদ্ধি পায়, কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং পুনরায় আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইহার দ্বারা কর বহনের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

(ছ) **জনগণের মনোভাব**—জনগণের মনস্তত্বও কর বহন সামর্থ্যের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মনের এক অবস্থায় 'আমরা কিছুই দিতে পারি না, কিন্তু ভিন্ন অবস্থায় অনেক কিছুই দিতে পারি। সুতরাং জনগণ যদি প্রয়োজন উপলব্ধি করে, অথবা কোন কিছুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বেচ্ছায় কর প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়া যায়।

সরকারী ব্যয়—Public Expenditure

অর্থনীতিবিদ্‌গণ সরকারী ব্যয়কে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার পক্ষপাতী, কিন্তু কি ভাবে উহার শ্রেণী-বিভাগ করা উচিৎ এ সম্পর্কে সকলে একমত নহে। ফলে, সরকারী ব্যয়কে বিভিন্নভাবে শ্রেণী বিভাগ করিবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ কোন্ কর্তৃপক্ষের দ্বারা ব্যয় করা হইতেছে সেই অনুযায়ী সরকারী ব্যয়কে শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে দুই দফা সরকারের অস্তিত্ব থাকে—কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক বা মুল রাষ্ট্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের কতিপয় অভিন্ন স্বার্থের বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন ; সেই বিষয়গুলির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত থাকে যেগুলির সম্পর্কে অভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তবে ঐগুলি সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এবং সমগ্র জনসমষ্টি ঐগুলি সম্পর্কে সর্ব্বাধিক উপকৃত হইবে, যথা দেশরক্ষা ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা, ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদি। এই বিষয়গুলির উপর সরকারী ব্যয়কে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয়রূপে (federal expenditure) অভিহিত করিতে পারা যায়। অপর পক্ষে একই দেশের মধ্যে প্রত্যেক প্রাদেশিক বা মুল রাষ্ট্রীয় সরকার (provincial or state government) কতিপয় বিষয় সম্পর্কে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করে ; এই বিষয়গুলি সেইগুলি যেগুলি সম্পর্কে প্রত্যেক মূল রাষ্ট্রীয় সরকার নিজ নিজ অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে প্রত্যেক অঞ্চলের লোকে সর্ব্বাপেক্ষা উপকৃত হইবে ; যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের উপর প্রাদেশিক বা মূল রাষ্ট্রীয় সরকার যে ব্যয় করেন উহা প্রাদেশিক বা মূল রাষ্ট্রীয় ব্যয় রূপে অভিহিত হইয়া

থাকে। আবার যে সকল দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নাই সেই সকল দেশে সরকার যে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহাকে জাতীয় ব্যয় (national expenditure) এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ (যথা মিউনিসিপ্যালিটি, জিলাবোর্ড, কর্পোরেশন) যে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা স্থানীয় ব্যয় (local expenditure) রূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

প্লে'ন (Plehn) সরকারী ব্যয়ের আর এক ধরণের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন—সরকারী ব্যয় হইতে নাগরিকগণ যে ধরণের সুবিধা পায় তাহাই হইল এই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সরকারী ব্যয়কে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ, কতিপয়, ব্যয় আছে যেগুলি হইতে সমগ্র জনসমষ্টি সমষ্টিগত উপকার লাভ করে, যথা দেশ রক্ষার জন্য ব্যয়। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ উপকার প্রদান করিয়া পরোক্ষভাবে সমষ্টিগত উপকার সাধন করে যথা আর্ত্তত্রাণের জন্য বা বার্দ্ধক্য বৃত্তি প্রদানের জন্য ব্যয়। ইহা ব্যক্তিগত অক্ষমতা পূরণ করিয়া সমষ্টিগত স্বার্থের পরিপোষণ করে। তৃতীয়তঃ, কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি ব্যক্তিকে বিশেষ উপকার দেয় অথচ যে কোন ব্যক্তি অনুরূপ অবস্থায় এই উপকার লাভ করিতে পারে—এই ব্যবস্থার অস্তিত্বই সমষ্টিগত স্বার্থের পরিপোষক—যথা বিচার ব্যবস্থা বজায় রাখিবার ব্যয়। চতুর্থতঃ, কয়েক ধরণের ব্যয় আছে যেগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে উপকার প্রদান করে যথা রাষ্ট্রীয় শিল্পের জন্য ব্যয়।

ডাল্টনের (Dalton) মতে সরকারী ব্যয়কে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় ; কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলির দ্বারা সামাজিক সংগঠন বজায় রাখা হয় আবার কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি সামাজিক উন্নতি বিধান করে। রক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য বায় হইল প্রথম পর্য্যায়ের এবং উন্নয়ন ব্যবস্থাদির জন্য ব্যয় হইল দ্বিতীয় পর্য্যায়ের।

একাধিক অর্থনীতিবিদ্ সরকারী ব্যয়কে উৎপাদনশীল (productive) এবং অনুৎপাদনশীল (unproduc tive)—এই দুই পর্য্যায়ে বিভাগ করিয়া থাকেন ; এক্ষেত্রে, অসুবিধা হইল উৎপাদনশীল ব্যয় বলিতে কি বুঝায় তাহার সঠিক তাৎপর্য্য নির্ণয় করা। অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন যে উৎপাদনশীল ব্যয় বলিতে বুঝায় সেই ব্যয় যাহার দ্বারা অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হয়। যে ব্যয়ের দ্বারা অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হয় না তাহা অনুৎপাদনশীল। এক্ষেত্রে যাহাতে জটিলতার অবকাশ রহিয়াছে তাহা হইল এই যে অনেক প্রকারের ব্যয় আছে যেগুলির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ সৃষ্টি হয় না কিন্তু যেগুলি পরোক্ষভাবে সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। **মিসেস**

রবিনসন উৎপাদনশীল ব্যয়ের একটি মান নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন "প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে রাষ্ট্রীয় ব্যয় জাতির প্রাকৃতিক বা মানবিক সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায় বা উহাদের অধিকতর ব্যয় সঙ্কোচমূলক ব্যবহার ঘটায় তাহাই জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করিবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায় এবং এইভাবে অবশেষে উহার খরচা উসুল হইয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যায়—অবশ্য উহার জন্য প্রয়োজন হইলে যে বর্দ্ধিত ব্যয় হইতে যে লাভ হইবে তাহা অধিকতর কর ভারের দরুণ ক্ষতি পোষাইয়া দিবে"। ["any state expenditure which directly or indirectly develops the natural or human resources of the nation or leads to their more economical use may be expected to increase national prosperity by increasing the national wealth, and may thus be expected ultimately to pay for itself—given the important qualification that the gain due to increased expenditure is not less than the loss caused by heavier taxation"—Robinson] সুতরাং সেচকার্য্য বা রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য ব্যয় যেরূপ উৎপাদনশীল হইতে পারে তদ্রূপ শিক্ষা বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ও উৎপাদনশীল হইতে পারে।

উৎপাদন ও বণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল—Effects of Public Expenditure on Production and Distribution

উৎপাদন—উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল পর্য্যালোচনায় তিনটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন—শ্রমের এবং সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রতিক্রিয়া, শ্রমের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর প্রতিক্রিয়া, অর্থনৈতিক সঙ্গতির বিভিন্ন নিয়োগের মধ্যে ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পরিবর্ত্তনের প্রতিক্রিয়া। যে সকল সরকারী ব্যয়ের দ্বারা জনসাধারণের কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় সেইগুলি লোকের শ্রম করিবার এবং সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত করে। সরকার যখন শিক্ষার জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে, বা শ্রমিকদিগের সস্তা উত্তম বাসস্থানের জন্য ব্যয় করে তখন উহার দ্বারা জনসাধারণের কর্ম্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

অবশ্য শ্রমের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর সরকারী ব্যয় যে এইরূপ অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেহ যদি বৃদ্ধ বয়সে বৃত্তি পাইবে বলিয়া নিশ্চিত থাকে তাহা হইলে তাহার সঞ্চয়ের স্পৃহা হ্রাস পাইবে, আর্ত্তত্রাণের ব্যাপক ব্যবস্থা থাকিলে অনেক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি আর্ত্ত সাজিয়া ত্রাণের জন্য আর্ত্তনাদ করিতে

থাকিবে। অবশ্য আর্থিক সাহায্যের যদি সর্ত্ত থাকে তাহা হইলে এইরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ঘটিতে পারে। যথা কেহ অসুস্থ হইলে তাহাকে সাহায্য করা হইবে এইরূপ ব্যয় বর্ত্তমানের কার্য্যের ইচ্ছা হ্রাস করে না।

অর্থনৈতিক সঙ্গতি (অর্থাৎ উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি) যদি এক ধরণের নিয়োগ হইতে ভিন্ন ধরণের নিয়োগে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় বা এক স্থান হইতে যদি ভিন্ন স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহা হইলে উৎপাদনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক সঙ্গতির এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা যদি কোন বিশেষ শিল্পকে আর্থিক সাহায্য করা হয় তাহা হইলে বিশেষ ধরণের সামগ্রী উৎপাদনে সহায়তা করা যাইতে পারে। নূতন কোন অঞ্চলে যদি সরকারী ব্যয়ের দ্বারা পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপন করা যায় বা বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যায় তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে।

বণ্টন—সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধন বণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে ; ধন বণ্টনের অসাম্য বিদূরিত করা রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের অন্যতম লক্ষ্য রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অবশ্য অনেক সরকারী ব্যয় আছে যাহা হইতে লভ্য উপকার হইবে সমষ্টিগত—কোন ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ উপকার হইবে না এবং কতিপয় ব্যয় আছে যাহার উপকার ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা লাভ করা যায়। যদি ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর আদায় করিয়া দরিদ্রদিগের হিতার্থে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা ধন বণ্টনের অসাম্য কিছু পরিমাণে বিদূরিত করা সম্ভব। তবে ধনীর অর্থ সরাসরি দরিদ্রকে প্রদান করা ঘটে না। সাধারণতঃ দরিদ্রদিগের হিতার্থে—যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি সরকার ব্যয় করিতে পারেন। অবশ্য ইহা দ্বারাও দরিদ্রগণ ধনীদিগের অর্থে লাভবান হয়।

ঘাঁটতি ব্যয়—Deficit Finance

অনেক সময়ে সরকার তাঁহাদের কর সংগ্রহ এবং ঋণ গ্রহণ করিয়াও যতটাকা ব্যয় করা প্রয়োজন ততটাকা সংগ্রহ করিতে পারেন না। সুতরাং নিয়মিত আয় না থাকিলেও খরচা করিতে হয়—ইহা চলতি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও হইতে পারে, পুঁজি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও (revenue or capital account) হইতে পারে।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন, ঘাঁটতি ব্যয় বলিতে কি বুঝায় তাহা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ ঘাটতি ব্যয় বলিতে বুঝায় বাজেটে ঘাঁটতি ব্যয় করিয়া মোট

করিয়া দিতে পারা যায়। এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ বটে, তবে দৃঢ়। অধিকতর কর আরোপ করিয়া যথা শীঘ্র সম্ভব ঋণ ভার লাঘব করা যাইতে পারে বটে কিন্তু উহার দরুণ যে গুরুভার কর প্রয়োজন হইবে তাহাতে সমগ্র ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে অচল অবস্থার, অন্ততঃ ত্রাসের, উদ্ভব ঘটিতে পারে।

(৩) **পরিবর্ত্তন** (conversion)—উচ্চ সুদের হার বিশিষ্ট ঋণকে তদপেক্ষা অল্প সুদের হার বিশিষ্ট ঋণে পরিবর্ত্তন করিয়া ঋণের ভার লাঘব করিতে পারা যায়। ইহা অবশ্য পরিশোধ নহে, এক পর্য্যায়ের ঋণকে অপর পর্য্যায়ের ঋণে পরিবর্ত্তন মাত্র ; তবে ইহার দ্বারা সুদ প্রদানের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তদনুপাতে সরকারের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বাজারে সুদের হার কোন কারণে হ্রাস পাইলে তবেই এইরূপ ঋণের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়।

(৪) **সম্পত্তিকর** (capital levy)—বিশেষ সম্পত্তিকর ধার্য্য করিয়াও ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহা পুঁজি বা সম্পত্তির উপর কর, নিছক উপার্জ্জনের উপর নহে। ইহার দ্বারা একসাথে অধিক পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় এবং অতিদ্রুত ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়। অনুৎপাদক বা মৃতভার ঋণ যেক্ষেত্রে অধিক সেক্ষেত্রে এইরূপ সম্পত্তিকর প্রয়োগ করা অনেকে অনুমোদন করেন তবে এই পদ্ধতির কার্য্যকারিতা নির্ভর করে ইহার প্রয়োগের বিরলতার উপর।

সরকারী ঋণ গ্রহণের সঙ্গত কারণ—Legitimate Purposes of Public Debts

সরকার তাঁহাদের বহুবিধ প্রয়োজনীয় ব্যয় কর ধার্য্যের দ্বারা বা ঋণ গ্রহণের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কর ধার্য্যের নানারূপ প্রতিক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু ঋণ গ্রহণ করিলে সরকারের পক্ষে দুইপ্রকার বাধ্যকতা গ্রহণের প্রয়োজন হয়—প্রথমতঃ, সরকার ঋণের পরিমাণ মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত থাকেন; দ্বিতীয়তঃ, ঋণ প্রদানকারীকে বাৎসরিক সুদ প্রদান করিতেও তাঁহারা বাধ্য থাকেন। সরকারকে ঋণের বোঝা বহন করিতে হয় বলিয়া সরকারের পক্ষে কখন ঋণ গ্রহণ করা সঙ্গত বা অসঙ্গত এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্গণ নির্দ্দেশ প্রদানে সচেষ্ট হন।

(১) সাময়িক ঘাঁটতি পূরণের নিমিত্ত ঋণ গ্রহণ সমর্থনযোগ্য বলিয়াই অর্থনীতিবিদ্গণ অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। বৎসরের বারো মাস ধরিয়া সরকারের সমান আয় হয় না। উপার্জ্জনের বিশেষ বিশেষ সূত্র হইতে সরকারের বিশেষ বিশেষ সময়ে আয় হইয়া থাকে; সুতরাং সরকারের যখন ব্যয় করিবার সময় হইবে ঠিকতখনই

যে তাহাদের উপার্জ্জন হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অথচ উপার্জ্জন যে হইবে তাহার নিশ্চয়তা আছে। ইহা সাময়িক ঘাঁটতি মাত্র। এই সাময়িক ঘাঁটতি পূরণের জন্য ঋণ গ্রহণ সমর্থনযোগ্য কারণ ঋণ গ্রহণ করিলে উহা পরিশোধের জন্য সরকারকে চিন্তিত হইতে হইবে না অথচ ঋণ গ্রহণ না করিলে সাময়িকভাবে সরকারকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

(২) সরকার বাজেট রচনার সময়ে তাঁহাদের উপার্জ্জনের যে আনুমানিক হিসাব করেন ঐ অনুমান মিথ্যা হইতে পারে এবং প্রকৃত উপার্জ্জন কম হইতে পারে; অপর পক্ষে বিভিন্ন অদৃষ্ট পূর্ব্ব কারণে সরকারী ব্যয় পূর্ব্ব অনুমান অতিক্রম করিতে পারে। এইরূপ ব্যয়ের আধিক্য সহসা কর বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ অন্যায় হইবে না। তবে এই ধরণের ঋণ স্বল্প মেয়াদী হওয়া বিধেয় এবং পরবর্ত্তী বাজেটেই ইহার পরিশোধের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সাধারণ চল্‌তি খরচা কর হইতে প্রাপ্ত উপার্জ্জনের দ্বারাই মিটানো উচিত; সাধারণ চল্‌তি খরচা যদি ঋণের দ্বারা মিটাইবার ক্রমিক্ প্রবণতা আসিয়া যায় তাহা হইলে ঋণের দরুণ সরকারের বাৎসরিক বাধ্যকতা একদিন সরকারের কর আদায়ের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, এমনকি ঋণের সুদ প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও ইহা হারাইয়া ফেলিতে পারে।

(৩) বাণিজ্য চক্রের উঠ্‌তি পড়তির (Cyclical fluctuations) প্রতিশেধক রূপে সরকারের দ্বারা ঋণ গ্রহণ সুফলপ্রসূ হইতে পারে। বাণিজ্য জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে, সরকারের কর্ত্তব্য হইল কর ভার হ্রাস করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা—ইহার জন্য ঋণ গ্রহণ করা বিধেয়।

(৪) যে সকল সরকারী ব্যয় উৎপাদনশীলরূপে গণ্য—যথা রেলপথ নির্ম্মাণ, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি—সেগুলি নির্ব্বাহের জন্য কর ব্যবহার না করিয়া ঋণ গ্রহণ করা সমর্থনযোগ্য। যে সকল বিষয়ের উপর এইরূপ ব্যয় করা হইবে সেইগুলি হইতে কিছুকাল পরে আয় হইবে এবং ঐ আয় হইতে সংশ্লিষ্ট ঋণের সুদ প্রদান এবং আসল পরিশোধ সম্ভব হইবে। শুধু উৎপাদনশীল হইবার কারণেই যে পুঁজি খরচার (capital outlay) জন্য ঋণ গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ধরা হয় তাহা নহে; উহার অন্য কারণও আছে। প্রথমতঃ, যে রাষ্ট্র এইরূপ পুঁজিখরচা করিতে অগ্রসর হইবে না তাহার পক্ষে জাতীয় উন্নয়নের পথ রুদ্ধ থাকিবে; দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ পুঁজি খরচার সুফল ভোগ করিবে ভবিষ্যতের লোকে, সুতরাং উহার বোঝা বহণের দায়িত্ব ভবিষ্যৎ বংশের উপরে অর্পিত থাকা উচিত (ঋণ গ্রহণের দ্বারা)।

অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ বলেন, যে পুঁজি ব্যয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে ঋণ গ্রহণ সঙ্গত নহে, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে শাসকবর্গ অবাস্তব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে প্রণোদিত হইবেন এবং ন্যায়সঙ্গত কর ধার্য্য না করিয়া নিরাপত্তার সীমা লঙ্ঘন করিবেন। বিশেষভাবে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে এইরূপ কার্য্য—অর্থাৎ ঋণ গ্রহণের দ্বারা পুঁজি ব্যয় নির্ব্বাহ—মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিবে।

মোটামুটি বলা চলে যে উন্নত জনসমষ্টির পক্ষে নিছক ঋণ গ্রহণের দ্বারা পুঁজি ব্যয় নির্ব্বাহ করা কেবলমাত্র মন্দার সময়েই বিধেয়; যে সকল জনসমষ্টি অনুন্নত (যাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কর সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না) অথচ যাহাদের সম্মুখে উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রচুর, তাহাদিগের ক্ষেত্রে—উহা যুক্তি সঙ্গত।

(৫) কতিপয় ব্যয়ের দফা আছে যেগুলি সাধারণতঃ উৎপাদনশীল বলিয়া উপলব্ধি করা হয় না, কারণ ঐগুলি হইতে শীঘ্রই আয়ের সম্ভাবনা থাকে না অথচ যেগুলি জাতির জীবনের মান উন্নীত করিয়া জনসমষ্টির সম্পদ উৎপাদন এবং ভোগের ক্ষমতা চূড়ান্ত ভাবে বর্দ্ধিত করে; যথা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যয়। এক্ষেত্রে উচিত হইল এইরূপ ব্যয় ঋণ গ্রহণের দ্বারা নির্ব্বাহ করা, তবে পুনরায় ঐরূপ ব্যয়ের প্রয়োজন উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বে ঐ ঋণ কর ধার্য্যের দ্বারা পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। অন্যথায় ক্রমবর্দ্ধমান ঋণের উদ্ভব ঘটিবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান করের প্রয়োজন হইবে।

Questions and Hints.

1. What is public finance? Is there any essential difference between public and private finance? (B. A. 1943) [পৃঃ ৪৪২-৪৩]

2. How do you define taxation? (B.A. 1938). "Taxes are the price we pay for the services of the Government." Critically examine this statement. (B. Com. 1938) [পৃঃ ৪৪৪]

3. State and discuss Adam Smith's canons of taxation (B. A. 1945) [পৃঃ ৪৪৫—৪৬]

4. Discuss the main principles of taxation followed by modern Governments (B.A. 1941, 1947, '50, '54) [পৃঃ ৪৪৬—৪৮]

5. Carefully examine the various grounds on which the principle of progression in taxation is justified (B. A. 1937, '53). Distinguish between proportional and progressive taxation. Explain the part played by progressive taxation in attaining equity in taxation

(B. Com. 1937). Distinguish between progressive and proportional taxation and consider their advantages and limitations. (B Com. 1941) [পৃঃ ৪৪৯—৫০]. How would you justify the principle of progressive taxation ? (Cal. B. Com. 1955) [পৃঃ ৪৪৯—৫০]

6. Discuss the merits and defects of direct and indirect taxes. (B. A. 1938, '44. '52, B. Com. 1940) [পৃঃ ৪৫৪—৫৬]

7. What are public debts ? Discuss the ways in which their burden can be diminished. (B. A. 1951). What are the different forms of public debt ? Suggest measures by which the burden of public debt may be diminished (B. A. 1939) [পৃঃ ৪৬৪—৬৬]

8. Discuss the main purposes for which taxes and loans should be used by the state. (B.A. 1940) Discuss the legitimate purposes for which public debt may be incurred. (B. A. 1943, '46, '49. B.Com. 1938, '52) [পৃঃ ৪৬৬—৬৮]

9. Discuss the purposes for which public debts may be legitimately incurred by the Government. (Cal.B.Com. 1956) [পৃঃ ৪৬৬—৬৮]

10. Write short notes on—(a) Incidence of a tax ; (b) Taxable capacity and (c) Deficit financing. (Cal. B. A. 1956) [পৃ ৪৫১—৫৩ ; ৪৫৭—৬০]

অষ্টবিংশ অধ্যায়

বাণিজ্য চক্র ও বেকার সমস্যা

Trade Cycle and Unemployment Problem

চক্রগতি উঠ্‌তি পড়্‌তি – Cyclical Fluctuations

ঘূর্ণায়মান চক্রের মত ব্যবসা বাণিজ্যের গতি থাকে—কখন উত্থান, উত্থানের পর পতন, পতনের পর আবার উত্থান আবার পতন,—এইভাবে। পতনের নাম মন্দা আর উত্থানের নাম সমৃদ্ধি। মন্দা (depression) ও সমৃদ্ধির (prosperity) এই পুনরাবৃত্তির মধ্যে অর্থনীতিবিদ্‌গণ একটি নিয়মিত সময়ের ব্যবধান দেখিতে পান। অধিকন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে এক অবস্থার মধ্যে অপর অবস্থা আনয়নের উপাদান নিহিত থাকে ; যখন মন্দার সময় চলিতেছে তখন ইহার মধ্যে এরূপ উপাদান ক্রিয়া করিতে থাকে যাহাতে মন্দার চরম অবস্থায় উপনীত হইবার পর ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি উপস্থিত হইবে আবার সমৃদ্ধি যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই উহার বিপরীত পরিস্থিতির উদ্ভবের মত উপাদান ক্রিয়া করিতে থাকিবে এবং সমৃদ্ধির চরম অবস্থা উপনীত হইবার পর মন্দা সুরু হইবে। সমৃদ্ধির সময় হইতে মন্দার সময়ে যাইবার সময় যে চরম অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাই হইল শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্কট (crisis)। সুতরাং মন্দা, সমৃদ্ধি ও সঙ্কট—এই লইয়াই বাণিজ্য চক্র (trade cycle)। *

বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন অবস্থা—Different Phases of Trade Cycle

বাণিজ্যের উঠ্‌তি পড়্‌তির দ্বারা যে বাণিজ্য চক্র গঠিত হয় উহার মধ্যে বিভিন্ন অবস্থা বা স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তর হইল চারিটি—উঠ্‌তি (revival),

* "By a cyclical movement we mean that as the system progresses in, e. g. the upward direction, the forces propelling it upwards at first gather force and have a cumulative effect on one another but gradually lose their strength until at a certain point they tend to be replaced by forces operating in the opposite direction ; which in turn gather force for a time and accentuate one another, until they too having, reached their maximum development, wane and give place to the opposite"—Keynes—"General Theory".

সমৃদ্ধি (prosperity), সঙ্কট ও পড়তি (crisis and recession) এবং মন্দা।

(১) উঠ্তি (Revival) মন্দার চরম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিলে, প্রথমে উঠ্তির প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। উঠ্তির সময়ে ক্রমশঃ ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে আস্থা ফিরিয়া আসে এবং লোকে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নূতন করিয়া উদ্যমশীল হইয়া উঠে। ব্যাপারীগণ বেশী করিয়া মাল ধরিয়া রাখিবার জন্য উৎপাদনকারীদিগের নিকট বেশী করিয়া মালের বরাত (order) দিয়া থাকে। পণ্যের বেশী কাটতি হইবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় উৎপাদনকারীগণ নূতন যন্ত্রপাতির বরাত দিয়া থাকে। ইহাতে ভোগসামগ্রী এবং উৎপাদক সামগ্রীর (Consumers goods and Producers goods) উৎপাদনকারীগণ বেশী করিয়া কাঁচামাল কিনিতে থাকে এবং শ্রমিক নিয়োগ করিতে থাকে। তখন উপার্জ্জনহীন লোকে বেশী করিয়া উপার্জ্জনের স্থযোগ পায় এবং উপার্জ্জন যাহারা করিতেছিল তাহাদের অনেকেরই উপার্জ্জন বৃদ্ধি পায়। ইহাতে লোকে বেশী করিয়া ব্যয় করে, বেশী ব্যয় হইলে উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীদিগের লাভ হয় বেশী এবং যতই লাভ হইতে থাকে ততই তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং যতই তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি করে ততই কর্ম্মসংস্থান বাড়ে ও লোকের আয় বাড়ে। যতই লোকে অধিক সামগ্রী ক্রয় করে, ততই ব্যবসায়ীদের অধিক লাভ হয়।

(২) সমৃদ্ধি (Prosperity)—এইভাবে ক্রমশঃ উঠ্তি ত্বরান্বিত হইতে থাকে এবং শিল্পের পরিপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার সীমায় যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া যায় তখন উঠ্তির চরম অবস্থা আসিয়াছে। এই অবস্থাকেই বলা হয় সমৃদ্ধি। এই সময়ে জিনিষপত্রের দামও চড়িতে থাকে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দাম চড়িলেও অধিক পণ্য বিক্রয়ের আশা থাকে—এই আশাবাদিতার আবহাওয়ায় (atmosphere of optimism) কাজ কারবার খুব দ্রুতগতিতে চলে। দাম বাড়িলেও লোকের আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবার দরুণ এবং ভোগসামগ্রীর অনেক উৎপাদন হইবার দরুণ চতুর্দ্দিকে স্থখ সমৃদ্ধি দেখা যায়। একবার সমৃদ্ধি আসিলে উহা আপনার গতিতে আপনি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উৎপাদন বাড়িলে লোকের আয় ও কর্ম্মসংস্থান বাড়ে; আবার আয়ও কর্ম্মসংস্থান বাড়িলে, উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজনও হয় লাভজনকও হয়।

সঙ্কট ও পড়তি—(Crisis and Recession)

কিন্তু এই সমৃদ্ধির মধ্য হইতেই এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতে থাকে যাহা ক্রমশঃ

ভিতর হইতে সমৃদ্ধিকে কুড়াইয়া খাইয়া ফেলে। কাঁচামালের যোগান সঙ্কোচ প্রসার-বিহীন এবং চাহিদাও সঙ্কোচপ্রসারবিহীন, সুতরাং উহার দাম শীঘ্রই বাড়িয়া যায় এবং যে কাঁচামালের চাহিদা যত বেশী তাহার দাম তত দ্রুতগতিতে বাড়ে। দাম বৃদ্ধির সহিত মজুরী বৃদ্ধির দাবী ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃই উৎপাদনের খরচা বাড়িয়া যায়, বহুক্ষেত্রে একটি শিল্পের উৎপাদন খরচার বৃদ্ধি অন্য কোন একটি বা একাধিক শিল্পের উৎপাদন খরচা বাড়াইয়া দেয়। * ইতিমধ্যে নানাপ্রকার সামগ্রীর প্রচুর উৎপাদন হওয়ায় অনেক সামগ্রীর ক্ষেত্রেই পূর্ব্বের দাম বজায় রাখা ক্রমশঃই দুরূহ হইয়া উঠে। ক্রমাগত লাভে উৎফুল্ল হইয়া ব্যাপারীগণ বহু পণ্যের বরাত (order) দেয়, উৎপাদনকারীগণ উৎফুল্ল হইয়া বহু পরিমাণ উৎপাদনের আয়োজন করে এবং পুঁজি-সামগ্রীর বরাত দেয় বেশী করিয়া, পুঁজি-সামগ্রীর (যন্ত্রপাতি) উৎপাদনকারীগণ উহাতে উৎফুল্ল হইয়া বহু পুঁজি সামগ্রী বেশী করিয়া উৎপাদনের আয়োজন করে। সুতরাং একদিকে উৎপাদন খরচা বাড়িয়া ব্যবসায়ের লাভ কমিতে থাকে অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ব্বেকার চড়া দাম বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং আশাবাদিতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। প্রান্তিক উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয় এবং অত্যুৎসাহী কতিপয় কারবারের পতন ঘটিলেই আশাবাদিতায় চাপ পড়ে। তখন সঙ্কট সৃষ্টি হয়। ঠিক যেখানে সমৃদ্ধি শেষ সীমায় উপনীত হইয়া পড়তি আরম্ভ হইতে থাকে সেই সীমা বা অবস্থা হইল সঙ্কট (crisis)। সঙ্কটের পরেই পড়তি (recession) সুরু হইয়া যায়।

(৪) **মন্দা** (Depression)—পড়তির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল মন্দা। ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্যোগ আয়োজন কমিতে থাকে, ব্যাপারীগণ কম করিয়া সামগ্রীর বরাত দেয় ; উৎপাদন কমিলে কাঁচামালের চাহিদা কমিয়া যায় ও শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন কমিয়া যায়। উহাতে জনগণের উপার্জ্জন কমিয়া যায়, ব্যয়ও কমিয়া যায়। সামগ্রীর দাম তখন আরও দ্রুত পড়িতে আরম্ভ করে ; আবার সামগ্রীর দাম যতই কমিতে থাকে, ততই ব্যবসা বাণিজ্যের জগৎ নৈরাশ্যে ছাইয়া যায়। বেকার অবস্থা আরও বাড়ে, দাম আরও কমে। এইভাবে মন্দা ক্রমশঃই উৎকট হইতে থাকে। এইভাবে মন্দা চলিতে চলিতে যখন চরম অবস্থায় উপনীত হয়, তখন উহার মধ্য হইতেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহাতে ক্রমশঃ উঠ্‌তির উপাদান সৃষ্টি হয়।

* উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি অর্থ জনসমষ্টির আয় বৃদ্ধি—সুতরাং ইহাকে প্রথমদিকে সমৃদ্ধির পরিচয় বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ক্রমশঃ ইহাই ব্যবসায়ের লাভ কমাইয়া দেয়।

চক্র গতির কারণ—Causes of Cyclical Fluctuation

বাণিজ্যের চক্রবৎ গতি ঘটিবার কারণ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌গণ একমত নহেন। ইহার কারণ সম্পর্কে একাধিক তত্ত্ব প্রদত্ত হইয়াছে ঃ

(১) **সঞ্চয়াধিক্য বা ভোগ স্বল্পতার তত্ত্ব**—(theory of over-saving or under consumption)—হবসন (Hobson) অভিমত দেন যে সঞ্চয়ের আধিক্যের জন্যই ব্যবসায়ে মন্দা উপস্থিত হয়। সঞ্চয়ের আধিক্যের অর্থই হইল জনসমষ্টি ভোগ করিবে অল্প অর্থাৎ তাহারা কম করিয়া ভোগ সামগ্রী ক্রয় করিবে। সমাজে সম্পদ বণ্টনের অসাম্যের মধ্যে সঞ্চয়াধিক্যের কারণ নিহিত রহিয়াছে। অধিক আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগেরই সঞ্চয়ের ক্ষমতা অধিক। সঞ্চয় অধিক হইলে প্রথমতঃ, ভোগ সামগ্রীর উপর ব্যয় কম হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, উহার দ্বারা পুঁজি সামগ্রীতে অধিক বিনিয়োগ ঘটিয়া সম্পদ উৎপাদনের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং একদিকে ভোগ সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পায় অপর দিকে ভোগ সামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি পায়। নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর দাম কমিয়া উৎপাদনকারীদিগের লোকসান হইতে থাকে এবং মন্দা উপস্থিত হয়।

(২) **অতি বিনিয়োগ তত্ত্ব** (over investment theory)—অতি বিনিয়োগ তত্ত্বের দুইটি পর্য্যায় আছে (ক) মুদ্রাগত অতিবিনিয়োগ তত্ত্ব (monetary overinvestment theory) এবং (খ) অমুদ্রাগত অতিবিনিয়োগ তত্ত্ব (non-monetary over-investment theory)।

(ক) **মুদ্রাগত অতিবিনিয়োগ তত্ত্ব**—এই তত্ত্ব উইকসেল্ প্রদত্ত "স্বাভাবিক সুদের হার" এর (natural rate of interest) তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ; যে সুদের হারে সঞ্চয়ের চাহিদা এবং সঞ্চয়ের যোগান সমান হয় তাহাই হইল স্বাভাবিক সুদের হার। কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাজারে যে সুদের হার থাকে, তাহা হইল বাজার হার (market rate of interest) ব্যাঙ্কসমূহ যদি বাজার হার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম করে, তাহা হইলে সঞ্চয় অপেক্ষা ঋণের চাহিদা অধিক হইবে এবং ব্যাঙ্ক-ঋণ সৃষ্টির দ্বারা ঐ চাহিদা মিটানো হইল– ইহাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে সম্প্রসারণ সুরু হইবে। অপরপক্ষে বাজার হার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা অধিক হইলে বিপরীত প্রক্রিয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে সঙ্কোচন ঘটিবে। এই তত্ত্বের ইহাই মূল কথা নহে—মূল কথা হইল যে মুদ্রাগত পরিস্থিতির উপরে অর্থনৈতিক সঙ্গতির বণ্টনে অব্যবস্থা আরোপিত থাকে (mal distribution of economic resources)। উৎপাদনের কাটামো হইল উর্দ্ধাধো (vertical)—

ইহার নিম্নাংশে থাকে ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন—তাহার উর্দ্ধে অর্দ্ধ সমাপ্ত সামগ্রী—তাহার উর্দ্ধে পুঁজি সামগ্রী। ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিলে উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি ভোগ সামগ্রী উৎপাদন হইতে টানিয়া লইয়া পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। কিন্তু এই ধরণের সম্প্রসারণ অধিক কাল চলিতে পারে না। কোন এক স্তরে আসিয়া ভোগ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং উৎপাদক সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইতে থাকে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই তত্ত্বের একটি মৌলিক অনুমান আছে—উহা হইল অর্থনৈতিক সঙ্গতির পরিপূর্ণ নিয়োগ (full employment)। সুতরাং ঋণ বৃদ্ধির দরুণ ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পাইয়া পুঁজি সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, পরে ভোগ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন ঘটিয়া যায় অধিক।

(খ) অমুদ্রাগত অতিবিনিয়োগ তত্ত্ব—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন, নূতন নূতন বাজারের উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং উহার দ্বারা অধিক উৎপাদন ঘটে ; এই তত্ত্বে মুদ্রাগত বিবেচনাকে অপেক্ষাকৃত গৌণ স্থান দেওয়া হয়। অধ্যাপক **স্পিটোফ** (Speithoff) ও **ক্যাসেল** বাণিজ্য চক্র বলিতে পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনের পরিবর্ত্তন বুঝাইয়াছেন। স্পিটোফ বিভিন্ন পর্য্যায়ের সামগ্রীর মধ্যে পার্থক্য করেন—চল্‌তি ভোগের সামগ্রী, স্থায়ী ও অর্দ্ধ স্থায়ী ভোগ সামগ্রী, স্থায়ী পুঁজি সামগ্রী এবং পুঁজি সামগ্রী নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মাল মশলা। সমৃদ্ধির সময়ে এই বিভিন্ন পর্য্যায়ের সামগ্রীর মধ্যে অনুপাতের তারতম্য ঘটে। যখন এইরূপ ঘটে তখন, হেবারলারের (Haberler) ভাষায়, "একই সঙ্গে দুষ্প্রাপ্যতা ও প্রাচুর্য্যের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন পর্য্যায়ের সামগ্রী যেহেতু পরস্পরের অনুপূরক, সেহেতু এক পর্য্যায়ের দুষ্প্রাপ্যতার অর্থই হইল অপর পর্য্যায়ের অত্যুৎপাদন। যেন এক জোড়া দস্তানার একটি হারাইয়া গিয়াছে ; যেটি রহিয়াছে সেটি অব্যবহার্য্য ও অবিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত মাল। হারাইয়া যাওয়া বস্তুটি প্রকৃত ঘাটতির সমান। প্রথমে যদি যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের দ্বারা বিনিয়োগ ও উৎপাদনের আধিক্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বাণিজ্যের মন্দা উপস্থিত হয় বিভিন্ন পর্য্যায়ের সামগ্রীর অনুপাতের তারতম্যের জন্য।"

(৫) **মুদ্রা তত্ত্ব** (monetary theory)—মুদ্রাতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হইলেন হ'ট্রে (Hawtrey)। হ'ট্রের অভিমত হইল, বাণিজ্য চক্র নিছক মুদ্রা সম্পর্কিত কারণে ঘটিয়া থাকে। যখন মুদ্রার হিসাবে অধিক সামগ্রীর চাহিদা হয় অর্থাৎ জনসাধারণ অধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া অধিক সামগ্রীর চাহিদা করে তখন ব্যবসা

বাণিজ্য দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে দামও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরপক্ষে মুদ্রার হিসাবে সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইলে ব্যবসা বাণিজ্য শ্লথ হয় উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে, দামও হ্রাস পাইতে থাকে। জনসমষ্টির ব্যয় শুধু ভোগ সামগ্রীর উপরেই নহে, নূতন বিনিয়োগ সামগ্রীর (new investmet goods) উপরেও ঘটিয়া থাকে। এই ব্যয়ের পরিবর্ত্তন নির্ভর করে মুদ্রার পরিমাণের উপর। মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইলে, জনসমষ্টির ব্যয় হ্রাস পায় এবং উহার দ্বারা মন্দা উপস্থিত হয়। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সমৃদ্ধি ঘটিবে। বাট্টার হার (discount rate) পরিবর্ত্তনের দ্বারা মুদ্রার পরিমাণ পরিবর্ত্তন হয়—বাট্টার হার পরিবর্ত্তন ব্যবসায়ীদিগের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং উহার দ্বারা ঋণের চাহিদার পরিবর্ত্তন হইয়া মুদ্রার পরিমাণে (বিশেষতঃ ব্যাঙ্কমুদ্রা) পরিবর্ত্তন হয়। বাণিজ্য চক্রের যে চিত্র হ'ট্রে অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে বেপারীদিগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। বেপারীগণ ঋণ করিয়া মাল মজুত করে—সুতরাং সুদের হারের প্রতিক্রিয়া তাহাদের উপরেই সর্ব্বপ্রথম ঘটে। সুদের হার কমিলে তাহারা অধিক মালের বরাত (order) দেয়—উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত জনসমষ্টির উপার্জ্জন এবং দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উহারা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এরূপ স্তরে আসিয়া যায় যখন সুদের হার বৃদ্ধি করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। সুদের হার বৃদ্ধি করিলে বেপারীগণ মজুদ কমাইয়া দেয়। উহাতে উৎপাদন হ্রাস পায়, জনসমষ্টির উপার্জ্জন হ্রাস পায়, দামস্তরও হ্রাস পায়।

(৪) **কীন্সীয় তত্ত্ব** (Keynesian Theory)—কীন্স এবং আধুনিক কতিপয় অর্থনীতিবিদ্‌দিগের মতে, বাণিজ্য চক্র হইল বিনিয়োগ সামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্ত্তন—যে পরিবর্ত্তন পুঁজির প্রান্তিক্ কার্য্যকারিতার (marginal efficiency of capital) দ্বারা সাধিত হয় অথবা সুদের হারের পরিবর্ত্তন। মন্দার চূড়ান্ত অবস্থায় পুঁজির প্রান্তিক্ কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিতে পারে এরূপ কিছু ঘটে অথবা এরূপ কিছু ঘটে যাহাতে সুদের হার হ্রাস পায়। পুঁজির প্রান্তিক্ কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইতে পারে নূতন উদ্ভাবনের জন্য, অথবা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজি সামগ্রী পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন উদ্ভূত হইবার জন্য অথবা পূর্ব্বেকার মালের মজুদ হ্রাস পাইবার জন্য। সুদের হার কমিতে পারে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ মুদ্রা বৃদ্ধি পাইবার দরুণ অথবা জনসাধারণের নগদ আসক্তি (liquidity preference) হ্রাস পাইবার দরুণ। বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদনে যতই সঙ্গতি নিয়োজিত হইবে ততই নিয়োগের পরিমাণ (volume of employment) বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসমষ্টির মুদ্রা উপার্জ্জন

বৃদ্ধি পাইবে। বিনিয়োগের বৃদ্ধির দ্বারা সমৃদ্ধির চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু ক্রমশঃই বিনিয়োগের অবকাশ কমিয়া আসিবে এবং ক্রমশঃ নূতন পুঁজি সামগ্রীর প্রত্যাশিত আয়ও (prospective yield of new capital goods) কমিবে। অপরদিকে আবার পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনের খরচাও বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে পুঁজির প্রান্তিক্ কার্য্য-কারিতার পতন ঘটিবে। বিনিয়োগের পতনের দ্বারা নিয়োগের পরিমাণ ও জনসমষ্টির মুদ্রা উপার্জ্জনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং মন্দার সময় উপস্থিত হইবে।

বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

(১) যথাযোগ্য ব্যবস্থার দ্বারা মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। মুদ্রার পরিমাণের মধ্যে অধিকাংশই হইল ব্যাঙ্ক মুদ্রা, স্থতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যথাযোগ্য ক্রিয়াকলাপের উপর মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে। এ বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দুইটি উপায় আছে, প্রথম ব্যাঙ্করেট পরিবর্ত্তন এবং দ্বিতীয় ওপেন মার্কেট কারবার।

(২) বাণিজ্য চক্র বিরোধী সরকারী কার্য্য সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। সরকার বহুবিধ পুঁজি সম্পদ নির্ম্মাণে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন—বাণিজ্য চক্রের গতি অনুযায়ী এইরূপ কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। বাণিজ্যে সমৃদ্ধির সময়ে অধিক মুদ্রা সমষ্টি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের উচিত হইবে নিজেদের অর্থব্যয় মূলক বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন কমাইয়া দেওয়া যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ করা যায়। অপরপক্ষে বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইলে মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা লাঘবের এবং জনসমষ্টির মুদ্রা উপার্জ্জন বৃদ্ধির নিমিত্ত সরকারের কর্ত্তব্য হইবে গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্য্যে অধিক পরিমাণে মুদ্রা ব্যয় করা ; শুধু তাহাই নহে—সমগ্রভাবে সরকারী বাজেটে ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সমৃদ্ধির সময়ে সরকারের উচিত উদ্বৃত্ত বাজেট যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা এবং মন্দার সময়ে ঘাটতি বাজেট সৃষ্টি করা যাইতে পারে ; প্রথম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইবে অপেক্ষাকৃত অধিক কর সংগ্রহ এবং অল্প ব্যয় নির্ব্বাহ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঠিক উহার বিপরীত।

বিভিন্ন পর্য্যায়ের বেকার অবস্থা—Different Types of Unemployment

আধুনিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা হইল বেকার সমস্যা। কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম ব্যক্তি যখন কর্ম্ম করিবার স্থযোগ হইতে বঞ্চিত

থাকে তখনই তাহাকে বেকার অবস্থা বলা হয়। বেকার অবস্থাকে একাধিক পর্য্যায়ে বিভক্ত করা চলে।

প্রথমতঃ, বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে কাজকারবারের উঠ্‌তি পড়তি থাকে। কখন কখন কাজের চাপ পড়ে অত্যধিক আবার কখন বা খুব অল্প পরিধিতে কাজ কারবার চলিতে থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাজ কারবারের যে অভাব থাকে তাহা আকস্মিক ভাবে বেকার অবস্থার সৃষ্টি করে; ইহাই সাময়িক বেকার অবস্থা (causal unemployment)।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন শিল্পে ঋতু অনুযায়ী বৎসরের কোনও এক সময়ে উৎপাদন অধিক হয় আবার অন্যান্য সময় উৎপাদন স্থগিত থাকে। কৃষি কার্য্যের ক্ষেত্রে এবং যে সকল শিল্প বিশেষ বিশেষ কৃষি সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল তাহাদের ক্ষেত্রে ঋতু অনুযায়ী কাজকারবারি স্থগিত থাকিতে বাধ্য; ইহাকে ঋতুগত বেকার অবস্থারূপে (seasonal unemployment) অভিহিত করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে যে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন থাকে উহা হইতেও বেকার অবস্থার উদ্ভব ঘটে। সামগ্রিক ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য কখনও দ্রুত গতিতে চলে কখনও বা মন্থর গতিতে চলে এবং উহার সহিত কর্ম্ম সংস্থানের পরিসর কখন প্রসারিত কখনও বা সঙ্কুচিত হইয়া আসে। ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা অবস্থায় যে বেকার সমস্যা উপস্থিত হয় তাহা চক্রমূলক বেকার সমস্যারূপে অভিহিত হয়।

চতুর্থতঃ, শিল্পের সংগঠনে নিয়তই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে—শিল্পের জগৎ নিয়তই প্রতিযোগিতামূলক এবং পরিবর্ত্তনশীল(dynamic)। নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার ও নূতন পদ্ধতির প্রয়োগ শ্রমিকের প্রয়োজন হ্রাস করিয়া দিতে পারে এবং উহার দ্বারাও বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে। ইহা যান্ত্রিক বেকার অবস্থা (technological unemployment)।

বেকার সমস্যার প্রতিবিধান

(১) উদ্বৃত্ত শ্রমিক সংখ্যা যাহাতে পৃথক পৃথক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথক পৃথক ভাবে না রাখিতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

(২) বিভিন্ন ঋতুগত শিল্প বাণিজ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা ঋতুগত বেকার সমস্যার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে।

(৩) বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বার শ্রমিকদিগের গতিশীলতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করিলে কোনও শিল্পে শ্রমের আধিক্য এবং কোনও শিল্পে শ্রমের স্বল্পতা ঘটিবে।

(৪) বেকার সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত যান্ত্রিক ও বিশেষত্বশীল শিক্ষা প্রদানের আয়োজন থাকা কর্ত্তব্য।

(৫) বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধের জন্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষভাবে শিল্প মালিকদিগের পক্ষ হইতে শ্রমের চাহিদা হ্রাস পাইলে সরকারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রকার জাতীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য শ্রমের অধিক চাহিদা করা প্রয়োজন।

Questions and Hints

1. Discuss the chief causes of indnstrial crises. What are the best means of preventing such occurences? (B. A. 1938, ,43. B. Com. 1950) [পৃঃ ৪৭৩—৭৬]

2. Explain what is meamt by Trade Cycles and describe the different phases of the trade cycles (Cal. B. A. 1956). [পৃঃ ৪৭০—৭২]

3. Describe the defferent phases of a typical business cycle. What remedial measures would you suggest for controlling these cycles? (Cal. B.Com. 1955)

4. Account for the periodicity of business cycles. (BA. 1953) [পৃঃ ৪৭০—৭২]

5. What are the different types of unemployment that you find in modern society? Suggest some remedies For combating them. (B.A. 1942, '46, '52) Classify the principal types of unemployment and suggest some possible remedies (B.Com. 1953) [পৃঃ ৪৭৬—৭৮]

উনত্রিংশ অধ্যায়

শ্রমিক সমস্যা
Labour Problem

শ্রমিকের দুর্ব্বলতা – Weakness of Labour

স্বীয় উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী যদি শ্রমিক মজুরী লাভ করিতে পারিত তাহা হইলে ঐ মজুরীকে ন্যায়সঙ্গত রূপে বিবেচনা করা যাইত। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রমিকের পক্ষে এই ন্যায়সঙ্গত মজুরী লাভের পথে গুরুতর অন্তরায় বিদ্যমান। এই গুরুতর অন্তরায় হইল শ্রমিকের দর-কষাকষিতে দুর্ব্বলতা। উৎপাদনকারীগণ সংখ্যায় অল্প এবং সংখ্যায় যাহারা অল্প তাহারা একদিকে যেরূপ সহজেই সংগঠিত হইতে পারে অপর দিকে সেইরূপ শ্রমের চাহিদা বহুপরিমাণে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। অধিকন্তু মালিক শ্রেণী হইল শিক্ষিত এবং কারবার সম্বন্ধে তাহারা অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন এবং দূরদর্শী; উহাদের তুলনায় শ্রমিককুলের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কতখানি শ্রমের দাম রূপে লাভ করিতে সমর্থ এসম্পর্কে সঠিক সচেতন থাকে না। এই সঠিক জ্ঞানের অভাবের দরুণ তাহারা স্বীয় উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দাবী করিতে অগ্রসর হইতে পারে না। আবার, স্বীয় উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক চেতনা থাকিলেও যে অনুরূপ পারিশ্রমিক তাহারা আদায় করিতে পারিবে– এরূপও নিশ্চয়তা নাই। দাবী হইল আদায় যোগ্য—অনুরোধের দ্বারা দাবী আদায় সম্ভব নহে। শ্রমিকগণ কিন্তু তাহাদের দাবী বলবৎ করিতে বিশেষ প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয়। শ্রমিক একদিন শ্রম না করিলে সেই দিনের উপার্জ্জন তাহার নিকট চিরকালের জন্য নষ্ট হইল; তাহাদের দারিদ্র্য এই বিষয়ে উগ্রতার ভাব আনয়ন করে। কিছুদিন কার্য্য বন্ধ থাকিলে, তাহাদিগকে অনাহারের সম্মুখীন হইতে হইবে। মালিক শ্রেণীর পক্ষে কিন্তু উহা প্রযোজ্য নহে। তাহাদের অধিকাংশই সঙ্গতিশালী, সুতরাং কার্য্য বন্ধ করাইয়া শ্রমিকদিগকে কম পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতে তাহারা বাধ্য করিতে পারে। এই সকল কারণেই পারিশ্রমিকের হার লইয়া মালিক শ্রেণীর সহিত শ্রমিকগণ সমানে সমানে দর কষাকষি করিতে পারে না। ফলে তাহাদের মজুরীর হার ন্যায়সঙ্গত মান (standard) অপেক্ষা অল্প থাকে এবং তাহাদের জীবন ধারণের মান থাকে নীচু। মালিক শ্রেণী ধনী হইতে থাকে এবং শ্রমিক শ্রেণী দরিদ্র হইতে থাকে—

সমাজের মধ্যে ধন বণ্টনের অসাম্য বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন গুরুতর সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ন্যায় সঙ্গত মানে জীবন ধারণের জন্য ন্যায় সঙ্গত পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য সর্ত্তাদি আদায় করা শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে গুরুতর সমস্যা। ইহাই শ্রমিক সমস্যা—প্রত্যেক আধুনিক মিল সংগঠন সমন্বিত দেশেই এই শ্রমিক সমস্যা বিদ্যমান।

শ্রমিক সঙ্ঘ—Trade Union

শ্রমিকদিগের এই দুর্ব্বলতা দূরীকরণের জন্য তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রেরণা দেখা দিয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে শ্রমিকগণ যে কার্য্য সাধন করিতে পারে না, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাহা সাধন করা তাহাদিগের সাধ্যাতীত নহে। সেই জন্য আধুনিক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। "শ্রমিক দিগের নিয়োগের সর্ত্তাদি রক্ষা করা ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্ঘবদ্ধতাকে শ্রমিক সঙ্ঘ বলা হয়।" (Continuous association of wage earners for the purpose of maintaining or improving their conditions of employment"—Sydney and Beatrice Webb) লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে শ্রমিক সঙ্ঘ কোন সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য গঠিত হয় না; শ্রমিক জীবনে সমস্যা এক নহে, বহু; সাময়িক নহে, নিরবচ্ছিন্ন। তাই শ্রমিক জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত সঙ্ঘের জীবনও ধারাবাহিক।

শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য

শ্রমিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কারণের মধ্যেই শ্রমিকসঙ্ঘের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে পৃথক পৃথক ভাবে শ্রমিকগণ প্রভাবশালী এবং সঙ্গতিশালী মালিকের সহিত মজুরী সম্পর্কে সমান জোরের সহিত দর কষাকষি করিতে পারে না। শ্রমিক সঙ্ঘ স্থাপনের মাধ্যমে তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমবেত ভাবে দাঁড়াইতে পারে এবং এক্ষেত্রে মালিকের সহিত সমান মর্য্যাদার সহিত দর কষাকষি করিতে পারে। শ্রমিক সঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল, এই ভাবে শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক জীবনে মজুরীর হারই একমাত্র সমস্যা নহে। চাকুরীর অন্যান্য সর্ত্তাবলীর উপরেও তাহাদের জীবনের সুখ দুঃখ বহু পরিমাণে নির্ভরশীল—কিরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এবং কিরূপ সময় ব্যাপি তাহারা কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে, কতদিন ছুটি ভোগ করিতে পারিবে প্রভৃতি বিষয়ের উপরেও তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল বহু পরিমাণে নির্ভর করে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে মালিকদিগের নিকট হইতে ন্যায্য সুবিধা আদায় করা শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য থাকে।

তৃতীয়তঃ, আধুনিক জগতে গণতন্ত্রের প্রসার লাভের সহিত শ্রমিকদিগের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনা প্রবেশ করিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিতে পারিলে শ্রমিক জীবনের উন্নতি বিধানের জন্য উহা ব্যবহার করা লাভ-জনক হইবে, ইহা শ্রমিকগণ উপলব্ধি করিয়াছে। সেই কারণে একাধিক ক্ষেত্রেই শ্রমিক সঙ্ঘ রাজনৈতিক দলগঠনে এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনায় অগ্রসর হয়।

শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য্য প্রণালী—শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য উহা বিবিধ কার্য্য প্রণালী অনুসরণ করিয়া থাকে। এইগুলিকে দুই পর্য্যায়ে বিভাগ করা চলে—সংস্কারমূলক ও বিপ্লবাত্মক। একই শ্রমিক সঙ্ঘ অবস্থা অনুযায়ী এই দুই প্রকারের কার্য্য প্রণালীর যে কোন একটী বা দুইটীই গ্রহণ করিতে পারে।

সংস্কার মূলক: (১) ন্যায়সঙ্গত জীবন যাত্রার মানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করিয়া উহার যৌক্তিকতা মালিকদিগকে বুঝাইবার জন্য সঙ্ঘ চেষ্টিত হয়।

(২) প্রচার কার্য্য পরিচালনার দ্বারা শ্রমিক সঙ্ঘ শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তাহাদের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য চেষ্টিত হয়। উহার দ্বারা মালিকদিগের উপর নৈতিক চাপ প্রদান করা হয়।

(৩) শ্রমিকরা যাহাতে যে কোন মজুরীর হারে কার্য্য করিতে বাধ্য না হয়—মালিকদিগের উপর চাপ দিবার জন্য যাহাতে সাময়িক ভাবে বেকার অবস্থা মানিয়া লইতেও প্রস্তুত থাকে (এবং অন্য কোন কারণে যদি কোন শ্রমিক বেকার অবস্থায় পতিত হয়) সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিক সঙ্ঘ "শ্রম ব্যুরো" (labour bureau) এবং "বেকারনাশক বীমা তহবিল" (unemployment insurance fund) গঠন করে।

(৪) প্রগতিশীল দেশ সমূহে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শ্রমিকগণ যাহাতে শিক্ষিত ও দক্ষ হয় তাহার জন্য চেষ্টিত থাকে।

বিপ্লবাত্মক কার্য্যপ্রণালী

(১) আলাপ আলোচনা যুক্তিতর্কের পথ পরিহার করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘ ধর্ম্মঘট করিতে পারে। চাকুরীতে ইস্তাফা না দিয়া শ্রমিকগণ সাময়িকভাবে কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলে, উহাকে ধর্ম্মঘট বলে। ওয়াকার ধর্ম্মঘটকে "শ্রমের বিদ্রোহ" রূপে অভিহিত করিয়াছেন। ("Strikes are the insurrections of labour—Walker")

(২) শ্রমিক সঙ্ঘ পিকেটিংও করিয়া থাকে। যে সকল শ্রমিক ধর্ম্মঘটের আহ্বানে সাড়া না দিয়া কার্য্যে যোগদান করিতে চাহে, তাহাদিগকে বাধাদান হইল পিকেটিং।

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে সাবোটেজের কার্য্যক্রমও শ্রমিক সঙ্ঘ গ্রহণ করে—অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে কলকারখানা বিগড়াইয়া দেওয়া।

(৪) শ্রমিক সঙ্ঘ কোন শিল্পের মালিকের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য্য করিতে পারে যাহাতে জনসাধারণ ঐ মালিকের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় না করে।

মজুরীর পরিবর্ত্তনমুখী হার—Sliding Scale of Wages

সামগ্রী সমূহের দামস্তর যদি বৃদ্ধি পায় কিন্তু মজুরীর হার অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে উহা শ্রমিকদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া উঠে এবং শ্রমিকগণ মালিকের উপর মজুরী বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে বাধ্য হয়। অপর ক্ষেত্রে দামস্তর যদি হ্রাস পায় অথচ শ্রমিকের মজুরী অপরিবর্ত্তিত থাকে তাহা হইলে মালিকের মুনাফা প্রাপ্তি হ্রাস পাইলেও মালিকের মজুরী বাবদ খরচা সমানই থাকিয়া যায়। ইহাতে মালিক শ্রমিকের মজুরী হ্রাসের জন্য চেষ্টিত হয়। উঠতি দামের সময়ে শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধির জন্য মালিকের উপর চাপ দিবার দরুণ অথবা পড়তি দামের সময়ে মালিক শ্রমিকের মজুরী হ্রাসের জন্য চাপ দিবার দরুণ, শ্রমিক মালিকের বিরোধ বাধিবার সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনা পরিহারের জন্য কেহ কেহ "পরিবর্ত্তনমুখী হার" (sliding scale of wages) প্রবর্ত্তনের পক্ষে অভিমত প্রদান করেন। এই পদ্ধতির মূল কথা হইল যে শিল্পোৎপাদিত সামগ্রীর যেরূপ বাজার মূল্য পরিবর্ত্তন হইবে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদিগের মজুরীর হারও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে। শ্রমিকদিগের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে তাহাদের মজুরীর হার হ্রাস পাইবে এবং মূল্য যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করা হইবে বলিয়াই দাবী করা হয়। কারণ উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইলে অধিক মজুরী প্রদান করা মালিকের পক্ষে সম্ভব হয় এবং শ্রমিকগণ দাবী করিতে পারে। অপর পক্ষে পণ্যের দাম হ্রাস পাইলে শ্রমিকদিগের মুনাফা হ্রাস পাইয়া মজুরী প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায় সুতরাং ঐরূপ ক্ষেত্রে মজুরীর হার হ্রাস পাওয়া ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু এইরূপ উর্দ্ধ ও নিম্নগামী মজুরীর হারের বিপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহাও বিবেচ্য। আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলি যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে শ্রমিকের শ্রম মালিকগণ কিরূপ উগ্রভাবে

চাহিদা করে সম্পূর্ণ তৈয়ারী সামগ্রীর বাজার মূল্যের দ্বারা তাহা সূচিত হইবে। কিন্তু এই আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলি যে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে এরূপ কোনই নিশ্চয়তা নাই। যথা কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ যদি উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইয়া দাম বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ঐ দাম বৃদ্ধির দ্বারা মালিকের অধিক মজুরী প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি সূচিত হয় না। অথচ দামের হ্রাস বৃদ্ধি অনুযায়ী মজুরীর হ্রাস বৃদ্ধির পদ্ধতি একবার প্রবর্ত্তিত হইলে দাম বৃদ্ধি মাত্রই শ্রমিককে অধিক মজুরী আদায় করিতে সচেষ্ট করিবে এবং দামের হ্রাস মাত্রই মালিককে প্রণোদিত করিবে শ্রমিককে কম মজুরী প্রদানে অগ্রসর হইতে। ইহাতে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নয়ন হইবে বলিয়া আশা করা সঙ্গত নহে।

মুনাফা বখরা পরিকল্পনা—Profit Sharing Scheme

শিল্প বিরোধের সম্ভাবনা দূরীভূত করিবার জন্য অনেকেই মুনাফা বখরা করিবার পদ্ধতি অনুমোদন করিয়া থাকেন। মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ মালিকের হস্তগত না হইয়া উহা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভাগাভাগি হইবে। এই উদ্দেশ্যে মান-মজুরী (standard wages) এবং মান-মুনাফার (standard profits) হিসাব প্রণয়ন প্রয়োজন হয়। প্রকৃত মুনাফা যখন মান মুনাফা অপেক্ষা অধিক হইবে, তখন উহার একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ শ্রমিকের মান মজুরীর সহিত যোগ করা হইবে—ইহাই হইল মুনাফা বখ্‌রা পরিকল্পনার মূল কথা।

মুনাফা বখরার বিরুদ্ধে এই যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে ইহার দ্বারা সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী উপকৃত হইবে না। কেবলমাত্র যে শিল্পে মুনাফা উদ্ভব হইবে সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ ইহার দ্বারা লাভবান হইবে। অনেক সময়ে ঘটে যে একটি শিল্পের মুনাফা অপর কোন শিল্পের উপর নির্ভর করে ; দ্বিতীয় শিল্পটীতে হয়তো মুনাফা হয় না, কিন্তু উহার সুষ্ঠু পরিচালনার উপর প্রথম শিল্পটীর মুনাফা নির্ভর করে। হয়তো কোন রেল কোম্পানীর লোকসান হইতেছে কিন্তু উহার অস্তিত্বের দরুণ অপরাপর শিল্প লাভজনক ভাবে চলিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মুনাফা বখরা পরিকল্পনা অনুযায়ী রেল শ্রমিক কোন উপরি আয় পাইবে না কিন্তু উহার দ্বারা উপকৃত অন্যান্য শিল্পের মালিকগণ বাড়তি উপার্জ্জন করিতে পারিবে। অধিকন্তু মুনাফার হিসাব প্রণয়ন মালিকের হাতে থাকিবে এবং মালিক যথাসম্ভব কম করিয়া মুনাফা দেখাইতে সচেষ্ট হইবে।

মুনাফা বখরার অসুবিধা থাকিলেও উহার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া যে নীট উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহার সম্পূর্ণ

অংশ যদি মালিকের হস্তগত না হইয়া একাংশ শ্রমিকদিগের দ্বারা প্রাপ্য হয় তাহা হইলে শ্রমিকগণ উত্তম ও অধিক উৎপাদনের জন্য যত্নবান হইবার অধিক অনুপ্রেরণা লাভ করিবে।

Questions & Hints

1. What is a trade union? Discuss the functions and utility of trade unions. (B.A. 1936, '38 ; Nag. '43 ; All '43) [পৃঃ ৪৭৯—৮১]

2. Examine the merits and demerits of (a) sliding scale and (b) profit sharing of wages as methods of settling differences between labour and capital. (B.A. 1944, '47) [পৃঃ ৪৮২—৮৪]

3. Explain what is meant by "economy of high wages" and point out the limits to the bargaining power of trade unions. (B.Com. 1954) [যে দেশে বা শিল্পে মজুরীর হার অধিক সে দেশে বা শিল্পে উৎপাদন খরচাও যে আনুপাতিক ভাবে অধিক হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। শ্রমিকের অধিক কর্ম্মদক্ষতার (efficiency) দরুণ অধিক মজুরীর হার থাকিতে পারে; আবার অধিক মজুরীর জন্য শ্রমিকের দ্বারা অধিক কর্ম্মদক্ষতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই মালিক শ্রমিকের নিকট হইতে অধিক উৎপাদন লাভ করে এবং তাহার পক্ষে প্রতিমাত্রা উৎপাদন খরচা (cost of production per unit) কম হয়। ইহাই উচ্চ মজুরীর ব্যয় সঙ্কোচ রূপে (economy of high wages) পরিচিত। ইহার বিস্তারিত আলোচনার জন্য "উপরে দ্রষ্টব্য"।

কোন শিল্পে শ্রমিক সঙ্ঘের দ্বারা অধিক মজুরী আদায়ের পক্ষে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক থাকে : (১) সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের কার্য্য অত্যাবশ্যক হইতে হইবে : (২) তাহারা যে সামগ্রী উৎপাদন করে তাহার চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন হইতে হইবে ; (৩) তাহাদের মজুরী প্রদানের খরচা মোট খরচার অল্পাংশ হইতে হইবে ; (৪) মালিকের পক্ষে অধিককাল কারখানা বন্ধ রাখা সম্ভব হইবে না ; (৫) রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়াও সীমাবদ্ধতা আরোপ করিতে পারে।]

ত্রিংশ অধ্যায়

অর্থনৈতিক মতবাদ

Economic Doctrines

ধনতন্ত্র—Capitalism

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ রূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের উপরে ধনতন্ত্ররূপ অর্থনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। ধনতন্ত্রের মূলকথা হইল উৎপাদনের সহায়ক ব্যয় গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা (private ownership of the factors of production) এবং উহার ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা। এই অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই বিভিন্ন ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্থবিধার ভাগ বাঁটোয়ারা হইবে। উৎপাদনের যে সহায়ক বস্তুগুলি আছে যথা ভূমি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এইগুলির যে কোন ব্যক্তিই মালিক হইতে পারে। আপনার চাতুর্য্য ও কর্ম্মক্ষমতার দ্বারা অধিক উপার্জ্জন করিয়া যে কোন ব্যক্তিই পুঁজি ক্রয় করিয়া পুঁজিপতি হইতে পারে। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কেহ পুঁজিপতি, কেহ শ্রমিক। কে পুঁজিপতি হইবে এবং কে শ্রমিক হইবে তাহা জনসমষ্টির মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে। আবার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরীর হার নির্দ্ধারিত হইবে। ধনতন্ত্র মনে করে যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিজ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু প্রত্যেকের স্বার্থ চালিত ক্রিয়ার দ্বারা এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাহার দ্বারা সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনীত হইবে। প্রত্যেক উৎপাদক উপাদান তাহার স্বার্থ বা স্বধর্ম্ম অনুযায়ী বিনা বাধায় চলিতে সক্ষম হইলে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করিয়া লইতে সক্ষম হইবে—ইহাই ধনতন্ত্রের যুক্তি। মালিক উৎপাদনকারীগণ নিজেদের মুনাফার লোভে উৎপাদন করিবে বটে কিন্তু নিজেদের স্বার্থের বশে উৎপাদনের ধারা তাহারা যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে উহার দ্বারা সমগ্র সমাজ অর্থনৈতিক ভাবে উপকৃত হইবে, ইহাও দাবী করা হইয়া থাকে; কারণ ব্যক্তিগত লাভের লোভে মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগরূক হয় এবং নূতন নূতন ক্ষেত্রে কর্ম্মশক্তি প্রয়োগের অনুপ্রেরণা লাভ ঘটে। অধিকন্তু ধনতন্ত্রের আওতায়

বিভিন্ন উৎপাদনকারীদিগের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা ঘটে উহাও সমগ্র জনসমষ্টির স্বার্থের অনুকূল ; প্রত্যেক উৎপাদনকারী ক্রেতা সাধারণকে আপনার নিকট আকর্ষণ করিবার প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনা বিধানের জন্য সচেষ্ট হইবে—শ্রম বিভাগের ক্ষেত্রে, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের আয়তন নির্দ্ধারণে তাহারা যতদূর সম্ভব উন্নত ভাবধারা অবলম্বনে যত্নবান হইবে।

ধনতন্ত্রের পক্ষে কিন্তু জনসমষ্টির কল্যাণ সাধন ক্ষমতার এই দাবীর গুরুতর বিরোধিতা বর্ত্তমান জগতে সৃষ্টি হইয়াছে। ধদতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়ার উত্থান উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই প্রতিক্রিয়া যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার দ্বারা সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত অথচ নূতন পথ সন্ধানের নেশায় প্রকম্পিত। একাধিক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে, ধনতন্ত্রের দ্বারা সমাজের উপকার সাধনের ক্ষমতা আজ নিছক ঐতিহাসিক ঘটনা, বর্ত্তমান জগতে উহা অলীক ও মিথ্যা ; উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই সত্য ও বাস্তব।

সমাজতন্ত্রবাদ—Socialism

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রথম রূপ হইল সমাজতন্ত্রবাদ। ধনতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তির বিরুদ্ধেই সমাজতন্ত্রবাদের সর্ব্বপ্রধান আক্রমণ। সমাজতন্ত্রবাদ বলে, সমাজের মধ্যে উৎপাদনের সহায়ক বস্তুগুলির মালিক থাকে মাত্র কতিপয় ব্যক্তি। ইহারা হইল পুঁজিপতি বা আঁত্রেপ্রণা মালিক। ইহারা উৎপাদনের প্রয়োজনে যেরূপ কাঁচামাল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় করে, সেইরূপ শ্রমিকের শ্রমও ক্রয় করে। ইহাদের সংযোগে যে সামগ্রী উৎপাদিত হয়, তাহা মালিক শ্রেণীর মালিকানাভূক্ত—উহা শ্রমিক শ্রেণীর মালিকানাধীন নহে। শ্রমিকগণ নিছক শ্রমের বিক্রেতা এবং উহার বিনিময়ে তাহারা কেবলমাত্র মজুরী লাভ করিয়া থাকে। এই মজুরীর হার নির্দ্ধারণে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে। এই প্রতিযোগিতা বাহ্যতঃ অবাধ ও নিরঙ্কুশরূপে প্রতিভাত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে উহা প্রতিযোগিতার ব্যঙ্গরূপ মাত্র। শ্রমিকগণ সংখ্যায় অধিক, অজ্ঞ ও দরিদ্র—ন্যায্য মজুরীর হার সম্পর্কে তাঁহারা সচেতন নহে। সচেতন হইলেও উহা আদায় করিতে তাহারা সক্ষম নহে। মালিকগণ সংখ্যাল্প, চতুর ও ধনী। মজুরীর হার লইয়া দর কষাকষিতে, মালিকের জয় এবং শ্রমিকের পরাজয় চিরন্তন। ফলে মজুরীর হার থাকে নীচু—সমাজের অগ্রগতির সহিত মুনাফার বৃদ্ধি ঘটিয়া মালিক বা ধনী শ্রেণী অধিকতর ধনী হইতে থাকে এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ ব্যক্তি (ইহারা শ্রমিক পর্য্যায়ভূক্ত) চিরকাল দারিদ্র্যেই নিমজ্জিত থাকে। অথচ উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য

হইতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া যে নীট উদ্বৃত্ত থাকে—সমাজতন্ত্রবাদীগণ ইহাকে উদ্বৃত মূল্য (surplus value) রূপে অভিহিত করিয়া থাকেন—তাহা যথার্থ বিচারে শ্রমিকদিগেরই প্রাপ্য। কারণ উৎপাদনের মৌলিক উৎপাদন মাত্র দুইটি—প্রকৃতি এবং মানুষের শ্রম। প্রকৃতি তাহার কার্য্যের মূল্য দাবী করে না, মূল্য দাবী করিবার অধিকারী থাকে শ্রমিক। যাহারা উৎপাদনের সহায়ক বস্তুগুলির সৌভাগ্যশালী মালিক—উদ্বৃত্ত মূল্যের উপর তাহাদের দাবী কোন ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন, যে এই ন্যায়ধর্ম্মবিরোধী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভিতর হইতে জীর্ণ করিয়া ফেলে। শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া যে ব্যক্তিগত মুনাফা লাভ হয়, তাহাই সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চালক শক্তিরূপে ক্রিয়া করে—সমষ্টির কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা ঐ শক্তিরূপে ক্রিয়া করে না। যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন হইতে, যে সামগ্রীর উৎপাদন হইতে ব্যক্তিগত মুনাফা হইবে সর্ব্বাধিক সেই দিকেই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা পরিচালিত হইবে। সমষ্টির কল্যাণ হয় অবহেলিত, সমাজের প্রাকৃতিক সম্পদ হয় অপচায়িত।

ধনবণ্টন ও অর্থ নৈতিক কল্যাণ

সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন যে জনসমষ্টির মধ্যে ধনবণ্টনের পদ্ধতির উপরে সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণ বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। আর ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যই হইল, ধনবণ্টনের অসাম্য (unequal distribution of wealth)—মালিক শ্রেণী ক্রমশঃই ধনী হইতে থাকে আর শ্রমিক শ্রেণী দরিদ্রই থাকিয়া যায়। সমাজের সম্পদের অধিকাংশই ক্রমশঃই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হস্তে নিবদ্ধ হইতে থাকে। ধনবণ্টনের এই গুরুতর অসাম্য অর্থনৈতিক কল্যাণ একাধিক কারণে ব্যাহত করে।

যাহাদের আয় যত অধিক হয়, ততই তাহাদের আয়ের অল্প অংশ অন্নবস্ত্ররূপে অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হয়। আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় আরাম সামগ্রী ও বিলাস সামগ্রীর উপর। আবার উৎপাদনকারীদিগের দিক হইতে দেখিলেও আরাম সামগ্রী ও বিলাস সামগ্রীর বিক্রয় হইতে অধিক মুনাফা হইয়া থাকে। কারণ ক্রেতা নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী ক্রয় করিতে নানারূপ হিসাব নিকাশ করিয়া থাকে কিন্তু বিলাস সামগ্রী ক্রয় করিবার কালে অত হিসাব করিয়া ব্যয় করে না। ফলে উৎপাদনকারীগণ অধিক পরিমাণে বিলাস সামগ্রী উৎপাদনেই সময় ও সঙ্গতি নিয়োজিত করিয়া থাকে কারণ বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন হইতে উৎপাদনকারীর মুনাফা হয় অধিক। কোন্ সামগ্রীর উৎপাদন হইতে জনসাধারণের

সমষ্টিগত কল্যাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাধিত হইবে এই বিবেচনার দ্বারা উৎপাদন মূলক সঙ্গতি উৎপাদনে নিয়োজিত হয় না। সুতরাং বিলাস সামগ্রীর এবং অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীর প্রাচুর্য্য রহিয়াছে অথচ দরিদ্রের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা অনুভূত হইতেছে—অসম ধনবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে এইরূপ বিরুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ হইল যে উৎপাদক সঙ্গতির অপরিমিত অস্তিত্ব নাই—উহারা পরিমিত পরিমাণেই বর্ত্তমান। পরিমিত সামগ্রীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবহার ঘটে যদি উহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। কিন্তু যে সমাজে ধনবণ্টনের অসাম্য বর্ত্তমান সেখানে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বলিতে বুঝায় অপেক্ষাকৃত ধনীদিগের বাসনা চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা। উৎপাদক সঙ্গতি যেখানে ধনীদিগের বাহুল্যের অভাব মিটাইতে যাইবার দরুণ, দরিদ্রদিগকে ন্যায় সঙ্গত জীবন ধারণের মানের জন্য প্রায়োজনীয় সামগ্রী হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়, সেখানে উৎপাদক সঙ্গতির সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যবহার ঘটিল না।

ধনবণ্টনের অসাম্যের দ্বারা অর্থনৈতিক কল্যাণ ব্যাহত হইবার আরও একটি কারণ আছে। জনসাধারণের অধিকাংশই শ্রমিক শ্রেণী—তাহাদের জীবনের দারিদ্র্যের সহিত মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির বিলাস বাসন চরিতার্থের প্রয়াস তুলনা করিলে—তাহাদের কর্ম্মজীবনের সহিত ধনীদিগের অলস জীবন তুলনা করিলে—শ্রমিকগণ যথাসম্ভব অধিক শ্রম করিবার জন্য কোনই উৎসাহ বোধ করিবে না। অসম ধনবণ্টনের জন্য শ্রমিকের মনস্তত্বে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—সমাজে সম্পদ উৎপাদনের উপর উহার বিরূপ ফলাফল ঘটা অপরিহার্য্য। উপরন্তু ধনীশ্রেণীর সমাজে অধিক আধিপত্য করিবার অবকাশও অর্থ থাকে—সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তাহারই আধিপত্য করে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা নীতি নির্দ্ধারণে তাহাদের প্রভাবই থাকে সর্ব্বাধিক—অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর অর্থনৈতিক কল্যাণ ইহাতে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উৎপাদক বস্তুর রাষ্ট্রায়ত্ত করণ

সমাজতন্ত্রবাদীগণ অভিমত দেন যে সমাজের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করা প্রয়োজন। ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হইবে এবং পুঁজি, ভূমি প্রভৃতি উৎপাদক উপকরণগুলির একমাত্র মালিক থাকিবে রাষ্ট্র। শ্রমিক নিয়োগ করিয়া উৎপাদক বস্তুগুলির সহযোগে মালিকগণ যেরূপ পণ্য উৎপাদন করে ও বিক্রয় করে, রাষ্ট্রও তদনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। সমগ্র সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রই হইবে একমাত্র মালিক ও একমাত্র নিয়োগ কর্ত্তা। জনগণের মধ্যে পৃথক মালিক

শ্রেণীরূপে কেহ থাকিবে না। সকলেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ে শ্রমিকরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সুদূর প্রসারী ফলাফল সংঘটিত হইবে। প্রথমতঃ, শিল্প বাণিজ্যের চালক শক্তিরূপে মুনাফা যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা হইতে উহা বিচ্যুত হইবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শুধু মুনাফার বিবেচনার দ্বারাই যে উৎপাদক সঙ্গতির নিয়োগ ঘটে—তাহার অবসান ঘটিবে। জনগণের করায়ত্ত সরকার রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে শিল্প বাণিজ্য পরিচালনা করিতে থাকিলে জনকল্যাণ সাধনের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন প্রচেষ্টা প্রবাহিত করিতে থাকিবে। ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই চালকশক্তিরূপে ক্রিয়া করিবে,মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নহে। সুতরাং সমাজের পরিমিত উৎপাদক বস্তু সমূহের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবহার ঘটিবে—উহার অপচয় হ্রাস পাইবে। অপচয় হ্রাস পাইবার আর একটি কারণ হইল যে এইরূপ ব্যবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিবার দরুণ পরিকল্পিত উৎপাদনের আয়োজন করা সম্ভবপর—যে পরিকল্পিত উৎপাদনের মধ্যে বাণিজ্য চক্রের আবর্ত্ত দূর করিতে পারা যায় এবং বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারা যায়। উপরন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনবণ্টনের ঘোর অসাম্য বিদূরীত হয় এবং সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনকল্যাণের জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্ভব হয়। সমাজের মধ্যে বিলাসী ও অহেতুক অবকাশ ভোগী শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনেই নহে, সামাজিক জীবনেও সকল ব্যক্তি যথাসম্ভব সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

সাম্যবাদ—Communism

মার্ক্স এবং **এঙ্গেলস্** প্রণীত "কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো" নামক গ্রন্থে সাম্যবাদ (communism) শব্দটি বিশেষ তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল; তদবধি সাম্যবাদ শব্দটি একটি বিশেষ মতবাদকেই বুঝাইয়া আসিতেছে। কিন্তু বিশেষ মতবাদ হইলেও সাম্যবাদ হইল সমাজতন্ত্রবাদেরই আর একটি রূপ মাত্র। মার্ক্সের অভিমত ছিল যে ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা বিদ্যমান উহার দ্বারাই ধনতান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটিবে এই আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা হইল যে "উদ্বৃত মূল্য নিজ স্বার্থে আহরণ করিবার প্রচেষ্টায় মালিকগণ শ্রমিকদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে এবং উহার দ্বারাই শ্রমিকদিগকে শ্রেণী সচেতন (class conscious) এবং সুসংগঠিত হইতে সাহায্য করিয়া দেয়। অধিকন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান

উৎপাদন ঘটে কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান ক্রয় শক্তির প্রাপ্তি শ্রমিকদিগের পক্ষে ঘটে না। সুতরাং মালিকগণ দেশের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা এবং একচেটিয়া কারবারের দিকে অগ্রসর হয় এবং দেশের বাহিরে নূতন বাজার দখলের জন্য চেষ্টিত হয়। দেশের মধ্যে ছোট খাটো ব্যবসায়ীগণ ক্রমশঃই শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হইতে থাকে, দেশের বাহিরে সমরায়োজন হয় এবং সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে।

সামন্ত প্রথার মধ্যে সামন্ত বা ধনী জমিদারগণ যেরূপ শিল্প সম্প্রসারণের যুগে শিল্প মালিকদিগের দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়াছিল মালিক শ্রেণীও সেইরূপ শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা উৎসাদিত হইবে। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে, এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর স্থানচ্যুতির বহু দৃষ্টান্ত থাকিলেও, আধুনিক যুগের প্রলেপরিয়েট অভ্যুত্থানের একটি অনন্যসাধারণত্ব রহিয়াছে। পূর্ব্বেকার সকল বিপ্লবে একশ্রেণীর পরাভব ও অপর শ্রেণীর জয় ইহাই ঘটিয়াছে ; কিন্তু সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণী বা প্রলেটারিয়েটদিগের অভ্যুত্থান সমগ্র মানুষ জাতির বন্ধন মুক্তি সূচনা করিবে। শ্রেণী বিভাগের (মালিক ও শ্রমিক) ভিত্তিতেই বিপ্লব সংগঠিত হইবে বটে কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, উহা হইবে শ্রেণী-বিহীন।

সাম্যবাদীগণ বলেন, বিপ্লবের মধ্য দিয়াই এক শ্রেণীবিহীন সমাজ আসিবে। কিন্তু উহার জন্য প্রয়োজন হইল, বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পরিবর্ত্তন। শক্তি প্রয়োগের দ্বারা এই পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় উহা সম্ভব নহে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিক শ্রেণী যে কায়েমী স্বার্থ আবাহমান কাল যাবৎ ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহা বিনা সংগ্রামে উহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। প্রকাশ্যে অথবা গোপনে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় উহারা সর্ব্বউপায়ে যথাসাধ্য বাধাপ্রদান করিবে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় এই বাধা অতিক্রমের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থা পরিহার করিতে হইবে, বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে ভাঙ্গিয়া প্রলেটারিয়েটদিগের বিপ্লবাত্মক একনায়কতন্ত্র (revolutionary dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শুধু মালিকশ্রেণীকে স্থানচ্যুত করিবার জন্যই নহে, উহাদের প্রতিক্রিয়াশীল বিরুদ্ধ বিপ্লব (counter revolution) প্রতিরোধের জন্য সশস্ত্র বলপ্রয়োগ প্রয়োজন—সাম্যবাদের ইহাই যুক্তি।

রাশিয়ায় সাম্যবাদের পরীক্ষা—Communist Experiment in Russia

১৯১৭ সালে রাশিয়ার 'বলশেভিক' রূপে অভিহিত উগ্র সাম্যবাদীশ্রেণীর দ্বারা সংঘটিত বিপ্লবের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সাম্যবাদ কার্য্যতঃ প্রবর্ত্তনের